মুখতাসার

ফিকহুস সুন্নাহ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের
আলোকে ফিকহ

মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক

اللباب في فقه السنة والكتاب

"আল লুবাব"

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ফিকহ

«مختصر فقه السنة»

সুখতাসার ফিকহুস সুন্নাহ

اللباب في فقه السنة والكتاب

আল-লুবাব

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ফিকহ

«مختصر فقه السنة»

মুখতাসার ফিকহুস সুন্নাহ

محمد صبحي بن حسن حلاق

লেখক- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক

অনুবাদঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম

সম্পাদনায়ঃ

আব্দুল হাকীম মাদানী

আব্দুল হাসীব মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২৪ ঈসায়ী, রজব ১৪৪৫ হিজরী

নির্ধারিত মূল্য: ১২০০ (বারশত) টাকা

সম্পাদকীয়

৳

অভিমত

অভিমত

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- ❖ প্রকাশকের নিবেদন ২০
- ❖ মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক রহিমাহুল্লাহর জীবনী..... ২৭
- ❖ আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ ৩৩
- ❖ ভূমিকা
  - ফিকহের অর্থ.....৫৬
  - কেন এই কিতাবটি লিখলাম.....৬৯
  - আমি কিতাবটিকে যেভাবে সাজিয়েছি.....৭০
  - এই কিতাব রচনাতে আমার কিছু পদ্ধতি ৭২

প্রথম পর্ব: পবিত্রতা

পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা শব্দটি তেরটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে.....৭৭

প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ.....৮১

প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা..... ৯০

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধিবিধান..... ৯৫

- ❖ কোন জীবিত জন্তু থেকে যা পৃথক করা হবে সেটি মৃত বলে গণ্য হবে.... ১০০
- ❖ মৃতদের বিধান থেকে যা ব্যতিক্রম..... ১০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতা দূরীকরণ..... ১০৫

❖ অপবিত্রতা সম্পর্কীত কিছু শাখা মাসআলা

মাসআলা -১: আদম সন্তানের বমি পবিত্র..... ১০৯

মাসআলা -২: আদম সন্তানের বীর্য পবিত্র..... ১১১

মাসআলা -৩: মুসলিম ব্যক্তির রক্ত পবিত্র..... ১১৩

মাসআলা -৪: প্রবাহিত রক্ত পবিত্র..... ১১৫

মাসআলা -৫: মহিলার লজ্জাস্থানের সিক্ততা পবিত্র ১১৭

মাসআলা -৬: মদ খাওয়া হারাম। কিন্তু সে অপবিত্র হওয়ার পক্ষে এমন কোন দলীল নেই যেটি গ্রহণ করা যায় ১১৭

মাসআলা -৭: মুশরিক ব্যক্তি অভ্যন্তরীণভাবে অপবিত্র ১১৮

মাসআলা -৮: শুকুর অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই। বরং সেটি খাওয়া হারাম হওয়ার বিষয়ে দলীল রয়েছে ১১৮

মাসআলা -৯: যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব ও পায়খানা পবিত্র..... ১১৯

মাসআলা -১০: জাল্লালাহ পশুর প্রস্রাব ও পায়খানা অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি..... ১২১

তৃতীয় অধ্যায়: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট ও (শরীর থেকে নির্গত হওয়া) ঘাম

প্রথম পরিচ্ছেদ: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে.....১২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম সম্পর্কে..... ১২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উচ্ছিষ্ট ও ঘামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা..... ১২৯

চতুর্থ অধ্যায়: পাত্র সম্পর্কে..... ১৩২

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (প্রস্রাব পায়খানা করার) বর্ণনা..... ১৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ..... ১৪২

সপ্তম অধ্যায়: ওযূ

প্রথম পরিচ্ছেদ: ওযূর পদ্ধতি, ওযূ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং তার ফরযসমূহ.....১৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওযূতে মুস্তাহাব বা সুন্নাত কাজসমূহ.....১৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ.....১৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে ওযূ করা ফরয, আর যেসব কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব

- ❖ যেসব কারণে ওযূ করা ফরয.....১৮০

❖ যেসব কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব.....১৮৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মোজার ওপর মাসাহ করা.....১৮৮

ওযূ অধ্যায় বিষয়ে কিছু শাখা মাসআলা

মাসআলা -১: ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি.....১৯২

মাসআলা -২: মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয় না.....১৯৩

মাসআলা -৩: ওযূর অঙ্গগুলো (মুছে) শুকানো মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়.....১৯৩

মাসআলা -৪: ওযূ করাতে (অন্যকে) সহযোগিতা করা জায়েয.....১৯৪

মাসআলা -৫: ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময়ে পঠিত দুআর কোন ভিত্তি নেই.....১৯৫

মাসআলা -৬: হাসলে ওযূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়.....১৯৫

মাসআলা -৭: নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অথবা বমি করলে ওযূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন দলীল প্রমাণিত হয়নি.....১৯৬

মাসআলা -৮: রাগের কারণে ওযূ করা সম্পর্কীত দলীলটি যঈফ.....১৯৬

মাসআলা -৯: খারাপ কথার কারণে ওযূ করা সম্পর্কীত দলীলটি যঈফ.....১৯৬

মাসআলা -১০: মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীলটি যঈফ.....১৯৭

অষ্টম অধ্যায়: গোসল

প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল ফরয হয়? ১৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গোসলের রুকন ও সুন্নাতসমূহ.....২০২

❖ স্বামী ও স্ত্রীর একই স্থানে একই পাত্রে গোসল করা জায়েয.....২০৬

❖ স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জন করার পর অবশিষ্ট অতিরিক্ত পানি দিয়ে স্বামীর গোসল করা জায়েয.....২০৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কখন গোসল করা মুস্তাহাব.....২০৭

গোসল অধ্যায় সম্পর্কীত কিছু শাখা মাসআলা.....২১১

নবম অধ্যায়: তায়াম্মুম.....২১৩

দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয (ঋতুস্রাব).....২২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিফাস (প্রসূতি অবস্থা).....২২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা.....২৩০

দ্বিতীয় পর্ব: সালাত

প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ.....২৩৫

- ❖ সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান.....২৪৩
- ❖ শিশুদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য সালাতের আদেশ করতে হবে, ওয়াজিব বিধান হিসেবে নয়.....২৪৬
- ❖ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কি সেই সালাতের কাযা আদায় করতে হবে? ২৪৭
- ❖ কোন কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পূর্বের সালাতগুলো কাযা আদায় করতে হবে না.....২৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামত.....২৫৭

আযান ও ইকামত অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা ২৬৯

তৃতীয় অধ্যায়: সালাতের শর্তসমূহ.....২৭১

সালাতের শর্তসমূহ অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা.....২৭৭

চতুর্থ অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাতের বর্ণনা ২৭৯
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের রুকনসমূহ.....২৮২
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের ওয়াজিবসমূহ.....২৯০
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সালাতে বচনগত ও কর্মগত সুন্নাতসমূহ
- ❖ প্রথমত: বচনগত সুন্নাতসমূহ.....২৯৯
- ❖ কর্মগত সুন্নাত.....৩১৬
- ❖ পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সালাতে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ.....৩২৩

- ❖ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সালাতে যে কাজগুলো করা বৈধ.....৩২৮
- ❖ সপ্তম পরিচ্ছেদ: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ.....৩৩৩
- ❖ অষ্টম পরিচ্ছেদ: সালাত পরবর্তী দুআ ও যিকিরসমূহ.....৩৩৬

পঞ্চম অধ্যায়: নফল সালাত.....৩৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে সাহু.....৩৫৮
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে তিলাওয়াত.....৩৬৩
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে শুকর.....৩৬৭

সপ্তম অধ্যায়: সালাতুল কুসুফ বা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত.....৩৬৮

অষ্টম অধ্যায়: সালাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত.....৩৭২

নবম অধ্যায়: সফরের সালাত.....৩৭৭

দশম অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত.....৩৮৫

একাদশ অধ্যায়: সালাতুল খাওফ বা ভয়ভীতির সালাত.....৩৯৮

দ্বাদশ অধ্যায়: জুমআর সালাত.....৪০৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়: জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা.....৪১৭

চতুর্দশ অধ্যায়: জানাযা

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: মুমূর্ষ ব্যক্তির বিধিবিধান.....৪৪৩
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া.....৪৫০
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মৃতকে কাফন দেয়া.....৪৫৩
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: জানাযার সালাত.....৪৫৬
- ❖ পঞ্চম পরিচ্ছেদ: লাশের পিছনে পিছনে চলা.....৪৭১
- ❖ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মৃতকে দাফন করা.....৪৭৭
- ❖ সপ্তম পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত.....৪৮২

তৃতীয় পর্ব: সিয়াম

❖ প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের বিধিবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ: রমজানের সিয়ামের আবশ্যকতা.....৪৯২

❖ সিয়ামের ফযীলত.....৪৯৫

❖ রমজানের ফযীলত এবং তাতে আমল করার মর্যাদা.....৫০৪

❖ সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ.....৫১০

❖ রমজানের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হয়.....৫১১

❖ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলার সিয়াম.....৫১২

❖ এক দেশের চাঁদ দেখা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য.....৫১৫

❖ সিয়ামের নিয়্যাত করার সময়.....৫২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ.....৫২২

❖ সিয়ামের আদবসমূহ.....৫৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়ামের কাযা আদায় করা.....৫৩৬

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল সিয়াম

❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: যেসকল সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব.....৫৪১

❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগুলো পালন করা মাকরূহ.....৫৪৪

❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগুলো পালন করা হারাম.....৫৪৬

❖ তৃতীয় অধ্যায়: ইতিকাফ.....৫৪৯

চতুর্থ পর্ব: যাকাত

❖ প্রথম অধ্যায়: যাকাতের বিধিবিধান.....৫৫৯

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: পশুর যাকাত

❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিসাবের পরিমাণ.....৫৭০

❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গরুর নিসাবের পরিমাণ.....৫৭২

❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ছাগলের নিসাবের পরিমাণ.....৫৭৩

- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: (পশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দুই ফরয পরিমাণের মাঝের পশুর সংখ্যা.....৫৭৫
- ❖ তৃতীয় অধ্যায়: সোনা ও রূপার যাকাত.....৫৭৮
- ❖ চতুর্থ অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত.....৫৮৮
- ❖ পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ.....৫৯৪
- ❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: সাদাকাতুল ফিতর.....৬০৩
- ❖ সপ্তম অধ্যায়: গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ৬০৬

পঞ্চম পর্ব: আল হাজ্জ

প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধিবিধান

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে.....৬১০
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা.....৬১৪
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনা ৬১৮
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ.....৬৩০
- ❖ পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয়.....৬৪১
- ❖ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয.....৬৪৫
- ❖ সপ্তম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি.....৬৪৮
- ❖ অষ্টম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ.....৬৬১
- ❖ নবম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার কুরবানির মধ্যে যেটি সর্বোত্তম কুরবানি.....৬৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়: পৃথকভাবে উমরা করা

- ❖ উমরার বিধিবিধান ৬৭৩

ষষ্ঠ পর্ব: বিবাহ

প্রথম অধ্যায়: বিবাহ

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধিবিধান.....৬৭৯
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হারাম বিবাহসমূহ.....৬৯০
- ❖ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মোহরের বিধিবিধান.....৭০৮
- ❖ চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অলীমার বিধান.....৭১৪
- ❖ পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করা.....৭১৫
- ❖ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ

  প্রথমত: স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ.....৭১৮

  দ্বিতীয়ত: স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ.....৭২১

দ্বিতীয় অধ্যায়: তালাক।

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: তালাক শরীআতসম্মত হওয়া এবং তার বিধিবিধান.....৭২৬
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যার মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়.....৭২৯

তৃতীয় অধ্যায়: খোলা তালাকের বর্ণনা.....৭৩২

চতুর্থ অধ্যায়: ঈলা (স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা).....৭৩৫

পঞ্চম অধ্যায়: যিহার.....৭৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: লিআন.....৭৩৮

সপ্তম অধ্যায়: ইদ্দত পালন সম্পর্কে

- ❖ প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার ইদ্দত সম্পর্কে.....৭৪৪
- ❖ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে.....৭৪৮

অষ্টম অধ্যায়: ভরণপোষণ সম্পর্কে.....৭৪৯

নবম অধ্যায়: শিশুর লালন পালন সম্পর্কে ৭৫৪

সপ্তম পর্ব: ক্রয় বিক্রয়

- ❖ প্রথম অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয়.....৭৬০
- ❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ.....৭৭৯
- ❖ তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা.....৭৮৪
- ❖ চতুর্থ অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়.....৭৮৮
- ❖ পঞ্চম অধ্যায়: করয বা ঋণ.....৭৯০
- ❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার.....৭৯৩
- ❖ সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া.....৭৯৫
- ❖ অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং (ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষ থেকে কারো জন্য) জমি বরাদ্ধ করা.....৮০১
- ❖ নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা.....৮০৩
- ❖ দশম অধ্যায়: বন্ধক সম্পর্কে.....৮০৮
- ❖ একাদশ অধ্যায়: কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া.....৮০৯
- ❖ দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা.....৮১৩
- ❖ ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা.....৮১৬
- ❖ চতুর্দশ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে.....৮২১
- ❖ পঞ্চদশ অধ্যায়: হাদীয়া বা উপহার দেয়া.....৮২৫
- ❖ ষোড়শ অধ্যায়: হিবা বা দান করা.....৮২৮
- ❖ সপ্তদশ অধ্যায়: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা.....৮৩০
- ❖ অষ্টাদশ অধ্যায়: কোন বস্তুর জামিন হওয়া.....৮৩৩
- ❖ ঊনবিংশ অধ্যায়: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা.....৮৩৪
- ❖ বিংশ অধ্যায়: নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে.....৮৩৫
- ❖ একবিংশ পর্ব: পড়ে থাকা বস্তু.....৮৩৯
- ❖ দ্বাবিংশ অধ্যায়: আপোষ মীমাংসা.....৮৪২

অষ্টম পর্ব: কসম সম্পর্কে

.....৮৪৬

নবম পর্ব: নযর বা মানত সম্পর্কে।

.....৮৫৩

দশম পর্ব: খাদ্যদ্রব্য

- ❖ প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য.....৮৬০
- ❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার.....৮৬৯
- ❖ তৃতীয় অধ্যায়: জবাই করা.....৮৭২
- ❖ চতুর্থ অধ্যায়: পানীয় সম্পর্কে.....৮৭৭
- ❖ পঞ্চম অধ্যায়: আতিথেয়তা বা মেহমানদারী.....৮৮২
- ❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব.....৮৮৪
- ❖ সপ্তম অধ্যায়: কুরবানির বিধিবিধান.....৮৮৯
- ❖ অষ্টম অধ্যায়: আকীকার বিধিবিধান.....৯০০

একাদশ পর্ব: চিকিৎসা

.....৯০৬

দ্বাদশ পর্ব: পোশাক পরিচ্ছদ

.....৯০৯

ত্রয়োদশ পর্ব: অসীয়ত

.....৯১২

চতুর্দশ পর্ব: ফারাইয (উত্তরাধিকার)

.....৯১৬

পঞ্চদশ পর্ব: হুদুদ বা দণ্ডবিধি

- ❖ প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারীর দণ্ড.....৯৩৬
- ❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: চুরির দণ্ড.....৯৪৭

❖ তৃতীয় অধ্যায়: (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার দণ্ড.....৯৫৩

❖ চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর দণ্ড.....৯৫৪

❖ পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর বা বিদ্রোহকারীর দণ্ড.....৯৫৮

❖ ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য.....৯৬১

ষোড়শ পর্ব: কিসাস (প্রতিশোধ)

.....৯৬৬

সপ্তদশ পর্ব: দিয়াত (রক্তমূল্য)

❖ দিয়াতের বিধিবিধান.....৯৭৮

অষ্টাদশ পর্ব: বিচার ফায়সালা

❖ প্রথম অধ্যায়: বিচার ফায়সালা.....৯৮৯

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি.....৯৯৬

ঊনবিংশ পর্ব: জিহাদ

❖ প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান.....১০০৪

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান.....১০১৬

❖ তৃতীয় অধ্যায়: বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধিবিধান.....১০২৩

❖ চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান.....১০৩০

❖ পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে.....১০৩১

প্রকাশকের নিবেদন

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল।

অতঃপর, **আল লুবাব ফি ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব (মুখতাসার ফিকহুস সুন্নাহ),** সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ ফিকহ গ্রন্থ, যার লেখক আল্লামা **মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক** রহিমাহুল্লাহ।

কুরআন, সহীহ হাদীসের আলোকে লিখিত এ ফিকহ গ্রন্থটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখকের এ কিতাবটি **'আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিকহীয়্যাহ'**, কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা যেতে পারে। যার লেখক ইমাম, ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহ। প্রয়োজনীয় মাসআলায় নিচের গ্রন্থগুলো হতে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

১. রওদ্বাতুন নাদীয়া শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রহিমাহুল্লাহ।

২. শারহুদ দুরারিল বাহিয়্যাহ ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহিয়্যাহ-যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী

৩. আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

৪. আদ দুরার আল মুদিয়াহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী

৫. ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী।

৬. আল-মাউসূআহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ আল-ওয়াইশাহ

৭. আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে বাদাভী ইবনে মুহাম্মদ

৮. মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম-আবূ আব্দিল্লাহ যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে সালেহ আল-ওয়াসাবী

৯. ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিছী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী

১০. সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- আবূ মালিক কামাল ইবনে আস-সাইয়্যিদ সালিম

১১. সুবুলুস সালাম- মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস সানআনী

১২. নায়লুল আওতার- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী

১৩. তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীক আলা ফিকহুস সুন্নাহ-আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল বানী

১৪. ফাতাওয়া ইলমিয়া -শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ

১৫. জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিল ফিকহ-আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল বানী

এছাড়া উসূলে ফিকহ ও ফিকহী কায়েদা জানার জন্য নিম্নের কিতাবগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান

২. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ- ইমাম শাওকানী

৩. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল- আল্লামা আল বানী

৪. তাওদ্বীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহিজি আহলিল হাদীস- যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর পাকিস্থানী

৫. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী

৬. আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ শাবী

৭. ইরশাদুল ফুহুল- ইমাম শাওকানী

৮. ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী

৯. মায়ালিমু উসূলিল ফিকহ ইংদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত-মুহাম্মাদ হুসাইন জাইযানী।

[বি.দ্র. ১ থেকে ৫ পর্যন্ত মাকতবাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত। ৬ নং এর সারাংশ এ বইতে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

ওপরের কিতাবগুলোর সহযোগিতায় ফিকহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছু প্রাসঙ্গিক সংযোজন করা হয়েছে।

ক্রমিক	প্রাসঙ্গিক সংযোজন	পৃষ্ঠা
	মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক এর জীবনী	২৭-৩২
	আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ	৩৩-৫৪
	প্রথম পর্ব: পবিত্রতা	
১.	মানুষের বীর্যের বিধান কী?	১১২
২.	পুরুষ ও নারীদের খাতনা করার বিধান কী?	১৪৫
৩.	ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান	১৫৬
৪.	ওযূর অঙ্গগুলোর মাঝে বিরতিহীনতার বিধান	১৫৭
৫.	কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী?	১৫৯
৬.	মাথার কতটুকু অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব	১৬১
৭.	দুই কান মাসাহ করার বিধান কী?	১৬৩
৮.	দুই কান মাসাহ করার পদ্ধতি	১৬৪
৯.	দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার বিধান	১৬৫
১০.	**এক নজরে ওযূর ফরযসমূহ**	১৬৬
১১.	মাথা মাসাহ কি একাধিকবার করা যায়?	১৬৯
১২.	ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান	১৭০
১৩.	**এক নজরে ওযূর সুন্নাতসমূহ**	১৭৩
১৪.	দীনত্যাগ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?	১৭৯
১৫.	বমি করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?	১৭৯
১৬.	নাকের রক্তক্ষরণ হলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?	১৮০

১৭.	ওযূবিহীন মুসহাফ/কুরআন স্পর্শ করার বিধান	১৮১
১৮.	গোসলে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী?	২০১
১৯.	গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী?	২০৩
২০.	তায়াম্মুম করার পদ্ধতি	২১৮
২১.	তায়াম্মুমে নিয়্যাতের বিধান	২১৮
২২.	তায়াম্মুমে বিসমিল্লাহ বলার বিধান	২১৯
২৩.	মুখমণ্ডল ও দুই হাতের মাঝে তারতীব রক্ষা করার বিধান	২১৯
২৪.	দুই হাতের তালু দ্বারা জমিনে আঘাত করার পরে দুই হাত ঝেড়ে ফেলা বা ফুঁ দেয়ার বিধান	২২০
২৫.	ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে নাকি ওযূ করবে?	২৩১
	দ্বিতীয় পর্বঃ সালাত	
২৬.	যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে মধ্যে ছাড়ে সে কাফের নয়।	২৪৫
২৭.	যে সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ এর সংখ্যা	২৫৩
২৮.	ফজরের প্রথম আযানে কি তাছবীব (‘আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম’) নাকি দ্বিতীয় আযানে?	২৬৩
২৯.	মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান	২৮৩
৩০.	সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার বিধান	২৮৬
৩১.	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	২৯৫
৩২.	স্থানান্তরের তাকবীর (এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার জন্য তাকবীর) বলার বিধান	২৯৫
৩৩.	মুক্তাদীরা কি ইমামের সাথে ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলবে?	২৯৬
৩৪.	রুকূ থেকে ওঠার সময় মুসল্লী যে যিকির বলবে	২৯৭
৩৫.	রুকূ ও সিজদার যিকির (দুআ) এর বিধান	২৯৮
৩৬.	চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব	২৯৯

৩৭.	সালাতের শুরুতে ছানা পড়ার বিধান	৩০০
৩৮.	সালাতে আউযুবিল্লাহ বলার বিধান	৩০১
৩৯.	আউযুবিল্লাহ কি শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে বলবে নাকি প্রত্যেক রাকআতে বলবে?	৩০২
৪০.	বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতেহা ও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত?	৩০২
৪১.	জেহরী সালাতে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিধান	৩০৪
৪২.	জোরে আমীন বলার বিধান	৩০৬
৪৩.	দুই সিজদার মাঝে পঠিত দুআ	৩১১
৪৪.	মুক্তাদী কখন সালাম ফিরাবে?	৩১৪
৪৫.	মুক্তাদীরা কি ইমামের এক দিকে সালাম ফিরানোর পরে সালাম ফিরাবে নাকি দুই দিকে সালাম ফিরানোর পরে সালাম ফিরাবে?	৩১৫
৪৬.	মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরায়	৩১৫
৪৭.	মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায়	৩১৫
৪৮.	যুহরের সুন্নাতের তিনটি পদ্ধতি	৩৪০
৪৯.	**বিতর সালাতের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ রাকআত সংখ্যা**	৩৪৮
৫০.	ঈদের সালাতের বিধান	৩৮৫
৫১.	**ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা**	৩৮৯
৫২.	ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার বিধান	৩৯০
৫৩.	ঈদের সালাতের খুতবা একটি নাকি দু'টি?	৩৯২
৫৪.	পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে পড়ার বিধান	৪২০
৫৫.	তাহিয়্যাতুল মাসজিদের বিধান	৪২৬
৫৬.	**জানাযার সালাতে তাকবীরের সংখ্যা**	৪৬৪
৫৭.	**জানাযার সালাতের রুকন সমূহ**	৪৬৫
৫৮.	জানাযার সালাতে তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার বিধান	৪৬৬

৫৯.	জানাযার সালাতে সালামের সংখ্যা	৪৭০
	তৃতীয় পর্বঃ সিয়াম	
৬০.	সিয়ামের রুকনসমূহ	৪৯৪
৬১.	সিয়ামের প্রকারভেদ	৪৯৫
৬২.	কোন এলাকা বা রাষ্ট্রে চাঁদ দেখা গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা কি আবশ্যক?	৫১৭
৬৩.	সিয়াম ভঙ্গকারী কাজসমূহ	৫২৯
৬৪.	সিয়ামের মুস্তাহাব- সুন্নাত ও আদবসমূহ	৫৩১
৬৫.	যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না	৫৩২
৬৬.	সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান	৫৩৩
৬৭.	শাবান মাসের ১৫ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদআত	৫৪৮
৬৮.	ইতিকাফ করার জন্য মসজিদ হওয়া কি শর্ত?	৫৫১
৬৯.	যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে সে কখন থেকে ইতিকাফ শুরু করবে?	৫৫২
৭০.	ইতিকাফের সময়ের সর্ব নিম্ন পরিমাণ	৫৫৩
৭১.	ইতিকাফ করার জন্য সিয়াম রাখা শর্ত কি?	৫৫৩
৭২.	যখন রামাযানের শেষ দশ তারিখে ইতিকাফ করবে তখন ‘ঈদের দিনেও কি ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে হবে?	৫৫৬
	চতুর্থ পর্বঃ যাকাত	
৭৩.	সোনা ও রূপার অলংকারে কি যাকাত ফরয?	৫৮২
৭৪.	ব্যবসার জন্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যে কি যাকাত ফরয?	৫৮৪
৭৫.	কোন কোন শস্য ফসলে যাকাত ফরয?	৫৮৮
৭৬.	শাসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি নিজে নিজে যাকাত বের করা উত্তম	৫৯২
৭৭.	যাকাতুল ফিতর কি নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয?	৬০৫
৭৮.	যাকাতুল ফিতর বন্টন	৬০৫

পঞ্চম পর্ব: আল হাজ্জ		
৭৯.	হাজ্জের রুকনসমূহ	৬২৬
৮০.	হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ	৬২৭
৮১.	হাজ্জের সুন্নাতসমূহ	৬২৭
দশম পর্ব: খাদ্যদ্রব্য		
৮২.	জবাই করার আদব	৮৭৬
৮৩.	পানাহারের আদব	৮৮৭
৮৪.	কুরবানির বিধান	৮৯০
৮৫.	কুরবানিতে যে পরিমাণ যথেষ্ট হবে	৮৯৪
৮৬.	কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া এবং দান করা	৮৯৮
৮৭.	আকীকার বিধান	৯০১
৮৮.	আকীকাতে কয়টা পশু জবাই করতে হবে?	৯০২
৮৯.	যে দিন আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব	৯০৪

অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সকল সহযোগীদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন এ দুআ কামনা করছি।

প্রকাশক:

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক এর জীবনী

(১৩৭২ হি./১৯৪৫ খ্রি. – ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.)

আবূ মুসআব মুহাম্মাদ ইবনু সুবহী ইবনু হাসান হাল্লাক (রহি) 'তাফতানাজি' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন আর পরবর্তীতে 'সানআ' তে হিজরত করে সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি সিরিয়াতে ১৩৭২ হি./ ১৯৪৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।

লালন পালনঃ

শাইখ ছোট বেলা থেকেই ইসলামী শিষ্টাচারে লালিত পালিত হন। ছোট বেলা থেকেই তিনি তার সমসাময়িক শাইখগণের নিকটে শারঈ জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং যৌবনে পদার্পণ করে তার শহরসহ যেই শহরে তিনি পৌঁছাতে পেরেছিলেন যেমন জর্ডান, সেখানকার আলেমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। জর্ডানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করেন, তারপর তিনি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জ ও উমরা করার জন্য মক্কাতে আসেন। তারপর তিনি সেই সময় থেকেই ইয়ামানে অবস্থান করেন।

আলেমগণের নিকটে তার পড়াশোনা ও যাদের থেকে তিনি ইলম নিয়েছেনঃ

শাইখ হাল্লাক (রহি) হালব, হামা ও দিমাশক শহরে অনেক আলেমের নিকটে আকীদা, কুরআন, উসূলুত তাফসীর, হাদীস, মুসতালাহুল হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং আরবী ভাষার জ্ঞানার্জন করেন। নিচে সেই শাইখগণের নাম ও যাদের নিকট থেকে যেই ইলম গ্রহণ করেছেন তা বর্ণনা করা হলো।

১-২. শাইখ আব্দুল হুমাইদ ইজ্জ এবং শাইখ খালিদ ইবনু মাহমূদ খাতীব (রহি)। এই দুই শাইখের নিকটে তিনি পবিত্র কুরআন পুরোটাই পড়েন, আর সেটি ছিল হাফস ইবনু আসিম এর রিয়াওয়াতে।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ আব্দু দীব এর নিকটে তিনি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইদলীব শহরে আম ও খাস দারস গ্রহণ করেন।

৪. শাইখ ড. নুরুদ্দীন আতর আল হালবী (রহি) এর নিকটে তিনি ১৯৬৫- ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হালব শহরের ইবরাহীম হুনানূ মাদ্রাসাতে উলুমুল কুরআন ও উলুমুল হাদীস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়াও ইয়ামান আসার পরেও আরেকবার শাইখের সাথে তার সাক্ষাত হয়।

৫. আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন (রহি) এর ইলমী মজলিসেও তিনি উপস্থিত হন।

৬. আল্লামা শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আল হালবী (রহি) এর ইলমী মজলিসেও তিনি উপস্থিত হন।

৭. হালব শহরে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ আদীব আল-কীলানী আল-হামাবী (রহি) এর নিকটে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়েন।

ক. আল মা'রিফা লি আব্দিল কারীম আর-রিফাঈ

খ. কিসসাতুল ঈমান লিশ শাইখ নাদীম আল-জাসর

গ. শারহু জাওহারাতিত তাওহীদ লিশ শাইখ ইবরাহীম আল বাজূরী।

শাইখ হাল্লাক (রহি) বলেন, তিনি তার শাইখের আকীদা বিষয়ে কিছু বিরোধিতা করেন। কিন্তু সেই শাইখের নিকটে পড়াশোনা করেন, কারণ হলো, সেই সময়ে সিরিয়াতে তারাই বিদ্যমান ছিলেন, আর তারা আশআরী আকীদা পোষণ করতেন।

৮-৯. তিনি হালব শহরের 'জামিউল আদিলিয়্যাহ' তে আদনান সারমীনী আল-হালবী ও হিশাম সারমীনী আল-হালবী নামক দুই শাইখের নিকটে 'ফিকহে শাফেয়ী' ও 'ফিকহে হানাফী' বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

১০. তিনি আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল-হামিদ আল-হামাবী (রহি) এর দারসেও উপস্থিত হন। শাইখ তাকে তার সকল বই ব্যবহারের অনুমতি দান করেন। আর এই অনুমতিপত্র তিনি নিজ হাতে লিখে তাকে হাদীয়া দেন।

সেই সময়ে দামেস্কের মসজিদগুলোতে দিনে প্রায় ৩৬০ টি দারস হতো। শাইখ সেগুলোর অনেকগুলো দারসে উপস্থিত হতেন।

১১. তিনি দামেস্কের সানজাকদার মসজিদে কনিষ্ট শাফেয়ী বলে খ্যাত শাইখ মুহাম্মাদ হাশেম আল-মাজযূব শাফেয়ী (রহি) এর নিকটে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়েন:

ক. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব লিল মুনযিরী।

খ. আল মাজমূ শারহুল মুহাযযাব লিন নববী

গ. ইয়ানাতুত তালিবীন লিন নববী

এছাড়াও তিনি তার নিকটে অনেক ছোট বড় হাদীস ও মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে বই পড়াশোনা করেন।

১২. তিনি আল্লামা আল-মুকরী আব্দুল ওয়াহহাব দাবস আদ দিমাশকী (রহি) এর নিকটে 'ফিকহে হানাফী' বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

১৩. তিনি শাইখ আব্দুল হাফীয দিমাশকী (রহি) এর নিকটে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়েন:

ক. শুযূরুয যাহাব ফী মারিফাতি উলুমিল আরাব লি ইবনে হিশাম আল-আনসারী

খ. কাতরুন নাদী লি ইবনে হিশাম

গ. শারহ ইবনে আকীল আলা আলফিয়্যাতে ইবনে মালিক

১৪. হামাহ শহরে তিনি শাফেয়ী ফকীহ আল্লামা শাইখ খালিদ শাফাকাহ (রহি) এর দারসে উপস্থিত হন।

১৫. তার সময়ে হামাহ শহরের 'রওযাতুল হিদাইয়্যাহ' নামক প্রতিষ্ঠানে যারা দারস দিতেন, তাদের একদল আলেমের নিকট থেকে তিনি নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়েন:

নাহু বিষয়ে:

ক. শুযূরুয যাহাব লি ইবনে হিশাম

খ. কাতরুন নাদী লি ইবনে হিশাম

গ. শারহু ইবনে আকীল আলা আলফিয়্যাহ

ফারাইয বিষয়ে: শারহুর রহবিয়্যাহ লিস সাবত আল-মারিদীনী।

মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে : তাদরীবুর রাবী লিস সুয়ূতী।

উসূলে ফিকহ বিষয়ে : উসূলুল ফিকহ লি আব্দিল ওয়াহহাব আল-খিলাফ।

তাওহীদ বিষয়ে : জাওহারাতুত তাওহীদ।

ফিকহে শাফেয়ী এর বিষয়ে :

ক. ইয়ানাতুত তালিবীন

খ. আল-ইকনা ফী মাসাইলি আবী শুজা' লিল খতীব আশ-শারাবীনী।

হাদীস বিষয়ে : সুবুলুস সালাম লিস সানআনী।

তাফসীর বিষয়ে : তাফসীরু আয়াতিল আহকাম লিস সায়িস।

বালাগাহ বিষয়ে : আল-বালাগাতুল ওয়াযিহাহ লি আলী আল-জাযিম

এছাড়াও মানতিকসহ অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বই পড়াশোনা করেন।

১৬. 'তাফসীরে আবী সউদ' কিতাবে ড. আব্দুল ওয়াহাব ইবনু লুতফ আদ-দীলামী (রহি) এর কিছু দারসে তিনি উপস্থিত হন। এই দারস চলার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি কিছু হাদীসের তাখরীজ করেন। আর শাইখ দীলামী (রহি) তাকে ভালোবাসার কারণে ও তার প্রতি উত্তম ধারনা রাখার কারণে তিনি তার দারসে উপস্থিত ছাত্রদের সামনে শাইখ হাল্লাকের

তাখরীজ পড়ে শোনাতেন। এজন্যই তাহকীকের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শাইখ দীলামী ছিলেন শাইখ হাল্লাককে উৎসাহ দানকারী। তিনি যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা দিতেন। শাইখ হাল্লাক তার কিছু তাহকীকে তা বর্ণনা করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন।

১৭. শাইখ আল্লামা কাযীউল ইয়ামান মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল ইমরানী (রহি); শাইখ হাল্লাকের জীবনে তার অনেক অবদান রয়েছে। তিনি শাইখকে উৎসাহিত করেছেন, তার কাজগুলোকে সহজ করেছেন ও সহযোগিতা করেছেন এবং তার জন্য দুআ করেছেন। আর শাইখ ইমরানী অনেকবার শাইখ হাল্লাককে সনদ প্রদান করেন। এটি ছিল শাইখের প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ। আর সর্বশেষ তিনি শাইখ ইয়াসীন জাসিম আল-মুহাইমাদ, শাইখ আমির হুসাইন, শাইখ মুসনাদ আদিল হাসান আমীন এবং শাইখ হাসান হাল্লাকের সন্তানরা ও আব্দুর রহমান হাল্লাকের উপস্থিতিতে শাইখ হাল্লাককে সনদ প্রদান করেন।

আলেমগণের সাথে শাইখের সাক্ষাৎঃ

শাইখ মুহাক্কিক মুহাম্মাদ সুবহি হাল্লাক (রহি) অনেক আলেমের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন,

১. শাইখ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি)। ছোট অবস্থাতে জর্ডানে শাইখ আলবানীর সাথে তার অনেকবার সাক্ষাত হয়। পরবর্তীতে জর্ডানে আবার শাইখের সাথে সাক্ষাত হলে 'রওযাতুন নাদিয়্যাহ' এর তাহকীকের জন্য শাইখ তার প্রশংসা করেন ও এর ওপর অটল থাকার অসীয়ত করেন। আর এক মুষ্টি দাড়ি রেখে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার বিষয়ে শাইখের সাথে তার আলোচনা হয়। কেননা তখন শাইখ হাল্লাকের দাড়ি ছিল এক মুষ্টির চেয়ে বেশি।

২. শাইখ মুহাদ্দিস মুকবিল ইবনু হাদী আল-ওয়াদী (রহি)। শাইখের সাথে তার তিনবার সাক্ষাত হয়।

৩. শাইখ মুহাদ্দিস আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ (রহি)। মদীনা মুনাওয়ারাতে শাইখের নিজ বাড়িতে গিয়ে তিনি সাক্ষাত করেন।

৪. শাইখ মুহাদ্দিস হাম্মাদ আল-আনসারী (রহি)।

কিন্তু শাইখ হাল্লাক (রহি) শাইখ ইবনু বায ও শাইখ ইবনু উসাইমীন (রহি) এর সাথে সাক্ষাত পাননি।

শাইখ হাল্লাক (রহি) যেসব কাজে ব্যস্ত ছিলেনঃ

১. প্রায় চার বছর যাবৎ তিনি দামেস্কে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২. প্রায় ছয় বছর তিনি ইদলীব শহরে ইমাম ও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩. তিনি সানআতে 'জামিউদ দা'ওয়া' মসজিদে 'সুবুলুস সালাম লিস সানআনী' ও 'আর রিসালাহ লি ইমাম শাফেয়ী' এই কিতাবের দারস দিতেন।

৪. তিনি প্রায় নয় বছর সানআ শহরে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. তিনি সানআ শহরে প্রায় আট বছর যাবৎ ফিকহ, উসূলে ফিকহ, হাদীস, মুসতালাহুল হাদীস, ফারাইয বিষয়ে দারস দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি অনেক ছাত্র রেখে গেছেন, যারা পরবর্তীতে কেউ শিক্ষক, কেউ ইমাম, কেউ খতীব, কেউ আলেম বা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বা কর্মকর্তা হয়েছেন।

৬. তিনি আট বছর যাবৎ ইয়েমেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও সামাজিক কার্যকলাপ বিভাগে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন।

শাইখের লেখনীঃ

তাহকীক ও তাখরীজে শাইখ যেভাবে মনোযোগ দিয়েছেন, সেখানে খুব বেশি কিতাব রচনা করার দিকে মনোযোগ দেননি। তার কিছু লেখনী হলো,

১. আল-ফাওয়াইদুল মুজতামাআ লি খতীবিল জুমআ।

২. আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

৩. আল আদিল্লাতুল মারযিয়্যাহ লি মাতনি দুরারিল বাহিয়্যাহ

৪. আল মুয়ীন ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল মুবীন।

৫. আশ-শাববু আওয়ামিলু তাকবিনিহিম ওয়া আসবাবু মুশকিলাতিহিম ফী যাওয়িল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

৬. আল-আহাদীসুল কুদসিয়্যাহ ফীস সহীহাইন ওয়া শারহু মুফরাদাতিহ।

৭. রিজালু তাফসীরিত তাবারী জারহান ওয়া তা'দীলান।

৮. আল-ঈযাহাতিল আসরিয়্যাহ লিল মাকাঈসি ওয়াল আওযানিশ শারঈয়্যাহ

৯. আল-লুবাব লি তাখরীজিল মুবারাকপূরী লি কাওলীত তিরমিযী ওয়া ফীল বাব।

১০. বাগিয়্যাতুল মুতাফাক্কিহীন লি আদিল্লাতি মিনহাজিত তালিবীন লিন নববী

১১. মাদখালু ইরশাদিল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ।

১২. আশ-শামিলুল মুয়াসসার ফিল ফিকহ।

এছাড়াও শাইখের আরো লেখনী রয়েছে, যেগুলো পরে পরিপূর্ণ হয়নি।

শাইখের তাহকীক করা কিতাবসমূহ।

১. নাইলুল আওতার

২. সুবুলুস সালাম

৩. আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ

৪. হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন।

শাইখের মৃত্যুঃ

শাইখ (রহি) কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ৯ই রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরি/ ৮ই জানুয়ারী ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ শনিবারে রাজধানী সানআ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। আর সানআ শহরের শুমাইলা এলাকার মাসজিদুল খইর এ আসরের সালাত পরে তার জানাযার সালাত আদায় করা হয়।

আত-তুহফাতুল মাক্কিয়াহ ফি তাওযীহি আহাম্মিল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যাহ

মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ শাবী

কায়েদা নং-১: কর্মসমূহ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। অতএব প্রত্যেক কাজে নিয়্যাত আবশ্যক।

এটি একটি বিরাট ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। ফিকহের অনেক বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। এই মূলনীতির দলীল হলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস। যাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

প্রত্যেক কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকে সেটাই পায় যার জন্যে সে নিয়্যাত করে।[১]

শারঈ কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে নাকি বাতিল হবে তা নির্ভর করে নিয়্যাতের ওপর। এজন্যই ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল এবং ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের শারঈ আমল সঠিক হয় না। কারণ এতে তাদের কোন নিয়্যাত থাকে না।

কোন ব্যক্তি যদি ভুলবশত কোন হারাম কাজ করে, তাহলে তাতে তার শাস্তি হবে না। আবার কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পরকালের প্রতিদান পাওয়ার জন্য যদি কোন আমল করে, তাহলে সে প্রতিদান পাওয়ার হকদার হয়ে যায়। আবার কোন বৈধ কাজেও নিয়্যাতের কারণে নেকী পাওয়া যায়। যেমন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তাতেও প্রতিদান রয়েছে।[২]

আর সবগুলো কাজ ভালো না খারাপ হবে তা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের ওপর। কোন কাজের উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তাহলে সেটি ভালো বলেই গণ্য হবে, যদিও বাহ্যিকভাবে সেটি খারাপ মনে হয়। আর যদি উদ্দেশ্য খারাপ হয়, তাহলে সেটি খারাপ বলেই গণ্য হবে, যদিও বাহ্যিকভাবে তা ভালো মনে হয়।

আবার উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তিতে প্রচলিত অভ্যাসগত কাজ থেকে ইবাদতকে পৃথক করা যায়। যেমন মসজিদে বসে থাকা। অনেকেই মসজিদে বসে থাকে আরাম করার জন্য, আবার

---

[১] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/২৮

[২] সহীহ বুখারী, হা/৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮

কেউ মসজিদে বসে থাকে ইতেকাফ করার জন্য, এই দু'টির মাঝে পার্থক্য হবে নিয়্যাতের ভিত্তিতে। আবার ওযূ ও গোসল করা। অনেকেই ওযূ ও গোসল করে শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য, আবার কেউ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া জন্য, আবার কেউ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। এগুলোর মাঝে পার্থক্য হবে নিয়্যাতের ভিত্তিতে।

কেউ যদি কোন পানিতে এমনিতেই ডুব দেয় বা সাতার কাটে, কিন্তু গোসলের নিয়্যাত না করে, তাহলে তার সেই গোসল ইবাদত বলে গণ্য হবে না। আবার কেউ যদি সিয়ামের নিয়্যাত না করে এমনিতেই কোন ব্যস্ততার কারণে সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে, তাহলেও তাকে সিয়াম পালনকারী বলে গণ্য করা হবে না। কেউ যদি কোন হারানো জিনিস খোঁজার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লার চারপাশে ঘোরে, তাহলে এটিকে তাওয়াফ বলে গণ্য করা হবে না। আবার কেউ যদি কাউকে যাকাতের নিয়্যাত না করেই কোন কিছু হাদীয়া দেয়, তাহলে সেটি যাকাত বলে গণ্য করা হবে না।

আবার কেউ যদি ভুলবশত হালাল মনে করে কোন হারাম খাবার খায়, তাহলে এতে তার কোন গুনাহ হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি বেচা কেনার মধ্যে সুদের নিয়্যাত করে, তাহলে সেটি বেচা কেনা বলে গণ্য হবে না, বরং সেটি সুদের চুক্তি বলেই গণ্য হবে।

কেউ যদি কোন ফল থেকে রস বের করে মদ বানানোর নিয়্যাতে, তাহলে এই রস বের করার কারণেই সে পাপী হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

কায়েদা নং-২: সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না।

এটি একটি বিরাট মূলনীতি। ফিকহের অধিকাংশ বিষয়গুলো এই কায়েদার অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তির যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে সে আসল ও নিশ্চিত বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা) এর হাদীসটি এই মূলনীতির দলীল। তাতে আছে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, তার মনে হয় যে সালাতের মধ্যে (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) কিছু বের হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لا ينفتل، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا».

শব্দ শোনা বা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন বের হয়ে না যায়। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এরকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

তিন রাকআত আদায় করা হলো না চার রাকআত আদায় করা হলো- সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে (তিন রাকআত) সে কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। (এখন) সে যদি পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তাহলে এ দু'সিজদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তার সালাত চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দু'টি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে।[৪]

এই কায়েদার উদাহরণসমূহঃ

কোন ব্যক্তি ওযূ করার পরে তার ওযূ ভেঙ্গেছে কিনা এই নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে আসল হলো, তার ওযূ ভঙ্গ হয়নি। কেননা ওযূ করার বিষয়টি নিশ্চিত, আর তা ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয়, বরং তা সন্দেহ। আর সন্দেহ নিশ্চিত বিষয়কে দূর করতে পারে না।

অনুরূপভাবে কোন পানি সম্পর্কে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তা পবিত্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাতে অপবিত্রতা পড়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে, সেই পানি পবিত্রই থাকবে।

অনুরূপভাবে কোন স্থান, কাপড় বা পাত্র সম্পর্কে সন্দেহ হলেও আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যুহরের সালাতের জন্য ওযূ করলো, তারপর আসরের সালাতের সময়ে তার ওযূ ভঙ্গ হয়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে, আসল হলো, তার ওযূ ভঙ্গ হয়নি।

---

[৩] বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির সালাতে থাকাবস্থাতে যদি সন্দেহ হয় যে, তার বায়ু বের হলো কিনা, তাহলে আসল হলো, তার বায়ু বের হয়নি। তাই সে সেই সন্দেহ দূর করে দিয়ে আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তিন রাকআত না চার রাকআত সালাত আদায় করলো, এতে সন্দেহ হলে নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। সেটি হলো তিন রাকআত, তারপর আরেক রাকআত পড়ে সালামের আগে সাহু সিজদা দিবে।

অনুরূপভাবে তাওয়াফ বা সাঈ করার সংখ্যা বিষয়ে সন্দেহ হলে আসল ও নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি সিয়াম রাখতে চায়, কিন্তু এখনো ফজর উদিত হয়েছে কিনা এই নিয়ে তার সন্দেহ হলে, আসল হলো, এখনো ফজর উদিত হয়নি। তাই তার জন্য খাওয়া ও পানাহার করা জায়েয।

আর কোন সিয়াম পালনকারীর সূর্য অস্ত গিয়েছে কিনা এই নিয়ে সন্দেহ হলে আসল হলো সূর্য অস্ত যায়নি। তাই তখন তার জন্য ইফতার করা জায়েয নয়।

জেনে রেখো সন্দেহ তিন ধরনের:

যেই জিনিসের মূল হারাম, তাতে সন্দেহ হওয়া: কোন দেশে যদি মুসলিম ও মাজূস (অগ্নি পূজক) উভয় ধরনের মানুষই বসবাস করে, আর সেখানে যদি কোন জবাইকৃত ছাগল পাওয়া যায়, তাহলে কে জবাই করেছে তা নিশ্চিতভাবে জানা পর্যন্ত সেটি খাওয়া হালাল নয়। কেননা কোন পশুর ক্ষেত্রে আসল হলো, সেটি খাওয়া হারাম, যতক্ষণ না কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নামে জবাই করে।

যেই জিনিসের মূল মুবাহ, তাতে সন্দেহ হলে: কোন স্থানে যদি পরিবর্তিত পানি থাকে, কিন্তু সেটি অপবিত্র পড়ে পরিবর্তন হয়েছে নাকি দীর্ঘ সময় অবস্থান করার ফলে পরিবর্তন হয়েছে তা জানা যায় না, তাহলে আসল হলো, সেই পানি পবিত্র।

আর মূল হালাল না হারাম তা জানা না গেলে: কোন ব্যক্তির অধিকাংশ সম্পদ হলো হারাম উপার্জনের। সেই ব্যক্তির থেকে কোন নির্দিষ্ট একটি সম্পদ নিলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, তা হারাম উপার্জনের নাকি হালাল উপার্জনের। সেক্ষেত্রে তার সাথে লেনদেন করা হারাম হবে না। তবে এক্ষেত্রে উচিত হবে হারামে পতিত হওয়ার আশংকাতে সন্দেহ থেকে দূরে থাকা।

কায়েদা নং-৩: কঠিনই সহজকে নিয়ে আসে।

এটি একটি বিরাট মূলনীতি। শরীআতের সকল ছাড় ও সহজীকরণ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত (সূরা আল বাকারা: ২৮৬)। তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি (সূরা আল হাজ্জ: ৭৮)।

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো (সূরা আত তাগাবূন: ১৬)।

শরীআতের সকল বিধানেই উদারতা রয়েছে। যেমন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতকে কমিয়ে এনে দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। আর এতে সামান্য সময়ই ব্যয় হয়। নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে বছরে মাত্র একবার সেই সম্পদের সামান্য পরিমাণই যাকাত দিতে হয়। অনুরূপভাবে পুরো বছরে মাত্র রমজানের একটি মাস সিয়াম পালন করতে হয়। অনুরূপভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে মাত্র একবার বায়তুল্লাতে হাজ্জ করা ফরয। এছাড়াও শরীআতের সকল বিধি-বিধানেই সহজতা রয়েছে।

এই সহজতা থাকার পরেও যদি কোন বিধান পালনে বান্দার কোন ওজর এসে পড়ে বা তার জন্য খুবই কষ্টকর হয়, তাহলে তা অবস্থা অনুযায়ী সেখানে সহজ করা হয়েছে। যেমন, ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তাহলে সে বসে আদায় করবে। আবার কেউ যদি বসে আদায় করতেও অক্ষম হয়, তাহলে সে শুয়ে আদায় করবে এবং রুকূ ও সিজদাতে ইশারা করবে।

পানি দিয়ে ওযূ করতে হয়। যদি পানি ব্যবহারে সমস্যা থাকে বা পানি পাওয়া না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার বিধান দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে মুসাফির ব্যক্তির যেহেতু কষ্টে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু তার জন্য কসর করা, দুই সালাতকে জমা করা ও রমজানের সিয়াম ভঙ্গ করে অন্য সময়ে আদায় করে নেয়া, মোজার ওপরে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করা এবং জুমআ ও জামাআত ছাড়ার বিধান দেয়া হয়েছে।

ইস্তেনজা না করে ঢিলা কুলুপ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সামান্য পরিমাণ অপবিত্র, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর, সেগুলো মাফ করা হয়েছে। যেই ছেলে সন্তান এখনো খাবার খায় না, তার প্রস্রাবের ওপর পানি ছিটানোর বিধান দেয়া হয়েছে।

কোন মহিলাকে দেখা ছাড়াও তাকে বিবাহ করাকে জায়েয করা হয়েছে। আবার স্বাধীনা মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে এবং নিজের চরিত্র ঠিক রাখার বিষয়ে আশংকা থাকলে দাসীকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মানুষের জন্য সহজতা করার উদ্দেশ্যে তালাককে শরীআতসম্মত করা হয়েছে। কেননা স্বামী ও স্ত্রী যদি একে অপরকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও সেই বিবাহ বন্ধনেই থাকতে হতো, তালাকের ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে সেটি তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যেতো।

আরায়ার কেনা বেচাকে জায়েয করা। আরায়া হলো, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর ক্রয় করা। স্বাভাবিকভাবে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুরের কেনাবেচা করা হারাম। কিন্তু এটিতে মানুষের অনেক প্রয়োজন থাকার কারণে শরীয়াতে এটিকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।

কায়েদা নং-৪: ক্ষতি অবশ্যই দূর করতে হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যাতে তিনি বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কাকেও কোন রকম কষ্ট দেয়া বৈধ নয়।[৫]

যাহোক অন্যায় ভাবে কারো কোন ক্ষতি করা হারাম। কিন্তু যদি বৈধভাবে কারো কোন ক্ষতি করা হয়, তাহলে সেটি হারাম নয়। যেমন কেউ আল্লাহর দেয়া হাদ্দে সীমালঙ্ঘন করলে, তাকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া। অথবা কেউ কারো ওপর জুলুম করলে, মাযলুম যদি ন্যায়সংগত তার বিনিময় চায়।

---

[৫] সহীহ লি গাইরিহী: ইবনে মাজাহ, হা/২৩৪১, মুসনাদে আহমাদ-১/৩১৩।

এই মূলনীতির কিছু শাখাগত মাসআলা,

বিভিন্ন হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) শরীআতসম্মত করা, অন্য কারো সম্পদের জামানত দেয়া, দু'টি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির কাজটি করা, কোন প্রতিবেশীর কষ্ট হয়, এমন কোন কাজ করা থেকে অপর প্রতিবেশীকে নিষেধ করা।

শাইখ আব্দুল ওয়াহাব খিলাফ (রহি) তার 'ইলমু উসূলিল ফিকহ' (১৯৪) কিতাবে বলেন,

১. শরীআতগতভাবে ক্ষতিকে দূর করতে হবে: যেমন, অংশীদার অথবা প্রতিবেশীর জন্য শুফআর বিধান রাখা, কোন ত্রুটির কারণে কোন পণ্য ফিরিয়ে দেয়াতে ক্রেতার ইখতিয়ার রাখাসহ সকল ধরনের ইখতিয়ারের বিধান, রোগ থেকে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা, বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি), তাযীর (সংশোধনীমূলক শাস্তি), ও কাফফারার বিধান রাখা।

২. কোন ক্ষতি করার মাধ্যমে ক্ষতিকে দূর করা যাবে না: যেমন, কোন মানুষের জন্য অন্যের জমি ডুবিয়ে নিজের জমি ডুবা থেকে বাঁচানো জায়েয নয়। আবার অন্যের সম্পদ নষ্ট করে নিজের সম্পদ রক্ষা করা জায়েয নয়।

৩. ব্যাপক ক্ষতিকে দূর করার জন্য নির্দিষ্ট কোন ক্ষতিকে মেনে নিতে হবে: যেমন, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে হত্যাকারীকে হত্যা করা, মানুষদের সম্পদের নিরাপত্তার জন্য চোরের হাত কাটা।

৪. দু'টি ক্ষতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির কাজটি করা: কোন ব্যক্তি যদি মৃত জন্তু খেতে বা অন্যের সম্পদ নিতে নিরূপায় হয়ে পড়ে, তাহলে সে তা নিতে পারবে, কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করতে বা সতর ঢাকতে বা কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেভাবে তার জন্য সম্ভব হয়, সেভাবেই সে সালাত আদায় করবে। কোন স্বামী যদি তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ব্যয়ভার বহন করতে টালবাহানা করে, কোন নিকটাত্মীয় যদি তার নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করতে টালবাহানা করে তাহলে তাকে আটক করা যাবে।

৫. উপকার আনয়নের চেয়ে ক্ষতি দূর করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে: এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো, আর তোমাদেরকে যা আদেশ করেছি, তা যথাসম্ভব পালন করো।[৬]

[৬] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

এর উদাহরণ হলো, সিয়ামপালনকারীর জন্য সিয়াম থাকাবস্থাতে ভালোভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া মাকরূহ, কোন কিছুর মালিক যদি তার মালিকানাধীন সম্পদে কোন কিছু করলে অন্যের ক্ষতি হয়, তাহলে তখন মালিককে সেই কাজ করতে বারণ করা হবে।

৬. জরূরী প্রয়োজন হারাম বিষয়গুলোকে বৈধ করে: কোন ব্যক্তি যদি কোন মৃত জন্তু খেতে বা রক্ত খেতে অথবা অন্য কোন হারাম জিনিস খেতে নিরূপায় হয়ে পড়ে, তাহলে সেগুলো খেলে তার কোন গুনাহ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি অন্যের ক্ষতি করা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তখন অন্যের ক্ষতি করা বৈধ হবে।

ক্ষতি করার বিভিন্ন প্রকারসমূহ।

১. ওয়ারিসদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অসীয়ত করা: এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾

এ যা অসীয়ত করা হয় তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর এবং এ যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয় (সূরা আন নিসা: ১২)।

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য ওসিয়াত করা যাবে না।[৭]

২. তালাকের পর স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আবার ফিরিয়ে নেয়া: এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾

আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে। তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে (সূরা আল বাকারা: ২৩১)।

[৭] সহীহ: আবূ দাউদ, হা/২৮৭০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩

৩. স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঈলা করা: আল্লাহ তাআলা ঈলার সময় নির্ধারণ করেছেন চার মাস। চার মাসের মধ্যে হয় স্বামী ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে অথবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) ﴾

যারা নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা তা থেকে ফিরে আসে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আল বাকারা: ২২৬-২২৭)।

৪. সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে বাবা অথবা মাকে কষ্টে ফেলা। এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (সূরা আল বাকারা: ২৩৩)।

মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা: যেমন মাকে দুশ্চিন্তগ্রস্থ রাখার জন্য সন্তানকে দুধ পান করাতে না দেয়া। আর বাবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অন্তর্ভুক্ত হলো, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি তার সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য স্বাভাবিকের তুলনাতে বেশি খরচ চায়, তখন বাবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কায়েদা নং-৫: (স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহ না থাকলে) লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা হবে।

অর্থাৎ লেনদেন ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব রীতিতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব রীতিই লেনদেনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যেখানে স্পষ্ট শরীআতের ও ভাষাগত দিকদিয়ে দলীল নেই সেখানে প্রচলিত রীতি নীতিকেই গ্রহণ করা হবে।

এই মূলনীতির দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী, তিনি বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। (সূরা আন নিসা:১৯) তিনি আরো বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। (সূরা আল বাকারা:২২৮) । তিনি আরো বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর পিতার দায়িত্ব হলো যথাবিধি সন্তানের মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সূরা আল বাকারা:২৩৩) ।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহকে বলেছিলেন,

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك

ন্যায়সংগতভাবে আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে গ্রহণ করো যেটা তোমার আর তোমার সন্তানের জন্যে যথেষ্ট হবে।[৮]

এই মূলনীতির কিছু উদাহরণ:

১. আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার পরিবার পরিজনদের জন্য খরচ করার আদেশ করেছেন। কিন্তু তাতে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। বরং ন্যায়সংগতভাবে খরচ করার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতির দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২. কুরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে সফরের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সফরের সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির দিকেই ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চলের লোকজন যেই দূরুত্বে যাওয়াকে সফর বলে গণ্য করে সেটিই সফর বলে গণ্য হবে।

কায়েদা-৬: কল্যাণ আনয়নের জন্য ও ক্ষতি দূর করার জন্যই মূলত শরীআত এসেছে।

সুতরাং যেই কাজে কোন কল্যাণ নেই অথবা ক্ষতি রয়েছে অথবা তুলনামূলক ক্ষতির পরিমাণই বেশি, শরীয়াতে এমন কাজের কোন বৈধতা দেয়া হয়নি। আর যেই কাজে কোন কল্যাণ রয়েছে অথবা তুলনামূলক কল্যাণের পরিমাণই বেশি, শরীয়াতে এমন প্রতিটি কাজের আদেশ করা হয়েছে। এমনকি যেই কাজে যত বেশি কল্যাণ রয়েছে সেটি তত তাগীদ দিয়ে আদেশ করা হয়েছে আর যেই কাজে যত বেশি ক্ষতি রয়েছে সেটি ততো তাগীদ দিয়ে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যেই সকল কাজে কোন কল্যাণ আসবে না বা ক্ষতি হবে এমন কাজ করা যাবে না। যেমন সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাতে শরীয়াতে আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে যদি কোন কল্যাণ না হয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তখন এমন কাজ করা আর জায়েয থাকবে না। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো, বিদাতী ও ফাসেক ইমামের পিছনে

[৮] সহীহ বুখারী, হা/২২১১, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪

সালাত আদায়ের বিষয়টি। যদি সক্ষমতা থাকে, তাহলে ফাসেক ও বিদাতী ইমামকে সরাতে হবে। আর যদি তাকে সরাতে গিয়ে বেশি ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, এমতাবস্থাতে সেই কাজ করা যাবে না বরং তখন তার পিছনেই সালাত আদায় করতে হবে।

কায়েদা নং-৭: কল্যাণ আনয়নের চেয়ে ক্ষতি দূর করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

কোন বিষয়ে যদি কল্যাণ ও ক্ষতির পরিমাণ সমান হয় অথবা কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়, তাহলে ক্ষতি দূর করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এর উদাহরণ হলো, মদ ও জুয়াতে উপকার ও ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই দু'টিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি রয়েছে, তাই মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছে। আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য বাতিল উপাস্যদেরকে গালি দেয়াতে উপকার রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে গালি দিলে তাদের অনুসারীরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে, তাই শরীয়াতে তাদের সেই বাতিল উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বাকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিতের ওপর নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটি করলে যেহেতু নব্যমুসলিম হওয়া মানুষগুলোর দ্বারা অনেক ক্ষতি হতে পারে, এই আশংকাতে তিনি সেটি করা থেকে বিরত থেকেছেন।

কায়েদা নং-৮: অনুমতি দেয়া জিনিসে কোন ক্ষতি হলে তাতে কোন জামিনদারী নেই।

অর্থাৎ কাউকে কোন কিছুর দায়িত্ব দেয়া হলে, সে যদি তাতে কোন ত্রুটি বা সীমালঙ্ঘন না করার পরেও তাতে কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সে তার জামিনদার হবে না।

এর উদাহরণ হলো, কোন ডাক্তারকে চিকিৎসা করার অনুমতি দেয়ার পর ডাক্তারের মাধ্যমে রোগীর কোন ক্ষতি হলে ডাক্তার কোন জামিনদার হবে না, যদি সে চিকিৎসাতে কোন ত্রুটি বা সীমালঙ্ঘন না করে। অনুরূপভাবে কোন চোরের হাত কাটার পর, তা থেকে যদি তার কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোন জামিনদারী নেই।

কায়েদা নং-৯: প্রতিটি নাজাস বা অপবিত্র বস্তুই হারাম। কিন্তু প্রতিটি হারাম বস্তুই নাজাস বা অপবিত্র নয়।

এর উদাহরণ হলো, গাধার মল অপবিত্র, আবার তা খাওয়াও হারাম। পক্ষান্তরে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া হারাম, কিন্তু পেঁয়াজ অপবিত্র নয়। মদ পান করা হারাম, কিন্তু সেটি অপবিত্র নয়। বিশ খাওয়া হারাম, কিন্তু তা অপবিত্র নয়।

কায়েদা নং-১০: উপকার ভোগ করা দায় বহনের সাথে যুক্ত।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন পশু বা অন্য কোন পণ্য রাখা বা ফিরিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার নিয়ে ক্রয় করে নিজের নিকটে রাখে, তাহলে সে সেই পণ্য থেকে উপকৃত হতে পারবে। কেননা সেই পণ্যের যদি ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে তার দায়ভার ক্রেতার ওপরেই বর্তাবে, বিক্রেতার ওপর নয়। তারপর কোন কারণে যদি ক্রেতা সেই পণ্যটি ফিরিয়ে দেয়, তাহলে যেই কয়েকদিন পণ্য থেকে সে উপকৃত হয়েছে তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না। এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি একটি পশু রাখা বা ফিরিয়ে দেয়ার ইখতিয়ার নিয়ে কিনে এনে নিজের নিকটে কয়েকদিন রাখলো। কয়েকদিন পরে সেই পশুর কোন ত্রুটি দেখতে পেয়ে সে বিক্রেতার নিকটে ফিরিয়ে দিলো। এখন কয়েকদিন তার নিকটে রাখাতে সে পশুটি থেকে দুধ গ্রহণসহ যত উপকার লাভ করেছে এর বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কোন দাস ক্রয় করার কয়েকদিন পরে সেই দাসকে ফিরিয়ে দিলে, তার থেকে যে উপকার ভোগ করেছে তার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না।

কায়েদা নং-১১: (খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে) সমান সমান হওয়ার সম্পর্কে না জানাটা তার কমবেশি হওয়ার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার মতোই।

অর্থাৎ যদি এক স্তুপ খেজুরের বিনিময়ে আরেক স্তুপ খেজুর বিক্রি করা হয়, যেখানে দুই স্তুপের কোনটির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা নেই, তাহলে সেটি খেজুরের কম বেশি করে বিক্রি করার মতো। অর্থাৎ তাতে সুদ বলে গণ্য হবে। কেননা এগুলোর বিনিময়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সেগুলোর পরিমাণ সমান সমান ও নগদে হতে হবে।

কায়েদা নং-১২: প্রতিটি হালাল জিনিসই পবিত্র, কিন্তু প্রতিটি পবিত্র জিনিসই হালাল নয়।

এর উদাহরণ হলো, গরু, ছাগল, উটসহ যেগুলো খাওয়া হালাল সেগুলো সবই পবিত্র। অনুরূপভাবে সমুদ্রের মৃতজন্তুও খাওয়া হালাল, তাই সেগুলোও পবিত্র।

পক্ষান্তরে কিছু জন্তু রয়েছে পবিত্র কিন্তু সেগুলো খাওয়া হালাল নয়। যেমন বিড়াল পবিত্র, কিন্তু তা খাওয়া হালাল নয়। মশা, মাছি পবিত্র, কিন্তু সেগুলো খাওয়া হালাল নয়।

কায়েদা নং- ১৩: অক্ষম হলে কোন ওয়াজিব আর ওয়াজিব থাকে না, আর জরূরী প্রয়োজন হলে কোন হারাম আর হারাম থাকে না।

এর উদাহরণ হলো, ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়, কিন্তু কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তাহলে তখন সে বসে আদায় করবে, আবার বসে আদায় করতেও সক্ষম না হলে

শুয়ে আদায় করবে। আবার স্বাভাবিক অবস্থাতে শুকরের গোশত, রক্ত ও মৃত জন্তু খাওয়া হারাম। কিন্তু কেউ যদি নিরূপায় হয়, তাহলে তখন তার জন্য সেগুলো খাওয়া জায়েয হবে।

কায়েদা নং-১৪: সহজ উপায় দিয়ে কোন বিষয়ের সমাধা হলে কঠিনের দিকে যাওয়া যাবে না।

এর উদাহরণ হলো, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে, তাকে প্রথমে উপদেশ দিতে হবে, তাতে না হলে তার বিছানা ত্যাগ করতে হবে, তাতে না হলে তাদেরকে মৃদু প্রহার করতে হবে। আর তাতেও না হলে উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে মীমাংসাকারী ডাকবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রথমে সহজ উপায় দিয়ে শুরু করতে হবে, প্রথমে প্রহার করা দিয়ে শুরু করা যাবে না।

কায়েদা নং-১৫: কাযা করা সঠিক সময়ে আদায় করার মতোই হবে।

অর্থাৎ কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করলে যেই পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়, কোন ওজরের কারণে সেটি কাযা হলে সেই কাযা আদায়ও সেই একই পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। কিন্তু এই কায়েদাটি সর্বাবস্থাতে প্রযোজ্য নয়, কেননা কিছু বিষয়ে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাবো।

এর উদাহরণ হলো, কারো যদি কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে যায়, তাহলে সেই সালাতগুলো নির্ধারিত সময়ে আদায় করলে যেমন ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হতো, ঠিক তেমনই কাযা হওয়ার পরেও সেই সালাতগুলো ধারাবাহিকভাবেই আদায় করতে হবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খন্দক যুদ্ধের দিনে আসরের সালাত কাযা হলে তিনি আগে আসর সালাত আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।[৯]

কিন্তু কিছু মাসআলাতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি রামাযান মাসের সিয়াম পালন করতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে কাযা করার সময়ে কি তাকে ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করতে হবে? কেননা রমজান মাসে ধারাবাহিকভাবেই সিয়াম পালন করা ফরয ছিল। উত্তর হলো, না, সিয়ামের কাযা ধারাবাহিকভাবে করতে হবে না।

---

[৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৬

কায়েদা নং-১৬: যেসকল বিষয়গুলো ওয়াজিব নাকি হারাম এর কোনটিই বলা হয়নি, বরং শরীআত প্রণেতা নীরব থেকেছেন, সেগুলো মার্জনাপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে সেগুলোতে ক্ষমা করেছেন।

এটি একটি অনেক উপকারী কায়েদা। শরীআতের অনেক মাসআলা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। খাবার পানীয়, পোশাক, চুক্তি, শর্তসহ যেগুলো হারাম হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল স্পষ্ট করে বলেননি, সেগুলোর আসল হলো জায়েয হওয়া। সেগুলো হারাম নয়।

কায়েদা নং-১৭: কোন বিষয়ের মাধ্যমগুলো সেই বিষয়ের বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ কোন বিষয়ের হুকুম যেটি হবে তার মাধ্যমের হুকুমও সেটিই হবে। মূল বিষয় যদি ওয়াজিব হয় তাহলে তার মাধ্যমও ওয়াজিব হবে, মূল বিষয়টি মুস্তাহাব হলে তার মাধ্যমও মুস্তাহাব হবে, মূল বিষয়টি হারাম হলে তার মাধ্যমও হারাম হবে। সুতরাং যেটি ছাড়া কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না সেটিও ওয়াজিব। যেটি ছাড়া কোন মুস্তাহাব পূর্ণ হয় না সেটিও মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে হারাম ও মাকরূহের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

এর উদাহরণ হলো, মসজিদে জামেআতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং জামাআতে আসাও ওয়াজিব, হোক সেটি হেঁটে আসার মাধ্যমে বা বাহনে আসার মাধ্যমে। আবার মসজিদে নফল সালাত আদায় করতে যাওয়া মুস্তাহাব। সুতরাং তার জন্য যাওয়াও মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া মুবাহ। সুতরাং এর মাধ্যমগুলোও মুবাহ হবে। আবার মদ খাওয়া হারাম। কোন ব্যক্তি যদি মদ কিনতে যায়, তাহলে তার এই কিনতে যাওয়াটাও হারাম।

কায়েদা নং-১৮: যেটি ছাড়া কোন ওয়াজিব বিধান পূর্ণ হয় না সেটি ওয়াজিব নয়।

এটি আগের কায়েদারই একটি শাখাগত কায়েদা। আগের কায়েদা হলো, কোন বিধান ওয়াজিব হয়ে আছে। সেটি পালন করতে গেলে যেই মাধ্যমগুলো ছাড়া সেটি পালন করা যাবে না সেই মাধ্যমগুলোও ওয়াজিব। আর এই কায়েদা হলো, যেটি ছাড়া ওয়াজিব বিধানই পূর্ণ হয় না। যেমন, ওয়াজিবের শর্তসমূহ, তার কারণসমূহ ইত্যাদি। যেমন, কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর ধরে তার সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকা তার জন্য আবশ্যক নয়। বরং সে তার স্বাভাবিকভাবে খরচ করতে থাকবে, বছর শেষে তার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তখন সে যাকাত দিবে।

কায়েদা নং-১৯: এক ইজতিহাদের মাধ্যমে আরেক ইজতিহাদ ভঙ্গ হবে না।

অর্থাৎ কোন মুজতাহিদ যদি কোন শারঈ ইজতেহাদী মাসআলাতে ইজতেহাদ করে তার ওপর আমল করেন। তারপর তার নিকটে অন্য বিষয় সঠিক বলে মনে হয়। তাহলে এমন ক্ষেত্রে তার প্রথম ইজতেহাদের ভিত্তিতে যে আমল করেছেন তা দ্বিতীয় ইজতেহাদের কারণে বাতিল হবে না, যদিও তিনি পরে দ্বিতীয় ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবেন। অনুরূপভাবে কোন বিচারক ইজতেহাদের ভিত্তিতে কোন ফায়সালা দিলেন, তারপর পরবর্তীতে অন্য সিদ্ধান্ত তার নিকটে সঠিক বলে মনে হলে, এই দ্বিতীয় ইজতেহাদের কারণে প্রথম ফায়সালাটি বাতিল হবে না।

কায়েদা নং-২০: হারাম বিষয়ে নিয়ে যায় এমন যেসকল মাধ্যমগুলোকে হারাম করা হয়েছে সেগুলো প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে বৈধ হবে।

এর উদাহরণ হলো, রেশমী কাপড়কে পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে হারামের রাস্তাকে বন্ধ করার জন্য, কিন্তু পুরুষদের জন্য প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাত ও প্রয়োজনে তা বৈধ করা হয়েছে। আবার মহিলাদের দিকে তাকানোকে হারাম করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনে ও প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে তাদের দিকে তাকানোকে বৈধ করা হয়েছে। আবার নিষিদ্ধ সময়ে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে সূর্যের ইবাদতকারীদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়, কিন্তু প্রাধান্যযোগ্য মাসলাহাতের কারণে সেই সময়েও সালাত আদায় করাকে বৈধ করা হয়েছে।

কায়েদা নং-২১: কোন সম্পদ বা কোন কিছুতে দুই ব্যক্তি যদি শরীক থাকে, আর তাদের যদি তাতে ক্ষতি দূর করতে অথবা উপকার অব্যহত রাখার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তাদের একজনকে আরেকজনের সহমত হতে বাধ্য করা হবে।

এর উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তির শরীকানাতে থাকা কোন বাগানের যদি দেয়াল ভেঙ্গে যায়, আর একজন সেই দেয়াল মেরামত করতে চায়, কিন্তু আরেকজন চায় না, তাহলে যে ব্যক্তি দেয়াল মেরামত করতে চায় না, তাকে মেরামত করাতে বাধ্য করা হবে। কেননা বাগানের দেয়াল মেরামত না করলে উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই উভয়েরই দেয়াল মেরামত করার প্রয়োজন। সুতরাং যে ব্যক্তি মেরামত করতে চায় না তাকে বাধ্য করা হবে।

কায়েদা নং-২২: কারো মালিকানাভুক্ত কোন কিছুতে যদি অন্য কারো পৃথক মালিকানাধীন কিছু থাকে, যা পৃথক করলে সেই মালিকের ক্ষতি হবে, আবার সেটিকে রেখে দিলেও অন্য মালিকের ক্ষতি হবে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে প্রথম মালিক নির্ধারিত মূল্যে পরের মালিকের জিনিসটি কিনে নিবে, আর সেটি বিক্রি করতে পরের মালিককে বাধ্য করা হবে। কিন্তু নির্ধারিত মূল্য দেয়া ছাড়া জোর করেই প্রথম মালিক সেটি নিতে পারবে না।

এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির জমি ভাড়া নিয়ে যদি কেউ কোন গাছ লাগায় বা কোন দালান নির্মাণ করে, তাহলে ভাড়ার সময় পার হওয়ার পরে, জমির মালিক তার জমিতে থাকা গাছ বা দালান নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে কিনে নিবে, আর যিনি গাছ লাগিয়েছেন বা দালান নির্মাণ করেছেন তিনি বিক্রি করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করতে হবে। কেননা এই দালান এভাবে থাকলে মালিকের ক্ষতি হবে। আবার এক্ষেত্রে জমির মালিক জোর করে সেই দালান নিতে পারবে না, বরং তাকে নির্ধারিত মূল্য দিয়েই তা ক্রয় করতে হবে।

কায়েদা নং-২৩: আসল হলো, আল্লাহর নৈকট্যের কাজে অন্যকে প্রাধান্য না দেয়া।

অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নৈকট্যের কোন কাজে অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সেই নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করবে না। যেমন, কোন ব্যক্তি সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর পরে কাউকে দেখে তার জন্য সেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় কাতারে এসে দাঁড়াবে না।

কায়েদা নং-২৪: জরূরী প্রয়োজন হারামকে বৈধ করে দেয়।

এর উদাহরণ হলো, স্বাভাবিক অবস্থাতে শুকুরের গোশত, রক্ত ও মৃত জন্তু খাওয়া হারাম। কিন্তু কেউ যদি নিরূপায় হয়ে যায়, তার জরূরী প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে তখন তার প্রয়োজন অনুযায়ী শুকরের গোশত বা রক্ত বা মৃত জন্তু খাওয়া বৈধ হবে।

কায়েদা নং-২৫: সংশয় সন্দেহের কারণে হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) মাফ হয়ে যায়।

এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্ত্রী মনে করে সহবাস করলো, কিন্তু পরে দেখা গেলো সে তার স্ত্রী নয়, এক্ষেত্রে সন্দেহ থাকার কারণে তার ওপর হাদ্দ কায়েম হবে না। অনুরূপভাবে যেই বিবাহগুলো সঠিক হওয়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যেমন মুতআ বিবাহ, অভিভাবক ও দুই সাক্ষ্য ছাড়াই বিবাহ, এই বিবাহগুলো সঠিক না হলেও যেহেতু এই বিষয়গুলোতে মতভেদ রয়েছে তাই এই বিবাহের সাথে জড়িত পুরুষ ও মহিলার ওপর হাদ্দ কায়েম হবে না।

কায়েদা নং-২৬: প্রয়োজন কখনো জরুরী প্রয়োজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, সেই প্রয়োজন হতে পারে সার্বজনীন অথবা নির্দিষ্ট।

শরীআত মানুষের তিন ধরনের প্রয়োজন পূরণ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

এক. জরুরী প্রয়োজন: এটা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা ধ্বংস হওয়ার অবস্থায় আসবে। এমন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য হারাম জিনিসও গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়।

দুই. স্বাভাবিক প্রয়োজন: এটা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে মানুষ ধ্বংস হবে না, কিন্তু এগুলো পূরণ না হলে মানুষ অনেক কষ্টে থাকবে।

তিন. জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন: এগুলো পূরণ না হলে কষ্ট হবে না, তবে এগুলো পূরণ হলে জীবন আরো স্বাচ্ছন্দময় হবে।

যেই প্রয়োজন পূরণ না হলে মানুষ কষ্টে থাকবে এগুলো জরুরী প্রয়োজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এজন্য রিবাল ফযল (নগদে নগদে কমবেশি করার মাধ্যমে সুদ) হারাম হলেও তাজা খেজুরের প্রয়োজন থাকার জন্য আরায়া এর বেচাকেনাকে বৈধ করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম হলেও প্রয়োজনের সময়ে তাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বৈধ করা হয়েছে।

কায়েদা নং-২৭: কেউ যদি সময়ের আগেই কোন কিছু পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে, তাহলে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে

এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির ওয়ারিসের কেউ যদি তার মৃত্যুর আগেই সম্পদ নেয়ার জন্য তাকে হত্যা করে, তাহলে সেই হত্যাকারী তার সম্পদ থেকে ওয়ারিস হিসেবে কিছুই পাবে না। বরং তাকে শাস্তিস্বরূপ সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হবে। কেউ তার স্ত্রীকে তিন তহুরে (হায়েয বা ঋতুস্রাব হতে পবিত্র অবস্থায়) তিন তালাক দিলে, শরীআতের বিধান হলো সেই মহিলার অন্যত্র বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আগের স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। এখন কেউ যদি স্ত্রীকে হালাল করার জন্য কারো সাথে হিল্লাহ বিবাহ দেয় তাহলেও তার আগের স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না।

কায়েদা নং-২৮: ইবাদতের ক্ষেত্রে আসল হলো (দলীল ছাড়া) হারাম হওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি হালাল হওয়ার বিষয়ে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে বর্ণনা থাকবে। আর লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো হালাল হওয়া, যতক্ষণ না শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে তা হারাম হওয়ার বর্ণনা থাকবে।

সুতরাং সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ প্রতিটি ইবাদতে আসল হলো (দলীল ছাড়া) হারাম হওয়া। কোন ইবাদত শরীআতসম্মত হতে গেলে তার দলীল থাকতে হবে। তাই এই কায়েদার ভিত্তিতে যেই ইবাদতের কোন দলীল নেই, সেটি পালন করা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে বেচা কেনাসহ সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো হালাল হওয়া। সুতরাং দুনিয়াবী কোন বিষয়ে হারাম বলতে হলে দলীল থাকতে হবে। যেই বিষয়ে হারাম হওয়ার স্পষ্ট কোন দলীল নেই, তার অবস্থা হলো সেটি বৈধ।

কায়েদা নং-২৯: কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে কোন ইজতেহাদ করা যাবে না।

এই কায়েদাটি প্রমাণ করে যে, যেই মাসআলাতে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাতে কোন ধরনের ইজতেহাদ করা যাবে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বর্ণনা না থাকলে তবেই ইজতেহাদের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা থাকলে কোন ইজতেহাদ করা যাবে না।

কায়েদা নং-৩০: ইখতেলাফী মাসআলাতে বিরোধিতা করা যাবে, কিন্তু ইজতেহাদী মাসআলাতে বিরোধিতা করা যাবে না।

অর্থাৎ যেসব মাসআলাতে ইখতেলাফ রয়েছে, কিন্তু সেই মাসআলাতে কোন একটি মত সঠিক হওয়া বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে সেই মতের পক্ষে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে বা কোন স্পষ্ট আসার রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে অপর মতের বিরোধিতা করা যাবে। কিন্তু ইজতেহাদী মাসআলাগুলোতে, যেখানে স্পষ্ট কোন দলীল নেই, মুজতাহিদগণ তাদের ইজতেহাদ অনুযায়ী মত দিয়েছেন, এমন ক্ষেত্রে একটি মত গ্রহণ করে আরেকটি মতের বিরোধিতা করা যাবে না।

কায়েদা নং-৩১: চুক্তি ও শর্তের ক্ষেত্রে আসল হলো সঠিক হওয়া, বাতিল হওয়া নয়।

অর্থাৎ কেউ কারো সাথে কোন চুক্তি বা কোন শর্ত করলে মূল হলো সেটি সঠিক হবে, যতক্ষণ না সেটি বাতিল হওয়ার বিষয়ে দলীল থাকবে। এর উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তি যদি কোন কিছু বেচাকেনা করে, তাতে বেচাকেনার শর্তগুলো ঠিক থাকে ও যদি তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে তাদের সেই চুক্তি সঠিক বলেই গণ্য হবে। এর মাধ্যমে বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারবে এবং ক্রেতা পণ্য দিয়েও উপকৃত হতে পারবে। আবার বিবাহের শর্তগুলো মেনে কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তাদের সেই বিবাহ সঠিক বলেই গণ্য হবে। এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তি মহিলার থেকে উপকৃত হতে পারবে।

কায়েদা নং-৩২: প্রতিদান হবে অপরাধ অনুযায়ী।

এর উদাহরণ হলো, মুহরিম ব্যক্তি যদি তার কোন পুরো অঙ্গে যেমন পুরো মাথাতে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে তাকে দম দিতে হবে। আর যদি পুরো অঙ্গে না দিয়ে সামান্য স্থানে দেয়, তাহলে তাকে সাদাকা করতে হবে বা দমের একটা অংশ দিতে হবে। আবার কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তার ওপর হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ হবে। কিন্তু কেউ যদি ব্যভিচার না করে, এমনি ওপরে ওপরে মেলামেশা করে, তাহলে তাকে সংশোধনীমূলক শাস্তি দিতে হবে, তার ওপর হাদ্দ কায়েম হবে না।

কায়েদা নং-৩৩: একই শ্রেণির দু'টি বিষয় যদি একত্রিত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন না হয়, তাহলে অধিকাংশক্ষেত্রে একটি আরেকটির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এর উদাহরণ হলো, কোন মহিলার ওপর যদি অপবিত্রতার গোসল ও হায়েযের গোসল থাকে, তাহলে একবার গোসল করলেই দু'টি ওয়াজিব আদায় হবে। কারো যদি গোসল করা ও ওযূ করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে গোসল করলেই তার ওযূর ফরযও আদায় হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি একাধিকবার ব্যভিচার করে, তাহলে তার ওপর একবার হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম হলেই যথেষ্ট হবে। কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করেই যদি সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন সে ফরয সালাতেই অংশগ্রহণ করবে। এতে তার তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় হয়ে যাবে।

কায়েদা নং-৩৪: কোন ব্যক্তি যদি ইবাদতের কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম হয় এবং কিছু অংশ পালন করতে না পারে, তাহলে কি তাকে যেই অংশ পালন করতে সক্ষম তা কি পালন করতে হবে?

এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে,

প্রথম অবস্থা: যেই অংশ পালন করতে সক্ষম সেটি সেই ইবাদতের উদ্দেশ্য না, বরং সেটি ইবাদতের মাধ্যম। যেমন কিরাআতে জিহ্বা নড়ানো, মাথা মুণ্ডন করার জন্য ব্লেড চালানো, এগুলো পালন করা আবশ্যক হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: অন্যের অনুগামীতে যা ওয়াজিব। এটি আবার দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার: সেই ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য সতর্কতামূলক যা ওয়াজিব হয়। যেমন, ওযূতে কব্জিসহ ধৌত করতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির হাত কনুই পর্যন্ত কাটা হয়েছে, সেই ব্যক্তির ওযূ করার সময়ে কনুইয়ের মাথা ধৌত করা হলো সেই ইবাদত সঠিক হওয়ার জন্য সতর্কতা। এটি পালন করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যেটি অন্য ইবাদতকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তার অনুগামী। যে ব্যক্তি হাজ্জ পায়নি, তার জন্য পাথর নিক্ষেপ করা, মিনাতে রাত যাপন করা। এগুলো পালন করা আবশ্যক নয়।

তৃতীয় অবস্থা: যেটি কোন ইবাদতের অংশ, কিন্তু সেটি পৃথকভাবে কোন ইবাদত নয়। যেমন, কোন ব্যক্তি দিনের কিছু অংশ সিয়াম পালন করতে সক্ষম, কিন্তু পুরো দিন সিয়াম রাখতে সক্ষম না, তাহলে তাকে সেটি পালন করতে হবে না। অনুরূপভাবে কেউ দাস মুক্ত করার কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম, কিন্তু পুরো দাস মুক্ত করতে পারবে না, তাহলে ও তার জন্য সেটি পালন করা আবশ্যক নয়।

চতুর্থ অবস্থা: যেটি কোন ইবাদতের অংশ এবং সেটি পৃথকভাবেও কোন একটি ইবাদত হয়। এমন ক্ষেত্রে যেটি পালন করতে সক্ষম সেটি আদায় করতে হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি কিরাআত পড়তে অক্ষম হলেও তাকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে। কেননা কিরাআত করা ও দাঁড়ানো উভয়ই ইবাদতের অংশ। আবার কোন ব্যক্তি ফরয গোসল করতে অক্ষম হলে, যতটুকু করতে সে সক্ষম ততটুকুই আদায় করতে হবে।

কায়েদা নং-৩৫: শারঈ বিধিবিধান জ্ঞান ও সক্ষমতা অনুযায়ী পার্থক্য হয়ে থাকে।

অর্থাৎ শারঈ বিধি-বিধানে জ্ঞান ও সক্ষমতাকে শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং যাদের জানা সম্ভব নয় যেমন, পাগল, শিশু, তাদের ওপর শরীআতের বিধি-বিধান আবশ্যক নয়। আবার যাদের সক্ষমতা নেই তাদের ওপরও আবশ্যক নয়। যেমন জিহাদের ক্ষেত্রে অন্ধ, খোড়া, ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জিহাদে সক্ষমতা না থাকার কারণে তাদের ওপর জিহাদ আবশ্যক নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি ফরয সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তাহলে দাঁড়ানো তার ওপর আবশ্যক থাকবে না।

কায়েদা নং-৩৬: শরীয়াতে একই ধরনের জিনিসগুলোকে সমান গণ্য করা হয়েছে, অনুরূপ জিনিসগুলোর একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলো একই রকম বিবেচনা করা হয়েছে। আর ভিন্ন ধরনের জিনিসের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে এবং একটিকে আরেকটির সমান করা হয়নি।

শরীআতের সকল বিষয়েই এমনটি করা হয়েছে। যে জিনিসগুলো একই ধরনের, তাদের মাঝে ভিন্নতা নেই, তাদের সকলকে একই শ্রেণিভুক্ত ও সমান বিবেচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেগুলো একই ধরনের নয়, বরং তাদের মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে, তারা পরস্পর সমান নয়, বরং শরীয়াতে তাদের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে।

কায়েদা নং-৩৭: কর্মগত সাবাব বা মাধ্যমগুলো বচনগত মাধ্যমের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হওয়ার কারণে তাকে আটক করা হলে, সে যদি তার কোন সম্পদ বিক্রি বা ক্রয় করে, যেমন বলে, আমি এটি বিক্রি করলাম বা ক্রয় করলাম যেটি হলো বচনগত মাধ্যম, এমনটি করা অর্থহীন হবে। কিন্তু সে যদি কর্মগত কোন মাধ্যম গ্রহণ করে, যেমন তার নিকটে কোন দাসী আছে, যেই দাসীকে সে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে, এখন সে তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে সহবাস করাতে চাচ্ছে, যাতে করে তার সন্তান হয়। আর সন্তান হলে মালিকের দাসের সংখ্যা বাড়বে। এক্ষেত্রে দাসীকে সহবাস করতে দেয়া হলো কর্মগত মাধ্যম। মালিক এমনটি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং এটি প্রমাণ করে কর্মগত সাবাব বা মাধ্যমগুলো বচনগত মাধ্যমের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

কায়েদা নং-৩৮: কোন বিধান তার কারণ উপস্থিত থাকা বা না থাকার সাথে আবর্তিত হয়।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা। এর উদাহরণ হলো, মদ খাওয়া হারাম। কেননা এটি নেশাগ্রস্ত করে। কিন্তু যদি মদ পরিবর্তন হয়ে সিরকাতে পরিণত হয়, তখন সেটি খাওয়া আর হারাম থাকবে না। কেননা এতে হারাম হওয়ার কারণ আর থাকে না। অনুরূপভাবে ফাসেকী থাকার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও তার বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ। কিন্তু যখন ফাসেকী থাকবে না, তখন আর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিষেধ থাকবে না।

কায়েদা নং-৩৯: (কোন কিছু) নতুনভাবে শুরু করার চেয়ে তা চালিয়ে যাওয়া বেশি শক্তিশালী।

এর উদাহরণ হলো, ইহরাম অবস্থাতে নতুনভাবে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু ইহরাম অবস্থাতে তালাক দেয়া স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নেয়া জায়েয। কেননা এর মাধ্যমে পূর্বের বিবাহ বন্ধন অব্যহত থাকে। অনুরূপভাবে সূর্য ওঠার সময়ে সালাত শুরু করা জায়েয নয়, কিন্তু এই সময়ের আগে থেকে শুরু করা সালাত পূর্ণ করা জায়েয।

কায়েদা নং-৪০: হারাম জিনিস ও উপার্জনের জন্য হারাম হওয়া জিনিসের বিধান।

যেই জিনিসকে হারাম করা হয়েছে সেটি সর্বক্ষেত্রেই হারাম। কিন্তু যেই জিনিসকে উপার্জনের জন্য হারাম করা হয়েছে, সেটি যে ব্যক্তি উপার্জন করেছে তার জন্য হারাম হলেও অন্যদের জন্য হারাম হবে না।

এর উদাহরণ হলো, শিরক, ব্যভিচার, চুরি করা, মদ পান করা হারাম করা হয়েছে, যা সকল ক্ষেত্রেই হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপার্জনের মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করে, তাহলে সেই সম্পদ তার জন্য হারাম হবে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিসদের জন্য সেই

সম্পদ আর হারাম থাকবে না, বরং তাদের জন্য তা হালাল। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি তার অতিথিদের জন্য কিছু খাবার পেশ করে অথচ তার উপার্জনে হালাল ও হারাম উভয়ই সম্পদ আছে, তাহলে তার জন্য হারাম হলেও তার অতিথিদের জন্য হারাম হবে না।

কায়েদা নং-৪১: কোন হারাম বিষয়ের সাথে যদি কোন বৈধ বিষয় সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়, সাথে সাথে যদি এমন কিছু গ্রহণ করা যায়, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তাহলে সেটিই গ্রহণ করবে। আর যদি সেটি সম্ভব না হয় বরং সেই দু'টির কোন একটি গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে কোন বৈধ বিষয় তা বের করার জন্য ইজতেহাদ করবে।

দু'টির পশুর মধ্যে কোনটি মৃত আর কোনটি জবাই করা এটি নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এগুলো বাদ দিয়ে অন্য পশুর গোশত নিবে। কিন্তু যদি এই দু'টির কোন একটির গোশত খাওয়াই জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে দু'টির মধ্যে কোনটি জবাই করা পশু সেটি বের করার প্রচেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে কোন পবিত্র পোশাকের সাথে অপবিত্রতা লেগে আছে এমন পোশাকের মাঝে সন্দেহ হয়, তাহলে এই দু'টি ছাড়া অন্য পোশাক পরিধান করবে। আর যদি এই দু'টির কোন একটি পরতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে কোনটিতে অপবিত্রতা নেই সেটি বের করার চেষ্টা করবে।

কায়েদা নং-৪২: শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই।

এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই। বরং সন্দেহ হয় মুকাল্লাফ ব্যক্তির নিকটে। দেখা যায় যে, একই মাসআলা কারো নিকটে সন্দেহযুক্ত, আবার কারো নিকটে স্পষ্ট। যাই হোক মুকাল্লাফ ব্যক্তির নিকটে সন্দেহযুক্ত হয়, কিন্তু শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই। কোন মাসআলায় সন্দেহ দুই ধরনের হয়। সেগুলো হলো,

প্রথম প্রকার: দলীলসমূহের বাহ্যিক বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে সন্দেহ তৈরি হওয়া। এই সকল মাসআলাতে দলীলসমূহ বাহ্যিকভাবে বিপরীতমুখী হলেও আসলে প্রকৃতপক্ষে দলীলগুলোর মাঝে কোন সাংঘর্ষিকতা থাকে না। বরং এগুলোর প্রতিটির কোন না কোন সমাধান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: ভুলে যাওয়া বা না জানাসহ আরো বিভিন্ন কারণে সন্দেহ তৈরি হওয়া। এক্ষেত্রে সন্দেহ দূর করে নিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। যেমন, কেউ যদি কোন পানি সম্পর্কে সন্দেহ করে যে, তা পবিত্র নাকি অপবিত্র, তাহলে সে পানির আসল অবস্থা পবিত্রতার ওপর নির্ভর করবে। কারো যদি ওযূ করার পরে সন্দেহ হয় যে, ওযূ ভঙ্গ হয়েছে কিনা, তাহলে সে তার আসল অবস্থা ওযূ থাকার ওপর নির্ভর করবে।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়াতে সন্দেহযুক্ত কোন কিছু নেই।

ভূমিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই, আমরা একমাত্র তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন নিসা ৪: ১)।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (সূরা আল আহযাব, ৩৩:৭০- ৭১)।

অতঃপর, সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন করা। আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই বিদআত আর প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম।

অতঃপর, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢﴾

অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (সূরা আত তাওবা ৯:১২২)।

হুমায়দ ইবনু আবদুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়াহ (রা) কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই দাতা। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর কায়িম থাকবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১০]

ফিকহের অর্থ

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[১১]

---

[১০] সহীহ বুখারী, হা/৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭।

[১১] সহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ১/৩০৬, তিরমিযী, হা/২৬৪৫।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত (সূরা আল মুজাদালাহ ৫৮:১১)।

অর্থাৎ দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা, সুখ্যাতির মাধ্যমে আর আখিরাতে অনেক প্রতিদান দিয়ে ও জান্নাতে উঁচু স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অজ্ঞ মুমিনের ওপরে জ্ঞানী মুমিনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১২]

আমির ইবনু ওয়াসিলাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ – وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ – فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى، قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عز وجل وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

নাফি ইবনু আবদুল হারিস (রা) উসফান নামক স্থানে উমার (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উমার (রা) তাকে মক্কায় (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি প্রান্তরবাসীদের জন্য কাকে কাজে নিয়োগ করেছো? সে বলল- ইবনু আবযা কে। উমর (রা) বললেন, ইবনু আবযা কে? সে (নাফি) বলল, আমাদের আযাদকৃত ক্রীতদাসের একজন। উমর (রা) বললেন, তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছো? নাফি বললেন- সে (ক্রীতদাসটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবের একজন ভালো আলিম। আর সে ফারায়িয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন উমর (রা) বললেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন।[১৩]

আল্লাহ তাআলা তার একত্বের বিষয়ে আলেমগণের সাক্ষ্যকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾

[১২] যাদুল মুয়াসসার ফী ইলমিত তাফসীর, ইবনুল জাওযী, ৮/১৯৩।

[১৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮১৭।

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও, আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা আলে ইমরান ৩:১৮)।

আল্লাহ তাআলা আলিমগণের সাক্ষ্যকে তার সাক্ষ্য ও ফিরিশতাগণের সাক্ষ্যের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর এতে আলেমগণের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা রয়েছে। আর তারাই হলেন স্থান ও যুগের নেতা। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনেন, একমাত্র তার দিকেই আহ্বান করেন এবং তারা আল্লাহর বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখেন। এছাড়াও তারা কোন ভয় ভীতি ছাড়াই হক কথা বলেন।

আর আল্লাহ তাআলা কারূন, তার সম্পদ ও গর্ব অহংকার, তার কারণে মানুষের ফিতনায় পতিত হওয়ার বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে মানুষজন যা আকাংখা করেছিল আলেমগণের তার প্রতিবাদ করার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَيۡلَكُمۡ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيۡرٞ لِّمَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا﴾

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ (সূরা আল কাসাস ২৮:৮০)।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেতে চায়, সে যেন দীনের জ্ঞানার্জনে একমাত্র আল্লাহর জন্য তার নিয়্যাতকে খালেস করে। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস নিয়্যাত না থাকার বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।[১৪]

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শেষ জামানাতে সংঘটিত হবে এমন ফিতনার কথা বর্ণনা করলে, উমার (রা) তাকে বললেন, হে আলী! এমনটি কখন হবে? তখন আলী (রা) বললেন,

إذا تُفُقه لغير الدِّين، وتُعلِّم العلمُ لغير العملِ، والْتُمِسَتِ الدُّنيا بعملِ الآخرة

[১৪] সহীহ: আবূ দাউদ, হা/৩৬৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২।

যখন দীন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করা হবে, আমল ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা হবে এবং যখন আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করা হবে।[১৫]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ

তোমরা আলিমদের উপর গর্ব প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং মানুষদের উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য দীনের জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।[১৬]

সহীহ হাদীসে সে তিন শ্রেণির মানুষের ব্যাপারে ভয়ংকর সতর্কবার্তা এসেছে, লৌকিকতা যাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের সত্যবাদী ইখলাসপন্থি বান্দাদের নাম থেকে পরিবর্তন করে মিথ্যাবাদী ও লোক দেখানো আমলকারী নামকরণ করা হয়েছে। আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে দিয়ে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। তাদের মধ্যে রয়েছে,

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

এমন এক ব্যক্তি, যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কারী। তা বলা হয়েছে।

---

[১৫] সহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১১/৩৬০, হাকিম, ৪/৪৫১, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৮।

[১৬] সহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/২৫৪, হাকিম, ১/৮৬।

তারপর নির্দেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৭]

আবূ ওয়াইল (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম অথচ আমিই তা করতাম।[১৮]

লুকমান ইবনু আমির (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূদ দারদা (রা) বলতেন,

إِنَّمَا أَخْشَى من رَبِّي يَوْم الْقِيَامَة أَن يدعوني على رُؤُوس الْخَلَائق فَيَقُول لي يَا عُوَيْمِر فَأَقُول لبيْك رب فَيَقُول مَا عملت فِيمَا علمت

কিয়ামতের দিনে আমি আমার রবকে ভয় করি যে, তিনি হয়তো সকল সৃষ্টির সামনে আমাকে ডেকে বলবেন, হে উআইমির! তখন আমি বলবো, লাব্বাইক হে রব! তখন তিনি বলবেন, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী তুমি কী আমল করেছো?[১৯]

কোন কোন আলেম বলেছেন,

হে মানুষ! তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করো..... আমল যদি সুন্দর না হয়, তাহলে ইলম উপকারে আসবে না।

---

[১৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫।

[১৮] সহীহ বুখারী, হা/৩২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৯।

[১৯] সহীহ: শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হা/১৮৫২, জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, ২/২, যুহদ, ইবনুল মুবারাক, হা/৩৯।

ইলম হলো অলংকার, আর তাকওয়া হলো তার সৌন্দর্য..... মুত্তাকীগণের, তাদের ইলমে রয়েছে ব্যস্ততা।

হে ইলমের অধিকারী! আল্লাহর দলীল প্রমাণ অপ্রতিরোধ্য..... যাতে কোন চক্রান্ত ও কৌশল কোনই উপকারে আসে না।

জ্ঞানার্জন করো এবং যথাসম্ভব সেই অনুযায়ী আমল করো.... খেল তামাশা ও ঝগড়া বিবাদ যেন কিছুতেই তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেন ও নিষেধ করেন তাতে তার অনুসরণ করা আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল হাশরঃ ৭)।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) থেকে তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা হিসেবে গ্রহণ করো, আর যেটি গ্রহণ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আর ফাই এর বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাস্তি প্রদানে কঠোর' অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন সেটি যদি তোমরা করো, তাহলে মনে রেখো আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। এটি হলো এই আয়াতের মূল অর্থ, যেটি আয়াতের প্রসঙ্গ প্রমাণ করে।

এই আয়াতটি ফাই এর বিষয়ে নাযিল হলেও আসলে এটি প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই ব্যাপক আয়াত, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদেশ, নিষেধ, কথা, কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই আয়াতের কারণটি খাস হলেও এখানে, আয়াতের ব্যাপক অর্থই ধর্তব্য, খাস কারণটি নয়। শরীআতের পক্ষ থেকে যা কিছুই এসেছে, তার সবগুলোই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন ও আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুর আদেশ ও নিষেধ আমাদেরকে দিয়েছেন, হোক সেটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে বা তার সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোর সবই গ্রহণ করা আমাদের জন্য ফরয। অনুরূপভাবে কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত যেসব নিষিদ্ধ ও অন্যায় বিষয়গুলো থেকে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেগুলো পরিত্যাগ করা ও সেগুলো থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য ফরয।[২০]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ! فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ؟ قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي. قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا

যেসব মহিলারা শরীরে চিত্র অঙ্কন করে ও যারা চিত্র অঙ্কন করিয়ে নেয়, যারা কপালে ভ্রুর চুল তুলে ফেলে ও যারা অন্যের দ্বারা তুলে নেয় এবং যারা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক তৈরি করে, আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করে, এদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করুন। বর্ণনাকারী বললেন, বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলার কাছে হাদীসটি পৌঁছাল যাকে উম্মু ইয়াকুব নামে ডাকা হতো। তিনি কুরআন পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি তার (ইবনু মাসউদ) নিকট এসে বললেন, সে হাদীসটি কি ধরনের, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি যেসব মহিলারা শরীরে চিত্র অঙ্কন করে ও যারা চিত্র অঙ্কন পকরিয়ে নেয়, যারা কপালে ভ্রুর চুল তুলে ফেলে ও যারা অন্যের দ্বারা তুলে নেয় এবং যারা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক তৈরি করে, আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করে, এদেরকে আপনি অভিশাপ করেছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, আমার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের অভিশাপ দিয়েছেন, আমি সে ব্যক্তিদের অভিশাপ দিবো না? অথচ তা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। অতঃপর মহিলা বললেন, মাসহাফের (আল-কুরআন)-এর দু'বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আদ্যোপান্ত) সবটুকু আমি পড়েছি, তাতে আমি কোথাও কিছু পাইনি। অতঃপর ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, তুমি যদি

[২০] আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ১৮/১৭- ১৯।

(গভীর অভিনিবেশ সহকারে) তা পড়তে, তাহলে অবশ্যই তুমি তা পেতে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল হাশর: ৭)।

মহিলাটি বললেন, আমি নিশ্চিত যে, আপনার স্ত্রীর মধ্যে এর কোন বিষয় এখন গিয়ে দেখতে পাব। তিনি বললেন, তুমি যাও, দেখো আছে কিনা। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর মহিলা আবদুল্লাহ (রা) এর স্ত্রীর নিকট গেলেন, তবে কিছুই দেখতে পাননি। তারপর তিনি তার নিকটে ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। বর্ণনাকারী বললেন, বিষয়টি যদি সে রকম হতো তাহলে আমরা সহবাস করতাম না (অর্থাৎ তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখতাম না, বরং তাকে তালাক দিয়ে দিতাম)।[২১] আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকো। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।

এর অর্থ হলো, হে মুমিনগণ! তোমাদের দীনের কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতানৈক্য করো, তাহলে সেটি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। অর্থাৎ তোমাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়টির বিধান জানতে আল্লাহর কিতাবে তালাশ করো। আল্লাহর কিতাবে যদি এই বিষয়ের জ্ঞান না পাও, তাহলে সেটি জানতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকলে তার কাছে জিজ্ঞেস করো, আর তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহলে সুন্নাতে তালাশ করো।[২২]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমি তোমাদের যা বারণ করেছি তা হতে বিরত থাকো এবং যা তোমাদের নির্দেশ করেছি তা যথাসম্ভব পালন করো। কেননা, অধিক জিজ্ঞাসা ও স্বীয় নবীগণের সঙ্গে

[২১] সহীহ মুসলিম, হা/২১২৫।

[২২] জামিউ আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ৫/২৬১- ২৬২।

মতবিরোধ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে।[২৩] আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌঁছালে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পাবো শুধু তারই অনুসরণ করবো।[২৪]

আর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আন নূর ২৪:৬৩)।

আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ

আমার ও আমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হলো এমন যে, এক লোক কোন এক কওমের নিকট এসে বলল, হে কওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। কওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম প্রহরে তারা সে জায়গা ছেড়ে রওনা হলো এবং একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের মধ্যেকার আর একদল লোক তার কথা মিথ্যা জানল, ফলে তারা নিজেদের জায়গাতেই রয়ে গেল।

---

[২৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

[২৪] সহীহ: আবূ দাউদ, হা/৪৬০৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৩।

সকাল বেলায় শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদেরকে উৎপাটিত করে দিল। এই হলো তাদের উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার কথা অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[২৫]

আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাকে তার আনুগত্য করার সাথে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾

আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমাদের ওপর রহম করা হয় (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩২)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্য হবে তারা হলো অস্বীকারকারী।[২৬] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে আহ্বান করে তাতে সাড়া দেয়ার প্রতি আল্লাহ তাআলা উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ﴾

হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)।

আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ফায়সালা বা আদেশের বিরোধিতা করাকে বৈধ করেননি। তিনি বলেন,

---

[২৫] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/২২৮৩।

[২৬] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮০।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৬)।

আর মতভেদপূর্ণ স্থানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা থেকে বিমুখ হওয়াকে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকীর আলামত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ٤٨ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلۡحَقُّ يَأۡتُوٓاْ إِلَيۡهِ مُذۡعِنِينَ ٤٩ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرۡتَابُوٓاْ أَمۡ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَرَسُولُهُۥۚ بَلۡ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٥٠﴾

আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি হক তাদের সপক্ষে হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই তো জালিম (সূরা আন নূর ২৪:৪৮- ৫০)।

আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক বানায় না আল্লাহ তাআলা কসম করে তাদের থেকে ঈমানকে নাকোচ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾

কিন্তু না, আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয় (সূরা আন নিসা ৪:৬৫)।

পরিশেষে, কুরআনুল কারীমের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের গুরুত্ব হলো, এটি সার সংক্ষেপ বক্তব্যকে সুস্পষ্টকারী, জটিল বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী এবং আম (ব্যাপক) বক্তব্যকে নির্দিষ্টকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে (সূরা আন নাহল ১৬:৪৪)।

আর হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এটি সুবিদিত যে, এই হাদীসগুলো গ্রহণ করা ও এর দাবি অনুযায়ী আমল করা আমাদের জন্য ফরয। আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে জানতে হবে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে। আমরা যতক্ষণ আল্লাহর সম্মানিত কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবো ততক্ষণ সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হবো না এবং বাতিল দ্বারা দিশেহারা হবো না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ - فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা আসবে, আর আমিও তার আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দুটা জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।[২৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابُ اللهِ، وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

[২৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৪০৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৬৬- ৩৬৭।

হে মানুষ! আমি তোমাদের মাঝে যা ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততদিন কখনোই তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। সেগুলো হলো, আল্লাহর কিতাব ও তার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[২৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত কাজ করলো, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো এবং স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আর উভয় হাত দিয়ে এই দু'টিকে ধারণকারী হলো, শক্ত হাতল আঁকড়ে ধারণকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ধরনের কল্যাণ নিয়ে সফলতা লাভকারী।[২৯]

উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) বলেছেন,

سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِوُلَاةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَنًا الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ بِكِتَابِ اللَّه وَاسْتِعْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّه وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّه لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُها وَلَا تَبْدِيلُهَا وَلَا النَّظَرُ فِي رَأْيِ من خَالَفَهَا، مَنِ اقْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ وَمَنِ انْتَصَرَ بِهَا فَهُوَ مَنْصُورٌ وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللَّه مَا تَوَلَّى وأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খলীফাগণ কিছু রীতি চালু করেছেন। সেগুলো গ্রহণ করা হলো, আল্লাহ তাআলার কিতাবের সত্যায়ন করা, তা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগানো এবং আল্লাহর দীনে শক্তি জোগানো। সেগুলোর রদ বদল করার অধিকার কারো নেই। আর যারা সেগুলোর বিপরীত কাজ করে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না। যারা সেগুলোর অনুসরণ করবে, তারাই হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর যারা সেগুলোকে সাহায্য করবে, তারাই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যারা সেগুলোর বিপরীত কাজ করবে এবং মুমিনদের পথ বাদে অন্য পথের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নাম কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।[৩০]

ইমাম শাফেয়ী (রহি) বলেছেন, মানুষ এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সুন্নাত স্পষ্ট হয়, কোন মানুষের কথাতে সেই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করার তার কোন সুযোগ নেই।[৩১]

---

[২৮] বিভিন্ন সনদের ভিত্তিতে এই হাদীসটি সহীহ। হাকিম, ১/৯৩, সিলসিলা সহীহাহ, ৪/৩৫৫- ৩৬১।

[২৯] আশ শাফা বি তারীফি হুকুকিল মুসতাফা, কাযী ইয়ায, ২/৫৫৪।

[৩০] আশ শাফা বি তারীফি হুকুকিল মুসতাফা, কাযী ইয়ায, ২/৫৫৫।

[৩১] ইলামুল মুআক্কিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২/২৮২।

ইবনু খুযাইমাহ (রহি) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন খবর সহীহ সাব্যস্ত হলে সেই কথার সাথে অন্য কারোর কথা সমপর্যায়ের হতে পারে না।[৩২]

যেহেতু জ্ঞান অন্বেষণ করা, তা অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো, তা ছাত্র ও যাদের প্রয়োজন তাদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং জ্ঞানের দাবি অনুযায়ী সত্য ও ইখলাসের সাথে আমল করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহর প্রতিদান নিতে আগ্রহীরা এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয়কারীরা জ্ঞান অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এমনকি এর পিছনে তাদের অনেক সময় ব্যয় হয়েছে, তারা জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করেছেন এমনকি এর জন্য তাদের পাগুলো খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে। এই বিশাল প্রচেষ্টা, দৃঢ় ইচ্ছা ও নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার ফলে তৈরি হয়ে চমৎকার ইসলামী পাঠাগার এবং আন্দোলিত হৃদয়গুলো সকল বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাদের এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে অনেক প্রতিদান দিয়েছেন, তাদেরকে সম্মানিত গৃহ জান্নাতে উঁচু স্থান দান করেছেন এবং আমাদের জন্য সেখান থেকে ও সকল কল্যাণ থেকে কিছু অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে, আমাদের পিতা মাতাকে, আমাদের শিক্ষকগণকে, যারা আমাদের ওপর ইহসান করেছেন তাদেরকে এবং সকল মুসলিম নর নারীকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি দুআ শ্রবণকারী ও অনেক প্রতিদান দানকারী।

আমি আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সময়ের অনেক অভাব থাকার পরেও বহু কিতাবের মাঝে একটি কিতাব দিলাম কোন উপাধি লাভের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের মুখাপেক্ষী। কেন এই কিতাবটি লিখলাম-

১. আল্লাহ তাআলার প্রতিদানের আশায়, যা তিনি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

২. সেই যন্ত্রণাদায়ক ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তির ভয়ে, যা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য, যারা ইলম গোপন করে।

৩. এই দীনের খেদমতের জন্য, যেই দীনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

৪. হিদায়াত ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে দাওয়াতে শরীক হওয়ার জন্য, যাতে করে এর মাধ্যমে হকের কালেমা উঁচু হয়।

৫. অজ্ঞতা, কুপ্রবৃত্তি ও বাতিলের সাথে লড়াই করার জন্য, যাতে করে ভ্রষ্টতার কালেমা নিভে যায়।

---

[৩২] ইলামুল মুআক্কিন, ইবনুল কাইয়্যিম, ২/২৮৩।

৬. আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগুলো বুঝার দরজাকে খোলার জন্য।

৭. সকল মুসলিমকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আগ্রহী করার জন্য।

৮. মতভেদ ও মাযহাবী গোঁড়ামির বিদআতকে নির্মূল করার জন্য।

৯. সহজ ও স্পষ্ট পদ্ধতিতে মুসলিমদের নিকটে ফিকহ পৌঁছানোকে সহজ করার জন্য, যাতে থাকবে না দুর্বোধ্যতা, বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা ও অনুমানভিত্তিক শাখা মাসআলা যেগুলো এখনো ঘটেনি। আর এতে থাকবে, একজন মুসলিমের জন্য প্রয়োজন এমন ইসলামী ফিকহের সকল কিছু।

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য আমি আমার কিতাবগুলো রচনা করেছি এবং এর নাম দিয়েছি 'আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব'।

আমি কিতাবটিকে যেভাবে সাজিয়েছি-

১. তাহারাত বা পবিত্রতা পর্ব

২. সালাত পর্ব

৩. সিয়াম পর্ব

৪. যাকাত পর্ব

৫. হাজ্জ পর্ব

৬. নিকাহ বা বিবাহ পর্ব

৭. ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন পর্ব

৮. শপথ পর্ব

৯. নযর বা মানত পর্ব

১০. খাদ্য পর্ব

১১. চিকিৎসা পর্ব

১২. পোশাক পর্ব

১৩. অসীয়ত পর্ব

১৪. ফারাইয (উত্তরাধিকার) পর্ব

১৫. হুদুদ (দণ্ডবিধি) পর্ব

১৬. কিসাস পর্ব

১৭. দিয়াত (রক্তমূল্য) পর্ব

১৮. বিচার ফায়সালা পর্ব

১৯. জিহাদ পর্ব।

'আল লুবাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' এই কিতাবে ইসলামী ফিকহ এর সকল বিষয় ও অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, দলীল সহকারে ও সহজ ও বোধগম্য ভাষাতে, যাতে করে ছোট বড় সকলেই এটি বুঝতে পারে। আর এতে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ নেই, বরং সহীহ দলীলের সামনে নত হওয়া এবং কোন একটি দলের পক্ষাবলম্বন ছাড়াই প্রাধান্যযোগ্য মতের অনুসরণ। আর আমি প্রত্যেক দলের নিকটে যেই হক রয়েছে তার সপক্ষে হয়েছি ও যেটি হক থেকে দূরে তার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছি। এতে আমি কোন দল বা কথাকে এর ব্যতিক্রমে রাখিনি। আর আমি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি যেন আমাকে এর ওপরই জীবিত রাখে, এর ওপরই মৃত্যু দান করেন।

কেননা দলীলের মাধ্যমেই হক স্পষ্ট হয়, যেমনভাবে চাঁদ দেখে মাস সম্পর্কে জানা যায়। আর বিধি বিধানের দলীল হলো তাঁবুর স্তম্ভের মতো। আর হক অন্বেষণকারী হলো আল্লাহ তাআলার মেহমান, আর অকাট্য দলীল হলো আল্লাহ তাআলার তরবারি। এর মাধ্যমে ইলম এর প্রচার ও প্রসার হয়। সুতরাং হক জানার পরে তার বিপরীত কাজ করার অধিকার কারো নেই। কোন ব্যক্তি শুধু আলেম বা ইমাম হওয়ার কারণেই তার অনুসরণ করা মানুষের জন্য আবশ্যক নয়। বরং মানুষের জন্য আবশ্যক হলো হকের অনুসরণ করা, সেটি যেখান থেকেই আসুক না কেন এবং বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা, যেটি যেখান থেকেই আসুক না কেন। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা ইউনুসে বলেন,

﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ﴾

সত্য ত্যাগ করার পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? (সূরা ইউনুস ১০:৩২)।

আর এমনটি করতে হবে আলেমগণের সম্মান মর্যাদা ঠিক রেখে, তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও সুধারণা রেখেই। কেননা কোন ইমামের থেকে ভুল হয়ে গেলে সেটি তার খারাপ নিয়্যাতের জন্য হয়নি। এছাড়াও তাদের এই দীন হিফাযতে তাদের পরিশ্রম, আমানতদারিতা, ও তাদের সম্মান মর্যাদাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। কেননা হয় তারা (কোন মাসআলাতে ভুল হলে) একটি প্রতিদান ও ক্ষমা পাবেন অথবা (কোন মাসআলা সঠিক করলে) দ্বিগুন প্রতিদান পাবেন।

কিন্তু 'তিনি আপনার চেয়ে বেশি জানেন' এই যুক্তিতে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তাদের কারো কথাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বরং আপনার জন্য আবশ্যক হলো, তাদের কথাকে কুরআন ও সুন্নাহর সামনে পেশ করা, তাদের কথাকে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে মেপে নেয়া। তারপর যেটি কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত হবে আপনিও তার বিপরীত করবেন, আর যেটি কুরআন ও সুন্নাহর পক্ষে হবে সেটিকে আপনি গ্রহণ করবেন।

আবূ উমার ইবনু আব্দিল বার আন নামিরী আল কুরতুবী (রহি) তার কিতাব 'জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী' (২/১৭২- ১৭৩) কিতাবে খুবই চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তোমার ওপর মূলনীতি মুখস্থ করা ও তা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। আর জেনে রেখো, যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ফকীহগণের কথার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, তারপর এটিকে তার গবেষণা কর্মের সহযোগী বিবেচনা করেছে এবং সেটিকে চিন্তা ও গবেষণার চাবি হিসেবে গণ্য করেছে, ও একাধিক অর্থ সম্ভাবনাময় হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে আর তাদের কোন একজনের এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করেনি, যেরূপ করতে হয় হাদীসের ক্ষেত্রে, যার আনুগত্য সর্বাবস্থাতেই ও কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই আবশ্যক, আর সে নিজেকে মুক্ত রাখেনি ঐ কাজ থেকে যে কাজে আলেমগণ নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তথা হাদীস মুখস্থ করা ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। বরং সে গবেষণা, বুঝা ও চিন্তা ভাবনাতে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে এবং সর্বোপরি তাদের উপকার মানুষদেরকে জানানোর মাধ্যমে তাদের ব্যয়িত শ্রমের শুকরিয়া আদায় করেছে, তাদের প্রদত্ত সঠিক সিদ্ধান্ত, যার পরিমাণই বেশি, সেগুলোর জন্য তাদের প্রশংসা করেছে, আর সে তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত মনে করেনি, যেমনভাবে তারা নিজেরাও ত্রুটিমুক্ত নয়, তবে এমন ব্যক্তি হবে সেই ধরনের জ্ঞান অন্বেষণকারী যে পূর্বসূরী সৎ ব্যক্তিগণের আদর্শে অটল, তার অধিকার আদায়ে সার্থক, সঠিক পথ প্রদর্শক, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের ও তার সাহাবীগণের আদর্শের অনুসারী।

পক্ষান্তরে যে নিজেকে চিন্তা ও গবেষণা থেকে দূরে রেখেছে এবং আমরা যা বর্ণনা করলাম সেগুলো থেকে দূরে থেকেছে এবং স্বীয় মতামত দ্বারা হাদীসের বিরোধিতা করেছেন এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অন্যকেও পরিচালিত করতে চায়, সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যকে পথভ্রষ্টকারী। আর যে ব্যক্তি এসবের কিছু না জেনেই জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করে, সে আরো বেশি অন্ধ ও অধিক পথভ্রষ্ট।

হে পাঠক ভাই! এই কিতাব রচনাতে আমার কিছু পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো

১. উৎসগুলো নির্ধারণ করা এবং এই কিতাবের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়গুলোকে একত্রিত করা। আর আলহামদুলিল্লাহ, এগুলো অনেক। যেমন কুরআনের তাফসীর, বিশেষ করে বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর তাফসীর। তারপর হাদীসের কিতাব, বিশেষ করে যেগুলোতে ফিকহ সম্বলিত হাদীসগুলোর দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর বিভিন্ন

মাযহাবের ফিকহের কিতাব, তুলনামূলক বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহের কিতাব, বিশেষ করে যেগুলোতে দলীল উল্লেখ করা, বিপরীত পক্ষের মত নিয়ে আলোচনা করা ও তার রদ্দ করার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

২. কুরআন সুন্নাহর কোন একটি মতকে প্রাধান্য দেয়া, যেই মতের পক্ষে দলীল শক্তিশালী ও যার দলীলগুলো স্পষ্ট সেটিকে প্রাধান্য দেয়া। আর এটি শুধু এমনিতেই সাজিয়ে বলা নয়, বরং এটি হলো যেখানেই দলীল পেয়েছি, সেই দলীলেরই অনুসরণ করা এবং স্পষ্ট হকের সামনে নত হওয়া।

৩. হাদীসগুলোর তাখরীজ করা এবং প্রত্যেকটি হাদীস সহীহ নাকি যঈফ তা বর্ণনা করা।

আর আমি দলীল হিসেবে শুধু সহীহ অথবা হাসান হাদীসের ওপরই নির্ভর করেছি। আর যঈফ হাদীসকে আমি গ্রহণ করিনি, সেই অনুযায়ী আমলও করিনি এমনকি আমলের ফযীলত সম্পর্কীত যঈফ হাদীসের ক্ষেত্রেও নয়। আর সাহাবীর মুরসাল বর্ণনা গ্রহণ করেছি। আর আমি মদীনাবাসীদের আমলের ওপরে খবরে আহাদকে প্রাধান্য দিয়েছি। অনুরূপভাবে কিয়াস ও উসূলের বিপরীত হলেও আমি খবরে আহাদের অনুযায়ী আমল করেছি। আর বিভিন্ন আসারসমূহের ক্ষেত্রেও আমি সেগুলো সহীহ নাকি যঈফ তা বর্ণনা করেছি, যখন তা দলীল হিসেবে পেশ করেছি।

৪. ইখতেলাফ সাব্যস্ত হয়নি এমন নিশ্চিত ইজমাকে সম্মান করা।

৫. সহীহ কিয়াসের ওপর আমল করা, যখন মূল ও শাখাকে একত্রকারী কারণ স্পষ্ট হয়, মূল ও শাখার মাঝে স্পষ্ট বা গোপন কোন পার্থক্যকারী না থাকে এবং ধর্তব্য বিরোধী কোন কিছু পাওয়া না যায়। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) তার 'রিসালাতুল কিয়াস' (১০ পৃ.) কিতাবে বলেন, কিয়াস শব্দটি একটি মুজমাল বা সংক্ষেপ শব্দ, যাতে সহীহ কিয়াস ও বাতিল কিয়াসও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সহীহ কিয়াসের বিষয়েই শরীআত বর্ণনা করেছে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) এর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) তার 'ইলামুল মুআক্কিন (১/১৩০) কিতাবে বলেন, বরং সাহাবীগণ কিয়াসের বিষয়ে একমত ছিলেন। আর এটি শরীআতের একটি উৎস, যা থেকে কোন ফকীহ অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

৬. শরীআতের মূলনীতিমালা ও ফকীহগণের মতামতের সাহায্যে নতুন ফিকহী বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা।

কিন্তু তারপরও আমি ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করছি না। কেননা ত্রুটি মুক্ততা তো সেই সব রসূলগণের জন্য, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে আমি বলতে চাই যে, আমি আমার সাধ্যমতো কাজটি করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি যে, এটি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ও মুসলিমগণের জন্য উপকারে আসবে।

আমি যা কামনা করছি আল্লাহর কাছে সেটি অর্জনের তাওফীক চাই, আর দয়া ও অনুগ্রহ তো আল্লাহর পক্ষ হতেই। আমি আল্লাহর কাছে কল্যাণ চেয়েছি এবং আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। আর প্রত্যেকটি আমল তো নির্ভর করে তার নিয়্যাতের ওপরে। হে আল্লাহ! আমাদের সকল আমলকে সৎ করে দিন এবং একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আর এগুলোতে অন্য কারো অংশ রাখবেন না। আমীন।

সানআ, জুমআর দিন সকাল,

২৯ শে শাওয়াল ১৪২০, ৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০।

الكتاب الأول : كتاب الطهاوة

প্রথম পর্বঃ ত্বহারাত বা পবিত্রতা

প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধিবিধান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতা দূরীকরণ

তৃতীয় অধ্যায়: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট ও (শরীর থেকে নির্গত হওয়া) ঘাম

প্রথম পরিচ্ছেদ: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম সম্পর্কে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উচ্ছিষ্ট ও ঘামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা

চতুর্থ অধ্যায়: পাত্র সম্পর্কে

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (প্রস্রাব পায়খানা করার) বর্ণনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ

সপ্তম অধ্যায়: ওযূ

প্রথম পরিচ্ছেদ: ওযূর পদ্ধতি, ওযূ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং তার ফরযসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওযূতে মুস্তাহাব কাজসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে ওযূ করা ফরয, আর যেসব কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মোজার ওপর মাসাহ করা

অষ্টম অধ্যায়: গোসল

নবম অধ্যায়: তায়াম্মুম

দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা

প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয (ঋতুস্রাব)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিফাস (প্রসূতি অবস্থা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা

الطهارة

ত্বহারাত বা পবিত্রতা

পবিত্রতার মূল অর্থ হলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এখান থেকে বলা হয়ে থাকে, تَطهَّر فهو مُتطهِّر ومُطَّهر এখানে 'তা' বর্ণকে 'ত্ব' বর্ণের সাথে ইদগাম করা হয়, যেহেতু তাদের উভয়ের মাখরাজই নিকটবর্তী। আর الطَّهُور এর অর্থ হলো, পানি।

সালাব বলেছেন, طهور হলো যে নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী। বলা হয়ে থাকে, অমুকের পোশাক পবিত্র, এমনটি বলা হয়, যখন নোংরা ও ময়লা থেকে পরিষ্কার থাকে। আর মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা শব্দটি তেরটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো,

১. হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়া। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

(ঋতু চলাকালে) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয় (অর্থাৎ তাদের হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়) (সূরা আল বাকারা ২:২২২)।

২. গোসল করা। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾

(হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে) যখন তারা পবিত্র হবে (অর্থাৎ গোসল করবে) তখন তাদের নিকটে গমন করো (সূরা আল বাকারা ২:২২২)। আবার সূরা আল মায়িদাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾

আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তাহলে পবিত্রতা অর্জন করো অর্থাৎ গোসল করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

৩. পানি দিয়ে ইস্তেনজা করা। এই অর্থে সূরা আত তাওবাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾

সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালোবাসে (সূরা আত তাওবা ৯:১০৮)। এই আয়াতটি কুবাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে, আর তারা পানি দিয়ে ইস্তেনজা করতো।

৪. সকল ধরনের অপবিত্রতা ও নোংরা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾

আর তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন (সূরা আল আনফাল: ১১)।

৫. সকল ধরনের নোংরা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়া।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾

সেখানে (জান্নাতে) তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনীগণ (সূরা আল বাকারা ২:২৫)। সূরা আলে ইমরানেও আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾

(মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে) পবিত্রা স্ত্রী (সূরা আলে ইমরান ৩:১৫)।

৬. পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা থেকে পবিত্র থাকা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আন নামলে বলেন

﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾,

তোমরা লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা পবিত্র থাকতে চায় (সূরা আন নামল ২৭:৫৬)।

৭. পাপ থেকে পবিত্রতা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবা হতে বলেন,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন (সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)। সূরা আল মুজাদালাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾

তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমরা তোমাদের এরূপ কথা বলার আগে সাদাকা পেশ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর (সূরা আল মুজাদালাহ ৫৮:১২)।

৮. মূর্তি থেকে পবিত্রতা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾

তাওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে আপনি পবিত্র রাখুন (সূরা আল বাকারা: ১২৫)। সূরা আল হাজ্জে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾

আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দন্ডায়মান এবং রুকূ সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন (সূরা আল হাজ্জ: ২৬)।

৯. শিরক থেকে পবিত্রতা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আবাসাতে বলেন,

﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾

সমুন্নত, পবিত্র (সূরা আবাসা: ১৪)।

সূরা আল বায়্যিনাতেও আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾

আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল, যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ (সূরা আল বায়্যিনাহ: ২)।

১০. হালাল।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা হূদে বলেন,

﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾

(লূত তার জাতিকে বললেন), হে আমার জাতি! এই আমার কন্যারা আছে, তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র (সূরা হূদ: ৭৮)।

১১. সংশয় সন্দেহ থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾

এটাই তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধতম এবং পবিত্রতম (সূরা আল বাকারা: ২৩২)। উদ্দেশ্য হলো, এটিই সংশয় ও সন্দেহ থেকে পুরুষ ও মহিলাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতম। আল্লাহ তাআলা সূরা আল আহযাবে বলেন,

﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

এটিই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতর (সূরা আল আহযাব: ৫৩)।

১২. ছোট করা। এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আল মুদ্দাসসিরে বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾

আর আপনি আপনার পোশাককে পবিত্র রাখুন (সূরা আল মুদাসসির ৭৪:৪)। অর্থাৎ পোশাককে ছোট করুন। কেননা পোশাক ছোট করাই হলো তার পবিত্রতা।

১৩. অশ্লীলতা থেকে পবিত্রতা।

এই অর্থে আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ ﴾

হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন (সূরা আলে ইমরান ৩:৪২)।

আমি পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে এই কিতাব শুরু করলাম। কারণ হলো, ইসলামের রুকনগুলোর মধ্যে দুই সাক্ষ্যদানের (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল) পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো সালাত। আর পবিত্রতা হলো সালাতের শর্তগুলোর একটি। আর যার জন্য শর্ত করা হয়েছে তার আগেই শর্তকে উল্লেখ করতে হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি, তার তাকবীর হলো (দুনিয়ার কাজকর্মকে) হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী। এই হাদীসটি হাসান।[৩৩]

[৩৩] ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫, আবূ দাউদ, হা/৬১।

الباب الأول: أقسام المياه

প্রথম অধ্যায়: পানির প্রকারভেদ

প্রথমত: সাধারণ পানি।

সেটি হলো এমন পানি, যেটি অন্য কিছুর দিকে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে মুক্ত। তুমি চাইলে আরো বলতে পারো যে, যার সংজ্ঞাতে শুধু পানি নামটিই যথেষ্ট। এই সংজ্ঞাটি ইমাম শাফেয়ী (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি 'আল বুআইতি' কিতাবে রয়েছে।

আবার বলা হয়ে থাকে যে, সাধারণ পানি হলো সেই পানি যেটি তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর আছে।[৩৪]

সাধারণ পানির অন্তর্ভুক্ত হলো:

১. বৃষ্টি, বরফ ও শিশিরের পানি। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল আনফালে বলেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾

আর তিনি তোমাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন (সূরা আল আনফাল ৮:১১)। অনুরূপভাবে সূরা আল ফুরকানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾

আর আমরা আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি (সূরা আল ফুরকান ২৫:৪৮)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, তাকবীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময় আমি বলি,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছো পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র

[৩৪] আল মাজমূ. ১/৮০, আল মুগনী, হা/১/৩৬।

করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আমার গোনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।[৩৫]

২. সমুদ্র ও নদীর পানি।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সমুদ্রে যাত্রা করি এবং পান করার জন্য সাথে সামান্য (মিঠা) পানি বহন করি। আমরা যদি তা দিয়ে ওযূ করি তাহলে পিপাসায় থাকতে হবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারবো কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী (খাওয়া) হালাল। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬]

আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসাতে বলেন, যদি পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করো (সূরা আন নিসা ৪:৪৩)।

আর সমুদ্রের পানিও যেহেতু পানির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, সমুদ্রের পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের দিকে যাওয়া যাবে না।[৩৭]

৩. যমযমের পানি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের পদ্ধতি সম্পর্কীত আলী (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: " انْزِعُوا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ

তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে চললেন। তারপর তিনি এক বালতি যমযমের পানি আনতে বললেন, তা থেকে কিছু পান করলেন এবং কিছু দিয়ে ওযূ করলেন। তারপর বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র, তোমরা পানি তোল। যদি আশঙ্কা না থাকতো যে, তোমরা পরাভূত হবে, তাহলে আমি পানি তুলতাম। এই হাদীসটি হাসান।[৩৮]

---

[৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৭৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৮।

[৩৬] আবূ দাউদ, হা/৮৩, তিরমিযী, হা/৬৯, নাসাঈ, হা/৫৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৬।

[৩৭] আল মুগনী, ১/৩৭।

[৩৮] ইরওয়া, হা/১৩।

سَجْل বলা হয়, পানি ভর্তি বালতিকে। এর বহুবচন হলো سِجَالٍ।[৩৯]

فَلَوْلا أَنْ تُغْلَبُوا অর্থাৎ, যদি আমার এই আশংকা না থাকতো যে, মানুষজন এটিকে হাজ্জের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত মনে করবে, আর সেজন্য সেখানে ভিড়াভিড়ি করবে, এমনকি তারা তোমাদেরকে পরাভূত করবে এবং তোমাদেরকে পানি পান করানো থেকে বাধা দিবে, তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি পান করাতাম। কেননা পানি পান করানোতে অনেক ফযীলত রয়েছে।[৪০]

৪. কুয়ার পানি।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা বলা হয়,

أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

আমরা কি বুযা'আহ কুপের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারবো? কেননা তাতে কুকুরের গোশত, হায়েযের ন্যাকড়া ও মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১]

ইয়াকূত আল হামাবী বলেন, بُضَاعَةَ শব্দটির 'বা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়। তবে কেউ কেউ যের দিয়েও পড়েছেন। তবে প্রথমটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। এটি হলো মদীনাতে বসবাসকারী বানূ সায়িদাহ গোত্রের সুপরিচিত বসবাসের স্থান ও কুপ।[৪২]

ইবনুল আসীর (রহি) বলেন, এটি হলো, মদীনার সুপরিচিত একটি কুপ।[৪৩]

ইমাম আবূ দাউদ (রহি) বলেন, আমি কুতাইবাহ ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি, আমি বুযা'আহ কূপের নিকট অবস্থানকারীকে সেটির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, যখন এ কূপের পানি বেশি হয়, তখন এতে পানি থাকে নাভির নিম্ন পরিমাণ। আমি (ক্বাতাদাহকে) জিজ্ঞেস করলাম, পানি কম হলে (এর পরিমাণ কতটুকু হয়)?

---

[৩৯] আন নিহায়াহ, ২/৩৪৩-৩৪৪।

[৪০] ফাতহুর রব্বানী, ১/২০৩।

[৪১] আবূ দাউদ, হা/৬৭, তিরমিযী, হা/৬৬।

[৪২] মু'জামুল বুলদান, ১/৪৪২।

[৪৩] আন নিহায়াহ, ১/১৩৪।

তিনি বললেন, হাঁটু পর্যন্ত। ইমাম আবূ দাউদ (রহি) বলেন, আমি এর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে পরিমাপ করি যে, এর প্রস্থ হচ্ছে ছয় হাত। ইমাম আবূ দাউদ (রহি) আরো বলেন, যে বাগানে বুযা'আহ কূপটি অবস্থিত, তার প্রবেশ দ্বার যিনি খুলে দিয়েছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কূপটির আগের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না। আর আমি কূপের পানির রং (দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার কারণে) পরিবর্তিত দেখেছি।[৪৪]

৫. কোন পানি দীর্ঘসময় অবস্থান বা থাকার কারণে বা তার সাথে কোন কিছু মিশ্রিত হওয়ার কারণে যেমন শেওলা, গাছের পাতা এবং যেগুলো অধিকাংশক্ষেত্রে পানি থেকে আলাদা হয় না সেগুলো মিশ্রিত হওয়ার কারণে পরিবর্তন হওয়া পানি। কেননা আলেমগণের ঐক্যমতে, এই পানি তার সাধারণ পানি নাম হারায় না।

আর এই বিষয়ে আসল হলো, কোন শর্ত করা ছাড়াই যেই পানিতে তার সাধারণ পানি নাম প্রযোজ্য হয়, সেটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন, যদি পানি না পাও তাহলে তায়াম্মুমি করো (সূরা আল মায়িদা ৫:৬)।

ইবনু কুদামা (রহি) বলেন, الماءُ الآجنُ হলো যেই পানি কোন স্থানে অনেকদিন থাকার কারণে পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে এমন কোন কিছুই তার সাথে মিশ্রিত হয়নি। অধিকাংশ আলেমের মতে, এমন পরিবর্তিত পানি তার সাধারণ অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকবে।[৪৫]

ইবনে মুনযির (রহি) বলেছেন, আমরা যেসব আলেমগণের থেকে ইলম সংরক্ষণ করেছি, তারা সকলেই একমত যে, কোন অপবিত্র বস্তু পড়া ছাড়াই এমনিতে পরিবর্তিত পানি দিয়ে ওযূ করা জায়েয। তবে শুধু ইবনু সীরীন (রহি) এর ভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি এমন পানি দিয়ে ওযূ করাকে অপছন্দ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতটিই বেশি অগ্রগণ্য।[৪৬]

ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, অনুরূপভাবে আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলো পানি থেকে আলাদা হয় না সেগুলোর মাধ্যমে পানি পরিবর্তিত হওয়ায় সেই পানি তার পবিত্রতা ও অন্যকে পবিত্র করার বৈশিষ্ট্য হারায় না। তবে এই বিষয়ে শুধু ইবনু সীরীন (রহি) এর ভিন্ন মত রয়েছে।[৪৭]

---

[৪৪] আবূ দাউদ, হা/৬৭, ১/১৮।

[৪৫] আল মুগনী, ১/৪২।

[৪৬] আল ইজমা, ৩৩ পৃ.।

[৪৭] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/৭২।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবহৃত পানি।

সেটি হলো, (ওযূ বা গোসল করার কারণে) ওযূকারীর বা গোসলকারীর অঙ্গ থেকে যেই পানি ঝরে পড়ে।

১. ব্যবহৃত পানি পবিত্র। জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ

আমি অসুস্থ থাকাবস্থায় একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি ওযূ করলেন এবং তাঁর ওযূর পানি আমার ওপর ছিঁটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল।[৪৮] আবার আবূ জুহাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ

একদা দুপুর বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তাকে ওযূর পানি এনে দেয়া হলে তিনি ওযূ করলেন। লোকে তার ওযূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে শরীরে মাখতে লাগলো।[৪৯]

কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এটি শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট (অর্থাৎ শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পানিই পবিত্র, অন্য কারোর নয়)। তাদের এই কথা বর্জনীয়। কেননা আসল হলো, তার বিধান এবং তার উম্মতের বিধান একই। যদি না দলীল দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এটি শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু এই বিষয়ে কোন দলীল নেই। যেমনভাবে কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধান দেয়াটা একটা শারঈ বিধান, যেটির জন্য দলীল প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয়ে কোন দলীল নেই।[৫০]

২. ব্যবহৃত পানি অন্যকেও পবিত্র করতে পারে এর দলীল হলো,

ইবনু আকীল (রহি) রুবাই বিনতে মাআওবিয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ

---

[৪৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯৪।

[৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৭।

[৫০] নাইলুল আওতার, ৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যে পানি অতিরিক্ত ছিল তা দিয়ে মাথা মাসাহ করেছেন। এই হাদীসটি হাসান।[৫১]

যদি বলা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু আছেম আল আনসারী (রা) এর হাদীসটি এর বিপরীত বর্ণনা করে। তাতে রয়েছে, তারপর তিনি পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করালেন। তারপর হাত বের করে মাথা মাসাহ করলেন। মাথা মাসাহ করার সময়ে তিনি সামনে থেকে শুরু করলেন এবং পেছন থেকে আবার সামনে নিয়ে আসলেন।[৫২]

আমি (লেখক) বলছি, এই দুই হাদীসের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা এই হাদীসটি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেটি শুধুমাত্র পাত্রের মাঝে হাত প্রবেশ করানোকেই প্রমাণ করে। এই হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটি ছাড়া অন্য বিষয়কে এটি অস্বীকার করে না। আর এতে অন্য কারো হাত না ঢুকানোকেও আবশ্যক করে না।[৫৩]

আর ইমাম তাবারানী (রহি) তার 'মুজামুল কাবীর' কিতাবে দিসাম ইবনু কুরআন থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি নিমরান ইবনু জারিআহ থেকে, আর তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নাও। এই হাদীসটি খুবই দুর্বল। এমন বর্ণনা দিয়ে দলীল কায়েম হবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

কোন মুসলিম কিংবা মুমিন বান্দা (রাবীর সন্দেহ) ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় এবং যখন সে দু'টি হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা

[৫১] আবূ দাউদ, হা/১৩০।

[৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫।

[৫৩] নাইলুল আওতার, ৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এমনকি সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।[৫৪]

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, হ্যাঁ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। এমনটি বলা হলো কেন? কারণ ওযূর ফযীলতের কারণে সম্ভবপর বারবার পানি ব্যবহার করে যাতে আনন্দিত হয়।[৫৫]

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, মুসলিমদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তিও এই বিষয়ে মতভেদ করবে না যে, ওযূকারী পানি নিয়ে আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত তার দুই বাহু ধৌত করে, অনুরূপভাবে ওযূর অন্যান্য অঙ্গুলগুলোও এবং অপবিত্রতার গোসলেও ধৌত করে, এতে প্রত্যেকেই দেখতে পায় যে, যেই পানি দিয়ে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা হলো, তারপর প্রথম বাহু, পরে আরেক বাহু ধৌত করা হলো, এগুলো নিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত পানি। তারপর হাত আবার পাত্রে ফিরিয়ে আনার সময়ে বাহু থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে। তারপর অন্য অঙ্গ ধৌত করার জন্য সেই পাত্র থেকে আবার পানি নেয়। আর প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই জানে যে, দ্বিতীয় যেই অঙ্গটি পবিত্র করলো, সেই পানিতে অন্য অঙ্গের ব্যবহৃত পানি যুক্ত হয়েছে। আর এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই।[৫৬]

তৃতীয়তঃ জাফরান, সাবান, আটা এবং অন্যান্য পবিত্র জিনিস যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি থেকে পৃথক থাকে, এমন জিনিস যদি কোন পানির সাথে মিশ্রিত হয়, তাহলে সেই পানি পবিত্র থাকবে, যতক্ষণ তার সাধারণ পানি নাম থাকবে। আর যদি সাধারণ পানি নাম আর না থাকে (যেমন চা, শরবত), তাহলে সেটি নিজে পবিত্র হবে বটে, কিন্তু সেটি অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না।

উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত,

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে

[৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৪৪।

[৫৫] আল মুহাল্লা, ১/১৮৭।

[৫৬] আল মুহাল্লা, ১/১৮৪।

আমাকে খবর দাও। আমরা শেষ করার পর তাকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তার শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও।[৫৭]

উম্মু হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনাহ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগেছিল। এই হাদীসটি হাসান।[৫৮]

এই দুই হাদীসে পানির সাথে কর্পূর এবং পানির সাথে আটার মিশ্রণ থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে সেই পানিতে কর্পূর ও আটা এতো পরিমাণে ছিল না যাতে পানির সাধারণ নামই পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এই কারণেই সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।[৫৯]

চতুর্থতঃ যেই পানির সাথে কোন অপবিত্রতা মিশ্রিত হয়েছে সেই পানির বিধান।

১. কম পানি এবং বেশি পানি, যখন তাতে কোন অপবিত্রতা পড়ে তার স্বাদ বা রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যাবে, তখন সেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। আর তখন সেই পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। এই বিষয়ে ইজমা হওয়ার দলীলঃ

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, কম পানি বা বেশি পানিতে কোন অপবিত্র পড়ে যদি সেই পানির স্বাদ বা রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সেই পানির এমন অবস্থা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সেটি অপবিত্র বলে গণ্য হবে।[৬০]

ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, কোন পানিতে কোন অপবিত্র পড়ে যদি সেই পানির স্বাদ বা রং বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা পানির এক বা একাধিক গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে এমন পানি দিয়ে ওযূ করা এবং পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়।[৬১]

২. কম পানি বা বেশি পানি, যখন তাতে কোন অপবিত্রতা পড়ে, কিন্তু তার রং বা স্বাদ বা গন্ধ যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পানি নিজেও পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারবে। এর পক্ষে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো বিদ্যমান।

---

[৫৭] সহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯।

[৫৮] নাসাঈ, হা/২৪০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৭৮।

[৫৯] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৮৭-৮৯।

[৬০] আল ইজমা, ৩৩ পৃ, আল মাজমূ, ১/১১০, আল মুগনী, ১/৫৩।

[৬১] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৭২।

কুয়ার পানি সম্পর্কে আলোচনাতে বর্ণিত আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে সহীহ হাদীস। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

পানির পরিমাণ দু' কুল্লা পরিমাণ হলে তা নাপাকি বহন করে না।[৬২] ইবনু মাজাহর বর্ণনাতে রয়েছে, لم يُنَجِّسْهُ شيء কোন কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৩]

শরীআত প্রণেতা সাধারণ পানি থেকে অপবিত্রতাকে নাকোচ করেছেন, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত আবূ সাঈদ (রা) এর হাদীস এবং তার সমর্থক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবার দুই কুল্লা পরিমাণ পানিতেও অপবিত্রতাকে নাকোচ করেছেন যেমনটি ইবনু উমার (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এই নাকোচ করার বর্ণনা হলো অধিক আম বর্ণনা।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বর্ণনা বলেন, পানি পবিত্র, কোন কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। আর দ্বিতীয় বর্ণনাতে তিনি বললেন, কোন কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। এই বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, জমিনে পাওয়া সকল পানিই পবিত্র। তবে এই আম বর্ণনাকে খাসকারী কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে সেটি ভিন্ন কথা, যেই খাস বর্ণনাতে স্পষ্টভাবে বলা হবে যে, সেই পানি নাপাক, যেমনটি বর্ণনাটির বাড়তি অংশে বর্ণিত হয়েছে, যেটির বিষয়ে ইজমা হয়েছে। সেই বর্ণনাতে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হওয়ার জন্য সেই পানিকে পবিত্র পানি থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। সেটি আবূ সাঈদ (রা) এর বর্ণনা মোতাবেক সংযুক্ত খাস বর্ণনা, আর ইবনু উমার (রা) এর বর্ণনা মোতাবেক আলাদা খাস বর্ণনা। এটি হলো, উসূলের সেই প্রাধান্যযোগ্য মাসআলা যে, সাধারণভাবে আমের ওপরে খাস বর্ণনার ওপর আমল করা হবে।

এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দুই কুল্লা সম্পর্কীত বর্ণনার মাফহূমের সাথে অন্যান্য হাদীসগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং এটি বলা যায় যে, দুই কুল্লার কম পরিমাণ পানিতে অপবিত্র পড়ে যদি সেই পানির গন্ধ বা রং বা স্বাদ পরিবর্তন হওয়াকে আবশ্যক করে, তাহলে সেই পানি অবশ্যই অপবিত্র হয়ে যাবে এবং অন্যকে পবিত্র করার গুণ সে হারিয়ে ফেলবে। আর যদি অপবিত্র পড়ার কারণে সেই পানির এই গুণগুলোর কোন একটিও পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পানি অপবিত্র হবে না।[৬৪]

---

[৬২] আবু দাউদ, হা/৬৩, তিরমিযী, হা/৬৭।

[৬৩] ইবনে মাজাহ, হা/৫১৭।

[৬৪] আদ দারারিল মুযিয়্যাহ, ১/৭৫-৭৬।

فروع تتعلقُ بالبابِ الأولِ: أقسام المياهِ

প্রথম অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা।

মাসাআলা-১: বাড়তি যঈফ বর্ণনা, যেটি ইস্তেসনাহ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনার ওপর পূর্বে বর্ণিত ইজমাটি হয়েছে। সেই বর্ণনাটি হলো,

আবূ উমামাহ বাহিলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না। তবে যা তার ঘ্রাণ, স্বাদ ও রঙকে পরিবর্তন করে দেয়। এই হাদীসটি যঈফ।[৬৫]

মাসাআলা-২: দুই কুল্লাহর ব্যাখ্যা।

ইবনু তুরকিমানী (রহি) বলেন, দুই কুল্লার ব্যাখ্যার বিষয়ে অনেক বেশি ইখতেলাফ হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দুই কুল্লা হলো পাঁচ কিরাব পানি, আবার বলা হয়েছে চার কিরাব, আবার বলা হয়েছে ৬৪ পাউন্ড, আবার বলা হয়েছে ৩২ পাউন্ড, আবার বলা হয়েছে, সাধারণভাবে দুই বড় কলসি পানি, আবার বলা হয়েছে শস্য দানার বড় দু'টি পাত্র পরিমাণ পানি।[৬৬] সুতরাং এটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, দুই কুল্লার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। সুতরাং এই পরিমাণের ওপর আমল করা কঠিন।

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, দুই কুল্লার পরিমাণ নিয়ে ঐকমত্য নেই। ইমাম শাফেয়ী (রহি) সতর্কতাবশত এর পরিমাণ বিবেচনা করেছেন পাঁচ কিরাব।

আর হাজার এলাকার বড় পাত্র দিয়ে কুল্লাকে নির্দিষ্ট করার বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে সেটি উত্তম বর্ণনা নয়। কেননা সেটি ইবনু উমার (রা) থেকে একমাত্র মুগীরাহ ইবনু সিকলাব এর মাধ্যমে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পানির পরিমাণ হাজার এলাকার দুই বড় পাত্রের সমান হবে, তখন সেই পানিকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারবে না। এই বর্ণনা দিয়ে এই হাদীসটি যঈফ।[৬৭]

মাসআলা-৩: পানির পরিমাণ বেশি নির্ধারণে শরীআত থেকে কোন ভিত্তি নেই, যার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

---

[৬৫] ইবনে মাজাহ, হা/৫২১, বাইহাকী, ১/২৫৯, তাবারানী ফিল কাবীর, হা/৭৫০৩।

[৬৬] দু কুল্লা পানি: কেই বলেছেন ১৬০ লিটার, কেই বলেছেন ২০০ লিটার, কেই বলেছেন ২৫০, ২৭৫ লিটার, কেই বলেছেন ৩০০ লিটার। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা।

[৬৭] আত তালখীস, ১/২৯।

ইমাম বাগাবী (রহি) বলেন, কিছু আসহাবুর রায় বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, যেই পানি অপবিত্র হবে না। সেই পরিমাণ হলো, চারিদিকে কমপক্ষে দশ হাত প্রশস্ত হওয়া। আর এই পরিমাণ নির্ধারণে শরীআত থেকে কোন ভিত্তি নেই, যার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ

যে ব্যক্তি কূপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে। এই হাদীসটি হাসান।[৬৮]

এই হাদীসে বেশি পানি, যেটি অপবিত্র হবে না, এই পানির পরিমাণ চারিদিকে দশ হাত হতে হবে এর কোন প্রমাণ নেই। কেননা এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চারিদিকে কূপের অবস্থান হবে চল্লিশ হাত।[৬৯]

তারপর ইমাম বাগাবী (রহি) বলেন, কেউ কেউ এর পরিমাণ নির্ধারনে বলেছেন যে, বেশি পানি হতে গেলে এক বড় পুকুর পরিমাণ হতে হবে, যেখানে পুকুরের এক পাশে আন্দোলিত করা হলে আরেক পাশ আন্দোলিত হয় না। কিন্তু এটি দিয়ে বেশি পানির পরিমাণ আরো বেশি জানা যায় না। কেননা যে ব্যক্তি পানি আন্দোলিত করবে তার শক্তি ও দুর্বলতার ভিত্তিতে পানির আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন হবে।[৭০]

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, কম ও বেশি পানির পরিমাণ নির্ধারণে অনেক মত রয়েছে, যেগুলো ইলমের কোন চিহ্ন নেই। সুতরাং আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি না।[৭১]

মাসআলা-৪: আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা মাকরূহ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে সেখানে যেন গোসল না করে।[৭২] এটি ইমাম বুখারী (রহি) এর বর্ণনা। আর ইমাম তিরমিযীর বর্ণনাতে রয়েছে যে, সেখান

[৬৮] দারেমী, ২/২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৮৬।

[৬৯] ফাতহু বাবিল ইনায়াহ বি শারহি কিতাবিন নুকায়াহ, ১/১০৯।

[৭০] শারহুস সুন্নাহ, ২/৫৯-৬০।

[৭১] নাইলুল আওতার, ১/৩০।

[৭২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯।

থেকে যেন ওযূ না করে।[৭৩] আর অন্যান্যদের বর্ণনাতে রয়েছে, সেখান থেকে যেন গোসল না করে।[৭৪]

এই হাদীসে আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে গোসল করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, সেই পানিতে প্রস্রাব করার কারণেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে, যদিও তার তিনগুণের কোনটিই পরিবর্তন না হয়। আর সেই পানি অপবিত্র হওয়ার কথা বললে তার পক্ষে দলীল দিতে হবে। কিন্তু এমনটি প্রমাণ করে এধরনের কোন দলীল আমাদের কাছে নেই। সুতরাং এই হাদীসটি অবশিষ্ট থাকলো যে, আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে প্রস্রাবকারীর জন্য তাতে গোসল করা বা ওযূ করা নিষেধ। কিন্তু এগুলো বাদ দিয়ে অন্যভাবে এই পানি দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে। আর প্রস্রাবকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের জন্য সেই পানিতেই গোসল করা ও ওযূ করা বৈধ।[৭৫]

মাসআলা-৫: ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তির জন্য নিজ হাত তিনবার ধৌত করার আগে পাত্রে প্রবেশ করানো মাকরূহ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সে যেন তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। এই শব্দবিন্যাস সহীহ মুসলিমের। আর এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬]

এই হাদীসে ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির জন্য নিজ হাত তিনবার ধৌত করার আগে পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এতে দিনের ঘুম বা রাতের ঘুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে হাত ধৌত করার আদেশটি মুস্তাহাব অর্থে। আর এই আদেশটি ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবের দিকে নিয়ে যাওয়ার যে কারণ দেখানো হয়েছে তাতে সন্দেহ রয়েছে। ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তি যদি তার হাত ধৌত করার আগেই পাত্রে প্রবেশ করায় এবং তাতে অপবিত্র আছে কিনা এটি যদি তার জানা না থাকে, তাহলে

---

[৭৩] তিরমিযী, হা/৬৮।

[৭৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৮২, আবূ দাউদ, হা/৭০।

[৭৫] ইহকামুল আহকাম, ১/২১, আল মাজমূ, হা/১/১১৬।

[৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৮।

পাত্রে হাত প্রবেশ করানো মাকরূহ। আর অধিকাংশ আলেমের মতে, এতে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে না।[৭৭]

মাসআলা-৬: একই পাত্র থেকে পুরুষ ও মহিলার (স্বামী ও স্ত্রীর) ওযূ ও গোসল করা জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي . قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ

আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তার মাঝখানে থাকতো। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্যে একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি [আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন যে, তারা উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন।[৭৮]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (রহি) এবং ওয়াহাব (রহি) শুবা (রহি) হতে 'তা অপবিত্রতার গোসল ছিল' বলে বর্ণনা করেছেন।[৭৯]

মাসআলা-৭: মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষের ওযূ ও গোসল করা জায়েয।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমুনাহ (রা) এর উদ্ধৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন।[৮০]

সুনান কিতাবগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»

---

[৭৭] শারহুস সুন্নাহ, ১/৪০৮, তরহুত তাছরীব, ২/৪৪।

[৭৮] সহীহ বুখারী, হা/২৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৩২১।

[৭৯] সহীহ বুখারী, হা/২৬৪।

[৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৩২৩।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্র থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ অথবা গোসল করতে আসলেন। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অপবিত্র ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি অপবিত্র হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১]

পক্ষান্তরে হাকাম ইবনু আমর আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলার পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে কোন পুরুষকে ওযূ করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২]

কিন্তু এখানে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মাকরূহে তানযিহী উদ্দেশ্য। কেননা অনেক হাদীসে এটি জায়েয বলা হয়েছে। সেখানে মধ্যে আছে, ইবনু আব্বাস (রা) এর হাদীস, যেটি একটু আগেই বর্ণনা করা হলো।[৮৩]

মাসআলা-৮: পানি ছাড়া অথবা পানি পাওয়া না গেলে মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সঠিক হবে না। এগুলো ছাড়া (পানি ও মাটি ছাড়া) পবিত্রতা অর্জনে অন্য কোন তরল পদার্থ যেমন নাবীযসহ অন্য কিছু কোন কাজে আসবে না।

কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন, যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুমি করো (সূরা আর মায়িদা ৫:৬)। এখানে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, পানি না পাওয়া গেলে মাটির ব্যবহারের দিকে যেতে হবে।

আবার আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যখন সে পানি পাবে তখন নিজের শরীরে যেন পানি পৌঁছায় (গোসল করে)। এটাই (তার জন্য) উত্তম। এই হাদীসটি হাসান।[৮৪]

---

[৮১] আবু দাউদ, হা/৬৮, তিরমিযী, হা/৬৫, নাসাঈ, হা/৩২৫।

[৮২] আবূ দাউদ, হা/৮২, তিরমিযী, হা/৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৭৩।

[৮৩] ফাতহুর বারী, ১/৩০০, আল মাজমূ, ২/১৯১।

[৮৪] আবূ দাউদ, হা/৩৩২, তিরমিযী, হা/১২৪।

আর সাহাবীগণ সফরে যখন পানি পেতেন না, তখন তাদের কাছে তেলসহ অন্যান্য তরল পদার্থ থাকতো, কিন্তু তাদের কারো সম্পর্কেও এটি বর্ণিত হয়নি যে, তারা পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দিয়ে ওযূ করেছেন। আর পানির সাথে অন্য তরল পদার্থকে কিয়াস করা সঠিক নয়। কেননা পানিতে যেমন কমনীয়তা রয়েছে, তেমনই এটি এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশে না। কিন্তু পানি ছাড়া অন্য তরল পদার্থ এমন নয়।[৮৫]

আর যারা নাবীযসহ অন্যান্য তরল পদার্থ দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয বলেছেন, তাদের দলীলসমূহ যঈফ, সেগুলো দিয়ে দলীল কায়েম হবে না।[৮৬]

الباب الثاني بابُ النجاساتِ

দ্বিতীয় অধ্যায়: অপবিত্রতা

الفصل الأول: فصلُ أحكامِ النجاسات

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপবিত্রতার বিধিবিধান

نجاسات হলো نجاسة শব্দের বহুবচন। সেটি হলো, সুস্থ বিবেকসম্মত মানুষ যেসকল জিনিসকে নোংরা মনে করার কারণে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং সেগুলো কাপড়ে লাগলে কাপড় ধৌত করে। যেমন প্রস্রাব, পায়খানা।[৮৭]

'আসল হলো পবিত্র হওয়া' এই বিষয়টি পবিত্র শরীআতের 'কুল্লিয়্যাত (সামগ্রিক) এবং জুযইয়্যিাত (শাখাগত)-তে' সুপরিচিত। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার হুকুম দেয়া হলো, শরীআতের কোন বিধানে বান্দার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা। কিন্তু আসল হলো, এমন দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। সুতরাং যতক্ষণ কোন কিছু অপবিত্র হওয়া প্রমাণকারী কোন দলীল বর্ণিত না হবে, ততক্ষণ শুধু বাতিল মতের ওপর ভিত্তি করে অথবা দলীল দিতে ভুল করে কোন বান্দার জন্য সেটি অপবিত্র হওয়ার হুকুম দেয়া ঠিক হবে না।[৮৮]

---

[৮৫] আল মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ১/৯৩।

[৮৬] দেখুন, ইরশাদুল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পবিত্রতা অধ্যায়।

[৮৭] রওদাতুন নাদিয়্যাহ শারহু দুরারিল বাহিয়্যাহ, ১/৬৯।

[৮৮] রওদাতুন নাদিয়্যাহ শারহু দুরারিল বাহিয়্যাহ, ১/৮৫।

অপবিত্রতা হলো

১. মানুষের প্রস্রাব।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন। লোকটির প্রস্রাব করা শেষ হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বালতি পানি আনতে বললেন। তারপর সেই প্রস্রাবের ওপর সেই পানি ঢেলে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯]

২. মানুষের পায়খানা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ

তোমাদের কারোর জুতার তলায় অপবিত্রতা লেগে গেলে মাটিই হলো সেই অপবিত্রতা থেকে পবিত্রকারী। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[৯০]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

তোমাদের কারো মোজায় নাপাকি লেগে গেলে মাটিই তার পবিত্রকারী। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[৯১]

---

[৮৯] সহীহ বুখারী, হা/২২১, সহীহ মুসলিম, হা/২৮৪, তিরমিযী, হা/১৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/৫২৮।

[৯০] আবূ দাউদ, হা/৩৮৫, শারহুস সুন্নাহ, হা/৩০০, ইবনু হিব্বান, হা/২৪৮।

[৯১] আবূ দাউদ, হা/৩৮৬, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৯২, ইবনু হিব্বান, হা/২৪৯।

৩. মযী।

مذى শব্দটির 'যাল' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি হলো সেই তরল পদার্থ, যেটি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ও চুমু দেয়ার সময়ে বের হয়। এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের থেকেই হয়। বলা হয়ে থাকে, مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

আমার অধিক পরিমাণে মযী বের হতো। কিন্তু তার মেয়ের কারণে (অর্থাৎ তার মেয়ে ফাতিমা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে) আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণে পুরুষাঙ্গ ধৌত করতে হবে এবং ওযূ করতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২]

৪. ওদী।

وَدْيُ শব্দটির ইয়া বর্ণে তাশদীদ ছাড়াই পড়া হয়। এটি হলো, যেই পানি প্রস্রাবের পরে বের হয়। এই শব্দটিকে ইয়া বর্ণে তাশদীদ দিয়ে وَدِيٌّ এভাবেও পড়া যায়। ওদী অপবিত্র। এর দলীল হলো, ইজমা। ইমাম নববী (রহি) বলেন, মযী ও ওদী অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে এই উম্মতের মাঝে ইজমা রয়েছে।[৯৩]

ইমাম বাইহাকী (রহি) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ: فَالْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسْلُ وَمِنْ هَذَيْنِ الْوضُوءُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ

মনী, মযী এবং ওদী এর বিষয়গুলো হলো: মনি বের হলে গোসল করতে হবে। আর অন্য দু'টিতে ওযূ করতে হবে। তবে পুরুষাঙ্গ ধৌত করে ওযূ করবে। এই আসারের সনদ হাসান।[৯৪]

---

[৯২] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৩।

[৯৩] আল মাজমূ, ২/৫৫২।

[৯৪] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ১/১১৫।

৫. কুকুরের লালা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিবে তখন সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দেয়। তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫]

৬. হায়েযের রক্ত।

আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ

এক মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে কী করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬]

৭. যেই প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়, এমন প্রাণীর মল-মূত্র।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে নির্দেশ করলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং আরেকটি খুঁজলাম

[৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯, নাসাঈ, হা/৬৬।

[৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১।

কিন্তু পেলাম না। তাই একখন্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খন্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নোংরা। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭]

رِكْسٌ শব্দটির 'র' বর্ণে যের আর 'কাফ' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এটি رِجسٌ বা অপবিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রমাণ হলো, এই হাদীসটি ইবনু মাজাহ ও ইবনু খুযাইমাহতে رِجسٌ শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

আবার বলা হয়েছে যে, رِكْسٌ হলো পশুর মল, যেটি পবিত্র অবস্থা থেকে অপবিত্রতা পরিবর্তন হয়েছে। ইমাম খাত্তাবী (রহি) সহ আরো অনেকে এটি বলেছেন। তবে এটি বলা বেশি যুক্তিযুক্ত যে, এটি খাদ্য থেকে মলে পরিবর্তন হয়েছে।[৯৮]

৮. মৃত জন্তু।

মৃত জন্তু হলো, যেটি শারঈ পদ্ধতিতে জবাই করা ছাড়াই মারা গেছে। ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ

চামড়া যখন পাকা (দাবাগত) করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৯]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত জন্তুর চামড়া অপবিত্র, যেটি পাকা বা দাবাগত করলে তবেই পবিত্র হয়। চামড়া যদি অপবিত্র হয়, তাহলে এটি মৃত জন্তু অপবিত্র হওয়াকেও আবশ্যক করে।

إِهَابُ হলো كتاب এর ওজনে। এর অর্থ হলো চামড়া অথবা যেই চামড়া পাকা করা হয়নি। এটি 'আল কামূস' কিতাবে বলা হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহি) বলেন, আন নাদর ইবনু শুমাইল (রহি) বলেন, দাবাগত না করা পর্যন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে। দাবাগত করার পর একে শান্ন ও কিরবাহ (পাকা চামড়া) বলা হয়।[১০০] 'আস সিহাহ' কিতাবে রয়েছে, দাবাগত না করা পর্যন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে।[১০১]

---

[৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬, তিরমিযী, হা/১৭।

[৯৮] ফাতহুল বারী, ১/২৫৮।

[৯৯] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৬, তিরমিযী, হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৯।

[১০০] আবূ দাউদ, ১/৩৭১-৩৭২।

[১০১] আস সিহাহ, ১/৮৯।

কোন জীবিত জন্তু থেকে যা পৃথক করা হবে সেটি মৃত বলে গণ্য হবে।

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ فَيَجُبُّونَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসলেন। এখানকার জনগণ জীবিত উটের কুঁজ ও মেষের লেজের গোড়ার গোশত পিন্ডের অংশ কেটে খেত। তিনি বলেন, জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসেবেই গণ্য। এই হাদীসটি হাসান।[১০২]

মৃতদের বিধান থেকে যা ব্যতিক্রম

১. মুসলিম ব্যক্তি, মৃত্যুবরণ করার কারণে সে অপবিত্র হয় না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟. قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

তার (আবূ হুরায়রা) সাথে মদীনার কোন এক পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে অপবিত্র মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবূ হুরায়রা (রা) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আবূ হুরাইরা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ্! মুমিন অপবিত্র হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[১০৩]

---

[১০২] তিরমিযী, হা/১৪৮০, আবূ দাউদ, হা/২৮৫৮।

[১০৩] সহীহ বুখারী, হা/২৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭১।

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত্যু হওয়ার কারণে কারো থেকে ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া হয় না। আর যদি ঈমান অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা অপবিত্র হয় না। হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এমনটি তার ফাতহুল বারী (৩/১২৭) কিতাবে বলেছেন।

আবার ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে অপবিত্র বানিয়ে ফেলো না। কেননা মুসলিম ব্যক্তি জীবিত হোক আর মৃত হোক কোন অবস্থাতেই সে অপবিত্র হয় না। এই আসারটি সহীহ।[১০৪]

'আত তাগলীক' (২/৪৬১) কিতাবে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে তেমনই 'আল আহকাম' কিতাবে ইমাম দারাকুত্বনী (রহি) থেকে আসারটি বর্ণনা করার পরে বলা হয়েছে, 'আমরা নিকটে এর সনদ ইমাম বুখারীর শর্তে।' কিন্তু সঠিক হলো, ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মাওকূফ বর্ণনা, এটি মারফূ হিসেবে সহীহ নয়। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এর পরে বলেছেন, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে এবং যেমনটি 'আত তাগলীক' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমার মতে, এটি মাওকূফ হওয়াটাই বেশি সহীহ। আর এমনটি আমর ইবনু আবী আমর (রহি) বর্ণনা করেছেন ইকরিমা (রহি) থেকে, আর তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মাওকূফভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।[১০৫]

আবার ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ

তোমরা যদি তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করাও তাহলে তোমাদেরকেও গোসল করতে হবে না। কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয়। বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের দুই হাত ধুয়ে নেয়াই যথেষ্ট হবে। এই আসারটি সহীহ।[১০৬]

---

[১০৪] হাকিম, ১/৩৮৫, দারাকুত্বনী, ২/৭০।

[১০৫] বাইহাকী, ১/৩০৬।

[১০৬] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩৯৮।

২. কোন মুসলিম ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা চুল তার থেকে পৃথক হলে সেটি অপবিত্র নয়।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর কুরবানি করলেন, অতঃপর মাথা কামালেন- তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডান পাশ এগিয়ে দিলেন এবং সে তা চেঁছে দিল। অতঃপর তিনি আবূ তলহাহ আল আনসারী (রা) কে ডাকলেন এবং তাকে (নিজের) চুল দান করলেন। অতঃপর তিনি মাথার বাম পাশ এগিয়ে দিলেন এবং বললেন, কামিয়ে দাও। (অতএব ক্ষৌরকার) তা কামিয়ে দিল। তিনি চুলগুলো আবূ তলহাহ (রা) কে দিয়ে বললেন, এগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১০৭]

৩. মৃত মাছ এবং টিড্ডি।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব এবং দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীবগুলো হলো, মাছ ও টিড্ডি। আর রক্তগুলো হলো, কলিজা ও প্লীহা। এই হাদীসটি সহীহ।[১০৮]

৪. যে মৃত প্রাণীর প্রবাহিত কোন রক্ত নেই সেটি পবিত্র। যেমন, মৌমাছি, পিপড়া, গুবরে পোকা, মাছি, বিচ্ছু।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً

[১০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৫।

[১০৮] ইবনে মাজাহ, হা/৩২১৮, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১১৮।

‘তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দিবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক।’ এই হাদীসটি সহীহ।[১০৯]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, খাবার ও পানিতে জন্মানো পোকা; যেমন, মাটিতে, আপেলে, মমে, পনির ও সিরকাতেসহ অন্যান্য স্থানে জন্মানো পোকা যদি খাবার বা পানিতে মারা যায় তাহলে তা অপবিত্র হবে না। আর এতে কোন মতভেদ নেই।[১১০]

৫. কোন মৃত জন্তুর হাড়, শিং, নখ, খুর, পশম, পালক, দুধ হলো পবিত্র।

কেননা আসল হলো এই সবকিছুই পবিত্র। আর এগুলো অপবিত্র হওয়ার কোন দলীল নেই।

ইমাম যুহরী (রহি) মৃতের হাড়, যেমন হাতি বা অনুরূপ প্রাণীর হাড় সম্পর্কে বলেন, আমি পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তাঁরা তা (চিরুণী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন এবং তার পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তাঁরা কোনরূপ দোষ মনে করতেন না।

হাম্মাদ (রহি) বলেন, মৃত (পাখির) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই। আর ইবনু সীরীন (রহি) ও ইবরাহীম (রহি) বলেন, হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।[১১১]

ইবনু সীরীন (রহি) এর আসার উল্লেখ করার পরে হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, তিনি এটিকে (মৃত হাতির দাঁতকে) পবিত্র মনে করতেন। কেননা তিনি অপবিত্র কোন কিছু, যেটি পবিত্র করা সম্ভব নয় সেটি বেচা কেনাকে জায়েয বলবেন না। আর এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ তেলের ঘটনাটি রয়েছে।[১১২]

৬. যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, তাকে জবাই করলেও সেই জন্তুর গোশত অপবিত্র।

সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لما أمسى اليومُ الذي فُتحَتْ عليهم فيه خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟ قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ

[১০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৩২০, আবূ দাউদ, হা/৩৮৪৪।

[১১০] আল মাজমূ, ১/১৩১।

[১১১] সহীহ বুখারী, ১/৩৪২

[১১২] মাজমূ ফাতাওয়া, ২১/৯৬-১০৪।

খায়বাহ বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কিসের আগুন? তোমরা কী রান্না করছ? তারা জানালেন, গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গোশ্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন, তাও করতে পার। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এগুলো ধুয়ে ফেলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধের দিনে অনেক গৃহপালিত গাধা পেলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক ঘোষক ঘোষণা দিল যে,

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ أو نَجَسٌ

নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এগুলো ঘৃণ্য অথবা অপবিত্র। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৪]

এই হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়, তাকে জবাই করলেও তার গোশত অপবিত্র। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলতে বললেন, তারপর সেটি ধুয়ে ফেলতে বললেন, তারপর তিনি বললেন যে, এটি ঘৃণ্য বা অপবিত্র। এগুলো প্রমাণ করে যে, তা অপবিত্র। কিন্তু এই হাদীস দু'টিতে গৃহপালিত গাধার কথা বলা হয়েছে। এর সাথে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়, সেগুলোকে কিয়াস করা হয়েছে।

অপবিত্রতা হলো, দুগ্ধপায়ী ছেলে শিশুর[১১৫] ছাড়া অন্য পায়খানা, কুকুরের লালা, প্রাণীর বিষ্ঠা, , শুকরের গোশত। এছাড়া আরো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলোর বিষয়ে মতভেদ আছে।

আর (প্রতিটি বস্তুর) আসল হলো পবিত্র হওয়া। সুতরাং কোন সহীহ বর্ণনা ছাড়া এই বিধান পরিবর্তন হবে না, যার বিপরীতে তার সমপর্যায়ের অথবা তার চেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন বর্ণনা নেই।

---

[১১৩] সহীহ বুখারী, হা/৪১৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৮০২।

[১১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৫২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৪০।

[১১৫] দুগ্ধপায়ী ছেলের শিশুরও প্রস্রাব পায়খানা অপবিত্র। তবে সেটি হালকা অপবিত্র।

الفصل الثاني فصلُ تطهيرِ النَّجاسات

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অপবিত্রতা দূরীকরণ।

পানি দিয়ে অপবিত্রতা দূর করতে হবে, অপবিত্র কোন বস্তু বা তার চিহ্ন দূর করতে পারে অন্য কোন তরল পদার্থ দিয়েও নয়। কারণ পবিত্র করার ক্ষেত্রে আসল হলো পানি। তাই শরীআত প্রণেতার অনুমতি ছাড়া অন্য কিছু পানির স্থলাভিষিক্ত হবে না। (শরীআত প্রণেতার অনুমতি আছে) যেমন, চামড়া পবিত্র করার জন্য সেটি পাকা করা, জুতার নিচের দিককে পবিত্র করার জন্য জমিনের সাথে ঘষা, ইত্যাদি।

১. শিশুর প্রস্রাব থেকে কাপড় পবিত্রকরণ। আবূস সামহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ». فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ، أَوْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতাম। তিনি গোসল করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলতেন, তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন (রা) কে আনা হলে তাদের একজন তার বুকে প্রস্রাব করে দিলেন। আমি তা ধৌত করতে এলে তিনি বললেন, মেয়ে শিশুর প্রস্রাব ধৌত করতে হবে। আর ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬]

২. জমিন পবিত্রকরণ।

প্রথমঃ তার ওপর পানি ঢেলে দেয়া। আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

একদা জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদের এক পাশে প্রস্রাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমক দিতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ করলেন।

---

[১১৬] আবূ দাউদ, হা/৩৭৬; নাসাঈ, ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ, হা/৫২৬।

সে তার প্রস্রাব করা শেষ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে এর ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো।[১১৭]

দ্বিতীয়: সেই অপবিত্রতা রোদ্র বা বাতাসের কারণে শুকিয়ে যাওয়া এবং সেই অপবিত্রতার চিহ্নই আর না থাকা।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি মসজিদে রাত কাটাতাম, তখন আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক। সেসময়ে মসজিদে কুকুর প্রস্রাব করে চলে যেতো। কিন্তু তার ওপরে কোন কিছু ছিটিয়ে দেয়া হতো না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮]

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, আবূ দাউদ (রহি) এটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, জমিনে অপবিত্রতা লাগলে সেটি যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইবনু উমার (রা) এর এই কথা যে, 'তার ওপরে কোন কিছু ছিটিয়ে দেয়া হতো না' এটি প্রমাণ করে তার ওপরে পানিও ছিটিয়ে দেয়া হতো না। যদি শুকিয়ে গেলে জমিন পবিত্র নাই হতো, তাহলে সাহাবীগণ এটি কখনোই ফেলে রাখতেন না।[১১৯]

মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আল হাক আল আযীম আবাদী (রহি) ইবনু হাজার (রহি) এর কথার পরে বলেন, আমার নিকটে এই দলীল পেশ করণে কোন অস্পষ্টতা নেই। বরং এটি সুস্পষ্ট।[১২০]

মুবাররকপুরী (রহি) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (রহি) এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, অপবিত্রতা শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে জমিন পবিত্র হয়, সেই দলীল পেশ করাটা সঠিক। আর আমার নিকটে এতে কোন সমস্যা নেই।[১২১]

---

[১১৭] সহীহ বুখারী, ১/৫৪।

[১১৮] আবূ দাউদ, হা/৩৮২, শারহুস সুন্নাহ, ২/৮২।

[১১৯] ফাতহুল বারী, ১/২৭৯।

[১২০] আওনুল মাবূদ শারহু সুনানি আবী দাউদ, ১/৪৩।

[১২১] তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/৪৬২।

৩. কোন কাপড়ে হায়েযের রক্ত পড়লে সেই কাপড় পবিত্রকরণ।

আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ

এক মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে কী করবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২]

কাপড় ধৌত করা এবং ঘষার পরেও হায়েযের রক্তের চিহ্ন থাকাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ

খাওলাহ (রা) বললেন, যদি রক্তের চিহ্ন দূরীভূত না হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের চিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩]

৪. মহিলাদের কাপড়ের আচল পবিত্রকরণ।

হুমাইদাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) কে বলেন,

إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

[১২২] সহীহ বুখারী, হা/৩০৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১।

[১২৩] আবূ দাউদ, হা/৩৬৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৪।

আমার আঁচল ঝুলিয়ে রাখি এবং আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি। উম্মু সালামাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এর পরবর্তী রাস্তা ঐ আঁচলকে পবিত্র করে দেয়। এর সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি হাসান হাদীস।[১২৪]

৫. পানি ছিটিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মযী থেকে কাপড় পবিত্রকরণ।

সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنَ الِاغْتِسَالِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ، حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ

আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো। ফলে অনেক বেশি আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মযী নির্গত হলে ওযূ করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কাপড়ে মযী লেগে গেলে করণীয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযী লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান হালকাভাবে ছিটিয়ে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১২৫]

৬. ঘষে ফেলার মাধ্যমে জুতার নিচের অংশ পবিত্র করণ।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন তার জুতাজোড়া দেখে নেয়। তাতে নাপাকি দেখতে পেলে যেন জমিনে ঘষে নিয়ে তা পরিধান করে সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি হাসান।[১২৬]

---

[১২৪] আবূ দাউদ, হা/৩৬৫, তিরমিযী, হা/১৪৩, ইবনে মাজাহ, হা/৫৩১।

[১২৫] আবূ দাউদ, হা/২১০, তিরমিযী, হা/১১৫, ইবনে মাজাহ, হা/৫০৬।

[১২৬] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২০, আবূ দাউদ, হা/৬৫০।

৭. পাত্রে কুকুর চাটলে সেই পাত্র পবিত্রকরণ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন (সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হলো) সাতবার তা ধুয়ে ফেলা। তবে প্রথমবার মাটি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৭]

৮. পাকা করার মাধ্যমে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্রকরণ।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ

চামড়া যখন পাকা (দাবাগত) করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৮]

فروع تتعلق بالنجاسات

অপবিত্রতা সম্পর্কীত কিছু শাখা মাসআলা

মাসআলা -১: আদম সন্তানের বমি পবিত্র।

কেননা সকল কিছুর আসল হলো, সেটি পবিত্র। দলীল দেয়ার উপযুক্ত সহীহ কোন দলীল ছাড়া সেই বেশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম হবে, যখন যেই সহীহ দলীলের চেয়ে প্রাধান্যযোগ্য বিপরীত বা তার সমপর্যায়ের কোন দলীল থাকবে না। যদি আমরা এমন সহীহ দলীল পাই, তাহলে তো সেটি খুবই ভালো কথা। আর যদি এমন সহীহ দলীল না পাই, তাহলে আমাদের জন্য সেটি অপবিত্রতা না হওয়ার স্থানে থাকাই আবশ্যক হবে। আর যারা অপবিত্র হওয়ার দাবি করে, তাদেরকে আমরা বলবো, তুমি যেটি অপবিত্র হওয়ার দাবি করছো সেই মোতাবেক, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য এটি ধৌত করাকে আবশ্যক করেছেন, আর এটি থাকলে

---

[১২৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯।

[১২৮] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৬, তিরমিযী, হা/১৭২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৯।

সালাত সহীহ হবে না, সুতরাং তোমার এই দাবির পক্ষে দলীল নিয়ে আসো। যদি সে বলে যে, এর দলীল হলো আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) এর হাদীস। যাতে আম্মার (রা) বলেন,

أَتَى عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي ، فَقَالَ: «يَا عَمَّارُ مَا تَصْنَعُ؟» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي ، أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ نُخَامَةٍ أَصَابَتْهُ ، فَقَالَ: " يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ ، يَا عَمَّارُ ، مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ

আমি একটি কুয়া থেকে আমার এক পাত্র দিয়ে পানি তুলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকটে এসে বললেন, হে আম্মার! তুমি কী করছো? আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাপড়ে কফ লেগে যাওয়ার কারণে আমি তা ধৌত করছি। তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড়কে ধৌত করতে হয়। সেগুলো হলো, প্রস্রাব, পায়খানা, বমি, রক্ত এবং বীর্য। হে আম্মার! তোমার কফ আর দুই চোখের পানি তো তোমার এই পাত্রের মতোই।[১২৯]

আমরা বলবো যে, এই হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। এটি সহীহ বা হাসান কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। এটি দিয়ে দলীল পেশ করার ও আমল করার সর্বনিম্ন স্তরেও এটি পৌঁছাতে পারেনি। তাহলে এটি দিয়ে সেই বিষয়ে কিভাবে বিধান সাব্যস্ত হবে, যেটি সর্বদা প্রয়োজন? আর কোন বান্দার সামান্য বিধান প্রমাণেও এই বর্ণনা উপযুক্ত নয়।

যদি সে বলে যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বমিতে ওযূ ভঙ্গ হয়। তাহলে আমরা বলবো যে, হাদীসে কি এমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, শুধু নাজাসাতের কারণেই ওযূ ভঙ্গ হবে? যদি তুমি বলো যে, হ্যাঁ, আর তুমি এটি বলার কোন পথ পাবে না। আর যদি তুমি বলো যে, কিছু আলেম বলেছেন যে, ওযূ ভঙ্গকারী জিনিসগুলো নাজাসাতের অংশ। তাহলে আমরা বলবো যে, এতকিছু আলেমের মত। আর কিছু আলেমের মত কি অন্যান্য বান্দাদের ওপর দলীল হবে? যদি তুমি বল যে, হ্যাঁ, তাহলে তুমি এমন কিছু বললে, যেটি মুসলিমদের মধ্যে কেউ বলেনি। আর তুমি যদি বল যে, না, তাহলে আমরা বলবো, যাদের একজনের কথা আরেকজনের বিরুদ্ধে দলীল নয়, তাহলে তুমি এমনটি দিয়ে কেন দলীল দিচ্ছো? যদি সে বলে যে, বমি অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। আমরা বলবো, এটির দাবি সঠিক নয়। কেননা ইবনু হাযম (রহি) এর বিরোধিতা করেছেন,[১৩০] এমনকি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুসলিম ব্যক্তির বমি পবিত্র। আবার বমি অপবিত্র হওয়ার কথা বর্ণনা করেননি

[১২৯] দারাকুতনী, ১/১২৭, মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/১৮৫, বাযযার, ১/১৩১।

[১৩০] আল মুহাল্লা, ১/১৮৩।

ইমাম শাওকানী (রহি) তার 'আদ দুরারুল বাহিয়্যাহ ফিল মাসাইলিল ফিকহিয়্যা' কিতাবে, তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আদ দারারিল মুযিয়্যা' আবার সিদ্দীক হাসান খান (রহি)ও তার 'রওযাতুন নাদিয়্যাহ' কিতাবে বলেননি যে, বমি অপবিত্র। বরং তারা উভয়েই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, সাধারণভাবে আদম সন্তানের বমি পবিত্র।

মাসআলা -২: আদম সন্তানের বীর্য পবিত্র।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ

আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য রগড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই সালাত আদায় করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩১]

আবূ দাউদে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩২]

তিরমিযীতে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي

কখনো কখনো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে আঙ্গুল দিয়ে বীর্য খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৩]

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي

আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে খুটে তুলে ফেলতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৪]

---

[১৩১] সহীহ মুসলিম, হা/২৮৮।

[১৩২] আবূ দাউদ, হা/৩৭২।

[১৩৩] তিরমিযী, হা/১১৬।

[১৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৯০।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

ربما حتته من ثوب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يصلي

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায় করা অবস্থাতে আমি তার কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম। এটি দারাকুতনীর বর্ণনা।[১৩৫]

আর ইবনু খুযাইমার বর্ণনাতে রয়েছে যে,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায় করা অবস্থাতে তার কাপড় থেকে বীর্য খুটে তুলে ফেলতাম।[১৩৬]

ইবনু হিব্বানে আসওয়াদ ইবনু যায়িদ (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ

আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য নখ দিয়ে খুটে তুলে ফেলতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৭]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১: মানুষের বীর্যের বিধান কী?

প্রথম মত: পবিত্র। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হল: আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ঘষে তুলতাম। আর তিনি উক্ত কাপড়েই সালাত আদায় করতেন"। অপর বর্ণনার শব্দ অনুসারে: "শুকিয়ে যাওয়া বীর্য তাঁর কাপড় থেকে আমার নখ দ্বারা ঘষে ঘষে তুলতাম"।

দ্বিতীয় মত: নাপাক। এটা সাওরী, আওযাঈ, মালেক ও আবু হানীফার মত। তাদের দলীল হল: আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। এটা বুখারীর শব্দ।

---

[১৩৫] দারাকুতনী, ১/১২৫।

[১৩৬] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪৭, হা/২৯০।

[১৩৭] ইবনু হিব্বান, হা/১৩৮০।

আর মুসলিমের শব্দ অনুসারে: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুয়ে উক্ত কাপড় পরিধান করেই সালাতে গমন করতেন"।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। অর্থাৎ মানুষের বীর্য পবিত্র। পূর্বে বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাদীসের ভিত্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে: "তিনি বীর্য ভালোভাবে ঘষে উঠাতেন"। দ্বিতীয়ত: বীর্য ধৌত করার পক্ষে কোনো আদেশ সংক্রান্ত দলীল বর্ণিত হয়নি। তৃতীয়ত: আল্লাহর অনুমতিক্রমে বীর্য থেকেই সন্তান নির্গত হয়। এই কথা কখনোই বলা যাবে না: মানুষের সৃষ্টি শুরু হয়েছে নাপাক থেকে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৫৭২), শারহু মুসলিম (২৯০), আল মুফহিম (১/৫৪৯), আল ফাতাওয়া (২১/৫৮৭)। মিসকুল খিতাম ১/২০২।

মাসআলা -৩: মুসলিম ব্যক্তির রক্ত পবিত্র। এটি অপবিত্র হওয়ার কোন দলীল নেই।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ - فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ»، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى، قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যাতুর রিক্বা' যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের স্ত্রীকে হত্যা করে। ফলে ঐ মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাথীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্ত হব না। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছো, যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দু'জনে গিরিপথের চূড়ায় প্রস্তুত থাকো। উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছালে মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে

পড়েন। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ে মশগুল হন। এমন সময় ঐ লোকটি এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারলো তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো, যা তার দেহে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি রুকূ সিজদা করে (যথারীতি সালাত শেষ করে) সাথীকে জাগালেন। সাহাবীগণ সর্তক হয়ে গিয়েছেন, এটা টের পেয়ে মুশরিক লোকটি পালিয়ে গেল। মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে সর্তক করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (সালাতে) এমন একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম যা ভঙ্গ করতে আমি পছন্দ করিনি। এই হাদীসটি হাসান।[১৩৮]

আর এটি সুবিদিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি জেনেছিলেন, কিন্তু রক্ত বের হওয়ার পরেও সালাত চালিয়ে যাওয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটি বর্ণিতও হয়নি যে, তিনি বলেছেন, তার সালাত বাতিল হয়ে গিয়েছে। যদি রক্ত বের হলে ওযূ ভঙ্গই হতো, তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে অবশ্যই তা বলতেন। অনুরূপভাবে রক্ত যদি অপবিত্রই হতো, তাহলে অবশ্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং তার সাথে যারা ছিল তাদেরকে তা স্পষ্টভাবে বলতেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় ছাড়া অনেক পরে তা বর্ণনা করা তো জায়েয নয়।

আর সাহাবীগণ যুদ্ধের মাঠে থাকতেন, এমনকি তাদের শরীর ও কাপড় রক্তে রক্তাক্ত হয়ে থাকতো। কিন্তু তাদের কারো থেকেই এটি বর্ণিত হয়নি যে, তারা রক্ত বের হওয়ার কারণে ওযূ করেছেন। আর তারা তাদের এই ক্ষত নিয়েই সালাত আদায় করতেন। এর পক্ষে দলীল হলো,

হিশাম ইবনু উরওয়াহ (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) তার পিতার কাছে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بعد أن صلى الصُّبْحَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَوقَظَ عُمَرَفقيل له الِصَلَاةِ، الصلاة لصلاة الصبح فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمً

যে রাত্রে উমার ইবন খাত্তাব (রা) কে ছুরিকাঘাত করা হয়, সেই রাত্রে তিনি উমর ইবন খাত্তাব (রা) এর নিকট প্রবেশ করলো। উমর (রা) কে ফজরের সালাতের জন্য জাগানো হলো। বলা হলো যে, ফজরের সালাতের সময় হয়েছে। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি

[১৩৮] আবূ দাউদ, হা/১৯৮, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪৪।

সালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। অতঃপর উমার (রা) সালাত আদায় করলেন অথচ তার জখম হতে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[১৩৯]

ইমাম বুখারী (রহি) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে,

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ইবনু উমার (রা) একদা একটি ছোট ফোঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হলো, কিন্তু তিনি ওযূ করলেন না।[১৪০]

ইবনু হাজার (রহি) বলেন, ইবনু আবী শায়বাহ (রহি) এটি সহীহ সনদে মাওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু উমার (রা) আর ওযূ করলেন না, তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন।[১৪১]

ইমাম বুখারী (রহি) আরো সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে,

وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ

ইবনু আবূ আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন।[১৪২]

ইবনু হাজার (রহি) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (রহি) এটি মাসূর হিসেবে আতা ইবনুস সায়িব (রহি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আতা (রহি) ইবনু আওফা (রা) কে এমনটি করতে দেখেছেন। আর আতা (রহি) এর ইখতেলাত হওয়ার আগেই সুফিয়ান (রহি) তার নিকট থেকে এটি শুনেছেন। সুতরাং এই সনদ সহীহ।[১৪৩]

মাসআলা -৪: প্রবাহিত রক্ত পবিত্র। এটি অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই।

হায়েযের রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন সহীহ সুন্নাহ বর্ণিত হয়নি। আর সূরা আল আনআমে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার একটি বাণী দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১৩৯] মুআত্তা মালিক, ১/৩৯-৪০, শারহুস সুন্নাহ, ২/১৫৭, হা/৩৩০। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।

[১৪০] সহীহ বুখারী, ১/২৮০।

[১৪১] ফাতহুল বারী, ১/২৮২।

[১৪২] সহীহ বুখারী, ১/২৮০।

[১৪৩] ফাতহুল বারী, ১/২৮২।

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾

বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে (আল আনআম: ১৪৫)।

আমরা এর উত্তরে বলবো যে, এই আয়াতটি পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বর্ণনার প্রসঙ্গে বর্ণনা করে না। বরং এটি বর্ণনা করে যে, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া আল জাযযার (রহি) তাকে বলেছেন যে,

صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ، وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ইবনু মাসউদ (রা) এমন অবস্থাতে সালাত আদায় করেছেন যখন তার পেটে তার জবাই করা উটের মল ও রক্ত লেগে ছিল, কিন্তু তিনি আর ওযূ করেননি। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১৪৪]

আবার আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

كُنَّا نَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَالدَّمُ خُطُوطٌ عَلَى القِدْرِ

আমরা গোশত খেতাম, তখন রক্ত সেই পাত্রের ওপরেই থাকতো। এই আসারটি ইবনু কাছীর (রহি) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।[১৪৫]

সারকথা হলো, যারা রক্তকে অপবিত্র বলে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তবে তাদের প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রক্তকে হারাম করেছেন। তারা এই হারাম দিয়ে অপবিত্রতাকে আবশ্যক করে, যেমনটি তারা মদের ক্ষেত্রেও করে থাকে।

কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, কোন কিছু হারাম হলেই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না। কিন্তু এর বিপরীতটা হয় (অর্থাৎ কোন কিছু অপবিত্র হলেই সেটি খাওয়া হারাম হয়), যেমনটি ইমাম সানআনী ও শাওকানী (রহি) সহ আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

---

[১৪৪] আল মুজামুর কাবীর, ৯/২৮৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১/১২৫, হা/৪৫৯, ৪৬০।

[১৪৫] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/৩৫২।

মাসআলা -৫: মহিলার লজ্জাস্থানের সিক্ততা পবিত্র হওয়ার দলীল।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলা একটা ন্যাকড়া নিবে। যখন তার স্বামী তার সাথে মেলামেশা করা শেষ করবে, তখন তারা একে অন্যের ময়লা মুছে ফেলবে। তারপর তারা উভয়ে তাদের সেই কাপড়েই সালাত আদায় করবে। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১৪৬]

কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর পোশাক পরিধান করলো, তারপর এ কাপড়ে সে ঘেমে উঠলো, এতে কি তার কাপড়টি অপবিত্র হয়ে গেলো? তখন আয়িশা (রা) বললেন, মহিলা একটি ন্যাকড়া প্রস্তুত রাখতো। মেলামেশা শেষে স্বামী তার থেকে ময়লা (মযী) মুছে ফেলতো, কিন্তু এর কারণে সেটি অপবিত্র হতো বলে সে মনে করতো না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১৪৭]

মাসআলা -৬: মদ খাওয়া হারাম। কিন্তু সে অপবিত্র হওয়ার পক্ষে এমন কোন দলীল নেই যেটি গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু সূরা আল মায়িদাতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে,

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার তীরসমূহ তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সূরা আল মায়িদা ৫: ৯০)।

এখানে রিজস শব্দ দিয়ে প্রকৃত অর্থে নাজাসাত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হওয়া উদ্দেশ্য। কারণ এখানে রিজস শব্দটি মদসহ এর সাথে অন্যান্য শব্দগুলোরও খবর। কিন্তু সেগুলোকে তো নিশ্চিতভাবে বাহ্যিক অপবিত্রতা বলা যাবে না। আল্লাহ তাআলা সূরা আর হাজ্জে বলেন,

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾

কাজেই তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো (সূরা আল হাজ্জ:৩০)।

---

[১৪৬] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪২, হা/২৮০।

[১৪৭] ইবনু খুযাইমাহ, ১/১৪২, হা/২৭৯।

এখানে মূর্তি হলো অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা, কেউ এটি স্পর্শ করলেই সে অপবিত্র হয়ে যায় না। আবার সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করে পরে বলা হয়েছে যে, সেটি শয়তানের কাজ, যেটির মাধ্যমে সে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটায় এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দেয়।

সুবুলুস সালামের লেখক বলেন, সঠিক কথা হলো, সকল কিছুর আসল হলো, সেটি পবিত্র। আর কোন কিছু হারাম হওয়াই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না। খড়কুটা খাওয়া হারাম হলেও সেটি কিন্তু পবিত্র। পক্ষান্তরে কোন কিছু অপবিত্র হলেই সেটি হারাম হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং প্রত্যেকটি অপবিত্র বস্তুই হারাম, কিন্তু এর বিপরীতটি নয় (অর্থাৎ প্রত্যেকটি হারাম জিনিস অপবিত্র নয়)। কেননা কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধানটি হলো, সেটি সর্বাবস্থাতেই স্পর্শ করা নিষেধ। সুতরাং কোন কিছু অপবিত্র হওয়ার বিধানই হলো সেটি হারাম। কিন্তু কোন কিছু হারাম হওয়ার বিধানটি এর মতো নয়। কেননা রেশমী পোশাক ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম, কিন্তু ইজমার ভিত্তিতে সেগুলো পবিত্র।[১৪৮]

সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মদ হারাম হওয়াটাই সেটি অপবিত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না। বরং অপবিত্র হওয়ার পক্ষে স্বতন্ত্র দলীল লাগবে, কিন্তু এই বিষয়ে কোন দলীল নেই।

মাসআলা -৭: মুশরিক ব্যক্তি অভ্যন্তরীণভাবে অপবিত্র।

আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

মুশরিকরা তো অপবিত্র (সূরা আত তাওবা: ২৮)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে মুশরিকদের অপবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এমন বর্ণনা এসেছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, এই অপবিত্রতা বাহ্যিক নয়, বরং এটি হলো অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা। কেননা মুশরিকরা সত্তাগতভাবে অপবিত্র নয়। বরং তারা বিশ্বাস ও (অভ্যন্তরীন) কলুষতায় অপবিত্র।[১৪৯]

মাসআলা -৮: শুকুর অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই। বরং সেটি খাওয়া হারাম হওয়ার বিষয়ে দলীল রয়েছে।

শুকুর অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীলই সহীহ নয়। কিন্তু সূরা আল আনআমের একটি আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১৪৮] সুবুলুস সালাম, ১/২০১-২০২।

[১৪৯] ফাতহুল কাদীর, ২/৩৪৯, ফাতহুল বারী, ১/৩৯০।

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا﴾

বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ (সূরা আল আনআম: ১৪৫)।

আমরা এর উত্তরে বলবো, এখানে অপবিত্রতা দিয়ে হারাম হওয়া উদ্দেশ্য, যেমনটি আয়াতে প্রসঙ্গ প্রমাণ করে। অর্থাৎ এই আয়াত দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, কোনটা খাওয়া হারাম? কোনটি অপবিত্র সেটি এখানে উদ্দেশ্য নয়।

মাসআলা -৯: যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব ও পায়খানা পবিত্র।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

উকল বা উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) মদীনায় এলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (সদকার) উটের নিকট যাবার এবং ওর প্রস্রাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেখানে চলে গিয়ে সেই উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫০]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার প্রস্রাব পবিত্র। উটের প্রস্রাবের বিষয়টি স্পষ্ট হাদীস দিয়ে প্রমাণিত। আর অন্যান্য যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর বিষয়টি কিয়াস দিয়ে প্রমাণিত।

মালিক ইবনুল হারিস আস সুলামী (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন,

صلى بنا أبو موسى الأشعري في دار البريد - موضعٍ بالكوفة - كانتِ الرُّسلُ تنزِّلُ فيه إذا حضرتْ من الخلفاءِ إلى الأمراءِ، وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة في زمن عمر، وفي زمن عثمان، وكانت الدارُ في طرف البلد، ولهذا كانت البريةُ إلى جَنْبِها - وهناك - سرقينُ الدوابِّ - أي زبلُ الدوابِّ - والبريَّةُ على الباب، فقالوا: لو صليت على الباب، فقال: ها هُنا وثمَّ سواءٌ

[১৫০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১০৭, সহীহ বুখারী, হা/২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭১।

কূফাতে ‘দারুল বারীদ’ নামক স্থানে আবূ মূসা আর আশআরী (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সেই স্থানটিতে খলীফা থেকে স্থানীয় আমীরের নিকটে আগত দুতগণ অবতরণ করতেন। আর আবূ মূসা আর আশআরী (রা) উমার (রা) এর যুগে এবং উসমান (রা) এর যুগে কূফার আমীর ছিলেন। আর এই বাড়িটি শহরের এক প্রান্তে ছিল। একারণে এর পাশেই উন্মুক্ত ভূমি ছিল। আর সেখানে পশুর মল ছিল। আর দরজার কাছে ছিল উন্মুক্ত ভূমি। লোকজন বললো যে, আপনি যদি দরজার কাছে দিয়ে সালাত আদায় করতেন। তখন আবূ মূসা আল আশআরী (রা) বললেন, সেই জায়গাটা আর এই জায়গাটা একই রকমের। এই আসারটি সহীহ।

সুফিয়ান সাওরী (রহি) তার ‘জামে তে আল আমাশ (রহি) থেকে তার সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ

আবূ মূসা (রা) আমাদেরকে নিয়ে এমন স্থানে সালাত আদায় করলেন, যেখানে পশুর মল ছিল। আর এটি স্পষ্ট যে, তাতে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফার (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَعَلَى رِجْلَيْهِ أَثَرُ السِّرْقِينِ

তিনি কখনো এমন অবস্থাতে সালাত আদায় করতেন যে, তার দুই পায়ে পশুর মলের চিহ্ন থাকতো। এই আসারটি সহীহ।

উবাইদ ইবনু উমাইর (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ لِي عُنَيْقًا تَبْعَرُ فِي مَسْجِدِي

আমার একটা ছাগলের ছোট মাদী বাচ্চা ছিল, সে আমার মসজিদে বা সিজদার স্থানে মল ত্যাগ করতো। এই আসারটি সহীহ।

ইবরাহীম নাখঈ (রহি) থেকে বর্ণিত। মানসূর (রহি) বলেন,

سَأَلْته عَنْ السِّرْقِينِ يُصِيبُ خُفَّ الْإِنْسَانِ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَدَمَهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ

আমি তাকে মানুষের মোজাতে বা জুতাতে বা পায়ে লেগে যাওয়া পশুর মল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন যে, এতে কোন সমস্যা নেই। এই আসারটি সহীহ।

হাসান বসরী (রহি) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন,

لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْغَنَمِ

ছাগলের পেশাবে কোন সমস্যা নেই। এই আসারটি সহীহ।

কোন ব্যক্তির পাগড়িতে উটের প্রস্রাব লাগলে তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনুর হুসাইন এবং ইবনু উমার (রা) এর দাস নাফি (রহি) উভয়েই বলেন যে, সেটি ধৌত করা লাগবে না। এই আসারটি সহীহ।[১৫১]

মাসআলা -১০: জাল্লালাহ পশুর প্রস্রাব ও পায়খানা অপবিত্র হওয়ার বিষয়ে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। বরং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাস্বরূপ জাল্লালাহ পশুর গোশত খাওয়া, তার দুধ পান করা এবং তার ওপর আরোহণ করা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে দলীল বর্ণিত হয়েছে।

জাল্লালাহ হলো, উট, গরু, ছাগল, মুরগী এবং হাসের মধ্যে যেগুলো অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে, এমনকি তার গন্ধও পরিবর্তন হয়ে যায়।

কিন্তু যদি কিছুদিন তাকে সেই অপবিত্র বস্তু থেকে দূরে রাখা যায় এবং পবিত্র খাবার খাওয়ানো যায়, তাহলে তার গোশত আবার উৎকৃষ্ট হয়ে যায়। আর তার থেকে জাল্লালাহ নাম দূর হয়ে যায়। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা ও পরিবর্তনের কারণ দূর হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এইসকল পশুকে যদি ঘাসের জমিতে চরানো হয় এবং শস্যদানা খাবার হিসেবে খায়, সাথে সাথে যদি কিছু অপবিত্র বস্তু খায়, তাহলে সে জাল্লালাহ পশুর অন্তর্ভুক্তি হবে না, আর তার গোশত খাওয়াও মাকরূহ হবে না।[১৫২]

আর জাল্লালাহ পশুকে চল্লিশ দিন অপবিত্র খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে মর্মে যে বর্ণনা রয়েছে সেটি যঈফ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَلَا يُشْرَبَ لَبَنُهَا ، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُدُمَ ، وَلَا يركبُها النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালাহ পশুর গোশত খেতে, তার দুধ পান করতে এবং (খাবার খাওয়ার) সালন বা তরকারী ছাড়া অন্য কিছু বহন করতে নিষেধ করেছেন। আর এই পশুকে চল্লিশ দিন (পবিত্র) খাবার খাওয়ানোর পর্যন্ত মানুষজনের এর ওপর আরোহণ করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। এই আসারটি যঈফ।[১৫৩]

---

[১৫১] এই সবগুলো আসারই সহীহ। ইবনু হাযম (রহি) এগুলো তার 'আল মুহাল্লা' (১/১৭১) কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

[১৫২] মাআলিমুস সুন্নাহ, ৪/১৪৮, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৫৪৯-৫৫০।

[১৫৩] দারাকুতনী, ৪/২৮৩, হা/৪৪, বাইহাকী, ৯/৩৩৩।

পক্ষান্তরে মুরগীকে তিনদিন অপবিত্র খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে মর্মে বর্ণনাটি সহীহ।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (জাল্লালাহ) মুরগীকে তিনদিন (অপবিত্র খাবার থেকে) আটকে রাখতেন। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১৫৪]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এই আসারটি সহীহ।[১৫৫]

আর জাল্লালাহ পশুর গোশত খাওয়া, তার দুধ পান করা এবং তার ওপর আরোহণ করা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ। সেই বর্ণনাগুলো হলো,

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৬]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসের সমর্থক হাদীসের কারণে এটি সহীহ।[১৫৭]

---

[১৫৪] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ৮/১৪৭, হা/৪৬৬০।

[১৫৫] আল ইরওয়া, হা/২৫০৫।

[১৫৬] আবূ দাউদ, হা/৩৭৮৬, তিরমিযী, হা/১৮২৫, নাসাঈ, হা/৪৪৪৮।

[১৫৭] আবু দাউদ, হা/৩৭৮৫, তিরমিযী, হা/১৮২৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৮৯।

الباب الثالث باب السُّؤْر والعَرَقِ

তৃতীয় অধ্যায়: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট ও (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম।

الفصل الأول: فَصلُ السُّؤْرِ

প্রথম পরিচ্ছেদ: (খাদ্য বা পানীয়ের) উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে

১. মুসলিম আদম সন্তানের উচ্ছিষ্ট পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক অথবা হায়েয **বা নিফাস অবস্থাতেই থাকুক।**

سُؤْرُ হলো, পান করার পরে পাত্রে যেই পানি অবশিষ্ট থাকে।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পানি মেশানো কিছু দুধ আনা হলো। তার ডান দিকে একজন বেদুঈন ছিল, বাম দিকে ছিলেন আবূ বকর (রা)। তিনি পান করলেন। অতঃপর বেদুঈনকে দিয়ে বললেন, আগে ডান দিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৫৮]

সহীহ বুখারী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

সুবহানাল্লাহ! মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।[১৫৯] আবার আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

---

[১৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/২০২৯।

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭২।

আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও পাত্রের সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।[১৬০]

২. কাফির আদম সন্তানেরও উচ্ছিষ্ট পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক অথবা হায়েয **বা নিফাস অবস্থাতেই থাকুক।** আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো ও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয় (সূরা আল মায়িদা ৫: ৫)।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আহলে কিতাবদের খাবারকে এবং তাদের সাথে খাওয়াকে বৈধ করেছেন। আর এতে অবশ্যই তাদের স্পর্শ থাকবে। আবার আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আহলে কিতাবের মেয়েদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ করলেন। আর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাতেই সবচেয়ে বেশি মেলামেশা হয়। আর এই মেলামেশাতে তাদের ঘাম ও লালা থেকে মুমিন ব্যক্তির শরীর, কাপড় এবং বিছানাতে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। আর এর সাথে সাথে মুমিনা নারীর থেকে যেগুলো ধৌত কার আবশ্যক, আহলে কিতাবের মহিলাদের থেকেও একমাত্র সেগুলোই ধৌত করা আবশ্যক।

আবার ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময়ে এক মুশরিক মহিলার মশক ব্যবহার করেছেন। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে সেই পানি দিয়ে তার অপবিত্রতা দূর করার আদেশ করেছিলেন।[১৬১]

---

[১৬০] সহীহ মুসলিম, হা/৩০০।

[১৬১] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮২।

ইমাম বাইহাকী (রহি) যায়েদ ইবনু আসলামের মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন,

أَنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ فِي جرة نَصْرَانِيَّة

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নাসারাদের একটি কলসি থেকে ওযূ করেছেন। এই আসারটি সহীহ। ইমাম নববী (রহি) এটিকে সহীহ বলেছেন।[১৬২]

অনুরূপভাবে মুসলিমদের খাবার খাওয়া মুশরিকদের জন্যও বৈধ। কেননা অনেক প্রতিনিধিদল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসতো, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করাতেন এবং তাদেরকে মুসলিমদের পাত্রেই খাবার দিতেন। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এটি প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি মুশরিকদের খাওয়ার কারণে সেই পাত্র পবিত্র করার আদেশ করেছেন। আর সালাফে সালেহীনগণ কাফেরদের উচ্ছিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতেন বলেও কোন বর্ণনা আসেনি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামাহ ইবনু উছাল নামক একজন মুশরিককে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন[১৬৩] (পরে এই ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন)।

সারকথা হলো, আয়াত, হাদীসসমূহ এবং আসারসমূহ প্রমাণ করে যে, কাফির আদম সন্তানও পবিত্র। এর সাথে সাথে তাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র, সে অপবিত্র অবস্থাতেই থাকুক অথবা হায়েয বা নিফাস অবস্থাতেই থাকুক।

৩. যেই জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও পবিত্র।

যেই জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও পবিত্র। কারণ তার লালা পবিত্র গোশত থেকেই আসে। সুতরাং এটি সেই গোশতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, 'আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, যেই জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্টও পবিত্র, সেই উচ্ছিষ্ট খাওয়া বৈধ এবং তা দিয়ে ওযূ করাও বৈধ।'[১৬৪]

ইবনু রুশদ (রহি) বলেন, আলেমগণ একমত যে, মুসলিমদের এবং গৃহপালিত পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র। এছাড়া অন্য কিছুর উচ্ছিষ্ট এর বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে।[১৬৫]

---

[১৬২] আল মাজমূ, ১/২৬৩।

[১৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৩৭২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৪।

[১৬৪] আল ইজমা, ৩৪ পৃ.।

[১৬৫] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ১/৭৯।

আমর ইবনু খারিজাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে বসে থাকাবস্থায় খুতবা দেন। আমি এর ঘাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে উষ্ট্রী আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে এর লালা গড়িয়ে পড়ছিল। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৬৬]

৪. যে জন্তুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, সে জন্তুর উচ্ছিষ্টের বিধান।

ক. বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র।

কাবশাহ বিনতে কা'ব ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবূ ক্বাতাদাহ (রা) এর পুত্রবধূ। তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ

একদা আবূ ক্বাতাদাহ (বাহির থেকে) আসলে আমি তার জন্য ওযূর পানি দিলাম। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। আবূ ক্বাতাদাহ বিড়ালের জন্য পাত্রটি কাত করে ধরলেন। ফলে বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পান করলো। কাবশাহ বলেন, আবূ ক্বাতাদাহ দেখলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। এরা সর্বদা তোমাদের কাছে ঘুরাফেরাকারী প্রাণী। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৭]

খ. কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مراتٍ

[১৬৬] তিরমিযী, হা/২১২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১২, নাসাঈ, ৬/২৪৭।

[১৬৭] আবূ দাউদ, হা/৭৫, তিরমিযী, হা/৯২, নাসাঈ, ১/৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৭।

তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিবে তখন সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দেয়। তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৮]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, যাতে কুকুর চাটলো, সেটিও অপবিত্র হয়ে যায়,। আর সেটি যদি তরল খাবার হয়, তাহলে সেটি খাওয়া হারাম। কেননা পাত্রের বস্তু ফেলে দেয়া হলো সেটি নষ্ট করে দেয়া। যদি সেটি পবিত্রই হতো, তাহলে সেটি ফেলে দিতে আমাদেরকে আদেশ করা হতো না। বরং আমাদেরকে সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটিই হলো আমাদের মাযহাব। আর অধিকাংশ আলেমের মত হলো, যাতে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি অপবিত্র হয়ে যাবে। আর এই আম বর্ণনার ভিত্তিতে এই বিষয়ে যে কুকুর ক্রয় করার অনুমতি আছে আর যেটির নেই, আবার যেটি জংলী আর যেটি সভ্য কুকুর এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[১৬৯]

ইবনু খুযাইমাহ (রহি) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, যারা দাবি করে, (কুকুর পাত্রে মুখ দিলে) সেই পানি পবিত্রই থাকে এবং পাত্র ধৌত করার আদেশ করা হয়েছে শর্ত করে, তাদের এই দাবি বাতিল। কেননা যেই পানি অপবিত্র নয়, বরং পবিত্র এমন পানি ফেলে দিতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন না।[১৭০]

যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী, তারা (প্রশিক্ষিত কুকুর) যা ধরে আনে তা তোমরা খাও (সূরা আল মায়িদা ৫: ৪), এই আয়াত বাহ্যিকভাবে প্রমাণ করে যে, কুকুরের লালা পবিত্র। আর এই হাদীসে যেখানে কুকুরের লালা পড়বে তা সাধারণভাবে ধৌত করার আদেশ করা হয়েছে। তাহলে আমি (লেখক) বলবো যে, এই আয়াতে কুকুরের লালা ধৌত করার আদেশ না থাকাটা সেটি পবিত্র হওয়াকে প্রমাণ করে না। কেননা এটি সম্ভব যে, স্পষ্টভাবে না বলাটা অপবিত্রতাকে পবিত্র করার দলীলগুলোই যথেষ্ট হবে, যেই দলীলগুলো যা ধৌত করার ওয়াজিব সেগুলো বর্ণনা করে। আর কত বিধান রয়েছে! যেগুলোতে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু এর অনুগামী অনেক বিধানের কারণে এটি তার স্বস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

---

[১৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯।

[১৬৯] শারহু সহীহ মুসলিম, ৩/১৮৪।

[১৭০] ইবনু খুযাইমাহ, ১/৫১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ (শরীর থেকে নির্গত) ঘাম সম্পর্কে।

১. মুসলিম, কাফির, অপবিত্র, ঋতুবতী এবং যে মহিলার নিফাস হয়েছে এদের সকলের ঘাম পবিত্র।

আসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে গেলে সে কী করবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভালো করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭১]

আমি (লেখক) বলছি, এই হাদীসে উদ্দিষ্ট বিষয়ে দলীল হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে হায়েযের রক্ত ধুতে আদেশ করলেন। কিন্তু তিনি পুরো কাপড় ধৌত করার নির্দেশ দিলেন না, যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাতে অনেক ঘাম থাকে।[১৭২]

২. যে জন্তুর পিঠে আরোহণ করা হয় এমন বাহনের ঘাম পবিত্র।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدْتُهُ بَحْرًا»، يَعْنِي: الْفَرَسَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। তিনি বলেন, মদীনাবাসী একরাতে ভীত-শংকিত হয়ে পড়লো। তারা একটি ভীষণ তীব্র আওয়াজ শুনতে পেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ ত্বলহা (রা) এর নিকট হতে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন আর তিনি সঙ্গে তরবারিও নিয়ে

---

[১৭১] সহীহ বুখারী, হা/২২৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৯১।

[১৭২] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ১/১৮৬।

নিলেন। ফিরে এসে তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না, তোমরা ভয় করো না। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এটিকে সমুদ্রের মত পেয়েছি। এটি সহীহ হাদীস।[১৭৩]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ، أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ

ইবনু দাহদাহ (মারা গেলে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর তার কাছে একটা লাগামবিহীন ঘোড়া হাজির করা হলো। জনৈক ব্যক্তি তা রশি দিয়ে বাঁধল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিঠে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো। আর আমরা তার পিছনে দৌঁড়িয়ে অনুসরণ করলাম। জাবির বলেন, অতঃপর কাফিলার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইবনু দাহদাহ এর জন্য জান্নাতে , বহু সংখ্যক খেজুরের ছড়া ঝুলে রয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ উচ্ছিষ্ট ও ঘামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু শাখা মাসআলা।

মাসআলা -১ঃ সাধারণভাবে আহলে কিতাবসহ অন্য কাফিরদেরকেও মুশরিক নামে নামকরণ করা হবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সাধারণ শিরকে আহলে কিতাবরা অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা কেবল শর্তযুক্ত শিরকে অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾

[১৭৩] সহীহ বুখারী, ২৬২৭, ২৮২০।

[১৭৪] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৫।

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে এবং মুশরিকরণ, তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে (সূরা আল বায়্যিনাহ: ১)। এখানে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে আহলে কিতাব ছাড়া অন্য শ্রেণিভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নিপূজক এবং যারা শিরক করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন (সূরা আল হাজ্জ: ১৭)। এখানেও আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করলেন।

পক্ষান্তরে শর্তযুক্তভাবে মুশরিকদের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিষয়টি হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র (সূরা আত তাওবা: ৩১)। এখানে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদেরকে মুশরিক বলে উল্লেখ করেছেন।

এর কারণ হলো, তাদের মূল দীনে, যেটির জন্য আল্লাহ তাআলা কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, সেই দীনে কোন শিরক ছিল না। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো (সূরা আল আম্বিয়া: ২৫)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾

আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদত করা যায় এমন কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম (সূরা আয যখরূফ: ৪৫)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো (সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)।

কিন্তু তারা নিজেরা সেই দীনকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে শিরকের উদ্ভাবন করে, যার পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন দলীল নাযিল করেননি। সুতরাং তাদের উদ্ভাবিত শিরকের দিক থেকে তাদের মাঝে শিরক রয়েছে, মূল দীনের দিক থেকে নয়।[১৭৫]

মাসআলা -২: মুসলিম ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বর্ণিত কিছু মাওযূ হাদীস, যেগুলো থেকে সতর্ক করা প্রয়াজন।

১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ رُفِعَتْ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيَّةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً

বিনয় হলো, কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করবে। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করবে, তার সত্তরটি মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করা হবে, তার থেকে সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার জন্য সত্তরটি নেকী লিখা হবে। এই হাদীসটি মাওযূ।[১৭৬]

২. سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুমিনের উচ্ছিষ্ট শেফাস্বরূপ। এই বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই।[১৭৭]

৩. رِيقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুমিনের লালা শেফাস্বরূপ। এটি কোন হাদীস নয়।[১৭৮]

---

[১৭৫] দাকাইকুত তাফসীর লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, ৩/১৪।

[১৭৬] আল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী, ৩/৪০, সিলসিলা যঈফাহ, হা/৭৯।

[১৭৭] সিলসিলা যঈফাহ, হা/৭৮।

[১৭৮] কাশফুর খাফা, ১/৫২৫।

الباب الرابع بابُ الآنيةِ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পাত্র সম্পর্কে।

১. সোনা ও রূপার তৈরি পাত্রে খাওয়া ও পান করা হারাম।

কেননা হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكم فِي الْآخِرَةِ

তোমরা মোটা রেশমী কাপড় ও মিহি রেশমী কাপড় পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং সেই পাত্রে খাবারও খেয়ো না। কারণ এগুলো তাদের জন্য (অর্থাৎ কাফিরদের জন্য) দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯]

উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

যে লোক রৌপ্যের বাসনে পান করে সে যেন তার পেটের ভিতরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮০]

২. রূপা দিয়ে পাত্র মেরামত করা জায়েয।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গা জায়গায় রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগান। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১]

---

[১৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩১, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৭।

[১৮০] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৫।

[১৮১] সহীহ বুখারী, হা/৩১০৯, মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৩৯।

৩. পিতল ও এধরনের পাত্র ব্যবহার করাতে অবকাশ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ

একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ি এলেন। আমরা তাকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলে তা দিয়ে তিনি ওযূ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮২]

৪. পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ؟ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا

আবূ হুমাইদ নামক এক আনসারী নাকী নামক জায়গা থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটিকে ঢেকে আননি কেন? এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখা উচিত। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৩]

৫. কাফিরদের পাত্র ব্যবহার করার বিধান।

আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো, যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে

[১৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৭, আবূ দাউদ, হা/১০০, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭১।

[১৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৬০৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০১১।

না। যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে আহার করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৪]

ইমাম আল বাগাবী (রহি) বলেন, কাফিরদের পাত্র ধৌত করার আদেশটি হলো তখনকার জন্য, যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, তাতে অপবিত্রতা আছে।[১৮৫] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধে যোগদান করতাম। আমরা মুশরিকদের পাত্র ও পানপাত্র পেয়ে তা ব্যবহার করতাম। এতে তিনি আমাদের কোনো দোষারোপ করেননি। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৬]

আবূ সালাবা আল খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ المَجُوسِ، فَقَالَ: «أَنْقُوهَا غَسْلًا، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ

মাজুসীদের (অগ্নি উপাসক) হাড়ি-পাতিল ব্যবহার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, এগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, তারপর এতে রান্নাবান্না করো। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী (খেতে) নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭]

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, আহলে কিতাবদের পাত্রের বিধানের সাথে মাজূস বা অগ্নিপূজকদের পাত্রের বিধানের কোন পার্থক্য নেই। কেননা এখানে ইল্লাত বা কারণ হলো, যদি আহলে কিতাবদের মতো তাদের জবাই করা জন্তুও হালাল তাহলে তো এতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি হালাল না হয়, তাহলে যে পাত্রে তারা তাদের জবাই করা জন্তু রান্না করে, এই মৃত জন্তু সেই পাত্রের সংস্পর্শে আসার কারণে সেটি অপবিত্র হয়ে যায়। আর আহলে কিতাবদের বিষয়টিও এমন। কারণ তারা অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে দীন

---

[১৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩০, আবূ দাউদ, হা/৩৮৩৯, তিরমিযী, হা/১৫৬০, ইবনে মাজাহ, হা/৩২০৭।

[১৮৫] শারহুল সুন্নাহ, ১১/২০০।

[১৮৬] আবূ দাউদ, হা/৩৮৩৮, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৭৯।

[১৮৭] তিরমিযী, হা/১৫৬০।

পালন করে না, এছাড়াও তারা তাদের পাত্রে শুকুর রান্না করে ও সেই পাত্রগুলোতে মদসহ আরো অন্যান্য জিনিস রাখে।[১৮৮]

৬. রাত্রে প্রস্রাব করার জন্য একটি পাত্র প্রস্তুত করে রাখা জায়েয।

হুকাইমাহ বিনতে উমাইমাহ (রহি) তার মাতা উমাইমাহ বিনতে রুক্বাইক্বাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি কাঠের পাত্র ছিল। রাতের বেলায় তিনি তাতে প্রস্রাব করতেন। তারপর সেটি তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৯]

الباب الخامس باب قضاءِ الحاجة

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার (প্রস্রাব পায়খানা করার) বর্ণনা।

১. যে ব্যক্তি প্রস্রাব পায়খানা করার ইচ্ছা করবে, তার জন্য মুস্তাহাব হলো, 'বিসমিল্লাহ অথবা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ' বলা।

কেননা আলী ইবনু আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ

জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হলো, যখন তাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করে সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৯০]

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

---

[১৮৮] ফাতহুল বারী, ৯/৬২৩।

[১৮৯] আবূ দাউদ, হা/২৪, শারহুস সুন্নাহ, হা/১৯৪।

[১৯০] তিরমিযী, হা/৬০৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য টয়লেটে যেতেন তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ"। ''হে আল্লাহ! আমি যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।'' এই হাদীসটি সহীহ।[১৯১]

২. প্রস্রাব পায়খানা শেষ করে 'গুফরানাকা' বলা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেট থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, 'গুফরানাকা' (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই)। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯২]

৩. খোলা স্থানে হলে এমন দূরে চলে যাওয়া মুস্তাহাব, যাতে দেখা না যায়।

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৯৩]

৪. জমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত কাপড় না তোলা মুস্তাহাব।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তিনি জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৯৪]

---

[১৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৪২, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৫।

[১৯২] আবূ দাউদ, হা/৩০, তিরমিযী, হা/৭।

[১৯৩] আবূ দাউদ, হা/১, তিরমিযী, হা/২০।

[১৯৪] আবূ দাউদ, হা/১৪, তিরমিযী, হা/১৪।

৫. খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ ফিরে বসা হারাম। আর ভবনের মধ্যে জায়েয।

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা প্রস্রাব পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠ ফিরেও বসবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। এই হাদীসটি সহীহ। আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় আসলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিগফার করতাম।[১৯৫]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا قَالَ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব পায়খানা করতে দেখেছি। এই হাদীসটি হাসান।[১৯৬]

ইবনুল জাওযী (রহি) বলেন, একদল আলেম মনে করেন যে, পরের হাদীসটি অর্থাৎ জাবির (রা) এর হাদীসটি দিয়ে আগের হাদীসটি অর্থাৎ আবূ আইয়ূব আনসারী (রহি) এর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং যে ব্যক্তি খোলা স্থানে প্রস্রাব পায়খানা করতে চায়, তার জন্য প্রথম হাদীসটি (অর্থাৎ খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরে বসা যাবে না), আর যে ব্যক্তি ভবনের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করতে চায়, তার জন্য দ্বিতীয় হাদীসটি।[১৯৭]

---

[১৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৪।

[১৯৬] আবূ দাউদ, হা/১৩, তিরমিযী, হা/৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৫।

[১৯৭] ইখবারু আহলির রসূখ, ৩৪ পৃ.।

৬. মানুষের চলাফেরা করার রাস্তাতে এবং (তাদের বিশ্রাম নেয়ার) ছায়াতে প্রস্রাব পায়খানা করা হারাম।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

তোমরা লা'নতকারীর দু'টি কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, লা'নতের সে কাজ দু'টি কি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, মানুষের চলাফেরার রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯৮]

৭. গোসলখানাতে প্রস্রাব করা মাকরূহ।

হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান আল-হিময়ারী (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ

আমার সাথে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, যিনি আবূ হুরায়রা (রা) এর মতই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে অথবা গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯৯]

৮. আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা হারাম।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২০০]

---

[১৯৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯, আবূ দাউদ, হা/২৫।

[১৯৯] আবূ দাউদ, হা/২৮, নাসাঈ, হা/২৩৮।

[২০০] সহীহ মুসলিম, হা/২৮১, নাসাঈ, ১/৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৩।

৯. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয।

হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

আমি (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কোন এক জনপদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌঁছালেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন, আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এসো। আমি তার নিকটে গেলাম এমনকি একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি ওযূ করলেন। অতঃপর তার উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২০১]

পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো সবগুলোই যঈফ, সেগুলো দিয়ে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন,

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا

যে লোক বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তার কথা তোমরা বিশ্বাস করো না। আমি তাকে সব সময় বসেই প্রস্রাব করতে দেখেছি।[২০২]

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উত্তরে বলা হবে যে, তিনি তার জানার ভিত্তিতে এমনটি বলেছেন। এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে যেমনটি করতেন। আর বাড়ির বাহিরের বিষয়টি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জানতে পারেননি। কিন্তু সেটি সংরক্ষণ করেছেন হুযাইফাহ (রা), যিনি হলেন বয়স্ক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা আগেই বর্ণনা করেছি যে, এই ঘটনাগুলো হলো মদীনাতে, যাতে তাদের প্রতিউত্তর রয়েছে, যারা বলে যে, কুরআন নাযিলের পরে আর এমন ঘটনা ঘটেনি। আর উমার, আলী, যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)সহ আরো অন্যান্যদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। এগুলো প্রমাণ করে যে, প্রস্রাবের ফোঁটা ছিটে না আসার আশঙ্কা না থাকলে কোন অপছন্দনীয় ছাড়াই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব পায়খানা করা জায়েয। আল্লাহই অধিক অবগত।[২০৩]

---

[২০১] সহীহ বুখারী, হা/২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৩।

[২০২] তিরমিযী, হা/১২, নাসাঈ, হা/২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭।

[২০৩] ফাতহুল বারী, ১/৩৩০।

১০. প্রস্রাব করে ইস্তেনজা করা ওয়াজিব।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ»

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, (জেনে রাখ) এ দু' কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন (কাজের) দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন তার প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করতো। এই হাদীসটি সহীহ।[২০৪]

১১. ডান হাতে ইস্তেনজা করা নিষেধ।

আবূ কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ

তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জা (ঢিলা ব্যবহার) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে। এই হাদীসটি সহীহ।[২০৫]

১২. পানি দিয়ে অথবা পাথর দিয়ে অথবা পাথরের স্থলাভিষিক্ত অন্য কিছু দিয়ে ইস্তেনজা **করা জায়েয।**

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রস্রাব পায়খানা করার জন্য প্রবেশ করতেন, তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির পাত্র ও একটি ছোট বর্শা বয়ে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২০৬]

---

[২০৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৯২।

[২০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৭।

[২০৬] সহীহ বুখারী, হা/১৫২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭১।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা ইস্তেনজা করে। কারণ তার জন্য তাই যথেষ্ট। এই বর্ণনার সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি হাসান।[২০৭]

আর যেসব কঠিন পদার্থগুলো পাথরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেগুলো অপবিত্রতা দূর করতে পারে, যেগুলো সম্মানিত নয় এবং কোন প্রাণীর শরীরের অঙ্গ নয় যেমন, কাঠ, ন্যাকড়া ইত্যাদি সেগুলো দিয়েও ইস্তেনজা করা বৈধ। এটি হলো অধিকাংশ আলেমের মত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় ও গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করতে নিষেধ করেছেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই, সেগুলো দিয়ে ইস্তেনজা করা বৈধ, যদি সেগুলো দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়।[২০৮]

১৩. ইস্তেনজাতে তিনের কম পাথর ব্যবহার করা জায়েয নয়।

সালমান (রা) হতে বর্ণিত।

قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

একদা তাকে বলা হলো, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে সকল কাজই শিক্ষা দেন; এমনকি প্রস্রাব পায়খানার নিয়ম-কানুনও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও প্রস্রাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে এবং গোবর ও হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে। এই হাদীসটি সহীহ।[২০৯]

---

[২০৭] আবূ দাউদ, হা/৪০, নাসাঈ, হা/৪৪।

[২০৮] আল মাজমূ, হা/২/১১২-১১৩, আল মুগনী, ১/ ১৭৮-১৭৯।

[২০৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৬২, তিরমিযী, হা/১৬, নাসাঈ, হা/৪১।

১৪. হাড় ও গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করা জায়েয নয়

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড় অথবা গোবর ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২১০]

১৫. প্রস্রাব পায়খানা করার সময়ে নিজেকে অন্যের থেকে আড়াল করা মুস্তাহাব।

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «خُذِ الْإِدَاوَةَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে মুগীরাহ! পাত্রটি নাও। তারপর তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে গিয়ে তার প্রয়োজন সারলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২১১]

الباب السادس سُنَنُ الفِطْرَةِ

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

ফিতরাত হলো পাঁচটি: খাতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও গোঁফ খাটো করা। এই হাদীসটি সহীহ।[২১২]

---

[২১০] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৩, আবূ দাউদ, হা/৩৮।

[২১১] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪।

[২১২] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ». زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي: الِاسْتِنْجَاءَ

দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত: মোচ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া, নখ কাটা এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করা এবং পানি দ্বারা ইস্তেনজা করা। যাকারিয়া (রহি) বলেন, হাদীসের রাবী মুসআব বলেন, দশমটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। এ হাদীসের বর্ণনায় কুতাইবাহ আরো বলেন যে, ওয়াকী বলেন, انْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থাৎ ইস্তেনজা করা। এই হাদীসটি হাসান।[২১৩]

১. খাতনা করা।

পুরুষ ও মহিলাদের জন্য খাতনা করা ওয়াজিব। কেননা এটি হলো ইসলামের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

উসাইম ইবনু কুলাইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ

তার দাদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খাতনা করে নাও। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি হাসান।[২১৪]

খাতনা করা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

[২১৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৬১, আবূ দাউদ, হা/৫৩, তিরমিযী, হা/২৯০৬।

[২১৪] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬, বাইহাকী, হা/১/১৭২।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে কুড়ালজাত অস্ত্র দিয়ে নিজেই খাতনা করেছেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে,

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سنه بالقدوم

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সের পরে কুড়ালজাত অস্ত্র দিয়ে নিজেই খাতনা করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২১৫]

আল্লাহ তাআলা তার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

তারপর আমরা আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (সূরা আন নাহল ১৬:১২৩)।

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করা মুস্তাহাব।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَخَتَنَهُمَا لَسَبْعَةِ أَيَّامٍ

হাসান ও হুসাইন (রা) এর জন্মের সপ্তম দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আকীকা ও খাতনা করেন।[২১৬]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، ويُخْتَنُ.

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে সাতটি কাজ করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হলো, সেদিন তার নাম রাখা হবে, খাতনা করা হবে।[২১৭]

---

[২১৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭০।

[২১৬] তাবারানী সগীর, ১৮৫ পৃ.।

[২১৭] আল আওসাত তাবারানী, হা/৫৫৮।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২: পুরুষ ও নারীদের খাতনা করার বিধান কী?

প্রথম মত: পুরুষদের জন্য ওয়াজিব, আর নারীদের জন্য সম্মানের কাজ। তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। যারা পুরুষদের ওপরে ওয়াজিব হওয়ার মত দিয়েছেন তাদের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এরপরে আমরা আপনার নিকট এই মর্মে অহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শের অনুসরণ করুন" (আন নাহল: ১২৩) ।

বুখারী (৩৩৫৬) ও মুসলিমে (২৩৭০) আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে কুঠার দ্বারা খাতনা করেছেন"। এবং কুলাইব আল জুহানী অথবা হাদরামী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক নও মুসলিমকে বললেন: "তুমি তোমার মাথা থেকে কুফরের চুল মুণ্ডন করে ফেলো এবং খাতনা করো"। আবু দাউদ (৩৫৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী এটাকে তার শাওয়াহেদ এর ভিত্তিতে হাসান বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (৭৯)। তবে স্বাভাবিকভাবে এটা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হয় না বলেই মনে হয়। এই বিষয়ের তাহকিকের জন্য দ্রষ্টব্য: সুনানুল ফিতরাহ লিদ দিবয়ান (১০৫) ।

তারা বলেছেন: আর যেহেতু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া নাপাকি আটকে রাখে, তাই এটা কাটার ওপরে সালাত সহীহ হওয়া নির্ভরশীল। যেমন: কোনো ব্যক্তি তার মুখে নাপাক ধরে রাখল। এই দলীল উপস্থাপনের ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তারা আরো বলেছেন: সতর ঢাকা ওয়াজিব।

যদি খাতনা করা ওয়াজিব না হতো, তাহলে খাতনার উপযুক্ত ব্যক্তির সতরের দিকে তাকিয়ে তার মানহানি করা জায়েয হতো না। আর যেহেতু এটা মুসলিমদের শি'আর। বিধায় এটা অন্যান্য শি'আরের ন্যায় ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় মত: এটা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ওয়াজিব। নববী বলেছেন: সালাফগণের অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন। যারা নারীদের জন্য ওয়াজিব বলে মত দিয়েছেন, তারা মুসনাদুল বাযযারে ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন: একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবীদের মহিলাগণের নিকট প্রবেশ করলেন, এরপরে বললেন: "হে আনসার নারীগণ, তোমরা হালকা পরিমাণ খেযাব লাগাও, খাতনায় সামান্য পরিমাণ চামড়া কর্তন করো, বেশি করো না। কারণ, এটা তোমাদের স্বামীদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। তোমাদেরকে আমি অনুগ্রহকারীদের (স্বামী) অবাধ্য হতে

সাবধান করছি”। এটা মানদাল বিন আলী আল আনাযী এর সনদে বর্ণিত। তিনি দুর্বল রাবী। তাবারানী আল মুজাম আস সগীর গ্রন্থে আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: “যখন তুমি খাতনা করবে, সামান্য পরিমাণ কর্তন করবে। বেশি করবে না”। এটাও দুর্বল হাদীস। এই হাদীসটি এবং পূর্বের হাদীসটির তাহকীক দেখার জন্য সুনানুল ফিতরাহ (৬০) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় মত: এটা সকল আলেমগণের মতেই সুন্নাহ। এটা মালেক ও আবু হানীফার মত। এই মতের দলীল হল: আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস: যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: “পাঁচটি কাজ ফিতরতের (নবীদের স্বাভাব) অন্তর্ভুক্ত”। উক্ত পাঁচটি কাজের একটি হল: খাতনা করা।এবং এই হাদীস: “যখন দুই খিতান (পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান) মিলিত হবে”।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৫), আল মাজমূ’ (১/৩৯৪), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/৩৪০), তুহফাতুল মাওদুদ। মিসকুল খিতাম ১/১৬৫।

২. দাড়ি লম্বা করা এবং মোচ খাটো করা।

দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং তা মুণ্ডন করা হারাম। কেননা এটি হলো আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা। আর সেটি শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা শয়তান সম্পর্কে সূরা আন নিসাতে বলেন যে, সে বলেছিল,

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾

আর অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে (সূরা আন নিসা: ১১৯)। আর দাড়ি মুণ্ডন করাতে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। অথচ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সব পুরুষকে লা’নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে। এই হাদীসটি সহীহ।[২১৮]

[২১৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি লম্বা করার আদেশ করেছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়, যেমনটি সুপরিচিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ

তোমরা মোচ কেটে ফেলে এবং দাড়ি লম্বা করে অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[২১৯]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى

তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করবে, দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২২০]

যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি গোঁফ খাটো করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২২১]

৩. মিসওয়াক করা।

মিসওয়াক করা সর্বাবস্থাতেই মুস্তাহাব। তবে নিচের কয়েকটি স্থানে মিসওয়াক করার গুরুত্ব আরো বেশি।

ক. ওযূর সময়ে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ

---

[২১৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৬০।

[২২০] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৯।

[২২১] নাসাঈ, হা/১৩, তিরমিযী, হা/২৭৬১।

আমার উম্মাতের লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূর সাথে তাদের মিসওয়াক করার আদেশ করতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[২২২]

খ. সালাতের সময়ে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

আমার উম্মাতের লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিস্ওয়াক করার আদেশ করতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[২২৩]

গ. কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে।

আলী ইবনু আবী তলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ. وَقَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ

আমাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কোন বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন ফিরিশতা এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতে থাকে। এভাবে ফিরিশিতা মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেই থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতেই থাকে। এমনকি একপর্যায়ে ফিরিশতা সেই মুছল্লীর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়। তখন সে যেই আয়াতই তিলাওয়াত করে, সেটিই ফিরিশতার ভিতরে চলে যায়। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ।[২২৪]

ঘ. বাড়িতে প্রবেশের সময়ে।

মিকদাম ইবনু শুরাইহ (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা (শুরাইহ) (রহি) বলেন, আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে,

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ

---

[২২২] মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৪০৬, ইরওয়া, হা/৭০।

[২২৩] সহীহ বুখারী, হা/৮৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৫২।

[২২৪] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ১/৩৮, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১২১৩।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২২৫]

ঙ. রাতে উঠে সালাতে দাঁড়ানোর সময়ে।

হুযায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২২৬]

৪. নখ কাটা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত

৫. বগলের পশম উপড়ানো হলো স্বভাবজাত সুন্নাত।

৬. নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত। তাতে মুণ্ডন করা, ছোট করা, তুলে ফেলা এবং চুনা ব্যবহার করা এগুলোর যেকোনটিই করলেই তা যথেষ্ট হবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

পাঁচটি কাজ স্বভাবজাত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হলো, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), খাতনা করা, মোচ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা। এই হাদীসটি সহীহ।[২২৭]

চল্লিশ দিন পর্যন্ত এগুলো রাখার অবকাশ রয়েছে।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

[২২৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৩, আবূ দাউদ, হা/৫১, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০।

[২২৬] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫।

[২২৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭।

গোফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের লোম ছেচে ফেলার জন্যে আমাদেরকে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যেন আমরা তা চল্লিশ দিনের অধিক দেরি না করি। এই হাদীসটি সহীহ।[২২৮]

৭. সাদা চুল তুলে ফেলা মাকরূহ। আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كتبَ اللهُ بِهَا حَسَنَة، ورفعهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

তোমরা পাকা চুল-দাড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোনো মুসলিম ইসলামের মধ্যে থেকে তার চুল পাকলে আল্লাহ প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি নেকী দান করবেন, একটি মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন। এই হাদীসটি হাসান।[২২৯]

৮. মেহেদী ও কাতামসহ অনুরূপ কিছু দিয়ে সাদা চুল খেযাব করা যাবে, তবে কালো রং দিয়ে খেযাব করা হারাম।

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ

এ বার্ধক্য পরিবর্তনের সবচেয়ে উত্তম রঙ হলো মেহেদি ও কাতাম (কালো রঙ নিঃসারক উদ্ভিদ)। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩০]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

ইয়াহূদী ও নাসারারা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কাজ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩১]

---

[২২৮] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৫।

[২২৯] আবূ দাউদ, হা/৪২০২, তিরমিযী, হা/২৮২১।

[২৩০] আবূ দাউদ, হা/৪২০৫, তিরমিযী, হা/১৭৫৩।

[২৩১] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২১০৩।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনা হলো। তার মাথার চুল ছিল ধবধবে সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে তার কোন স্ত্রীর নিকট নিয়ে যাও এবং সে যেন তার (চুলের) রং পরিবর্তন করে দেয়। তবে তোমরা তার জন্য কালো রং পরিহার করো। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩২]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আর্বিভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের ন্যায় কালো রঙের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩৩]

৯. চুল লম্বা করা ও তার যত্ন নেয়া জায়েয। তবে তা ছোট করা মুস্তাহাব। আর কাযা (মাথায় কিছু অংশে চুল রেখে অন্য অংশে কামিয়ে ফেলা) করা হারাম।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল কানের লতির নিচে এবং ঘাড়ের উপর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিলো। এই হাদীসের বিভিন্ন সনদ থাকাতে এটি সহীহ।[২৩৪]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ

[২৩২] সহীহ মুসলিম, হা/২১০২, আবূ দাউদ, হা/৪২০৪।

[২৩৩] আবূ দাউদ, হা/৪২১২।

[২৩৪] আবূ দাউদ, হা/৪১৮৭, তিরমিযী, হা/১৭৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৩৫।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল (কখনও) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩৫] অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, আনাস (রা) বলেন,

كَانَ شَعْرُهُ رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ؛ وَلا السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মধ্যম ধরনের ছিল, না একেবারে সোজা, না বেশি কোঁকড়ানো। আর তা ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মাঝ পর্যন্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩৬]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

যার মাথায় চুল আছে সে যেন এর যত্ন নেয়। এই হাদীসটি হাসান লি গয়রিহী।[২৩৭]

ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعَرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذُبَابٌ ذُبَابٌ قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসতাম। আমার মাথায় লম্বা চুল ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, মাছি, মাছি। তিনি বলেন, আমি ফিরে এসে চুল কেটে ফেললাম। পরদিন সকালে আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে কষ্ট দেইনি। আর এরূপ (চুল) খুবই চমৎকার! এই হাদীসটি সহীহ।[২৩৮] নাফি (রহি) ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবনু উমার (রা) বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْقَزَعِ، فَقِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضٌ

[২৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯০৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮।

[২৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৯০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৮।

[২৩৭] আবূ দাউদ, হা/৪১৬৩।

[২৩৮] আবূ দাউদ, হা/৪১৯০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬৩৬।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' থেকে নিষেধ করেছেন। তখন নাফি (রহি) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'কাযা' কী? তখন তিনি বললেন, শিশুদের মাথার কিছু অংশ কামিয়ে ফেলা আর কিছু অংশ রেখে দেয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[২৩৯]

১০. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও সুগন্ধিকে প্রিয় করা হয়েছে। আর সালাতকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা। এই হাদীসটি হাসান।[২৪০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসক সম্পর্কে বলেছেন,

هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ

মিসক হলো সর্বোত্তম সুগন্ধি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪১]

[২৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৯২০, সহীহ মুসলিম, হা/২১২০।

[২৪০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১২৮, নাসাঈ, ৭/৬১-৬২।

[২৪১] সহীহ মুসলিম, হা/২২৫২, আবূ দাউদ, হা/৩১৫৮, তিরমিযী, হা/৯৯১।

الباب السابع بابُ الوضُوء

সপ্তম অধ্যায়: ওযূ

الفصل الأول صفة الوضوءِ، وشروطُ صحته، وفرائضِه

প্রথম পরিচ্ছেদ: ওযূর পদ্ধতি, ওযূ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ এবং তার ফরযসমূহ।

وضُوء শব্দটির ওয়াও বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে ওযূ করা। আর যবর দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে ওযূর পানি। এই শব্দটি মাসদারও অথবা দু'টি পৃথক শব্দ। এই দু'টি দিয়ে মাসদারও বুঝায় আবার এই দু'টি দিয়ে পানিকেও বুঝায়। যেমন বলা হয়ে থাকে,

توضَّأْتُ للصلاةِ وتوضَّيْتُ لُغَيَّةٌ أو لُثْغَةٌ

ক. ওযূর পদ্ধতি।

উসমান ইবনু আফফান (রা) এর মুক্ত করা দাস হুমরান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

উসমান (রা) ওযূর পানি আনাতে বললেন। এরপর তিনি ওযূ করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি উসমান (রা) তিনবার তার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তার মুখমণ্ডল ধুলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর তদ্রুপভাবে বাম পা ধুলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ ওযূ করার ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি এবং ওযূ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং একান্ত মনোযোগের

সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪২]

খ. ওযূ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ।

১. অন্তর দিয়ে নিয়্যাত করা, মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে নয়।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

প্রত্যেক কাজ তার নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে।[২৪৩]

২. বিসমিল্লাহ বলা।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، وَيَقُولُ: «تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللهِ»، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ " قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ

(কোন এক সফরে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী ওযূর পানি খোঁজ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন 'বিসমিল্লাহ বলে ওযূ করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এ পানি দিয়ে ওযূ করলেন। সাবিত (রহি) বলেন, আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত মনে করেন? তিনি বললেন, সত্তরজনের মতো। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪৪]

---

[২৪২] সহীহ বুখারী, হা/১৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/২২৬।

[২৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭।

[২৪৪] নাসাঈ, হা/১/৬১-৬২, ইবনু খুযাইমাহ, হা/১৪৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩: ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান

বিসমিল্লাহ'র কথা উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এরপরের হাদীসটিতেও উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত সহীহ হাদীসগুলোতেও বর্ণিত হয়নি। অথচ দশের অধিক সংখ্যক ছাহাবী থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ওযূতে বিসমিল্লাহ'র কথা বলা হয়েছে। সেই সকল হাদীসে আমরা দৃষ্টিপাত করে দেখেছি সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের। যেগুলো সামষ্টিকরূপেও দুর্বল পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারেনি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এই বিষয়ে আলেমগণের মতসমূহ:

প্রথম মত: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি স্বেচ্ছায় এটা পরিত্যাগ করে, তবুও তার ওযূ সহীহ হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটা ইসহাকের মত। ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা এবং যাহেরীদের মত।

তৃতীয় মত: এটা মুস্তাহাব নয়। এটা আবু হানীফা থেকে বর্ণিত একটি মত। এক বর্ণনায় ইমাম মালেক বলেছেন: এটা বিদ'আত। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন: এটা মুবাহ। এটা পালন করা ও পরিত্যাগ করাতে কোনো ফযীলত নেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। মিসকুল খিতাম ১/৫৭।

৩. অবিচ্ছিন্নতা (الموالاة): এক অঙ্গ শুকানোর আগে আরেক অঙ্গ ধৌত করা।

খালিদ ইবনু মাদান (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো, (ওযূর সময়) তাতে পানি পৌঁছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় ওযূ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪৫]

[২৪৫] আবূ দাউদ, হা/১৭৫, মুসনাদে আহমাদ, হা/৩/৪২৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪: ওযূর অঙ্গগুলোর মাঝে বিরতিহীনতার বিধান

মুওয়ালাত হল: বিরতিহীনভাবে একটি অঙ্গের পরে অন্যটি ধৌত করা। নববীসহ অন্যান্যরা এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, সামান্য বিরতি কোনো ক্ষতি করে না। তবে তারা অধিক বিরতির ক্ষেত্রে তিনটি মত পোষণ করেছেন:

প্রথম মত: বিরতিহীন ধারাবাহিকতা সর্বক্ষেত্রে ওয়াজিব। এটা কাতাদাহ, রবি'আহ, আওযাঈ, লাইস ও শাফেয়ীর পুরাতন মত এবং আহমাদের মাযহাবের বাহ্যিক মত।

দ্বিতীয় মত: কোনো ক্ষেত্রেই ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তৃতীয় মত: একমাত্র জরুরী অজুহাত ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই এটা ওয়াজিব। যেমন: সম্পূর্ণ পানি না থাকা। এটা ইমাম মালেকের মাযহাব। যা লাইস থেকে বর্ণিত।

তারা মুওয়ালাতের (বিরতিহীনতা) পক্ষে আয়াতটি দ্বারা দলীল পেশ করেছে। দলীলের তাৎপর্য হল: শর্তের জাওয়াব বিরতিহীন হয়, উভয়টির মাঝে কোনো বিলম্ব থাকে না। জাওয়াব তার শর্তের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত হওয়ার আবশ্যিকতার ভিত্তিতে। এখানে অন্যতম একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ আছে: সম্পূর্ণ ওযূ হল একটি 'ইবাদত। বিধায় যখন তার অঙ্গগুলোর মাঝে বিরতি দেয়া হবে, তখন সম্পূর্ণ ওযূ একটি ইবাদত বলে বিবেচিত হবে না।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এই তৃতীয় মতটি শরীআতের উসূলের সাথে, আহমাদের মাযহাবের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, ওয়াজিব হওয়ার দলীলসমূহ একমাত্র সীমালঙ্ঘনকারীকেই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে। বিরতিহীনভাবে ধৌত করতে অক্ষম এমন ব্যক্তিকে বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে না।

ইবনু উসাইমীন বলেছেন: পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে যদি বিরতিহীনতা রক্ষা না হয়, তাহলে সেটা এই বিধান বহির্ভূত। যেমন: ওযূকারীর কোনো অঙ্গে এমন অন্তরায় আছে, যা পানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে বাঁধা দেয়। যেমন: জুতার পালিশ। যা দূর করার কাজে সে ব্যস্ত থাকার ফলে বিরতিহীনতা ভঙ্গ হয়। এমন ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। একইভাবে যদি পানি শুকিয়ে যায় এবং সেটা কূপ থেকে উত্তোলন করার কাজে সে ব্যস্ত থাকে। অথবা যদি পানি এক ট্যাপ থেকে অন্য ট্যাপে স্থানান্তরিত হয়, আর এই অবস্থায় যদি অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যায়, তাহলে সেটা কোনো ক্ষতি করবে না।

আমি বলব: ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ যে মতটি দিয়েছেন, তা সহীহ। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৩৮), আল মাজমূ' (১/৪৮১), আল ফাতাওয়া (২১/১৩৫), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৯১)। মিসকুল খিতাম ১/৯৩।

গ. ওযূর ফরযসমূহ।

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা। কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো, (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

আর যেহেতু কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াও মুখমণ্ডল ধৌত করারই অন্তর্ভুক্ত, তাই সেই দু'টিও ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কিতাবে মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ করেছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি ওযূতেই এমনটি করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযূ করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪৬] লাকীত ইবনু সাবূরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ওযূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণরূপে ওযূ করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে, তবে সিয়াম রত অবস্থায় নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪৭]

অন্য বর্ণনাতে রয়েছে,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

যখন তুমি ওযূ করবে, তখন কুলি করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৪৮]

---

[২৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬২, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭।

[২৪৭] আবূ দাউদ, হা/১৪২।

[২৪৮] আবূ দাউদ, হা/১৪৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫: কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী?

প্রথম মত: ওযূতে এবং ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। এটা ইবনুল মুবারাক, ইবনু আবী লায়লা, হাম্মাদ, ইসহাক এর মত। আহমাদ এর প্রসিদ্ধ মত। এবং আ'তা এর একটি বর্ণনা।

দ্বিতীয় মত: ওযূ ও গোসলে নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। কুলি করা নয়।

তৃতীয় মত: কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওযূ ও গোসলে সুন্নাহ।

চতুর্থ মত: উভয়টি গোসলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব, ওযূর ক্ষেত্রে নয়। এই মতগুলো সবই আলেমগণের একেকটি দলের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত; উভয়টিই উভয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব। মিসকুল খিতাম ১/৬২।

২. কুনুইসহ দুই হাত ধৌত করা।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং হাতগুলো কনুইসহ ধৌত করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

আবার এই বিষয়ে উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) এর হাদীস রয়েছে। অন্য বর্ণনাতে উসমান ইবনে আফফান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা) কে বলতে শুনেছেন,

هَلُمُّوا أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

তোমরা আমার নিকট আসো, আমি তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর অনুরূপ ওযূ করবো। অতঃপর তিনি তার মুখমণ্ডল ও কনুইসহ দুই হাত ধৌত করেন, এমনকি বাহুদ্বয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করেন, অতঃপর নিজের মাথা মাসাহ করেন এবং দুই হাত দুই কান ও দাড়ির উপর বুলান, তারপর দুই পা ধৌত করেন। এই বর্ণনার সনদ হাসান।[২৪৯]

[২৪৯] দারাকুতনী, হা/২৭৪।

নুআইম ইবনু আবদুল্লাহ আল মুজমির (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ

আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধুলেন, এরপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের ওযূর স্থান জ্যোতির্ময় হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম তারা যেন নিজ নিজ মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের জ্যোতি বাড়িয়ে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫০]

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা, আর দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

আর এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযূর পদ্ধতিতে উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আর পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয। কারণ কুরআনে মাসাহ করার কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে আর সুন্নাতে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুরো মাথা মাসাহ করেছেন। আর এটিই দলীল যে, পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয।

[২৫০] সহীহ মুসলিম, হা/২৪৬।

আর যেহেতু দুআ কান মাথারই অন্তর্ভুক্ত, তাই সেগুলো মাসাহ করাও ফরয। কেননা আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ

দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। এই বর্ণনার অনেকগুলো সনদে এটি সহীহ হাদীস।[২৫১]

সারকথা হলো, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয। আর মাসাহকারী যদি চায়, সে শুধু তার মাথা মাসাহ করবে অথবা শুধু পাগড়ির ওপর মাসাহ করবে অথবা মাথা ও পাগড়ির ওপর মাসাহ করবে। এই সবগুলোই সঠিক ও প্রমাণিত।

আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আয যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পাগড়ির ওপরে এবং তার মোজার ওপরে মাসাহ করতে দেখেছি।[২৫২]

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ، والخُفَّيْنِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করার সময় তার কপাল, পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫৩]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬: মাথার কতটুকু অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব

প্রথম মত: প্রত্যেকের জন্যই সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব। মালেক, ইবনু 'উলাইয়াহ, আহমাদ, মুযানী এই মত পোষণ করেছেন। এই মতের দলীল হল: পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)। এখানে برءوسكم – শব্দে বিদ্যমান باء – অক্ষরটি সংযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[২৫১] আবূ দাউদ, হা/১৩৪, তিরমিযী, হা/৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪৪।

[২৫২] সহীহ বুখারী, হা/২০৫।

[২৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪।

আংশিক পরিমাণ অর্থে নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তারা যেনো প্রাচীন এই ঘরের তাওয়াফ করে" (আল হাজ্জ: ২৯)।

এটা জানা কথা যে, তাওয়াফ কখনো বায়তুল্লার আংশিক স্থান জুড়ে করলে তা জায়েয হবে না। একইভাবে তারা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিআল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন, যা লেখক উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপর তিনি নিজের দুই হাত প্রবেশ করালেন, আর উভয়টি দ্বারা নিজের মাথা মাসাহ করলেন। একবার মাথার সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত আরেকবার পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করলেন। অপর বর্ণনায়: তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড়ের পেছন পর্যন্ত দুই হাত টেনে আনলেন। এরপরে আবার উভয় হাত তিনি আগের স্থান পর্যন্ত টেনে আনলেন, যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন। এই হাদীসটি: উক্ত আয়াতে বিদ্যমান মুজমালের ব্যাখ্যা। আয়াতটি হল: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদা ৫: ৬)।

দ্বিতীয় মত: মাথার আংশিক অংশ মাসাহ করার দ্বারা মাসাহ যথেষ্ট হবে। এটা ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। হাসান আল-বসরী, সাওরী, দাউদ, আবু হানীফার মত। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। শাফেয়ীগণ আংশিকের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আংশিকের ব্যাখ্যা হল, এতটুকু অংশ, যা মাসাহ করলে মাসাহ বলা যায়। যদিও সেটা পরিমাণে সামান্য হোক। আবু হানীফা বলেছেন: মাথার এক চতুর্থাংশ। অপর বর্ণনায়: তিন আঙ্গুল দ্বারা তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা মাসাহ করবে। তার থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে: কপালের সমপরিমাণ জায়গা মাসাহ করবে। এই মতের দলীল হল: মুগিরাহ বিন শুবা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: সেখানে বলা হয়েছে: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করছিলেন, তখন তিনি মাথার অগ্রভাগের চুলের ওপরে মাসাহ করলেন এবং পাগড়ির ওপরে এবং দুই মোজার ওপরে মাসাহ করলেন"। সহীহ মুসলিম (২৭৪) ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, আর সেটা হল তাদের পেশকৃত দলীলটি 'আম সাব্যস্ত করা। আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলীলের দাবির উত্তর হল: তিনি শুধুমাত্র মাথার অগ্রভাগের চুলের ওপরেই মাসাহ সীমাবদ্ধ করেননি। বরং এর সাথে তিনি পাগড়ির ওপরেও মাসাহ করেছেন। মিসকুল খিতাম ১/৭৪।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৪৩১), তাফসীরুল কুরতুবী (৬/৮৭), আল ইসতিযকার (১/১৬৬), (২/৩০০), আল আওসাত (১/৩৯৩), আল ফাতাওয়া (২১/১২২) ।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭: দুই কান মাসাহ করার বিধান কী?

প্রথম মত: দুই কানের ওপরে মাসাহ করা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং তাদের কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা'ও বর্ণনা করেছেন। নববী বলেছেন: আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারী তার গ্রন্থ 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' তে উল্লেখ করেছেন: তারা এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন: "যে ব্যক্তি উভয় কান মাসাহ করলো না, তার পবিত্রতা সহীহ হবে"।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "দুই কান সামনের দিক থেকে মাসাহ করা সুন্নাত। উভয়টিই মাথা বা চেহারার অংশ নয়" এই বক্তব্যে শাফেয়ীর দলীল হল: যারা সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার দাবি করেন, তাদের ঐক্যমতে যদি কোনো ব্যক্তি দুই কান মাসাহ না করে এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করে, তাহলে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

ইবনু হাযাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই কান মাসাহ করা ফরয নয়। এবং উভয়টি মাথার অন্তর্ভুক্তও নয়। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণিত আসারসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব নয়। কারণ, এমনটি বর্ণিত হয়নি। আর উভয়টি মাথার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অনুগামী হিসেবে হতে পারে।

দ্বিতীয় মত: দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব। এটা ইসহাক ও কিছু মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে (৩৬) এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই মতের দলীল হল: "দুই কান মাথার অংশ" এই হাদীসটি। এই বর্ণনাটি সাহাবীদের – রাদ্বিআল্লাহু আনহুম – একটি বড় দল থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মোট কথা: এই মাসআলাটির ভিত্তি হল: হাদীসটি সহীহ হওয়ার ওপরে নির্ভরশীল। যারা এটাকে সহীহ বলে দাবি করেছেন, তাদের জন্য কান মাসাহকে ওয়াজিব বলার সুযোগ আছে। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটিকে সহীহ মনে হয় না। এই ভিত্তির আলোকে: গ্রহণযোগ্য মত হল: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম ১/৮৪।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪০৫), আত তামহিদ (৪/৪১), আল মুহাল্লা (১/৩০০), আল মুগনী (১/৩০২), আল মাজমূ' (১/৪৪৬), তাফসিরুল কুরতুবী (৬/৯০), আহকামুল ওযূ (২/৫২৭)।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮: দুই কান মাসাহ করার পদ্ধতি

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা মাসাহ করলেন। আর দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উভয় কানের ভেতরে প্রবেশ করালেন। দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাহ্যিক অংশে মাসাহ করলেন। আর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরে মাসাহ করলেন। এরপরে দুই পা তিনবার ধৌত করলেন"। আবু দাউদ (১৩৫)। হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের।

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪৪২) বলেছেন: আর মাসআলার বিধান হল: দুই কান মাসাহ করা সুন্নাহ। পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর ভিত্তিতে। আর সুন্নাহ হল কানের ভেতরে ও বাহিরে উভয় স্থানেই মাসাহ করা। বাহিরের অংশ হল: মাথার সঙ্গে যুক্ত অংশ। আর ভেতরের অংশ হল: চেহারার সাথে যুক্ত অংশ। মিসকুল খিতাম ১/৮৫।

৪. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

আর তোমরা তোমাদের পা টাখনুসহ ধৌত করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

এই বিষয়ে পূর্বেই উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও নুআইম ইবনু আবদুল্লাহ আল মুজমির (রহি) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

লাকীত ইবনু সাবূরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ওযূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণরূপে ওযূ করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫৪]

মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ

[২৫৪] আবূ দাউদ, হা/১৪২।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযূর সময় তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে দেখেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫৫]

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, হাদীসসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা ওয়াজিব। আর এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আর এতে খিলাল করা ছাড়াই পানি পৌঁছাতে সক্ষম হোক আর নাই হোক তার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এতে পায়ের আঙ্গুলসমূহ আর হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এটিকে শুধু পায়ের আঙ্গুলের সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া বা (খিলাল করা ছাড়া) পানি পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন অঙ্গের সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে কোন দলীল নেই।[২৫৬]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৯: দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার বিধান

এ মাসআলার বিধানে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ওযূতে হাত ও পাদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা মুস্তাহাব। এটা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব।

দ্বিতীয় মত: দুই হাতের আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু দুই পায়ের মাঝে সুন্নাহ। এটা মালেকী মাযহাবের মত।

তৃতীয় মত: দুই হাত ও দুই পায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। এটা মালেকী মাযহাবের একটি মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত (ওযূতে হাত ও পাদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা মুস্তাহাব)।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১০৮), আল মাজমূ' (১/৪৫৪), আত তাওযীহ (১/২১৮), আহকামুল ওযূ (১/২৭৫) । মিসকুল খিতাম ১/৬১।

---

[২৫৫] আবূ দাউদ, হা/১৪৮, তিরমিযী, হা/৪০, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪৬।

[২৫৬] নাইলুল আওতার, ১/১৯৬।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১০: এক নজরে ওযূর ফরযসমূহ

১. নিয়্যাত করা (মুখে নয়, অন্তরে নিয়্যাত করা)

২. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াসহ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা

৩. দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা

৪. দু'কানসহ সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা

৫. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা

৬. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

৭. ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা।

الفصل الثاني مُسْتَحَبَّاتِ الوضوءِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ওযূতে মুস্তাহাব বা সুন্নাত কাজসমূহ।

১. ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত শুরু করার আগে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

কেননা এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযূর পদ্ধতিতে উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. ওযূর সময় মিসওয়াক করা।

কেননা এই বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়- স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ এর তিন নম্বর- ওযূর সময়ে মিসওয়াক করা এতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া। এভাবে তিনবার করা।

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ শিক্ষা দেয়া সম্পর্কীত তার হাদীসে রয়েছে যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়েই কুলি করলেন এবং নাকে পানি টেনে নিলেন। এমনটি তিনি তিনবার করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫৭]

৪. সিয়াম পালনকারী না হলে উত্তমভাবে কুলি করা ও নাকে পানি প্রবেশ করানো।

কেননা এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে তিন নম্বর- ওযূর ফরযসমূহ: মুখমণ্ডল ধৌত করা এতে লাকীত ইবনু সাবূরাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[২৫৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫।

৫. বাম অঙ্গগুলোর আগে ডান অঙ্গগুলো ধৌত করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৫৮]

আবার এই বিষয়ে পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এক নম্বর- ওযূর পদ্ধতিতে উসমান (রা) এর মুক্তদাস হুমরান (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬. (ওযূর অঙ্গগুলো) ঘষা।

আবদুল্লাহ বিন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুই তৃতীয়াংশ মুদ পরিমাণ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে তাঁর দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ঘষে ধৌত করতে লাগলেন। এই হাদীসটি হাসান।[২৫৯]

৭. দাড়ি খিলাল করা।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নিচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, আমার মহান রব আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[২৬০]

---

[২৫৮] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৮।

[২৫৯] ইবনু খুযাইমাহ, ১/৬২, হা/১১৮, মুসতাদরাক হাকিম, ১/১৪৪।

[২৬০] আবূ দাউদ, হা/১৪৫, বাইহাকী, ১/৪৫।

ইনসাফ হলো, এই বিষয়ের হাদীসগুলো দলীল পেশ করার উপযুক্ত হিসেবে মেনে নিলেও সেগুলো দিয়ে দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা এগুলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বা কাজ। আর কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার রব আমাকে এরূপ করারই আদেশ করেছেন। এটি দিয়ে উম্মাহর জন্য তা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ হয় না। কেননা এটি তার সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।[২৬১]

৮. প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করা।

আবূ আনাস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

একদিন উসমান একটি উঁচু স্থানে বসে ওযূ করার সময় বললেন, আমি কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূ কিরূপ ছিল তা দেখাব না? এরপর তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬২]

مَقَاعِد সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি উসমান ইবনু আফফান (রা) এর ঘরের নিকটে দোকানসমূহ। আবার বলা হয়েছে, পথ, আবার বলা হয়েছে, মসজিদের নিকটে একটি বসার স্থান, যেখানে বসে তিনি মানুষদের প্রয়োজন পূরণ, ওযূ করাসহ আরো অন্যান্য কাজ করতেন।

তিনবার মাথা মাসাহ মুস্তাহাব!

হুমরান (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ

আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি তাতে বলেন, আর তিনি তিনবার মাথা মাসাহ করেছেন, অবশেষে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২৬১] নাইলুল আওতার, ১/১৯০।

[২৬২] সহীহ মুসলিম, হা/২৩০।

ওয়াসাল্লামকে আমি এভাবে ওযূ করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, এর চেয়ে কম করলে (অর্থাৎ দুই অথবা একবার করে ধুলেও) যথেষ্ট হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৩]

শাকীক ইবনু সালামাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا

আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) কে (ওযূর সময়) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার তিনবার করে ধুতে এবং তিনবার মাথা মাসাহ করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ করতে দেখেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৪]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১১: মাথা মাসাহ কি একাধিকবার করা যায়?

প্রথম মত: একাধিকবার মাথা মাসাহ করা যাবে না। বরং একবারই মাত্র মাসাহ করা যায়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হল: সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস এবং বুখারীর বাহিরে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসসমূহ, যেগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত। সেখানে মাসাহ করার ক্ষেত্রে একাধিকবারের কথা নেই। সেগুলোর মাঝে অন্যতম কিছু হাদীস হল: যা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উসমান, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের হাদীস। আবু দাউদ (১১১)। যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত।

সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি একবার মাথা মাসাহ করলেন"। হাদীসটির সনদ সহীহ। এটা আমাদের শায়েখ রচিত সহীহ মুসনাদে (৯৬৯) বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তিনবার মাসাহ করা মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব, আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হল: যেই হাদীসগুলোতে একাধিকবার মাসাহ করার বিবরণ এসেছে। তবে সেগুলো দুর্বল। অথবা গায়রে মাহফুয হাদীস। এমন হাদীস, যা তুলনামূলক নিম্নস্তরের সিকাহ রাবী তার চাইতে অধিক সিকাহ রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম ও শাওকানী পছন্দ করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এটা মাসাহ, আর মাসাহের মাঝে তাকরার তথা একাধিক্যতা সুন্নাহ নয়। যেমন: মোজার ওপরে মাসাহ করা, তায়াম্মুমে মাসাহ

[২৬৩] আবূ দাউদ, হা/১০৭।

[২৬৪] আবূ দাউদ, হা/১১০।

করা, যখমের পট্রির ওপরে মাসাহ করা। আর মাসাহের পরে পুনরায় মাসাহ করার চাইতে মাসাহ করার পরে পুনরায় ধৌত করাটাই অধিক উত্তম। কারণ, মাসাহ যখন একাধিকবার করা হয়, তখন সেটা ধৌত করার পর্যায়ে চলে যায়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১২৭), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/১২৬), আয যাদ (১/১৯৩), আন নাইল (১/৪৫৯) । মিসকুল খিতাম ১/৭৫।

৯. তারতীব বা ধারাবাহিকভাবে ওযূ করা।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ ওযূ ছিল ধারাবাহিকভাবে, যেমনটি যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূর বর্ণনা দিয়েছেন তারা বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা) থেকেও সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ওযূর পানি আনা হলে তিনি ওযূ করলেন। তিনি তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। অতঃপর মাথা এবং উভয় কানের বাহির ও ভিতরভাগ মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১২: ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান

প্রথমত: তারতীবের অর্থ: কোনো অঙ্গকে পূর্ববর্তী অঙ্গের পূর্বে ধৌত করা যাবে না। যেভাবে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ওযূর অঙ্গসমূহের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা উসমান, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। এবং আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হল: উক্ত আয়াতটি। আয়াতে বিদ্যমান প্রমাণটি হল:

[২৬৫] আবূ দাউদ, হা/১২১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৪২।

আল্লাহ তা'আলা দুইটি ধৌত করতে হয় এমন অঙ্গের মাঝে একটি মাসাহযোগ্য অঙ্গ প্রবেশ করিয়েছেন, আর তা মাথা। আর আরবরা কখনো কোনো সমকক্ষ বস্তুকে অনুরূপ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। যদি সেখানে কোনো উদ্দেশ্য না থাকে। এখানে সেই উদ্দেশ্যটি হল: তারতীব।

তারা আরো দলীল দিয়েছেন: মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর বিন আবাসাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা। যা একটি দীর্ঘ হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: আমি বললাম: হে আল্লাহর নাবী, আমাকে ওযূ সম্বন্ধে বিবরণ দিন। তখন তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে যে কেউ যখন ওযূর প্রস্তুতি নেয়, তখন সে কুলি করবে, নাকে পানি নিবে। এরপরে নাক পরিষ্কার করবে ...এরপরে যখন মুখ ধৌত করবে ... এরপরে তার দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে ...এরপরে মাসাহ করবে ...এরপরে গোড়ালিসহ দুই পা ধৌত করবে"। হাদীসের মাঝে বিদ্যমান প্রমাণ হল: হাদীসে প্রতিটা অঙ্গকে ধারাবাহিকভাবে ثم – শব্দ দ্বারা একটিকে পরেরটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যেই শব্দটি তারতীবের দাবি রাখে। এটা তা'লিমের ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য। তাদের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তারতীব ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। যা আলী ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তারা দলীলটি পেশ করেছেন এইভাবে যে, আয়াতে বিদ্যমান অঙ্গগুলোর মাঝে واو – দ্বারা 'আতফ করা হয়েছে। যা তারতীবের দাবি রাখে না। আর মুসনাদে আহমাদে (৪/১৩২) বর্ণিত মিকদাম বিন মা'দী কারিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত কনুইসহ ধৌত করেছেন। এরপরে কুলি করলেন এবং নাকে পানি নিলেন"। হাদীসটির সনদে আব্দুর রহমান বিন মায়সারাহ আবু সালামাহ আল হিমসী নামক রাবী রয়েছে। তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে: সে মাকবুল পর্যায়ের রাবী।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। **আর তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব।** পূর্ববর্তী দলীলসমূহের ভিত্তিতে। এছাড়াও: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোতে তারতীবের বর্ণনা বিদ্যমান। আমার জানামতে, এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই, যেখানে তারতীবের কথা বলা হয়নি। আর আলী ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। যেমনটি দিবয়ান রচিত 'আহকামুল ওযূ' গ্রন্থে বিদ্যমান। এছাড়াও: ইমাম আহমাদ তাদের উভয়ের বক্তব্যের একটি অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন: তারা উভয়েই উক্ত বক্তব্যে ডান অঙ্গের পূর্বে বাম অঙ্গকে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, কিতাবের দৃষ্টিতে উভয়টিরই বাচনভঙ্গি অভিন্ন। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪২২), আল মুহাল্লা (১/৩১০), আল মুগনী (১/১৩৬), আল মাজমূ' (১/৪৭১) । মিসকুল খিতাম ১/৯১।

১০. ওযূর পর দুআ পাঠ করা।

উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণরূপে ওযূ করে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।[২৬৬]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূর পর নিম্নের দুআ বলবে, তার জন্য তা এক শুভ্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেয়া হয়, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

তোমার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করছি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৭]

১১. ওযূর পর দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পরে বললেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

[২৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৪, তিরমিযী, হা/৫৫।

[২৬৭] মুসতাদরাক হাকিম, ১/৫৬৪।

‘যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ করবে, অতঃপর দু’রাকআত সালাত আদায় করবে, যাতে নিজে নিজে কোন কথা বলবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৮]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে বললেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে বলো, ইসলামের মধ্যে তুমি এমন কোন আমল করেছো যার উপকারের বিষয়ে তোমার অধিক প্রত্যাশা। কারণ, আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। রাবী বলেন, বিলাল বললেন, ইসলামের মাঝে এর চেয়ে অধিক লাভের প্রত্যাশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই পূর্ণ ওযূ করি তখনই আল্লাহ তা’আলা আমার ভাগ্যে যা লিখেছেন সেই অনুযায়ী ঐ ওযূ দিয়ে সালাত আদায় করি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৬৯]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৩: এক নজরে ওযূর সুন্নাতসমূহ

১. মিসওয়াক করা
২. ওযূর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা
৩. ওযূর শুরুতে **দুই হাত কব্জি পর্যন্ত** ধৌত করা
৪. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দেয়া
৫. সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালোভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে
৬. **বাম অঙ্গগুলোর আগে ডান অঙ্গগুলো ধৌত করা।**
৭. **প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা (তবে মাথা একবারই মাসাহ করা)**

[২৬৮] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২২৬।

[২৬৯] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮।

৮. দাড়ি খিলাল করা

৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা

১০. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা

১১. ওযূর পর দুআ পাঠ করা

১২. ওযূর পর দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করা

الفصل الثالث نواقض الوضوء

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

১. প্রস্রাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা বের হবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾

অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)। এখানে নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

'যে ব্যক্তি নাপাক হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে। হাযরা-মাওতের জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরায়রা! নাপাকি কী?' তিনি (রা) বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[২৭০]

[২৭০] সহীহ বুখারী, হা/১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২৫।

আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ

আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হতো। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কেবল ওযূ করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৭১]

সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَأُمِرْنَا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ

আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ছাড়া তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; এমনকি মলত্যাগ- প্রস্রাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযূ করার সময়ও (মোজা না খুলি)। ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা এমনটিই।[২৭২]

আর ইমাম নাসাঈ (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে, সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) বলেন,

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, পায়খানা, প্রস্রাব হলেও এবং ঘুমালেও। এই হাদীসটি হাসান।[২৭৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

[২৭১] সহীহ বুখারী, হা/১৩২, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৩।

[২৭২] তিরমিযী, হা/৯৬।

[২৭৩] নাসাঈ, ১/৮৩, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৮।

একদা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৭৪]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ» فَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ ، فَفِيهِ الْغُسْلُ

মনী, মযী এবং ওদীর বিধান হলো, মযী ও ওদী বের হলে পুরুষাঙ্গ ধৌত করতে হবে এবং ওযূ করতে হবে। আর মনী বের হলে গোসল করতে হবে।[২৭৫]

২. গভীর ঘুম যাতে কোন চেতনা থাকে না।

এই বিষয়ে ওযূ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ অধ্যায়ের **১** নম্বরে সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবার আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

চক্ষুদ্বয় হচ্ছে পশ্চাৎদ্বারের সংরক্ষণকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমায়, সে যেন ওযূ করে। এই হাদীসটি হাসান।[২৭৬]

وِكَاءُ হলো সেই সুতা যেটি দিয়ে ব্যাগ বা অনুরূপ কিছু বাঁধা হয়। আর سهِ হলো পশ্চাৎদ্বার। এই হাদীসের অর্থ হলো জাগ্রত অবস্থাতে মানুষের ভিতরে যা রয়েছে সেগুলো বের হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকে। কেননা সে এগুলো বুঝতে পারে।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, সাধারণভাবে ঘুমের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়। পূর্বে বর্ণিত সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) এর হাদীসকে শর্তযুক্ত করার পক্ষে উপযুক্ত কোন দলীল নেই। বরং আলী (রা) এর থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি একে সমর্থন করে। আর

[২৭৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬১।

[২৭৫] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ১/১৫৯, হা/৬১০, শারহু মাআনীল আসার, ১/৪৭।

[২৭৬] আবূ দাউদ, হা/২০৩, ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৭।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তিকে ওযূ করতে বলেছেন।[২৭৭]

৩. আকল বা বিবেক হারিয়ে গেলে।

ইবনু রুশদ আল হাফীদ (রহি) বলেন, এটি জেনে রাখা উচিত যে, অধিকাংশ আলেমের মতে, বিবেক হারিয়ে গেলে ওযূ করা আবশ্যক। আর সেই বিবেক হারানোটা অজ্ঞান হওয়া বা পাগল হওয়া বা নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণেই হোক। অধিকাংশ আলেম এটিকে ঘুমের সাথে কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ তারা মনে করেছেন যে, যদি ঘুমের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যক করে, যেটি হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপবিত্র হওয়ার কারণ, তাহলে বিবেক হারিয়ে গেলে ওযূ ভঙ্গ হওয়াটা আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।[২৭৮]

৪. কামনার সাথে কোন কাপড় ব্যতীত পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে।

বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

কোন ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন ওযূ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৭৯]

তালক ইবনু আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وعِنْدَهُ رجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فقالَ: يا رسول الله: ما ترى في مَسِّ الرّجُلِ ذَكَرَهُ بعدَ أنْ يَتَوَضَّأ؟ فقالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তখন সম্ভাব্য এক বেদুইন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি ওযূ করার পর নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮০]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, 'এটি তো তোমার শরীরের একটি অংশ মাত্র' এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেই স্পর্শ করাতে ওযূ করা আবশ্যক হয় না, সেটি হলো উত্তেজনা বা কামনা ছাড়াই স্পর্শ করা। কেননা এই অবস্থাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাটা শরীরের অন্য অঙ্গ

---

[২৭৭] তামামুল মিন্নাহ, ১০০ পৃ.।

[২৭৮] বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতিল মুকতাসিদ, ১/১১২।

[২৭৯] আবূ দাউদ, হা/১৮১, তিরমিযী, হা/৮২।

[২৮০] আবূ দাউদ, হা/১৮২, তিরমিযী, হা/৮৫।

স্পর্শ করার মতোই হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি উত্তেজনার সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, তাহলে সেই স্পর্শ করাটা শরীরের অন্য অঙ্গ স্পর্শ করার মতো হয় না। কেননা স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য অঙ্গ উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা হয় না। আর এটি স্পষ্ট বিষয় যেটি তুমি দেখতেই পাচ্ছো। কিন্তু এই হাদীসটি হানাফীদের পক্ষে দলীল নয়, যারা বলে যে, পুরুষাঙ্গ যেকোনভাবেই স্পর্শ করুক না কেন তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে না। বরং এই হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল, যারা বলে যে, উত্তেজনা ছাড়া স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর দলীল হলো বুসরা (রা) এর হাদীসটি। আর এভাবেই দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায়।[২৮১]

৫. উটের গোশত খেলে। বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোশত খেলে ওযূ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা খেলে তোমরা ওযূ করো। আর বকরীর গোশত খেলে ওযূ রকতে হবে কিনা এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য তোমরা ওযূ করো না। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮২]

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি বকরীর গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে ওযূ করতে পার আর নাও করতে পার। সে বলল, আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে তুমি ওযূ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৩]

---

[২৮১] তামামুল মিন্নাহ, ১০৩ পৃ.।

[২৮২] আবূ দাউদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৯৪।

[২৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/৩৬০।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৪: দীনত্যাগ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

প্রথম মত: দীনত্যাগ এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়। এটা আওযাঈ, আহমাদ ও আবু সাওর এর মত। দলীল হল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

"যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে"। (সূরা আয যুমার ৩৯:৬৫), আর পবিত্রতা একটি আমল।

দ্বিতীয় মত: এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। এটা আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ীর মত। এই মতের পক্ষে দলীল হল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ﴾

"তোমাদের মধ্য যারা নিজেদের দীনকে পরিত্যাগ করবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে"। (সূরা আল বাকারা ২:২১৭)।

এই আয়াতে আমল বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু আমলসমূহ পবিত্র বিষয়, তাই ধর্মত্যাগের দ্বারা ওযূ বাতিল হবে না। উদাহরণস্বরূপ, অপবিত্রতার কারণে কৃত ফরয গোসল।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম ১/২৩।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৫: বমি করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সঠিক মত হল: ওযূ ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি। আর মাদান বিন আবি তালহার সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটি, আবুদ দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বমি করলেন, এরপর সিয়াম ভেঙ্গে ফেললেন। এরপর সাওবান এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: আবুদ দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেছেন? তিনি বললেন: তিনি সত্য বলেছেন। আর আমিই তার ওযূর পানি ঢেলে দিয়েছি"। হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৮১) বর্ণনা করেছেন। সনদ সহীহ। হাদীসটি আমাদের শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর 'সহীহ মুসনাদ' গ্রন্থে (১০৩৯) বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটিতে বমি ওযূ ভঙ্গকারী এমন কথা বলা হয়নি। এমনও হতে পারে যে, হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ছিলেন, তাই ওযূ করেছেন। মিসকুল খিতাম ১/২৩।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৬: নাকের রক্তক্ষরণ হলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তির মুখভর্তি বমি হবে অথবা নাকের রক্তক্ষরণ হবে অথবা অল্প বমি হবে অথবা মযী নির্গত হবে। সে যেন সালাত থেকে উঠে আসে এবং ওযূ করে নেয়"। হাদীসটি ইবনু মাজাহ (১২২১) বর্ণনা করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মতে হাদীসটি মুরসাল। যুহালী, আবু হাতিম ও দারাকুতনী হাদীসটি মুরসাল হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: আত তালখীস (১/২৭৫)।

এই জন্যই আলেমগণ এই মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল: নাকের রক্তক্ষরণ, শিরা কাটা, শিঙ্গা লাগানো ও মুখভর্তি বমির দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম ১/২৪।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৮৪), আল মাজমূ' (২/৬২), আল আওসাত (১/১৬৭) ।

الفصل الرابع ما يجبُ له الوضوءُ وما يُسْتَحَبُّ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যে কারণে ওযূ করা ফরয, আর যে কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব।

ما يجب له الوضوء

যেসব কারণে ওযূ করা ফরয।

১. সালাত আদায় করার জন্য ওযূ করা ফরয।

কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়েদাতে বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুইসহ ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও (সুরা আল মায়েদা: ৬)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

তোমাদের কারো ওযূ নষ্ট হলে পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৪] আবার ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না এবং তিনি খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদাকাও কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৫]

২. বায়তুল্লার তাওয়াফ করার জন্য ওযূ করা ফরয।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ

বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা সালাত আদায়ের মতো। তবে এতে আল্লাহ তাআলা কথা বলাকে হালাল করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৬]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৭: ওযূবিহীন মুসহাফ/কুরআন স্পর্শ করার বিধান

অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট ওযূবিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই। তাদের মাঝে আছেন, ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, মালেক, আসহাবে রায়, হাসান, আতা, তাউস, শাবী, কাসেম ইবনু মুহাম্মদ। ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৩৬১, আল আওসাত ইবনে মুনজির ২/১০১, সাঈদ ইবনে আবী ওয়াককাস হতে বর্ণিত (আওসাত ইবনে মুনজির ১/১৯৪) , সালমান ফার্সি হতে বর্ণিত (সুনানে দারাকুৎনী ১/১২৩)। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী,

{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}

"শুধুমাত্র তা পবিত্র ব্যক্তিরাই স্পর্শ করে"। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৯)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يمس القرآن إلا طاهر

---

[২৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/২২৫।

[২৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/২২৪, তিরমিযী, হা/১।

[২৮৬] হাকিম, ১/৪৫৯, তিরমিযী, হা/৯৬০, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৭৩৯।

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে"। হাসান: মুয়াত্তা মালেক ১/১৯৯।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাউদ যাহিরী ছাড়া কেউ তাদের বিরোধিতা করেনি। দাউদ যাহিরী রহিমাহুল্লাহ স্পর্শ করা বৈধ মনে করেন। তিনি দলীল দেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কায়সারের কাছে চিঠি লিখলে তার চিঠিতে একটা আয়াত ছিল।

হাকাম ও হাম্মাদ রহিমাহুমাল্লাহ হাতের উপরিভাগ দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয মনে করেন। কেননা সাধারণত হাতের পেটের অংশ দিয়েই স্পর্শ করা হয়ে থাকে, তাই এই নিষেধাজ্ঞা শুধু এর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। অধিকাংশ বিদ্বানের দলীলের প্রত্যুত্তর তারা এভাবে দিয়েছেন যে, আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, যা পূর্বের আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

হাদীসের ব্যাপারে ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ নাইলুল আওতারে (১/৩২০) বলেন, 'তাহের' শব্দটা মুশতারাক (ব্যাপক) অর্থবোধক, যা মুমিন, ছোট নাপাকি ও বড় নাপাকি বুঝায়; অথচ তাদের শরীরে কোনো নাপাকি নেই। যারা বলেছেন কুরআন স্পর্শ করা বৈধ আছে তারা সকল অর্থকে একাকার করে ফেলেছেন। সঠিক মত হচ্ছে মুশতারাক হলো মুজমাল (সংক্ষিপ্ত), (অস্পষ্ট) স্পষ্ট না হওয়া অবধি এর উপর আমল করা যাবে না।

তারপর তিনি এই হাদীস দিয়ে দলীল দেন,

إن المسلم لا ينجس

"নিশ্চয় মুসলিম নাপাক হয় না"। সহীহ বুখারী হা/২৮৩। হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না, মানে মুমিন ছাড়া স্পর্শ করবে না। **এই মতকে আল্লামা আলবানী ও শাইখ মুকবিল রহিমাহুমাল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন।**

আবূ আব্দিল্লাহ বলেন, ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য যে, দাউদ যাহেরী ছাড়া আর কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন বলে আমরা জানি না', কিন্তু দাউদ যাহেরীই শুধু এর বিপরীত মত পোষণকারী নন। বরং তিনি ছাড়াও আবূ রাযীন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রহিমাহুমাল্লাহও এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যেমনটি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হতে বর্ণিত হয়েছে। তারা উভয়েই পবিত্র অবস্থা ছাড়াও মুসহাফ স্পর্শ করাকে বৈধ বলেছেন।

আর হাদীসে রয়েছে যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' এটি সম্পর্কে সঠিক মত হলো, এখানে পবিত্র ব্যক্তি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, ছোট ও বড় সকল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ব্যক্তি। আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত এই হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রসঙ্গ এমনটিই প্রমাণ করে, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না'। আর এটি স্পষ্ট যে, এখানে পবিত্রতা বলে দুই ধরনের (ছোট ও বড়) অপবিত্রতা থেকেই পবিত্র হওয়া উদ্দেশ্য।

ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর ‘আল আওসাত’ (২/১০৩) কিতাবে রয়েছে, পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না’।

অনুরূপভাবে হাকীম ইবনু হিযাম রাদিয়াআল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন স্পর্শ করবে না....। অনুরূপভাবে দারাকুতনীতে ইবনু হাযমের মুরসালে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন স্পর্শ করবে না.....। এই দুই হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, পবিত্র অবস্থাতে ছাড়া অথবা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না, এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, ছোট বড় দুই ধরনের অপবিত্রতা থেকেই পবিত্র হওয়া।

আমি (লেখক) বলছি, কিন্তু এটি বলা যেতে পারে যে, এখানে **পবিত্রতার আদেশটি মুস্তাহাব** হিসেবে করা হয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة

আমি যখনই সালাতে দাঁড়াই, তখনই ওযূ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সহীহ: তিরমিযী হা/১৮৪৭, আবূ দাউদ হা/৩৭৬০, নাসাঈ হা/১৩২।

প্রথম মত অর্থাৎ ওযূবিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনু বায, ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ তার ‘শারহুল মুমতে’ (১/২৬৫) কিতাবে ও শাইখ সলিহ আল-ফাউযান রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে।

মুগনী ১/২০২, আল আওসাত ২/১০১, তামামুল মিন্না পৃ. ১০৭, ফাতাওয়া ইবনে বায ১০/১৪৯। ফাতহুল আল্লাম ১/৩৩২।

ما يُسْتَحَبُّ لهُ الوضوءُ

যেসব কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব।

১. আল্লাহর যিকির করা।

আল মুহাজির ইবনু কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ

একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করছিলেন। সেজন্য ওযূ শেষ করা পর্যন্ত তিনি তার জবাব দিলেন না। অতঃপর সালামের জবাব দিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার

সালামের উত্তর দেয়া থেকে আমাকে শুধু এটিই বিরত রেখেছিল যে, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করতে আমি অপছন্দ করছিলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৭]

২. ঘুমের সময়।

বারাআ ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি (ঘুমানোর জন্য) তোমার বিছানায় যাবে, তখন তুমি সালাতের ওযূর মত ওযূ করবে। এরপর ডান পাশের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। তারপর এ দুআ পড়বে,

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার চেহারাকে তোমার অভিমুখী করলাম, আর আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছো, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন), যদি তুমি এ রাতেই মারা যাও, তোমার সে মৃত্যু স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপরই গণ্য হবে। অতএব তোমার এ দুআগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৮]

৩. অপবিত্র ব্যক্তি যদি খেতে বা পান করতে বা ঘুমাতে বা আবার সহবাস করতে চায় তাহলে তার জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি অবস্থায় যদি কিছু খাওয়ার বা ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ওযূ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৮৯]

---

[২৮৭] আবূ দাউদ, হা/১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৩৫০।

[২৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৩১১, সহীহ মুসলিম, হা/২৭১০।

[২৮৯] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৫।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তারপর আবার মিলিত হবার ইচ্ছা করবে সে যেন ওযূ করে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯০]

৪. গোসলের আগে ওযূ করা মুস্তাহাব, যদিও সেই গোসল ফরয গোসল হোক বা মুস্তাহাব গোসল হোক।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। তারপর সালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯১]

৫. আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

আমি কয়েক টুকরো পনির খাওয়ার কারণে ওযূ করি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযূ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯২]

এই হাদীস দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযূ করা মুস্তাহাব। কেননা আমর ইবনু উমাইয়্যাহ আয যামরী (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

---

[২৯০] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩০৮, আবূ দাউদ, হা/২২০, তিরমিযী, হা/১৪১।

[২৯১] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৬।

[২৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৫২, নাসাঈ, হা/১৭৩।

তিনি একবার দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খাচ্ছেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন কিন্তু পুনরায় আর ওযূ করলেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯৩]

৬. প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ওযূতে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেছেন। তা দেখে উমার (রা) বললেন, আপনি আজ এমন কিছু করলেন যা কখনো করেননি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমার! আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯৪]

৭. প্রতি বার ওযূ ভেঙ্গে গেলে ওযূ করা মুস্তাহাব।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي» ، فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِهَذَا»

এক দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা) কে ডেকে বললেন, হে বিলাল! তুমি জান্নাতে কি কারণে আমার আগে? গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং আমার আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তারপর বিলাল (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি আযান দিই, তখন দুই রাকআত সালাত আদায় করি এবং যখন আমার ওযূ ছুটে যায়, তখন ওযূ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'টির কারণেই (তোমার এ মর্যাদা)। এই হাদীসটি সহীহ।[২৯৫]

---

[২৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৫৫।

[২৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৭, আবূ দাউদ, হা/১৭২, তিরমিযী, হা/৬১, ইবনে মাজাহ, হা/৫১০।

[২৯৫] তিরমিযী, হা/৩৬৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৬০, সহীহুল জামে, হা/৭৮৯৪।

৮. মৃত ব্যক্তিকে বহন করলে ওযূ করা মুস্তাহাব।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায়, সে যেন গোসল করে আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে সে যেন ওযূ করে। এই হাদীসটি হাসান।[২৯৬]

শাইখ আলবানী (রহি)[২৯৭] বলেন, এই হাদীসের আদেশে বাহ্যিকভাবে ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে। কিন্তু মারফূ এর হুকুমে দু'টি মাওকূফ হাদীস থাকার কারণে আমরা এমনটি বলবো না। সেই মাওকূফ হাদীসগুলো হলো,

প্রথম: ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ

তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করানোর কারণে তোমাদেরকে গোসল করতে হবে না। কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয়। বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের হাত ধৌত করাই যথেষ্ট হবে। এই আসারটি সহীহ।[২৯৮]

দ্বিতীয়: ইবনু উমার (রা) বলেন,

كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ

আমরা মৃতদেরকে গোসল দিতাম। তারপর আমাদের কেউ গোসল করতো, আর কেউ গোসল করতো না।[২৯৯]

৯. বমি করলে ওযূ করা মুস্তাহাব।

---

[২৯৬] তিরমিযী, হা/৯৯৩, আবূ দাউদ, হা/৩১৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৩।

[২৯৭] আহকামুল জানায়েয, পৃ. ৭১ -৭২।

[২৯৮] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা, ৩/৩৯৮।

[২৯৯] দারাকুত্বনী, ২/৭২, তারীখ, খতীব বাগদাদী, ৫/৪২৪।

মাদান ইবনু আবী তালহা (রহি) আবূ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ»، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে তিনি ওযূ করলেন। মাদান বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে সাওবান (রা) এর সাথে দেখা করে তাকে এ কথা বললাম। তখন তিনি বললেন, আবু দারদা (রা) ঠিকই বলেছেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৩০০] এ হাদীসের কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বমি করলে ওযূ করা মুস্তাহাব হওয়ার কথা বলেছেন।[৩০১]

الفصل الخامس المسح على الخُفَّيْنِ

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ মোজার ওপর মাসাহ করা।

১. মোজার ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত।

হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

আমি জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা) কে দেখলাম যে, তিনি প্রস্রাব করলেন। অতঃপর ওযূ করলেন আর উভয় মোজার ওপরে মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (রহি) বলেন, এ হাদীস মুহাদ্দিসীনের নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন।[৩০২]

---

[৩০০] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৪৩, তিরমিযী, হা/৮৭।

[৩০১] মাজমূউর রাসাইল আল কুবরা, ২/২৩৪।

[৩০২] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৭২।

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, মোজার ওপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তিনি আরো বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যার থেকেই এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের কেউ মোজার ওপরে মাসাহ করাকে অপছন্দ করেননি।[৩০৩]

ইবনু আব্দিল বার (রহি) বলেন, অনুরূপভাবে তাবেঈগণের মধ্যে এবং ফকীহগণের মধ্যে কেউ মোজার ওপরে মাসাহ করাকে অস্বীকার করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে জাবির (রা) থেকে ইমাম মালেকের একটি বর্ণনা ছাড়া। কিন্তু সহীহ বর্ণনাগুলো সেটির বিপরীত। আর সেই বর্ণনা মুনকার, যা তার মাযহার উসূল ও তার পদক্ষেপও সেটিকে প্রতিহত করে।[৩০৪]

'আল ইসতেযকার' কিতাবে তিনি আরো বলেন, যারা মোজার ওপরে মাসাহ করার কথা বলেন, তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, যাদের পক্ষে ভুল ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়। তারা হলেন, অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিমদের ফকীহগণ।[৩০৫]

২. মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ওযূ থাকাবস্থাতে মোজা পরিধান করতে হবে। মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তার মুখমণ্ডল ধুলেন তখন তার গায়ে ছিল একটি পশমের জুব্বা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জুব্বার নীচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তার উভয় বাহু ধুলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন। আমি তার উভয় মোজা খুলে দিতে চাইলাম। কিন্তু (বাধা দিয়ে) তিনি

[৩০৩] আল আওসাত, ১/৩৪৩।

[৩০৪] আত তামহীদ, ১১/১৪১।

[৩০৫] আল আসতেযকার, ২/২৩৭।

বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি এই দু'টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। (এই বলে) তিনি তার উভয় মোজার ওপর মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩০৬]

৩. মুকীম ব্যক্তি একদিন ও একরাত মোজার ওপর মাসাহ করতে পারবে আর মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত মোজার ওপর মাসাহ করতে পারবে।

শুরাইহ ইবনু হানী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে আসলাম, মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী (রা) এর কাছে গিয়ে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করো। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করতো। অতঃপর আমরা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকারীর জন্যে তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং বাড়ীতে অবস্থানকারীদের জন্যে একদিন এক রাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৩০৭]

৪. শুধু মোজার ওপরের অংশেই মাসাহ করতে হবে।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ

দীন যদি রায় তথা মানুষের মনগড়া অভিমতের ভিত্তিতে হতো, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নিচের দিকে মাসাহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি। এই হাদীসটি হাসান।[৩০৮]

---

[৩০৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪।

[৩০৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬।

[৩০৮] আবূ দাউদ, হা/১৬২, দারাকুতনী, ১/১৯৯।

৫. জাওরাব (মোজা) ও জুতার ওপর মাসাহ করা।

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর সময় জাওরাব এবং উভয় জুতার উপর মাসাহ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩০৯]

৬. যার মাধ্যমে মাসাহ বাতিল হবে।

১. সময় শেষ হলে। কেননা মোজার ওপর মাসাহ হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত আলী (রা) এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি করা জায়েয নয়।

২. বড় অপবিত্র হলে।

সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا فِي سَفَرٍ، فَأُمِرْنَا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ

আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ছাড়া তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; এমনকি মলত্যাগ- প্রস্রাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযূ করার সময়ও (মোজা না খুলি)। এই হাদীসটি হাসান।[৩১০]

[৩০৯] আবূ দাউদ, হা/১৫৯, তিরমিযী, হা/৯৯।

[৩১০] তিরমিযী, হা/৯৬।

فروع الباب السابع (باب الوضوء)

ওযূ অধ্যায় বিষয়ে কিছু শাখা মাসআলা।

মাসআলা -১: ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি।

ইমাম বাযযার[৩১১] (রহি) ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে দীর্ঘ হাদীস মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে,

ومسحَ ظاهِرَ رقبَتِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘাড়ের বাহিরে দিকটি মাসাহ করেছেন। এই বর্ণনার সনদ যঈফ। কারণ তাতে তিনটি ইল্লাত রয়েছে।

১. মুহাম্মাদ ইবনু হাজার; ইমাম বুখারী (রহি) তার সম্পর্কে বলেন, তার বিষয়ে সমস্যা রয়েছে। ইমাম যাহাবী (রহি) বলেন, সে মুনকার।[৩১২]

২. সাদ ইবনু আব্দিল জাব্বার; ইমাম নাসাঈ (রহি) তার সম্পর্কে বলেন, সে শক্তিশালী নয়।[৩১৩]

৩. উম্মু আব্দিল জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর; ইবনু তুরকিমানী (রহি) বলেন, আমি তার অবস্থা সম্পর্কে এবং তার নাম জানি না।[৩১৪] সারকথা হলো, এই হাদীসটি যঈফ।

ইমাম তাবারানী (রহি) তালহা ইবনু মুসাররিফ (রহি) থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তালহা (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে,

مسحَ رأسَهُ. قال: هكذا وأَوْمَأَ بيدِهِ من مَقْدِمِ رأسِه، حتى بلغ بهما إلى أسفل عنُقه من قِبَل قَفَاهُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা মাসাহ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার হাত দিয়ে মাথার সামনের অংশ থেকে শুরু করে একেবারে ঘাড়ের নিচ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এই বর্ণনার সনদ খুবই দুর্বল। এতে তিনটি ইল্লাত রয়েছে।

---

[৩১১] মুসনাদে বাযযার, ১/১৪০।

[৩১২] আল মীযান, ৩/৫১১।

[৩১৩] আল মীযান, ২/১৪৭।

[৩১৪] আল জাওহারুন নাকী, ২/৩০।

১. আবূ সালামাহ আল কিন্দী; তার নাম হলো উসমান ইবনু মুকসিম আর বাররী। আল কাত্তান ও ইবনুল মুবাররক (রহি) তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। আল জাওযাজানী (রহি) বলেন, সে মিথ্যাবাদী। আর ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী (রহি) বলেন, সে মাতরূক।[৩১৫]

২. লাইস ইবনু আবী সুলাইম; সে সত্যবাদী, কিন্তু পরবর্তীতে তার হাদীসগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। তার হাদীসগুলো ভুল থেকে আর মুক্ত থাকেনি। তাই তার হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে।[৩১৬]

৩. তালহা ইবনু মুছাররিফ হলো মাজহুল (অপরিচিত)।[৩১৭]

সারকথা হলো, এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।

মাসআলা -২: মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয় না।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. فَقُلْتُ: مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ! فَضَحِكَتْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন এক স্ত্রীকে চুমু খেলেন, অতঃপর সালাত আদায় করতে গেলেন, কিন্তু তিনি (নতুন করে) ওযূ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি কি আপনি (আয়িশা) ছাড়া আর কেউ? এতে তিনি (রা) হেসে দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩১৮] শাইখ আলবানী (রহি) এটিকে সহীহ বলেছেন।

মাসআলা -৩: ওযূর অঙ্গগুলো (মুছে) শুকানো মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ন্যাকড়া ছিল। ওযূ করার পর এটা দিয়ে তিনি (ওযূর অঙ্গসমূহ) মুছে নিতেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৩১৯]

---

[৩১৫] আল মীযান, ৩/৫৬।

[৩১৬] আত তাকরীব, ২/১৩৮।

[৩১৭] আত তাকরীব, ১/৩৮০।

[৩১৮] আবূ দাউদ, হা/১৭৮, তিরমিযী, হা/৮৬, ইবনে মাজাহ, হা/৫০২।

[৩১৯] তিরমিযী, হা/৫৩, দারাকুতনী, ১/১১০, হাকিম, ১/১৫৪, বাইহাকী, ১/১৮৫।

ইমাম তিরমিযী (রহি) বলেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী নয়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। কেননা এ হাদীসের এক রাবী আবূ মুয়ায সম্পর্কে লোকেরা বলেন, সে হলো সুলাইমান ইবনু আরকাম। ইনি মুহাদ্দিসদের নিকটে যঈফ।

ইমাম হাকিম (রহি) বলেন, আবূ মুয়ায হলো, ফাযল ইবনু মায়সারা বসরী। তার থেকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রহি) হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন।

ইমাম দারাকুতনী ও বাইহাকী (রহি) বলেন, আবূ মুয়ায হলো সুলাইমান ইবনু আরকাম, যে হলো মাতরূক রাবী।

আমি (লেখক) বলছি, ইমাম তিরমিযী, দারাকুতনী ও বাইহাকী (রহি) যেটি বলেছেন সেটিই সঠিক। কেননা রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে ইমাম হাকিম (রহি) থেকে এই তিন ইমাম হলেন বেশি দক্ষ। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا توضَّأ مسَحَ وجْهَهُ بطرفِ ثوبِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওযূ করতেন, তারপর তিনি তার কাপড়ের এক পাশ দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৩২০]

এই বর্ণনার সনদ সঠিক নয়। কেননা আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল ইফরিকী হলো যঈফ। আর সে মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল মাসলূবকে যিনদীকতা দিয়ে তাদলীস করতো।[৩২১]

মাসআলা -৪: ওযূ করাতে (অন্যকে) সহযোগিতা করা জায়েয।

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। এক সময় রাসূল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন। মুগীরাহ তাকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তিনি

[৩২০] তিরমিযী, হা/৫৪, বাইহাকী, ১/২৩৬।

[৩২১] আল মাজরূহীন, ২/৫০।

ওযূ করছিলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধুলেন এবং তার মাথা মাসাহ করলেন ও উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩২২]

মাসআলা -৫: ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময়ে পঠিত দুআর কোন ভিত্তি নেই।

আশ শীরাযী (রহি) বলেন, অনেকে ওযূর দুআর চেয়ে বাড়তি আরো দুআ বলেন। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! যেদিন মুখমণ্ডলসমূহ কালো হয়ে যাবে সেদিন আপনি আমার মুখমণ্ডল উজ্জল করুন। হাত ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে আমার আমলনামা ডান হাতে দিয়েন, বাম হাতে নয়। মাথা মাসাহ করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার চুল ও চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিন। কান মাসাহ করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা শোনার পরে উত্তম কথার অনুসরণ করে। আর দুই পা ধৌত করার সময়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার পা কে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর অটল রাখুন।[৩২৩]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, বর্ণিত এই দুআর কোন ভিত্তি নেই। এই দুআটি আমাদের অনেক সাথীই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পূর্ববর্তীদের কেউই এটি বর্ণনা করেননি। মাওয়ারিদী এই দুআতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, কুলি করার সময়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার নাবীর হাওয থেকে পান পান করায়েন, যেই পানি পান করে আমি আর পিপাসিত হবো না। নাকে পানি দেয়ার সময়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতসমূহের ও জান্নাতের সুগন্ধি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আর মাথা মাসাহ করার সময়ে বলবে, হে আল্লাহ! যেদিন আপনার দেয়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আপনি আমাকে আপনার আরশের নিচে ছায়া দান করিয়েন।[৩২৪]

মাসআলা -৬: হাসলে ওযূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الْوضُوء والصَّلَاة

সালাতে যে ব্যক্তি স্বশব্দে হাসে, সে যেন আবার ওযূ করে এবং আবার সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।[৩২৫]

---

[৩২২] সহীহ বুখারী, হা/১৮২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪।

[৩২৩] আল মাজমূ, ১/৪৮৬।

[৩২৪] আল মাজমূ, ১/৪৮৯।

[৩২৫] দারাকুতনী, ১/১৬৪, ইবনু আদী, ৩/১০২৭।

মাসআলা -৭: নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অথবা বমি করলে ওযূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন দলীল প্রমাণিত হয়নি। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ

সালাতরত অবস্থায় কারো বমি হলে, বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, বা খাদ্য বা পানীয় পেট থেকে মুখে চলে এলে সে যেন বাইরে এসে ওযূ করে, অতঃপর পূর্বোক্ত সালাতের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করে, উক্ত অবস্থায় যদি সে কথা না বলে থাকে। এই হাদীসটি যঈফ।[৩২৬]

মাসআলা -৮: রাগের কারণে ওযূ করা সম্পর্কীত দলীলটি যঈফ।

আবূ ওয়াইল আল কাস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيِّ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

একদা আমরা উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ আস সা'দির নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে তাকে রাগিয়ে দিলো। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ওযূ করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা আমার দাদা আতিয়্যাহ (রহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাগ হচ্ছে শয়তনের পক্ষ থেকে। আর শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নিভাতে হয়। অতএব তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন ওযূ করে নেয়। এই হাদীসটি যঈফ।[৩২৭]

মাসআলা -৯: খারাপ কথার কারণে ওযূ করা সম্পর্কীত দলীলটি যঈফ।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ

[৩২৬] ইবনে মাজাহ, হা/১২২১, দারাকুতনী, ১/১৫৪, বাইহাকী, ১/১৪২।

[৩২৭] আবূ দাউদ, হা/৪৭৮৪, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৬।

নাপাকি দুই ধরনের: মুখের মাধ্যমে নাপাকি আর লজ্জাস্থানের মাধ্যমে নাপাকি। আর এই দু'টি সমান স্তরের নয়। লজ্জাস্থানের মাধ্যমে নাপাকির চেয়ে মুখের মাধ্যমে নাপাকি অনেক মারাত্মক। আর এই উভয় নাপাকিতেই ওযূ করতে হবে। এই হাদীসটি যঈফ।[৩২৮]

মাসআলা -১০: মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীলটি যঈফ।

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগে মাসাহ করেছেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৩২৯]

الباب الثامن باب الغُسْلِ

অষ্টম অধ্যায়: গোসল।

الفصل الأول متى يجب الغُسل؟

প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল ফরয হয়?

১. জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়।

আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মযী বের হলে ওযূ করতে হবে এবং বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩০]

---

[৩২৮] আল আবাতীল, ১/৩৫৩, আল ইলাল, ১/৩৬৫।

[৩২৯] আবূ দাউদ, হা/১৬৫, তিরমিযী, হা/৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৫৫০।

[৩৩০] তিরমিযী, হা/১১৪, ইবনে মাজাহ, হা/৫০৪।

উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِمَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ

উম্মু সুলাইম (রা) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মহিলাদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার উপর গোসল করা জরুরী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। (এ কথা শুনে) উম্মু সালামাহ (রা) বললেন, মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তাহলে তার সন্তান কেমন করে তার সদৃশ হয়? এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩১]

কারো যদি স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু (কাপড়ে) বীর্য দেখতে না পায়, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে না। আর কেউ যদি (কাপড়ে) বীর্য দেখতে পায়, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে না আসে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে।

কেননা খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: "لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে (তাকে কি গোসল করতে হবে)। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোসল করতে হবে না, যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হবে না। ইমাম আহমাদ (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসাঈ (রহি) সংক্ষিপ্তভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ

খাওলাহ বিনতে হাকীম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এমন মহিলার কথা জিজ্ঞেস করলেন যার স্বপ্নদোষ হয়। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যখন বীর্য দেখবে তখন গোসল করবে। এই হাদীসটি হাসান।[৩৩২]

---

[৩৩১] সহীহ বুখারী, হা/২৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৩।

[৩৩২] মুসনাদে আহামাদ, ৬/৪০৯, নাসাঈ, ১/১১৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬০২।

আবর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ঘুম থেকে জেগে (বীর্যপাত হওয়ার কারণে) ভিজা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণ হয় না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গোসল করতে হবে। আবার এটাও জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তির তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে পড়ছে অথচ কাপড়ে কোন ভিজা দেখতে পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, মহিলারাও (পুরুষের) অনুরূপ কিছু দেখতে পেলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, মহিলারা তো পুরুষদের মতই। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩৩]

২. সহবাস করার কারণে গোসল ফরয হয়, যদিও তাতে বীর্যপাত না হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

কোন ব্যক্তি স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গত হলেই, তার ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩৪]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর শাখার মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জাস্থানের সাথে লাগবে তখনই গোসল ফরয হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে,

إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ

[৩৩৩] আবূ দাউদ, হা/২৩৬, তিরমিযী, হা/১১৩, ইবনে মাজাহ, হা/৬১২।

[৩৩৪] সহীহ বুখারী, হা/২৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৮।

এক লজ্জাস্থান (স্বামীর) অপর লজ্জাস্থানে (স্ত্রীর) প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩৫]

ختان হলো, খাতনা করার স্থান। শিশুদের ক্ষেত্রে খাতনা করার আগে যেই চামড়াটি তাদের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগকে ঢেকে রাখে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রস্রাব বের হওয়ার স্থানের পাশে উঁচু চামড়াটি। এখানে দুই লজ্জাস্থান একত্রিত হওয়া দিয়ে উভয় লজ্জাস্থান খুবই কাছাকাছি হওয়া উদ্দেশ্য। আর এটি হয় স্বামীর পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করার মাধ্যমে। আর এটি দিয়ে সহবাস করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. হায়েয ও নিফাস শেষ হলে গোসল ফরয হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

আর তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা 'অশুচি'। কাজেই তোমরা হায়েযের সময়ে স্ত্রী সংগম থেকে বিরত থাকো এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সংগমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন (সূরা আল বাকারা: ২২২)। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তেহাযাগ্রস্ত, আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেবো? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হলো এক ধরনের বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। সুতরাং যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৩৬]

---

[৩৩৫] সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৯, তিরমিযী, হা/১০৯।

[৩৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩।

আশ শীরাযী (রহি) বলেন, নিফাসের রক্তের কারণেও গোসল ফরয হয়। কেননা সেটিও হায়েযের মতো। আর নিফাসের কারণেও সিয়াম পালন করা ও সহবাস করা হারাম হয়। আর নিফাসের সময়ে সালাত ফরয থাকে না। সুতরাং হায়েযের মতো নিফাসের কারণেও গোসল ফরয হয়।[৩৩৭]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, হায়েয ও নিফাসের কারণে গোসল ফরয হয়। যারা এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ইবনে মুনযির, ইবনু জারীর আত তাবারী (রহি) সহ আরো অনেকে।[৩৩৮]

৪. কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে।

কাইস ইবনু আসিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

আমি ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুলের পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার আদেশ দিলেন। এই হাদীসটি হাসান।[৩৩৯]

৫. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যে যে কাজ করা হারাম।

ক. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন, সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদের দিকে ফেরানো। (কেননা তারা মসজিদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত করতেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেননি, এ প্রত্যাশায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোন অনুমতি নাযিল হয় কিনা। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাদের

---

[৩৩৭] আল মাজমূ, ২/১৬৭।

[৩৩৮] আল মাজমূ, ২/১৬৮

[৩৩৯] তিরমিযী, হা/৬০৫, নাসাঈ, ১/১০৯, আবূ দাউদ, হা/৩৫৫।

আবারো বললেন, এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক ব্যক্তির জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না। এই হাদীসটি হাসান।[৩৪০]

খ. সালাত আদায় করা।

গ. (বায়তুল্লার) তাওয়াফ করা।

'যে কারণে ওযূ করা ফরয' এই পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের দলীল পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

الفصل الثاني أركانُ الغسلِ وسننهِ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গোসলের রুকন ও সুন্নাতসমূহ।

أركانُ الغُسْلِ

ক. গোসলের রুকনসমূহ।

১. নিয়্যাত করা

কেননা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

প্রত্যেকটি কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেটিই রয়েছে যার সে নিয়্যাত করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪১]

২. পুরো শরীর পানি দিয়ে ধৌত করা।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৮: গোসলে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী?

ওযূর আলোচনায় এই সম্পর্কিত মতানৈক্য উল্লিখিত হয়েছে। সহীহ মত হলঃ ওযূর ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। সুতরাং গোসলের ক্ষেত্রে এটা অধিক উত্তম রূপে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু এটা বড় পবিত্রতা। বিধায় গোসলের সময়ও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে। ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম ১/১৭৮।

---

[৩৪০] আবূ দাউদ, হা/২৩২।

[৩৪১] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-১৯: গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধান কী?

ওযূর মধ্যে এই বিষয়ক আলোচনাও অতিবাহিত হয়েছে। সহীহ মত হল: উভয়টি ওযূ ও গোসলে ওয়াজিব। মিসকুল খিতাম ১/১৭৮।

দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ লি ইবনি রাজাব (১/২৭১), আশ শারহুল মুমতি' (১/২০৮, ৩৬২) ।

سُنَنُ الغُسْلِ

খ. গোসলের সুন্নাতসমূহ।

১. দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করা।

২. লজ্জাস্থান ধৌত করা।

৩. সালাতের ওযূর মতো পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা। তবে সে গোসল শেষ করে দুই পা পরেও ধৌত করতে পারবে।

৪. মাথায় তিনবার পানি ঢেলে মাথার চুলগুলো খিলাল করা, যাতে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছায়।

৫. পুরো শরীরে পানি দেয়ার সময়ে শরীরের ডান দিকে থেকে শুরু করা, তারপর বাম দিকে দেয়া।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর সালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর পানি নিয়ে তার আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজে গেছে তখন মাথায় তিন

আজল (দুই হাতের তালু ভরা) পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তার উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪২]

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইমূনাহ (রা) বলেন,

وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তার হাত দু'বার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে তার বাম হাতে পানি নিয়ে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তার চেহারা ও দু'হাত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তার সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৩]

গ. মহিলাদের গোসল।

মহিলাদের গোসল পুরুষদের গোসলের মতোই। তবে মহিলাদের জন্য হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসলে চুলের বেনী খুলে ফেলা ফরয।

কেননা উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথায় চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলব? অন্য বর্ণনাতে হায়েযের কথা রয়েছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আজলা পানি ঢেলে দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৪]

---

[৩৪২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৬।

[৩৪৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩১৭।

[৩৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩০, আবূ দাউদ, হা/২৫১, তিরমিযী, হা/১০৫।

উবাইদ ইবনু উমাইর (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو، هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকটে খবর পৌঁছাল যে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর স্ত্রীলোকদেরকে গোসলের সময় তাদের মাথার চুল (বেনী) খোলার আদেশ দিয়ে থাকেন। এ কথা জানার পর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আশ্চর্য লাগে ইবনু আমর (রা) এর মতো লোক মেয়েদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। তাহলে তো তিনি কেন তাদেরকে মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলার আদেশ দেন না? অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অপবিত্রতার গোসল করেছি। এ সময় আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলির (দুই হাতের তালুর) অধিক পানি ঢালিনি। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৫]

কোন মহিলা যখন তার হায়েয অথবা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করবে, তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো, এক টুকরা তুলা বা অনুরূপ কিছু নিয়ে তার সাথে মিশক বা সুগন্ধি লাগিয়ে হায়িয়ের বা নিফাসের রক্তের সাথে দিবে, যাতে সেই স্থানটি সুগন্ধযুক্ত হয় এবং সেখান থেকে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

একদা আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ পানি এবং বরই এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচড়া করবে যাতে পানি সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

[৩৪৫] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৩।

তারপর তার উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রা) বলল, তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে যেন চুপি চুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হবার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। তারপর আসমা (রা) অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, পানি নিয়ে তার দ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালো করে নাড়াচড়া করবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আনসারদের মহিলারা কতই না ভালো! লজ্জা তাদেরকে দীন এর জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।[৩৪৬]

স্বামী ও স্ত্রীর একই স্থানে একই পাত্রে গোসল করা জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ

আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমার এবং তার মাঝখানে থাকতো। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্যে একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন। তিনি (আয়িশা) (রা) বলেন যে, এসময়ে তারা উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৭]

স্ত্রীর পবিত্রতা অর্জন করার পর অবশিষ্ট অতিরিক্ত পানি দিয়ে স্বামীর গোসল করা জায়েয।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

[৩৪৬] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩২।

[৩৪৭] সহীহ বুখারী, হা/২৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৩২১।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্র থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ অথবা গোসল করতে আসলেন। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অপবিত্র ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি অপবিত্র হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৮]

الفصل الثالث متَى يُسَنُّ الغُسْلُ؟

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কখন গোসল করা মুস্তাহাব।

১. জুমআর দিনে গোসল করা।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

তোমাদের মধ্যে কেউ জুমআর সালাতে আসলে সে যেন গোসল করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৯]

জুমআর দিনের গোসল করা ওয়াজিব হওয়া থেকে মুস্তাহাব হওয়ার কারণ হলো,

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

জুমআর দিনে যে ব্যক্তি ওযূ করলো, সে তো ভালো ও উত্তম কাজ করলো। আর যে গোসল করলো সে অধিকতর উত্তম কাজ করলো। এই হাদীসের বিভিন্ন সূত্রগুলোর সমন্বয়ে এটি হাসান হাদীস।[৩৫০]

---

[৩৪৮] আবূ দাউদ, হা/৬৮, তিরমিযী, হা/৬৫, নাসাঈ, হা/৩২৫।

[৩৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৮৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৪।

[৩৫০] আবূ দাউদ, হা/৩৫৪, তিরমিযী, হা/৪৯৭, নাসাঈ, ৩/৯৪।

২. দুই ঈদের দিনে গোসল করা।

ইমাম বাযযার (রহি) বলেন, দুই ঈদের দিনে গোসল করা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস আমার মুখস্থ নেই।[৩৫১]

আমি (লেখক) বলছি, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহি) ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

ইবনু উমার (রা) ঈদুল ফিতরের সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করতেন। এই আসারটি সহীহ।[৩৫২]

৩. যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করাবে, তার গোসল করা।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করায়, সে যেন গোসল করে। আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে সে যেন ওযূ করে। এই হাদীসটি হাসান।[৩৫৩]

মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা ওয়াজিব হওয়া থেকে মুস্তাহাব হওয়ার কারণ হলো, ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ

তোমাদের মৃতদেরকে গোসল করানোর কারণে তোমাদেরকে গোসল করতে হবে না। কেননা তোমাদের মৃতরা অপবিত্র নয়। বরং তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের হাত ধৌত করাই যথেষ্ট হবে। এই আসারটি সহীহ।[৩৫৪]

৪. ইহরামের জন্য গোসল করা। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

---

[৩৫১] তালখীসুল হাবীর, ২/৮১।

[৩৫২] মুআত্তা মালিক, ১/১৭৭, হা/২, আল উম্ম, ১/২৬৫।

[৩৫৩] তিরমিযী, হা/৯৯৩, আবূ দাউদ, হা/৩১৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৩।

[৩৫৪] হাকিম, ১/৩৮৬, সুনানুল কুবরা, ৩/৩৯৮।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৫৫]

৫. মক্কাতে প্রবেশের জন্য গোসল করা।

নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوىً حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ

ইবনু উমর (রা) 'যু তুওয়া' নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত্র যাপন না করে মক্কায় উপনীত হতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, অতঃপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৫৬]

৬. মুস্তাহাযা মহিলার জন্য প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করা অথবা যুহর ও আসর সালাতের জন্য একবার, মাগরিব ও ইশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করা।

উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহি) আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা (রা) বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ এত এত দিন যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। তাই তিনি সালাত আদায় করতে পারছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো শয়তানের ধোঁকা মাত্র। সে একটি বড় (পানির) পাত্রে বসবে। পানির ওপর হলুদ রঙ দেখতে পেলে যুহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজর সালাতের

[৩৫৫] তিরমিযী, হা/৮৩০, দারাকুতনী, ২/২২০।

[৩৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৯।

জন্য একবার গোসল করবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ওযূ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৫৭]

৭. অজ্ঞান হওয়ার পর গোসল করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟. قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟. قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟. قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ. فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟. فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থতা অনেক বেড়ে গেল, এমন সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। অতঃপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে পেলে আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখো। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না। হে আল্লাহর রাসূল! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বকর (রা) কে ইমামতি করার জন্য পাঠানোর ঘটনা বর্ণনা করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৫৮]

৮. কোন মুশরিক ব্যক্তিকে দাফন করার পর গোসল করা। আলী (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ! فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ. قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا! قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ. فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: اغْتَسِلْ

[৩৫৭] আবূ দাউদ, হা/২৯৬।

[৩৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৮।

একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আবূ ত্বালিব মারা গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, তাকে দাফন করো। আলী (রা) বললেন, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, যাও, তাকে দাফন করো। অতঃপর যখন আমি তাকে দাফন করে তার কাছে ফিরে আসলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি গোসল করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৫৯]

৯. প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করা। আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তার স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পরপর গোসল করেন। তাকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এই হাদীসটি হাসান।[৩৬০]

فروع بابُ الغُسلِ

গোসল অধ্যায় সম্পর্কীত কিছু শাখা মাসআলা।

মাসআলা -১: নিজের গৃহের বাহিরে পুরুষদের জন্য লুঙ্গি পরিহিত অবস্থাতে গোসলখানাতে প্রবেশ করা জায়েয, কিন্তু মহিলাদের নিজের গৃহের বাহিরে গোসলখানাতে প্রবেশ করা হারাম।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ

আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি পরিহিত অবস্থা ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ না করে। আর আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালের প্রতি যে লোক

[৩৫৯] আবূ দাউদ, হা/৩২১৪, বাইহাকী, ৩/৩৯৮।

[৩৬০] আবূ দাউদ, হা/২১৮, ইবনে মাজাহ, হা/৫৯০।

ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে (নিজের গৃহের বাহিরে অন্যের) গোসলখানায় প্রবেশ না করায়। এই হাদীসটি হাসান।[৩৬১]

আবূ আইয়ুব আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি পরিহিত ছাড়া গোসলখানাতে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, নইলে চুপ থাকে। আর তোমাদের মহিলাদের মধ্যে যে মহিলা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন (অন্যের) গোসলখানাতে প্রবেশ না করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬২]

এই বিষয়ে ইবনু আব্বাস, কুসতুনতুনিয়াতে অবস্থানরত কাস আল আজনাদ, আবূল মালীহ আল হুযালী এবং সায়িব (রহি) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা -২: গোসলের মধ্যে ওযূ অন্তর্ভুক্ত করা।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَمَا يُجْزِئُنَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا

তায়িফের লোকজন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এলাকাটি অত্যন্ত শীত প্রধান, সেখানে কী পরিমাণ গোসল করলে তা অপবিত্রতার গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬৩]

---

[৩৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৩৯, নাসাঈ, ১/১৯৮, তিরমিযী, হা/২৮০১।

[৩৬২] ইবনু হিব্বান, হা/৫৫৯৭, বাইহাকী, ৭/৩০৯, হাকিম, ৪/২৮৯।

[৩৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৩২৮।

আবার আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর পুনরায় আর ওযূ করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬৪]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এই দু'টি হাদীস দিয়ে প্রমাণিত হয়, যে গোসলে এবং গোসলের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করেননি, সেই গোসল দিয়েও তিনি সালাত আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।[৩৬৫]

الباب التاسع بابُ التيمُّمِ

নবম অধ্যায়: তায়াম্মুম

১. তায়াম্মুম শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسِ

[৩৬৪] আবূ দাউদ, হা/২৫০, তিরমিযী, হা/১০৭, নাসাঈ, ১/২০৯, ইবনে মাজাহ, হা/৫৭৯।

[৩৬৫] তামামুর মিন্নাহ, ১২৯ পৃ.।

وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হলাম। যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তার সঙ্গে থেমে গেলেন অথচ তারা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবূ বকর (রা) এর নিকট এসে বললেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কী করেছেন আপনি কি দেখেননি? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন অথচ তারা পানির নিকটে নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুর ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবূ বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা) বললেন, হে আবূ বকরের পরিবার! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নিচে পড়ে আছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬৬]

২. যে কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ।

পানি না থাকায় পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে বা শরীরে কোন রোগের কারণে বা প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে পানি ব্যবহারে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

[৩৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৭।

কেননা ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করালেন। সালাত শেষ করে তিনি দেখলেন যে, এক ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, সালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, কিন্তু (গোসল করার জন্য) পানি নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬৭]

আবার জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

একদা আমরা কোন এক সফরে বের হলে আমাদের মধ্যকার একজনের মাথা পাথরের আঘাতে ফেটে যায়। ঐ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি পাও? তারা বলল, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম, তাই তোমাকে তায়াম্মুম করার সুযোগ দেয়া যায় না। অতএব সে গোসল করলো। ফলে সে মৃত্যুবরণ করলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তাকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। তাদের যখন (সমাধান) জানা ছিল না, তারা কেন জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিল না। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। আর যখমের স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসাহ করে শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হতো। এই হাদীসটি হাসান।[৩৬৮]

---

[৩৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮২, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৪৩৪।

[৩৬৮] আবূ দাউদ, হা/৩৩৬, বাইহাক্বী, হা/১/২২৮, দারাকুতনী, ১/১৮৯-১৯০।

আবার আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

যাতুস সালাসিল যুদ্ধে যখন আমাকে প্রেরণ করা হয়, সেই সময়ে খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের সালাত আদায় করালাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করেছো? তখন আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এই বাণীও শুনেছি, তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান (সূরা আন নিসা: ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৬৯]

৩. صعيد বা পবিত্র মাটি কী?

ইবনু মানযূর (রহি) বলেন, صعيد হলো জমিন। আবার বলা হয়ে থাকে, এটি হলো পবিত্র জমিন। আবার বলা হয়েছে, প্রত্যেক পবিত্র মাটি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৬)।[৩৭০]

আবূ ইসহাক (রহি) বলেন, صعيد হলো জমিনের উপরিভাগ। তিনি আরো বলেন, মানুষের কর্তব্য হলো, সে (তায়াম্মুম করার সময়ে) তার দুই হাতকে জমিনের উপরিভাগে মারবে। এতে সে পরোয়া করবে না যে, সেখানে মাটি ছিলা নাকি ছিল না। কেননা صعيد ধুলা মাটি নয়। বরং এটি হলো জমিনের উপরিভাগ, সেটি ধুলো মাটিই হোক বা অন্য কিছু হোক। তিনি (রহি) আরো বলেন, যদি জমিন পুরোটাই পাথর হয়, যাতে কোন ধুলা মাটি নেই,

[৩৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২০৩, আবূ দাউদ, হা/৩৩৪, ৩৩৫, দারাকুতনী, ১/১৭৮।

[৩৭০] লিসানুল আরাব, ৭/৩৪৪।

তারপর যদি তায়াম্মুমকারী সেই পাথরের ওপর তার দুই হাত মারে, তা দিয়ে তার মুখমণ্ডল মাসাহ করে, তাহলেও সে পবিত্র হয়ে যাবে।[৩৭১]

৪. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি।

আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছেন,

ضربةٌ للوجه واليدين والكفين

মুখমণ্ডল, উভয় হাত এবং কব্জির জন্য (মাটিতে) একবার হাত মারতে হবে।[৩৭২]

আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

জনৈক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকট এসে জানতে চাইল, একবার আমার অপবিত্র হয়ে পড়লাম অথচ আমি (গোসলের জন্য) পানি পেলাম না। তখন আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বললেন, আপনার কী সেই ঘটনা মনে আছে যে, একদা আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল এ বলে দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তার চেহারা ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৭৩]

---

[৩৭১] রওযাতুন নাদিয়্যাহ, ১/১৭৪-১৭৬।

[৩৭২] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৬৩, আবূ দাউদ, হা/৩২৭।

[৩৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৮। তায়াম্মুমের অঙ্গ হলো মুখমণ্ডল, তারপর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত। নিয়্যাত করে ও বিসমিল্লাহ বলে একবার হাত জমিনে মারবে, তারপর তা দিয়ে তায়াম্মুমের অঙ্গ মাসাহ করবে (অর্থাৎ আগে মুখমণ্ডল তারপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে)।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২০: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

প্রথম মত: তায়াম্মুম হল: একবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করে সেটা দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাত কবজি পর্যন্ত মাসাহ করা। এটা আতা, আওযায়ী, মাকহুল, শাবী, ইবনুল মুসায়্যিব, নাখঈ, আহমাদ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মত। এমতটি খাত্তাবী প্রায় সকল আহলুল হাদীস আলেমগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই মতের দলীল হল: আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: তায়াম্মুম হল দুইবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করার নাম। একবার চেহারা মাসাহ করার জন্য, আর দ্বিতীয়বার দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য।

হাদীসটি দ্বারাকুতনী (১/১৭৯)। এটা দুর্বল মারফূ' হাদীস। উক্ত হাদীসের বিষয়ে সঠিক মত হল: হাদীসটি মাওকুফ। দারাকুতনী ও বায়হাকী হাদীসটি মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নববী রহিমাহুল্লাহ এটা 'শাফেয়ীদের মত' এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ অনেকগুলো বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যেগুলো দ্বারা উক্ত বিষয়ে দলীল সাব্যস্ত হয় না। ফলে সেগুলো আমি পরিত্যাগ করেছি। দলীলগুলোর মধ্যে তুলনামূলক সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হল: আল্লাহ তা'আলা ওযূতে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে আদেশ দিয়েছেন। আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন: "যদি এরপরে তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করো" (আল মায়িদা ৫: ৬) । আয়াতটির মর্ম থেকে উদ্ভাবিত দলীলের বাহ্যিক দাবি হল: আয়াতটির প্রথমাংশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কনুইয়ের কথা। আর এখানে বর্ণিত মুতলাক শব্দটিকে (তোমাদের হাতসমূহ) বিশেষত উক্ত মুকাইয়্যাদ শব্দটির অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি ঐ মতানুসারেই ফতোয়া দিতেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৪৭), আল ইসতিযকার (৩/১৬২), আল মুগনী (১/২৪৪), আল মাজমূ' (২/২৪৩), আল ফাতাওয়া (২১/৪২২), ইবনু রাজাব (২/২৫৬)। মিসকুল খিতাম ১/২৩১।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২১: তায়াম্মুমে নিয়্যাতের বিধান

মাসআলাটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর নিয়্যাত করা ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমে ওয়াজিব। মিসকুল খিতাম ১/২৩২।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২২: তায়াম্মুমে বিসমিল্লাহ বলার বিধান

ওযূর আলোচনায় বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং এই বিষয়ক মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মত হল: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। একইভাবে এখানেও। শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এখানে বিসমিল্লাহ বলার বিধান ওযূতে বিসমিল্লাহ বলার বিধানের ন্যায়। মতানৈক্য ও মাযহাবের দিক থেকে। যেহেতু তায়াম্মুম বিকল্প কাজ। আর বিকল্প কাজে মূল কাজের বিধান প্রযোজ্য হয়।

দ্রষ্টব্য: আশ শারহুল মুমতি' (১/৪০১), আল মুগনী (১/২৫১)। মিসকুল খিতাম ১/২৩২।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৩: মুখমণ্ডল ও দুই হাতের মাঝে তারতীব রক্ষা করার বিধান

প্রথম মত: মুখমণ্ডলকে দুই হাতের পূর্বে মাসাহ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি মত।

তাদের দলীল হল: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করো" (আল মায়িদা ৫: ৬)। উক্ত আয়াতে হাতসমূহকে মুখমণ্ডলের সাথে واو— অক্ষর দ্বারা আতফ (সংযুক্ত) করা হয়েছে। কিন্তু واو— অক্ষরটি তারতীবের দাবি রাখে না। বরং এটা সাধারণ অংশীদারত্ব বুঝায়। তারা এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুখমণ্ডল দ্বারা প্রারম্ভ করেছেন। সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাজ্জের বিবরণ সম্বলিত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে (১২১৮) বর্ণিত হয়েছে: "যখন তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, এই আয়াত পাঠ করলেন: "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন" (আল বাকারা: ১৫৮), আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারাই শুরু করব"। সুতরাং তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন। তারা আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন। সেই হাদীসে মুখমণ্ডলের পূর্বে দুই হাত থেকে শুরু করার বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: আগে মুখমণ্ডল, পরে দুই হাত এই পদ্ধতিতে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। তাদের দলীল হল: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাটি দ্বারা মাসাহ করো" (আল মায়িদা ৫: ৬) ।

এই জন্য তিনি মুখমণ্ডল দ্বারা শুরু করেছেন। একইভাবে আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, উক্ত হাদীসের অধিকাংশ বর্ণনায়, দুই হাতের পূর্বে মুখমণ্ডল মাসাহ করার বিবরণ আগে এসেছে। যেমন: সহীহ বুখারী (৩৩৮), (৩৩৯), একইভাবে সহীহ মুসলিম (৩৬৮)। তারা প্রথম মতের সাথে বর্ণিত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন। হাদীসটির শব্দ হল: "তোমরা সেটা দ্বারা শুরু করো, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন"। আদেশসূচক শব্দে নাসায়ি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাহফুয বর্ণনা হল: যেটা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে খবর তথা সংবাদসূচক শব্দে বর্ণিত

হয়েছে। দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২৬৮), তাফসিরুল কুরতুবী (৫/২০৮), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৪৯)। মিসকুল খিতাম ১/২২৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৪: দুই হাতের তালু দ্বারা জমিনে আঘাত করার পরে দুই হাত ঝেড়ে ফেলা বা ফুঁ দেয়ার বিধান

সহীহ বুখারীতে (৩৩৮), সহীহ মুসলিমে (৩৬৮) আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উভয় হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন, এরপরে উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। আর বুখারীতে (২৪৭) এবং মুসলিমে (৩৬৮) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের শব্দ হল: এরপরে তিনি দুই হাত ঝাড়া দিলেন। আর বুখারীর শব্দ হল: তিনি হাতটি ঝেড়ে ফেললেন। মাসআলার বিধান হল:

প্রথম মত: মুস্তাহাব। এটা আবু হানীফা, মালেক ও সাওরীর মত। তাদের মতে এর উদ্দেশ্য হল: হাতে লেগে থাকা ধুলা-মাটি দূর করা। কারণ, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমকারীর জন্য তার হাতে উক্ত মাটির ধুলা লেগে থাকা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় মত: মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মত। তাদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: যদি মাটির পরিমাণ হালকা হয়, তাহলে সেটা কমিয়ে ফেলা। যাতে করে ফুঁ দেয়া বা ঝেড়ে ফেলার পরে পরিমাণ মত মাটি হাতে লেগে থাকে। কারণ, তারা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাতে মাটি লেগে থাকাকে শর্ত বলেছেন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় মত: আহমাদ বলেছেন: এটা করা বা না করাতে কোনো সমস্যা নেই। ইবনে মুনযির এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

সঠিক মত: শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মতটি। শারবিনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই হাত বিদ্যমান ধুলা বা এর স্থলাভিষিক্ত উপাদান হ্রাস করা হবে ঝেড়ে ফেলার মাধ্যমে অথবা ফুঁ দিয়ে। যদি পরিমাণে বেশি হয়। এতটুকু পরিমাণ কমানো হবে, যাতে প্রয়োজন পরিমাণ ধুলা হাতে অবশিষ্ট থাকে। আম্মার রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ও অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে এবং তার চেহারা যাতে কুৎসিত না হয়। আর তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ থেকে মাটি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হল, সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা করবে না। যেমনটি তিনি 'আল উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৭৭), আল ফাতহ লি ইবনি রাজাব (২/২৩৭), মুগনিল মুহতাজ (১/১৭০), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৭১)। মিসকুল খিতাম ১/২২৩।

৫. দেয়ালের মাধ্যমেও তায়াম্মুম করা জায়েয।

আল আ'রাজ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

আমি ইবনু আব্বাস (রা) এর মুক্তকৃত দাস উমায়রকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি এবং উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ (রা) এর মুক্তকৃত দাস আবদুর রহমান ইবনু ইয়াসার একবার আবূল জাহম ইবনুল হারিস ইবনুস সিম্মা আল আনাসারীর কাছে গেলাম। তখন আবূল জাহম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বি'রে জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান) এর দিক থেকে আসছিলেন, অতঃপর পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিল কিন্তু তিনি তার উত্তর দিলেন না বরং একটি দেয়ালের কাছে গিয়ে তার মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করলেন। তারপর তার সালামের জবাব দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৭৪]

৬. তায়াম্মুম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

যে কারণগুলোতে ওযূ ভঙ্গ হয় সেই কারণগুলোতে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। আর যে ব্যক্তি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করবে, তার জন্য পানি পেলেই তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর পানি ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে তায়াম্মুম করবে, তার জন্য পানি ব্যবহারে সক্ষমতা আসলেই তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যেই সালাতগুলো গত হয়ে গেছে, সেগুলো সঠিক হবে, সেগুলো আর পুনরায় আদায় করতে হবে না।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

দু' ব্যক্তি সফরে বের হলো। পথিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্তু তাদের সাথে পানি না থাকায় তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলো। অতঃপর তারা সালাতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকাবস্থায় পানি পেল। তখন একজন ওযূ করে পুনরায় সালাত

[৩৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬৯।

আদায় করলো। আর অপরজন পুনরায় সালাত আদায় করলো না। অতঃপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি অবহিত করলো। যে ব্যক্তি পুনরায় সালাত আদায় করেনি, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সুন্নাতের উপর আমল করেছো এবং সেটাই (প্রথম সালাতই) তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করেছে, তাকে বললেন, তুমি দ্বিগুন সওয়াব পেয়েছ। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৭৫]

৭. পানি না পেলেও সহবাস করায় (গোসল না করাতে) ছাড় রয়েছে।

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُلْتُ: هَلَكَ أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: مَا حَالُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءٌ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

মদীনায় যাওয়ার পর আমি রোগে আক্রান্ত হই। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উট বকরীর পাল চরাতে বললেন এবং এর দুধ পানের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি সেখানেই অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবূ যার তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো? আমি অপবিত্র হয়ে পড়তাম কিন্তু আমার নিকট কোন পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, পবিত্র মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৭৬]

৮. কোন ব্যক্তির শরীরের কোন স্থানে যদি কোন ক্ষত থাকে, যা সে কোন কিছু দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছে অথবা যদি কোন অঙ্গ ভাঙ্গা থাকে, যা সে ব্যান্ডেজ করে রেখেছে, তাহলে সেই স্থান ধৌত করা মাফ হয়ে যাবে, সেই স্থানটি মাসাহ করাও আবশ্যক নয় এবং তায়াম্মুম করাও আবশ্যক নয়। ইবনু হাযম (রহি) বলেন, এর দলীল হলো, আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না (সূরা আল বাকারা: ২৮৬)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

[৩৭৫] আবূ দাউদ, হা/৩৩৮, নাসাঈ, ১/২১৩।

[৩৭৬] মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৪৬, আবূ দাউদ, হা/৩৩৩।

আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন তোমরা সেটি যথাসাধ্য পালন করো।এই হাদীসটি সহীহ।[৩৭৭]

৯. ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত হওয়ার হাদীসসমূহ যঈফ।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করতেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৩৭৮] আবার আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ

আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসাহ করতে নির্দেশ দেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৩৭৯]

১০. কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়, তাহলে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবার আশংকাতে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, কুরআনের বর্ণনা দ্বারা শরীয়াতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পানি না পাওয়া গেলেই কেবল তায়াম্মুম করা শরীআতসম্মত। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতে অনেক বর্ণনা রয়েছে যে, অসুস্থতা ও প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণেও তায়াম্মুম করা বৈধ। এছাড়া পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও অন্যটির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার দলীল কোথায়? যদি কেউ বলে যে, সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা করলে (তায়াম্মুম করা যাবে)।

এর উত্তরে আমি (আলবানী) বলবো যে, এটি একাই দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকাতে দু'টি অবস্থা হবে, তৃতীয়টি নয়। হয় তার অবহেলা ও অলসতার কারণে সালাতের সময় শেষ হতে চলেছে অথবা এমন কারণে যাতে তার কিছুই করার নেই যেমন ঘুম ও ভুলে যাওয়া। এই দ্বিতীয় অবস্থাতে যখন জাগ্রত হবে অথবা যখনই স্মরণ হবে তখন থেকেই তার জন্য ওয়াক্ত শুরু হবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে, তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায়

[৩৭৭] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

[৩৭৮] দারাকুতনী, ১/২০৫, তারীখ, খতীব বাগদাদী, ১১/১১৫।

[৩৭৯] ইবনে মাজাহ, হা/৬৫৭, দারাকুতনী, ১/২২৬, বাইহাকী, ১/২২৮।

করে নেয়া। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসরিমসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন আর এই শব্দগুলো ইমাম মুসলিম (রহি) এর।

শরীআত প্রণেতা তার জন্য এটি বিশেষ ওয়াক্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যেমনভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবেই সে সালাত আদায় করবে এবং সে ওযূ ও গোসলের জন্য পানি ব্যবহার করবে। আর এতে তার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কোন আশংকা নেই। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এমন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। এটিই হলো শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা (রহি) এর পছন্দনীয় মত। আর 'আল মাসাইলুল মারিদিনীয়্যা' কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি অধিকাংশ আলেমের মত।

পক্ষান্তরে প্রথম অবস্থাতে, আসল হলো, পানি ব্যবহার করতে হবে এবং পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হলে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। সুতরাং প্রথম অবস্থাতেও আবশ্যক হলো পানি ব্যবহার করা। পানি ব্যবহার করে যদি সালাত পায়, তাহলে সেটি তো অনেক ভালো। আর যদি সালাত ছুটে যায়, তাহলে সে যেন একমাত্র নিজেকেই তিরষ্কৃত করে। কেননা এই পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। আর এই মতের ওপরই আমার অন্তর প্রশান্ত হয় এবং আমার বক্ষ প্রসারিত হয়, যদিও শাইখুল ইসলাম (রহি)সহ আরো অনেকে বলেছেন যে, এমন অবস্থাতে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত। তারপর আমি যেই মতটি বর্ণনা করলাম, সেই মতের পক্ষেই ইমাম শাওকানী (রহি) কে থাকতে দেখেছি।[৩৮০]

الباب العاشر الحيضُ والنفاس والاستحاضةُ

দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা

الفصل الأول: الحيض

প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয (ঋতুস্রাব)

১. হায়েযের পরিচয়।

শাব্দিক অর্থে, হায়েয অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া। এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সন্তান প্রসব করা ছাড়াই এবং কুমারীত্ব নষ্ট হওয়া ছাড়াই সুস্থ অবস্থাতে মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে যেই রক্ত বের হয় সেটিই হলো হায়েয।

---

[৩৮০] তামামুল মিন্নাহ, ১৩২-১৩৩ পৃ, সাইলুল জাররার, ১/১২৬-১২৭।

২. হায়েযের রক্তের রং।

ক. কালো রং এর হওয়া।

ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার ইস্তেহাযা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে সালাত থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে ওযূ করে সালাত আদায় করবে। কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮১]

খ. লাল রং এর হওয়া, কেননা এটিই হলো রক্তের আসল রং।

গ. হলুদ রং এর হওয়া। সেটি হলো এমন পানি, যা মহিলারা পুজের মতো দেখতে পায়, যাতে হলুদ রং প্রাধান্য বিস্তার করে।

ঘ. মেটে রং এর হওয়া। সেটি হলো, ময়লা পানির মতো সাদা ও কালো রং এর মাঝামাঝি রং ধারণ করা।

আলকামাহ ইবনু আবী আলকামা (রহি) তার মা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মুক্ত দাস মুরজানাহ (রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

كَانَت النِّسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من دم الْحيض فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء

(ঋতুবতী) মহিলারা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকটে ঝুড়িতে করে ন্যাকড়া বা তুলা পাঠাতেন, যেই ন্যাকড়া বা তুলাতে হলুদ রং থাকতো। তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলতেন, আপনারা তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখতে পান। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[৩৮২]

অন্য বর্ণনাতে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ تَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي

[৩৮১] আবূ দাউদ, হা/২৮৬, নাসাঈ, ১/১৮৫, বাইহাকী, ১/৩২৫।

[৩৮২] মুআত্তা মালিক, ১/৫৯, হা/৫৭, সহীহ বুখারী, ১/৪২০।

যখন আপনারা (হায়েযের) রক্ত দেখবেন, তখন সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবেন, যতক্ষণ না রৌপ্যের মতো সাদা স্রাব না দেখেন। তারপর এরূপ দেখলে আপনারা গোসল করে সালাত আদায় করবেন।[৩৮৩]

হায়েযের দিনগুলোতে হলুদ ও মেটে বর্ণকে হায়েয **বলেই বিবেচনা করা হবে, কিন্তু অন্য সময়ে এগুলোকে** হায়েয **বলে বিবেচনা করা হবে না।**

কেননা উম্মু আত্বিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর মেটে ও হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়েয হিসাবে) গণনা করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮৪]

৩. হায়েযের সময়।

হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় বিষয়ে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যা দিয়ে দলীল কায়েম হতে পারে। অনুরূপভাবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়েও এমন কোন বর্ণনা আসেনি। কারণ এই বিষয়ে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো হয় মাওকূফ যা দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয় অথবা সেগুলো এমন মারফূ বর্ণনা যেগুলো সহীহ নয়।

যেই মহিলার হায়েযের নিয়মিত রীতি রয়েছে সেই মহিলা তার সেই রীতির ওপরই আমল করবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো এক ধরনের রগ থেকে নির্গত রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়েয শুরু হয় তখন তুমি

[৩৮৩] দারেমী, ১/২১৪। এর সনদ হাসান।

[৩৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৩২৬, আবূ দাউদ, হা/৩০৭।

সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮৫] আবার উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضَهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এমন এক মহিলার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যার (হায়েয-নিফাসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পরও) রক্তস্রাব হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হবার আগে মাসের যে ক'দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুনে রাখে এবং প্রতিমাসে সেই ক'দিন সে সালাত ছেড়ে দেয়। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সে যেন গোসল করে নেয়, অতঃপর (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮৬]

আর যদি তার নিয়মের রীতি না থাকে, তাহলে রক্তের লক্ষণের ওপর আমল করবে।

কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে হায়েযের রক্তের রং এ ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, হায়েযের রক্ত অন্য রক্ত থেকে পৃথক, যা মহিলাদের নিকটে সুপরিচিত।

৪. ঋতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য মেলামেশা করা বৈধ।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার সাথে এক সঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮৭]

৫. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে যে ব্যক্তি সহবাস করবে তার কাফফারা।

---

[৩৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬।

[৩৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩২০, আবূ দাউদ, হা/২৭৪, নাসাঈ, ১/১৮২, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৩।

[৩৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৩০২, আবূ দাউদ, হা/২৫৮, তিরমিযী, হা/২৯৭৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৪৪।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যেন এক দীনার অথবা আর্ধ দীনার সাদাকা করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৮৮]

এখানে এক দীনার ও অর্ধ দিনার দেয়ার ইখতিয়ারের বিষয়টি হবে, হায়েযের রক্তের শুরুর দিকে সহবাস করা এবং শেষের দিকে সহবাস করার ওপর। কেননা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মাওকূফভাবে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হায়েযের শুরুর অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে এক দীনার কাফফারা দিতে হবে। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে আর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে। এই আসারটি সহীহ।[৩৮৯]

الفصل الثاني: النِّفاسُ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নিফাস (প্রসূতি অবস্থা)

১. নিফাসের পরিচয়।

নিফাস হলো বাচ্চা প্রসবের পর সেই সময়, যখন জরায়ু এবং প্রজনন সংক্রান্ত অঙ্গগুলো আবার বাচ্চা প্রসবের আগের অবস্থাতে ফিরে আসে। আর শরীআতগতভাবে, নিফাস হলো বাচ্চা প্রসবের পরে বের হওয়া রক্ত।

২. নিফাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো চল্লিশ দিন।

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ»، تَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নিফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমন্ডলের দাগ দূর করার জন্য তাতে ওয়ার্‌স (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম। এই হাদীসটি হাসান।[৩৯০]

---

[৩৮৮] আবূ দাউদ, হা/২৬৪, তিরমিযী, হা/১৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৪০।

[৩৮৯] আবূ দাউদ, হা/২৬৫।

[৩৯০] আবূ দাউদ, হা/৩১১, তিরমিযী, হা/১৩৯।

৩. নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময় নেই। কেননা এই বিষয়ে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি।

তাই যদি চল্লিশ দিনের আগেই নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর আর নিফাসের হুকুম থাকবে না। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশি রক্ত থাকে, তাহলে চল্লিশ দিনের পরে নিজেকে মুস্তাহাযা ধরে সেভাবে আমল করবে।

৪. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার যা করা হারাম।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যা করা হারাম, হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্যও তা করা হারাম।

১. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা হারাম।

২. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য সালাত আদায় করা হারাম।

৩. অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বায়তুল্লার তাওয়াফ করা হারাম।

আর এই বিষয়ের আলোচনা অষ্টম অধ্যায়: গোসল করা এর প্রথম পরিচ্ছেদ: কখন গোসল করা ফরয এই পরিচ্ছেদের 'অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কী কাজ করা হারাম' এই শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্য সিয়াম পালন করা হারাম। তবে তারা পবিত্র হওয়ার পরে সেগুলো কাযা করবে।

কেননা মুআযাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, ঋতুবতী মহিলা সিয়ামের কাযা করে, কিন্তু সালাতের কাযা করে না কেন? তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তখন আমাদেরকে সিয়াম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো, কিন্তু আমাদেরকে সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯১]

৫. হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলার লজ্জাস্থানে সহবাস করা হারাম।

আর এই বিষয়ে দশম অধ্যায়: হায়েয, নিফাস ও ইস্তোহাযা অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ: হায়েয এ আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৯১] সহীহ বুখারী, হা/৩২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫, আবূ দাউদ, হা/২৬২, তিরমিযী, হা/১৩০।

الفصل الثالث: الاستحاضةَ

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইস্তেহাযা

১. ইস্তেহাযার পরিচয়।

সেটি হলো সেই রক্ত, যা হায়েয ও নিফাসের সময় ছাড়াই হায়েয ও নিফাসের সাথে সাথেই বের হয়। যদি হায়েয ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে হয়, তাহলে তো বিষয়টি স্পষ্টই। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে সেই মহিলার আগে যদি নিয়মিত রীতি থাকে, তাহলে এই রীতির অতিরিক্ত দিনের রক্ত হবে ইস্তেহাযা।

কেননা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

উম্মু হাবীবাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। এরপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তার পাত্র দেখেছি রক্তে পরিপূর্ণ। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার হায়েয যে কয়দিন হয়, সে কয়দিন পরিমাণ তুমি অপেক্ষা করো। তারপর গোসল করো এবং সালাত আদায় করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯২]

আর যদি দুই ধরনের রক্তকে পার্থক্য করা যায়, তাহলে কালো ধরনের রক্ত হবে হায়েযের রক্ত আর অন্যগুলো ইস্তোহাযা।

কেননা ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ইস্তেহাযা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে সালাত থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে ওযূ করে সালাত আদায় করবে। কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯৩]

---

[৩৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৪, আবূ দাউদ, হা/২৭৯।

[৩৯৩] আবূ দাউদ, হা/২৮৬, নাসাঈ, ১/১৮৫, বাইহাকী, ১/৩২৫।

আর যদি ইস্তেহাযাতে আক্রান্ত মহিলা রক্তকে পার্থক্য করতে সক্ষম না হয়, তাহলে অধিকাংশ মহিলার প্রচলিত রীতির ওপর নির্ভর করবে।

কেননা ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا يَحِضْنَ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

এটা শয়তানের আঘাত। কাজেই তুমি (প্রতি মাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাতদিন ঋতুবতী ধরে নেবে। আর এর প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভালো অবগত। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত সালাত আদায় করবে ও সিয়াম পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতিমাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। এই হাদীসটি হাসান।[৩৯৪]

২. ইস্তেহাযা মহিলার বিধানসমূহ।

ঋতুবতী মহিলার জন্য যেগুলো হারাম সেগুলোর কোন কিছুই মুস্তাহাযা মহিলার জন্য হারাম নয়। তবে মুস্তাহাযা মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করা আবশ্যক। কেননা এই বিষয়ে পূর্বেই ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর প্রতি সালাতের জন্য গোসল করা তার জন্য সুন্নাত। কেননা এই বিষয়ে আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৫: ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে নাকি ওযূ করবে?

প্রথম মত: তার জন্য প্রত্যেক সালাতের আগে ওযূ করা ওয়াজিব। কোনো সালাতের জন্য গোসল করা তার ওপরে ওয়াজিব নয়। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে মাত্র একবার গোসল করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের মত। যা 'আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও অন্যান্য তাবে'ঈন ও তাবি'উত তাবে'ঈনের মত।

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক দিনের জন্য একবার করে গোসল করবে। এটা আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মত। ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন: এক যুহর থেকে আরেক যুহর পর্যন্ত, পাঁচ ওয়াক্ত

[৩৯৪] আবূ দাউদ, হা/২৮৭, তিরমিযী, হা/১৮২, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৭।

সালাতের জন্য একবার গোসল করবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযূ করবে। একই কথা হাসান বসরী বলেছেন। শাবী বলেছেন: যদি সে প্রত্যেক দিন একবার করে গোসল করে, তাহলে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

তৃতীয় মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করতে হবে। এই মতটি 'আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনুয যুবাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ও আতা বিন আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ মত: যুহর ও আসর এক গোসল দ্বারা আদায় করবে। আর মাগরিব ও 'এশা এক গোসল দ্বারা আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আরো একবার গোসল করবে। এই মতটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা তার থেকে বর্ণিত তৃতীয় মত।

পঞ্চম মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে ওযূ করতে হবে না। তবে যদি অন্য কোনো নাপাকি সংঘটিত হয়, তাহলে পুনরায় তাকে ওযূ করতে হবে। যেমন: প্রস্রাব, বায়ু নির্গমন, ইত্যাদি। যেগুলো ওযূ ভঙ্গের কারণ। এই মতটি ইবনু রবীআহ থেকে বর্ণিত। যা মালেক, ইকরিমা ও আইয়ুব সাখতিয়ানী থেকে বর্ণিত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আর ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্য ওয়াজিব হল, হায়েয থেকে মুক্ত হওয়ার পরে গোসল করা। এরপরে সে প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযূ করবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার বিষয়ে কোনো সহীহ দলীল নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/১৫৮), আল ইসতিযকার (৩/২২৬), আল বিদায়াহ (১/১৫৪), আল মাজমূ' (২/৫৫৩), আল ফাতহ (১/৪২৭)। মিসকুল খিতাম ১/২৫৭।

الكتاب الثاني كتاب الصلاة

দ্বিতীয় পর্বঃ সালাত।

প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামত

তৃতীয় অধ্যায়: সালাতের শর্তসমূহ

চতুর্থ অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাতের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের রুকনসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সালাতের ওয়াজিবসমূহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সালাতে বচনগত ও কর্মগত সুন্নাতসমূহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সালাতে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সালাতে যে কাজগুলো করা বৈধ

সপ্তম পরিচ্ছেদ: সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

অষ্টম পরিচ্ছেদ: সালাত পরবর্তী দুআ ও যিকিরসমূহ

পঞ্চম অধ্যায়: নফল সালাত

ষষ্ঠ অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর

সপ্তম অধ্যায়: সালাতুল কুসুফ বা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত

অষ্টম অধ্যায়: সালাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

নবম অধ্যায়: সফরের সালাত

দশম অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত

একাদশ অধ্যায়: সালাতুল খাওফ বা ভয়ভীতির সালাত

দ্বাদশ অধ্যায়: জুমআর সালাত

ত্রয়োদশ অধ্যায়: জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা

চতুর্দশ অধ্যায়: জানাযা

الباب الأول: باب مواقيتِ الصلاةِ

প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়।

১. যুহর: এর ওয়াক্ত হলো, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া পর্যন্ত।

২. আসর: এর ওয়াক্ত হলো, কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত।

৩. মাগরিব: এর ওয়াক্ত হলো, সূর্য ডুবা থেকে পশ্চিমাকাশে লাল আভা দূর হওয়া পর্যন্ত।

৪. ইশা: এর ওয়াক্ত হলো, পশ্চিমাকাশে লাল আভা দূর হওয়া থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

৫. ফজর: এর ওয়াক্ত হলো, ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا، ثُمَّ قُمْنَا، ثُمَّ نِمْنَا، ثُمَّ قُمْنَا، فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ

জিবরীল আলাইহিস সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাতের ওয়াক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্যে আসলেন। তারপর জিবরীল আলাইহিস সালাম সামনে দাঁড়ালেন এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে। এরপর যুহরের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো। আবার যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হলে তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং পূর্বের মতো তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন। (এভাবে) আসরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় সূর্যাস্তের পর জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়িয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। আবার সূর্যাস্তের পর যখন লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে দাঁড়ালেন এবং লোকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে ইশার সালাত আদায় করলেন। আবার ভোর হওয়ার পরে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে ও অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন আসলেন যখন লোকের ছায়া তার সমান হলো। তখন গত দিন যেরূপ করা হয়েছিল সেরূপ করা হলো। তারপর যুহরের সালাত আদায় করলেন। পরে আবার তিনি আসলেন যখন লোকের ছায়া তার দ্বিগুন হলো তখন গত দিনের ন্যায় আসরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় আসলেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন গত দিনের মতো মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম হতে জাগ্রত হলাম, আবার ঘুমিয়ে ঘুম হতে জাগ্রত হলাম। তারপর তিনি এসে আগের মতো ইশার সালাত আদায় করলেন। পুনরায় আসলেন যখন ভোর হলো এবং (আকাশে) তারকাগুলো দৃশ্যমান ছিল। তখনো পূর্বের ন্যায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, উভয় দিনের সালাতের মধ্যবর্তী সময় সালাতের জন্যে নির্ধারিত। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯৫]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. وَوَقْتُ

[৩৯৫] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৩০, তিরমিযী, হা/১৫০, নাসাঈ, ১/২৫৫।

صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

যুহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য (মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে) হেলে পড়ে এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়। আর আসরের সালাতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তা থাকে। আসরের সালাতের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের সালাতের সময় থাকে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা গোধূলি বা পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত লালিমা অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত। ইশার সালাতের সময় থাকে অর্ধরাত্রি অর্থাৎ- মধ্যরাত পর্যন্ত। আর ফজরের সালাতের সময় শুরু হয় ফাজর বা উষার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতএব সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা বন্ধ রাখবে। কারণ সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯৬]

এখানে শাফাক দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, সূর্যের উজ্জলতার অবশিষ্টতা এবং রাতের অন্ধকার হওয়ার আগেই প্রথম রাতে সূর্যের লাল আভা। খলীল বলেন, শাফাক হলো, সূর্য ডুবার পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত লাল আভা। যখন এই লাল আভা চলে যায়, তখন বলা হয় যে, শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফাররাহ (রহি) বলেন, কিছু আরবীকে বলতে শুনেছি, যখন তারওপর লাল রং এর কাপড় ছিল, তখন সে বলেছিল, মনে হয় এটি শাফাকের মতো।[৩৯৭]

২. প্রচণ্ড গরম ছাড়া অন্য সময়ে যুহরের সালাতকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব।

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ

সূর্য (মাথার উপর থেকে) হেলে পড়লেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯৮] إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ যখন সূর্য ঢলে পড়তো।

৩. প্রচণ্ড গরমের সময়ে গরম কমলে যুহরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

---

[৩৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬১২, নাসাঈ, ১/২৬০, আবূ দাউদ, হা/৩৯৬, মুসনাদে আহমাদ, ২/২১৩।

[৩৯৭] মুখতারুস সিহাহ, ১৪৪ পৃ.।

[৩৯৮] সহীহ মুসলিম, হা/৬১৮, আবূ দাউদ, হা/৮০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৬৭৪।

যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ। এই হাদীসটি সহীহ।[৩৯৯]

৪. তাড়াতাড়ি আসরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট ওপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকতো। সালাতের পর কোনো গমনকারী 'আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের নিকট পৌঁছে যেতো, আর তখনও সূর্য ওপরে থাকতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০০]

৫. সূর্য হলুদ রং ধারণ করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি আসরের সালাতকে পিছিয়ে দিবে তার পাপ।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

ঐ সালাত হলো মুনাফিকের সালাত যে বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকাতে থাকে আর যখন তা অস্তপ্রায় হয়ে যায় তখন উঠে গিয়ে চারবার ঠোকর মেরে আসে। এভাবে সে আল্লাহকে কমই স্মরণ করতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০১]

৬. যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার পাপ।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

[৩৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৩, ৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৬১৫।

[৪০০] সহীহ বুখারী, হা/৫৫০, সহীহ মুসলিম, হা/৬২১।

[৪০১] সহীহ মুসলিম, হা/৬২২, আবূ দাউদ, হা/৪১৩, তিরমিযী, হা/১৬০।

যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০২]

আবূ মালীহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদা (রা) এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিলো মেঘলা। তাই বুরাইদাহ (রা) বলেন, তোমরা শীঘ্র আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৩]

৭. মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের হেফাযত করা।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও (সূরা আল বাকারা: ২৩৮)।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. أَوْ قَالَ: حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সালাত থেকে বিরত রাখল। এমনকি সূর্য লাল অথবা (বলেছেন) তাম্রবর্ণ ধারণ করলো। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা (মুশরিকরা) আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তীকালীন সালাত, অর্থাৎ- আসরের সালাত) থেকে বিরত রাখল। আল্লাহ যেন তাদের পেট ও কবরকে আগুন দিয়ে ভরে দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৪]

---

[৪০২] সহীহ বুখারী, হা/৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা/৬২৬।

[৪০৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৩, নাসাঈ, ১/২৩৬।

[৪০৪] সহীহ মুসলিম, হা/৬২৮, ইবনে মাজাহ, হা/৬৮৬।

৮. তাড়াতাড়ি মাগরিবের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, আর দেরীতে আদায় করা মাকরূহ।

সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، « كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৫]

আবার উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ – أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ – مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ

আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা ফিতরাতের ওপর থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সালাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। এই হাদীসটি হাসান।[৪০৬]

৯. কষ্টকর না হলে ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত আদায় করতে অনেক রাত করলেন। এমনকি রাতের বড় একটা অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল এবং মসজিদের লোকজনও ঘুমিয়ে পড়লো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং সালাত আদায় করে বললেন, এটাই ইশার সালাতের উত্তম সময়। তারপর তিনি বললেন, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম (তাহলে এ সময়কে ইশার সালাতের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট করতাম)। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৭]

---

[৪০৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৩৬।

[৪০৬] আবূ দাউদ, হা/৪১৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৪৭।

[৪০৭] সহীহ মুসলিম, হা/৬৩৮, নাসাঈ, ১/২৬৭।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ أَنَس : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ

একরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন, লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা সালাতেই ছিলে। আনাস (রা) বলেন, সে রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আংটির উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৮]

১০. কোন কল্যাণ ছাড়া ইশার সালাতের আগে ঘুমানো এবং পরে জেগে থাকা মাকরূহ।

আবূ বারযাতালা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরীতে ইশার সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন, যেই সালাতকে আতামা বলে ডাকা হতো। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪০৯] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাতের পর আমাদের নৈশালাপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১০]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُ

[৪০৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৭২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪০।

[৪০৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭, আবূ দাউদ, হা/৩৯৮, তিরমিযী, হা/১৬৮।

[৪১০] ইবনে মাজাহ, হা/৭০৩, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৭৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আবু বাকর (রা) এর সাথে মুসলিমদের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতেন। আমিও তাদের সাথে থাকতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১১]

১১. অন্ধকারেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের জামাআতে হাজির হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। অন্ধকার থাকার কারণে কেউ তাঁদের চিনতে পারতো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১২]

১২. ওয়াক্তের মধ্যে কেউ সালাতের কিছু অংশ পেলে সে সেই সালাত পুরো করবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজদা (রাকআত) করতে পারলো কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের একটি সিজদা (রাকআত) করতে পারলো সে উক্ত সালাত পেয়ে গেল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৩]

আবার আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

[৪১১] মুসনাদে আহমাদ, ১/২৬, তিরমিযী, হা/১৬৯।

[৪১২] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৫, আবূ দাউদ, হা/৪২৩, তিরমিযী, হা/১৫৩।

[৪১৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬০৯, নাসাঈ, ১/২৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭০০।

যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকআত পেলো সে আসরের সালাত পেল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৪]

এই বিধানটি আম (ব্যাপক) বিধান, যা প্রতিটি সালাতের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে পুরো সালাত পেলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৫]

১৩. সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান।

মুসলিমগণ একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি সালাতের বিধানকে অস্বীকার করে সালাত পরিত্যাগ করে, তাহলে সে কাফির এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর ওপর ঈমান আনে, সালাত যে ফরয বিধান তা বিশ্বাস করে, কিন্তু অলসতা অবহেলার কারণে সালাত পরিত্যাগ করে, তার বিধানের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোতে সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়েছে, তাতে সালাতের বিধান অস্বীকার করে পরিত্যাগ করা এবং অলসতার কারণে পরিত্যাগ করা এই দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৬]

বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

[৪১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৮।

[৪১৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭।

[৪১৬] সহীহ মুসলিম, হা/৮২, আবূ দাউদ, হা/৪৬৭৮, তিরমিযী, হা/২৬২০, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৮।

আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো সালাত । অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৭]

কিন্তু এই হাদীস আর অন্যান্য হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে আলেমগণের মতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, এখানে কুফরী দিয়ে ছোট কুফরী উদ্দেশ্য, যেই কুফরীর কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। অন্যান্য হাদীসগুলো হলো,

ইবনু মুহাইরীয (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

বনু কিনানাহর আল মুখদাজী সিরিয়াতে আবূ মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, বিতর ওয়াজিব। মুখদাজী বলেন, আমি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) এর কাছে গিয়ে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবহেলাহেতু এর কোনটি পরিত্যাগ করবে না, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (যথাযথভাবে) আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৮]

যেহেতু যারা যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে না তাদের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার দিকে সোপর্দ করলেন, সুতরাং এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেটি ছোট কুফরী ও ছোট শিরক। কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া এর নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা আন নিসা: ৪৮)।

---

[৪১৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৪৬, তিরমিযী, হা/২৬২১, নাসাঈ, ১/২৩১, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৯।

[৪১৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩১৫, আবূ দাউদ, হা/১৪২০, ইবনে মাজাহ, হা/১৪০১।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরয সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি ফরয সালাতের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো, বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে সকল ফরয আমলের ক্ষেত্রেই এমনটি করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪১৯]

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল এবং তার সেই কালিমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তার নিকট হতে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২০]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৬: যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে মধ্যে ছাড়ে সে কাফের নয়।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার নিকট যেটা স্পষ্ট তা হলো, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সালাত পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কখনোই সালাত আদায় করে না কেবল তাকেই কাফের বলা যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত পড়ে তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৪১৯] মুসনাদে আহমাদ, ২/৪২৫, আবূ দাউদ, হা/৮৬৪, তিরমিযী, হা/৪১৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৪২৫।

[৪২০] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩১৮।

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

"বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।" তিনি বলেননি যে, "এক ওয়াক্ত সালাত পরিত্যাগ করা" বরং বলেছেন, "সালাত পরিত্যাগ করা।" এ শব্দ প্রয়োগের দাবি হলো, পরিপূর্ণভাবে সালাত ত্যাগ করা। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন,

«العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

"আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে পার্থক্য হলো সালাত। অতএব, যে তা পরিত্যাগ করবে সে কুফুরি করবে।"

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলব, যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে সালাত আদায় করে আর মাঝে মধ্যে ছাড়ে সে কাফের (ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ বহিষ্কৃত কাফের-মুরতাদ) নয়।" [মাজমু ফাতাওয়া উসাইমীন ১২/৫৫]

১৪. শিশুদেরকে অভ্যস্ত করার জন্য সালাতের আদেশ করতে হবে, ওয়াজিব বিধান হিসেবে নয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) নাবালেগ শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২১]

শিশুর অভিভাবকদের জন্য শিশুকে সালাতের আদেশ করা ওয়াজিব, যদিও সেই সালাত শিশুর ওপর ওয়াজিব না হয়, যাতে করে তারা সালাতের হিফাযতের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

[৪২১] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৮, নাসাঈ, ৬/১৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪১।

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২২]

১৫. যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে অথবা ভুলে যাবে, তার ওয়াক্ত হলো, যখনই স্মরণ হবে তখন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

কেউ কোন সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়লে, তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় করে নেয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২৩]

১৬. ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে কি সেই সালাতের কাযা আদায় করতে হবে?

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, মাসআলা: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে, সে কখনোই সেই সালাতের কাযা আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এমন হলে সে যেন বেশি কল্যাণকর কাজ করে এবং বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে, যাতে করে কিয়ামতের দিন তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়। আর সে যেন আল্লাহ তাআলার নিকটে তাওবা ও ইস্তেগফার করে।'[৪২৪]

ইবনু হাযম (রহি) আরো বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন, যার দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই সালাত আদায় করে এবং কোন ব্যক্তি যদি ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে আদায় করে এই দুইয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই দুই ব্যক্তিই নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে সালাত আদায় করেছে।[৪২৫]

এছাড়াও কাযা করা হলো শারঈ একটি ওয়াজিব বিধান। আর শারঈ কোন বিধান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান দিয়ে বের হতে পারে না।

---

[৪২২] মুসনাদে আহমাদ, ২/১৮৭, আবূ দাউদ, হা/৪৯৫, হাকিম, ১/১৯৭, বাইহাকী, ৭/৯৪।

[৪২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪।

[৪২৪] আল মুহাল্লা, ২/১০।

[৪২৫] আল মুহাল্লা, ২/২৩৫।

ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে যদি সেই সালাত কাযা করা আবশ্যক হতো, তাহলে কখনোই আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি জানানোকে উপেক্ষা করতেন না। আর ইচ্ছা করে তারা এটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন না। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আপনার রব ভুলে যান না (সূরা মারইয়াম: ৬৪)। কাযী আস সিয়াগী (রহি) ইবনু হাযম ও মুকবিলীর প্রতিউত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি এতে তিনি সফল হননি। আর আল্লাহ তাআলা অধিক অবগত।

১৭. কোন কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পূর্বের সালাতগুলো কাযা আদায় করতে হবে না। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ

হে আল্লাহর রাসূল! জাহিলী যুগে আমরা যা করেছি এর জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালআম বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে তাকে জাহিলী যুগের আমলের জন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও মন্দ করবে তাকে জাহিলী ও ইসলাম উভয় যুগের (মন্দ) কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২৬]

আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟

তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হাজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? এই হাদীসটি সহীহ।[৪২৭]

১৮. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের ফযীলত ও ইসলামে তার অবস্থান।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ

[৪২৬] সহীহ মুসলিম, হা/১২০।

[৪২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১২১।

মিরাজের রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কথার কোন রদ বদল হয় না। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব রয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২৮]

ত্বলহাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

জনৈক নাজদবাসী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, তবে নফল আদায় করতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪২৯]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সালাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমজানের সিয়াম পালন করা। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩০]

---

[৪২৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২, তিরমিযী, হা/২১৩।

[৪২৯] সহীহ বুখারী, হা/৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১।

[৪৩০] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬।

১৯. যেই সময়গুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই অপছন্দনীয় সময় হলো, পাঁচটি। সেগুলো হলো,

১. ফজরের পরে, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত।

২. সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সময়।

৩. আসরের পরে, সূর্য ডুবা পর্যন্ত।

৪. ফজর সালাতের পরে

৫. আসর সালাতের পরে।

উকবাহ ইবনু আমির আল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি সময়ে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন, (১) সূর্য যখন উদয় হতে থাকে তখন থেকে তা পরিষ্কারভাবে ওপরে উঠা পর্যন্ত, (২) সূর্য যখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত, (৩) সূর্য ক্ষীণ আলোক হওয়া থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩১]

এই সময়গুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনু আমবাসাহ আস সুলামী (রা) বললেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ. قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

[৪৩১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৩১, আবূ দাউদ, হা/৩১৯২, তিরমিযী, হা/১০৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১৫১৯।

হে আল্লাহর নাবী। আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা আমাকে শিক্ষা দিন, আমাকে সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ফজরের সালাত আদায় করো, অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাক। কারণ সূর্য উদিত হওয়ার সময় শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং তখন কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে। অতঃপর তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত তুমি সালাত আদায় করো, কারণ এ সালাতে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন। অতঃপর সালাত থেকে বিরত থাকো, কারণ তখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর সূর্য যখন ঢলে যায় তখন থেকে সালাত আদায় করো এবং আসরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু'শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং তখন কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) ওপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৩]

এ হাদীসগুলো সেসব সালাতের জন্য প্রযোজ্য যেগুলো কোন কারণগত সালাত নয়।

কেননা উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। তখন আমি তাকে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ

হে আবূ উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু'রাকআত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার নিকট এসেছিল। তাদের কারণে যুহরের পরের দু'রাকআত আদায় করতে না পেরে (তাদেরকে নিয়ে) ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু'রাকআত হলো সে দু'রাকআত সালাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৪]

---

[৪৩২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৩২।

[৪৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮২৭।

[৪৩৪] সহীহ বুখারী, হা/১২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৪।

আবার আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا بِلَالُ أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْت دَفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَّيْت بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبْت لِي أَنْ أُصَلِّيَ

হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর যে আমল তুমি করেছো, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত করো। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রা) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে পবিত্রতার কারণে সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৫]

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

কেউ কোন সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা সালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় করে নেয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৬]

আবূ কাতাদাহ আস সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৭]

সুতরাং বর্ণিত দলীলগুলোর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই পাঁচটি সময়ে যেই সালাতগুলো আদায় করা নিষেধ, সেগুলো হলো এমনি সাধারণ সালাত, যা কোন কারণগত নয়।

---

[৪৩৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮।

[৪৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪।

[৪৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৭: যে সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ এর সংখ্যা

প্রথম মত: আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। এটা বিশুদ্ধ কথা। তবে এর মাঝে মতভেদ আছে যা অচিরেই আসছে।

দ্বিতীয় মত: ফজরের সালাতের পর। এটা সঠিক কথা। তবে এর মাঝে মতভেদ আছে যা অচিরেই একটা মাসআলার পর আসছে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় মত: সূর্য উঠে এক তীর পরিমাণ ওপরে উঠা পর্যন্ত।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই সময়টা সূর্য ওঠার দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ সময়টা বেশি দীর্ঘ নয়। তবে সতর্কতাবশত পনেরো মিনিট পর্যন্ত ।

চতুর্থ মত: সূর্য মাথা বরাবর থেকে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ সূর্য আসমানের মাঝ থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া সময় পর্যন্ত। এটা হলো অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইমাম মালেক, তার ছাত্ররা, হাসান, তাউস, আওযায়ীর এক বর্ণনা অনুযায়ী ও খিরাকী তাদের মত হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় সালাত জায়েয আছে। অধিকাংশ বিদ্বানের দলীল: যে হাদীসের আলোচনা একটু পর আসছে সেটা এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল। অনুরূপভাবে মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর ইবনু আবাসার হাদীস, সেখানে আছে, "তারপর সালাত পড়ো, যতক্ষণ না ছায়া একতীর পরিমাণ হবে। কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয়। তারপর সালাত পড়বে না। কেননা ওই সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আবার ছায়া দেখা দিলে আসর সালাত পড়া পর্যন্ত সালাত পড়ো। কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয়। তারপর সূর্য ডুবা অবধি সালাত পড়বে না। কেননা ওই সময় সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মাঝে ডুবে যায় ও ওইসময় কাফেররা সালাত পড়ে"।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ও তার সাথে যারা আছেন তাদের দলীল: জুমার দিন সূর্য ঢলার সময় যখন ইমাম মিম্বারে আরোহণ করে, তখন পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমরা নফল সালাত পড়াকে জায়েয মনে করেন। তারা উকবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস ও যে সকল হাদীস তার হাদীসের মতো এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এ সকল হাদীস মুসলিমদের আমলের ইজমার মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরয সালাত। এ বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

পঞ্চম মত: সূর্য ডুবার জন্য যখন ঝুঁকে যায় তখন। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, সূর্য ডুবার সময় যখন সূর্যটা থালার মতো স্পষ্ট প্রকাশিত হয় তখন থেকে পরিপূর্ণভাবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত হচ্ছে সালাত পড়ার নিষিদ্ধ সময়।

শেষের তিনটি মত যারা দিয়েছেন তাদের দলীল: মুসলিমে (৮৩১) বর্ণিত উকবা ইবনু আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, তিন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সালাত পড়তে ও আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেন। সূর্য পরিপূর্ণভাবে

ওঠার আগ পর্যন্ত, সূর্য যখন মাথার ওপরে থাকে ঢলার আগ পর্যন্ত ও সূর্য ঝুঁকা থেকে নিয়ে ডুবা পর্যন্ত। (আওসাত, ২/৩৮৮, মুগনী, ২/১১৪, মুফহিম, ২/৪৬২, মাজমু, ৪/৭৬, ইবনু রজব, ৫/৪৩-৫৯, ফাতহুল বারী, ২/৬২, শারহুল মুমতি, ৪/১১২)

২০. (ফরয) সালাতের ইকামত হয়ে গেলে নফল সালাত আদায় করা নিষেধ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

সালাতের ইকামত দেয়া হলে ফরয সালাত ছাড়া আর কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৮]

২১. গোসলখানায় সালাত আদায় করা নিষেধ।

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীই সালাত আদায় করার স্থান। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৩৯]

২২. কবরের ওপর এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হারাম।

আবূ মারসাদ আল গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪০]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

---

[৪৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৭১০, তিরমিযী, হা/৪২১, ইবনে মাজাহ, হা/১১৫১।

[৪৩৯] আবূ দাউদ, হা/৪৯২, তিরমিযী, হা/৩১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭৪৫।

[৪৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭২, নাসাঈ, হা/৭৬০, আবূ দাউদ, হা/৩২২৯, তিরমিযী, হা/১০৫০।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নাবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪১]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন, সেই অসুস্থতার সময়ে বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ইয়াহূদীও নাসারাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করুন। কারণ তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪২]

২৩. যেই পোশাক অন্তরকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় সেই পোশাক পরে সালাত আদায় করা মাকরূহ অথবা যেই স্থানে ভাস্কর্য ও ছবি রয়েছে সেখানে সালাত আদায় করা মাকরূহ। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيّهِ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্যখচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। সালাত শেষে তিনি বললেন, এ চাদরখানা আবূ জাহম ইবনু হুযাইফার নিকট নিয়ে যাও, আর তার কাছ হতে কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর নিয়ে আসো। এটা তো আমাকে সালাত হতে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪৩] আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪৪]

---

[৪৪১] সহীহ বুখারী, হা/৪৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩০।

[৪৪২] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪১, সহীহ মসলিম, হা/৫২৯।

[৪৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬।

[৪৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৪।

২৪. উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ।

বারা' ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা যাবে কিনা? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করো না। কারণ, সেখানে শয়তান বসবাস করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর আবাসস্থলে সালাত আদায় করা যাবে কি না তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, সেখানে সালাত আদায় করো। কারণ, ওটা বরকতময় স্থান। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪৫]

২৫. ইমাম ছাড়া অন্য কারো জন্য মসজিদের কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ।

আবদুর রহমান ইবনু শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, সালাতের সিজদায় কাকের মত ঠোকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় জমিনের উপর বিছিয়ে দিতে এবং (মসজিদে) কোন লোকের সালাত আদায়ের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট আস্তাবলে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। এই হাদীসটি হাসান লি গয়রিহী।[৪৪৬]

আল কাসিমী (রহি) বলেছেন, নিয়মিতভাবে জামাআতে সালাত আদায়কারী কিছু ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানকে অথবা মসজিদের কোন একটি দিককে নির্দিষ্ট করতে চায়। যেমন ইমামের পিছনে অথবা মিম্বারের পাশে অথবা সামনে অথবা মসজিদের দেয়ালের ডান বা বাম পাশে। এমনকি তারা সেই স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ইবাদত করে তৃপ্তি পায় না। আর যদি সে দেখে যে, অন্য কেউ তার আগেই সেই স্থান দখল করেছে, তাহলে সে তাকে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য করে অথবা রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। আর এমন স্থানে অবস্থানকারী লোকেরা মনে করে যে, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করা সুন্নাত। এছাড়াও অনেক অজ্ঞতার উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে মসজিদের অনেকেই লিপ্ত আছে। আর এটি

[৪৪৫] আবূ দাউদ, হা/১৮৪, তিরমিযী, হা/৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৪৯৪।

[৪৪৬] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২৮, নাসাঈ, ২/২১৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪২৯।

সুস্পষ্ট যে, মসজিদের কোন নির্দিষ্ট স্থানকে ভালোবাসাটা আসে অজ্ঞতার কারণে অথবা লোক দেখানো ও শুনানোর কারণে। সেটি হলো, মানুষজন বলবে, অমুক ব্যক্তি এই স্থানে ছাড়া সালাত আদায় করে না অথবা অমুক ব্যক্তি সর্বদাই প্রথম কাতারে সালাত আদায় করে ইত্যাদি, যেই ভালোবাসা তার আমলকে বরবাদ করে দিবে। এমনভাবে স্থান নির্ধারণ করা, যেখানে এমন ব্যক্তি মসজিদের সেই নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া দুআ করে না, এর সর্বনিম্ন কারণ হলো এই স্থানের ওপর তার প্রচণ্ড আগ্রহ ও ভালোবাসা। ফলে সে এই স্থান ছাড়া অন্য স্থানে ইবাদত করে তৃপ্তি পায় না। আর হাদীসে এমনটি করতেই নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি পূর্বেই হাসান হাদীসে বর্ণিত হলো।[৪৪৭]

الباب الثاني الأذان والإقامة

দ্বিতীয় অধ্যায়: আযান ও ইকামত

১. আযানের হুকুম।

আযানের হুকুম বিষয়ে সহীহ মত হলো, এটি ফরযে কিফায়া। সুতরাং কোন শহর বা এলাকাবাসীর জন্য আযান ও ইকামত ছেড়ে দেয়া যাবে না। কেননা আবূ কুলাবা (রহি) মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম এবং আমরা তার নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের

[৪৪৭] ইসলাহুল মাসাজিদ, ১৮৫ পৃ.।

কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামত করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪৮]

আবার আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ: فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাদের নিয়ে কোনো গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৪৯]

২. আযানের ফযীলত।

মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের গর্দান সবচেয়ে বেশি উঁচু হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৫০]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াযযিনদের ক্ষমা করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৫১]

আব্দুর রহমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান আবূ সাসাআহ আল আনসারী, তারপর মাযিনী (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন,

---

[৪৪৮] সহীহ বুখারী, হা/৬২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪।

[৪৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৬১০।

[৪৫০] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭২৫, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৯৫।

[৪৫১] আবূ দাউদ, হা/৫১৭, তিরমিযী, হা/২০৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৩২।

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি দেখছি তুমি বকরী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে থাক বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একথা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৫২]

৩. আযানের বিবরণ

আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ، قَالَ: وَتَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'নাকুস' (ঘণ্টা ধ্বনি) দিয়ে লোকদের সালাতের জন্য একত্র করা নির্দেশ দিলেন, তখন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি হাতে ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! ঘন্টাটি বিক্রি করবে কি? লোকটি বলল, তা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের সালাতের

[৪৫২] সহীহ বুখারী, হা/৬০৯, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৫, নাসাঈ, ২/১২, ইবনে মাজাহ, হা/৭২৩।

জন্য ডাকবো। লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই। লোকটি বলল, তুমি বলবে, ''আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ; হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি কিছুটা দূরে গিয়ে বলল, যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে, ''আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লালল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, ক্বাদ্ ক্বামাতিস সালাতু ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।''

অতঃপর ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বপ্নে দেখা বিষয়টি অবহিত করি। তিনি বললেন, এটা স্বপ্ন সত্য, ইনশাআল্লাহ। তুমি উঠো, বিলালকে সাথে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো তা তাকে শিখিয়ে দাও, যেন সে (ঐভাবে) আযান দেয়। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ। অতঃপর আমি বিলালকে নিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাকে (আযানের শব্দগুলো) শিখাতে থাকলাম, বিলাল ঐগুলো উচ্চস্বরে বলতে লাগলো। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ ঘর থেকে আযান শুনতে পেয়ে তৎক্ষনাৎ চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্নে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। এই হাদীসটি হাসান।[৪৫৩]

৪. মুয়াযযিনের জন্য মুস্তাহাব হলো, প্রতি দুই বার তাকবীরের মাঝে শ্বাস নেয়া, আর আযান শ্রবণকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো, মুয়াযযিনের আযানের উত্তর দেয়া।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

[৪৫৩] মুসনাদে আহমাদ, ৪.৪২-৪৩, আবূ দাউদ, হা/৪৯৯, তিরমিযী, হা/১৮৯।

মুয়াযযিন যখন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার জবাবে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যখন মুয়াযযিন বলে আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জবাবে সেও বলে, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এর জবাবে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ এর জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর জবাবে সে বলে, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতঃপর মুওয়াযযিন বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এর জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। অতঃপর মুয়াযযিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জবাবে সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৫৪]

৫. আযানে তারজী করা মুস্তাহাব।

তারজী হলো, দুই সাক্ষ্য (আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) প্রথমে দুইবার আস্তে আস্তে বলার পরে দুই বার উচ্চ স্বরে বলা।[৪৫৫]

আবূ মাহযুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ». زَادَ إِسْحَاقُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ আযান শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ। আবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলেছেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ। হাইয়্যা আলাস সলাহ (দু'বার)। হাইয়্যা আলাল ফালাহ (দু'বার)। ইসহাক (রহি) তার বর্ণনায় আরো দু'টি বাক্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

---

[৪৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৫, আবূ দাউদ, হা/৫২৭।

[৪৫৫] শারহুন নববী লি মুসলিম, ৪/৮১।

দুই বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার হাদীসটি যঈফ। পক্ষান্তরে চারবার তাকবীর বলার হাদীসটি সহীহ।[৪৫৬]

আমি (লেখক) বলছি, দুইবার তাকবীর বলার হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ নয়। বরং এটি বাতিল বর্ণনা। কেননা এতে কিছু রাবীর থেকে ভুল হয়েছে। অনুরূপভাবে দুইবার তাকবীর বলার হাদীসটি আবূ মাহযুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বাহ্যিকভাবে সহীহ মনে হলেও এর সবগুলো সনদই ইল্লাতযুক্ত। কেননা সেগুলোতে কিছু রাবীদের থেকে ভুল হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, আমাদের কিতাব 'ইরশাদুল ইম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' এর সালাত অধ্যায়।

৬. ফজরের প্রথম আযানে 'আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' বলা শরীআতসম্মত।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

'হাইয়্যা আলাল ফালা' বলার পরে (ফজরের) আযানে বলা হতো, 'আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' (দুইবার)। এই বর্ণনার সনদ হাসান।[৪৫৭]

ইমাম আবূ দাউদ (রহি) এর বর্ণনাতে রয়েছে, আবূ মাহযুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنْ الصُّبْحِ

'আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' 'আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' এটি ফজরের প্রথম আযানে বলবে। এই বর্ণনাটি সহীহ।[৪৫৮]

আমি (লেখক) বলছি, 'আস সালাতু খয়রুম মিনান নাওম' এই বাক্যটি সালাতে ডাকার জন্য এবং ওয়াক্ত শুরুর খবর দেয়ার জন্য যেই আযান শরীআতসম্মত করা হয়েছে সেই আযানের শব্দ নয়। বরং ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই ফজরের প্রথম আযানে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য এই বাক্য শরীআতসম্মত করা হয়েছে।

---

[৪৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৯, আবূ দাউদ, হা/৫০২, ইবনে মাজাহ, হা/৭০৯।

[৪৫৭] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ১/৪২৩, শারহু মাআনিল আসার, ১/১৩৭।

[৪৫৮] আবূ দাউদ, হা/৫০১।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৮: ফজরের প্রথম আযানে কি তাছবীব ('আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম') নাকি দ্বিতীয় আযানে?

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তামামুল মিন্নাতে (১৪৬) বলেন, তাছবীব হবে ফজরের প্রথম আযানে, যা ফজরের সময় হওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পূর্বে দেয়া হয়। ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হাইয়া আলাল ফালাহ এরপর প্রথম আযানে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' দুবার বলা হতো। হাদীসটি বাইহাকী (১/৪২৩) ও তাহাবী শারহুল মায়ানীতে (১/৮২) বর্ণনা করেন। এর সনদ হাসান, যেমনটি ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আবু মাহযুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস মুতলাক, যা ফজরের দুই আযানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ দ্বিতীয় আযান উদ্দেশ্য নয়। কেননা অন্য বর্ণনায় হাদীসটি নির্দিষ্ট করে এভাবে এসেছে, "ফজরের প্রথম আযান দিলে এরপর বলবে, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম'।" হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও অন্যরা বর্ণনা করেন। আবু দাউদে (৫১০-৫১৬) আবু মাহযুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি এসেছে। আর তা ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসের সাথে মিলে গেছে। এজন্যই সানয়ানী সুবুলুস সালামে (১/১৬৭-১৬৮) নাসাঈর শব্দের পর বলেন, এই হাদীসটা কায়েদ (নির্দিষ্ট) করেছে অন্যান্য মুতলাক হাদীসকে। ইবনু রাসলান বলেন, এই বর্ণনাকে ইবনু খুযাইমা রহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব শরীআতসম্মত। কেননা এটা দেয়া হয় ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার জন্য। আর দ্বিতীয় আযান দেয়া হয় ফজরের সময় হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য ও সালাতে আসার জন্য। অনুরূপ হাদীস বাইহাকী কুবরাতে আছে, সেখানে বলা হয়েছে আবু মাহযুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব দিতেন।

আমি (আলবানী) বলছি, সুতরাং 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' এটা ফজরের সময় হওয়ার পর মানুষকে ডাকার জন্য যে আযান দেয়া হয় ওই আযানে হবে না, বরং এটা ফজরের প্রথম আযানে দিতে হবে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য। আমি (আলবানী) বলছি, এই মাসালা নিয়ে এতা বেশি কথা না থাকার প্রথম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুয়াযযিনরা সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে না। দ্বিতীয়ত যারা কিতাবাদি লেখেছেন তারা এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে খুব কমই কথা বলেছেন। কেননা তাদের অধিকাংশই (তাদের মাঝে আছেন সাইদ সাবেক) এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করেছেন। হাদীসে যেভাবে স্পষ্ট করে এসেছে যে তাছবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে তারা এমন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। তবে ইবনু রাসলান ও সানয়ানী স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দান করুন। সুতরাং পূর্বের আলোচনার আলোকে কথা হচ্ছে ফজরের দ্বিতীয় আযানে তাছবীব দেয়া বিদআত, সুন্নাহ পরিপন্থি। এ বিষয়টা আরো মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব না দিয়ে দ্বিতীয় আযানে তাছবীব দেয়ার ক্ষেত্রে লেগে থাকা।

তারা আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাপারে কী বলবেন, "তোমরা কি ভালোটার পরিবর্তে মন্দটা গ্রহণ করছো? (সূরা আল বাকারা, ২:৬১)

ফায়েদাঃ পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার ও আবু মাহযুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার স্পষ্ট হাদীসের আলোকে ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাছবীব হবে। আর এটাই আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। আমি বলছি, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ যে কথা বলেছেন তাছবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে এ কথা আমাদের শাইখ মুকবির রহিমাহুল্লাহও বলেছেন। তবে শাইখ বিন বায ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা বলেন, ফজরের দ্বিতীয় আযানে তাছবীব হবে। আমি মনে করি আলবানী রহিমাহুল্লাহর মত সঠিক। আল্লাহ ভালো জানেন। মিসকুল খিতাম ১/৩৭০।

৭. ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আযান দেয়া মুস্তাহাব।

ইবনু উমার ও আয়িশা থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

নিশ্চয় বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই, ইবনু উম্মু মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা পানাহার করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৫৯]

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেই আযান দেয়ার হিকমাত স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ

বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেন, যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬০]

---

[৪৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯২।

[৪৬০] সহীহ বুখারী, হা/৬২১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৩।

৮. যে ব্যক্তি আযান ও ইকামত শুনবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, মুয়াযযিন যা বলবে, তাই বলা।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬১]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত মুয়াযযিন যা বলবে তা বলার ফযীলত সম্পর্কীত হাদীসে মুয়াযযিন যা বলবে তেমন বলার কথাই রয়েছে, তবে শুধু মুয়াযযিন হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বললে বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬২]

৯. আযানের পর হাদীসে বর্ণিত দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দুআ করে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে। দুআটি হলো,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

হে আল্লাহ! আপনি এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৩]

১০. আযান ও ইকামতের মাঝে বেশি বেশি দুআ করা মুস্তাহাব।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

---

[৪৬১] সহীহ বুখারী, হা/৬১১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৩।

[৪৬২] সহীহ মুসলিম, হা/৩৮৫, আবূ দাউদ, হা/৫২৭।

[৪৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৬১৪, আবূ দাউদ, হা/৫২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৭২২, তিরমিযী, হা/২১১।

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৪]

১১. আযানের জন্য বিনিময় গ্রহণ করা নিষেধ।

উসমান ইবনু আবূল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো। তবে দুর্বল মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৫]

১২. 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময়ে মুয়াযযিনের মাথা ও ঘাড় ডান দিকে ঘুরানো এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ে বাম দিকে ঘুরানো মুস্তাহাব।

আবূ জুহাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا - يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

আমি মক্কায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলাম। তিনি তখন আবতাহ (মুহাসসাব) নামক স্থানে লাল চামড়ার তৈরি একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ওযূর পানি নিয়ে আসলেন। (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূর পানি থেকে) কেউ পানি পেল, কেউ পেল না, সে অন্যের কাছ থেকে সামান্য নিয়ে নিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে আসলেন। তার গায়ে লাল রং এর চাদর শোভা পাচ্ছিল। আমি যেন তার পায়ের গোছার শুভ্রতা এখনো দেখতে পাচ্ছি। তিনি ওযূ করলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান দিলেন। আমি তার (বিলালের)

[৪৬৪] আবূ দাউদ, হা/৫২১, তিরমিযী, হা/২১২।

[৪৬৫] আবূ দাউদ, হা/৫৩১, তিরমিযী, হা/২০৯।

অনুসরণ করে এদিক ওদিক মুখ ঘুরাতে লাগলাম। সে ডানে বায়ে মুখ ঘুরিয়ে "হাইয়্যা আলাস সালাহ" ও "হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ" বলল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৬]

১৩. আযান দেয়ার সময়ে কানে আঙ্গুল দেয়া মুস্তাহাব।

আবু জুহাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ

আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ ঘুরাতে দেখলাম। তার (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৭]

১৪. কোন আযান ও ইকামত ছুটে গেলে সেগুলো পরে দেয়া মুস্তাহাব।

আবু উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রহি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার ওয়াক্ত সালাত হতে নিবৃত্ত রাখে। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিছু রাত চলে গেল তখন তিনি বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইকামত দিলে তিনি ইশার সালাত আদায় করালেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৮]

---

[৪৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৩।

[৪৬৭] তিরমিযী, হা/১৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭১১।

[৪৬৮] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৭৫, নাসাঈ, ২/১৭-১৮, তিরমিযী, হা/১৭৯।

১৫. ঈদের সালাতের কোন আযান নেই এবং 'আস সালাতু জামিআ' এমন কথাও বলা যাবে না।

জাবির ইবনু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে একবার দু'বার নয়, অনেক বার দু'ঈদের সালাত আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৬৯]

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে পৌঁছেই সালাত শুরু করতেন। এতে কোন আযান দেয়া হতো না, আবার ইকামতও দেয়া হতো না। এবং 'আস সালাতু জামিআহ' এমন কথাও বলা হতো না। বরং সুন্নাহ হলো, এগুলোর কোন কিছুই করা যাবে না।[৪৭০]

১৬. আযান ও ইকামতের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান থাকবে?

ইমাম বুখারী (রহি) অধ্যায় বেধেছেন যে, অধ্যায়: আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান কত হবে?[৪৭১] কিন্তু সেখানে পরিমাণটা প্রমাণিত হয়নি। ইবনু বাত্তাল (রহি) বলেন, এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। তবে এতে ওয়াক্ত শুরু হওয়া এবং মুসল্লীগণের একত্রিত হওয়াটাই বিবেচ্য বিষয়।

১৭. আযান হওয়ার পর মাসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ।

আবূশ শা'সা (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমরা আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম। ইতোমধ্যে মুয়াযযিন (সালাতের জন্য) আযান দিলো। এ সময়ে জনৈক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকল। আর আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রতি তাকিয়ে দেখতে থাকলেন। লোকটি মসজিদ

[৪৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৭, আবূ দাউদ, হা/১১৪৮, তিরমিযী, হা/৫৩২।

[৪৭০] যাদুল মাআদ, ১/৪৪২।

[৪৭১] সহীহ বুখারী, ২/১০৬।

থেকে বেরিয়ে গেল। এ দেখে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এ ব্যক্তি তো আবূল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাফরমানী করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৭২]

১৮. মুয়াযযিনের জন্য দাঁড়িয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

হে বিলাল, উঠো এবং সালাতের জন্য আযান দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৭৩]

১৯. মুয়াযযিনের জন্য কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব।

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, সুন্নাহ হলো, কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া।[৪৭৪]

فروع باب الأذان والإقامة

আযান ও ইকামত অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা।

মাসআলা -১: ফজরের প্রথম আযান না দিয়ে তার বদলে মানুষজন যে তাসবীহ পাঠ করে তা বিদআত।

আশ শুকাইরী (রহি) বলেন, মানুষজন ফজরের আগে মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে যে বলে, হে রব! মুসতফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদাতে আমাকে মাফ করুন, এটি হলো বিদয়াতী ও অজ্ঞতাপূর্ণ মাধ্যম গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে সেই সময়ে তাসবীহ পাঠ করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, কবিতা পাঠ করা, এই সবগুলো দীনের মধ্যে বিদআত ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিবর্তনকারী।[৪৭৫]

ইবনুল জাওযী (রহি) বলেন, আমরা অনেককেই দেখি যে, তারা রাতে মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষকে উপদেশ দেয় (ওয়াজ করে)। তাদের কেউ কেউ উচ্চ স্বরে কুরআন থেকে

---

[৪৭২] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৫, নাসাঈ, ২/২৯, তিরমিযী, হা/২০৪, আবূ দাউদ, হা/৫৩৬, ইবনে মাজাহ, হা/৭৩৩।

[৪৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৬০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৩৭৭।

[৪৭৪] আল আওসাত, ৩/২৮।

[৪৭৫] আস সুনান ওয়াল মুবতাদিয়াত, ৪৯ পৃ.।

কোন সূরা তিলাওয়াত করে, মানুষজনকে ঘুম থেকে বিরত রাখে এবং মুজতাহিদদেরকে তাদের পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি করে। এই সবগুলোই হলো অন্যায় কাজ।[৪৭৬]

মাসআলা -২: মুয়াযযিনের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার সময়ে দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে দুই চোখ মাসাহ করা বিদআত।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুয়াযযিনের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলা শুনলে তার দুই শাহাদাত আঙ্গুলের অগ্রভাগের ভিতরের দিকে চুমু দিলেন এবং তার দুই চোখ মাসাহ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার বন্ধু যেমনটি করেছেন, কেউ যদি এমনটি করে, তাহলে তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে। এই হাদীসটি মাওযূ।[৪৭৭]

মাসআলা -৩: ইমামের আযান দেয়া শরীআতসম্মত নয় এই মর্মে বর্ণনাটি যঈফ।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমামকে মুয়াযযিন হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি যঈফ।[৪৭৮]

মাসআলা -৪: যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামত দিবে মর্মে বর্ণনাটি যঈফ।

যিয়াদ ইবনুল হারিস আস সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের প্রথম নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। তারপর বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ভাই সুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামত দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমিই ইকামত দিলাম। এই হাদীসটি যঈফ।[৪৭৯]

---

[৪৭৬] তালবীসুল ইবলীস, ১৫৭ পৃ.।

[৪৭৭] আল মাকাসিদ, হা/১০২১, আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআত, হা/১৮।

[৪৭৮] বাইহাকী, ১/৪৩৩, আল কামিল ইবনু আদী, ১/৩২৩।

[৪৭৯] আবূ দাউদ, হা/৫১৪, তিরমিযী, হা/১৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/৭১৭।

الباب الثالث شروط الصلاة

তৃতীয় অধ্যায়: সালাতের শর্তসমূহ।

শাব্দিক অর্থে শর্ত হলো আলামত বা লক্ষণ। এই অর্থেই আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে (সূরা মুহাম্মাদ: ১৮)। ফকীহগণের ভাষায়, শর্ত হলো, যেটি না থাকলে যার জন্য শর্ত করা হলো, সেটিও যদি না থাকে, তাহলে তাকে শর্ত বলে।

সালাত সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ:

১. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া সম্পর্কে জানা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (সূরা আন নিসা: ১০৩)। কোন ওজর ছাড়া সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগেও সালাত সঠিক হবে না, আবার ওয়াক্তের পরে আদায় করলেও তা সঠিক হবে না।

২. ছোট ও বড় নাপাকি থেকে পবিত্র থাকা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে (গোসল করার মাধ্যমে) বিশেষভাবে পবিত্র হবে (সূরা আল মায়িদা ৫:৬)।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮০]

৩. পোশাক, শরীর এবং যেই স্থানে সালাত আদায় করবে সেই স্থান পবিত্র হওয়া।

পোশাক পবিত্র হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

আর আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র করুন (সূরা আল মুদ্দাসসির: ৪)।

মুআবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি উম্মু হাবীবাহ (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম,

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী সহবাস করার পরে কি পরিহিত কাপড়ে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তাতে কোনরূপ নাপাকি পরিদৃষ্ট না হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮১]

শরীর পবিত্র হওয়া সম্পর্কে, আলী (রা) যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ তুমি ওযূ করো এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮২]

আর মুস্তাহাযা মহিলাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, اغسلي عنك الدم وصلّي (যখন হায়েযের রক্ত বন্ধ হবে) তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮৩]

স্থান পবিত্র হওয়া সম্পর্কে, যখন এক বেদুঈন এসে মসজিদে প্রস্রাব করে দিল, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণকে বলেছিলেন,

أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

---

[৪৮০] সহীহ মুসলিম, হা/২২৪, তিরমিযী, হা/১।

[৪৮১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১১২, আবূ দাউদ, হা/৩৬৬, নাসাঈ, ১/১৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/৫৪০।

[৪৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯।

[৪৮৩] সহীহ বুখারী, হা/২২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৩।

তোমরা তার প্রস্রাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮৪]

৪. সতর ঢাকা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক গ্রহণ করো (সূরা আল আরাফ: ৩১)। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সতর ঢাকো। কেননা তারা সেই সময়ে উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লার তাওয়াফ করতো। আর পুরুষ ব্যক্তির সতর হলো, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ

পুরুষ ব্যক্তির সতর হলো, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এই হাদীসটি হাসান।[৪৮৫]

আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামার (রা) কে বলেছিলেন,

يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ

হে মামার! তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখো, কেননা উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ।[৪৮৬]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওলী হাদীসগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে উরু যে সতরের অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়ে দ্বিধা করা উচিত নয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মতের দিকেই গিয়েছেন অধিকাংশ আলেম। আর ইমাম শাওকানী (রহি) তার 'নাইলুল আওতার' (২/৫২-৫৩) ও 'সাইলুল জাররার' (১/১৬০-১৬১) কিতাবে এই মতের ওপরই নিশ্চিত হয়েছেন। তবে এটি বলা সম্ভব যে, দুই লজ্জাস্থানের সতরের তুলনাতে উরুর সতর হালকা। আর এই মতের দিকেই ঝুঁকেছেন ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) তার 'তাহযীবুস সুনান' কিতাবে, যেমনটি আমি আল ইরওয়া (১/৩০১) কিতাবে তার থেকে বর্ণনা করেছি।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

---

[৪৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৬১২৮।

[৪৮৫] দারাকুতনী, ১/২৩০-২৩১।

[৪৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৯০, সহীহ বুখারী, ১/৪৭৮।

কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা খিমার বা ওড়না ছাড়া সালাত আদায় করলে আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮৭]

খিমার হলো, যেটি মহিলার মাথা ঢেকে রাখে। যদি মাথা ঢেকে রাখাই ওয়াজিব হয়, তাহলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রাখা তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। এই বিষয়টি প্রমাণ করে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, যাতে তিনি বলেন,

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করতেন। আর তার সাথে মুসলিম মহিলাগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের জামাআতে হাজির হতেন। অতঃপর সালাত আদায় করে তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাদের চিনতে পারতো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮৮]

আবার মুসল্লীর উভয় কাঁধে কাপড়ের কোন অংশ না রেখে এক কাপড়েই সালাত আদায় করতে অনেক হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সেগুলো মধ্যে আছে,

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৮৯]

আবার আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু'প্রান্ত বিপরীত পাশে রাখে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯০]

---

[৪৮৭] আবূ দাউদ, হা/৬৪১, তিরমিযী, হা/৩৭৭, ইবনে মাজাহ, হা/৬৫৫।

[৪৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৫।

[৪৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫১৬।

[৪৯০] সহীহ বুখারী, হা/৩৬০।

৫. কিবলামুখী হওয়া।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করেছি। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান (সূরা আল বাকারা ২:১৪৪)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ফরয ও নফল সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তিনি কিবলামুখী হতেন। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হতে আদেশ করেছেন। তিনি সালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে বলেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯১]

প্রচণ্ড ভীতিকর অবস্থাতে এবং সফরে বাহনের ওপর নফল সালাত আদায় করার সময়ে কিবলামুখী না হওয়াও জায়েয।[৪৯২]

আর নফল সালাতে শরীআত প্রণেতা কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি হালকা করেছেন এবং বাহনের ওপরে কিবলামুখী হোক বা না হোক, যেকোন দিকে ফিরে সালাত আদায় করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমির (রহি) তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তার সওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯৩]

---

[৪৯১] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

[৪৯২] এই বিষয়ে, অধায় একাদশ: ভয় ভীতির সালাত' এই অধ্যায় দেখুন।

[৪৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১০৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/৭০১।

আনাস ইবনু সীরীন (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ – وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ، عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ – فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ! قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ

আনাস ইবনু মালিক (রা) যখন সিরিয়া হতে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুৎ তামর (নামক) স্থানে আমরা তার সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯৪]

৬. নিয়্যাত করা।

কেননা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

প্রত্যেকটি আমল নিয়্যাতের ওপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেকে সেটিই পায়, যার জন্য সে নিয়্যাত করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯৫]

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীয়্যাহ (রহি) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন। এর আগে তিনি কোন কিছুই বলতেন না। আর তিনি কখনোই নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করতেন না। আর তিনি এটিও বলতেন না যে, কিবলামুখী হয়ে ইমাম বা মুক্তাদী অবস্থাতে আমি আল্লাহর জন্য চার রাকআত সালাত আদায় করছি। আবার তিনি এটিও বলতেন না যে, সালাত আদায় করছি বা কাযা আদায় করছি। এই দশটি বিদআতের একটি শব্দও কেউ সহীহ, যঈফ, মুসনাদ অথবা মুরসাল সনদেও বর্ণনা করেননি। বরং কোন সাহাবীগণ থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়নি। আর তাবেঈগণ ও চার ইমামের কেউই এটিকে ভালো মনে করেননি।[৪৯৬]

---

[৪৯৪] সহীহ বুখারী, হা/১১০০, সহীহ মুসলিম, হা/৭০২।

[৪৯৫] সহীহ বুখারী, হা/১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৭।

[৪৯৬] যাদুল মাআদ, ১/১৯৪।

فروع تتعلق بشروط الصلاة

সালাতের শর্তসমূহ অধ্যায়ের কিছু শাখা মাসআলা।

মাসআলা- ১: অপবিত্রতা নিয়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি তার সেই অপবিত্রতা সম্পর্কে জানতে না পারে, তাহলে তার সেই সালাত সঠিক হবে এবং তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। আর যদি সালাত আদায় করা অবস্থাতে সেই অপবিত্রতা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে যদি সেটি দূর করা সম্ভব হয়, যেমন অপবিত্রতা দুই জুতাতে লেগে আছে অথবা সতর ঢাকা ছাড়া অতিরিক্তি কাপড়ে লেগে আছে, তাহলে সেই অপবিত্রতা দূর করবে এবং সালাত পুরা করবে।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، أَوْ قَالَ: أَذًى، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায়কালে তার জুতাজোড়া খুলে তার বাম পাশে রেখে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকেরাও তাদের জুতা খুলে রাখল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে বললেন, তোমরা তোমাদের জুতা খুললে কেন? তারা বলল, আপনাকে জুতাজোড়া খুলে রাখতে দেখে আমরাও জুতা খুলে রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাজোড়ায় নাপাকি লেগে আছে। তিনি আরো বললেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন তার জুতাজোড়া দেখে নেয়। তাতে নাপাকি দেখতে পেলে যেন জমিনে তা ঘষে নিয়ে পরিধান করে সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯৭]

[৪৯৭] আবূ দাউদ, হা/৬৫০।

মাসআলা- ২: কোন ব্যক্তি যদি কিবলা তালাশ করার পরে যেই দিকে কিবলা মনে করলো সেই দিকে ফিরেই সালাত আদায় করলো, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তার ভুল হয়েছে, তাহলেও তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।

কেননা আমির ইবনু রাবী'আহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥]

এক অন্ধকার রাতে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা ধারণা করতে পারছিলাম না কিবলা কোন দিকে হবে। কাজেই আমাদের সকলেই নিজ নিজ ধারণা মোতাবিক কিবলার দিক নির্ধারণ করে সালাত আদায় করে। আমরা বিষয়টি সকাল বেলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উত্থাপন করলাম। তখন নাযিল হয়: তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ তা'আলার চেহারা (সূরা আল বাকারা: ১১৫)। এই হাদীসটি হাসান।[৪৯৮]

[৪৯৮] তিরমিযী, হা/২৯৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১০২০।

الباب الرابع كيفية الصلاة

চতুর্থ অধ্যায়: সালাতের পদ্ধতি।

الفصل الأول: صفة الصلاةِ

প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাতের বর্ণনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন ফরযই হোক আর নফলই হোক উভয় অবস্থাতেই তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করতেন, আর তিনি তাকবীর বলার সাথে দুই হাত উত্তোলন করতেন। তারপর তিনি ডান হাতকে বাম হাতের ওপর দিয়ে বুকের ওপর রাখতেন। তারপর তিনি জমিনের দিকে দৃষ্টি দিতেন। তারপর তিনি বিভিন্ন ধরনের দুআ পড়া শুরু করতেন। সেই দুআগুলোতে তিনি আল্লাহ তাআলার গুণকীর্তন, প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করতেন। তারপর তিনি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পাঠ করতেন, কিন্তু এগুলো তিনি স্বরবে পাঠ করতেন না। তারপর তিনি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পাঠ করতেন। সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে তিনি আমীন বলতেন। আমীন বলার সময়ে তিনি স্বরবে ও লম্বা করে বলতেন। তারপর তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য আরেকটি সূরা পাঠ করতেন, যাতে তিনি কখনো দীর্ঘ করতেন, আবার কখনো সংক্ষেপ করতেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে স্বরবে তিলাওয়াত করতেন। আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআত এবং ইশার শেষের দুই রাকআতে নীরবে তিলাওয়াত করতেন।

এছাড়াও তিনি জুমআ, দুই ঈদের সালাত, বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতেও স্বরবে তিলাওয়াত করতেন। তিনি শেষের দুই রাকআতকে প্রথম দুই রাকআতের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ বা কখনো পনের আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সংক্ষিপ্ত করতেন। কখনো তিনি শুধু সূরা আল ফাতিহাই তিলাওয়াত করতেন।

তারপর তিনি কিরাআত শেষ করে একটু সময় চুপ থাকতেন। তারপর রফউল ইয়াদাইন করে তাকবীর দিয়ে তিনি রুকূতে যেতেন। রুকূতে তিনি তার দুই হাতকে দুই হাঁটুর ওপর রাখতেন এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন। তিনি তার হাতকে হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখতেন, যেন তিনি দুই হাঁটু শক্ত করে ধরে আছেন। তিনি দুই কনুইকে পার্শ্ব থেকে দূরে রাখতেন এবং পিঠকে সোজা করে রাখতেন, এমনকি যদি এর ওপর পানি ঢালা হয়, তাহলে সেটি গড়িয়ে না পড়ে স্থির থাকবে।

আর তিনি রুকূতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন এবং বলতেন, সুবহানা রব্বীয়াল আযীম (তিনবার)। আবার তিনি রুকূতে বিভিন্ন ধরনের যিকির ও দুআ পাঠ করতেন। কখনো এই দুআ আবার কখনো আরেকটি দুআ পাঠ করতেন। আর তিনি রুকূ ও সিজদাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, এই সময়ে তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই বলতেন, রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ', কখনো কখনো তিনি এর চেয়েও বেশি বলতেন। তারপর তিনি তাকবীর বলে সিজদাতে লুটিয়ে পড়তেন এবং এই সময়ে তিনি তার দুই হাঁটু জমিনে রাখার আগে দুই হাত রাখতেন। সিজদাতে তিনি দুই হাতের তালুর ওপর ভর দিতেন এবং হাত দু'টিতে প্রসারিত করে রাখতেন, আঙ্গুলগুলোকে আটোসাটো করে কিবলামুখী করে রাখতেন। আর তিনি সিজদাতে হাত দু'টিকে তার কাধ বরাবর রাখতেন, কখনো তিনি তার দুই কান বরাবর রাখতেন এবং তার নাক ও কপাল জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, আমি সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। সেগুলো হলো, কপাল, এই বলে তিনি তার নাকের দিকেও ইঙ্গিত করছেন, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ। তিনি আরো বলতেন, ঐ ব্যক্তির সালাত বিশুদ্ধ হয় না, যে ব্যক্তি তার কপালের মতো নাক মাটিতে ঠেকায় না। আর তিনি সিজদাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন এবং বলতেন, 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' (তিনবার)। আর সিজদাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের যিকির ও দুআ করতেন। কখনো তিনি এটি পড়তেন, আবার কখনো তিনি আরেকটি পড়তেন।

এই রুকন অর্থাৎ সিজদার সময়ে তিনি বেশি বেশি দুআ করার আদেশ করতেন। তারপর তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর ধীরস্থিরভাবে বসতেন এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে ডান পাকে খাড়া করে রাখতেন। এসময় তিনি বলতেন,

اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني

হে আল্লাহ আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, আমার ওপর দয়া করুন, আমার ঘাটতি পুরা করুন, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, আমাকে হিদায়াত ও নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন। তারপর তিনি তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করতেন। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা তুলতেন। তারপর (দ্বিতীয় সিজদার পরে) তিনি বাম পায়ের ওপর বসতেন, যাতে প্রত্যেক হাড় তার স্বস্থানে ফিরে যায়। তারপর তিনি জমিনের ওপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠতেন।

সেই রাকআতটিও তিনি প্রথম রাকআতের মতোই আদায় করতেন। তবে তিনি সেটিকে প্রথম রাকআতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত করতেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তাশাহুদে বসতেন। যদি সালাত দুই রাকআত বিশিষ্ট হয়, তাহলে

তিনি পা বিছিয়ে দিয়ে বসতেন, যেমনভাবে তিনি দুই সিজদার মাঝে বসতেন। অনুরূপভাবে তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম বৈঠকেও তিনি এভাবে বসতেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহুদে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান উরুর ওপর, আর বাম হাতের তালুকে বাম উরুর ওপর রাখতেন। এসময়ে তিনি বাম হাত প্রসারিত করে রাখতেন আর ডান হাতের তালু মষ্টিবদ্ধ করে শাহাদত আঙ্গুল উত্তোলন করে ইশারা করতেন, আর তিনি সেই আঙ্গুলের দিকেই দুষ্টি রাখতেন। আর তিনি এই আঙ্গুল উত্তোলন করে এটি দিয়ে নাড়িয়ে দুআ করতেন। আর তিনি বলতেন, এটি (শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করাটা) শয়তানের জন্য লোহা দিয়ে লড়াই করার চেয়ে বেশি কঠিন।

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দুই রাকআতে তাশাহুদ পড়তেন। আর তিনি প্রথম তাশাহুদের বৈঠকসহ অন্যান্য বৈঠকে নিজের ওপর দরুদ পড়তেন এবং তার উম্মতের জন্যও এটি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর তিনি সালাতে বিভিন্ন ধরনের দুআ পাঠ করতেন।

তারপর তিনি 'আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। কখনো তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোতে 'ওয়া বারাকাতুহ' শব্দ বাড়িয়ে দিতেন।

বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতিতে নারী ও পুরুষ সকলেই একই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে এমন কোন বর্ণনা আসেনি, যেটি দাবি করে যে, নারীরা এই পদ্ধতি থেকে কিছু ব্যতিক্রম করবে। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক কথা হলো, তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো, যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখছো।

الفصل الثاني أركان الصلاة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সালাতের রুকনসমূহ।

১. ফরয সালাতে সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও (সূরা আল বাকারা: ২৩৮)।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পারো তাহলে শুয়ে সালাত আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৪৯৯]

২. তাকবীরে তাহরীমা

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়। এই হাদীসটি হাসান।[৫০০]

আবার আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ

---

[৪৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১১১৭।

[৫০০] আবূ দাউদ, হা/৬১, তিরমিযী, হা/৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫।

যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তুমি তাকবীর বলবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০১]

৩. প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

উবাদাহ ইবনু সমিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়লো না তার সালাত হলো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০২]

আবার আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে কিরাআত করার আদেশ করে বললেন,

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

তারপর ঠিক এভাবেই তুমি তোমার পুরো সালাতের যাবতীয় কাজ সমাধা করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৩]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-২৯: মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান।

এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে:

প্রথম মত: সেররী (নীরবে) ও জেহরী (উচ্চস্বরে) কোন সালাতেই মুক্তাদীরা কিছুই পড়বে না। হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত (ইবনু মাজাহ, হা/৮৫০, যঈফ)। ইবনে মুনযির এই মতটি সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উয়াইনাহ ও একদল কুফাবাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা ইমাম আবু হানীফা (রহি) এর মাযহাব।

দ্বিতীয় মত: শুধু সেররী সালাতে মুক্তাদীরা কিরাআত পড়বে, জেহরী সালাতে পড়বে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনযোগ দিয়ে সেটা শুনো ও চুপ থাকো যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (সূরা আল আরাফ:২০৪)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা

---

[৫০১] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

[৫০২] সহীহ বুখারী, হা/৭৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৪, তিরমিযী, হা/৩৪৭।

[৫০৩] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

চুপ থাকো। ইবনে মুনযির (রহি) এই মতটি যুহরী, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক (রহি) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মতঃ সেররী সালাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পাঠ করবে। আর জেহরী সালাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। [কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪)। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি সাহাবীদের বললেন যে, সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। সাহাবীগণ বললেন যে, হ্যাঁ। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করো না। কারণ যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না। (সহীহঃ মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ হা/৮২৩, তিরমিযী হা/৩১১, ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৫)] এই হাদীসগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। ইবনে মুনযির এই মতটি ইবনু আউন, আওযায়ী, আবু সাওর, ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি ইমাম বুখারীর মাযহাব।

আবু আব্দুল্লাহ (মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম) বলেন, তৃতীয় মতটিই সঠিক। কারণ এই মতের পক্ষে হাদীসগুলো সহীহ। আর প্রথম মতের দলীলটি যঈফ। যার সনদে জাবির আল জুফী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ঐ হাদীসের অন্য আরেকটি মুরসাল সনদ আছে। ইবনু কাছীর (রহি) তার তাফসীরে বলেছেন, ঐ হাদীসটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একটিও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

আর দ্বিতীয় মতের দলীলগুলো আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। আর তৃতীয় মতের দলীলগুলো খাস বা নির্দিষ্ট। আর এই আম ও খাসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই তৃতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন শায়খ মুকবিল বিন হাদী, শায়খ ইবনে উসাইমীন (রহি)। ফাতহুল আল্লাম, মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪১১।

৪-৫. রুকূ করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ করো, সিজদা করো (সূরা আল হাজ্জঃ ৭৭)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

তারপর তুমি রুকূ করবে, এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৪]

৬-৭. রুকূর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাতে পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার সালাত যথেষ্ট হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৫]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৬]

৮-৯. সিজদা করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ করো, সিজদা করো (সূরা আল হাজ্জ: ৭৭)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন,

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

তারপর তুমি সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর তুমি আবার সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেব। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৭]

---

[৫০৪] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

[৫০৫] আবূ দাউদ, হা/৮৫৫, তিরমিযী, হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/৮৭০।

[৫০৬] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

[৫০৭] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

সিজদার অঙ্গ হলো সাতটি: ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ

আমি সাতটি অঙ্গের ওপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। সেগুলো হলো, কপাল, (এই বলে তিনি তার নাকের দিকেও ইশারা করলেন), দু'হাত, দু'পা এবং দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহ। আমি যেন সিজদার সময়ে চুল ও কাপড় ধরে না রাখি এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৮]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩০: সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার বিধান

সাত অঙ্গের উপর সিজদা করা যে পরিপূর্ণ সিজদা সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। বিদ্বানদের মতভেদ হলো কয়টি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব এ নিয়ে।

প্রথম মত: সাত অঙ্গের উপর সিজদা করাই ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেয়ীর দুই মতের একটি মত। এই মতকে তার ছাত্র কাসীর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা ইমাম আহমাদের বিশুদ্ধ প্রসিদ্ধ মত ও এটা তার অনেক ছাত্রের মত। এমনিভাবে এটা ইমাম মালেক, ইসহাক, যুফার ও তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল:

লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার জন্য আদেশ এসেছে, যা ওয়াজিব বুঝায়।

দ্বিতীয় মত: শুধু কপালের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। এটা আবু হানিফা, তার দুই ছাত্র, শাফেয়ীর দ্বিতীয় মত ও আহমাদের একটি মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা অধিকাংশ ফকীহর মত। তাদের দলীল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, "আমার চেহারা সিজদা করেছে"। তারা বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে সিজদা শুধু চেহারায় হবে। আর চেহারার উপর সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা হয়। অন্য অঙ্গ এর উপর সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা হয় না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত। আর তা হচ্ছে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। মিসকুল খিতাম ১/৪৪৬।

---

[৫০৮] সহীহ বুখারী, হা/৮১২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯০।

১০-১১. দুই সিজদার মাঝে বসা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাতে পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার সালাত যথেষ্ট হয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫০৯] নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে বললেন,

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

তারপর তুমি সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করেব। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর তুমি আবার সিজদা করবে এমনকি তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১০]

১২. শেষ বৈঠকে বসে তাশাহুদ পড়া।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, ''আসসালামু আলা জিব্রীল ওয়া মিকাইল এবং আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।'' তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক 'ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

---

[৫০৯] আবূ দাউদ, হা/৮৫৫, তিরমিযী, হা/২৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/৮৭০।

[৫১০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও জমিনের আল্লাহর সকল নেক বান্দার নিকট পৌঁছে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১১]

আমি (লেখক) বলছি, তাশাহুদের অনেক ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এই সবগুলোই সহীহ। এই বিষয়ে দেখুন আমাদের কিতাব, 'ইরশাদুল উম্মাহ ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' এই কিতাবের সালাত অধ্যায়। তবে এগুলোর মধ্যে বেশি সহীহ হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু মাসউদ (রা) এর তাশাহুদ। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

১৩. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা।

ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

এক লোককে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাতের মাঝে দুআ করতে শুনলেন, কিন্তু সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়েনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তিটি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে বা অপর কাউকে বললেন, তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণগান করে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দুআ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১২]

আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। বাশীর ইবনু সা'দ (রা) তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কীভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বললাম, সে যদি তাকে এ প্রশ্ন না করতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো

[৫১১] সহীহ বুখারী, হা/৮৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৪০২।

[৫১২] তিরমিযী, হা/৩৪৭৭, আবূ দাউদ, হা/১৪৮১, নাসাঈ, ৩/৪৪।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তার পরিবার পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। আর সালাম দেয়ার নিয়ম যা তোমরা ইতিপূর্বে জেনেছ। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১৩]

সালামের পূর্বে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ যখন (সালাতে) তাশাহুদ পড়ো তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করবে। এ বলে দুআ করবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১৪]

১৪. সালাম ফিরানো।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكبيرُ، وَتَحْليلُها التَّسْليمُ

সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়। এই হাদীসটি হাসান।[৫১৫]

---

[৫১৩] মুসনাদে আহমাদ, ৪/১১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪০৫, তিরমিযী, হা/৩২২০, আবূ দাউদ, হা/৯৮০।

[৫১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮৮।

[৫১৫] আবূ দাউদ, হা/৬১, তিরমিযী, হা/৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৫।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলে ডান দিকে এবং "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। এ সময় তার গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১৬]

الفصل الثالث واجبات الصلاة

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সালাতের ওয়াজিবসমূহ।

১. প্রথম তাশাহুদ।

ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দু'রাকআতের বৈঠকে বসবে, তখন তোমরা বসে বলবে,

التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সকল প্রকার মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক 'ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার ওপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

তারপর তার নিকট যেই দুআ পছন্দ হয় সেটি দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১৭]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারীকে তাশাহুদের আদেশ করে বলেছিলেন,

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ

[৫১৬] আবূ দাউদ, হা/৯৯৬, তিরমিযী, হা/২৯৫, নাসাঈ, ৩/৬৩, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৪।

[৫১৭] মুসনাদে আহমাদ, ১/৪৩৭, নাসাঈ, ২/২৩৮।

তুমি সালাতের প্রথম বৈঠকে প্রশান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিবে, অতঃপর তাশাহুদ পড়বে। এই হাদীসটি হাসান।[৫১৮]

২. মুসল্লীর সামনের দিকে সুতরা গ্রহণ করা যা তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে বাধা দিবে।

সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، مَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

তোমাদের কেউ সুতরা স্থাপন করে সালাত আদায় করলে যেন সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায়। যাতে করে শয়তান তার সালাত ভঙ্গ করতে না পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫১৯]

দেয়াল, স্তম্ভ, পুঁতে দেয়া লাঠি এবং বাহনকে থামিয়ে সুতরা বানিয়ে সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করা যাবে।

সাহল ইবনু সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের স্থান ও দেয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২০]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন তার সম্মুখে ছোট বর্শা পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তার পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২১]

---

[৫১৮] আবূ দাউদ, হা/৮৬০।

[৫১৯] আবূ দাউদ, হা/৬৯৫, নাসাঈ, ২/৬২।

[৫২০] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৮, আবূ দাউদ, হা/৬৯৬।

[৫২১] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৪।

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

আমরা সালাত আদায় করতাম আর এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে জীবজন্তু চলাফেরা করতো। এ ব্যাপারটি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কারো সামনে হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় কিছু দাঁড় করানো থাকলে, তার সামনে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২২]

নাফি (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ،» وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ، إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) যখন কা'বায় প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তার ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। আর তিনি বলেন, কা'বা ঘরে যেকোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করাতে আমাদের কারো কোন দোষ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২৩]

সালাত আদায়কারী তার ও সুতরার মাঝে কাউকে যেতে দিবে না।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

তোমাদর কেউ যখন সালাত আদায় করে, সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে বিরত না হয়, তবে (সালাত আদায়কারী) তার (অতিক্রমকারীর) বিরুদ্ধে (লড়াই করবে) অস্ত্র ধারণ করবে। কেননা তার সাথে শয়তান রয়েছে। এই হাদীসটি

---

[৫২২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/৯৪০, মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৬৩।

[৫২৩] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬।

সহীহ।[৫২৪] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২৫]

সুতরা গ্রহণ না করে সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর অতিক্রম করলে তার সালাত বাতিল হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু সামিত (রহি) আবূ যার (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, সে যেন হাওদার খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি সে তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় না করায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর চলাচল করলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনু সামিত (রহি) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ যার (রা) কালো কুকুরের কি অপরাধ অথচ লাল ও হলুদ বর্ণের কুকুরও তা রয়েছে? তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছো, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রকম প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছেন, কালো কুকুর হলো শয়তান। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২৬]

---

[৫২৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৯৫৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৮৬।

[৫২৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৫।

[৫২৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫১০, আবূ দাউদ, হা/৭০২, তিরমিযী, হা/৩৩৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯৫২।

সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম।

উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ (রহি) এর মুক্তদাস আবূন নাযর (রহি) বর্ণনা করেন বুসর ইবনু সাঈদ (রহি) হতে, আর তিনি বর্ণনা করে আবূ জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে সাম্মাহ আল আনসারী (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন নাযর (রহি) বলেন, আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা মাস কিংবা চল্লিশ বছর বলেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২৭]

ইমামের সুতরাই হলো মুক্তাদীদের সুতরা।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

আমি একটা মাদী গাধীর উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হবার নিকটবর্তী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে দেয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী হতে অবতরণ করলাম। গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি। এই হাদীসটি সহীহ।[৫২৮]

---

[৫২৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১০, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৭।

[৫২৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩১: সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব সমূহ:

১-৩. (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সকল তাকবীর) স্থানান্তরের সময় তাকবীর اللهُ أَكْبَرُ [আল্লাহ মহান] বলা, রুকু থেকে ওঠে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন] বলা ও رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ [হে আমাদের প্রতিপালক সব প্রশংসা তোমার] বলা।[৫২৯]

৪-৫. সালাতের মাঝে (তিন বা চার রাকাআত সালাতে) বৈঠক (প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা) ও তাশাহুদ পাঠ।[৫৩০]

৬. রুকুতে পঠিতব্য যিকির বা দু'আ।[৫৩১]

৭. সিজদায় পঠিতব্য যিকির বা দুআ।[৫৩২]

৮. সালামের পূর্বে চারটি বিষয় হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩২: স্থানান্তরের তাকবীর (এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার জন্য তাকবীর) বলার বিধান

প্রথম মত: স্থানান্তরের তাকবীর ওয়াজিব। এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ ও ইবনু হাযম রহিমাহুমুল্লাহদের মত। এই মতের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস। এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি এই তাকবীর কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করো"।

দ্বিতীয় মত: স্থানান্তরের তাকবীর মুস্তাহাব। এটা সাহাবী, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল:

(১) সালাতে ভুলকারীর হাদীসে স্থানান্তরের তাকবীর আলোচনা করা হয়নি।

---

[৫২৯] সহীহ বুখারী হা/৭৮৯, সহীহ মুসলিম হা/৩৯২।

[৫৩০] হাসান: আবূ দাউদ হা/৮৬০, আল ইরওয়া আল গালীল হা/৩৩৬।

[৫৩১] সহীহ মুসলিম হা/৭৭২

[৫৩২] সহীহ মুসলিম হা/৭৭২

(২) এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো আদেশ আসেনি। যা এসেছে তা হলো তার কর্ম। আর তার কর্ম ওয়াজিব প্রমাণ করে না।

তৃতীয় মতঃ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর শরীআতসম্মত নয়। এই মত উসমান, মুয়াবীয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, ইবনু সিরীন, সাঈদ ইবনু যোবায়ের, উমার ইবনু আব্দুল আজীজ, হাসান বাসারী, কাসেম ইবনু মুহাম্মদ, সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু উমার রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে তাকবীরের কথা বলে তারপর বলেন, আমাকে বলেছে, এটা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসে ইঙ্গিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিন্তু বিদ্বানদের মাঝে বড় একটা দল এই হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি আস্তে বা গোপনে তাকবীর দিয়েছে।

ফাতহুল বারীর টীকায় বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উসমান ও মুয়াবীয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে যে বর্ণিত হয়েছে, তারা তাকবীর দিতেন না এর অর্থ হচ্ছে তারা জোরে তাকবীর দিতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তারা তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তাদের উপর এমন ধারণা করা যায় না। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, তারা এই তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে তাদের দুজনের মতামতের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল সাহাবীর কথা প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহ ভালো জানেন।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এই মতকেই বিন বায রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর টীকায় প্রাধান্য দিয়ে বলেন, দলীলের ভিত্তিতে এই মতই শক্তিশালী। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাকবীরকে সংরক্ষণ করেছেন ও তা দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আর আদেশের চাহিদা হলো তা ওয়াজিব বুঝাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে"।

(আওসাত, ৩/১৩৪, মুহাল্লা, ২/২৮৬, মুগনী, ১/৫০২, মাজমু, ৩/৩৬৪, শারহে মুসলিম, ৩৯২, ইবনু রজব, ৭/১৪১, ফাতহুল বারী, ২/২৭০, নাইলুল আওতার, ৩/১৭৪)। মিসকুল খিতাম ১/৪৫৪।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৩ঃ মুক্তাদীরা কি ইমামের সাথে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে?

একটি পরিত্যক্ত সুন্নাত হচ্ছে, অধিকাংশ মুসল্লী ইমামের সাথে **'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'** বলে না। মুক্তাদীরা শুধু 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে। এভাবে একটি যিকিরকে নষ্ট করা হয়েছে এবং এক যিকিরকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় রুকূ থেকে কিয়াম তথা দাঁড়ানো হয়। আর রুকূ থেকে দাঁড়ানোর দুআ হচ্ছে, **'সামিয়াল্লাহু লিমান**

হামিদাহ'। ইমাম হোক বা একাকী উভয়ই এ দুআ রুকূ থেকে দাঁড়ানোর সময় পড়বে। আর দাঁড়িয়ে উভয়ই 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। কিন্তু বর্তমানে ইমাম যখন **'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'** বলে তখন মুক্তাদীরা 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে। প্রথমত ইমামের আল্লাহু আকবার বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীরা যেমন আল্লাহু আকবার বলে তেমনভাবে তারা এখানে ইমামের সাথে **'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'** না বলে একটি সুন্নাতকে নষ্ট করছে। দ্বিতীয়ত তারা একটি সুন্নাতকে স্বস্থানে না রেখে অন্যস্থানে রেখেছে। আল হুদা ওয়ান নূর ১১/১৮৩, জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিল ফিকহ ৫/৩৬৫।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৪: রুকূ থেকে ওঠার সময় মুসল্লী যে যিকির করবে।

প্রথম মত: মুসল্লী রুকূ থেকে উঠাবস্থায় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' শেষ পর্যন্ত। এই দুইটা যিকির ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী সবার জন্য বলা মুস্তাহাব। এই মত আতা, আবু বুরদা, মুহাম্মদ ইবনু সিরীন, ইসহাক, শাফেয়ী ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। সহীহ বুখারী হা/৬৩১।

দ্বিতীয় মত: ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী শুধু বলবে, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' আর মুক্তাদী শুধু রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। এটা ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার, আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, ইমাম শাবী, মালেক ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহদের মত।

তৃতীয় মত: ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' উভয়টিই বলবে। আর মুক্তাদী শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী সবাই বলবে। আর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' শুধু ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী বলবে, মুক্তাদী বলবে না। আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, "ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, তোমরা 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে"।

(আওসাত ৩/১৬১, ইস্তিযকার ৫/৪০৫, মুগনী ৫০৮-৫১০, মাজমু ৩/৩৯২, ইবনু রজব ৭/১৯২), মিসকুল খিতাম ১/৪২২, ফাতহুল আল্লাম ২/৪৭২।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৫: রুকূ ও সিজদার যিকির (দুআ) এর বিধান

প্রথম মত: রুকূ ও সিজদার যিকির মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: সালাতে ভুলকারীর হাদীসে তা বলা হয়নি, বরং এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, আদেশ নয়। আর তার কর্ম ওয়াজিব বুঝায় না।

দ্বিতীয় মত: রুকূ ও সিজদার যিকির ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হবে। আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। এটা ইসহাকের মত ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, "তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো"। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪)

উকবা ইবনু আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো"। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪)

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটা তোমরা রুকূতে পড়বে"। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমার উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটা তোমরা সিজদায় পড়বে"। (আবু দাউদ, হা/৮৬৯, ইবনু মাজাহ, হা/৮৮৭, এই হাদীসটি দুর্বল, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৩৪)

ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, "রুকূতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করো এবং সিজদায় বেশি বেশি দুআ করো। কারণ সিজদায় দুআ বেশি কবুল হয়"। (মুসলিম, হা/৪৭৯)

হুযাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বড় হাদীসে আছে, "তারপর তিনি সিজদায় গিয়ে 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আলা' বলেন"। (মুসলিম, হা/৭৭২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই যিকির করেন। আর তিনি বলেন, "আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে"।

তৃতীয় মত: রুকূ ও সিজদার যিকির ফরয। ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছেড়ে দিলে তা রহিত হয়ে যাবে না। এটা দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত। ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটা ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আলী ইবনু দিনার রহিমাহুমার মত। তাদের দলীল: মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা উচিত নয়, বরং তাতে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়"। (মুসলিম, হা/৫৩৭)

প্রাধান্যযোগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আর তৃতীয় মতের ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য মত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দেন। তারপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে সিজদায়ে সাহু দেন। মিসকুল খিতাম ১/৪৬০।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৬: চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব।

এই বিষয়ে যে বর্ণনা এসেছে সেটি প্রমাণ করে যে, চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব। ইমাম মুসলিম (রহি)সহ আরো অনেকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তাশাহুদ পড়ে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেগুলো হলো, জাহান্নমের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।[৫৩৩] রওদাতুন নাদিয়া, আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন।

الفصل الرابع سننُ الصلاةِ القولية والفعلية

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সালাতে বচনগত ও কর্মগত সুন্নাতসমূহ/মুস্তাহাবসমূহ।

প্রথমত: বচনগত সুন্নাতসমূহ (أولًا: سنن الصلاة القولية)

১. দুআ ইস্তেফতাহ (ছানা) পাঠ করা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময় আমি বলি,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছো পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ আমার গোনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৪]

---

[৫৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯০৯।

[৫৩৪] সহীহ বুখারী, হা/৭৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৮, আবূ দাউদ, হা/৭৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৮০৫।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৭: সালাতের শুরুতে ছানা পড়ার বিধান

প্রথম মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। তাদের দলীল: এ বিষয়ে অসংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস রয়েছে যে, সালাতের শুরুতে ছানা পড়বে।

দ্বিতীয় মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া যাবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। তার দলীল, সালাতে ভুলকারীর হাদীস, সেখানে ছানার কথা উল্লেখ নেই ও বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা তারা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

তৃতীয় মত: সালাতের শুরতে ছানা পড়া ওয়াজিব। কেউ ছেড়ে দিলে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। এটা ইবনু বাত্তা ও অন্যান্যদের মত।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ণনা আছে ও হাকাম বলেন, সালাতের শুরুতে 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ' বললে এটাই ছানার জন্য যথেষ্ট। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে ছানা পড়া ওয়াজিব। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ ইচ্ছা করে ছানা ছেড়ে দিলে সে ভুল কাজ করলো, তবে সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে সালাতের শুরুতে ছানা পড়া মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছানা পড়ার জন্য আদেশ সূচক কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে কেউ ইচ্ছা করে বা ভুল করে সালাতের শুরুতে ছানা না পড়লে তার উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়। আল্লাহ ভালো জানেন। আর দ্বিতীয় মত যেটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন এটার উত্তর ইবনু কুদামা ও ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ দিয়েছেন। (আওসাত, ৩/৮১, মুগনী, ১/৪৭৩, মাজমু, ৩/২৮৭, ইবনু রজব, ৬/৩৬৮)। মিসকুল খিতাম ১/৪৩৩।

২. (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

কেননা আল্লাহ তাআলা সূরা আন নাহলে বলেন,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন (সূরা আন নাহল ১৬:৯৮)।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে দুআ ইস্তেফতাহ পাঠ করার পরে বলতেন,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

অভিশপ্ত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র হতে আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাই। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৭: সালাতে আউযুবিল্লাহ বলার বিধান

প্রথম মত: সালাতে আউযুবিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, "কুরআন পড়লে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও"। (সূরা আন নাহল ১৬:৯৮)

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সালাতের জন্য দাঁড়ালে তাকবীর দিয়ে বলতেন,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

'আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীমী মিনাশ শাইতানির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি'। আবু দাউদ, হা/৭৭৫, তিরমিযী, হা/২৪২, শাহেদের ভিত্তিতে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২/৫১) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটা আতা, সাওরী, ইবনু হাযম ও দাউদ যাহিরীর একটি মত। এই মতের দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস।

তৃতীয় মত: আউযুবিল্লাহ বলবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। এই মতের দলীল: আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করতেন 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে তিনি সালাতের কিরাত তাকবীর ও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে শুরু করতেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আয়াতের আলোকে সালাতে আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব।

শানকিতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতের বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিরাত পড়ার সময় আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেননা আয়াতে আমরের (আদেশ) সিগা ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমরের চাহিদা হলো এটা ওয়াজিব বুঝায়।

অবশ্য অনেক বিদ্বান বলেন, আয়াতে যে আমর (আদেশ) ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা মান্দুব, মুস্তাহাব উদ্দেশ্য। এর উপর আবু জাফর ইবনু জারীর ও অন্যান্য ইমামরা ইজমা বর্ণনা করেন। (আওসাত ৩/৮৯, মাজমু ৩/২৮৩, ইবনু রজব ৬/৪৩১, আযওয়াউল বায়ান ৩/৩২৫)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৭।

---

[৫৩৫] আবূ দাউদ, হা/৭৭৫, তিরমিযী, হা/২৪২, নাসাঈ, ১/২৪৩।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৮: আউযুবিল্লাহ কি শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে বলবে হবে নাকি প্রত্যেক রাকআতে বলবে?

প্রথম মত: প্রত্যেক রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলবে। এটা ইবনু সিরীন, হাসান, শাফেয়ী, ইবনু হাযম ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ।

দ্বিতীয় মত: শুধু প্রথম রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলবে। এটা আতা, হাসান, নাখঈ, সাওরী, আবু হানিফা ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ।

সঠিক মত: সঠিক মতহ হচ্ছে প্রথম রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব ও বাকি রাকআতে মুস্তাহাব। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত ৩/৮৯, মুহাল্লা ২/২৭৮, মাজমু ৩/২৮২, ইবনু রজব ৬/৪৩১)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৮।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৩৯: বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতেহা ও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত?

প্রথম মত: বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহা ও অন্য কোনো সূরার আয়াত নয়। বরং দুই সূরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য মূলত বিসমিল্লাহ কে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা ইমাম মালেক, আবু হানিফা, তাদের ছাত্রদের মত, আওযায়ী, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল:

১. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁরা সবাই " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। " দ্বারা সালাত শুরু করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৪৩, মুসলিম হা/৩৯৯]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর, উমার এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁদের কারো নিকট হতে আমি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলতে শুনিনি। [সহীহ মুসলিম হা/৩৯৯]

এই হাদীস থেকে তারা প্রমাণ দেন যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ এর কথা উল্লেখ নেই। এটাই প্রমাণ করে যে, বিসমিল্লাহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমি সালাতকে (ফাতেহাকে) আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুইভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তা আছে যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ ..হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

হাদীসটি মুসলিমে (৩৯৫) বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে এখানে বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়নি।

৩. অহী সূচনা হওয়ার হাদীস, যা আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে, তারপর ফেরেশতা এসে বলেন, "তুমি তোমার ওই রবের নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আলাক, ১) বুখারী, হা/৩, মুসলিম, হা/১৬০)। এখানেও বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়নি।

৪. আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কুরআনের একটা সূরার ত্রিশটি আয়াত রয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা হচ্ছে , 'তাবারকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মূলক'। (সূরা মূলক, ১)

হাদীসটি আহমাদ (২/২৯৯) আবু দাউদ, (হা/১৪০০) আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সকল কারী একমত বিসমিল্লাহ ছাড়া সূরা সূলক এর আয়াত ত্রিশটি।

দ্বিতীয় মতঃ বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহা ও বাকি সূরার একটা আয়াত, তবে সূরা তাওবার আয়াত নয়। এটা ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনু যোবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুম, তাউস, আতা, মাকহুল, ইবনুল মোবারক ও ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর তাদের মত। এটা শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা অগণিত সালাফদের মত। তাদের দলীলঃ আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন! তারপর হাসিমুখে মাথা তুলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বিষয় আপনাকে হাসিয়েছে? তিনি বলেন, "এইমাত্র আমার উপর একটা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে 'ইন্না আতাইনা কাল কাউসার' পড়েন"। (মুসলিম, হা/৪০০)

তারা আরো দলীল দেন যে, সাহাবীরা কুরআনে সূরা তাওবা ছাড়া বাকি সকল সূরাতে বিসমিল্লাহ রেখেছেন। সুতরাং এটা ইজমার মতো।

তৃতীয় মতঃ বিসমিল্লাহ শুধু সূরা ফাতেহার আয়াত। এই মত আলী, ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা রদিআল্লাহু আনহুম তাদের। এমনিভাবে এই মত গ্রহণ করেন সাঈদ ইবনু জুবায়ের, মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কুরযী, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক, আবু উবাইদ, কুফার বিদ্বানরা, মক্কা ও ইরাকের বিদ্বানরা, এটা আহমাদেরও একটি মত।

চতুর্থ মতঃ বিসমিল্লাহ সূরা তাওবা ও আনফাল ছাড়া বাকি প্রত্যেক সূরার শুরুতে স্বতন্ত্র একটা আয়াত। এটা ওই সূরার অন্তর্ভুক্ত নয় (বিসমিল্লাহ একটি আয়াত যেটা দু'টি সূরাকে পৃথক করার জন্যে নাযিল হয়েছে)। বরং এটা ছোট সূরার মতো। এটা আবু বকর রাযী, কিছু হানাফী ও আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এই মত দাউদ যাহিরী

ও তার ছাত্রদের, ইমাম আহমাদের একটি মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনু তাইমীয়া ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ। এই মতের দলীল হলো যে সকল দলীল দ্বিতীয় মতে গত হয়েছে। এমনিভাবে তাদের দলীল হলো ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না। তারপর তার উপর অবতীর্ণ হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। (আবু দাউদ, হা/৭৮৮) সনদ বিশুদ্ধ।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে চতুর্থ মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইস্তিযকার ৪/২০৪, মাজমু ৩/২৯০, মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৪৩৩, ইখতিয়ার ৬৫, তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১৭, নাইলুল আওতার ৩/৮২, শারহুল মুমতি ৩/৫৭)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৯।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪০ঃ জেহরী সালাতে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিধান

প্রথম মতঃ বিসমিল্লাহ জোরে পড়বে না, বরং আস্তে পড়বে (অধিকাংশ আলেমের মতে সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব-সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩২১)। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। সাহাবীদের মাঝে আছেন আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনু মাসউদ, আম্মার ইবনু ইয়াসার, ইবনু যোবায়ের প্রমুখ সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। এই মতকে পছন্দ করেছেন শাইখ আলবানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমাল্লাহ। এই মতের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, "সাহাবীরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা সালাত শুরু করতেন"। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মতঃ সূরা ফাতেহা ও অন্যান্য সূরা যেভাবে জোরে পড়া হয় বিসমিল্লাহও অনুরূপ জোরে পড়া মুস্তাহাব। এটা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। সাহাবীদের মাঝে আঠারোজন সাহাবী এই মত গ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে চার খলীফাও আছেন। এই মতের সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হলো নুয়াইম আল মুজমার এর হাদীস। তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর পেছনে সালাত পড়লে তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন। তবে হাদীসে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ এর ব্যাপারে বিদ্বানরা ত্রুটি বর্ণনা করেন। কারো দেখতে মন চাইলে নাসবুর রায় দেখুন। (নাসবুর রায়, ১/৩৫৫)

তাদের আরো দলীল আছে, কিন্তু একটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম যাইলায়ী নাসবুর রায় নামক কিতাবে বলেন, এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এর একটাও বিশুদ্ধ নয়। কীভাবে বিশুদ্ধ হবে! একটা হাদীসও তো প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এর বর্ণনাকারীরা সবাই হয় মিথ্যুক অথবা অপরিচিত।

তৃতীয় মতঃ জেহরী ও সেররি কোনো সালাতেই বিসমিল্লাহ পড়বে না। এটা ইমাম মালেক ও আওযায়ী রহিমাহুমার মত। তাদের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার, উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম তারা কিরাতের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ এর কথা বলেননি। এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, একথা নিশ্চিত, সাহাবীরা জোরে বিসমিল্লাহ বলতেন না। আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দশ বছর উঠাবসা করেছেন। তার মৃত্যুর পর তিন খলীফার সাথে পঁচিশ বছর চলেছেন। তিনি তাদের পেছনে সালাত পড়তেন। আর তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তারা বিসমিল্লাহ পড়তেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। বিসমিল্লাহ পড়া নিয়ে বিদ্বানরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মাঝে আছেন মুহাম্মদ ইবনু নাসর আল মারুযী, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, বাইহাকী, ইবনু আব্দিল বার প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এগুলো উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত কেউ জানতে চাইলে নিচের কিতাবগুলো দেখুন।

(আওসাত, ৩/১২৫, নাসবুর রায়, ১/৩৩০, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/২৭৪, ইবনু রজব, ৬/৪০৭, যাদুল মাআদ, ১/২০৬, তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১৮, তামামুল মিন্নাহ, ১৬৮, নাইলুল মাআরেব, ১/১৫৪)। মিসকুল খিতাম ১/৫০২।

৩. আমীন বলা।

ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সালাত আদায়কালে সূরা ফাতিহা শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ''ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন'' পড়তেন, তখন তিনি সশব্দে আমীন বলতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৬]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও ফিরিশতাগণের 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৭]

---

[৫৩৬] আবূ দাউদ, হা/৯৩২, তিরমিযী, হা/২৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/৮৫৫।

[৫৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৭৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৪১০।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪২: জোরে আমীন বলার বিধান।

এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে:

প্রথম মত: ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই জোরে আমীন বলবে। এই মত দিয়েছেন আতা, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনু আবী শায়বাহ ও অধিকাংশ আহলে হাদীস। তাদের কেউ কেউ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাতে আছে যে, ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো। এটা প্রমাণ করে যে, ইমামের আমীন বলা মুক্তাদীগণ শুনতে পাবে। অনুরূপ তারা ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাতে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়ালাদদল্লিন বলতেন তখন স্বশব্দে আমীন বলতেন (আবু দাউদ, হা/৯৩২, সহীহ)।

দ্বিতীয় মত: ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নীরবে আমীন বলবে। এই মত দিয়েছেন হাসান বাছরী, নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, মালিক, আবু হানীফা ও তার অনুসারীগণ।

তারা দলীল পেশ করেন তিরমিযী, হা/২৪৮ তে বর্ণিত ঐ হাদীস দিয়ে, শুবা যেটা বর্ণনা করেছেন ওয়াইল ইবনে হুজুর থেকে। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলার সময় তার কণ্ঠস্বর নিচু করলেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলার সময় তার কণ্ঠস্বর উঁচু করলেন (তিরমিযী, হা/২৪৮, সহীহ)। এই শব্দে বর্ণনাটিই সংরক্ষিত। আর শুবা (রহি) এর এখানে ভ্রম হয়েছে যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী ও আবু যুরআসহ অন্যান্যরা।

তৃতীয় মত: মুক্তাদীরা নীরবে, কিন্তু ইমাম জোরে আমীন বলবে। এটা ইমাম শাফেয়ীর মত।

প্রথম মতটিই (ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই জোরে আমীন বলবে) সঠিক। ফাতহুল আল্লাম, মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪৩৬।

৪. সালাতের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আরো একটি সূরা পাঠ করা।

আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা আল ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকআতে শুধু সূরা আল ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকআত যত দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকআত তত দীর্ঘ করতেন না। আসর এবং ফজরের সালাতেও তিনি এরকম করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৮]

মাঝে মাঝে শেষের দুই রাকআতেও সূরা ফাতিহার পর আরেকটি সূরা পাঠ করা সুন্নাত।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً – أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ –. وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের প্রথম দু'রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দু'রাকআতের প্রতি রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি (আবূ সাঈদ) বলেছেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। তিনি আসরের প্রথম দু'রাকআতের প্রতি রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন এবং শেষের দু'রাকআতে এর অর্ধেক পরিমাণ পাঠ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৩৯]

ফজরের সালাতে এবং মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে স্বরবে কিরাআত করা সুন্নাত। আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে নীরবে কিরাআত করাই সুন্নাত।

ইমাম নববী (রহি) বলেন, সুন্নাত হলো, ফজরের সালাতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে, জুমআর সালাতে স্বরবে কিরাআত করা, আর যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে নীরবে কিরাআত করা। আর এই বিষয়ে সহীহ হাদীস থাকার পাশাপাশি এসবগুলোর বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে।[৫৪০]

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, ফজরের দুই রাকআতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআত সালাতে যে ব্যক্তি স্বরবে কিরাআত করবে, সে সঠিক কাজ

[৫৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৭৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫১, আবূ দাউদ, হা/৭৯৮।

[৫৩৯] সহীহ মসলিম, হা/৪৫২, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৮৫।

[৫৪০] আল মাজমূ, ৩/৩৫৫।

করবে। আর যে ব্যক্তি ইশার শেষ দুই রাকআতে, মাগরিবের তৃতীয় রাকআতে এবং যুহর ও আসরের প্রতি রাকআতেই নীরবে কিরাআত করবে সে সঠিক কাজ করবে।[৫৪১]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি)ও এটিকে অনুমোদন করেছেন।

আমি (লেখক) বলছি, ইমাম নববী (রহি) যেই হাদীসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার কিছু হাদীস হলো, কুতবাহ ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ফজরের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা কাফের 'ওয়ান নাখলা বাসিকাতিন (সূরা কাফ: ১০) এটি পাঠ করতে শুনেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৪২]

আমর ইবনু হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াল লাইলি ইযা- 'আস'আসা' (সূরা আত তাকবীর: ১৭) পাঠ করতে শুনেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৪৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন ফজরের সালাতে "আলিফ লা-ম মী-ম তানীলুস সাজুদাহ (সূরা আস সিজদা) ও হাল আতা- আলাল ইনসা-নি হীনুম নিনাদ দাহর (সূরা আদ দাহর) এবং জুমআর সালাতে সূরাতুল জুমুআহ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৪৪]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, প্রথম দুই রাকআতের কিরাআতের বিষয়ে স্পষ্ট সহীহ কোন হাদীস আমি জানি না। সুতরাং ইমাম নববী (রহি) থেকে যে ঐকমত্য বর্ণিত হলো, সেটির ওপরই নির্ভর করা হবে।[৫৪৫]

৫. রুকূ ও সিজদাতে তাসবীহ পাঠ করা।[৫৪৬]

হুযাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাতে সালাত আদায় করলাম। সেই হাদীসে রয়েছে, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন। তাতে তিনি বলতে লাগলেন, সুবহানা রব্বিয়াল

---

[৫৪১] মারাতিবুল ইজমা, ৩৩ পৃ.।

[৫৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৭, মুসনাদে আহমাহ, ৪/৩২২, তিরমিযী, হা/৩০, ইবনে মাজাহ, হা/৮১৬।

[৫৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৬।

[৫৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৯।

[৫৪৫] আল ইরওয়া, ২/৬৪।

[৫৪৬] রুকূ ও সিজদাতে তাসবিহ পাঠ করা ওয়াজিব। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আযীম’। তারপর তিনি সিজদা করলেন। তাতে তিনি বলতে লাগলেন, ‘সুবহানা রব্বিয়াল আলা’। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৪৭]

৬. রুকূ, সিজদা, উঠতে ও বসতে তাকবীর পাঠ করা।[৫৪৮]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন ’আল্লাহু আকবার’ বলে সালাত শুরু করতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন। তিনি রুকূ থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর সময় سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহ তার কথা শুনে থাকেন) বলতেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা) বলতেন। তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলার সময়ও তাকবীর বলতেন। প্রত্যেক রাকআতে সালাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি এরূপই করতেন। দ্বিতীয় রাকআতে বসার পর ওঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুরূপ সালাত আদায় করতে পারি। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৪৯]

৭. রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলার পর নিচে বর্ণিত যেকোন দুআ পড়া।[৫৫০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে উঠে এই দুআ পড়তেন,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

---

[৫৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭৭২।

[৫৪৮] রুকূ, সিজদা, উঠতে ও বসতে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

[৫৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৭৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯২।

[৫৫০] এরূপ করা ওয়াজিব।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, যা আসমান ও জমিন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা পোষণ করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনি আসমান-জমিন পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী। অতঃপর আপনি যা চান তাও পূর্ণ করেন। আপনি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। (হে আল্লাহ!) আপনি যাকে দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং আপনি যাকে দেয়া বন্ধ করেন, তাকে দান করার শক্তি কারো নেই। চেষ্টা সাধনাকারীর প্রচেষ্টা আপনার সামনে কোন কাজে আসে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫২]

রিফাআহ ইবনু রাফি আয যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟. قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন পিছন হতে এক সাহাবী رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম ত্রিশ জনের অধিক ফিরিশতা এর সওয়াব কে পূর্বে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৩]

---

[৫৫১] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬।

[৫৫২] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮।

[৫৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৭৯৯।

৮. দুই সিজদার মাঝে দুআ পাঠ করা।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতে দু'সিজদার মাঝখানে (বসে) বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي

হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার ঘাটতি পূরণ করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্ধিত করুন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৪]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৩: দুই সিজদার মাঝে পঠিত দুআ

ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝে বলতেন,

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন। যঈফ: আবূ দাউদ, হা/৮৫০, তিরমিযী, হা/২৮৪, ইবনু মাজাহ, হা/৮৯৮, ফাতহুল আল্লাম ২/৪৮৮। হাসান: আল্লামা আলবানী।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, অনেক আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে যেই দুআ বর্ণিত হয়েছে সেটি পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, মাকহূল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর অনুসারীরা।

আমি (লেখক) বলছি, ইবনু মাজাহ (৮৯৭ হা), ইবনু খুযাইমাহ (৬৮৪ হা/), আবূ দাউদ (৮৭৪ হা/), নাসাঈ (৩/২২৬) রহিমাহুমুল্লাহসহ আরো অন্যান্যরা হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেন, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা তুলে বললেন, «رَبِّ اغْفِرْ لِي» রব্বিগ ফির লী অর্থাৎ হে আমার রব!

[৫৫৪] তিরমিযী, হা/২৮৪, আবূ দাউদ, হা/৮৫০, ইবনে মাজাহ, হা/৮৯৮। আল্লামা আলবানী সহীহ বলেছেন। যঈফ-ফাতহুল আল্লাম।

আমাকে ক্ষমা করে দিন। সেখানে তিনি সিজদার মতো সময় বসে থাকেন। এই হাদীসটি সহীহ।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তার নিকটে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসটির চেয়ে হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসটিই বেশি সহীহ। আর ইমাম আহমাদের মতে, «رَبِّ اغْفِرْ لِي» রব্বিগ ফির লী তিনবার বলবে অথবা এর চেয়ে বেশি যতবার ইচ্ছা বলবে। আর তার অনুসারীদের কেউ কেউ বলেছেন, এই দুআ শুধু দুইবার বলবে। আবার তাদের কেউ কেউ বলেছে যে, রুকূ ও সিজদার তাসবীহ পাঠের মতো এই দুআ তিনবার বলবে। আর তারা হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার সেই দুআ পড়ছিলেন। কেননা সেই হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতে অবস্থান করার মতো দুই সিজদার মাঝে বসেছিলেন। আর অনেক আলেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে যেই দুআ বর্ণিত হয়েছে সেটি পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, মাকহূল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর অনুসারীরা। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, এই সবগুলোই জায়েয। আর তার মতে, যদি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে বর্ণিত দুআ পড়ে, তাহলে বারবার পড়বে না, বরং একবারই পড়বে। আর যদি রব্বিগ ফির লী বলে, তাহলে তিনবার বলবে।'

আবূ আব্দিল্লাহ (লেখক) আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন, তিনি বলেন যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ যেই মতের পক্ষে আছেন, সেটিই সঠিক। আর তাহলো, দুই সিজদার মাঝে 'রব্বিগ ফিরলী' বলবে, আর সেটি যতবার ইচ্ছা বলবে। আর দুই সিজদার মাঝে বসে থাকাটা হবে সিজদায় থাকার সমান, যেমনটি হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকূ ও সিজদা এবং তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হতো (সহীহ বুখারী, হা/৮০১, সহীহ মুসলিম, হা/৪৭১)। এই মতকেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন, যেমনটি মাজমু আল-ফাতাওয়াতে (১৪/৪০৭-৪০৮) বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল আল্লাম ২/৪৮৮।

৯. প্রথম তাশাহুদের পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মিসওয়াক এবং ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর রাতের বেলা আল্লাহ তাআলা যখন চাইতেন তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন। ওযূ করতেন এবং নয় রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। এতে অষ্টম রাকআত ছাড়া বসতেন না। এ বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি সালাম না ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর তিনি নবম রাকআত আদায় করতেন। তারপর তিনি বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে দুআ করতেন। অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে আমরা তা শুনতে পেতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৫]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, এতে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন শেষ তাশাহুদে নিজের ওপর দরুদ পাঠ করতেন, ঠিক তেমনই প্রথম তাশাহুদেও নিজের ওপর দরুদ পাঠ করতেন। এই অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ফায়েদাটি গ্রহণ করো এবং শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধরো। আর এটি বলা যাবে না যে, এটি শুধু রাতের সালাতেই ছিল। কেননা আমরা বলবো যে, আসল হলো, এক সালাতের জন্য যা শরীআতসম্মত করা হয়েছে তা অন্যান্য সালাতের জন্যও শরীআতসম্মত। এতে ফরয ও নফল সালাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি পার্থক্য করার দাবি করবে, তাকে দলীল দিতে হবে।[৫৫৬]

১০. দ্বিতীয় সালাম।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে ডান দিকে এবং 'আসসালামু

[৫৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬।

[৫৫৬] তামামুল মিন্নাহ, ২২৪- ২২৫ পৃ.।

আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। এ সময় তার গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৭]

আবার কখনো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালামের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকতেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এক সালামই ফিরাতেন। এসময় তিনি ডান দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৮]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৪: মুক্তাদী কখন সালাম ফিরাবে?

আলেমগণ বলেন, ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই মুক্তাদীদের সালাম ফিরানো মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে এভাবে অধ্যায় রচনা করেন, "ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীরা সালাম ফিরাবে"। এটা আহমাদ, ইসহাক ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই মতের উপর ইতবান ইবনু মালেক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করি। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমরা সালাম ফিরাতাম।

শাফেয়ী মাযহাবের বিদ্বান কাযী আবুত তাইব তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেললে মুক্তাদীদের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করলে ইমামের পরে সালাম ফিরাবে অথবা ইচ্ছা করলে বসে বসে দীর্ঘক্ষণ দুআ করতে পারবে। এর কারণ হচ্ছে ইমাম সালাম ফিরানোর কারণে তার অনুসরণের আবশ্যকীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তবে তার এই মতটা ইমাম শাফেয়ী ও তার অধিকাংশ ছাত্রের বিরোধী মত এবং সাহাবীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তারও বিরোধী মত। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইমামের সালাম ফিরানোর পর তার পেছনে যারা আছে তারাও সালাম ফিরাবে এটাকে তিনি মুস্তাহাব মনে করতেন।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সনদে মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কাছে প্রশ্ন করি,

---

[৫৫৭] আবূ দাউদ, হা/৯৯৬, তিরমিযী, হা/২৯৫, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৪।

[৫৫৮] তিরমিযী, হা/২৯৬, ইবনে মাজাহ, হা/৯১৯।

ইমাম সালাম ফিরিয়েছেন আর আমার কিছু দুআ বাকি আছে। এই মুহূর্তে আমি কি দুআ করবো নাকি ইমামের পর সালাম ফিরাবো? তিনি বলেন, বরং সালাম ফিরাবে। (ফাতহুল বারী ইবনু রজব ৫/২২০)। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪১।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৫: মুক্তাদীরা কি ইমামের এক দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে নাকি দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুক্তাদী ইমামের দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে। যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব মনে করেন না, তারা বলেন, যদি প্রথম সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীরা সালাম ফিরায় তাহলে এটা জায়েয আছে। কেননা ইমাম প্রথম সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত থেকে বের হয়েছেন। আর যারা মনে করেন দ্বিতীয় সালাম ওয়াজিব তাদের নিকট জায়েয নেই। কেননা ইমাম এখনো সালাত থেকে বের হননি। ফাতহুল বারী ইবনে রজব ৫/২২০। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৬: মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরায়

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (৫/২২১) বলেন, মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরায় তাহলে তার সালাত বাতিল হবে কিনা এ নিয়ে আমাদের বিদ্বান ও শাফেয়ী মাযহাবের বিদ্বানদের মাঝে দু'টি মত আছে। আমাদের নিকট বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সালাত বাতিল হবে না। যেমন অন্যান্য রুকনগুলো যদি কেউ ইমামের সাথে সাথে করে তাহলে তার সালাত বাতিল হয় না, অনুরূপ এই ক্ষেত্রেও। তবে তাকবীরে তাহরীমা সাথে সাথে বললে সালাত বাতিল হবে। মালেকীদের নিকট সাথে সাথে সালাম ফিরালে সালাত বাতিল হবে। ফাতহুল বারী ইবনে রজব ৫/২২১। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৭: মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায়

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইচ্ছা করে মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফিরায় তাহলে তার সালাত বাতিল হবে। ফাতহুল বারী ইবনে রজব ৫/২২২। ফাতহুল আল্লাম ২/৫৪২।

দ্বিতীয়: কর্মগত সুন্নাত (ثانيًا: سنن الصلاة الفعلية)।

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূর সময়, রুকূ থেকে উঠে এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময়ে রফউল ইয়াদাইন করা।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিব বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর তাকবীর দিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৫৯]

মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর বলতেন, রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন তিনি তার দুই হাত উত্তোলন করতেন, এমনকি কান পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬০]

নাফি (রহি) বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ইবনু উমার (রা) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। অতঃপর যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকআত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বলে ইবনু উমার (রা) বলেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬১]

---

[৫৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৬, সহীহ মসলিম, হা/৩৯০।

[৫৬০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯১।

[৫৬১] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৯।

২. ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রেখে বুকের ওপরে হাত রাখা।

সাহল ইবনু সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

লোকদের নির্দেশ দেয়া হতো যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।

আবূ হাযিম (রহি) বলেন, সাহল (রা) এ হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতেন বলেই জানি। ইসমাঈল (রহি) বলেন, এ হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই বর্ণনা করা হতো। তবে তিনি এমন বলেননি যে, সাহল (রহি) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬২]

ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ -، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, তিনি সালাত শুরু করার সময় দুই হাত তুললেন এবং তাকবীর বললেন। হাম্মামের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই হাত কান পর্যন্ত উঠালেন; অতঃপর চাঁদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বা হাতের উপর রাখলেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের করলেন, অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করলেন, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন, তিনি যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বললেন তখন দু'হাত উঠালেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন তিনি দু'হাতের মাঝখানে সিজদা করলেন।[৫৬৩]

৩. সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়া।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

[৫৬২] সহীহ বুখারী, হা/৭৪০।

[৫৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪০১।

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সালাত আদায় করার জন্য) কা'বাতে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তিনি তার দৃষ্টিকে সিজদার স্থান থেকে সরাননি। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৪]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

লোকদের কী হলো যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, যেন তারা অবশ্যই এ হতে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৫]

৪. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী রুকূ করা।

আবূ হুমাইদ আস সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

আর যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করতেন তখন দু'হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৬] আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, ঘাড় থেকে মাথা নিচুও করতেন না, ওপরেও উঁচু করে রাখতেন না বরং একই সমতলে রাখতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৭]

---

[৫৬৪] হাকিম, ১/৪৭৯, বাইহাকী, ৫/১৫৮।

[৫৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৭৫০।

[৫৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮, আবূ দাউদ, হা/৭৩০, তিরমিযী, হা/২৬০।

[৫৬৭] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮।

আবূ হুমায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে অধিক অবগত। তারপর তিনি হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে নিজের দু'হাতে শক্তভাবে হাঁটুদ্বয় ধরে রাখতেন এবং দু'হাতকে তার পার্শ্বদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৮]

৫. সিজদাতে যাওয়ার সময়ে সালাত আদায়কারীর দুই হাঁটুর আগে দুই হাত রাখা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সিজদাকালে যেন মাটিতে দুই হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৬৯]

৬. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সিজদা করা।

আবূ হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

অতঃপর যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করতেন তখন দু'হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। আর তার উভয় পায়ের আঙ্গুলির মাথা কিবলামুখী করে দিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭০]

বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

[৫৬৮] আবূ দাউদ, হা/৭৩৪, তিরমিযী, হা/২৬০।

[৫৬৯] আবূ দাউদ, হা/৮৪০, নাসাঈ, হা/১০৯১, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৮১।

[৫৭০] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮, আবূ দাউদ, হা/৭৩২।

যখন তুমি সিজদা করো তোমার হাতের তালু মাটিতে রাখো এবং উভয় কনুই উঁচু করে রাখো। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭১] ইবনু বুহাইনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يبْدُوَ بيَاضُ إِبْطَيْهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এমন ফাঁক করতেন যে, তার উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭২]

আবূ হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

إذا سَجَد فَرَّجَ بينَ فَخذَيْه غيرَ حامِلٍ بَطنه على شيء مِن فَخِذيْه

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন তিনি দুই উরুর মাঝে ফাঁক রাখতেন, আর স্বীয় পেট উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৩]

আবু হুমাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন নিজের নাক ও কপাল জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর হতে আলাদা রাখতেন এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৪]

৭. নিচের হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী দুই সিজদার মাঝখানে বসা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ

[৫৭১] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৪, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৮৩।

[৫৭২] সহীহ বুখারী, হা/৮০৭, সহীহ মসুলিম, হা/৪৯৫।

[৫৭৩] আবূ দাউদ, হা/৭৩৫।

[৫৭৪] আবূ দাউদ, হা/৭৩০, তিরমিযী, হা/২৭০।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় বসতে নিষেধ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৫]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى

সালাতের সুন্নাতের মধ্যে এটাও যে, ডান পা খাড়া রাখা আর তার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৬]

আবূয যুবাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি তাউস (রহি) কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন,

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমরা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে দু'পায়ের উপর নিতম্ব রেখে বসা (ইক'আ করা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা তো সুন্নাত। (এ কথা শুনে) আমি তাকে বললাম, এভাবে বসা তো মানুষের জন্য কষ্টকর। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বললেন, এটা তো বরং তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৭]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর আস সানআনী (রহি) বলেন, 'নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের ন্যায় বসতে নিষেধ করতেন' অর্থাৎ বসার সময়ে। এর দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে।

এক. দুই পা বিছিয়ে দিয়ে নিতম্বকে দুই গোড়ালির ওপর বসা। কিন্তু এই বসাকে শেষ বৈঠক ছাড়া অন্য সময়ে বসা বলে পছন্দ করেছেন উবাদালাহ (রহি)। এটিকে 'ইকা' বলা হয়।

দুই. এটিকেও 'ইকা' বলা হয়। সেটি হলো, কোন ব্যক্তি তার নিতম্বকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দিবে, আর তার পায়ের গোছা ও উরু খাড়া করে রাখবে এবং দুই হাতকে জমিনে রাখবে, যেমনভাবে কুকুর বসে।

---

[৫৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮, আবূ দাউদ, হা/৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৬/১৩১।

[৫৭৬] নাসাঈ, হা/১১৫৮, ইরওয়া, হা/৩১৭।

[৫৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৬, আবূ দাউদ, হা/৮৪৫, তিরমিযী, হা/২৮৩।

আর দুই হাত বিছিয়ে দেয়া সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সেটি হলো, সিজদার সময়ে দুই হাতকে জমিনের ওপর বিছিয়ে দেয়া। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানোয়ারের সাদৃশ্য থেকে নিষেধ করেছেন।[৫৭৮]

৮. সিজদা হতে ভালোভাবে না বসে উঠে না দাঁড়ানো।

মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত আদায় করতে দেখেছেন যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালাতের বেজোড় রাকআতে (সিজদা হতে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৭৯]

৯. সুন্নাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে দুই তাশাহুদে বসা।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে তাশাহুদ পড়তে যখন বসতেন তখন বাম হাতটি বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মতো করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮০]

আবূ হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

[৫৭৮] সুবুলুস সালাম, ২/২৩২।

[৫৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৮২৩, আবূ দাউদ, হা/৮৪৪, তিরমিযী, হা/২৮৭।

[৫৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৫৮০, আবূ দাউদ, হা/৯৮৭, তিরমিযী, হা/২৯৪।

যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআতের পর বসতেন তখন বাম পা এর ওপর বসতেন আর ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকআতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের ওপর বসতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮১]

الفصل الخامس مكروهات الصلاة

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সালাতে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ।

১. সালাতে হাতকে কোমরের ওপর রাখা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نهى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮২]

২. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সালাতে অন্য দিকে তাকানো।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৩]

---

[৫৮১] সহীহ বুখারী, হা/৮২৮।

[৫৮২] সহীহ বুখারী, হা/১২১৯, ১২২০, সহীহ মসুলিম, হা/৫৪৫, আবূ দাউদ, হা/৯৪৭, তিরমিযী, হা/৩৮৩।

[৫৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৭৫১, আবূ দাউদ, হা/৯১০, তিরমিযী, হা/৫৯০।

৩. সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলা।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ

তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সাথে চুপিসারে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু নিক্ষেপ না করে; বরং তার বামে অথবা বাম পায়ের নিচে ফেলে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৪]

৪. সালাতে আসমানের দিকে তাকানো।

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

যেসব লোক সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায় তারা যেন অবশ্যই এই কাজ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৫]

৫. খাবার উপস্থিত রেখে অথবা প্রস্রাব পায়খানার চাপ রেখে সালাত আদায় করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

খাবার উপস্থিত হলে কোন সালাত নেই। আবার পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ নিয়েও কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৬]

৬. সালাতে হাই তোলা।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

---

[৫৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৪১২, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫১।

[৫৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/৪২৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/১০৮।

[৫৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০, আবূ দাউদ, হা/৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৭৩।

হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে আসে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তবে যথাসাধ্য সে যেন তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৭]

৭. কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেয়া।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন (সালাতের মধ্যে) চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৮৮]

৮. সালাতে সাদাল (দুই কাঁধের ওপর দিয়ে শরীরের দুই পার্শে বন্ধনবিহীনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া) করে বসা এবং মুখ ঢেকে রাখা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সময় সাদাল করতে ও মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি হাসান।[৫৮৯]

সাদাল হলো, একটি কাপড়ে শরীর জড়িয়ে নিয়ে, কাপড়ের ভিতর দিয়ে হাত প্রবেশ করানো। এভাবেই রুকূ ও সিজদা করা। আবার বলা হয়েছে যে, সাদাল হলো, কাপড়ের মাঝখানটা মাথার ওপরে রেখে, তার দুই প্রান্ত কাঁধের ওপর কিছু না রেখে ডানে ও বামে ঝুলিয়ে দেয়া।[৫৯০]

৯. ইশতিমালে ছম্মাহ (ছিদ্রবিহীন কাপড়ে শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়) করে বসা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশতিমালে সাম্মাহ করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯১]

---

[৫৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৪, তিরমিযী, হা/৩৭০।

[৫৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৮১২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯০।

[৫৮৯] আবূ দাউদ, হা/৬৪৩, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৯৫, তিরমিযী, হা/৩৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/৯৬৬।

[৫৯০] আন নিহায়াহ, ২/৩৫৫।

[৫৯১] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১১।

ইশতিমাল হলো শামলাহ শব্দ থেকে ইফতিআল বাবের। আর শামলাহ মানে হলো, এমন চাদর, যা দিয়ে শরীর আবৃত করা হয়। এই নিষেধ দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, চাদরের প্রান্ত ওপরে তোলা ছাড়াই সেটি দিয়ে শরীর আবৃত করা এবং তা ঝুলিয়ে দেয়া।[৫৯২]

১০. দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মটকানো।

কাব ইবনু উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলে সে যেন তার দু'হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন সালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে সালাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়)। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৩]

১১. একের অধিক বার পাথর স্পর্শ করা, মাটি সমান করা

মুআইকিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজদার স্থান হতে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তবে একবার করতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৪]

১২. ইমামের আগে আগে সালাতের কাজসমূহ করা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৫]

---

[৫৯২] আন নিহায়াহ, ২/৫০১।

[৫৯৩] আবূ দাউদ, হা/৫৬২, তিরমিযী, হা/৩৮৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৪১।

[৫৯৪] সহীহ বুখারী, হা/১২০৭, সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৬, আবূ দাউদ, হা/৯৪৬, তিরমিযী, হা/৩৮০।

[৫৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৭।

১৩. সিজদার সময়ে দুই হাত বিছিয়ে রাখা।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু'হাত বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৬]

১৪. সিজদার সময় দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সিজদাকালে যেন মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৭]

১৫. সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় এমন কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয়া।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি কারুকার্যখচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। সালাত শেষে তিনি বললেন, এ চাদরখানা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও, আর তার কাছ হতে কারুকার্যছাড়া মোটা চাদর নিয়ে আসো। এটা তো আমাকে সালাত হতে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৮]

---

[৫৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৮২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৯৩।

[৫৯৭] আবূ দাউদ, হা/৮৪০, নাসাঈ, ২/২০৭।

[৫৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬।

الفصل السادس ما يباح فعله في الصلاة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সালাতে যে কাজগুলো করা বৈধ।

১. সালাতে কোন শিশুকে বহন করা।

আবূ কাতাদাহ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যয়নবের কন্যা উমামাহ (রা) কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৫৯৯]

২. সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছুকে হত্যা করা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ

তোমরা সালাতরত অবস্থাতেও কালো দু'টি জিনিস হত্যা করবে, সেগুলো হলো, সাপ ও বিচ্ছু। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০০]

৩. কেউ সালাম দিলে সালাত আদায়কারীর ইশারার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেয়া।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ

---

[৫৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৫১৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৪৩, আবূ দাউদ, হা/৯১৭।

[৬০০] আবূ দাউদ, হা/৯২১, তিরমিযী, হা/৩৯০, নাসাঈ, ৩/১০, ইবনে মাজাহ, হা/১২৪৫।

আমি বিলালকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের অবস্থায় তাদের সালামের জবাব কীভাবে প্রদান করতে দেখেছেন? বিলাল (রা) বললেন, এভাবে, এই বলে তিনি হাতের তালু প্রসারিত করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي

এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখলাম তিনি সালাত আদায় করছেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, আমি (ফিরে আসার পর ঐ অবস্থায়) তাকে সালাম দিলে তিনি আমাকে ইশারা করে সালামের উত্তর দিলেন। সালাত শেষ করে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো। তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০২]

৪. সালাতে কান্না করা।

মুত্বাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখির (রহি) তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ

আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন এবং এ সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০৩]

৫. সালাতের মধ্যে (ইমামের ভুল হলে) পুরুষের জন্য সুবহানাল্লাহ বলা এবং মহিলাদের জন্য তালি দেয়া।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

[৬০১] আবূ দাউদ, হা/৯২৭, তিরমিযী, হা/৩৬৮।

[৬০২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১০১৮, নাসাঈ, ৩/৬।

[৬০৩] আবূ দাউদ, হা/৯০৪, নাসাঈ, ৩/১৩, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৫।

(ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে। তবে মহিলারা হাত তালি দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০৪]

৬. সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে প্রথমে নম্রতার সাথে সামনে দিয়ে যেতে বাধা দেয়া, যদি সে তাও বিরত না হয়, তাহলে কঠোরতার সাথে বাধা দেয়া।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে শয়তান। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০৫]

৭. (ইমাম ভুলে গেলে) তার কিরাআতে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

মিসওয়ার ইবনু ইয়াযীদ আল মালিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত আদায়কালে এক আয়াত ছুটে গেল। সালাত শেষে এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন? এই হাদীসটি হাসান।[৬০৬]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ

---

[৬০৪] সহীহ বুখারী, হা/১২০৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪২২, ইবনে মাজাহ, হা/১০৩৪, তিরমিযী, হা/৩৬৯, আবূ দাউদ, হা/৯৩৯।

[৬০৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৫০৫, আবূ দাউদ, হা/৭০০।

[৬০৬] আবূ দাউদ, হা/৯০৭।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সালাতে কিরাআত পাঠে আটকে গেলেন। সালাত শেষে তিনি উবাই ইবনু কা'বকে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করেছো? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে (আমাকে আয়াত মনে করিয়ে দিতে)? এই হাদীসটি সহীহ।[৬০৭]

৮. সালাতের মধ্যে প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ হাঁটা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْت فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় ভিতর হতে ঘরের দরজা আটকানো ছিল। তিনি (সালাতরত অবস্থায়) হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। তারপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসলেন। দরজাটি কিবলার দিকে ছিল। এই হাদীসটি হাসান।[৬০৮]

৯. সালাত আদায় করা অবস্থাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে খোঁচা মারা।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা প্রসারিত করতাম। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬০৯]

১০. কাপড়ে অথবা পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে থুথু ফেলা।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

[৬০৭] আবূ দাউদ, হা/৯০৭।

[৬০৮] আবূ দাউদ, হা/৯২২, তিরমিযী, হা/৬০১, নাসাঈ, ৩/১১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩১।

[৬০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৫১২।

তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখোমুখী থাকেন। সুতরাং মুসল্লী যেন সম্মুখের দিকে কিংবা ডান দিকে থু-থু না ফেলে; বরং সে যেন বাম দিকে, বাম পায়ের নিচে থু-থু ফেলে আর যদি তড়িৎ কফ চলে আসে তবে সে যেন কাপড়ের ওপর এভাবে থু-থু ফেলে এবং পরে যেন এক অংশকে অন্য অংশের ওপর এভাবে গুটিয়ে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১০]

১১. সালাতের মধ্যে প্রয়োজনে অন্য দিকে তাকানো এবং বোধগম্য ইশারা করা।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তার পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন। আবূ বকর (রা) লোকদেরকে তার তাকবীর জোরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে খেয়াল করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাদের ইশারা করলেন। সেজন্য আমরা বসে গেলাম। আমরা তার সাথে বসে সালাত আদায় করলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১১]

[৬১০] সহীহ মুসলিম, হা/৩০০৮, আবূ দাউদ, হা/৪৮৫।

[৬১১] সহীহ মুসলিম, হা/৪১৩, আবূ দাউদ, হা/৬০২, নাসাঈ, ৩/৯।

الفصل السابع مبطلات الصلاة

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ সালাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ।

১. সালাতে ইচ্ছাকৃত কথা বলা।

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

নিশ্চয় সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। বরং এটি হলো, তাসবীহ, তাকবীর বা কুরআন পাঠের স্থান। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১২]

যায়দ ইবনু আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إن كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের হিফাযত করো, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী (আসর) সালাতের, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে দাঁড়াও (সূরা আল বাকারা: ২৩৮)। অতঃপর আমাদেরকে সালাতে নীরব থাকতে আদেশ করা হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১৩]

২. সালাত আদায়কারীর সামনে সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে কোন মহিলা অথবা গাধা অথবা কালো কুকুর চলাচল করা।

আবূ যার আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ – إِذَا لم يكُنْ بَينَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ – الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسوَدُ

---

[৬১২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭, আবূ দাউদ, হা/৯৩১, নাসাঈ, ৩/১৪- ১৮, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪৪৭-৪৪৮।

[৬১৩] সহীহ বুখারী, হা/১২০০, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩৯।

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সালাতের সময় তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় না করায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর চলাচল করলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১৪]

৩. নিশ্চিতভাবে ওযূ ভঙ্গ হওয়া।

আব্বাদ ইবনু তামীম (রহি) তার চাচা হতে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

একদা তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১৫]

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতের কোন রুকন বা শর্ত ছেড়ে দেয়া।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও, আবার গিয়ে সালাত আদায় করো। কেননা, তুমি তো সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও। ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় করো। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমিতো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৬১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৫১০।

[৬১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৬১।

বললেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকূতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে। তারপর রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। অতঃপর সিজদা হতে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর তোমার পুরো সালাতে এভাবেই করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১৬]

খালিদ ইবনু মাদান (রহি) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো রয়েছে, (ওযূর সময়) তাতে পানি পৌঁছেনি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় ওযূ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬১৭]

৫. স্বরবে হাসা।

ইবনে মুনযির (রহি) বলেছেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, স্বরবে হাসলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।[৬১৮]

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খাওয়া বা পানাহার করা।

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয সালাতে কোন কিছু খাবে বা পানাহার করবে, তাকে পুনরায় সেই সালাত আদায় করতে হবে।[৬১৯]

আমি (লেখক) বলছি, অধিকাংশ আলেমের মতে, নফল সালাতের ক্ষেত্রেও এমনই বিধান। কেননা যেটি ফরয সালাতকে বাতিল করে, সেটি নফল সালাতকেও বাতিল করে।

---

[৬১৬] সহীহ বুখারী, হা/৭৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭।

[৬১৭] আবূ দাউদ, হা/১৭৫।

[৬১৮] আল ইজমা, ৪০ পৃ.।

[৬১৯] আল ইজমা, ৪০ পৃ.।

الفصل الثامن الأدعية والأذكار بعد الصلاة

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সালাত পরবর্তী দুআ ও যিকিরসমূহ।

১. সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করে তিনবার ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

২. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। সেগুলো হলো,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা, ভীরুতা, অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শাস্তি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২০]

৩. মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর ওপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২১]

---

[৬২০] সহীহ বুখারী, হা/২৮২২, তিরমিযী, হা/৩৫৬৭।

[৬২১] সহীহ বুখারী, হা/৮৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৩।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন আশ্রয় এবং শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না যদিও কাফিরদের তা পছন্দ নয়।

তিনি (ইবনুয যুবাইর) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পর কথাগুলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২২]

৫. কাব ইবনু উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর কিছু দুআ আছে, যে ব্যক্তি ঐগুলো পড়ে বা কাজে লাগায় সে কখনো নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তা হলো, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করা, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করা। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৩]

৬. মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে অসীয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এ দুআ কখনো পরিত্যাগ করবে না। সেটি হলো,

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৪]

৭. আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বিষয় জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৫]

---

[৬২২] সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৪, আবূ দাউদ, হা/১৫০৭, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৪।

[৬২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৫৯৬, নাসাঈ, ৩/৭৫, তিরমিযী, হা/৩৪১২।

[৬২৪] আবূ দাউদ, হা/১৫২২, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪৫।

[৬২৫] আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ, নাসাঈ, হা/১০০।

৮. উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর 'কুল আ'উযু বি-রব্বিল ফালাক ও কুল আ'উযু বি-রব্বিন্ নাস' সূরা দু'টি পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৬]

৯. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুলযোগ্য আমল চাই। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৭]

الباب الخامس صلاة التطوُّع

পঞ্চম অধ্যায়: নফল সালাত।

১. নফল সালাতের ফযীলত।

রবীআহ ইবনু কা'ব আল আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَقَالَ لِي: سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ! قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি ছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম, আমি এটিই চাই। তিনি বললেন, তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা করে এ কাজে আমাকে সাহায্য করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৬২৮]

---

[৬২৬] আবূ দাউদ, হা/১৫২৩, মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৫৯।

[৬২৭] ইবনে মাজাহ, হা/৯২৫, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩০৫।

[৬২৮] সহীহ মুসলিম, হা/৪৮৯, আবূ দাউদ, হা/১৩২০, নাসাঈ, ২/২২৭।

২. নফল সালাত বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব।

কাব ইবনু উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকজন নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়াল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করা উচিত। এই হাদীসটি হাসান।[৬২৯]

যায়দ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে একটি ছোট কামরা বানালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যায়দ ইবনু সাবিত (রা) কামরাটি চাটাই দিয়ে তৈরি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তার সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তার সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় করো। কেননা, ফরয সালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে সেটিই উত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৩০]

৩. নফল সালাতের প্রকারভেদ।

নফল সালাত দুই প্রকার।

এক. সাধারণ নফল সালাত।

দুই. নির্দিষ্ট নফল সালাত। নির্দিষ্ট নফল সালাতসমূহ সুন্নাতে রাতেবা নামে পরিচিত, যা ফরয সালাতের আগে ও পরে আদায় করা হয়। এগুলো আবার দুই প্রকার। ক. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, খ. সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ

---

[৬২৯] তিরমিযী, হা/৬০৪, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪২৭।

[৬৩০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৭৮১।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হলো দশ রাকআত অথবা বারো রাকআত সালাত।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশ রাকআত সালাতের কথা মুখস্থ রেখেছি। সেগুলো হলো, যুহরের পূর্বে দু'রাকআত ও পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু'রাকআত এবং ইশার পর নিজ ঘরে দু'রাকআত আর ফজরের আগে দু'রাকআত। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৩১] উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الجَنةِ

দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট ১২ রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৩২]

তিরমিযীতে অতিরিক্ত আছে: যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাকআত, ইশার সালাতের পরে দুই রাকআত এবং ফজরের সালাতের পূর্বে দুই রাকআত। সহীহ: তিরমিযী হা/৪১৫।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৮: যুহরের সুন্নাতের তিনটি পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতি: যুহরের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত। যেমন ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

[৬৩১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৯, আবূ দাউদ, হা/১২৫২, তিরমিযী, হা/৪৩৩, নাসাঈ, হা/৮৭৩।

[৬৩২] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৮।

আমি নাবী (ﷺ) থেকে দশ রাক'আত সালাত স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছি। দু'রাক'আত যুহরের পূর্বে, দুই রাক'আত তার পরে। আর দুই রাক'আত মাগরীবের পরে বাড়ীতে, দুই রাক'আত ইশার পর বাড়ীতে এবং দুই রাক'আত ফজরের পূর্বে।[৬৩৩]

দ্বিতীয়: যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত:

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের পূর্বের চার রাক'আত সালাত (কখনও) বাদ দিতেন না।[৬৩৪]

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، –، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

তিনি বললেন: তিনি যুহরের পূর্বে বাড়ীতে চার রাক'আত এবং পরে দু'রাক'আত আদায় করতেন।[৬৩৫]

তৃতীয় পদ্ধতি: যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে চার রাক'আত।

উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাত পড়বে মহান আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।[৬৩৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৭৭।

---

[৬৩৩] সহীহ : বুখারী হা/১১৭২, ১১৮০, মুসলিম হা/৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী হা/৪৩৩, ইবনে খুযাইমা হা/১১৯৭।

[৬৩৪] সহীহ : বুখারী (১১৮২), ইবনে আবী শাইবা ৫৯৭২, দারিমী ১৪৭৯, আবূ দাউদ ১২৫৩, নাসাঈ ১৭৫৮।

[৬৩৫] সহীহ : মুসলিম (৭৩০), আহমাদ (২৪০১৯), আবূ দাউদ ১২৫১, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১৯৯।

[৬৩৬] সহীহ: আবূ দাউদ (১২৬৯), তিরমিযী (৪২৮), নাসায়ী (১৮১৬), ইবনু মাজাহ (১১৬০), আহমাদ (২৭৪০৩), হাকেম (১/৩১২) এ হাদীসের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে সব সনদেই হাদীসটি সহীহ।

আর সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ হলোঃ

১. আসরের আগে দুই রাকআত (চার রাকআতের হাদীস যঈফ)।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ امرءا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ

আল্লাহ এমন ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করে।[৬৩৭]

[আসরের পূর্বে দু'রাক'আত সালাত পড়া মুস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ

প্রত্যেক দু'আযানের মাঝে সালাত রয়েছে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। (তারপর বলেন) যে চায় তার জন্য।][৬৩৮]

২. মাগরিবের আগে দুই রাকআত।

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে (নফল) সালাত আদায় করো, তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে (নফল) সালাত আদায় করো, লোকেরা এ আমলকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, এই কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা সে করতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৩৯]

---

[৬৩৭] আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে হাদীসটি যঈফ। আবূ দাউদ, হা/১২৭১, তিরমিযী, হা/৪৩০, মুসনাদে আহমাদ, ২/১১৭। আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ১/১৫০। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী পৃ. ৯৫।

[৬৩৮] সহীহ: বুখারী হা/৬২৪ এবং মুসলিম হা/৮৩৮, ইবনে মাজাহ হা/১১৬২, আবূ দাউদ হা/১২৮৩, তিরমিযী হা/১৮৫, নাসাঈ হা/৬৮১।

[৬৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১১৮৩, আবূ দাউদ, হা/১২৮১, ইবনু খুযাইমাহ, হা/১২৮৯।

৩. ইশার আগে দুই রাকআত।

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। তৃতীয়বার এ কথা বলার পর তিনি বলেন, তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪০]

৪. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের প্রতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهدا مِنْهُ على رَكْعَتي الْفجْر

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪১]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর থেকে উত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪২]

৫. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতে যা তিলাওয়াত করতে হয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ

[৬৪০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৮।

[৬৪১] সহীহ বুখারী, হা/১১৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৪, আবূ দাউদ, হা/১২৫৪।

[৬৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৫, তিরমিযী, হা/৪১৬, নাসাঈ, ৩/২৫২।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের পূর্বের দু'রাকআত (সুন্নাত) এত সংক্ষিপ্ত করতেন এমনকি আমি মনে মনে বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন? এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪৩]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সালাতে সূরা ইখলাস ও সূরা আল কাফিরুন পড়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪৪]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا (সূরা আল বাকারা: ১৩৬)) আয়াতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (সূরা আলে ইমরান: ৬৪) আয়াতটি পড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪৫]

৬. ফজরের দুই রাকআত সালাত আদায় করে ডান কাতে শুয়ে যাওয়া সুন্নাত।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর যেন ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪৬]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে শয়ন করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৪৭]

---

[৬৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/৭২৪, আবূ দাউদ, হা/১২৫৫।

[৬৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৬।

[৬৪৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭২৭।

[৬৪৬] আবূ দাউদ, হা/১২৬১, তিরমিযী, হা/৪২০, মুসনাদে আহমাদ, ২/৪১৫।

[৬৪৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৩, আবূ দাউদ, হা/১২৬২, ইবনে মাজাহ, হা/১১৯৮।

ইমাম নববী (রহি) বলেন, প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর ভিত্তিতে ফজরের সুন্নাত সালাতের পরে ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত।[৬৪৮] আমি বলছি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর (রহি)ও তার 'সুবুলুস সালাম' কিতাবে এমনটি বলেছেন। আর এটিই বেশি সঠিক। আর যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত এমনটি করেননি, তাই সেটি প্রমাণ করে যে, এটি সুন্নাত।

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, যদি ডান কাতে শয়ন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এমনি ইশারা করবে, কিন্তু বাম কাতে শয়ন করবে না।[৬৪৯]

৭. বিতর সালাত হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

আলী ইবনু আবী তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم

বিতরের সালাত তোমাদের ফরয সালাতসমূহের মত ফরয নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ সালাত) তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[৬৫০]

৮. বিতর সালাতের ওয়াক্তের বর্ণনা, আর সেটি হলো, পুরো রাত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَهَى، وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশে বিতর আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহরির সময় তিনি বিতর আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫১]

খারিজাহ ইবনু হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ

---

[৬৪৮] শারহু সহীহ মুসলিম, ৬/১৯।

[৬৪৯] আল মুহাল্লা, ৩/১৯৬।

[৬৫০] তিরমিযী, হা/৪৫৩, নাসাঈ, ৩/২২৮- ২২৯, হাকিম, ১/৩০০।

[৬৫১] সহীহ বুখারী, হা/৯৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৫, আবূ দাউদ, হা/১৪৩৫।

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি সালাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতর সালাত। তোমাদের জন্য এ সালাত আদায়ের সময় হচ্ছে ইশার সালাতের পর হতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। এই হাদীসটি সহীহ, তবে 'তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম' এই অংশটি ছাড়া।[৬৫২]

যে ব্যক্তি আশংকা করবে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, তার জন্য প্রথম রাতেই বিতরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, আর যে ব্যক্তির প্রবল ধারণা হবে যে, সে শেষ রাতে জাগবে, তার জন্য শেষ রাতেই বিতরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّكُم خافَ ألا يَقومَ مِن آخِرِ اللَّيلِ فليوتِرْ ثُمَّ ليَرقُدْ، ومَن وثِقَ بقيامِ اللَّيلِ فليوتِرْ مِن آخِرِه؛ فإنَّ قِراءَةَ آخِرِ اللَّيلِ مَحضورَةٌ، وذَلِكَ أفضَلُ

শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে কারো আশঙ্কা হলে সে যেন রাতের প্রথম ভাগেই (ইশার সালাতের পর) বিতর আদায় করে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে তাহলে সে যেন শেষভাগে বিতর আদায় করে নেয়। কেননা শেষ রাতের সালাতে ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর এটাই সর্বোত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৩]

৯. বিতরের রাকআত সংখ্যা।

বিতরের সর্বনিম্ন রাকআত সংখ্যা হলো, এক রাকআত।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

রাতের সালাত দু' দু' (রাকআত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হবার আশঙ্কা করে, সে যেন এক রাকআত সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করলো, তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৪]

---

[৬৫২] আবূ দাউদ, হা/১৪১৮, তিরমিযী, হা/৪৫২, ইবনে মাজাহ, হা/১১৬৮।

[৬৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/৭৫৫, তিরমিযী, হা/৪৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/১১৮৭, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪৮।

[৬৫৪] সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯, আবূ দাউদ, হা/১৩২৬, তিরমিযী, হা/৪৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৩২০, মুসনাদে আহমাদ, ২/৫।

তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় রাকআত বিতর আদায় করাও সঠিক।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাকআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৫]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাকআত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকআত আদায় করতেন বিতর এবং এতে একেবারে শেষে ছাড়া কোন বৈঠক করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৬]

সাদ ইবনু হিশাম (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন,

كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ. ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ

[৬৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮, আবূ দাউদ, হা/১৩৪১, তিরমিযী, হা/৪৩৯।

[৬৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৭, আবূ দাউদ, হা/১৩৩৮, তিরমিযী, হা/৪৫৯।

আমরা তার জন্য মিসওয়াক এবং ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর রাতের বেলা আল্লাহ তাআলা যখন চাইতেন তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন। ওযূ করতেন এবং নয় রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। এতে অষ্টম রাকআত ছাড়া বসতেন না। এ বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর নবম রাকআত আদায় করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তার প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করতেন। অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে আমরা তা শুনতে পেতাম। এবার সালাম ফিরানোর পর ঘরে বসেই তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। তারপর বললেন, হে বৎস! এ এগার রাকআত সালাত তিনি রাতে আদায় করতেন। পরবর্তী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স বেড়ে গিয়েছিল এবং শরীরও কিছুটা ভারী হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি সাত রাকআত বিতর আদায় করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি শেষের দু'রাকআত সালাত পূর্বের মতো করেই আদায় করতেন। হে বৎস! এভাবে তিনি নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৭]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

তোমরা তিন রাকআত বিতরের সালাত আদায় করবে না। বরং তোমরা পাঁচ রাকআত অথবা সাত রাকআত বিতরের সালাত আদায় করো। আর বিতরকে মাগরিবের মতো করে আদায় করো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৮]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৪৯: বিতর সালাতের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ রাকআত সংখ্যা

ইমাম নববী (রহি) তার শারহুল মুহাযযাব (৪/২১-২২) কিতাবে বলেছেন, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী বিতর সালাত সর্বনিম্ন হলো এক রাকআত। আর সর্বোচ্চ হলো এগারো রাকআত বা অন্য মতে তের রাকআত। এক ও তের বা এগারো রাকআতের (তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় রাকআত আদায় করা) মধ্যে সবই জায়েয। যে বিতর সালাত সর্বোচ্চ রাকআত সংখ্যার যত নিকটে হবে সেটি ততই উত্তম। সাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে অধিকাংশ আলেমই এই মত দিয়েছেন।

আর ইমাম আবু হানীফা (রহি) বলেছেন, মাগরিবের সালাতের মতো এক সালামে তিন রাকআত ব্যতীত বিতর জায়েয নেই। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এক রাকআত বা দুই

[৬৫৭] সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৭, আবূ দাউদ, হা/১৩৪২, নাসাঈ, ৩/২৩৯, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৫৩।

[৬৫৮] দারাকুতনী, ২/২৪, ইবনু হিব্বান, হা/২৪২৯, হাকিম, ১/৩০৪, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩১।

সালামে তিন রাকআত বিতর পড়ে তবে তা সহীহ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতের পক্ষে আবু সাঈদের একটি মারফূ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা হয়। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত বিতর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসটি ইবনু আব্দিল বার (১৩/২৫৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি যঈফ। কারণ এই হাদীসের সনদে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রবীআ নামে একজন রাবী আছে। আর উকাইলী বলেন, তার অধিকাংশ হাদীসে ভ্রম আছে। এই হাদীসটি মুরসালভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। সাঈদ ইবনে মানসুর (রহি) মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযির হাদীসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ আলেম বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে উমার (রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فإذا خِفْتَ الصبحَ؛ فأوتر بواحدة

যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করো তখন এক রাকআত বিতর পড়ে নাও। (সহীহ বুখারী,হা/১১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭, ৭৪৯)

তারা সহীহ মুসলিমে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আরেকটি মারফূ হাদীস দিয়েও দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الوتر ركعة من آخر الليل

রাতের শেষাংশে বিতর সালাত মাত্র এক রাকআত। (সহীহ মুসলিম, হা/৭৫২)

তারা আরো দলীল হিসেবে পেশ করেন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) এর হাদীস দিয়ে,

كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকআত সালাত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাকআত পরে তিনি সালাম ফিরাতেন। পরে তিনি এক রাকআত বিতর পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬)

আর একদল সাহাবী থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত যে, তারা এক রাকআত বিতর আদায় করতেন। আর এই বিষয়ে কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না।

অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক। (দেখুন, আল মুগনী-২/৫৭৮, আল মাজমু-৪/২১-২৩, ইবনে রজবের আল ফাতহ-৬/১৯৮, আন নাইল-২/২০৮, আল আওসাত-৫/১৭৭)। ফাতহুল আল্লাম ২/৬৩৬।

১০. তিন রাকাত বিতর সালাতের কিরাআত।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সালাতে সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা', 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সমাদ' তিলাওয়াত করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৫৯]

১১. বিতর সালাতে কুনুত পাঠ করা।

হাসান ইবনু আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতর সালাতে পাঠ করে থাকি। তা হলো,

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ؛ إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি হিদায়াত করেছেন আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত করুন, যাদের প্রতি নিরাপত্তা দান করেছেন, আপনি তাদের সাথে আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে যা দান করেছেন তার মধ্যে বারকাত দান করুন। আপনার নির্ধারিত অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা আপনিই ফায়সালা করেন, আপনার ওপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। যার আপনি অভিভাবক হয়েছে, সে কখনও অপমানিত হয় না। আর যার আপনি বিরোধিতা করেছেন, সে কখনো সম্মানিত হয় না। আপনি বরকতময়, সুউচ্চ। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬০]

১২. বিতর সালাতে কুনুত পাঠের স্থান হলো, কিরাআত শেষ করার পরে ও রুকূর আগে

উবাই ইবনু কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের সালাত আদায় করতেন এবং রুকূর আগে দুআ কুনূত পড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬১]

---

[৬৫৯] আবূ দাউদ, হা/১৪২৩, নাসাঈ, ৩/২৪৪।

[৬৬০] আবূ দাউদ, হা/১৪২৫, তিরমিযী, হা/৪৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/১১৮৭।

[৬৬১] ইবনে মাজাহ, হা/১১৮২, নাসাঈ, হা/১৬৯৯।

১৩. কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সালাত) করা সুন্নাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়, আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক (সূরা আয যারিয়াত, ১৫- ১৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬২]

১৪. রমজান মাসে কিয়ামুল লাইল (তারাবীর সালাত) করা বেশি তাগীদপূর্ণ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের কিয়ামুল লাইল করাতে খুবই উৎসাহ দিতেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে লোকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে সালাতে দাঁড়ায়, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬৩]

---

[৬৬২] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, তিরমিযী, হা/৪৩৮।

[৬৬৩] সহীহ বুখারী, হা/২৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৯৫, আবূ দাউদ, হা/১৩৭১, তিরমিযী, হা/৬৮৩।

১৫. কিয়ামুল লাইলের রাকআত সংখ্যা।

এর সর্বনিম্ন রাকআত সংখ্যা হলো এক রাকআত, আর সর্বোচ্চ হলো এগারো রাকআত (অন্য বর্ণনায় তের রাকআত)।[৬৬৪]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে (তারাবী) এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাকআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তুমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকআত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬৫]

১৬. রমজানে রাতের (তারাবী) সালাতে জামাআত করা শরীআতসম্মত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

---

[৬৬৪] এর থেকে বৃদ্ধি করা সুন্নাত নয়। সুন্নাতের মধ্যে অবস্থান করাই উত্তম। তবে সালাফদের থেকে রাকআত সংখ্যা বৃদ্ধি করা সহীহভাবে প্রমাণিত, আর তা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতের সালাত দু' দু' (রাকআত) করে। সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯। রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা সালাত আদায় করবে। কেননা এ সময়ে মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) এসে ফজরের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। সহীহ: আবু দাউদ হা/১২৭৭। আত-তাইসীরাত আল-ফিক্বহীয়্যাহ ফি শারহিদ্দুরার আল-বাহীয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ১/১৫২। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা- আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী পৃ. ৯৭।

[৬৬৫] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৮, আবূ দাউদ, হা/১৩৪১, তিরমিযী, হা/৪৩৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তার সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তারা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তারা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং সাহাবীগণ তার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। সেদিন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, অতঃপর, এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়বে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬৬]

আবদুর রাহমান ইবনু আবদুল কারী (রহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

আমি রমজানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সাথে মসজিদে নাববীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামাআতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। উমার (রা) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ইমামের পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবনু কাব (রা) এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তার (উমার) সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। উমার (রা) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম

[৬৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৯২৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬১।

যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করতো। এই আসারটি সহীহ।[৬৬৭]

আমি (লেখক) বলছি, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস এবং আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল কারী (রহি) এর আসার থেকে স্পষ্ট হয় যে, রমজান মাসের কিয়ামুল লাইল করা শরীআতসম্মত এবং এই সালাত জামাআতের সাথে আদায় করাও শরীআতসম্মত। আর মুসলিমদের ওপর ফরয হয়ে যাবে এই আশংকাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ রাতে উপস্থিত হননি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে অহী বন্ধ হয়ে গেলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই আশংকা করেছিলেন, সেই আশংকা আর নেই। সুতরাং এই আশংকা না থাকার কারণে এই সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার সুন্নাতটা অবশিষ্ট রয়ে গেলো। যার ফলে উমার (রা) এসে এই সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিলেন। এটি তিনি করেছিলেন সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতসম্মত করেছিলেন। এটির মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে যে, উমার (রা) এর কাজের জন্য বিদআত শব্দটি প্রযোজ্য নয়। আর ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বলেছেন, রমজানের রাতের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করানোটি সুন্দর কাজ হলেও উমার (রা) থেকে এটিকে বিদআত নামকরণ করাটা হলো শাব্দিক অর্থে নামকরণ করা, শারঈ অর্থে নামকরণ নয়।[৬৬৮]

১৭. কিয়ামুল লাইলের কাযা করা।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَو عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَه مَا بينَ صلاةِ الْفَجرِ وَصلاةِ الظهرِ، كُتب لَهُ كأَنما قرأَهُ مِن اللَّيْلِ

কেউ তার (রাতের বেলার) করণীয় কাজ কিংবা তার কিছু অংশ করতে ভুলে গেলে তা যদি সে ফাজর ও যুহরের সালাতের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে আদায় করে নেয় তাহলে তা এমনভাবে তার জন্য লিখে নেয়া হবে যেন সে তা রাতের বেলায়ই সম্পন্ন করেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৬৯] আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

---

[৬৬৭] সহীহ বুখারী, হা/২০১০।

[৬৬৮] ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, ২৭৫- ২৭৭ পৃ.।

[৬৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৭, আবূ দাউদ, হা/১৩১৩, তিরমিযী, হা/৫৮১, ইবনে মাজাহ, হা/১৩৪৩।

অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রিকালীন কোন সালাত কাযা হয়ে গেলে দিনের বেলা তিনি বারো রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭০]

১৮. যে ব্যক্তির কিয়ামুল লাইলের অভ্যাস রয়েছে, তার জন্য কিয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করা মাকরূহ।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাত জেগে ইবাদত করতো, পরে রাত জেগে ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭১]

১৯. সালাতুয যোহা বা সালাতুল আওয়াবিন।

(১) সালাতুয যোহা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

আমার বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন করে সিয়াম পালন করা এবং দু'রাকআত সালাতুয যুহা আদায় করার এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭২]

(২) সালাতুয যোহার ফযীলত।

আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি বন্ধনী ও গিটের ওপর সাদাকা ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্ল-হ' বলা সাদাকা

---

[৬৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬, তিরমিযী, হা/৪৪৫।

[৬৭১] সহীহ বুখারী, হা/১১৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

[৬৭২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৭২১।

হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আলহমদুলিল্লাহ' বলা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাকবীর অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও সাদাকা বলে গণ্য হয়। তবে যোহা বা চাশতের মাত্র দু'রাকআত সালাত যদি সে আদায় করে তাহলে তা এ সবগুলোর যথেষ্ট হতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৩]

(৩) সালাতুয যোহার রাকআত সংখ্যা।

সর্বনিম্ন হলো দু'রাকআত। কেননা এর দলীল পূর্বেই বর্ণিত হলো। আর মধ্যম হলো, চার রাকআত।

নু'আইম ইবনু হাম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, তোমাদের রব আল্লাহ তাআলা বলেন,

يا ابن آدم! صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাকআত সালাত আদায় করো, তাহলে আমি আখিরাতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবো। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৪]

আর সর্বোচ্চ হলো, আট রাকআত।

উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى

মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। তিনি তখন মক্কার উঁচু এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে গেলে ফাতিমা তাকে আড়াল করেন। এরপর তিনি নিজের কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন। তারপর আট রাকআত চাশতের সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৫]

---

[৬৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/৭২০, আবূ দাউদ, হা/১২৮৫, মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৬৭।

[৬৭৪] আবূ দাউদ, হা/১২৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৮৭।

[৬৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৬।

সালাতুয যোহা আদায়ের সর্বোত্তম সময়।

যায়দ ইবনু আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاء وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتْ الْفِصَالُ مِنْ الضُّحَى

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের এলাকায় গেলেন। সে সময় তারা সালাত আদায় করছিলেন। এ দেখে তিনি বললেন, 'সালাতুল আওওয়াবীন' বা চাশতের সালাতের উত্তম সময় হলো যখন সূর্যতাপে বালু গরম হাওয়ার কারণে উটের বাচ্চাগুলোর পা উত্তপ্ত হতে শুরু করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৬]

২০. পবিত্রতা অর্জন করার পরে সালাত আদায় করা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তুষ্টিজনক যে আমল তুমি করেছো, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত করো। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রা) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তুষ্টিজনক হয় এমন কিছুতো আমি করিনি। দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে পবিত্রতার দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৭]

২১. ইস্তেখারার সালাত।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকল কাজের জন্য ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছে হয়, তখন সে যেন দু'রাকআত সালাত আদায় করে এরূপ দুআ করে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،

---

[৬৭৬] সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৮, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৬৬।

[৬৭৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫৮।

أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন আর আমি জানি না। আপনিই গায়িব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন- আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও পরিণামে- রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন- দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমা হতে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখুন। রাবী বলেন, সে যেন এ সময় তার প্রয়োজনের নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা উল্লেখ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৮]

الباب السادس سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر

ষষ্ঠ অধ্যায়: সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর।

الفصل الأولى: سجود السهو

প্রথম পরিচ্ছেদ: সিজদায়ে সাহু।

১. সিজদায়ে সাহু এর তিনটি কারণ রয়েছে।

ক. সালাতে কোন কিছু বাড়তি করলে।

কোন মুসল্লী যদি সালাতের কিয়ামে, বা রুকূতে বা সিজদাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়তি করে, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলবশত করে এবং সালাত শেষ করার পরেই স্মরণ হয়, তাহলে এর জন্য তাকে শুধু সাহু সিজদা দিতে হবে এবং তার সালাত

[৬৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৮২, আবূ দাউদ, হা/১৫৩৮, তিরমিযী, হা/৪৮০, নাসাঈ, ৬/৮০, ইবনে মাজাহ, হা/১৩৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪৪।

সঠিক হবে। আর যদি সালাত চলা অবস্থাতেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে যাওয়া আবশ্যক হবে এবং এর জন্য সাহু সিজদা দেয়াও আবশ্যক হবে, আর তার সেই সালাত সঠিক হবে।

খ. সালাতে কোন কিছু কমতি করলে।

সালাত পুরো করার আগেই কোন মুসল্লী যদি ইচ্ছাকৃত সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলবশত সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং অনেক পরে সেটি মনে পড়ে, তাহলে আবার পুনরায় সেই সালাত আদায় করবে। আর যদি সামান্য পরে যেমন এক মিনিট বা দুই মিনিট পরে মনে পড়ে, তাহলে সে সেই সালাত পুরো করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে, তারপর আবার সালাম ফিরাবে।

কোন মুসল্লী যদি সালাতের কোন রুকন ত্যাগ করে, সেই রুকনটি যদি তাকবীরে তাহরীমা হয়, তাহলে তার সালাতই হবে না, হোক সে তাকবীরে তাহরীমা ইচ্ছা করেই ছাড়ুক অথবা ভুলবশতই ছাড়ুক, কেননা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া তো তার সালাতই শুরু হয়নি।

আর তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া যদি সালাতের অন্য রুকন হয়, সেটি যদি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয়, আর দ্বিতীয় রাকআতের সেই স্থানে পৌঁছে যায়, তাহলে সেই রাকআত বাতিল হয়ে যাবে, যেই রাকআত রুকন ছেড়ে দিয়েছে। আর পরের রাকআতটি সেই রাকআতের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যদি পরের রাকআতের সেই স্থানে না পৌঁছে, তাহলে ছেড়ে দেয়া রুকনে ফিরে যাওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে সেই রুকন এবং তার পরের অংশ আদায় করবে। আর এই দুই অবস্থাতেই সালামের পরে সাহু সিজদা দেয়া আবশ্যক।

আর মুসল্লী যদি ভুলবশত মাঝের তাশাহুদ ছেড়ে দেয়, আর সালাতের সেই স্থান থেকে উঠার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে তাশাহুদ পড়বে, আর এর জন্য তাকে আর কিছুই করতে হবে না। আর যদি সেই স্থান থেকে উঠার পরে এবং পরের রুকনে যাওয়ার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে সেখানে ফিরে এসে তাশাহুদ পড়ে সালাত পুরা করবে। তারপর শেষে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে। আর যদি পরের রুকন শুরু করার পরে স্মরণ হয়, তাহলে সেই তাশাহুদ পড়বে আর ফিরে আসবে না, বরং সেটি মাফ হয়ে যাবে। ফলে সে তার সালাতের পরের অংশ চালিয়ে যাবে এবং শেষে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করবে।

গ. সন্দেহ হলে।

কোন মুসল্লী যদি তার সালাতে সন্দেহ করে এবং দু'টি বিষয়ের কোন একটি তার কাছে প্রাধান্য পায়, তাহলে প্রাধান্যযোগ্য বিষয়ের ওপরই আমল করবে, তার ওপর ভিত্তি করে সালাত পুরা করবে। তারপর শেষে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে।

আর যদি দু'টি বিষয়ের একটিও তার কাছে প্রাধান্য না পায়, তাহলে ইয়াকীনের ওপর আমল করবে, আর সেটি হলো কম রাকআত সংখ্যাটি (অর্থাৎ তিন রাকআত হলো না চার রাকআত হলো এই নিয়ে সন্দেহ হলে তিন রাকআতের ওপর নির্ভর করবে)। আর এর ওপর ভিত্তি করেই সালাত পুরা করে সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবে।

২. দুই ক্ষেত্রে সালামের আগেই দু'টি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

ক. সালাতে কোন কমতি করার কারণে।

আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের দু'রাকআত আদায় করে (তাশাহুদে না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকআতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষে তিনি দু'টি সিজদা করলেন এবং অতঃপর সালাম ফিরালেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৭৯]

খ. সালাতে এমন কোন সন্দেহ হলে, যাতে দু'টি বিষয়ের কোন একটিকেও প্রাধান্য দেয়া যায় না।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

তিন রাকআত আদায় করা হলো না চার রাকআত আদায় করা হলো- সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে (তিন রাকআত) সে কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। (এখন) সে যদি পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তাহলে এ দু' সিজদা দ্বারা তার সালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তার সালাত চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দু'টি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮০]

---

[৬৭৯] সহীহ বুখারী, হা/১২২৪- ১২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭০।

[৬৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৫৭১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৭২।

৩. আর দু'টি ক্ষেত্রে সালামের পর সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

ক. সালাতে কোন কিছু বাড়তি করার কারণে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟. قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ প্রশ্ন কেন? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করেছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮১]

খ. সালাতে এমন কোন সন্দেহ হলে, যাতে দু'টি বিষয়ের কোন একটিকেও প্রাধান্য দেয়া যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। অতঃপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮২]

৪. তাকবীর বলে দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ،

[৬৮১] সহীহ বুখারী, হা/১২২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭২।

[৬৮২] সহীহ বুখারী, হা/৪০১, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭২।

فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تَقْصُرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟. فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের বিকালের এক সালাতে (যুহর অথবা আসরের সালাতে) ইমামত করলেন। ইবনু সীরীন (রহি) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। অতঃপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তার ডান হাত বা হাতের ওপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের ওপর রাখলেন। যাদের তাড়া ছিল তারা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন, সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং উমার (রা)ও ছিলেন। কিন্তু তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে 'যুল-ইয়াদাইন' বলা হতো, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। অতঃপর (অন্যদের) জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তারা বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাকী অংশটুকু আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর মাথা উঠালেন। পরে পুনরায় তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর মাথা উঠালেন। লোকেরা ইবনু সীরীন (রহি) কে জিজ্ঞেস করতো, পরে কি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়েছিলেন? তখন ইবনু সীরীন (রহি) বলতেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়েছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮৩]

[৬৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৮২, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৩।

৫. ইমাম যদি ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু করে, তবে মুক্তাদীও তার অনুসরণ করবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮৪]

الفصل الثاني سجود التلاوة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সিজদায়ে তিলাওয়াত

১. কুরআনুল কারীমে সিজদায়ে তিলাওয়াত এর স্থানসমূহ।

ইবনু হাযম(রহি) বলেন, কুরআনে চৌদ্দটি সিজদা রয়েছে।

১. সূরা আল আরাফের শেষে ২০৬ নম্বর আয়াতে।

২. সূরা আর রাদের ১৫ নম্বর আয়াতে।

৩. সূরা আন নাহলের ৫০ নম্বর আয়াতে।

৪. সূরা বানী ইসরাঈলের ১০৯ নম্বর আয়াতে।

৫. সূরা মারইয়ামের ৫৮ নম্বর আয়াতে।

৬. সূরা আল হাজ্জের ১৮ নম্বর আয়াতে। কিন্তু সূরা আল হাজ্জের প্রায় শেষের দিকে ৭৭ নম্বর আয়াতে সিজদা নেই।

৭. সূরা আল ফুরকানের ৬০ নম্বর আয়াতে।

৮. সূরা আন নামলের ২৬ নম্বর আয়াতে।

৯. সূরা আস সাজদাহ এর ১৫ নম্বর আয়াতে।

১০. সূরা স্ব-দ এর ২৪ নম্বর আয়াতে।

---

[৬৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৭২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৪।

১১. সূরা ফুসসিলাত এর ৩৮ নম্বর আয়াতে।

১২. সূরা আন নাজমের শেষে ৬২ নম্বর আয়াতে।

১৩. সূরা ইনশিকাক এর ২১ নম্বর আয়াতের 'লা ইয়াসজুদুন' অংশে।

১৪. সূরা আল আলাকের শেষে ১৯ নম্বর আয়াতে।[৬৮৫]

২. সিজদায়ে তিলাওয়াত এর হুকুম।

অধিকাংশ আলেমের নিকটে সিজদায়ে তিলাওয়াত হলো সুন্নাত। সালাতের জন্য যেমন পবিত্রতাসহ আরো অন্যান্য কিছু শর্ত, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য তেমন কিছুই শর্ত নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস সানআনী (রহি) বলেন, আসল হলো, দলীল ছাড়া পবিত্রতা শর্ত বলা যাবে না। আর সালাতের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব হওয়ার দলীল বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সিজদাকে তো সালাত বলা হয় না। সুতরাং যারা সিজদার জন্য পবিত্রতাকে শর্ত বলে, দলীলসমূহ তাদেরই বিপরীতে। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এতে শুধু সিজদা অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৬৮৬]

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, সিজদায়ে তিলাওয়াত ফরয নয়, বরং এটি মুস্তাহাব। ফরয ও নফল উভয় সালাতের এই সিজদা করা যাবে। এমনটি সালাত ছাড়াও অন্য সবসময়ই এই সিজদা করা যাবে। এছাড়াও সূর্য উদিত হওয়ার সময়ে, সূর্য ডুবার সময়ে, কিবলামূখী হয়ে, কিবলামুখী হওয়া ছাড়াই, পবিত্র অবস্থাতে এবং পবিত্রতা অবস্থা ছাড়াও এই সিজদা করা যাবে।[৬৮৭]

৩. সিজদায়ে তিলাওয়াত ফরয নয়, বরং এটি সুন্নাত হওয়ার দলীল।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন নাজম তিলাওয়াতের পর সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮৮] যায়দ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

---

[৬৮৫] আল মুহাল্লা, ৫/১০৫- ১০৬।

[৬৮৬] সুবুলুস সালাম, ২/৩৭৯।

[৬৮৭] আল মুহাল্লা, ৫/১০৬।

[৬৮৮] সহীহ বুখারী, হা/১০৭১, তিরমিযী, হা/৫৭৫।

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে সূরা আন নাজম তিলাওয়াত করলাম। এতে তিনি সিজদা করেননি। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৮৯]

আমি (লেখক) বলছি, প্রথম হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন নাজম পাঠ করে সিজদা করেছেন আর দ্বিতীয় হাদীসে করেননি। এটি সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হওয়ার বর্ণনা। আর সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নাহ, ফরয নয়।[৬৯০]

৪. সিজদায়ে তিলাওয়াত ওযূ ছাড়াই, কিবলামুখী হওয়া ছাড়াই যেভাবে সম্ভব সেভাবেই করা যাবে। এর দলীল হলো,

কেননা সিজদায়ে তিলাওয়াত সালাত নয়। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى দিন ও রাতের সালাত হলো দুই রাকআত করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৯১] সুতরাং দুই রাকআতের কম হলে সেটি সালাত নয়। তবে যেগুলোকে স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে সালাত বলা হয়েছে সেগুলো ভিন্ন। যেমন এক রাকআত ভয় ভীতির সালাত, বিতর সালাত, জানাযার সালাত। কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াতকে স্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে সালাত বলা হয়নি।[৬৯২]

৫. সিজদায়ে তিলাওয়াত এর ফযীলত।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়! আমার দুর্ভাগ্য! ইবনু কুরায়বের বর্ণনায় রয়েছে, হায়রে, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হলো। তারপর সে সিজদা করলো এবং এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হলো। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৯৩]

---

[৬৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১০৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/৫৭৭, মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৮৬।

[৬৯০] ফাতহুল বারী, ২/৫৫৫।

[৬৯১] সহীহ বুখারী, হা/৯৯০, সহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯, মুসনাদে আহমাদ, ২/১০২।

[৬৯২] আল মুহাল্লা, ৫/১১১।

[৬৯৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮১।

৬. সিজদায়ে তিলাওয়াত এ যা বলবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন এবং সিজদাতে বারবার বলতেন,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ

আমার মুখমণ্ডল ঐ সত্ত্বাকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার শক্তি দিয়ে তিনি কানে শ্রবণশক্তি এবং চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৯৪]

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: «اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় সালাত আদায় করছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি। তারপর আমি সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সিজদা করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ! এই সিজদার দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা দিতে দেখেছি এবং তাকে তার সিজদায় সেই দুআ করতে শুনলাম, গাছটির যে দুআ ঐ ব্যক্তি তাকে অবহিত করেছিল। এই হাদীসটি হাসান।[৬৯৫]

---

[৬৯৪] আবূ দাউদ, হা/১৪১৪, তিরমিযী, হা/৫৮০, নাসাঈ, ২/২২২, মুসনাদে আহমাদ, ৬/২১৭।

[৬৯৫] ইবনে মাজাহ, হা/১০৫৩, তিরমিযী, হা/৫৭৯।

الفصل الثالث سجود الشكر

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সিজদায়ে শুকর।

কোন ব্যক্তির নিকটে কোন নিয়ামত আসলে বা কোন শাস্তি প্রতিহত হলে বা তার জন্য আনন্দদায়ক কোন কিছুর সুসংবাদ দেয়া হলে আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়া মুস্তাহাব।

আবূ বকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কোনো খুশির খবর আসলে অথবা তিনি কোনো সুসংবাদ পেলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়াস্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন। এই হাদীসটি হাসান।[৬৯৬] আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَجَدَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন। সেজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়াস্বরূপ আমি সিজদা দিলাম। এই হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও সমর্থক হাদীসের ভিত্তিতে এটি সহীহ।[৬৯৭]

বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা) কে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি বলেন,

فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا شكرًا لله تعالى على ذلك

আলী (রা) ইয়ামানবাসীর ইসলাম গ্রহণের খবর দিয়ে পত্র লিখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পত্র পেয়ে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়াস্বরূপ সিজদাতে পড়ে গেলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৯৮] আর সিজদায়ে শুকর এর হুকুম হলো, সিজদায়ে তিলাওয়াতের মতোই।

---

[৬৯৬] আবূ দাউদ, হা/২৭৭৪, তিরমিযী, হা/১৫৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৩৯৪।

[৬৯৭] মুসনাদে আহমাদ, ১/১৯১, হাকিম, ১/২২২- ২২৩।

[৬৯৮] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ২/৩৬৯।

الباب السابع باب صلاة الكسوف

সপ্তম অধ্যায়: সালাতুল কুসুফ বা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাত।

১. সালাতুল কুসুফের জন্য আহ্বান করা।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সূর্যগ্রহণ হলে 'আস-সালাতু জামিআহ' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৬৯৯]

২. এর পদ্ধতি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হলো, এই সালাত হবে দুই রাকআত, যার প্রতি রাকআতে দু'টি করে রুকূ হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাকবীর বললেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন। অতঃপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে দাঁড়ালেন এবং সিজদায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বললেন এবং দীর্ঘ রুকূ করলেন, তবে তা প্রথম রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অতঃপর সিজদায় গেলেন। অতঃপর তিনি

[৬৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১০৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৯১০, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯৮।

পরবর্তী রাকআতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজদার সাথে চার রাকআত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০০]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সূর্যগ্রহণ হলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা আল-বাক্বারাহ পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করেন। অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ করলেন। তবে তা প্রথম রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর আবার দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে তা পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে তা প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০১]

---

[৭০০] সহীহ বুখারী, হা/১০৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৯৮।

[৭০১] সহীহ বুখারী, হা/১০৫২, সহীহ মুসলিম, হা/৯০৭, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩৫৮।

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, 'সালাতুল কুসুফ ফরয নয়, বরং এটি সুন্নাত' এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু এর পদ্ধতি নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যেমনটি ইমাম নববী (রহি) তার 'শারহু সহীহ মুসলিম' কিতাবে এবং আল মাহদী (রহি) তার 'আল বাহর' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[৭০২]

৩. সালাতুল কুসুফে স্বরবে কিরাআত করা হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ. وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফে স্বরবে কিরাআত করেছেন। তিনি এই সালাতে দুই রাকআতে চারটি রুকূ ও চারটি সিজদা করেছেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে,

صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল কুসুফ আদায় করেছেন। এতে তিনি স্বরবে কিরাআত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে,

خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَتَى الْمُصَلَّى فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের স্থানে এসে সালাতের তাকবীর দিলেন। লোকজনও তাকবীর দিলো। তারপর তিনি স্বরবে কিরাআত করলেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। ইমাম আহমাদ (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন।[৭০৩]

৪. সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো, মানুষদের সামনে খুতবা দেয়া।

কেননা এর পক্ষে ২ নং এ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[৭০২] নাইলুল আওতার, ১৩২৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

[৭০৩] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৬৫, সহীহ বুখারী, হা/১০৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, তিরমিযী, হা/৫৬৩।

৫. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতে সাদাকা, ইস্তেগফার এবং যিকির করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

আসমা বিনতে আবী বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০৪]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ করবে। তার মহত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সদাকাহ প্রদান করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০৫]

আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে বললেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

যখন তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দুআ এবং ইস্তিগফারের দিকে ধাবিত হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০৬]

৬. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ শেষে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলেই এই সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم إِنَّ الشمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ حَتَّى تَنْجَلِيَ

[৭০৪] সহীহ বুখারী, হা/১০৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯২, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩৪৫।

[৭০৫] সহীহ বুখারী, হা/১০৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯০১, মুসনাদে আহমাদ, ৬/১৬৪।

[৭০৬] সহীহ বুখারী, হা/১০৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/৯১২।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইব্রাহীম (রা) যে দিন ইন্তিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকজন বলল, ইব্রাহীম (রা) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দুআ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭০৭]

الباب الثامن باب صلاة الاستسقاء

অষ্টম অধ্যায়: সালাতুল ইস্তেসকাহ বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

১. অনাবৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ

যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, শাসকের তরফ থেকে অত্যাচার, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি হাসান।[৭০৮]

২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃষ্টি প্রার্থনার প্রকারসমূহ।

প্রথম. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের স্থানে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন এবং খুতবা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়. জুমআর দিনে খুতবা চলা অবস্থাতেই মিম্বারের ওপর থেকে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

---

[৭০৭] সহীহ বুখারী, হা/১০৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৯১৫, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৪৫।

[৭০৮] ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯, হাকিম, ৪/৫৪০।

তৃতীয়: মদীনার মিম্বারের ওপর থেকে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। এতে তিনি জুমআর দিনে বাদে অন্য দিনেই শুধু বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন, তার থেকে এখানে সালাত আদায়ের কথা সংরক্ষিত নয়।

চতুর্থ: মসজিদে বসে থাকা অবস্থাতেই তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। এতে তিনি দুই হাত উত্তোলন করে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

পঞ্চম: মসজিদের দরজার বাহিরে 'আয-যাওরা' নামক স্থানের নিকটে 'আহজারুয যাইত' নামক স্থানে থেকে তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

ষষ্ঠ: কিছু যুদ্ধে যখন মুশরিকরা আগেই পানির স্থান দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন।

প্রথম প্রকারের দলীল:

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ী ও নম্রভাবে, সাধারণ পোশাক পরে, ভীত বিহ্বল হয়ে রওয়ানা করে ধীরপদে (মাঠে) পৌঁছে দু'রাকআত সালাত পড়লেন, যেভাবে তিনি ঈদের সালাত পড়েন। কিন্তু তিনি তোমাদের এই খুতবার ন্যায় খুতবা দেননি। এই হাদীসটি হাসান।[৭০৯]

দ্বিতীয় প্রকারের দলীল:

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ. وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. اللَّهُمَّ أَغِثْنَا

জনৈক ব্যক্তি জুমআর দিন মসজিদে নবাবীতে 'দারুল কাযা' এর দিকে স্থাপিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (অনাবৃষ্টির ফলে) মাল সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পথ

[৭০৯] মুসনাদে আহমাদ, ১/২৩০, নাসাঈ, ৩/১৬৩, তিরমিযী, হা/৫৫৯, ইবনে মাজাহ, হা/১২৬৬।

রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু হাত উঠিয়ে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১০]

তৃতীয় প্রকারের দলীলঃ

শুরাহবীল ইবনুস সামত (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি কাব (রা) কে বলেন,

يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ» ، قَالَ: فَمَا جَمَّعُوا حَتَّى أُحْيُوا، قَالَ: فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا

হে কাব ইবনু মুররা! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি (কাব) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুহাত তুলে দুআ করেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, ফসল উৎপাদক, পর্যাপ্ত, বিলম্বে নয়, অবলম্বনে, উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়। কাব (রা) বলেন, জুমআর সালাত শেষ না হতেই বৃষ্টি হয়ে গেলো। পরে লোকেরা তাঁর নিকট এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘমালা টুকরা টুকরা হয়ে ডানে-বামে সরে গেলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১১]

চতুর্থ প্রকারের দলীলঃ

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ، قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

[৭১০] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭।

[৭১১] ইবনে মাজাহ, হা/১২৬৯, হাকিম, ১/৩২৮, বাইহাকী, ২/৩৫৫- ৩৫৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৩৬।

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কতিপয় লোক (বৃষ্টি না হওয়ায়) ক্রন্দনরত অবস্থায় এলে তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিলম্বে নয় বরং তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণময়, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা দানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তাদের ওপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় (এবং বৃষ্টি হয়)। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১২]

পঞ্চম প্রকারের দলীলঃ

বনী আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আয-যাওরার' নিকটবর্তী 'আহজারুয যাইত' নামক স্থানে বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত আদায় করতে দেখেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১৩]

ষষ্ঠ প্রকারের দলীলঃ

ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) বলেন, কোন এক যুদ্ধে মুশরিকরা যখন মুসলিমদের আগেই ময়দানে অবস্থিত পানির স্থান দলখ করে নিল এবং মুসলিমগণ পিপাসাতে কাতর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন, তখন তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তখন মুনাফিকরা বলছিল যে, তিনি যদি সত্যিই নাবী হয়ে থাকেন, তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম যেমন তার জাতির জন্য আল্লাহর কাছে পানি চেয়েছিলেন, তেমনি তিনিও তার জাতির লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে পানি প্রার্থনা করবেন। তাদের এই কথা যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি তাই বলেছে? আমি আশা করি, অচিরেই তোমাদের রব তোমাদেরকে পানি পান করাবেন। অতঃপর তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দুআ শুরু করলেন। তিনি আকাশে মেঘ তাদেরকে ছায়া দান করা এবং বৃষ্টি শুরু না হওয়া পর্যন্ত হাত নামাননি। তারপর তাদের ওপর বৃষ্টি শুরু হলো, এমনকি পুরো উপত্যকা ছড়িয়ে পড়লো। আর মানুষজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো।[৭১৪]

৩. বৃষ্টি প্রার্থনা করার সময় দুই হাত উত্তোলন করা সুন্নাত।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

[৭১২] আবূ দাউদ, হা/১১৬৯, বাইহাকী, ৩/৩৫৫, হাকিম, ১/৩২৭।

[৭১৩] আবূ দাউদ, হা/১১৬৮, তিরমিযী, হা/৫৫৭, মুসনাদে আহমাদ, ৫/২২৩, নাসাঈ, ৩/১৫৯।

[৭১৪] যাদুল মাআদ, ১/৪৪১।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোথাও দুআর মধ্যে হাত উঠাতেন না। তিনি হাত এতটুকু ওপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১৫]

৪. খুতবাতে যেই বিষয়গুলো থাকবে।

খুতবাতে থাকবে যিকির, আনুগত্যের বিষয়ে উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচার থেকে সতর্ককরণ। ইমাম ও তার সাথে যারা থাকবে সকলেই অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য বেশি বেশি ইস্তেগফার ও দুআ করবে। কেননা এর পক্ষে আবূ ইসহাক আস সাবিঈ এর হাদীস রয়েছে, যেটি ইমাম বুখারী (রহি) বর্ণনা করেছেন।[৭১৬] এছাড়াও ইবনু মাসউদ (রা) এর হাদীস রয়েছে, যেটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহি) বর্ণনা করেছেন।[৭১৭] এছাড়াও আনাস (রা) এর হাদীস রয়েছে, যেটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহি) বর্ণনা করেছেন।[৭১৮]

৫. কিবলামুখী হওয়ার সময়ে ইমাম তার চাদর উল্টিয়ে ধরবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন বৃষ্টির দুআর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দুআ করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর চাদর উল্টে দিলেন। আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকআতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭১৯]

---

[৭১৫] সহীহ বুখারী, হা/১০৩১, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৫, মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৮২।

[৭১৬] সহীহ বুখারী, হা/১০২২।

[৭১৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৮২১, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯৮।

[৭১৮] সহীহ বুখারী, হা/১০১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭।

[৭১৯] সহীহ বুখারী, হা/১০২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪, আবূ দাউদ, হা/১১৬২, নাসাঈ, ৩/১৫৭।

الباب التاسع صلاة المسافر

নবম অধ্যায়: সফরের সালাত।

১. সফরে কসর করা ওয়াজিব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে সালাত দু'দু'রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলে চার রাকআত ফরয করা হয়। আর সফরের সালাত পূর্বের মতো দু'রাকআত করে রেখে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৭২০]

ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এ আশঙ্কা থাকলে সালাত কসর করতে তোমাদের কোন দোষ নেই। (সূরা আন নিসা: ১০১)। কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছেন। (সুতরাং এখন কসর সালাত আদায় করার প্রয়োজন কী?) এ কথা শুনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, তুমি যে কারণে বিস্মিত হয়েছো আমিও ঠিক একই কারণে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাই উক্ত বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদাকা। সুতরাং তোমরা তার দেয়া সাদাকা গ্রহণ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭২১]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরে দু'রাকআতের অধিক আদায় করতেন না। আবূ বকর, উমার ও উসমান (রা) এর রীতিও এমনটিই ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৭২২]

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, সফরে সালাত কসর করা ও সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়ে দলীলসমূহের বাহ্যিক অর্থতে নেকীর সফর না পাপের সফর এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি, বিশেষ করে সালাত কসর করার বর্ণনাগুলোতে। কেননা আল্লাহ তাআলা মুসাফিরদের জন্য এমন সালাতই বিধিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেমন মুকীম ব্যক্তির জন্য পুরো সালাত আদায় করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতে তিনি আনুগত্যকারী ও অবাধ্য ব্যক্তির মাঝে কোন পার্থক্য করেননি, আর এই বিষয়ে কোন মতভেদও নেই, ঠিক তেমনই আল্লাহ তাআলা মুসাফিরদের মাঝে কোন পার্থক্য করা ছাড়াই তাদের জন্য দুই রাকআত

---

[৭২০] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৫।

[৭২১] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৬, আবূ দাউদ, হা/১১৯৯, তিরমিযী, হা/৩০৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/১০৬৫।

[৭২২] সহীহ বুখারী, হা/১১০২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯।

সালাত আদায় করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন। আর সালাত কসর করার দলীলসমূহ পাপীকেও অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু সিয়াম ভঙ্গ করার দলীলসমূহ নয়। কেননা সালাতে কসর করা হলো, শরীআতের বিধান, যেটি শুধু নেককার লোকদের জন্য বিধিবদ্ধ হবে, কিন্তু পাপীদের জন্য হবে না, বিষয়টি এমন হতে পারে না। বরং এটি নেককার ও পাপী সকল লোকদের জন্যই শরীআতসম্মত। পক্ষান্তরে সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটি হলো মুসাফির ব্যক্তির জন্য ছাড়। আর মূলগতভাবে ছাড় শুধু নেককার লোকদের জন্য হয়, অন্যদের জন্য নয়, যদিও তাতে ব্যাপক বর্ণনা থাকে। এখানে উদ্দেশ্য হলো এই কিয়াসকে বাতিল করা।[৭২৩]

২. কসর করার দূরত্ব।

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) বলেন, কসর ও সিয়াম ভঙ্গ করাতে এই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট সফরের দূরত্ব দেয়া হয়নি। বরং সেটিকে সাধারণভাবে সফর ও জমিনে বের হওয়া দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনভাবে প্রতিটি সফরের জন্যই তায়াম্মুমের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে সফরের দূরত্ব নির্ধারণে যে একদিন বা দুইদিন বা দিন দিনের পথ নির্ধারণ করার বিষয়ে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।[৭২৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বলেন, প্রতিটি যেই নামে ভাষাগতভাবে ও শরীআতগতভাবে সীমা নেই, তার জন্য প্রচলিত রীতির দিকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং মানুষের প্রচলিত রীতিতে যেটিকে সফর বলা হবে, সেটিই হলো সফর, যার জন্য শরীআত প্রণেতা সফরের বিধান দিয়েছেন।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সফরে সালাত কসর করার দূরত্ব নিয়ে আলেমগণের মাঝে অনেক বেশি মতভেদ রয়েছে। এতে প্রায় বিশটি মত রয়েছে। আর আমরা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) থেকে যেটি বর্ণনা করেছি সেটিই বেশি সঠিক এবং ইসলামের সহজতার সাথে বেশি মানানসই। কেননা একদিন বা তিনদিন বা অন্যান্য নির্দিষ্ট দূরুত্বের সফর হলেই তাতে কসর করার নির্দেশটা, যেই পথ অতিক্রম করবে তা হিসেব রাখার নির্দেশকে আবশ্যক করে। আর এটি অধিকাংশ মানুষই করতে পারবে না, বিশেষ করে যদি এমন পথ আগে অতিক্রম না করে।

এই হাদীসে আরেকটি উপকারিতা রয়েছে; সেটি হলো, কসর শুরু হবে নিজ শহর অতিক্রম হওয়ার পর। আর এটিই হলো অধিকাংশ আলেমের মত, যেমনটি 'নাইলুল আওতার' (৩/৮৩) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, কিছু কিছু কুফাবাসীদের মতে, যখন থেকে সফরের ইচ্ছা করবে, তখন থেকেই সালাত দুই রাকআত করে আদায় করবে, যদিও

---

[৭২৩] ওয়াবলুল গমাম, ১/৩৪৯- ৩৫০।

[৭২৪] যাদুল মাআদ, ১/৪৬৩।

সে তার বাড়িতেই থাকে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, যখন বাহনে চড়বে, তারপরে সে চাইলে কসর করতে পারবে। ইবনে মুনযির (রহি) প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আলেমগণ একমত যে, যখন বাড়ি ছেড়ে যাবে, তখই সে কসর করতে পারবে। কিন্তু বাড়ি ছাড়ার আগে কসর করতে পারবে কিনা এই নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং তাকে আসল অনুযায়ীই পুরো সালাত আদায় করতে হবে, যতক্ষণ না তার জন্য কসরের বিধান সাব্যস্ত হয়। তিনি আরো বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বের হওয়া ছাড়াই মদীনাতে থাকতেই কোন সফরে তিনি কসর করেছেন বলে আমি জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি, এই অর্থে অনেক হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস আমি 'আল ইরওয়া' কিতাবে বর্ণনা করেছি। যেমন, আনাস, আবূ হুরায়রা, ইবনু আব্বাস (রা)সহ অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হাদীস।[৭২৫] শুবা (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল হুনায়ী (রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ – أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ. شُعْبَةُ الشَّاكُّ – صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

আমি আনাস ইবনু মালিক (রা) কে সফররত অবস্থায় সালাতে কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্বে সফরে বের হতেন তখনই দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল হুনায়ী তিন মাইল দূরত্বের কথা বলেছেন, না তিন ফারসাখ দূরত্বের কথা বলেছেন তাতে শুবার সন্দেহ রয়েছে।[৭২৬]

শাইখ আলবানী (রহি) তার 'সিলসিলা সহীহাহ' (১/৩০৭- ৩০৮) কিতাবে বলেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, **মুসাফির ব্যক্তি যদি তিন ফারসাখ (এক ফারসাখ হলো, প্রায় আট কিলোমিটার) সফর করে, তাহলে তার জন্য সালাত কসর করা জায়েয।** আর আল-খাত্তাবী (রহি) তার 'মাআলিমুস সুনান' (২/৪৯) কিতাবে বলেন, এই হাদীসটি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সালাত কসর করার জন্য তিন ফারসাখ দূরত্ব নির্ধারিত সীমা হবে। কিন্তু কোন ফকীহ এমনটি বলেছেন বলে আমি জানি না।'

এই বক্তব্যে কয়েক দিক থেকে আপত্তি রয়েছে।

প্রথম: এই হাদীসটি প্রমাণিত। আর তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম মুসলিম (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন, আর অন্য কেউ এটিকে যঈফ বলেননি।

---

[৭২৫] সিলসিলা সহীহাহ, ১/৩১০- ৩১১।

[৭২৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৯১।

দ্বিতীয়: আর কোন ফকীহ না বলাতে এই হাদীসের কোন সমস্যা হবে না এবং এটি আমল করাকেও বাধা দিবে না।

তৃতীয়: এমনটি বলেছেন এই হাদীসের রাবী আনাস ইবনু মালিক (রা)। আর এটি দিয়েই ফাতওয়া দিয়েছেন আনাস (রা) থেকে বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল হুনায়ী, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি সহীহ। আর যারা এর বিপরীত কথা বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত দূরত্ব দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, যাতে কসর করা শুরু হয়, সফরের চূড়ান্ত দূরত্ব উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিকতা থেকে অনেক দূরে হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।[৭২৭]

৩. কোন ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পুরো করার জন্য কোথাও অবস্থান করে, কিন্তু (নির্দিষ্ট সময়) থাকার নিয়্যাত করেনি, সে বিশদিন পর্যন্ত কসর করবে।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে বিশ দিন অবস্থানকালে সালাত কসর করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭২৮]

আর যদি (নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত) অবস্থান করার দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে উনিশ দিন পর পুরো সালাত আদায় করবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে সালাত কসর করেন। সেহেতু আমরাও উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ সালাত আদায় করি। এই হাদীসটি সহীহ।[৭২৯]

---

[৭২৭] ফাতহুল বারী, ২/৫৬৭- ৫৬৮।

[৭২৮] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৯৫, আবূ দাউদ, হা/১২৩৫।

[৭২৯] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৫, সহীহ বুখারী, হা/১০৮০, ইবনে মাজাহ, হা/১০৭৫।

৪. সফরে নফল সালাত আদায় করা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) বলেন, সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হলো, শুধু ফরয সালাতের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংরক্ষিত নেই যে, তিনি সফরে ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাতগুলো আদায় করেছেন। তবে বিতর ও ফজরের সুন্নাত ব্যতীত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো বাড়িতেও ছাড়তেন না, আবার সফরেও ছাড়তেন না।[৭৩০]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাকে সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন,

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. وَقَدْ قَالَ اللهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

আমি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থেকে দেখেছি আমৃত্যু তিনি দু'রাকআতের অধিক আদায় করেননি। আমি সফরে আবূ বকরের সাথে থেকে দেখেছি আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান না করা পর্যন্ত তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন। আমি সফরে উমারের সাথে থেকে দেখেছি তিনি দু'রাকআত সালাতই আদায় করেছেন। আর আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রসূলের জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ' (সূরা আল আহযাব: ২১)। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৩১]

তারপর ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) বলেন, তবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বাহনের ওপরে সালাত আদায় করেছেন, সেই বাহন যেই দিকেই ফিরুক না কেন।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে তার উটের ওপরই নফল সালাত আদায় করতেন, সে উট যে দিকেই ফিরুক না কেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৩২]

৫. জুমআর দিনে সফর করা।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সাধারণভাবে জুমআর দিনে সফর করা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে হাদীসের কোন বর্ণনা নেই। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে

---

[৭৩০] যাদুল মাআদ, ১/৪৫৬।

[৭৩১] সহীহ বুখারী, হা/১১০১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯।

[৭৩২] সহীহ বুখারী, হা/১০০০, সহীহ মুসলিম, হা/৭০০।

যে, তিনি জুমআর দিনে দিনের প্রথম ভাগেই সফর করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার কারণে যঈফ।[৭৩৩]

আল-আসওয়াদ ইবনু কায়স (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে সফরের প্রস্তুতি নেয়া অবস্থাতে দেখলেন। সেই ব্যক্তিকে উমার (রা) বলতে শুনলেন যে, আজকে যদি জুমআর দিন না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই সফরে বেরিয়ে যেতাম। তখন উমার (রা) বললেন, তুমি সফরে বেরিয়ে যাও। কারণ জুমআ সফর থেকে বিরত রাখে না। এই আসারের সনদ সহীহ।[৭৩৪]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, যুহরী (রহি) এর হাদীসটি[৭৩৫] মুরসাল, কিন্তু এর অর্থ সহীহ। এর অর্থ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আযান শুনেনি, ততক্ষণ সে সফরে বের হতে পারবে। আর যখন জুমআর আযান শুনবে, তখন তাতে উপস্থিত হওয়া তার জন্য ফরয হবে। আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।[৭৩৬]

৬. সফরে দুই সালাত একত্রে জমা করা

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের সালাত বিলম্বিত করতেন। অতঃপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহরের সালাত আদায় করে নিতেন। অতঃপর সওয়ারীতে চড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৩৭]

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ

---

[৭৩৩] সিলসিলা যঈফাহ, ১/৩৮৬- ৩৮৭।

[৭৩৪] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৩/১৮৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ২/১০৫।

[৭৩৫] মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাযযাক, ৩/২৫১।

[৭৩৬] তামামুল মিন্নাহ, ৩২০ পৃ.।

[৭৩৭] মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৪, সহীহ বুখারী, হা/১১১২, সহীহ মুসলিম, হা/৭০৪।

قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে নিজের তাঁবু ত্যাগ করলে যুহরের সালাত দেরি করে আসরের সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাঁবু ত্যাগ করলে আসরের সালাত এগিয়ে এনে যুহরের সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের আগে তাঁবু ত্যাগ করলে মাগরিব দেরি করে ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের পর তাঁবু ত্যাগ করলে ইশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সাথে একত্রে আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৩৮]

৭. বাড়িতে থাকাবস্থাতেও দুই সালাত একত্রে জমা করা।

ইমাম নববী (রহি) বলেন, একদল ইমামের মতে, বাড়িতে থাকলেও সালাত জমা করা জায়েয, ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনে যে ব্যক্তি এটিকে অভ্যাস বানিয়ে নেয় না। এটি হলো ইবনু সীরীন (রহি) এর মত এবং ইমাম মালিক (রহি) এর ছাত্র আশহাব এর মত। আল খাত্তাবী (রহি) এই মতটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর ছাত্র কাফফাল আশ শাশীল কাবীর থেকে ইসহাক আল মিরওয়াযী, একদল আসহাবুল হাদীস থেকে। ইবনে মুনযির (রহি) এই মতটি পছন্দ করেছেন।[৭৩৯] এই মতকে সমর্থন করে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যাতে তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

সফররত বা ভীতিকর অবস্থা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালে যুহর এবং আসরের সালাত একসাথে আদায় করেছেন। আবূয যুবায়র (রহি) বলেছেন, (এ হাদীস শুনে) আমি সাঈদ ইবনু যুবায়রকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও তেমনি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে (বিষয়টি) জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইচ্ছা ছিল তার উম্মাতের মনে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে।[৭৪০]

---

[৭৩৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪১, আবূ দাউদ, হা/১২০৬, তিরমিযী, হা/৫৫৩।

[৭৩৯] শারহু সহীহ মুসলিম, ৫/২১৯।

[৭৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনাতে রয়েছে,

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. (في حديث أبي كريب) قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

মদীনায় অবস্থানরত কোন ভীতিকর পরিস্থিতি কিংবা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর, আসর সালাত জমা করছেন এবং মাগরিব ও ইশার সালাত জমা করেছেন। (আবূ কুরাইবের হাদীসে রয়েছে), বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এমনটি করেছেন? তখন তিনি বললেন, যাতে তার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৪১]

পূর্বেই বর্ণিত হলো যে, প্রয়োজনের সময়েই জমা করা জায়েয হওয়ার মাসআলাই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা ইবনু আব্বাস (রা) এর কথার বাহ্যিক অর্থ এটি প্রমাণ করে, যেখানে তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য কষ্ট না রাখার ইচ্ছা করেছেন। এখানে তিনি সালাত জমা করার জন্য অসুস্থতা বা অন্য কোন কিছুকে কারণ হিসেবে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি কষ্ট ও সংকীর্ণতাকে দূর করাই কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি যতক্ষণ এমন থাকবে, ততক্ষণ প্রয়োজনের জন্য সালাত জমা করা জায়েয হবে।

৮. দুই সালাতের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করে, এক আযান ও দুই ইকামত দিয়ে দুই সালাত জমা করা।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে একই আযান ও দুই ইকামতে দুই সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি মুযদালিফাতে এসে একই আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন। এই দুই সালাতের মাঝে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। তারপর তিনি ফজর হওয়া পর্যন্ত শয়ন করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৪২]

---

[৭৪১] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫।

[৭৪২] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩২০, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, নাসাঈ, ৫/২৬০।

الباب العاشر باب صلاة العيدين

দশম অধ্যায়: দুই ঈদের সালাত।

১. দুই ঈদের সালাতের বিধান।

ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এই সালাত আদায় করার পাশাপাশি এই সালাতের জন্য বের হওয়ারও আদেশ করেছেন।

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সব মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের করে আনি। তবে ঋতুবতী মহিলারা সালাত থেকে বিরত থাকবে। বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো চাদর ওড়না নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য তার বোন তাকে নিজ চাদর বা ওড়না পরিয়ে দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৪৩]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫০: ঈদের সালাতের বিধান

ঈদের সালাতের ব্যাপারে আলেমগণ তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথম অভিমত: ঈদের সালাত ওয়াজীব।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর দু'টি অভিমতের একটি এবং ইমাম আহমাদ ও কতিপয় মালিকী অনুসারী বিদ্বানগণের অভিমত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহি. এ অভিমতকে উত্তম বলেছেন। (ইবনু আবেদীন ২/১৬৬, দাসুকী ১/৩৯৬, ইনসাফ ২/২৪০ মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/১৬১, সায়লুল জারীর ১/৩১৫)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

[৭৪৩] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৮৪, সহীহ বুখারী, হা/৯৭৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।

অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত পড়ুন ও কুরবানী করুন *(সূরা কাউসার ১০৮:২)*। এ আয়াতে আদশে সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এজন্য তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে *(সূরা আল বাক্বারা ২:১৮৫)*।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাদাই দুই ঈদের সালাত আদায় করেছেন। আর কোন ঈদেই এ সালাত ত্যাগ করেননি। পরবর্তীতে মুসলিম জনগণ ও খলীফাগণ সর্বদা এ সালাত আদায় করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে এ সালাতের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও, তাদের মধ্যে যারা পর্দানশীল ও ঋতুবতী তাদেরকেও এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর ঋতুবতী মহিলাগণ সালাত আদায়কালে ঈদগাহ হতে দূরে থাকবেন। এমনকি যে সব মহিলার লম্বা চাদর কিংবা বোরখা নেই তাদেরকে অন্য মহিলার বোরখা বা চাদরে জড়িয়ে আসতে বলা হয়েছে।[৭৪৪]

দ্বিতীয় অভিমত: ঈদের সালাত ওয়াজীবে কিফায়াহ।

যদি মুসলিম জনগণের কতিপয় লোক আদায় করে তাহলে সকলের জন্য আদায় করা হয়। আর এটা হাম্বলী ও কতিপয় শাফেয়ী বিদ্বানের অভিমত।[৭৪৫] তাদের দলীল প্রথম অভিমত পোষণকারীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ। তবে তারা বলেছেন, ঈদের সালাত ফরযে আইন নয়। কারণ এর জন্য আযান বৈধ নয়। সুতরাং এটা ফরযে আইন সালাত নয়। বরং তা জানাযার সালাতের ন্যায় ফরযে কিফায়াহ। আর যদি ফরযই হতো তাহলে এর জন্য খুতবা দেয়া আবশ্যক হতো এবং জুমআর খুতবার ন্যায় তা শ্রবণ করা ফরয হয়ে যেত।

তৃতীয় অভিমত: ঈদের সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়।

এটা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও তাদের অনুসারী অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত।[৭৪৬] নাবী জনৈক বেদুঈন লোককে বলেছেন যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আলোচনা হয়েছিল। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, এ সালাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোন সালাত আদায় করা আমার জন্য কী আবশ্যক। তিনি বললেন: না। তবে তুমি অতিরিক্ত কিছু সালাত আদায় করলে করতে পারো।[৭৪৭]

---

[৭৪৪] সহীহ বুখারী হা/৯৭৪, ৯৮০-৯৮১।

[৭৪৫] আল মুগনী ২/৩০৪, কাশফুল কান্না ২/৫০, মাজমূ' ৫/২।

[৭৪৬] মাজমূ' (৫/২), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ফিকহুস সুন্নাহ, মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী।

[৭৪৭] সহীহ: ইতিপূর্বে একাধিকবার এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ সালাত রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট এমন সালাত যার জন্য কোন আযান বৈধ করা হয়নি। সুতরাং শারঈ ফরয হিসাবে আদায় করা আবশ্যক নয়। এটা যোহার সালাতের ন্যায় সুন্নাত। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৫৯৮।

অগ্রগণ্য মত: আলেমদের বিশুদ্ধ মতে ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর এটা অধিকাংশ আলেমের মত। দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নয়।[৭৪৮]

২. ঈদের সালাতের ওয়াক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

একদা তিনি লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতে যান। (সালাত আরম্ভ করতে) ইমাম দেরী করায় তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) যুগে এ (যোহার সালাতের) সময় আমরা ঈদের সালাত আদায় শেষ করতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৪৯]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূর্য উঠার (প্রায় ১৫ মিনিট) পরে ঈদের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। অনুরূপভাবে এই হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, তাড়াতাড়ি ঈদের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, আর প্রচলিত রীতি থেকে দেরীতে আদায় করা মাকরূহ।

৩. দুই ঈদের সালাতে কোন আযান ও ইকামত নেই, এমনকি 'আস সালাতু জামিআহ' বলে আহ্বান করাও যাবে না। ইবনু আব্বাস ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন,

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي. قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ. حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ. وَلَا إِقَامَةَ. وَلَا نِدَاءَ. وَلَا شَيْءَ. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ

---

[৭৪৮] ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। পৃ. ১১৭

[৭৪৯] আবূ দাউদ, হা/১১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১৭। এক বর্শা পরিমাণ (তিন মিটার) সূর্য আকাশে উঠার পর থেকেই ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিটি পর হতে শুরু হয়। আর দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সালাতের সময় থাকে। অধিকাংশ বিদ্বান: যেমন হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীগণ এ মতই ব্যক্ত করেছেন। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়) ঈদুর ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন (ঈদের জন্য) আযান দেয়া হতো না। ইবনু জুরায়জ বলেন, কিছু সময় পর আমি আতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন, আমাকে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) জানিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের জন্য আযানও নেই, ইকামতও নেই। কোন ডাক বা কোন প্রকার ধ্বনিও নেই। ঐ দিন ঈদের জন্য কোন আযান ও ইকামতের নিয়ম নেই। ইমাম (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার সময় এবং বের হওয়ার পরেও কোন আযান নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৫০]

৪. দুই ঈদের সালাতের রাকআত সংখ্যা ও তাকবীর সংখ্যা।

ঈদের সালাত দুই রাকআত। কিরাআতের আগে প্রথম রাকআতে (তাকবীরে তাহরীমা বাদেই) সাত তাকবীর, আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে।

দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য সময় নীরব থাকবে। এই তাকবীরগুলোর মাঝে কোন নির্দিষ্ট যিকির সংরক্ষিত হয়নি। তবে ইমাম বাইহাকী (রহি) ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই তাকবীরগুলোর মাঝে আল্লাহ তাআলার গুণগাণ ও প্রশংসা করবে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত পাঠ করবে।[৭৫১]

ইবনু উমার (রা) প্রত্যেক তাকবীর বলার সময়ে রাফউল ইয়াদাইন করতেন।[৭৫২]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তার সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাদাকা করতে আদেশ করলেন। মহিলারা নিজ নিজ কানের দুল ও গলার হার দিতে লাগলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৫৩]

---

[৭৫০] সহীহ বুখারী, হা/৯৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।

[৭৫১] তাকবীর সমূহের মাঝে চুপ থাকবে, কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট কিছু বলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ। ইসনাদ হাসান বায়হাক্বী ৩/২৯১।

[৭৫২] যাদুল মাআদ, ১/৪৪৩।

[৭৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৯৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে প্রথম রাকআতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাচঁবার তাকবীর বলতেন, রুকূর দুই তাকবীর ব্যতীত। এই হাদীসটি হাসান।[৭৫৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

ঈদুল ফিতরের সালাতের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাকআতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি এবং উভয় রাকআতেই তাকবীরের পর কিরাআত পড়তে হবে। এই হাদীসটি হাসান।[৭৫৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫১: ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা।

এই মাসআলাতে কয়েকটি মত রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মত হলো দু'টি। সেগুলো হলো,

প্রথম মত: ঈদের সালাতের কিরাআতের আগে প্রথম রাকআতে সাতটি আর পরের রাকআতে পাঁচটি দিতে হবে। এটি হলো অধিকাংশ আলেমের মত। এছাড়াও একদল সাহাবী ও তাবেঈ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

তারপর তারা মতভেদ করেছেন যে, এই সাত তাকবীরের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাকে গণ্য করা হবে কিনা?

তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের মধ্যেই গণ্য করতে হবে (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ সাত তাকবীর দিতে হবে)। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুমাল্লাহ। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকেও এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/১৭৩) রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আর এটি আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আমল, যেমনটি আল মুআত্তা

[৭৫৪] আবূ দাউদ, হা/১১৪৯, ১১৫০, ইবনে মাজাহ, হা/১২৮০।

[৭৫৫] আবূ দাউদ, হা/১১৫১।

(১/১৮০) কিতাবে ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩/২৯২) কিতাবে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

আবার তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকবীরে তাহরীমাকে সাত তাকবীরের মধ্যে গণ্য করা হবে না (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই সাত তাকবীর দিবে)। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী, লাইস এবং আওযায়ী রহিমাহুমুল্লাহ।

আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ের হাদীসে দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। আর ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার আমলটিই পছন্দ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ।

আমার (লেখকের) নিকট সঠিক মনে হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা এই সাত তাকবীরের অন্তর্ভুক্ত হবে না (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বাদেই সাত তাকবীর দিবে)। কেননা এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোতে বাহ্যিকভাবে তাকবীরে তাহরীমা বাদেই অন্য তাকবীরের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: প্রথম রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে, এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ চার তাকবীর দিয়ে কিরাআত শুরু করবে। আর দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে কিরাআত করা শুরু করবে, তারপর রুকূর তাকবীর দিয়ে চার তাকবীর দিবে। এই মতটি ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও এক বর্ণনাতে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হুযাইফাহ এবং আবূ মূসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার উপস্থিতিতে এমন ফাতওয়া দিয়েছেন, যেমনটি আল আওসাত (৪/২৭৫) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এমন মত দিয়েছেন নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং কুফাবাসীগণ (দেখুন, আল আওসাত, ৪/২৭৩, আল মুগনী, ৩/২৭২)।[৭৫৬]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫২: ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার বিধান

অতিরিক্ত তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার যেসব হাদীস এসেছে তার কোনটাই সাব্যস্ত নয়। সাহাবীদের থেকে যেসব আসার এসেছে সেগুলোও সাব্যস্ত নয়। তাই দলীলের আলোকে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত ইত্তোলন করবে না। আর দলীল না থাকার কারণে অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উত্তোলনও করবে না। অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উত্তোলন

[৭৫৬] ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ৩/৩১০।

না করার ব্যাপারে ইমাম মালিক, সাওরী, ইবনে আবী লাইল, আবূ ইউসুফ ও ইবনে হাযম বলেছেন। দেখুন, মুহাল্লা ৩/২৯৩, মুগনী ২/২৮১, আল মাজমু ৫/২৬, আল জামিউ আহকামিল ঈদাইন পৃ. ১৭৭। মিসকুল খিতাম ২/৮৯।

৫. দুই ঈদের সালাতের কিরাআত।

উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ (রহি) আবূ ওয়াকিদ আল লায়সী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}، وَ {ق * وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ }

আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে কোন সূরা পড়েছেন? আমি উত্তরে বললাম, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইক্বতারাবাতিস সা-আতু (সূরা আল কামার) এবং কাফ, ওয়াল কুরআ-নিল মাজীদ (সূরা কাফ) পাঠ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৫৭]

নুমান ইবনু বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ، فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদের সালাতে ও জুমআর সালাতে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা- (সূরা আল আলা) ও "হাল আতা-কা হাদীসুল গাশিয়াহ" (সূরা আল গাশিয়াহ) পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমআ একই দিন হলেও তিনি উভয় সালাতে ঐ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৫৮]

৬. ঈদের সালাতের পর খুতবা হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

[৭৫৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৯১।

[৭৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮।

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমার এবং উসমান (রা) এর সঙ্গে সালাতে উপস্থিত হয়েছি। তারা সকলেই খুতবার আগে সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৫৯]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর এবং উমার (রা) উভয় ঈদের সালাত খুতবার আগে আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬০]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৩: ঈদের সালাতের খুতবা একটি নাকি দু'টি?

প্রথম মত: ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। তাদের দলীল: ইবনু আব্বাস, সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুম এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু উতবা রহিমাহুল্লাহ এর মুরসাল হাদীস, সেখানে আছে, ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি। এই দুই খুতবার মাঝে বসে পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু এই হাদীসগুলো একটাও বিশুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় মত: ঈদের সালাতের খুতবা একটি। এটা শাইখ আলবানী, আমাদের শাইখ মুকবিল ও ইয়াহইয়া আল হাজুরী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীল: বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত ঈদের সালাতের খুতবা একটি। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য দলীল হলো লেখক ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে ঈদের সালাতের খুতবা একটি। দলীলের মাঝে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের কাছে এসে তাদের ওয়াজ নসিহত করতেন। এই দলীল প্রমাণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস করে নারীদের বিশেষ উপদেশ দিতেন। এই মাসালার পরেই এর আলোচনা আসছে। এই দলীলটা পূর্বে বর্ণিত অধিকাংশ বিদ্বান যে দলীল দিয়েছেন, "ঈদের সালাতের খুতবা দু'টি। এই দুই খুতবার মাঝে বসে পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। এই দুই খুতবা ব্যতীত নারীদের বিশেষ উপদেশ দিতে হবে" এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। (আওসাত ৪/২৮৬, মুগনী ২/৩৮৪, মাজমু ৫/২৮, যাদুল মাআদ ১/৪৪৭, সুবুলুস সালাম ২/১৪৫)। মিসকুল খিতাম ২/৯৬।

---

[৭৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৯৬২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।

[৭৬০] সহীহ বুখারী, হা/৯৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৮।

ইমাম ঈদের সালাতের পর মিম্বারের উপর নয় বরং জমিনের উপর দাঁড়িয়ে, দুইটি নয়, বরং একটি খুতবা প্রদান করবেন। আর এটিই সুন্নাত। এভাবেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশিদীন করতেন। আর দুইটি খুতবাহ্ প্রদান করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্ত যঈফ। মহান আল্লাহই অধিক জানেন। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৬০৭।

৭. ঈদ ও জুমআ একই দিনে হলে জুমআর সালাতের বিধান।

একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায় করবে, তার থেকে জুমআর ফরযিয়াত (আবশকতা) মাফ হয়ে যাবে, আর সে জুমআর স্থানে একাকী যুহরের সালাতও আদায় করতে পারবে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি ঈদের সমাগম হয়েছে। তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমআ ত্যাগ করবে), তার জন্য ঈদের সালাতই যথেষ্ট। তবে আমরা দু'টিই (ঈদ ও জুমআর সালাত উভয়টি) আদায় করবো। এই হাদীসটি হাসান।[৭৬১]

আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَصَابَ السُّنَّةَ

একদা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির (রা) জুমআর দিনে আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমআর সালাতের জন্য গেলাম, কিন্তু তিনি না আসায় আমরা একা একা (যুহরের) সালাত আদায় করে নিলাম। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ হতে ফিরে এলে আমরা তার কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬২]

৮. কোন ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে গেলে সে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে।

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ বকর ইবনু আনাস ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ

---

[৭৬১] আবূ দাউদ, হা/১০৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১১।

[৭৬২] আবূ দাউদ, হা/১০৭১।

আনাস (রা) এর কখনো ইমামের সাথে ঈদের সালাত আদায় করা না হলে, তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করতেন, তারপর তাদেরকে নিয়ে তিনি ইমামের সাথে ঈদের সালাত আদায় করার মতো সালাত আদায় করতেন। এই বর্ণনাটি হাসান লি গয়রিহী।[৭৬৩] ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, যে ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে যাবে, সে ইমামের সাথে আদায় করার মতোই দুই রাকআত সালাত আদায় করে নিবে।[৭৬৪]

৯. যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পরে ঈদ হওয়ার খবর জানতে পারে, তাহলে পরের দিনে ঈদের সালাতের জন্য বের হবে।

আবূ উয়াইমির ইবনু আনাস ইবনু মালিক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী, যিনি আমার এক চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

একটি কাফেলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে গতকাল চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬৫]

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, যদি ঈদের খবর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার আগে না পায়, তাহলে পরের দিনে ঈদগাহে বের হয়ে ঈদের সালাত আদায় করবে।[৭৬৬]

১০. ঈদের দিনে যে কাজগুলো করা মুস্তাহাব।

(১) সৌন্দর্যতা অবলম্বন করা ও সর্বোত্তম কাপড় পরা। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুববা নিয়ে উমার (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি ক্রয় করে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত

[৭৬৩] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/৩০৫।

[৭৬৪] আল ইকান, ১/১১০।

[৭৬৫] আবূ দাউদ, হা/১১৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৫৩, নাসাঈ, ৩/১৮০।

[৭৬৬] আল ইকান, ১/১১০।

করবেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটি তো তার পোশাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬৭]

(২) সালাতের জন্য নিজ শহরের বাহিরে বের হওয়া।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হলো সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬৮]

(৩) রাস্তা পরিবর্তন করা।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ»

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার পথে) রাস্তা পরিবর্তন করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৬৯]

(৪) ঈদুল ফিতরের সালাতে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে বের হওয়া, কিন্তু ঈদুল আযহাতে নয়।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

[৭৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৯৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৮।

[৭৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৯৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।

[৭৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৯৮৬।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৭০] বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সালাত না আদায় করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। এই হাদীসটি হাসান।[৭৭১]

(৫) দুই ঈদের দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ করা।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)। এটি ঈদুল ফিতরের দিনে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে আরো বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾

আর তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো (সূরা আল বাকারা: ২০৩)।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল হাজ্জে বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ﴾

এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন (সূরা আল হাজ্জ: ৩৭)। এটি হলো ঈদুল আযহার দিনে।

ঈদুল ফিতরের দিন এর ওয়াক্ত হলো, ঈদগাহে বের হওয়া থেকে ঈদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত।

---

[৭৭০] সহীহ বুখারী, হা/৯৫৩।

[৭৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৫৩, তিরমিযী, হা/৫৪২।

যুহরী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، قَطَعَ التَّكْبِيرَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের ফিতরের দিনে বের হয়ে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত, এমনকি ঈদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তিনি তাকবীর দিতেন। সালাত শেষ হলে তিনি তাকবীর দেয়া বন্ধ করতেন। এই সনদ সহীহ।[৭৭২]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزِيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِينَ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আলী, জাফর, হাসান, হুসাইন, উসামাহ ইবনু যায়িদ, যায়িদ ইবনুল হারেসাহ, আয়মান ইবনু উম্মে আয়মান (রা) কে নিয়ে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হতেন। তিনি একরাস্তা ধরে ঈদগাহে আসতেন, আবার সালাত শেষ করে তিনি অন্যরাস্তা পথ ধরে তার বাড়িতে ফিরে আসতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৭৩]

আর ঈদুল আযহাতে তাকবীরের সময় হলো, আরাফার দিনের সকাল থেকে আইয়্যামের তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, আলী (রা) থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আরাফার দিন ফজরের পর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর সালাত পর্যন্ত তাকবীর দিতেন, এমনকি তিনি আসরের সালাতের পরেও তাকবীর দিতেন। ইবনু আবী শায়বাহ (রহি) দু'টি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তার একটি সনদ উত্তম। এমনভাবেই ইমাম বাইহাকী (রহি)ও এটি বর্ণনা করেছেন। তারপর এমন বর্ণনা ইবনু আব্বা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সনদ সহীহ। ইমাম হাকিম (রহি) (১/৩০০) ইবনু আব্বাস (রা) থেকে এবং ইবনু মাসউদ (রা) এটি বর্ণনা করেছেন।[৭৭৪]

আর তাকবীরের শব্দসমূহের ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।

---

[৭৭২] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ২/১৬৪, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৭১।

[৭৭৩] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৩/২৭৯।

[৭৭৪] আর ইরওয়া, ৩/১২৫।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, ইবনু মাসউদ (রা) থেকে দুইবার আল্লাহু আকবার বলার কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে বলতেন, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ'। ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ (রহি) (২/১৬৭) এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি অন্য স্থানে একই সনদে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাইহাকী (রহি) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি হাকাম (ইবনু ফারওয়াহ আবূ বাক্কার) থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে আর তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে তিনবার আল্লাহু আকবার বলার কথা বর্ণনা করেছেন। আর সেই সনদও সহীহ।[৭৭৫]

الباب الحادي عشر صلاة الخوف

একাদশ অধ্যায়: সালাতুল খাওফ বা ভয়ভীতির সালাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْۗ﴾

আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন, তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে (সূরা আন নিসা: ১০২)।

ভয়ভীতির সালাতের প্রকারসমূহ:

প্রথম: ইমাম প্রত্যেক দলকে নিয়ে দুই রাকআত করে সালাত আদায় করে সালাম ফিরাবে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ

[৭৭৫] আল ইরওয়া, ৩/১২৫।

অতঃপর সালাতের জন্য আযান দেয়া হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলের সাথে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর এ দলটি পিছনে সরে গেল এবং তিনি অপর দলের সাথে আরো দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হলো চার রাকআত এবং লোকদের হলো দু'রাকআত। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৭৬]

দ্বিতীয়: দুই দলই ইমামের সাথে সালাতে শরীক হবে। (এক রাকআত পরে) দ্বিতীয় সারির লোকজন সামনে চলে আসবে, আর প্রথম সারির লোকজন পেছনে চলে যাবে, পরে তারা সকলেই একসাথে সালাম ফিরাবে।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا. ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاَءِ بِأُمَرَائِهِمْ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। তিনি আমাদেরকে দু'দলে বিভক্ত করলেন। একদল ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে আর শত্রুবাহিনী ছিল আমাদের ও কিবলার মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বললে আমরাও সকলে তাকবীরে তাহরীমা বললাম। তিনি রুকূ করলে আমরা সকলেই রুকূ করলাম অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালে আমরা সকলেই মাথা উঠালাম। অতঃপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তার নিকটস্থ কাতারের লোকজনও, আর খানিক দূরের কাতারটি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করলেন এবং তার নিকটস্থ কাতারও দাঁড়িয়ে গেল, তখন খানিক দূরের কাতারটি সিজদায় গেল। আর এরা দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর পিছনের দলটি সামনে আসল এবং সামনের দলটি পিছনে সরে গেল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলে আমরাও সকলে রুকূ করলাম। অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। অতঃপর

[৭৭৬] সহীহ বুখারী, হা/৪১২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৩।

তিনি সিজদায় গেলেন এবং তার নিকটবর্তী দলটি যারা প্রথম রাকআতে পিছনে ছিল, তারাও। আর খানিক দূরের দলটি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটবর্তী দলটিসহ সিজদা সমাপ্ত করার পর খানিক দূরের দলটি সিজদায় গেল এবং এভাবে সালাত আদায় করলো। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম। জাবির (রা) বলেন, যেমন তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণকে পাহারা দেয়।[৭৭৭]

তৃতীয়: প্রত্যেক দল ইমামের সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করবে, পরে উভয় দল নিজেরা এক রাকআত করে আদায় করে নিবে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً. ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি দলের এক দলের সাথে এক রাকআত সালাতুল খাওফ আদায় করেন, তখন অপর দলটি শত্রুবাহিনীর মুকাবিলায় রত ছিলেন। অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে এবং শেষোক্ত দলটি আসলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এক রাকআত সালাত আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর উভয় দল পৃথক পৃথকভাবে এক রাকআত করে সালাত আদায় করে।[৭৭৮]

চতুর্থ: ইমামের সাথে দুই দলই শুধু কিয়াম ও সালামে শরীক হবে।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রহি) থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، قَالَ: مَتَى؟ قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

[৭৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৪০।

[৭৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৯৪২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৯।

وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ، وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ভয়ভীতির সালাত আদায় করেছিলেন? তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, কখন? তিনি বললেন, নজদের জিহাদের বৎসর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর অন্য দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের পিঠ কিবলামুখে ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন। যারা তার সাথে ছিল তারাও সকলে তাকবীর বলল। আর যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারাও। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ আদায় করলেন এবং যারা তার সাথে ছিল তারাও তার সাথে রুকূ আদায় করলো। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং যে দল তার সাথে ছিল তারাও সিজদা করলো। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যে দল তার সাথে ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুর অভিমুখে চলে গেল এবং তাদের মুখোমুখী হলো। আর যে দল শত্রুর মুখোমুখী ছিল তারা এসে গেল এবং রুকূ ও সিজদা করলো। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ছিলেন সেরূপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তারাও দাঁড়িয়ে গেল তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় আরও একটি রুকূ আদায় করলেন, আর তারাও তার সাথে একটি রুকূ আদায় করলেন এবং তিনি সিজদা করলেন তো তারাও তার সাথে সিজদা করলো। তারপর ঐ দল আসল যারা শত্রুর মুখোমুখী ছিল। তারা রুকূ করলো ও সিজদা করলো, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যারা তার সাথে ছিল তারা বসে রইল। তারপর সালাম ফিরানো বাকী থাকলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং সকলে সালাম ফিরালেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'রাকআত আদায় হয়েছিল আর উভয় দলের প্রত্যেকেরও দুই দুই রাকআত আদায় হয়েছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৭৯]

পঞ্চম: ইমাম প্রত্যেক দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করবে, তারপর উভয় দলের নিজেদের আরেক এক রাকআত করে আদায় করা পর্যন্ত ইমাম অপেক্ষা করবে।

[৭৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৪১২৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪২।

সালিহ ইবনু খাওওয়াত (রহি) যাতুর রিকা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায়কারী এক সাহাবীর থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

একটি দল কাতারবন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করলো এবং অপর দল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকল। তার সাথের দলটিকে নিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরেক রাকআত আদায় করলো। অতঃপর তারা সরে গিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে কাতারবান্দী হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর পরবর্তী দলটি এগিয়ে আসলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট এক রাকআত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর বসে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরো এক রাকআত আদায় করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮০]

আমি (লেখক) বলছি, এই সবগুলো পদ্ধতিতেই সালাত যথেষ্ট হবে। কেননা এই সালাত বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকারই জায়েয, মানুষজন যেটি তার জন্য বেশি সহজ হয়, সেই সময়ের মাসলাহাত অনুযায়ী হয়, সেটিই পালন করবে। আর যখন ভয়ভীতি অনেক বেশি হবে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলবে, তখন বাহনের ওপর অথবা হাঁটতে হাঁটতেই সালাত আদায় করে নিবে, যদিও সেটি কিবলামুখী না হয় এবং যদিও তা ইশারার মাধ্যম হয়।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত সূরা আল বাকারার তাফসীরে রয়েছে,

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

ভয়-ভীতি অধিক হলে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহী অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে বা যেদিকে সম্ভব মুখ করে সালাত আদায় করবে।[৭৮১]

---

[৭৮০] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩৯।

[৭৮১] সুনান নাসাঈ, ৩/১৭৩, আবূ দাউদ, হা/১২৪০।

الباب الثاني عشر صلاة الجمعة

দ্বাদশ অধ্যায়: জুমআর সালাত।

১. প্রত্যেক মুকাল্লাফ বা শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর জুমআর সালাত ফরয। তবে মহিলা, দাস, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর ফরয নয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল জুমুআতে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে (সূরা আল জুমুআ: ৯)।

তারিক ইবনু শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

জুমআর সালাত সত্য, যা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামাআতের সাথে আদায় করা ফরয। তবে চার শ্রেণির লোকের জন্য ফরয নয়। তারা হলো ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রোগী।[৭৮২]

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

জুমআর জন্য মধ্যাহ্নতে যাওয়া প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৩]

---

[৭৮২] আবূ দাউদ, হা/১০৬৭।

[৭৮৩] নাসাঈ, ৩/৮৯।

২. জুমআর সালাতের হিফাযত করা এবং তার জন্য দ্রুত যাওয়া।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

যে ব্যক্তি জুমআর দিন অপবিত্রতার গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানি করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানি করলো। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানি করলো। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করলো সে যেন একটি মুরগী কুরবানি করলো। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করলো সে যেন একটি ডিম কুরবানি করলো। পরে ইমাম যখন খুতবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফিরিশতাগণ খুতবা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৪]

সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল হতে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার ভাগ্যে যা রয়েছে সে সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমআ হতে আরেক জুমআ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৫]

[৭৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৮৮১, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫০, আবূ দাউদ, হা/৩৫১, তিরমিযী, হা/৪৬০।

[৭৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪৩৮।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর সালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করলো, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, অতঃপর ইমামের সাথে (জুমআর) সালাত আদায় করলো, এতে তার দু'জুমআর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৬]

৩. জুমআর সালাতে অবহেলা করা থেকে সর্তকতা।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা জুমআর সালাত থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন এক ব্যক্তিকে সালাতে ইমামতি করার নির্দেশ দেই আর আমি গিয়ে যারা জুমআর সালাত আদায় করতে আসে না, আগুন লাগিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৭]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

অবশ্যই ঐসকল লোক যেন জুমআর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হয়, নইলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৮]

আবুল জাদ আয যমরী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

[৭৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫২।

[৭৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫২, মুসনাদে আহমাদ, ১/৪০২।

[৭৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৫, মুসনাদে আহমাদ, ২/৮২।

যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিন জুমআ ত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৮৯]

৪. যুহরের ওয়াক্তই হলো জুমআর সালাতের ওয়াক্ত।

কেননা জুমআ হলো যুহরের সালাতের বদলে। আবার এমন বর্ণনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার আগেও আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমআর সালাত আদায় করতাম। তারপর এমন সময়ে আমরা ফিরতাম, যখন দেয়ালের কোন ছায়া পড়তো, যাতে আমরা ছায়া গ্রহণ করতে পারি। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯০]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

আমরা তাড়াতাড়ি জুমআর সালাতে যেতাম এবং জুমআর পরে দুপুরের বিশ্রাম করতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯১]

সাহল ইবনু সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জুমআ (সালাতের) পরই আমরা দুপুরের বিশ্রাম এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম, ইবনু হাজার (রহি) আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯২]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর সালাত শেষ করতেন। তারপর সাহাবীগণ তাদের উটের পালের নিকট যেতেন এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে বিশ্রাম দিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯৩]

---

[৭৮৯] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪২৪, আবূ দাউদ, হা/১০৫২, তিরমিযী, হা/৫০০।

[৭৯০] সহীহ বুখারী, হা/৪১৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৮।

[৭৯১] সহীহ বুখারী, হা/৯০৫।

[৭৯২] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৯।

[৭৯৩] সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৮।

৫. কতজনের মাধ্যমে জুমআ অনুষ্ঠিত হয়?

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) এই বিষয়ে পনেরটি মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে প্রায় পনেরটি মত রয়েছে।

(১) একজনের মাধ্যমেও জুমআর সালাত সঠিক হবে। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হাযম (রহি)।

(২) সালাতের জামাআতের মতো দুইজন লাগবে, এটি নাখঈ, যাহেরীদের এবং হাসান ইবনু ইয়াহইয়া (রহি) এদের মত।

(৩) ইমামের সাথে আরো দুইজন লাগবে। এটি আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রহি) এর মত।

(৪) ইমামের সাথে আরো তিনজন লাগবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহি) এর মত।

(৫) সাতজন লাগবে। এটি ইকরিমা (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(৬) রবীআহ (রহি) এর মতে, নয়জন লাগবে।

(৭) অন্য বর্ণনাতে রবীআহ (রহি) এর মতে, বারোজন লাগবে।

(৮) ইসহাক (রহি) এর মতে, ইমাম বাদেই বারো জন লাগবে।

(৯) ইমাম মালিক (রহি) থেকে ইবনু হাবীব (রহি) এর বর্ণনাতে, বিশজন লাগবে।

(১০) ইমাম মালিক (রহি) থেকে আরেকটি বর্ণনাতে, ত্রিশজন লাগবে।

(১১) ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর মতে, ইমামসহ চল্লিশজন লাগবে।

(১২) ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর আরেকটি মতে, ইমাম ছাড়াই চল্লিশজন লাগবে। আর এমনটিই বলেছেন উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) সহ একদল আলেম।

(১৩) ইমাম আহমাদ (রহি) এর মতে, পঞ্চাশজন লাগবে। আর এটিই হলো, উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রহি) থেকে কুলাইব (রহি) এর বর্ণনা।

(১৪) আশিজন লাগবে। এই মত দিয়েছেন আল-মাযিরী (রহি)।

(১৫) কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়াই একদল মানুষ লাগবে।

আর সম্ভবত এই মতটিই দলীলের দিক থেকে বেশি প্রাধান্যযোগ্য।[৭৯৪]

ইবনু হাজার (রহি) এর এই কথা বর্ণনা করার পরে ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, জেনে রেখো, আশিজন অথবা ত্রিশজন অথবা বিশজন অথবা নয়জন অথবা সাতজন দিয়ে জুমআর

---

[৭৯৪] ফাতহুল বারী, ২/৪২৩।

সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত করার বিষয়ে কোন দলীল নেই, যেমনভাবে একজনের মাধ্যমেও জুমআর সালাত সহীহ হওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। আর যারা বলে যে, দুইজনের মাধ্যমে জুমআর সালাত সহীহ হবে, তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে একের অধিক সংখ্যক লোক হওয়া ওয়াজিব। আমার (ইমাম শাওকানী) মতে, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে জুমআর সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত করার বিষয়ে কোন দলীল প্রমাণিত নয়। অন্য সালাতে দুই জনের মাধ্যমে জামাআত সঠিক হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য জামাআত ও জুমআর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি বলেছেন, অমুক সংখ্যক লোক ছাড়া জুমআ হবে না। আর এটিই আমার নিকটে প্রাধান্যযোগ্য মত।[৭৯৫]

৬. জুমআর খুতবাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

(১) খুতবাতুল হাজা দিয়ে শুরু করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি খুতবাতুল হাজা দিয়ে তার খুতবা শুরু করতেন। সেটি হলো, তিনি বলেতেন,

إن الحمدَ لله نستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له، ونشهدُ أنْ لا إله إلا الله، ونشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه.

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

[৭৯৫] নাইলুল আওতার, ১১৮৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াতদানকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আলে ইমরান: ১০২)।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন নিসা: ১)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (সূরা আল আহযাব: ৭০- ৭১)। অতঃপর,

সবচেয়ে সত্য কথা হলো, আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো (দীনের ব্যাপারে) নতুন উদ্ভাবন। আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হলো বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই হলো জাহান্নাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯৬]

(২) সালাত দীর্ঘ করা আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।

আম্মার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

[৭৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩১০- ৩১১, নাসাঈ, ৩/১৮৮।

কোন ব্যক্তির দীর্ঘ সালাত ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা সালাতকে দীর্ঘ এবং ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করো। অবশ্যই কোন কোন বক্তব্যে যাদুকরি প্রভাব থাকে। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯৭]

(৩) মিম্বরের ওপর থেকে খুতবা দেয়া।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের ওপর হতে খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯৮]

(৪) দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া ও দুই খুতবার মাঝে বসা।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন। যেমন তোমরা এখন করে থাকো। এই হাদীসটি সহীহ।[৭৯৯]

(৫) খুতবাতে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা।

আবূ ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিম্বারের ওপর থেকে পাঠ করতে শুনলেন, তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! (জাহান্নামের দারোগা) (সূরা যুখরুফ: ৭৭)। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০০]

উম্মু হিশাম বিনুত হারিসাহ ইবনু নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমআর খুতবা দেয়ার সময়ে এ সূরা পড়তেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০১]

(৬) প্রয়োজনে খুতবাতে উঁচু স্বরে কথা বলা।

---

[৭৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৯।

[৭৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৯১৯।

[৭৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৯২০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৬১।

[৮০০] সহীহ বুখারী, হা/৮১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৭১।

[৮০১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৩, আবূ দাউদ, হা/১১০২, নাসাঈ, ৩/১০৩, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৬৩।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ. حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তার চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তার রাগ বেড়ে যেতো, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন, তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০২]

(৭) খুতবাতে কাউকে আঘাত ও নিন্দা করা ছাড়াই ভুল ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা।

শাবীব ইবনু আবূ রাওহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ الرُّومَ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا، لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং তাতে সূরা আর রূম তিলাওয়াত করলেন। সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতে তিনি ভুলে গেলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, মানুষের কি হলো! তারা আমার সাথে সালাত আদায় করছে অথচ উত্তমরূপে ওযূ করছে না। তারাই সালাতে আমার কিরাআতে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এই হাদীসটি হাসান।[৮০৩] আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষভাগে আবার সওমে বিসাল (ধারাবাহিক সিয়াম পালন) করতে আরম্ভ করলেন। এ দেখে কতিপয় সাহাবীও সওমে বিসাল শুরু করলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের কী হলো, তারা যে সওমে বিসাল আরম্ভ করেছে! তোমরা আমার মতো নও। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০৪]

---

[৮০২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৬৭, ইবনে মাজাহ, হা/৪৫।

[৮০৩] নাসাঈ, হা/৯৪৭।

[৮০৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১০৪।

(৮) দ্বিতীয় খুতবাতে দুআর সময় দুই হাত উত্তোলন না করা।

উমারাহ ইবনু রুয়াইবাহ (রা) থেকে বর্ণিত।

رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ. فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ

তিনি বিশর ইবনু মারওয়ানকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার উভয় হাত উত্তোলন করতে দেখে বলেন, আল্লাহ এ হাত দু'টিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত আর কিছু দেখিনি। বর্ণনাকারী, তার তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০৫]

(৯) খতীব যেন দুআর জন্য মিম্বারের নিচের দিকে না দাঁড়ায়, মিম্বারে উঠতে যেন শিথিলতা না করে, মিম্বারে উঠে মানুষের দিকে ফিরে সালাম দেয়ার আগে কিবলামুখী হয়ে যেন দুআ করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহি) বলেন, মিম্বারে উঠার পরে ইমামের দুআ করার কোন ভিত্তি নেই।[৮০৬]

৭. জুমআর দিনে কোন ব্যক্তির যদি তন্দ্রা আসে, সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ

জুমআর দিন তোমাদের কোন ব্যক্তির তন্দ্রা আসলে সে যেন নিজ জায়গা পরিবর্তন করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০৭]

৮. খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা ওয়াজিব এবং কথা বলা হারাম।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

---

[৮০৫] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৪।

[৮০৬] আল ইখতিয়ারাত, ৪/৪৪০।

[৮০৭] মুসনাদে আহমাদ, ২/২২, তিরমিযী, হা/৫২৬।

ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল, 'চুপ করো' তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০৮]

৯. যে ব্যক্তি জুমআর সালাতের এক রাকআত পেলো, যে যেন পুরো সালাতই পেল।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

যে ব্যক্তি জুমআর সালাতের বা অন্য সালাতের এক রাকআত পেলো, সে তার সালাত পূর্ণ করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৮০৯]

১০. জুমআর সালাতে যা তিলাওয়াত করা হয়।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ، فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

জুমআর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আল জুমআ ও সূরা আল মুনাফিকুন পাঠ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১০]

নুমান ইবনু বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের সালাতে ও জুমআর সালাতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' (সূরা আল আলা), ও 'হাল আতা-কা হাদীসুল গ-শিয়াহ' (সূরা আল গাশিয়াহ) সূরা দু'টি পাঠ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১১]

১১. জুমআর পর (চার বা দুই রাকআত) নফল সালাত আদায় করা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

---

[৮০৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫১।

[৮০৯] নাসাঈ, হা/৫৫৭, ইবনে মাজাহ, হা/১১২৩।

[৮১০] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৯।

[৮১১] সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮।

তোমাদের কেউ যখন জুমআর সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর সালাত আদায় করে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৩]

১২. কোন ব্যক্তি জুমআর সালাতে আসলে ইমাম বের না হওয়া পর্যন্ত যত রাকআত ইচ্ছা সালাত আদায় করতে পারে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর সালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (সুন্নাত) সালাত আদায় করলো, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল। অতঃপর ইমামের সাথে (জুমআর) সালাত আদায় করলো, এতে তার দু'জুমআর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৪]

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহি) বলেন, বিলাল (রা) এর আযান শেষ হলেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শুরু করতেন। এরপর আর কেউ দুই রাকআত সালাত আদায় করতে দাঁড়াতো না। আর তখন শুধু একটি আযানই ছিল। সুতরাং আযানের পরে তারা কখন সুন্নাত সালাত আদায় করতো?[৮১৫]

১৩. জামে মসজিদে জুমআর সালাত আদায় করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي

---

[৮১২] সহীহ মুসলিম, হা/৮৮১, আবূ দাউদ, হা/১১৩১, তিরমিযী, হা/৫৩৩, ইবনে মাজাহ, হা/১১৩২।

[৮১৩] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮২, আবূ দাউদ, হা/১১৩২, তিরমিযী, হা/৫২১।

[৮১৪] সহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭।

[৮১৫] যাদুল মাআদ, ১/৪১৭।

লোকজন তাদের বাড়ি ও উঁচু এলাকা হতেও জুমআর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৬]

১৪. একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে জুমআর সালাত আদায়ের বিধান।

যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তাকে মুআবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,

هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একই দিনে দুই ঈদ (অর্থাৎ জুমআ ও ঈদ) উদযাপন করেছেন। তিনি (যায়িদ) বললেন, হ্যাঁ। মুআবিয়াহ (রা) বললেন, তিনি তা কীভাবে আদায় করেছেন? যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) বললেন, তিনি ঈদের সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর জুমআর সালাত আদায়ের ব্যাপার অবকাশ দিয়ে বলেছেন, কেউ জুমআর সালাত আদায় করতে চাইলে আদায় করে নিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৭]

১৫. (একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলেও) ইমামের জন্য জুমআ আদায় করা মুস্তাহাব, যাতে করে যারা ঈদের সালাতে উপস্থিত হতে পারেনি, তারা জুমআর সালাতে উপস্থিত হতে পারে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

আজ তোমাদের এ দিনে দু'টি ঈদের সমাগম হয়েছে। তোমাদের কারোর ইচ্ছা হলে (জুমআ ত্যাগ করবে), তার জন্য ঈদের সালাতই যথেষ্ট। তবে আমরা দু'টিই (ঈদ ও জুমআর সালাত উভয়টি) আদায় করবো। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৮]

১৬. জুমআর দিনে যেসব যিকির ও দুআ করা মুস্তাহাব।

(১) বেশি বেশি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৮১৬] সহীহ বুখারী, হা/৯০২, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪৭।

[৮১৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৭২, আবূ দাউদ, হা/১০৭০, ইবনে মাজাহ, হা/১৩১০।

[৮১৮] আবূ দাউদ, হা/১০৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/১১৩১।

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ – يَعْنِي: بَلِيتَ؟ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এ দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন শিঙ্গায় ফুঁদেয়া হবে এবং তাতে বিকট শব্দ হবে। অতএব তোমরা এ দিন আমার বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে অথচ আপনি তো মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ নাবীগণের দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮১৯]

(২) সূরা আল কাহাফ তিলাওয়াত করা।

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ

যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা আল কাহাফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২০]

(৩) দুআ কবুলের সময়ে দুআ করা হবে এই আশাতে বেশি বেশি দুআ করা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا

জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২১]

---

[৮১৯] আবূ দাউদ, হা/১৫৩১, ইবনে মাজাহ, হা/১০৮৫, নাসাঈ, হা/১৩৭৪।

[৮২০] মুসতাদরাক হাকিম, ২/৩৬৮, বাইহাকী, ৩/২৪৯, আল ইরওয়া, হা/৬২৬।

[৮২১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৮৫২।

الباب الثالث عشر صلاة الجماعة

ত্রয়োদশ অধ্যায়: জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা।

১. জামাআতে সালাত আদায়ের বিধান।

প্রথমত: কিছু হাদীস প্রমাণ করে জামাআতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো যে, এ দু'টি সালাতের পুরস্কার বা সওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দু' ওয়াক্ত জামাআতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছি সালাত আদায় করার আদেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ যারা সালাতের জামাআতে আসে না তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২২]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ

এক অন্ধ লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন জানালো। তিনি তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। তারপর যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও?

[৮২২] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫১, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৭।

সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তার উত্তর দিবে (অর্থাৎ মসজিদে জামাআতে আসবে)। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৩]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

আমরা দেখতাম যে, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকতো না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানাতে এমন ব্যক্তি জামাআতে উপস্থিত হতো যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৪]

দ্বিতীয়তঃ কিছু হাদীস জামাআতে সালাত আদায় করাকে ওয়াজিব থেকে সুন্নাহ এর দিকে নিয়ে আসে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

জামাআতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৫]

মাহমূদ ইবনু রাবী আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ. فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ইতবান ইবনু মালিক (রা) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। একদা তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো

---

[৮২৩] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩, নাসাঈ, ২/১০৯।

[৮২৪] সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৪, আবূ দাউদ, হা/৫৫০, ইবনে মাজাহ, হা/৭৭৭, নাসাঈ, ২/১০৮।

[৮২৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫০।

কখনো ঘোর অন্ধকার ও বর্ষণ প্রবাহিত হয়ে পড়ে। অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন যে স্থানটিকে আমার সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত করবো। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন, আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন জায়গাটি তুমি ভালো মনে কর? তিনি ইঙ্গিত করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানে সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৬] মিহজান (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنَ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

তিনি এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। এমন সময় আযান হয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন ও সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে ফিরে আসলেন। দেখলেন মিহজান তার স্থানে বসে আছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন। মানুষের সঙ্গে (জামাআতে) সালাত আদায় করতে তোমাকে কোন জিনিস নিষেধ করেছিল? তুমি কি মুসলিম না। মিহজান বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিম। কিন্তু আমি আমার বাড়িতে সালাত আদায় করে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে সালাত আদায় করে আসার পর মসজিদে এসে সালাত হচ্ছে দেখলে লোকদের সঙ্গে (জামাআতে) সালাত আদায় করবে, যদিও তুমি এর আগে সালাত আদায় করে থাকো। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৭]

আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ

(মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে

[৮২৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩।

[৮২৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৪, নাসাঈ, ২/১১২, হাকিম, ১/২৪৪।

ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৮]

সুতরাং জামাআতে সালাত আদায় করা হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সবচেয়ে বড় ইসলামী নির্দশনগুলোর অন্যতম এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় একটি মাধ্যম। কেননা এই বিষয়ে একটু আগেই সহীহ হাদীসসমূহ বর্ণিত হলো।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৪: পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে পড়ার বিধান

প্রথম মত: পুরুষের জন্য জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরযে আইন (অবশ্যই পড়তে হবে)। এটা আতা, আওযায়ী, আহমাদ, শাফেয়ী মাযহাবের একদল মুহাদ্দিস, যেমন: আবু সাওর, ইবনু খুযাইমা, ইবনুর মুনযির ও ইবনু হিব্বান রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: আল্লাহর বানী, "তুমি তাদের মাঝে থাকলে তাদের নিয়ে সালাত পড়তে চাইলে তাদের মাঝে একদল যেন তোমার সাথে সালাতে দাঁড়ায়"। (সূরা আন নিসা ৪:১০২)

তারা বলেন, জামাআতের সাথে সালাত যদি ওয়াজিব না হতো তাহলে অবশ্যই ভয়ের অবস্থায় জামাআতের সাথে সালাত না পড়ার অনুমোদন থাকতো। জামাআতের সাথে সালাত পড়া ওয়াজিব বিধায় এই অবস্থায়ও জামাআত বর্জন করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে লেখক যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাদের দলীল। অন্ধ ব্যক্তির ঘটনার হাদীসে আছে, "তুমি কি আযান শুনতে পাও"? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তাহলে সালাতে আসতে হবে"। কিছু বর্ণনায় আছে, "তাহলে আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারছি না"। এই মতের প্রবক্তারা বলেন, ওজর ছাড়া কেউ যদি একাকি সালাত পড়ে তাহলে সালাত পুনরায় পড়া তার ওপর আবশ্যক নয়।

দ্বিতীয় মত: জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরয। কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআত বর্জন করে তাহলে তাকে পুনরায় ওই সালাত পড়তে হবে। এটা যাহিরী ও হাম্বলীদের কতিপয় বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন, আবুল হাসান তামীমী ও ইবনু আকীল। এই মতের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, যা পূর্বে গত হয়েছে সেখানে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংকল্প করেছেন, যারা জামাআতে আসবে না তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিবেন। ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, "যে ব্যক্তি আযান শুনেও সালাতের জন্য আসবে না তার সালাত হবে না। তবে ওজর থাকলে ভিন্ন কথা"।(ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে সহীহ)

---

[৮২৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৫১, সহীহ মুসলিম, হা/৬৬২।

"মসজিদের প্রতিবেশীদের মসজিদ ছাড়া সালাত হবে না"।(ইরওয়াউল গালীর, হা/৪৯১, হাদীসটি দুর্বল) হাদীসটি যদি সহীহও ধরা হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাফিয়ে কামাল, সিহহা উদ্দেশ্য নয়।

তৃতীয় মতঃ জামাআতের সাথে সালাত ফরযে কিফায়া। এটা শাফেয়ী মাযহাবের বাহ্যিক মত। এ মতই ইমাম শাফেয়ীর পূর্বের অধিকাংশ ছাত্রের এবং এ মতই অধিকাংশ হানাফি ও মালেকীদের।

চতুর্থ মতঃ জামাআতের সাথে সালাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। জামাআত ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না। এই মতটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আরো বর্ণিত হয়েছে যায়েদ ইবনু সাবিত ও হুযাইফা রদিআল্লাহু আনহুমা থেকে। তাদের দলীল হচ্ছে লেখক এই অধ্যায়ে ইবনু উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস বর্ণনা করেছেন, "জামাআতের সাথে সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ"। আবু হুরায়রা রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "জামাআতের সাথে সালাত পড়লে বাড়িতে ও বাজারে সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়"। আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর যে হাদীসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তারা এর দশটা উত্তর দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুর বারীতে তা উল্লেখ করেছেন। কেউ জানতে চাইলে ফাতহুল বারীতে চলে যাও।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এর দলীলগুলো শক্তিশালী। আর সে-ই মতটি হচ্ছে কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআতে না আসে তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে, তবে সে গুনাহগার হবে। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/১৭৬, মাজমু, ৪/৮৭, শারহে মুসলিম, (৬৫১), মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৩/২৩৯, ইবনু রজব, ৫/৪৫০, ফাতহুল বারী, ২/১২৬)। মিসকুল খিতাম ১/৩২৩।

২. মসজিদে মহিলাদের উপস্থিত হওয়ার বিধান এবং বাড়িতে তাদের সালাত আদায়ের ফযীলত।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮২৯]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

[৮২৯] সহীহ বুখারী, হা/৫২৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৪২।

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

যে কোন স্ত্রীলোক সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার সালাতে শামিল না হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩০]

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে ঘরই তাদের জন্য উত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩১]

আব্দুল্লাহ ইবনু সুয়াইদ আল আনসারী (রহি) তার ফুফু আবূ হুমাইদ আস সায়েদীর স্ত্রী উম্মে হুমায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ؟ قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ". قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عز وجل

তিনি একদা নাবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে ভালোবাসি। রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ''আমি জানি তুমি আমার সাথে সালাত আদায় করতে ভালোবাস। কিন্তু তোমার জন্যে ক্ষুদ্র কুঠুরীতে সালাত আদায় করা, বাড়ীতে (প্রশস্ত ঘরের মধ্যে) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ীতে সালাত আদায় করা, বাড়ীর উঠানে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। নিজ বাড়ীর উঠানে সালাত আদায় করা মহল্লার মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে সালাত আদায় করা আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।'

[৮৩০] সহীহ মুসলিম, হা/৪৪৪, আবূ দাউদ, হা/৪১৭৫।

[৮৩১] আবূ দাউদ, হা/৫৬৭।

তারপর উম্মে হুমাইদ (রা) আদেশ দিলেন, ফলে তার জন্যে নিজ ঘরের ভিতরে অন্ধকার স্থানে একটি সালাতের জায়গা বানিয়ে দেয়া হলো। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে সালাত আদায় করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩২]

৩. দুইজনের মাধ্যমেও সালাতের জামাআত হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

আমি (আমার খালা) মাইমুনাহ (রা) এর ঘরে ঘুমালাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে তাঁর নিকট ছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন। অতঃপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৩]

৪. সালাতের জামাআতে লোকসংখ্যা বেশি হলে সওয়াবও বেশি হবে।

উবাই ইবনু কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا. قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا. قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করার পর বললেন, অমুক হাজির আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও ইশা) সালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশি ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এই দুই ওয়াক্ত সালাতে কী পরিমাণ সওয়াব রয়েছে তা জানতে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এতে শামিল হতে। জামাআতের প্রথম কাতার ফিরিশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয় দু'জনের জামাআত একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামাআত দু'জনের জামাআতের চেয়ে উত্তম।

---

[৮৩২] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩৭১, ইবনু খুযাইমাহ, ৩/৯৫।

[৮৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩।

জামাআতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়। এই হাদীসটি এর সমর্থক হাদীসের ভিত্তিতে হাসান।[৮৩৪]

৫. প্রশান্তির সাথে মসজিদে যাওয়া।

আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟. قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

একবার আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কী হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে, (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূর্ণ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৬]

৬. বাড়ি থেকে বের হয়ে যা বলবে। আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَالَ -يعني إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ -: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، يقالُ لهُ هُديتَ وَكُفِيت ووُقِيتَ، وتنحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ

[৮৩৪] মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৪০, আবূ দাউদ, হা/৫৫৪, নাসাঈ, হা/৮৪৩।

[৮৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৩।

[৮৩৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/৬০২, মুসনাদে আহমাদ, ২/২৭০।

যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, ''বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'' তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৭]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সালাতের সংবাদ দিলেন। তিনি ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর মসজিদে যান এবং এ দুআ পাঠ করেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا. وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا. وَعَظِّمْ لِي نُورًا

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দিন, আমার জবানে নূর দিন, আমার কানে নূর দিন, আমার চোখে নূর দিন, নূর দান করুন আমার পেছনে ও সম্মুখভাগে এবং আমার ওপরে ও নিচে। হে আল্লাহ! আমাকে পর্যাপ্ত নূর দান করুন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৮]

৭. মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দুআ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন,

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك

আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। আর তিনি (মাসজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেন,

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِك

আল্লাহর নামে (প্রস্থান) এবং আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৩৯]

---

[৮৩৭] আবূ দাউদ, হা/৫০৯৫, তিরমিযী, হা/৩৪২২।

[৮৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৭৬৩, আবূ দাউদ, হা/১৩৫৩।

[৮৩৯] ইবনে মাজাহ, হা/৭৭১, তিরমিযী, হা/৩১৪।

৮. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ।

আবূ কাতাদাহ সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআত সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪০]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৫: তাহিয়্যাতুল মাসজিদের বিধান

প্রথম মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নাহ। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল বিদ্বানের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য তারা সকলে একমত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের ব্যাপারে যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাহাবের জন্য। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ মুস্তাহাব এব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে বসাকে তারা মাকরূহ মনে করেন। এই মতের দলীল:

১. যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আসছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "বসে যাও, তুমি তো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো"! এই দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সে সালাত পড়েনি এখানে এ কথা নেই।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীরা মসজিদে প্রবেশ করে বের হয়ে চলে আসতেন, কিন্তু সালাত পড়তেন না।

দ্বিতীয় মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত এটা দাউদ যাহিরী ও তার ছাত্রদের মত। ইমাম শাওকানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমাল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেন। এই মতের দলীল:

লেখক আবু কাতাদা রহিমাহুল্লাহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন খুতবা দেয়া অবস্থায় একলোক মসজিদে প্রবেশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "হে অমুক! তুমি কি সালাত পড়েছো"? সে বললো, না। তিনি বলেন, "দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত পড়ো"।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে ওয়াজিব। আল্লাহ ভালো জানেন।

---

[৮৪০] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৪।

(মুগনী, ২/১৩৫, মাজমু, ৪/৫৪৪, মুফহিম, ২/৩২৫, ইবনু রজব, ৩/২৭০, ফাতহুল বারী, ১/৫৩৭, নাইলুল আওতার, ৩/৬৮)। মিসকুল খিতাম ১/৫৪০।

৯. তাহিয়্যাতুল মাসজিদিল হারাম।

(মক্কার) বাহিরের লোকজন মুহরিম অবস্থাতে মক্কাতে প্রবেশ করলে, সর্বপ্রথম সে তাওয়াফ করা দিয়ে শুরু করবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাজ্জে করেছিলেন। কিন্তু এছাড়া এমন কোন বর্ণনা আসেনি যেটি, পূর্বে বর্ণিত আবূ কাতাদাহ আস সূলামী (রা) এর আম হাদীসের বিধান থেকে মাসজিদুল হারামের বিধানকে বের করে দেয়। সুতরাং অন্যান্য মসজিদ থেকে মাসজিদুল হারামের জন্য বিশেষ কোন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত নেই।

আর লোকজনের মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, 'বায়তুল্লার তাহিয়্যাত হলো তাওয়াফ করা' এর কোন ভিত্তি নেই, যেমনটি শাইখ আলবানী (রহি) তার 'সিলসিলা যঈফাহ' (১০১২ হা/) কিতাবে বলেছেন যে, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচনগত ও কর্মগত এমন কোন হাদীস পাইনি যা এমনটি প্রমাণ করে। বরং মসজিদে বসার আগে দুই রাকআত সালাত আদায় করার আম বর্ণনাটি মাসজিদুল হারামের জন্য প্রযোজ্য। আর যারা বলে যে, বায়তুল্লার তাহিয়্যাত হলো, তাওয়াফ করা' তাদের এই কথা পূর্বের আম বর্ণনার বিরোধী। সুতরাং এটি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। আর পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত যে, হাজ্জের সময়গুলোতে যখনই প্রবেশ করবে, তখনই প্রবেশকারীর জন্য তাওয়াফ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি এই বিষয়ে প্রশস্ততা রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তোমাদের দীনে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি (সূরা আল হাজ্জ: ৭৭)।'

আর এই বিষয়ে সতর্ক করা উচিত যে, এই বিধানটি হলো মুহরিম ছাড়া অন্যান্যদের জন্য। পক্ষান্তরে মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো, সে তাওয়াফ দিয়ে শুরু করবে, তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করবে।

১০. ইমাম জুমআর খুতবা দেয়ার সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয়।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

জুমআর দিন সুলায়ক আল গাত্বাফানী এসে উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে সুলায়ক উঠে সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করো। অতঃপর তিনি

বললেন, জুমআর দিন তোমাদের কেউ যখন আসে এমতাবস্থায় যে, ইমাম খুতবা দিচ্ছেন তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪১]

১১. ইকামত হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতের ইকামত দেয়া হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪২]

১২. ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর পাওয়ার ফযীলত।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দু'টি জিনিস থেকে মুক্তি দেয়া হয়, সেগুলো হলো, জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। এই হাদীসটি হাসান।[৮৪৩]

১৩. সালাতে মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেখানেই তার সাথে শরীক হবে। কিন্তু রুকূ না পেলে সে রাকআত গণ্য হবে না।

আলী ইবনু আবী তালিব ও মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ

তোমাদের কেউ সালাত আদায় করতে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেলে ইমাম যেরূপ করে সেও যেন অনুরূপ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪৪]

---

[৮৪১] সহীহ বুখারী, হা/৯৩০, সহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫।

[৮৪২] সহীহ মুসলিম, হা/৭১০।

[৮৪৩] তিরমিযী, হা/২৪১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৬৫২।

[৮৪৪] তিরমিযী, হা/৫৯১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১১৮৮।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

আমাদের সিজদা দেয়া অবস্থাতে তোমাদের কেউ যদি সালাতে আসো, তাহলে আমাদের সাথে সিজদা করো, কিন্তু এটিকে তোমরা কিছু গণ্য করো না। আর যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকআত পাবে, সে সালাত পেল। এই হাদীসটি হাসান।[৮৪৫]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে সালাত পেলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪৬]

মুগীরাহ ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَلَمَّا قَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে দলের পিছনে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানা সারলেন। তারপর সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূর বর্ণনা দিলেন। তাররপ তিনি মানুষদের সাথে একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে আব্দুর রহমান (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সাথে শেষ রাকআত সালাত আদায় করলেন। আব্দুর রহমান (রা) সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আরেক রাকআত পুরো করে নিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পুরো করে তাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা উত্তম ও সঠিক কাজ করেছো। সঠিক সময়ে সালাত আদায় করাতে তিনি তাদেরকে নিয়ে গর্ব করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪৭]

---

[৮৪৫] আবূ দাউদ, হা/৮৯৩।

[৮৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৮০, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭।

[৮৪৭] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৫১, সহীহ বুখারী, হা/১৮২, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪।

১৪. কাতারের পিছনে একাকী সালাত আদায়কারীর সালাত যথেষ্ট হবে, এটি হলো এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমন্বয়। আলী ইবনু শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সালাত শেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখলেন। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থামলেন এবং সে সালাত শেষ করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি পুনরায় সালাত আদায় করো। কারণ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ায় তার সালাত হয় না। এই হাদীসটি হাসান।[৮৪৮] ওয়াবিসাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৪৯] আবূ বকরাহ (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রুকূতে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তিনি রুকূতে চলে যান। এ ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এ রকম আর করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫০]

১৫. ইমামকে সালাত সংক্ষিপ্ত করতে আদেশ করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

[৮৪৮] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৩, ইবনে মাজাহ, হা/১০০৩।

[৮৪৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৮, আবূ দাউদ, হা/৬৮২, তিরমিযী, হা/২৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১০০৪।

[৮৫০] সহীহ বুখারী, হা/৭৮৩, আবূ দাউদ, হা/৬৮৩, নাসাঈ, ২/১১৮।

তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫১]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫২] আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

অন্য বর্ণনাতে আছে, আনাস (রা) বলেন,

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোন ইমামের পিছনে আদায় করিনি। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৩]

১৬. ইমামের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করা এবং কেউ মসজিদে প্রবেশ করছে বলে টের পেলে তার জন্য অপেক্ষা করা, যাতে সে সেই রাকআত ধরতে পারে।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقَدْ كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا

যুহরের সালাত শুরু হয়ে যেতো। অতঃপর কোন ব্যক্তি প্রয়োজন (প্রস্রাব-পায়খানা) পূরণের জন্য বাকী নামক স্থানে যেতো। সে নিজের প্রয়োজন সেরে ওযূ করে এসে দেখত- রাসূলুল্লাহ

---

[৮৫১] মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৮৬, সহীহ বুখারী, হা/৭০৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৭, আবূ দাউদ, হা/৭৯৪, তিরমিযী, হা/২৩৬।

[৮৫২] সহীহ বুখারী, হা/৭০৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৭০।

[৮৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৭০৬, ৭০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো প্রথম রাকআতেই আছেন। তিনি সালাত এতটা লম্বা করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৪]

১৭. ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং তার আগে কোন কাজ করা নিষেধ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকূ করেন তখন তোমরাও রুকূ করবে। তিনি যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। তিনি যখন সিজদা করবেন তখন তোমরাও সিজদা করবে। তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা সালাতে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৫]

আমি (লেখক) বলছি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ইমাম বসে সালাত আদায় করলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে, এই অংশটি মানসূখ হয়েছে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

যেই রোগে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেন সেই রোগের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রা) কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। উরওয়াহ (রহি) বর্ণনা করেন, ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু সুস্থতাবোধ করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন আবূ বকর (রা) লোকদের ইমামতি

---

[৮৫৪] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৪, নাসাঈ, ২/১৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/৮২৫।

[৮৫৫] মুসনাদে আহমাদ, ২/২৩০, সহীহ বুখারী, হা/৭২২, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৪।

করছিলেন। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যে, যেভাবে আছো সেভাবেই থাকো। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রা) এর বরাবর তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবূ বকর (রা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবূ বকর (রা) কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৬]

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সালাত আদায় করালেন। তিনি সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ

হে লোকেরা! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব, তোমরা আমার আগে রুকূ-সিজদায়, উঠা-বসা করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৭] আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৮]

১৮. ইমামতির অধিক হকদার কে?

আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا: سِنًّا

[৮৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪১৮।

[৮৫৭] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১০২, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৬।

[৮৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/৪২৭, আবূ দাউদ, হা/৬২৩, তিরমিযী, হা/৫৮২।

যে সর্বাপেক্ষা বেশি কুরআনের পাঠক ও কুরআনী জ্ঞানের অধিকারী সে-ই লোকজনের ইমামতি করবে। সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানের সমপর্যায়ের হয় সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাত সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে সেই ইমামতি করবে। সুন্নাহর জ্ঞানেরও সবাই সমান হলে হিজরতে যে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। যদি হিজরতের ক্ষেত্রেও সমান পর্যায়ের হয়, তাহলে যে ব্যক্তি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না কিংবা তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়ীতে তার বিছানায় বসবে না। বর্ণনাকারী আশাজ্জ তার বর্ণনায় سِلْمًا (ইসলাম) শব্দের স্থানে سِنًّا (বয়স) শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৫৯]

১৯. শিশুর ইমামতি করা।

আমর ইবনু সালামাহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ

এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। আমাদের কওমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নাবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময় তোমরা অমুক সালাত এবং অমুক সময় অমুক সালাত আদায় করবে। এভাবে সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে সে সালাতের ইমামতি করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে কুরআন শিখেছিলাম। কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো। তখন গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের কারীর নিতম্ব আবৃত করে দাও না

[৮৫৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪.১১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩।

কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬০]

২০. অন্ধ ও দাসের ইমামতি করা।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ، يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু উম্মু মাকতূমকে দুইবার তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন। এই বর্ণনার সনদ হাসান।[৮৬১] ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعَصْبَةَ، مَوْضِعًا بِقُبَاءَ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ

মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবতরণের পূর্বেই মুহাজিরদের প্রথম দলটি মদীনায় এসে 'আল-উসবাহ' নামক স্থানে অবতরণ করলে আবূ হুযাইফাহ (রা) এর মুক্ত দাস সালিম (রা) তাদের ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যকার কুরআনকে সর্বাধিক মুখস্থকারী। আর তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবূ সালামাহ ইবনু আবদুল আসাদ (রা) ও ছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬২]

২১. পুরুষরা মহিলাদের ইমামতি করবে, কিন্তু এর বিপরীতটি নয় (অর্থাৎ মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না)।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

তার দাদী মুলাইকাহ তার নিজের হাতে প্রস্তুত করা একটি খাবার খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাওয়াত দিলে তিনি তা খেলেন। খাওয়া শেষে তিনি বললেন,

---

[৮৬০] সহীহ বুখারী, হা/৪৩০২, আবূ দাউদ, হা/৫৮৫, নাসাঈ, ২/৮০- ৮১।

[৮৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১৯২, আবূ দাউদ, হা/৫৯৫।

[৮৬২] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২, আবূ দাউদ, হা/৫৮৫।

তোমরা সবাই উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের জন্য সালাত আদায় করবো। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের একটি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালাম যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে কালো বর্ণ ধারণ করেছিল। আমি সেটির ওপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাটাইয়ের ওপর দাঁড়ালেন। আর আমি ও ইয়াতীম বালক তার পিছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধ মহিলা দাঁড়ালেন আমাদের পিছনে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং তারপর চলে গেলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬৩]

ইয়াতীম বালক হলো, যুমাইর ইবনু সাদ আল ইমইয়ারী, আর বৃদ্ধা মহিলা হলেন, আনাস (রা) এর মা উম্মু সুলাইম (রা)।

২২. নফল সালাত আদায়কারী ফরয সালাত আদায়কারীদের ইমামতি করতে পারবে এবং এর বিপরীতটাও করা যাবে। জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

মুয়ায (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইশার সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সেই সালাতের ইমামতি করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬৪]

আর নফল সালাত আদায়কারীর পিছনে নফল সালাত আদায় করা, যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাত আদায় করেছেন আর তার সাথে ইবনু আব্বাস (রা)ও সালাত আদায় করেছেন। আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস, ইয়াতীম বালক ও বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। এছাড়াও আরো প্রমাণ রয়েছে। আর এই সবগুলোই সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে।

ইয়াযীদ ইবনু আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

তিনি যুবক বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে দেখা গেল, দু'জন লোক সালাত আদায় না করে মসজিদের কোণে বসে আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন। তারা এরূপ অবস্থায়

[৮৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৮৬০, সহীহ মুসলিম, হা/৬৫৮।

[৮৬৪] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৬৯, সহীহ বুখারী, হা/৭১১, সহীহ মুসলিম, হা/৪৬৫।

আসল যে, ভয়ে তাদের পাঁজরের গোশত কাঁপছিল। তিনি বললেন, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কোন জিনিস তোমাদেরকে বাধা দিল? তারা বলল, আমরা তো ঘরে সালাত আদায় করেছি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ ঘরে সালাত আদায়ের পর ইমামকে এসে সালাত আদায়রত পেলে সে যেন তার সাথে সালাত আদায় করে। যা তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬৫]

২৩. কোন ব্যক্তির এমন লোকজনের ইমামতি করা, যারা তাকে অপছন্দ করে।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

তিন ব্যক্তির সালাত আল্লাহ কবুল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে আগে বেড়ে ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে অপছন্দ করে। হাদীসের এই অংশটি সহীহ।[৮৬৬]

আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কান অতিক্রম করে না (কবুল হয় না)। পলায়নকারী দাস যে পর্যন্ত তার মালিকের নিকটে ফিরে না আসে; যে মহিলা তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে রাত কাটায় এবং যে ইমামকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পছন্দ করে না। এই হাদীসটি হাসান।[৮৬৭]

২৪. কাতার সোজা করা এবং মাঝের ফাঁকা স্থান পূরণ করা।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাত কায়েমের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬৮]

---

[৮৬৫] আবূ দাউদ, হা/৫৭৫, তিরমিযী, হা/২১৯, নাসাঈ, ২/১১২।

[৮৬৬] আবূ দাউদ, হা/৫৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/৯৭০।

[৮৬৭] তিরমিযী, হা/৩৬০, সহীহুত তারগীব, হা/৪৮৬।

[৮৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৭২৩, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৩।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ: تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُو

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দেয়ার আগে আমাদের দিকে মুখ করে তাকাতেন, আর বলতেন, তোমরা কাতার সোজা করে নাও ও মিলে দাঁড়াও। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৬৯]

নুমান ইবনু বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهِ الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এমনভাবে সোজা করতেন যেরূপ তীরের ফলা সোজা করা হয়। এমনকি তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমরা এ সম্পর্কে তার শিক্ষা আত্মস্থ করেছি ও বুঝেছি, তখন একদা তিনি (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনে দিকে এগিয়ে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বৈপরিত্য সৃষ্টি করে দিবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭০]

قِدَاحَ শব্দটি হলো قَدْح শব্দের বহুবচন। এটি হলো, সেই তীর যাতে এখনো ফলা স্থাপন করা হয়নি।[৮৭১]

২৫. কিভাবে কাতারকে সোজা করতে হবে?

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ»

[৮৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৭১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩৪।

[৮৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৩৪৬, আবূ দাউদ, হা/৬৬৩, তিরমিযী, হা/২২৭, ইবনে মাজাহ, হা/৯৪৪।

[৮৭১] নাইলুল আওতার, ১১৩০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদের দেখতে পাই। আনাস (রা) বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দিতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭২]

২৬. সালাতে পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার বেশি উত্তম, আর মহিলাদের জন্য শেষের কাতার বেশি উত্তম।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো শেষের কাতার। আর মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো শেষের কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো প্রথম কাতার। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৩]

২৭. প্রথম কাতার ও কাতারের ডান দিকের ফযীলত।

বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عز وجل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে আমাদের বুক ও কাঁধ সোজা করে দিতেন, আর বলতেন, তোমরা কাতারে বাঁকা হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয় প্রথম কাতারসমূহের প্রতি মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফিরিশতাগণ দুআ করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৪]

বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ – أَوْ تَجْمَعُ – عِبَادَكَ

[৮৭২] সহীহ বুখারী, হা/৭২৫।

[৮৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪৪০, আবূ দাউদ, হা/৬৭৮, তিরমিযী, হা/২২৪।

[৮৭৪] আবূ দাউদ, হা/৬৬৪।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম তখন পিছনে তার ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম যাতে তিনি ঘুরে বসলে আমাদের দিকে মুখ করে বসেন। বারা ইবনু আযিব বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, হে আমার রব! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন অথবা বলেছেন, একত্রিত করবেন সেদিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৫]

২৮. প্রথম কাতারের অধিক হকদার হলো, যারা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহে বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়ে পড়বে। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এ গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে এদের কাছাকাছি দাঁড়াবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৬]

২৯. মুক্তাদীদের জন্য দুই খুঁটির মাঝে কাতার করা মাকরূহ।

আবদুল হামীদ ইবনু মাহমূদ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم«

আমরা জনৈক আমীরের পেছনে সালাত আদায় করলাম। লোকের এত ভীড় হলো যে, আমরা বাধ্য হয়ে দুই খুঁটির মাঝখানে সালাতে দাঁড়ালাম। যখন সালাত শেষ করলাম, তখন আনাস ইবনু মালিক (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) এড়িয়ে যেতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৭]

---

[৮৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৯।

[৮৭৬] সহীহ মুসলিম, হা/৪৩২, নাসাঈ, ২/৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/৯৭৬।

[৮৭৭] আবূ দাউদ, হা/৬৭৩, তিরমিযী, হা/২২৯, নাসাঈ, ২/৯৪।

৩০. দুই খুঁটির মাঝে একাকী সালাত আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসামা ইবনু যায়দ, বিলাল এবং উসমান ইবনু তালহা হাজাবী (রা) কা'বায় প্রবেশ করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রবেশের সাথে সাথে উসমান (রা) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাকে বললাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করলেন? তিনি বললেন, একটা খুঁটি বাম দিকে, একটা খুঁটি ডান দিকে আর তিনটা খুঁটি পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লা ছিল ছয়টি খুঁটি বিশিষ্ট। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৮]

৩১. মসজিদে জামাআতে সালাত ত্যাগ করার ওজরসমূহ।

(১) খুব ঠান্ডা, বৃষ্টি হওয়া।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা তীব্র শীতের রাতে মুয়াযযিনকে আযান দিতে বলতেন এবং সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করতে বলতেন যে, তোমরা নিজ বাসস্থলে সালাত আদায় করে নাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৭৯]

(২) খাবার উপস্থিত হওয়া।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

[৮৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৫০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৯।

[৮৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৩২, সহীহ মুসলিম, হা/৬৯৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/৪।

তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাকো, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও তার প্রয়োজন পুরো না করে তাড়াহুড়া করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮০]

(৩) প্রস্রাব পায়খানার বেগ চেপে রাখা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

খাবার উপস্থিত হলে কোন সালাত নেই। কিংবা পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ নিয়ে কোন সালাত নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮১]

[৮৮০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৪।

[৮৮১] সহীহ মুসলিম, হা/৫৬০, আবূ দাউদ, হা/৮৯।

الباب الرابع عشر الجنائز

চতুর্দশ অধ্যায়: জানাযা

[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুমূর্ষ ব্যক্তির বিধিবিধান

১. অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, তার রবের ওপর সুধারণা রাখা।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর তিন দিন আগে তাকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে,

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ

তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা অবস্থায় মারা যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮২]

২. মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো, বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করা। আল্লাহ তাআলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (সূরা আন নূর: ৩১)। আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাহরীমে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা (সূরা আত তাহরীম: ৮)।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

[৮৮২] সহীহ মুসলিম, হা/২৮৭৭।

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন আল্লাহ ঐ লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে নিজ সওয়ারীর ওপর আরোহিত ছিল। তারপর সওয়ারটি তার হতে হারিয়ে যায়। আর তার ওপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে আরাম করে এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। অমনিই সে, তার লাগাম ধরে ফেলে। এরপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৩]

৩. অসুস্থ ব্যক্তির কর্তব্য হলো, সকল ধরনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং অসীয়ত লিখে রাখা।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৪]

৪. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ؛ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি: ১. সালামের জওয়াব দেয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযার অনুসরণ করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচিদাতাকে উত্তর দেয়া (আল-হামদু লিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৫]

---

[৮৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৩০৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৭।

[৮৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭।

[৮৮৫] সহীহ বুখারী, হা/১২৪০, সহীহ মুসলিম, হা/২১৬২।

৫. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, মুমূষ্ ব্যক্তিকে দুই শাহাদাত (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল) এর তালকীন দেয়া।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই) এর তালকীন দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৬]

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তাকে তোমারা কালিমাতুত তাওহীদ স্মরণ করে দাও। সেটি হলো, তার নিকটে তোমরা কালিমাতুত তাওহীদ উচ্চারণ করো।

৬. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, অসুস্থ ব্যক্তি মারা গেলে তার চোখ বন্ধ করে দেয়া এবং তার জন্য দুআ করা।

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ সালামাহকে দেখতে এলেন, তখন চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবূ সালামাহ এর পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিল। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভালো কথা ছাড়া কোন খারাপ কিছু বলাবলি করো না। কেননা, তোমরা যা কিছু বল তার স্বপক্ষে ফিরিশতাগণ আমীন বলে থাকেন। এরপর তিনি এভাবে দুআ করলেন, হে আল্লাহ আবূ সালামাহ কে ক্ষমা করুন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উঁচু করে দিন, আপনি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যান। হে রাব্বুল আলামীন তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তার কবরকে প্রশস্ত করুন এবং তা জ্যোতির্ময় করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৭]

---

[৮৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/৯১৬।

[৮৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯২০।

৭. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো, একটি কাপড় দিয়ে মৃতের পুরো শরীর ঢেকে দেয়া।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُجِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলে তাকে ইয়ামানী চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৮]

৮. সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো দ্রুত তাকে (জানাযা ও দাফনের জন্য) প্রস্তুত করা ও বের করা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলো। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৮৯]

৯. দ্রুত মৃতের ঋণ পরিশোধ করা

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯০]

১০. মৃতের মুখমণ্ডল উন্মোচন করা ও তাকে চুমু দেয়া জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ

[৮৮৮] সহীহ বুখারী, হা/১২৪১, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪২।

[৮৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৩১৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৪।

[৮৯০] তিরমিযী, হা/১০৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৪১৩।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসমান ইবনু মাযউনের লাশে চুমু খেতে দেখেছি। আমি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে দেখেছি। এই হাদীসটি এর সমর্থক হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ।[৮৯১]

১১. মৃতের কিটাত্মীয়দের কর্তব্য হলো, ধৈর্যধারণ করা, তাকদীরের ওপর সন্তুষ্টি রাখা ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করা।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧ ﴾

আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের ওপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রবের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত (সূরা আল বাকারা: ১৫৫- ১৫৭)।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي. وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে মহিলা কবরের পার্শ্বে কান্না করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। মহিলাটি বললো, আমার নিকট থেকে প্রস্থান করুন। আপনার ওপর তো আমার মত বিপদ উপস্থিত হয়নি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় উপস্থিত হলো, তার কাছে কোন প্রহরী ছিল না। সে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন, ধৈর্য তো

[৮৯১] আবূ দাউদ, হা/৩১৬৩, তিরমিযী, হা/৯৮৯।

বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই ধারণ করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯২] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَتَيْنِ

মহিলা সাহাবীগণ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন, সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান পূর্বেই পাঠাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তখন জনৈক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন, দু'টি পাঠালেও। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৩]

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

কোন মুসলিমের ওপর মুসীবত আসলে যদি সে বলে,

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবতে সওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।

তাহলে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন। উম্মু সালামাহ্ (রা) বলেন, এরপর যখন আবূ সালামাহ ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন মুসলিম আবূ সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[৮৯২] সহীহ বুখারী, হা/১২৮৩।

[৮৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১০১, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছে গেছেন। এতদসত্ত্বেও আমি এ দুআগুলো পাঠ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবূ সালামার স্থলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মতো স্বামী দান করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৪]

১২. মৃতের নিকটাত্মীদের জন্য যে কাজগুলো করা হারাম।

(১) বিলাপ করা

আবূ মালিক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলী যুগের চারটি কু-প্রথা রয়ে গেছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করবে না। (ক) বংশের গৌরব, (খ) অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া, (গ) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা, (ঘ) মৃতের জন্য বিলাপ করা। তিনি আরও বলেন, বিলাপকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার খসখসে চাদর থাকবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৫]

(২) গাল চাপড়ানো ও জামা ছিড়ে ফেলা।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যারা শোকে গাল চাপড়ায়, জামা ছিন্ন করে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৬]

(৩) মাথা মুণ্ডন করা। আবূ বুরদাহ ইবনু আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

[৮৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

[৮৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৪।

[৮৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১২৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩।

আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন তার মাথা তার পরিবারভুক্ত কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জবাব দিতে পারছিলেন না। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব নারীর থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন, যারা চিৎকার করে ক্রন্দন করে, যারা মাথা মুণ্ডন করে এবং যারা জামা কাপড় ছিন্ন করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৭]

(৪) চুল এলোমেলো করা।

বায়আত গ্রহণকারী জনৈক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: «أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে যেসব সৎকাজের বাই’আত গ্রহণ করেছিলেন তাতে এটাও ছিলো, আমরা তাঁর অবাধ্য হবো না, মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করবো না, বুক চাপড়াবো না, ধ্বংসের আহবান করবো না, কাপড় চোপড় ছিড়বো না এবং চুল এলোমেলো করবো না। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৮]

[ال] فصل [الثاني: غسل الميت]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া।

১৩. মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের ওপর ফরয।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত।

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

জনৈক সাহাবীর উট তার ঘাড় মটকে দিল (ফলে তিনি মারা গেলেন)। সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। ঐ ব্যক্তি ছিল ইহরাম অবস্থায়।

---

[৮৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১২৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪।

[৮৯৮] আবূ দাউদ, হা/৩১৩১, বাইহাকী, ৪/৬৪।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু'কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে মুলাবিব (অর্থাৎ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলা অবস্থাতেই) অবস্থায় উঠানো হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৮৯৯]

১৪. স্বামী স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেয়ার বেশি হকদার।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، فَقَالَ: "بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ! وَا رَأْسَاهُ"، ثُمَّ قَالَ: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন, হে আয়িশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি। হে আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত পড়তাম এবং তোমাকে দাফন করতাম। এই হাদীসটি হাসান।[৯০০]

১৫. তিনবার বা পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যকবার পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দিবে। আর শেষে কর্পুর দিবে।

উম্মু আতিয়্যাহ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». تَعْنِي إِزَارَهُ وفي رواية وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে খবর দাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি

---

[৮৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১২৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২০৬।

[৯০০] ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৫, দারেমী, ১/৩৭- ৩৮।

আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। অন্য বর্ণনাতে আছে, আমরা তার চুলগুলোতে তিনটি বেনী করে দিয়েছিলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০১]

১৬. নিকটাত্মীয় তার নিকটাত্মীয়কে গোসল দেয়ানোর বেশি হকদার, যদি তারা একই শ্রেণির হয় (অর্থাৎ পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে), বিশেষ করে যদি তারা গোসলের সুন্নাতি নিয়ম সম্পর্কে বেশি জানে।

আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

غَسَّلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا صلى الله عليه وسلم«

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দিয়েছিলাম। মৃতের থেকে যা (নাপাকি) বের হয়, আমি তা তার মধ্যে কিছুই পাননি। আলী (রা) বলেন, তিনি ছিলেন জীবিত ও মৃত উভয় জীবনেই পবিত্র। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০২]

১৭. (শরীরের) ডান অঙ্গগুলোকে আগে ধৌত করতে হবে।

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যায়নাব (রা) কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন,

ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

তোমরা তার ডান দিক হতে এবং ওযূর অঙ্গ হতে ধৌত করা আরম্ভ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০৩]

১৮. যুদ্ধের মাঠের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয় না।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দুই দু'জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআন

[৯০১] সহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯।

[৯০২] ইবনে মাজাহ, হা/১৪৬৭, হাকিম, ১/৩৬২।

[৯০৩] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯।

সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত? যখন তাদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হতো, তখন তিনি তাঁকে প্রথম কবরে রাখতেন। আর বলতেন, আমি তাদের জন্য সাক্ষী হব (কিয়ামতে)। তিনি তাঁদের রক্ত-মাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের জানাযার সালাতও আদায় করেননি। তাদের গোসলও দেননি। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০৪]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, যেসব শহীদরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়নি, যেমন পেটের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, ডুবে যাওয়া ব্যক্তি, কোন কিছুতে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি, এদেরকে গোসল দিতে হবে এবং এদের জানাযার সালাতও আদায় করতে হবে। আর এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।[৯০৫]

আল মাহদী (রহি) ও এমন ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, তাদেরকে গোসল দিতে হবে।[৯০৬]

[ال] فصل [الثالث: تكفين الميت]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মৃতকে কাফন দেয়া।

১৯. মৃতের শরীর ঢাকে এমন কাপড় দিয়ে কাফনা দেয়া ফরয, যদিও সে সেই কাপড় ছাড়া অন্য কিছুর মালিক না হয়।

আবুয যুবরাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) কে বলতে শুনেছেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে গিয়ে তার সাহাবীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাকে অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয় এবং তাকে রাত্রিবেলা কবর দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই বলে তিরস্কার করলেন যে, কেন তাকে রাত্রিবেলা দাফন করা হলো। অথচ তিনি তার

---

[৯০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৪৭।

[৯০৫] আল মাজমূ, ৫/২৬৪।

[৯০৬] আল বাহর, ১/৯৬।

জানাযা পড়তে পারলেন না? কোন মানুষ নিরুপায় না হলে এরূপ করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফন দিবে সে যেন ভালো কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০৭]

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেছি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকটে নির্ধারিত হয়ে আছে। অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তারা তাদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যাননি। তাদেরই একজন মুসআব ইবনু উমাইর (রা) আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তারা তা ভোগ করছেন। মুসআব (রা) উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আমরা তাকে কাফন দেয়ার জন্য এমন একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তার মস্তক আবৃত করলে তার দু'পা বাইরে থাকে আর তার দু'পা আবৃত করলে তার মস্তক বাইরে থাকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মস্তক আবৃত করতে এবং তার দু'খানা পায়ের ওপর ইযখির (ঘাস) দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০৮]

২০. আর সক্ষম হলে এর অতিরিক্ত করাতেও কোন সমস্যা নেই, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না থাকে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا.

[৯০৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৩।

[৯০৮] সহীহ বুখারী, হা/১২৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪০।

قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ؟ قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ

আমি আবূ বকর (রা) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কয়টি কাপড়ে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কাফন দিয়েছিলে? আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তিনটি সাদা সাহুলী (স্থানের নাম) কাপড়ে, যার মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন? আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী বার? তিনি (আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আজ সোমবার। তিনি (আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আশা করি এখন হতে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। অতঃপর অসুস্থকালীন নিজের পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খন্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে। আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত দেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন, ভোর হবার পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৯০৯]

২১. কাফন সাদা রঙের হওয়াই বেশি উপযুক্ত।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো। কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক। আর তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১০]

২২. শহীদকে সেই কাপড়েই কাফন দিতে হবে, যেই কাপড়ে সে মারা গেছে।

কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ের ১৮ নম্বরে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[৯০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৩৮৭।

[৯১০] আবূ দাউদ, হা/৩৮৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩৫৬৬, তিরমিযী, হা/৯৯৪।

[الـ] فصل [الرابع: صلاة الجنازة]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ জানাযার সালাত।

২৩. মৃতের জানাযার সালাত আদায় করা ফরয (ফরযে কেফায়া)।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও সাহাবীগণের আমলের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কোন কোন সাহাবী মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করতেন, কিন্তু তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাতেন না।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّ أَسْوَدَ، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟. قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ :أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟. فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ. قَالَ: فَحَقَّرُوا شَأْنَهُ، قَالَ: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

কালো এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি। একদা তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী হলো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? সে ছিল এমন এমন বলে তাঁরা তার ঘটনা উল্লেখ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে আসলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১১]

২৪. শিশু ও শহীদ ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করা ফরয নয়।

শিশুর বিষয়টি, কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছেলে ইবরাহীম (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করেননি। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

[৯১১] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৬।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইবরাহীম (রা) আঠার মাস বয়সে মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা সালাত পড়েননি। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১২]

পক্ষান্তরে শহীদের বিষয়ে, এই অধ্যায়ের ১৮ নম্বরে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৫. শিশু ও শহীদ ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করা ফরয না হওয়া দ্বারা তাদের জানাযার সালাত আদায় করা শরীআতসম্মত হওয়াকে নাকোচ করে না।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ: أَوَغَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ خَلَقَ اللهُ عز وجل الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে একটি আনসার নাবালক বাচ্চার জানাযা নিয়ে আসা হলে তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেন। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ নাবালকটি তো সৌভাগ্যবান। সে তো জান্নাতে চড়ুই পাখিদের থেকে একটি চড়ুই পাখি। সে পাপকর্ম করেনি এবং পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। তিনি বললেন, এছাড়া আরো কিছু আছে, হে আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য উপযুক্ত অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে, যাদেরকে সে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছে অথচ তখন তারা তাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে জাহান্নামের জন্য, তারা তখন তাদের বাপ দাদাদের ঔরসে ছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১৩] শাদ্দাদ ইবনু হাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ فَآمَنَ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَكَانَتْ غَزَاةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْهَا شَيْئاً فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: "قَسَمْتُهُ لَكَ"، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنْ اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ. فَقَالَ:"إِنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُقْكَ"، فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ العَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَحْمُوْلاً قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَهُوَ هُوَ؟ "، قَالُوا نَعَمْ. قَالَ: "صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ"، ثُمَّ كُفِّنَ فِي جُبَّةِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،

---

[৯১২] মুসনাদে আহমাদ, ৬/২৬৭, আবূ দাউদ, হা/৩১৮৭।

[৯১৩] মুসনাদে আহমাদ, ৬/২০৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৬২।

ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: "اللهمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا وأنا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ

একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং তার অনুসরণ করলেন। অতঃপর বললেন যে, আমি আপনার সাথে হিজরতকারী অবস্থায় অবস্থান করব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে কোন সাহাবীকে অসীয়ত করলেন। খায়বার যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণীমত স্বরূপ কিছু বন্দী হস্তগত হলো। তিনি সেগুলো বন্টন করে দিলেন এবং ঐ গ্রাম্য সাহাবীকেও দিলেন। তার অংশ একজন সাহাবীকে দিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উট চরাতেন। যখন তিনি আসলেন সেগুলি তাকে দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি সেগুলো নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, এগুলো কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো আমি তোমার জন্য বন্টন করেছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি বরং এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করলো এবং শহীদ হতে পারি ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলেই থাকো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার সে আশা সত্য করে দেখাবেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে গেলেন। অতঃপর তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হলে দেখা গেল ঠিক ঐ স্থানেই তার বিদ্ধ ছিল যে দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সম্মুখে রেখে তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তার জানাযা সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন তা হলো, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছে আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১৪]

[৯১৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/৯৫৯৭, নাসাঈ, ৪/৬০, শারহুল মাআনী, ১/২৯১।

২৬. জানাযার সালাতের ফযীলত এবং জানাযা ও দাফন উভয়টিই করার কারণে যেই সওয়াবের আশা করা যায়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ، قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব রয়েছে, আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু'কীরাত সওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো দু'কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সওয়াব)। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১৫]

মালিক ইবনু হুবাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ

কেউ মারা গেলে এবং মুসলিমদের তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়লে সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ কারণে মালিক ইবনু হুবাইর (রা) জানাযায় লোক সংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন, এ হাদীস মোতাবেক আমলের উদ্দেশ্যে। এই হাদীসটি হাসান।[৯১৬]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما مِنْ مَيِّتٍ يُصلِّي عليهِ أُمَّةٌ مِنَ المسْلِمينَ يَبْلُغونَ مِئةً، كلُّهم يَشْفَعون لَهُ، إلا شُفِّعوا فيه

কোন মৃত ব্যক্তির ওপর যখন একদল মুসলিম যাদের সংখ্যা একশ হবে, জানাযার সালাত আদায় করে এবং সবাই তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তবে তার জন্য এ সুপারিশ কবুল করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১৭]

---

[৯১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩২৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫।

[৯১৬] আবূ দাউদ, হা/৩১৬৬, তিরমিযী, হা/১০২৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯০, মুসনাদে আহমাদ, ৪/৭৯।

[৯১৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৭, তিরমিযী, হা/১০২৯, নাসাঈ, ৪/৭৫, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪০।

২৭. পুরুষ ও মহিলাদের অনেকগুলো জানাযা একত্রিত হলে, তাদের সকলের জন্য একবারই সালাত আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ ব্যক্তিকে যদিও সে ছোট হয়, ইমামের নিকটবর্তী আর মহিলাদেরকে কিবলার দিকে রাখতে হবে।

নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ

ইবনু উমার (রা) একত্রে নয় জনের জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন, পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে আর মহিলাদের জানাযা কিবলার দিকে রেখেছিলেন, সমস্ত জানাযা এক কাতারে রাখা ছিল। উম্মে কুলছুম বিনত আলী, উমর ইবনু খাত্তাব (রা) এর স্ত্রী এবং তার এক ছেলে যাকে যায়দ বলা হতো তাদের জানাযা একত্রে রাখা হয়েছিল। সেই সময় আমীর ছিলেন সাঈদ ইবনু আস (রা) আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবনু উমার, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আবূ কাতাদা (রা) প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে পুরুষদের রাখা হয়েছিল। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, (পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে রাখা) আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাবী বলেন যে, আমি ইবনু আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ এবং আবূ কাতাদা (রা)-এর দিকে তাকালাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তারা বললেন, এটাই সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৯১৮]

২৮. ইমামের জন্য একত্রিত অনেকগুলো জানাযার প্রত্যেকটির জন্য পৃথকভাবে সালাত আদায় করাও জায়েয। কেননা এটিই হলো আসল। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের ক্ষেত্রে এমনটি করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يُصَفُّونَ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ

উহদের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হামযা (রা) কে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। তারপর তিনি হামযা (রা) এর জানাযার সালাত আদায়

[৯১৮] নাসাঈ, হা/৪/৭১- ৭২, ইবনুল জারূদ, হা/৫৪৫।

করলেন। তাতে তিনি নয়টি তাকবীর দিলেন। তারপর অন্যান্য নিহত সাহাবীদেরকে নিয়ে এসে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এবং তাদের সাথে হামযা (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি হাসান।[৯১৯]

২৯. মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ

যখন সা'দ ইবনু আব ওয়াক্কাস (রা) ইনতিকাল করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ তার লাশ মসজিদে নিয়ে আসার জন্য বলে পাঠালেন যাতে তারাও তার জানাযা আদায় করতে পারেন। উপস্থিত লোকেরা তাই করলো। তাকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ঘরের সামনে রাখা হলো এবং তারা তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তাকে বাবুল জানায়িয (জানাযা বের করার দরজা) দিয়ে যা মাকাইদ এর দিকে ছিল, বের করা হলো। লোকেরা এ খবর জানতে পেয়ে বলল, কি ব্যাপার! জানাযা মসজিদে ঢুকানো হয়েছে? আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন, লোকেরা কেন এত শীঘ্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলো, যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই? মসজিদে জানাযা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে লোকেরা সমালোচনা করলো অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহায়ল ইবনু বায়যা এর জানাযার সালাত মসজিদের ভিতরেই আদায় করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২০]

৩০. তবে উত্তম হলো, মসজিদের বাহিরে জানাযার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানেই জানাযার সালাত আদায় করা। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

[৯১৯] মাআনীল আসার, ত্বহাবী, ১/২৯০।

[৯২০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৩, আবূ দাউদ, হ/৩১৮৯, তিরমিযী, হা/১০৩৩, নাসাঈ, ৪/৬৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৫১৮।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইয়াহূদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাজির করলো, যারা ব্যভিচার করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে রজমের (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের নিকটে তাদের দু'জনকে রজম করা হলো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২১]

হাফিয ইবনু হাজার (রহি) বলেন, ইবনু উমার (রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জানাযার সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এই হাদীসটি থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, কিছু জানাযা মসজিদে হয়েছিল বিশেষ কোন কারণে অথবা মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয এটি বর্ণনা করার জন্য। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।[৯২২]

৩১. মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম সাহেব তার মাথা বরাবর আর মহিলা হলে তার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে।

আবু গালিব (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ» فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا! فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا

আনাস (রা) এর সাথে আমি এক লোকের জানাযার সালাত আদায় করলাম। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তারপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে আসলো। তারা বলল, হে হামযার পিতা! এর জানাযা আদায় করুন। তিনি তার খাটিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়ালেন। তাকে আলা ইবনু যিয়াদ (রহি) বললেন, স্ত্রীলোকটির খাটিয়ার মাঝ বরাবর এবং পুরুষ লোকটির মাথা বরাবর আপনি যেভাবে দাঁড়ালেন, এভাবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াতে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সালাত শেষে তিনি বললেন, তোমরা এই নিয়ম ভালোভাবে স্মরণ রাখো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২৩]

৩২. জানাযার সালাতের পদ্ধতি।

(১) চারটি তাকবীর দিবেন।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

---

[৯২১] সহীহ বুখারী, হা/১৩২৯।

[৯২২] ফাতহুল বারী, ৩/১৯৯।

[৯২৩] আবূ দাউদ, হা/৩১৯৪, তিরমিযী, হা/১০৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৪।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহামা নাজ্জাশীর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাকবীর দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২৪]

(২) অথবা পাঁচটি তাকবীর দিবেন।

আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا»، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا

যায়দ (রা) আমাদের জানাযাসমূহে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করতেন। আর তিনি কোন জানাযায় পাঁচ তাকবীরও দিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ (পাঁচবার) তাকবীর দিতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯২৫]

(৩) অথবা ছয়টি তাকবীর দিবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ؟ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ، فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ

আলী ইবনু আবী তলিব (রা) সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি ছয়টি তাকবীর দিলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইনি বাদরী সাহাবী। আশ শাবী (রহি) বলেন, আলকামাহ (রহি) শাম থেকে আগমন করে ইবনু মাসউদ (রা) কে বললেন, শামে থাকা আপনাদের ভাইয়েরা তাদের জানাযার সালাতে পাঁচটি তাকবীর দেয়। সুতরাং যদি আপনি একটি সময় নির্ধারণ করুন, তাহলে আমরা এতে আপনার অনুসরণ করতাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) কিছু সময় চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের জানাযার দিকে তাকাও, আর তোমাদের ইমাম যত তাকবীর দেন, তোমরাও তত তাকবীর দিবে, এতে কোন সময় না, কোন সংখ্যা না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[৯২৬]

---

[৯২৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫২।

[৯২৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৭।

[৯২৬] আল মুহাল্লা, ৫/১২৬।

(৪) অথবা সাতটি তাকবীর দিবেন।

আবূ মূসা ইবনু আব্দিল্লহ ইবনু যায়িদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وَكَانَ بَدْرِيًّا

আলী (রা) আবী কাতাদাহ (রা) এর জানাযার সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সাতটি তাকবীর দিলেন। আর তিনি ছিলেন বাদরী সাহাবী। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[৯২৭]

(৫) অথবা নয়টি তাকবীর দিবেন।

এর দলীল এই অধ্যায়ের ২৮ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।[৯২৮]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৬: জানাযার সালাতে তাকবীরের সংখ্যা

প্রথম মত: চার তাকবীর দিবে। এর চেয়ে বেশিও দেয়া যাবে না এবং কমও দেয়া যাবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল:

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিলেন। অতঃপর, ঈদগাহে সাহাবীদেরকে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করেন। [সহীহ বুখারী, হা/ ১৩৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫১]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, লাশ দাফনের পরে সেই কবরকে সামনে করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করেন। [সহীহ বুখারী, হা/১৩১৯, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৪]

আবূ হুরায়রাহ ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এই দু'জন সাহাবী ব্যতীত আরো সাহাবী থেকে এই সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: পাঁচ তাকবীর দিবে। ইবনু মাসউদ ও যায়েদ ইনবু আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল: মুসলিমে (৯৫৭) বর্ণিত যায়েদ ইনবু আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি কোনো এক জানাযার সালাতে পাঁচ তাকবীর দেন। তারপর তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পাঁচ তাকবীর দেন।

---

[৯২৭] তাহাবী, ১/২৮৭, বাইহাকী, ৪/৩৬।

[৯২৮] চার তাকবীর বা পাঁচ তাকবীরের বেশি দেয়া বিশুদ্ধ নয়। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা পৃ. ১৪৬।

তৃতীয় মত: তিন তাকবীর দিবে। এই মত বর্ণিত হয়েছে ইবনু আব্বাস, আনাস, জাবের ইবনু যায়েদ রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুম থেকে। বকর ইবনু আব্দিল্লাহ আল মুযানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিন তাকবীরের কম ও সাত তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না।

চতুর্থ মত: চার তাকবীরের কম ও সাত তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না। এখানে অবশ্য আরেকটা মত আছে যা ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন আর তা হচ্ছে আট তাকবীরের বেশি দেয়া যাবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে চার তাকবীর দিবে। কারণ এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যায়েদ ইবনু আরকাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসের আলোকে কখনো কখনো পাঁচ তাকবীর দেয়াও জায়েয আছে। ওপরে বাকি যে মতগুলো বর্ণিত হয়েছে এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আমি পাইনি। তবে সাহাবীদের থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে আসার বর্ণিত হয়েছে। কেউ যদি কখনো কখনো এগুলোর উপর আমল করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কেউ করলে তা অস্বীকার করাও যাবে না। উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

(আওসাত ৫/৪২৯, মুগনী ২/৫১৪, মাজমু ৫/১৮৯, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/৭০)। মিসকুল খিতাম ২/১৭৮।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৭: জানাযার সালাতের রুকন সমূহ

জানাযার সালাতের রুকন ছয়টি:

১. চার তাকবীরে সালাত আদায় করা (তবে পাঁচ তাকবীর দেয়া মুসতাহাব)।

২. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ পাঠ করা

৪. মৃতদের জন্য দুআ করা

৫. ডান দিকে সালাম ফেরানো (বাম দিকে সালাম ফেরানো মুসতাহাব)।

৬. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। কারণ এটি একটি ফরয সালাত এবং ফরয সালাতের সময় দাঁড়ানো ওয়াজিব, যেমনটি সালাতের বর্ণনাযয় উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা অধিকাংশ শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত। ইবনে কুদামা, "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেছেন, আরোহণ অবস্থায় জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয নয়; কেননা তাতে দাঁড়ানো ওয়াজিব তা ত্যাগ করে। আর এটি আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং আবু সাওরের অভিমত। আর আমি এ বিষয়ে কোন মতভেদ জানি না। ফাতহুল আল্লাম ৩/৪৮৯।

(৬) শুধু প্রথম তাকবীরের সময়ে দুই হাত উত্তোলন করা শরীআতসম্মত।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা আদায়ে 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত দুটোকে উঠালেন (রাফউল ইয়াদাইন করলেন)। ডান হাতকে তিনি বাম হাতের উপর রাখলেন। এই হাদীসটি হাসান লি গয়রিহী।[৯২৯]

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য তাকবীরগুলোর সময়ে হাত উঠানো শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে কোন হাদীস আমরা পাইনি। সুতরাং আমরা এটিকে শরীআতসম্মত মনে করি না। এটিই হলো ইমাম আবূ হানীফা (রহি)সহ অন্যান্যদের মত। আর এই মতটিই ইমাম শাওকানী (রহি)সহ আরো অন্যান্য মুহাক্কিক পছন্দ করেছেন। আর ইবনু হাযম (রহি) (৫/১২৮) এই মতের দিকেই গিয়েছেন। তিনি বলেন, আর হাত উত্তোলনের বিষয়ে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যেটি প্রমাণ করে যে, জানাযার সালাতে তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীরের সময়ে হাত উত্তোলন করেছেন।[৯৩০]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৮: জানাযার সালাতে তাকবীরের সাথে হাত উত্তোলন করার বিধান।

প্রথমত কথা হচ্ছে, ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীকে জানাযার সালাতের প্রথম তাকবীর দেয়ার সময় হাত উত্তোলন করতে হবে এ বিষয়ে সকাল বিদ্বান একমত। বাকি তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে কিনা এ বিষয়ে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মত: জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করতে হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরী, আসহাবে রায়, হাসান ইবনু সালেহ ও ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। ইবনু হাযম, শাওকানী, আলবানী ও মুকবিল রহিমাহুমুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতে হবে মর্মে আমি কোনো হাদীস পাইনি।তাই আমরা মনে করি হাত উত্তোলন করা শরীআতসম্মত নয়।

---

[৯২৯] তিরমিযী, হা/১০৭৭, দারাকুতনী, ২/৭৫, বাইহাকী, ৪/৩৮।

[৯৩০] আহকামুল জানায়িয, ১৪৮ পৃ.।

(ইশরাফ ২/৩৫৯, মুহাল্লা ৩/৪০৮, মাজমূ ৫/১৯০, নাইলুল আওতার ৫/১১৪, আহকামুল জানায়েয (১৪৭)। মিসকুল খিতাম ২/১৭৯।

(৭) ডান হাতকে বাম হাতের কব্জি ও বাহুর ওপর রেখে বুকের ওপর রাখবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سَحُورَنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

আমরা নবীগণের দল, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে ও দেরীতে সাহরী করতে আদেশ করা হয়েছে। আমাদেরকে আরো আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সালাতে আমাদের বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখি। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩১]

(৮) প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতিহাসহ আরেকটি সূরা পাঠ করবেন।[৯৩২]

তালহাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

আমি ইবনু আব্বাস (রা) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন, (আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম) যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৩]

ইমাম নাসাঈ (রহি) এই শব্দে বর্ণনা করেছেন যে,

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ

ইবনু আব্বাস (রা) সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন এবং এতটুকু উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেছিলেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছিলাম। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৪]

(৯) সূরা ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সূরা নীরবে পাঠ করবে।

---

[৯৩১] ইবনু হিব্বান, হা/৮৮৫, তাবারানী, কাবীর, হা/১০৮৫১।

[৯৩২] সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ করা বিশুদ্ধ নয়। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা পৃ. ১৪৬।

[৯৩৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩৫।

[৯৩৪] নাসাঈ, হা/১৯৮৭।

আবূ উমামাহ সাদ ইবনু সাদ ইবনু হুনাইফ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ

জানাযার সালাতে সুন্নাত হলো, প্রথম তাকবীরের পরে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর তিনটি তাকবীর দিবে। আর শেষের তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৫]

(১০) দ্বিতীয় তাকবীরের পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করবে।

আবূ উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) ইবনুল মুসায়্যিব (রহি) কে বর্ণনা করেন যে,

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا تَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ

জানাযার সালাতে সুন্নাত হলো, তুমি তাকবীর দিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করবে। তারপর মৃতের জন্য খালেসভাবে দুআ করবে। আর তুমি প্রথম তাকবীরের পর ছাড়া (কুরআন) পাঠ করো না। তারপর তুমি নিজে ডানদিকে সালাম ফিরাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৬]

(১১) তারপর অন্যান্য তাকবীরগুলো দিবে এবং এই তাকবীরগুলোর মাঝে মৃতের জন্য খালেসভাবে দুআ করবে।

আর এই বিষয়ে ওপরে আবূ উমামাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হলো।

(১২) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআগুলো দিয়ে দুআ করবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার সালাতে এ দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের

---

[৯৩৫] নাসাঈ, হা/১৯৮৮, আল মুহাল্লা, ৫/১২৯।

[৯৩৬] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৬৪২৮, মুনতাকা ইবনুল জারূদ, হা/৫৪০।

উপর জীবিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন। হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৭]

আওফ ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক জানাযায় এই দুআ পড়তে শুনলাম, তিনি বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ، وَثَلْجٍ، وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ

হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন ও তার প্রতি দয়া করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন ও তার ত্রুটি মার্জনা করুন। তাকে উত্তম সামগ্রী দান করুন ও তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা মুছে দিন এবং পাপ থেকে এরূপভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত করুন, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করুন, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান। এই হাদীসটি সহীহ।

বর্ণনাকারী আওফ ইবনু মালিক বলেন, তার দুআ শুনে আমার মনে আকাঙ্খা জাগল, আমি যদি সে মৃত ব্যক্তি হতাম।[৯৩৮]

ওয়াসিলাহ ইবনুল আকসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুসলিমদের এক লোকের জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন আমি তাকে এ দুআ করতে শুনেছি,

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার দায়িত্বে থাকলো, আপনি তাকে কবরের ফিতনা ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আপনি তো প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী

[৯৩৭] আবূ দাউদ, হা/৩২০১, তিরমিযী, হা/১০২৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৮।

[৯৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৩, নাসাঈ, ৪/৭৩।

হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা আপনিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৩৯]

(১৩) দুইদিকে সালাম ফিরাবে, একটি ডান দিকে, আর আকেটি বাম দিকে।

ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

তিনটি কাজ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্তু মানুষজন সেগুলো ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলোর একটি হলো, সালাতে সালাম ফিরানোর মতোই জানাযার সালাতে সালাম ফিরানো। এই বর্ণনার সনদ হাসান।[৯৪০]

(১৪) একদিকে সালাম ফিরানোর ওপরই সীমাবদ্ধ থাকাও জায়েয।

এই বিষয়ে ওপরে আবূ উমামাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৫৯: জানাযার সালাতে সালামের সংখ্যা

প্রথম মত: দুইটা সালাম ফিরাতে হবে। এটা আবু হানিফা, শাফেয়ী ও তার ছাত্রদের মত, হাম্বলীদের মাঝে কাযী ইয়ায রহিমাহুমল্লাহর মত। শাবী ও আবু ইসহাক রহিমাহুমাল্লাহ থেকেও এই এমন মত বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল: এই মতের দলীল অন্যান্য সালাতের সাথে কিয়াস করে নেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ অন্যান্য সালাতে যেমন দুইটা সালাম ফিরাতে হয় অনুরূপ জানাযার সালাতেও দুইটা সালাম ফিরাতে হবে।

দ্বিতীয় মত: একটা সালাম ফিরাতে হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, জানাযার সালাতে একটা সালাম ফিরাতে হবে মর্মে ছয়জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ মতভেদ করেননি। ইবনুল মোবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে জানাযার সালাতে দুই দিকে সালাম ফিরায় সে মূর্খ, সে মূর্খ। এক দিকে সালাম ফিরানোকে ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করে বলেন, সকল বিদ্বান একমত এক দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত থেকে বের হওয়া যাবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। অন্যান্য সালাতে যেহেতু দুই সালাম ফিরাতে হয়, সেহেতু জানাযার সালাতেও দুই সালাম ফিরাতে হবে। কারণ জানাযার সালাতও একটা সালাত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন,

---

[৯৩৯] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৯১, আবূ দাউদ, হা/৩২০২, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৯৯।

[৯৪০] বাইহাকী, ৪/৪৩।

তিনটা কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্তু মানুষরা তা বর্জন করেছে। এর মাঝে একটি হলো অন্যান্য সালাতের ন্যায় জানাযার সালাতেও সালাম ফিরানো। বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটা বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,এই হাদীসের সনদ হাসান।

এরপর কথা হচ্ছে, কেউ যদি এক সালাম ফিরায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে এটাকে অস্বীকার করাও যাবে না। কারণ এ বিষয়ে সাহাবীদের থেকে কিছু বিশুদ্ধ আসার বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুজামুল আওসাত ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটা হাদীস বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার সালাত পড়েন। সেখানে চার তাকবীর দিয়ে এক দিকে সালাম ফিরান। তিনি বলেন, হাদীসটি দারাকুতনী, হাকেম ও বাইহাকী রহিমাহুমল্লাহ বর্ণনা করেন। এই হাদীসের সনদ হাসান । আলবানী রহিমাহুল্লাহ জানাযার সালাতে ফরয সালাতের ন্যায় দুই দিকে সালাম ফিরানোকে পছন্দ করেছেন। আর শুধু প্রথম সালাম ফিরানো জায়েয আছে। (আওসাত ৫/৪৪৪, মুগনী ২/৪৯১, মাজমু ৫/২০৪, আহকামুল জানায়েয (১৬২)। মিসকুল খিতাম ২/১৮৭।

১৫. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সালাতের নিষিদ্ধ তিন সময়ে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

কেননা এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়: সালাতের ওয়াক্তসমূহ এই অধ্যায়ের ৯৯ নম্বরে উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[الـ] فصل [الخامس: المشي بالجنازة]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: লাশের পিছনে পিছনে চলা।

৩৩. জানাযা নিয়ে দ্রুত হাঁটা সুন্নাত।

আবূ বকরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا

আমরা দুই কাঁধ ঝুকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে (লাশ নিয়ে) অনেক দ্রুত চলেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪১]

[৯৪১] আবূ দাউদ, হা/৩১৮২, নাসাঈ, ৪/৪৩।

৩৪. জানাযার সাথে সাথে হাঁটা সুন্নাত। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যের আশায় কোন মুসলিমের জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার সালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হলো উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪২]

৩৫. জানাযা বহন করা সুন্নাত।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে সৎ হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর সৎ না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসোস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪৩]

৩৬. জানাযার সামনে দিয়ে যাওয়া ও পিছন দিয়ে যাওয়া উভয়ই সমান।

মুগীরা ইবনু শুবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

[৯৪২] সহীহ বুখারী, হা/৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫।

[৯৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩১৪।

আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে, আর পায়ে হাঁটা ব্যক্তি যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সেদিক দিয়ে যেতে পারবে এবং শিশুর (লাশের) জানাযাও আদায় করা যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪৪]

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, জানাযার সামনে দিয়ে হাঁটা উত্তম না হলেও, কমপক্ষে এটি ফযীলতের দিক থেকে জানাযার পিছনে পিছনে হাঁটার মতোই। আর এই বিষয়ে কোন সহীহ ও হাসান হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, জানাযার পিছনে পিছনে হাঁটা বেশি উত্তম। আর সাহাবীগণের মতামত এই বিষয়ে বিভিন্ন রকমের।[৯৪৫]

৩৭. জানাযার সাথে বাহনে চড়ে যাওয়া মাকরূহ।

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি বাহন আনা হলো। তিনি তখন একটি লাশের সাথে সাথে চলছিলেন। তিনি সওয়ারীতে চড়তে অসম্মতি জানালেন। অতঃপর (লাশ দাফন থেকে) অবসর হলে তাঁকে সওয়ারী দেয়া হলে তিনি তাতে চড়লেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ফিরিশতারা পায়ে হেঁটে লাশের সাথে যাচ্ছিলেন। তাদের হেঁটে যাওয়া অবস্থায় আমার বাহনে চড়ে যাওয়া সংগত মনে করিনি। অতঃপর তারা যখন চলে গেলেন তখন আমি সওয়ারীতে আরোহণ করলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪৬]

৩৮. জানাযা বহনের জন্য ঠেলাগাড়ী অথবা বাস অথবা জানাযা বহনের জন্য নির্ধারিত গাড়ি এবং জানাযার অনুসরণকারীদের এমন গাড়িতে করে আসা এগুলোর কোনটিই শরীআতসম্মত নয়। কয়েকটি কারণে এগুলো শরীআতসম্মত নয়।

এক. এগুলো কাফিরদের অভ্যাস। আর শরীআতের সিদ্ধান্ত হলো, এগুলোতে কাফিরদের তাকলীদ করা জায়েয নয়। আর এই বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে।

দুই. এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত এবং সুন্নাত পদ্ধতিতে জানাযা বহন কার্যের বিপরীত। আর এই সকর নতুন কাজ যে ভ্রষ্টতা এই বিষয়ে সকলেই একমত।

---

[৯৪৪] আবূ দাউদ, হা/৩১৮০, তিরমিযী, হা/১০৩১, নাসাঈ, ৪/৫৮।

[৯৪৫] ওয়াবলুল গমাম আলা শিফায়িল আওয়াম, ১/৩৮৮।

[৯৪৬] আবূ দাউদ, হা/৩১৭৭।

তিন. এটা জানাযা বহনের ও অনুগমনের সীমা ছাড়িয়ে দেয় অথচ এর উদ্দেশ্য হলো এটা যেন পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জানাযা গাড়িতে করে বহন করাতে মানুষের মহৎ উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি অথবা এর চেয়ে কিছু কম পরিমাণ নষ্ট করে দেয়।

চার. গাড়িতে জানাযা বহন করলে জানাযার অনুসরণকারীর সংখ্যা কম হয় এবং সওয়াব অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ কম হয়, যেই সওয়াবের বিষয়ে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এটা এজন্য যে, প্রত্যেকে জানাযা বহন করার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে সক্ষম হবে না।[৯৪৭]

৩৯. নাঈ (শোক সংবাদ উচ্চস্বরে ঘোষণা করা) করা হারাম।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ

আমার মৃত্যু হলে এই বিষয়ে তোমরা কোন ঘোষণা দিবে না। আমার ভয় হয় যে, এটা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার বলে ধরা হবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা নিষেধ করতে শুনেছি। এই হাদীসটি হাসান।[৯৪৮]

নাঈ হলো, কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর দেয়া।

আমি (লেখক) বলছি, জাহেলী যুগের মতো মৃত্যু সংবাদ দেয়া হারাম। সেটি হলো, আরবদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা নিহত হলে, তারা বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে একজন আরোহীকে পাঠিয়ে দিতে। সে এই বলে শোক করতো যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে, অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে আরবরা ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমি (লেখক) আরো বলছি, কিন্তু শুধু মৃত্যুর খবর দেয়া জায়েয, যদি তাতে জাহেলী যুগের মৃত্যু সংবাদ দেয়ার সাথে সাদৃশ্যতা না থাকে। আবার কখনো কখনো মৃত্যু সংবাদ দেয়া ওয়াজিব, যখন তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো এবং তার জানাযার সালাত আদায় করার মতো কেউ না থাকবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

---

[৯৪৭] আহকামুল জানায়িয, ৯৯-১০০ পৃ.।

[৯৪৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৭৬, তিরমিযী, হা/৯৮৬।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণকে নাজ্জাশীর ইনতিকালের সংবাদ শুনালেন, যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাতের স্থানে গিয়ে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৪৯]

৪০. মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম।

কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ের ১২ নম্বরে আবূ মালিক আল আশআরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪১. আগুন নিয়ে জানাযার অনুসরণ করা হারাম।

আবূ বুরদা (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: " لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

আবূ মূসা আল আশআরী (রা) এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি অসীয়ত করলেন যে, তোমরা আমার লাশের সাথে আগুন নিয়ে যেও না। তারা তাকে বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। এই হাদীসটি হাসান।[৯৫০]

আমি (লেখক) বলছি, জানাযার সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলাও বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কায়স ইবনু উব্বাদ (রহি) বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ জানাযার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।[৯৫১]

আবার এতে নাসারাদের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে। কেননা তারা তাদের ইনজিল পাঠ করা ও যিকির আযকার করার সময়ে লম্বা সুর দিয়ে ও দুঃখ প্রকাশ করে উচ্চ স্বরে পাঠ করতো।

ইমাম নববী (রহি) বলেন, জেনে রেখো, সঠিক কথা হলো, যার ওপর সালাফগণ ছিলেন, তা হলো, জানাযা হওয়ার সময় নীরব থাকা। সুতরাং এই সময়ে উচ্চ স্বরে কোন কিরাআত ও যিকির আযকার করা যাবে না। আর এর হিকমাত স্পষ্ট। সেটি হলো, নীরব থাকাই হলো জানাযা সম্পর্কীত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার বেশি উপযুক্ত। আর এই অবস্থাতে

---

[৯৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১২৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫১।

[৯৫০] মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৪৮৭, বাইহাকী, ৩/৩৯৫।

[৯৫১] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৪/৭৪।

এটিই কাম্য। আর এটিই সঠিক। সুতরাং এর বিপরীত লোকদের সংখ্যা বেশি দেখে প্রতারিত হয়ো না।

আবূ আলী ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহি) এই বিষয়ে বলেছেন, 'হিদায়াতের পথগুলোকে আঁকড়ে ধরো, এই পথে চলা লোকের সংখ্যা কম দেখে যেন তুমি প্রতারিত হয়ো না। আর গোমরাহীর পথগুলো থেকে সাবধান থেকো। আর এই পথে চলা লোকের সংখ্যা অনেক বেশি দেখে যেন তুমি প্রতারিত হয়ো না। তারপর তিনি কায়স ইবনু উব্বাদ (রহি) এর কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর দিমাশকে জানাযার সামনে দীর্ঘ করে কিরাআত করা, যথাস্থান ছাড়া অন্য স্থান থেকে কথা বের করা, এগুলো আলেমগণের ঐক্যমতে হারাম।[৯৫২]

৪২. সুন্নাহ হলো, জানাযা নামানো পর্যন্ত অনুসরণকারী বসবে না।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ

তোমাদের কেউ যখন কোন জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তা চলে যায় অথবা নামিয়ে না রাখা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫৩]

৪৩. জানাযা দেখে দাঁড়ানোর বিধান মানসূখ হয়ে গেছে।

অনেকগুলো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বসে থাকা ব্যক্তির পাশ দিয়ে জানাযা অতিক্রান্ত হলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।

আমির ইবনু রাবী'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ

তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায় অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫৪]

---

[৯৫২] আল আযকার, ৪/১৮৩।

[৯৫৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩১০, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৯।

[৯৫৪] সহীহ বুখারী, হা/১৩০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৯৫৮।

কাযী ইয়ায (রহি) বলেন, একদল সালাফের মতে, জানাযা দেখে দাঁড়ানোর বিধানটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু সাদ ইবনু মুয়ায (রহি) এর হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ হয়ে গেছে। তাতে রয়েছে, ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু মুয়ায (রহি) থেকে বর্ণিত।

رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَنَحْنُ فِي جِنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُكَ، فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: نَافِعٌ ، فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ

আমরা এক জানাযায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় নাফি ইবনু জুবায়র আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি তখন লাশ নিচে রাখার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি উত্তর দিলাম। লাশটি রাখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কেননা আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) এর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। নাফি' (রা) এ কথা শুনে বললেন, মাসউদ ইবনু হাকাম (রহি) আলী ইবনু আবূ তলিব (রা) এর থেকে আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দাঁড়িয়েছেন পরে বসে গেছেন (এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন)।[৯৫৫]

[الفصل السادس: دفن الميت]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ মৃতকে দাফন করা

৪৪. কবরস্থানে প্রবেশ করার সময় অথবা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যা বলতে হবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মুমিনগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলবো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫৬]

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা যখন কবরস্থানে যেতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দিতেন,

---

[৯৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬২।

[৯৫৬] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩০০, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৯, নাসাঈ, ১/৯৪।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

হে কবরবাসি মুমিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদেরও আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫৭]

৪৫. মৃতকে এমন গর্তে দাফন করা ফরয যা তাকে হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা করবে।

হিশাম ইবনু আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদদের কথা বলা হলে তিনি বললেন,

احْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»، فَمَاتَ أَبِي، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ

প্রশস্তভাবে কবর খনন করো, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করো এবং একই কবরে দুই-দুইজন অথবা তিন-তিনজনকে দাফন করো। এদের মধ্যে যে কুরআনে বেশি পারদর্শী ছিল তাকে সম্মুখে (কিবলার দিকে) রাখো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতাও মারা যান। তাকে দু'জনের সামনে রাখা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৫৮]

৪৬. যরহ (সোজা গর্ত করে কবর বানানো) কবর করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে লাহদ (বোগলী) কবরই করাই বেশি উত্তম।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

লাহদ (কবর) আমাদের জন্য, শাক্ক (কবর) আমরা ব্যতীত অন্যদের জন্য। এই হাদীসটি হাসান।[৯৫৯]

৪৭. মৃতকে তার পায়ের দিক দিয়ে কবরে প্রবেশ করাতে হবে।

আবূ ইসহাক আস সাবেঈ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أوصِي الْحَارِث أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ عبد الله ابْن يزِيد الخطمي الصَّحَابِيّ رضي الله عنه فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجل الْقَبْر وَقَالَ هَذَا من السّنة

[৯৫৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৪৭।

[৯৫৮] নাসাঈ, হা/২০১০, তিরমিযী, হা/১৭১৩।

[৯৫৯] আবূ দাউদ, হা/৩২০৮, তিরমিযী, হা/১০৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫৪।

আল হারিস (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রা) যেন তার জানাযা সালাত পড়ান। সুতরাং তিনি তার জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখলেন। তিনি বললেন, এটাই সুন্নাত। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬০]

৪৮. যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে নামাবে তার জন্য 'বিসমিল্লাহ ওয়া আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ' বলা সুন্নাত।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে লাশ রাখার সময় বলতেন,

بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তারীকার উপর রাখলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬১]

৪৯. মৃতকে কিবলামুখী করে তাকে ডান দিকের ওপর ভর করে রাখতে হবে। এতে তার মুখমণ্ডল কিবলার দিকে, তার মাথা ও দুই পা কিবলার ডানে ও বামে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের এই সময় পর্যন্ত এভাবেই মুসলিমদের আমল চলে আসছে।

৫০. উপস্থিত সকলের জন্য তিন আজলা মাটি দেয়া মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার সালাত পড়লেন, অতঃপর মৃতের কবরের নিকট এসে তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬২]

---

[৯৬০] আবূ দাউদ, হা/৩২১১।

[৯৬১] আবূ দাউদ, হা/৩২১৩, তিরমিযী, হা/১০৪৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫০।

[৯৬২] ইবনে মাজাহ, হা/১৫৬৫।

৫১. এক বিঘতের বেশি কবরকে উঁচু করা যাবে না।

আবূল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

আলী (রা) বলেন, আমি কি তোমাকে এমনভাবে পাঠাবো না, যে কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে কোন (জীবের) প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা ভেঙ্গে দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৩]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহদ কবর খনন করা হয়। আর তার কবরের ওপর কাচা ইট গেড়ে দেয়া হয়। আর তার কবরকে এক বিঘত উঁচু করা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৪]

৫২. কবরকে উটের কুঁজের মতো (মাঝখানে) উঁচু করা যাবে।

সুফিয়ান আত তাম্মার (রহি) থেকে বর্ণিত।

أَنَهُ رأى قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের মাঝে উঁচু দেখেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৫]

৫৩. পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে কবরকে চিহ্নিত করা যাবে।

আল মুত্তালিব (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ

[৯৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯, আবূ দাউদ, হা/৩২১৮, তিরমিযী, হা/১০৪৯।

[৯৬৪] ইবনু হিব্বান, হা/৬৬৩৫।

[৯৬৫] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯০।

عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

উসমান ইবনু মাযউন (রা) মারা গেলে তার লাশ আনা হলো, তারপর লাশ দাফন করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তা বহন করতে অক্ষম হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন গুটালেন। বর্ণনাকারী কাসীর (রহি) বলেন, আল-মুত্তালিব বললেন, আমাকে যে ব্যক্তি এ ঘটনা অবহিত করেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পাথরটি দু'হাতে তুলে এনে (উসমান ইবনু মাযউনের) শিয়রে রাখেন। অতঃপর তিনি বললেন, এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারবো এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করবো। এই হাদীসটি হাসান।[৯৬৬]

৫৪. কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতকে অটল রাখার জন্য দুআ করতে হবে।

উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের দাফন শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য দুআ করো। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৭]

[৯৬৬] আবূ দাউদ, হা/৩২০৬, বাইহাকী, ৩/৪১২।

[৯৬৭] আবূ দাউদ, হা/৩২২১, হাকিম, ১/৩৭০, বাইহাকী, হা/৪/৫৬।

[الفصل السابع: زيارة القبور]

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত

৫৫. কবর যিয়ারত করা শরীআতসম্মত (জায়েয, মুস্তাহাব)।

বুরায়দাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"نهيتُكُم عن زيارة القبور، فَزُورُوَها"

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারাত করতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৮]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর যিয়ারাত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার রবের নিকট মায়ের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। আমি তার কবর যিয়ারাত করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। অতএব তোমরা কবর যিয়ারাত করো। কেননা কবর যিয়ারাত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৬৯]

কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব হওয়ার বিধানে মহিলারাও পুরুষদের মতো। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে,

১. কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমভাবে (ব্যাপকভাবে) বলেছেন যে, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। এতে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত।

২. যে কারণে কবর যিয়ারত করাকে শরীআতসম্মত করা হয়েছে সেই কারণে পুরুষদের মতো মহিলারাও শামিল। সেই কারণটি হলো, কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

[৯৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৭।

[৯৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৬।

৩. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কবরবাসীর জন্য কীভাবে দুআ করবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো,

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

এ বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭০]

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

একদিন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কবরস্থান থেকে ফিরে আসলেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথা থেকে আসছেন? তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবী বকর (রা) এর কবর থেকে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করতেন, তারপর কবর যিয়ারত করতে আদেশ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭১]

মহিলাদের জন্য চিৎকার করা, কবরকে বিনোদনের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেননা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণী মহিলার ওপর লানত করেছেন। এই হাদীসটি হাসান।[৯৭২]

যে ব্যক্তি অমুসলিম অবস্থাতে মারা গেছে তার শুধু কবর যিয়ারত করা জায়েয। কেননা এই বিষয়ে পূর্বেই আবূ হুরায়রা (রা) এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[৯৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪।

[৯৭১] মুসতাদরাক হাকিম, ১/৩৭৬।

[৯৭২] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৩৭, তিরমিযী, হা/১০৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৭৬।

কবর যিয়ারতকারীর জন্য বর্ণিত দুআগুলো দিয়ে দুআ করা সুন্নাত, যেমনটি এই অধ্যায়ের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ৫৫ অনুচ্ছেদের ৩ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

৫৬. যিয়ারতকারী ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

আল-বারাআ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আনসারদের এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য বের হলাম। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, তখনো কবর খনন শেষ হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসলেন। আমরাও তাঁর সাথে বসে গেলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৩]

৫৭. মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করা শরীআতসম্মত।

উসামাহ ইবনু যায়দ (রা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ، فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ. فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক কন্যা (যাইনাব) তাঁর কাছে খবর দিয়েছেন, এ সময় উসামাহ, সা'দ ও সম্ভবত 'উবাই (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। খবর এই ছিল যে, (যায়নাব বলেছেন) আমার এক শিশুকন্যা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত। কাজেই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে সালাম পাঠিয়ে বলে দিলেন, আল্লাহ যা চান নিয়ে নেন, যা চান দিয়ে যান। তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই তুমি ধৈর্য ধরো এবং উত্তম বিনিময়ের আশা পোষণ করো। অতঃপর পুনরায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কসম ও তাগিদ দিয়ে প্রেরণ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর শিশুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে তুলে দেয়া হলো। এ সময় তার নিঃশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু

[৯৭৩] আবূ দাউদ, হা/৩২১২, নাসাঈ, ৪/৭৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৫৪৮।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এটা হলো রহমত। আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন তার হৃদয়ে এটি দিয়ে দেন। আর আল্লাহ তার দয়ার্দ্র বান্দাদের প্রতিই দয়া করে থাকেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৪]

৫৮. মৃতের পরিবারের লোকজনকে খাবার দেয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করো। কারণ তাদের কাছে এমন দুঃসংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৫]

৫৯. কবরকে মসজিদ (সিজদার স্থান) হিসেবে গ্রহণ করা, তাকে সুসজ্জিত করা এবং তার ওপর কোন কিছু লিখা হারাম। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে রোগে মৃত্যু হয়েছিল, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন, ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের (নবীদের) কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৬]

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৭]

৬০. কবরের ওপর বসা হারাম।

---

[৯৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/৯২৩।

[৯৭৫] হাসান: আবূ দাউদ, হা/৩১৩২, ইবনে মাজাহ, হা/১৬১০, তিরমিযী, হা/৯৯৮। যঈফ: ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা।

[৯৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৩০, সহীহ মুসলিম, হা/৫৩২।

[৯৭৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭০, আবূ দাউদ, হা/৩২২৫, তিরমিযী, হা/১০৫২।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

তোমাদের কারো জলন্ত অঙ্গারের উপর বসে থাকা এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে গিয়ে শরীরের চামড়া দগ্ধীভূত হওয়া কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৮]

৬১. কবরের নিকটে সালাত আদায় করা হারাম, যদিও সেটি কিবলার দিকে না হয়।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ

গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া সমগ্র জমিনই মসজিদ (তথা সালাতের স্থান হিসেবে গণ্য)। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৭৯]

৬২. কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা হারাম।

আবূ মারসাদ আল গানবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

তোমরা কখনো কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮০]

৬৩. কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা যে, নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসার ইচ্ছা করা, নির্দিষ্ট মৌসুমে সেখানে ইবাদত করা এগুলো [যেমন, মাজার] সবই হারাম।

আতা ইবনু ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

[৯৭৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭১, আবূ দাউদ, হা/৩২২৮।

[৯৭৯] আবূ দাউদ, হা/৪৯২, তিরমিযী, হা/৩১৭, ইবনে মাজাহ, হা/৭৪৫।

[৯৮০] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭২।

হে আল্লাহ আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না, যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির ওপর আল্লাহর কঠিন গযব নাযিল হয়েছে, যারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮১]

৬৪. মৃতদেরকে গালি দেয়া হারাম।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮২]

৬৫. মৃত ব্যক্তি অন্যের যেসব আমল থেকে উপকৃত হয়।

(১) মৃত ব্যক্তির জন্য কোন মুসলিমের দুআ করা। যখন তার সেই দুআতে দুআ কবুলের শর্তগুলো পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা সূরা আল হাশরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾

আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (সূরা আল হাশর: ১০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

একজন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকে আমীন এবং তোমার জন্যও তাই। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮৩]

---

[৯৮১] মালিক, ১/১৮৫- ১৮৬, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৫৮৭।

[৯৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৩।

[৯৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৩, আবূ দাউদ, হা/১৫৩৪, মুসনাদে আহমাদ, ৬/৪৫২।

(২) মৃত ব্যক্তি তারপর যেই সৎ আমল ও সাদকায়ে জারিয়া রেখে যায়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له

যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সাদাকা জারিয়াহ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দুআ করতে থাকে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮৪]

(৩) মৃত ব্যক্তির মানত করা সিয়াম তার ওলী বা অভিভাবকরা রাখলে সে উপকৃত হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

সিয়ামের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সিয়াম আদায় করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮৫]

(৪) মৃতের অভিভাবক হোক বা অন্য কেউ হোক যে কোন ব্যক্তি মৃতের ঋণ পরিশোধ করলে সে উপকৃত হবে। কেননা আবূ কাতাদাহ (রা) মৃতের পক্ষ থেকে দুই দীনার ঋণও পরিশোধ করেছিলেন।

(৫) মৃতের সৎ সন্তানরা যেসব সৎ কাজ করবে, তার জন্য সে উপকৃত হবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আন নাজমে বলেন,

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে (সূরা আন নাজম: ৩৯)।

উমারাহ ইবনু উমাইর (রহি) তার ফুফুর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রতিপালনে একটি ইয়াতীম রয়েছে। আমি কি তার মাল থেকে খেতে পারি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

[৯৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১, আবূ দাউদ, হা/২৮৮০, তিরমিযী, হা/১৩৭৬।

[৯৮৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৭।

কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার উপার্জন বিশেষ। এই হাদীসটি সহীহ।[৯৮৬]

আর জানাযা সম্পর্কীত বিদআতসমূহ থেকে দূরে থাকতে এবং অন্যদেরকে এগুলো থেকে সতর্ক করতে দেখুন শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি) এর রচিত কিতাব 'আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদাউহা' (৩০৫- ৩৩৬)।

[৯৮৬] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৩১, আবূ দাউদ, হা/৩৫২৮, নাসাঈ, ৭/২৪০।

الكتاب الثالث كتاب الصيام

তৃতীয় পর্বঃ সিয়াম

الباب الأول: باب أحكام الصيام

প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের বিধিবিধান

الفصل الأول: وجوب صوم رمضان

প্রথম পরিচ্ছেদ: রমজানের সিয়ামের আবশ্যকতা।

الفصل الثاني مبطلات الصوم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

الفصل الثالث قضاء الصوم

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সিয়ামের কাযা আদায় করা।

الباب الثاني صوم التطوع

দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল সিয়াম।

الفصل الأول: ما يستحب صومه

প্রথম পরিচ্ছেদ: যেসকল সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব।

الفصل الثاني ما يكره صومه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগুলো পালন করা মাকরূহ।

الفصل الثالث ما يحرم صومه

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সিয়ামগুলো পালন করা হারাম।

الباب الثالث الاعتكاف

তৃতীয় অধ্যায়: ইতিকাফ

الباب الأول: باب أحكام الصيام

প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের বিধিবিধান

الفصل الأول: وجوب صوم رمضان

প্রথম পরিচ্ছেদ: রমজানের সিয়ামের আবশ্যকতা।

১. শাব্দিক অর্থে সিয়াম: সার্বিকভাবে এর অর্থ হলো বিরত থাকা। এই অর্থে (কবিতাংশের) আবৃত্তি হলো,[৯৮৭]

خَيْلٌ صيام وخيل غير صائمة ... تحت العَجَاج وأخرى تَعْلُكُ اللُّجُما

থেমে থাকা ঘোড়া ও চলমান ঘোড়া, শোরগোলের মাঝে এবং অন্য ঘোড়াগুলো মুখের লাগাম চর্বন করে। অর্থাৎ কোন কোন ঘোড়া চলাচল করা থেকে থেমে থাকে আবার কোন কোন ঘোড়া থেমে থাকে না।

বলা হয়ে থাকে, صامت الخيلُ এটি ঐ ঘোড়াকে বলা হয়ে থাকে যখন সে চলাফেরা থেকে বিরত থাকে। আর صَامت الريحُ ঐ বাতাসকে বলা হয় যখন প্রবল বায়ু প্রবাহ থেকে বিরত থাকে।

২. শরাঈ অর্থে সিয়াম: ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাতের সাথে সাথে খাবার, পানীয় এবং সহবাস (অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে দূরে থাকে) থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বলে।

কিছু কিছু মুফাসসির বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনে সিয়াম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক. সিয়ামের প্রচলিত শারঈ অর্থে। এই অর্থে আল্লাহর বাণী,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾

তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে (সূরা আল বাকারা: ১৮৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾

[৯৮৭] আন নাবিগাতুয যাবাইয়ানী তার 'দায়াওয়ানাহ' ১১২ পৃষ্ঠাতে এই কবিতাংশটি বলেছেন।

তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

দুই. চুপ থাকা।[৯৮৮] এই অর্থে আল্লাহর বাণী,

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾

আমি রহমানের (দয়াময়ের) উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি (সূরা মারইয়াম: ২৬)।

৩. কেউ যদি বলে 'রমজান এসেছে' 'রমজান চলে গেছে' এরূপ বলা মাকরূহ নয়। আর এটিই অধিকাংশ আলেমের মাযহাব। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। আর এটি সহীহ হাদীস।[৯৮৯]

আর মাকরূহ হওয়া কোন শারঈ নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। আর এই বিষয়ে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়নি।

পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ

তোমরা রমজান বলো না। কেননা রমজান আল্লাহর নামসমূহের একটি। বরং তোমরা বলো, রমজান মাস। এটি যঈফ হাদীস।[৯৯০]

---

[৯৮৮] লিসানুল আরব ইবনে মানযূর, ১২/৩৫০-৩৫১, নুঝহাতুল আইয়ুনিন নাওয়াযির ইবনুল জাওযী, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

[৯৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯

[৯৯০] ইমাম বায়হাকী তার 'আস সুনানুল কুবরা' ৪/২০১ তে, ইবনু 'আদী তার 'আল কামিল' ৭/২৫১৭ তে এবং ইমাম যাহাবী তার 'আল মীযান' কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী তার 'আল মাজমূ' ৬/২৪৮ কিতাবে বলেছেন, এটি যঈফ হাদীস। আর এই হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট। এই হাদীসের রাবীগুলোর একজন হলো নাজীহ আস সানাদী। সে হলো দুর্বল এবং তার স্মৃতিশক্তি খুবই খারাপ।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬০: সিয়ামের রুকনসমূহ

সিয়ামের রুকন দু'টি;

(১) নিয়্যাত করা

(২) ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় হতে দূরে থাকা।[৯৯১]

৪. সিয়ামের বিধান।

রমজানের সিয়াম হলো ইসলামের একটি রুকন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো (সূরা আল বাকারা ২:১৮৩)।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। সালাত কায়িম করা। যাকাত প্রদান করা। হাজ্জ সম্পাদন করা এবং রমজানের সিয়াম পালন করা। এটি সহীহ হাদীস।[৯৯২]

---

[৯৯১] আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয- আব্দুল আযিম ইবনে বাদাভী ইবনে মুহাম্মদ। সিয়াম অধ্যায়।

[৯৯২] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬১: সিয়ামের প্রকারভেদ

সিয়াম দু'প্রকার;

(১) ফরয সিয়াম। এটি আবার তিন প্রকার;

ক. রমজানের সিয়াম

খ. কাফফারার সিয়াম

গ. নযর বা মানতের সিয়াম

(২) নফল সিয়াম।[৯৯৩]

৫. সিয়ামের ফযীলত।

প্রথমত: আল্লাহর কিতাবের অনেক স্পষ্ট আয়াত আছে যা সিয়ামের প্রতি উৎসাহিত করে যে, এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং সেই আয়াতগুলো সিয়ামের ফযীলতও স্পষ্ট করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণের যদি তোমরা জানতে (সূরা আল বাকারা: ১৮৪)।

যেহেতু এই পরিস্থিতিগুলোতেও সিয়ামের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তাই এখানে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ, সহনশক্তি মজবুতকরণ এবং আরামের ওপর আল্লাহর ইবাদতকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। আর এই সবগুলো ইসলামী শিক্ষার কাঙ্খিত বিষয়। যেমনভাবে অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়াও অন্যান্যদের জন্য সিয়াম পালনের যে সহীহ ফযীলতগুলো আছে তা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, এমনকি সিয়াম পালনকারীর যদিও এতে কষ্ট অনুভব করে।[৯৯৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ

[৯৯৩] আল-মাউসূআহ আল-ফিক্বহিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারাহ-হুসাইন ইবনে আওদাহ আল-ওয়াইশাহ

[৯৯৪] ফী যিলালিল কুরআন, ১/১৭১

وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا﴾

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন (সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৫)।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর কিতাবের অনেক আয়াত বর্ণনা করে যে 'সিয়াম কাফফারাস্বরূপ'। যেমন ইহরাম অবস্থায় অসুস্থতার ওজরের কারণে অথবা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হলে, হাদী বা কুরবানির পশু জবাইয়ের সক্ষমতা না থাকলে, চুক্তিবদ্ধ কাউকে ভুলবশত হত্যা করলে, শপথ ভঙ্গ করলে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে এবং যিহার করলে (সিয়াম পালন করে কাফফারা দেয়ার কথা কুরআনের অনেক আয়াত বর্ণনা করে)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾

আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে যে পশু সহজ হবে (তা জবাই করো)। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না পশু তার স্থানে পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য পশু জবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর (সূরা আল বাকারা ২:১৯৬)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾

আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নিসা: ৯২)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করে যেসব কসম কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও বা তাদেরকে বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা কসম করলে এটাই তোমাদের কসমের কাফফারা। আর যদি তোমরা কসম কর, তাহলে তোমরা তোমাদের কসমের হিফাযত করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা আল মায়েদা ৫:৮৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ﴾

হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকাবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে, যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক- কুরবানির জন্তু হিসেবে কা'বাতে পৌঁছাতে হবে বা সেটার কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সূরা আল মায়েদা ৫:৯৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ ﴾

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে, এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আল মুজাদালাহ: ৩-৪)।

তৃতীয়ত: সিয়াম **পালনকারী ও কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য সিয়াম ও কুরআন শাফা'আত করবে।**

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফাআত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাদের উভয়েরই শাফাআত কবুল করা হবে। আর এটি সহীহ হাদীস।[৯৯৫]

[৯৯৫] আল মুনযিরী তার 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (২/৮৪) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তিনি এরপরে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে আহমাদে (২/১৭৪), তাবারানী 'আল কাবীর' কিতাবে

চতুর্থতঃ সিয়াম পালনকারীর জন্য রাইয়্যান নামক দরজা রয়েছে।

সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে রাইয়্যান বলা হয়। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। এটি সহীহ হাদীস।[৯৯৬]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী হবে, তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান নামক দরজা হতে ডাকা হবে। যে সাদাকা দানকারী, তাকে সাদাকার দরজা হতে ডাকা হবে। তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আস সহীহ'তে এই রাবীগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা হয়েছে। ইবনু আবীদ দুনিয়া তার 'আল জু' কিতাবেসহ আরো অন্যান্যরা হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (১/৫৫৪) বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ, কিন্তু তিনি তা বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার মতই বলেছেন। আমি বলছি, ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীও তার 'তাহক্বীকুল মিশকাত' (১/৬১১, ১৯৬৩ নম্বর হাদীস) কিতাবে ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবীর মতোই বলেছেন।

[৯৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫২।

কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা হতে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে। এটি সহীহ হাদীস।[৯৯৭]

পঞ্চমত: সিয়াম হলো মুসলিম বান্দার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার মাধ্যম।

আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

কোন ব্যক্তি যদি একদিন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সিয়াম পালন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন। এটি হাসান হাদীস।[৯৯৮]

উসমান ইবনু আবূল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

যুদ্ধের মাঠে তোমাদের ঢালের মতো, সিয়াম হলো জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ।[৯৯৯]

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০০০]

---

[৯৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০২৭।

[৯৯৮] তিরমিযী, হা/১৬২৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি গারীব হাদীস। শায়খ আলবানী তার 'সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' (৯৮১হা/) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান। অনুরূপভাবে তার 'সিলসিলা সহীহহা' (৫৬৩হা/) কিতাবেও এমনটিই বলেছেন। ইমাম তাবারানী তার 'আল কাবীর' (হা/৭৯২১) কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[৯৯৯] নাসাঈ, হা/২২৩১, ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৮৯১, আল আ'যামী বলেন, এই হাদীসের সনদ হাসান, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬২৭৮, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত তার 'তাখরীজু জামি'ইল উসূল' (৯/৪৫৫, ৭১৩১হা/) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

[১০০০] সহীহ বুখারী, হা/২৮৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৩

আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا

সিয়াম হলো ঢালস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে না ফেলে। এটি হাসান হাদীস।[১০০১]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ، وَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْتُمْهُ وَلَا يَسُبَّهُ، وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

সিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ। তাই যে ব্যক্তি সিয়াম পালনরত অবস্থায় ভোর করে, সে যেন অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার না করে। অন্য কেউ যদি তার সাথে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে তবে সে যেন তার সাথে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং গালি না দেয়। বরং সে যেন বলে যে, আমি সিয়াম পালনকারী। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন, সিয়াম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিসকের সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়। এটি সহীহ হাদীস।[১০০২]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» وفي رواية أَرْبَعِينَ

যে লোক একদিন আল্লাহ তা'আলার পথে সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চল্লিশ বছর। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১০০৩]

[১০০১] নাসাঈ, হা/২২৩৩, দারেমী, হা/১৭৭৩, আবূ মুহাম্মাদ দারেমী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে না ফেলে' অর্থাৎ গীবতের দ্বারা। শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তাখরীজু জামিইল উসূল' (৯/৪৫৫) কিতাবে বলেন, হাদীসটি সহীহ।

[১০০২] নাসাঈ, হা/২২৩৪, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (রহিমাহুল্লাহ) তার 'তাখরীজু জামিইল উসূল' (৯/৪৫৫) কিতাবে বলেন, হাদীসটি সহীহ।

[১০০৩] তিরমিযী, হা/১৬২২, ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই দিক থেকে এটি একটি গারীব হাদীস, নাসাঈ, হা/২২৪৪, শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' (হা/৯৮০) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ষষ্ঠত: সিয়াম জান্নাতে প্রবেশ করায়।

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমাকে এমন একটি ইবাদতের আদেশ করুন যা আমি আপনার নির্দেশক্রমে পালন করবো। তিনি বললেন,

عليك بالصَّومِ؟ فإنَّهُ لا مثْلَ لَهُ"، وفي رواية: قلتُ: يا رسولَ الله مُرْنِي بأمرٍ ينفعني اللهُ بِهِ قال: "عليكَ بالصِّيامِ؟ فإنَّهُ لا مثْلَ لَهُ"، وفي رواية أنه سأله: أي العملِ أفضلُ؟ قالَ: "عليكَ بالصَّومِ؟ فإنَّهُ لا عدْلَ لَهُ"، وفي رواية أخرى: قلت: يا رسول الله مُرْنِي بعمل: قال: "عليكَ بالصَّوْم؛ فإنه لا عدْلَ له"، قال: قلت: يا رسول الله مُرْنِي بعمل، قال: "عليك بالصوم؛ فإنه لا عدْل له

তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আদেশ করুন যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন, তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। আবু উমামাহ বলেন, আমি আবার বললাম, আমাকে একটি আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি সিয়ামকে আঁকড়ে ধরো। কেননা এর কোন বিকল্প নেই। এটি সহীহ হাদীস।[১০০৪]

হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের সাথে ভর দিয়ে বললেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . قَالَ حَسَنٌ: ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ . خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই' আর এর ওপরই তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন সিয়াম পালন করবে আর এর ওপরই তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য

[১০০৪] নাসাঈ, হা/২২২০, ২২২১, ২২২২, ২২২৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৪৯, ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি সহীহ, ইবনু হিব্বান, হা/১৪৬, ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৮৯৩।

সাদাকা করবে আর এর ওপরই তার পরিসমাপ্তি হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০০৫]

সপ্তমত: সিয়াম পালনকারীদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু সিয়াম ছাড়া, কেননা তা আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেবো। সে একমাত্র আমার জন্য তার প্রবৃত্তি ও খাবারকে পরিত্যাগ করে। সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশি, যখন সে ইফতার করে, তখন সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। এটি সহীহ হাদীস।[১০০৬]

অষ্টম: সিয়াম যৌন কামনাকে দুর্বল করতে সাহায্য করে।

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

আলকামা ও আল আসওয়াদ (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর সাথে আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে আসলাম। তখন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম, আর আমাদের কোন কিছু ছিল না। এই অবস্থাতে আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে

[১০০৫] আল মুনযিরী তার 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' (২/৮৫) কিতাবে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে আহমাদে (২৩৩২৪ হা/) এবং আল আসবাহানী এমন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে কোন সমস্যা নেই। আমি বলছি, শায়খ আলবানি (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' (৯৭৬হা) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১০০৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৪, সহীহ মুসলিম, হা//১১৫১।

সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনতাকে দমন করবে। এটি একটি সহীহ হাদীস।[১০০৭]

৬. রমজানের ফযীলত এবং তাতে আমল করার মর্যাদা।

প্রথমত. রমজান কুরআন নাযিলের মাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾

রমজান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

কল্যাণকর রমজান মাসের লায়লাতুল কদরের রাতে আল্লাহ তা'আলা তার মহান নবীর ওপরে তার শ্রেষ্ঠ কিতাব নাযীল করেছেন, বান্দাদের অন্তরের হিদায়াতস্বরূপ, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীরূপে, কল্যাণের পথকে স্পষ্ট কারীরূপে এবং তা থেকে গোমরাহী ও অকল্যাণের পথকে পার্থক্যকারীরূপে।

দ্বিতীয়ত: রমজানে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শিকল বেড়ীর দ্বারা অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমজান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপরে এই মাসের সিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত। এটি হাসান হাদীস।[১০০৮]

আবূ হুরারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

[১০০৭] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

[১০০৮] নাসাঈ, হা/২১০৬, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' (৯৮৯হা) কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

যখন রমজান আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। এটি সহীহ হাদীস।[১০০৯]

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ

এটি হলো রমজান, যা তোমাদের মাঝে এসেছে, এই মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়। এটি সহীহ হাদীস।[১০১০]

আরফাজা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَا تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

আমরা উতবা ইবনু ফারকাদকে দেখতে গিয়ে আমরা সেখানে রমজান মাস সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছো? আমরা বললাম, রমজান মাস সম্পর্কে। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, রমজান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের গলায় লোহার শিকল পরানো হয়। আর প্রত্যেক রাতে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলে, হে কল্যাণকামীগণ তোমরা নেক কাজের দিকে এগিয়ে আসো, হে পাপিষ্ঠগণ তোমরা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকো। এটি হাসান হাদীস।[১০১১]

তৃতীয়তঃ রমজান হলো গুনাহ মোচনের মাস। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

[১০০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯,

[১০১০] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৪৭৪, নাসাঈ, হা/২১০৩, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'তাখরিজু জামিইল উসূল' (৯/২৬০) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১০১১] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯১, নাসাঈ, হা/২১০৭, শায়খ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'তাখরিজু জামিইল উসূল' (৯/২৬০) কিতাবে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমজানের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০১২]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমজান থেকে অপর রমজান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে যদি কাবীরাহ গুনাহ[১০১৩] হতে বেঁচে থাকে।[১০১৪]

কা'ব ইবনু উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

احْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ: «آمِينَ» ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «آمِينَ» ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «آمِينَ» فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: آمِينَ

তোমরা মিম্বারের কাছে উপস্থিত হও। তারপর আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, আমীন। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, আমীন। যখন তিনি মিম্বার থেকে নামলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে আজ এমন কিছু বলতে শুনলাম যা আগে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমজান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারলো না আল্লাহ তাকে দূর করেন। তখন আমি (প্রথমে) 'আমীন' বললাম। যখন দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম, তখন তিনি বললেন, যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি (দ্বিতীয়বার) 'আমীন' বললাম। যখন তৃতীয় ধাপে উঠলাম, তখন তিনি

[১০১২] সহীহ বুখারী, হা/৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

[১০১৩] এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধম্যে সগীরা গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। আর এটিই আহলুস সুন্নাতের মত। পক্ষান্তরে শুধু তাওবা অথবা আল্লাহ তা'আলার দয়া অনুগ্রই কবীরা গুনাহকে মোচন করতে পারে (তুহফাতুল আহওয়াযী, ১//৬২৮)।

[১০১৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৩৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/৯১৯৭।

বললেন, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি (তৃতীয়বারে) 'আমীন' বললাম। এটি সহীহ হাদীস।[১০১৫]

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল এই দুই সাক্ষ্য দিবে, ফরয সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে এবং রমজানের সিয়াম **পালন করবে সে সিদ্দীক বা মহাসত্যবাদী ও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত।**

আমর ইবনু মুররা আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: "مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়িম করি, যাকাত আদায় করি এবং রমজানের সিয়াম পালন করি, তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, সিদ্দীক বা মহাসত্যবাদী ও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০১৬]

পঞ্চমতঃ দান করা ও কুরআন পাঠ করা সর্বদাই মুস্তাহাব। তবে রমজানে এই দু'টি **আমল আরো বেশি তাগীদপূর্ণ।**

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ: فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমজানে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর

[১০১৫] হাকিম, হা/৭২৫৬, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৯৯৫, শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ লি গয়রিহী বলেছেন।

[১০১৬] ইবনু হিব্বান, হা/১৮৬, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০০৩, শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০১৭]

ষষ্ঠত: যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে তার জন্য রয়েছে বিপুল প্রতিদান।

যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

কোন সিয়াম পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও সিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান রয়েছে। কিন্তু এর ফলে সিয়াম পালনকারীর প্রতিদান থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না। এটি সহীহ হাদীস।[১০১৮]

সপ্তমত: রমজানের শেষ দশকে আমল করাতে পরিশ্রম করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০১৯]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমজানের) শেষ দশকে (ইবাদত করাতে) এতো পরিশ্রম করতেন যা অন্য কোন সময় তিনি করতেন না। এটি সহীহ হাদীস।[১০২০]

[১০১৭] সহীহ বুখারী, হা/১৯০২, সহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮।

[১০১৮] তিরমিযী, হা/৮০৭, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৪৬।

[১০১৯] সহীহ বুখারী, হা/২০২৪, মিশকাত, হা/২০৯০।

[১০২০] সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫, তিরমিযী, হা/৭৯৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৬৭।

৭. পর্যায়ক্রমে সিয়াম বিধিবদ্ধ করা।

মুয়ায ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। অনুরূপ সিয়ামের অবস্থাও তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী সিয়াম সম্পর্কে বলেন,

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣] إِلَى قَوْلِهِ {طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا حَوْلٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥] إِلَى {أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ، وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন এবং আশুরার দিন সিয়াম পালন করতেন। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে এই সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদইয়া - একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান (সূরা আল বাকারা: ১৮৩-১৮৪)। এতে কেউ ইচ্ছে হলে সিয়াম পালন করতো, আর কেউ সিয়াম পালন না করে প্রতি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। (সিয়ামের প্রাথমিক অবস্থা এরূপই ছিল) অতঃপর এ বিধান পরিবর্তন করে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, রমজান হচ্ছে মহিমান্বিত মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানব জাতির পথপ্রদর্শক, হিদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং (হাক্ব ও বাতিলের মধ্যে) পার্থক্যকারী। তোমাদের যে কেউ রমজান মাস পেলে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

এরপর থেকে রমজান মাস প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরয হয়ে যায় এবং মুসাফিরের জন্য এর কাযা আদায় ফরয সাব্যস্ত হয়। আর ফিদইয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় সিয়াম পালনে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১০২১]

[১০২১] আবূ দাউদ, হা/৫০৬, ৫০৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১২৪

সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

৮. সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহঃ

[১] মুসলিম হওয়াঃ তাই কাফিরের সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না।

[২] বিবেকবান হওয়াঃ তাই পাগলের সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না।

[৩] রাতেই নিয়্যাত করাঃ তাই রাতে নিয়্যাত ছাড়া সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না।

[৪ বাধা থেকে মুক্ত হওয়াঃ তাই ঋতুবতী ও নিফাস হওয়া মহিলার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না।

[৫] সময় অনুযায়ী হওয়াঃ সেটি হলো সময় শুরু হওয়া থেকে (সুবহে সাদিক থেকে) সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

তিন শ্রেণির মানুষের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না তার বিবেক ফিরে আসে। এটি সহীহ হাদীস।[১০২২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ". قُلْنَ بَلَى. قَالَ " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

হায়েয অবস্থায় মহিলারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি। এটি সহীহ হাদীস।[১০২৩]

হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

[১০২২] আবূ দাউদ, হা/৪৪০৩, নাসাঈ, হা/৩৪৩২, মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৫৬।

[১০২৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।

ফজরের পূর্বেই যে ব্যক্তি সিয়াম রাখার নিয়্যাত করেনি তার সিয়ামই হয়নি।[১০২৪]

উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

যখন রাত্র সে দিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে। এটি সহীহ হাদীস।[১০২৫]

রমজানের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হয়।

৯. একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই রমজানের সিয়াম রাখা ফরয।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

লোকজন রমজানের চাঁদ অন্বেষণ করছিল। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি নিজেও সিয়াম রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমজানের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০২৬]

১০. অথবা (অর্থাৎ চাঁদ দেখা না গেলে) শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করার পরে রমজানের সিয়াম রাখা ফরয।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

[১০২৪] তিরমিযী, হা/৭৩০, আবূ দাউদ, হা/২৪৫৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৭০০, শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল ইরওয়া' (৯১৪হা) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১০২৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১০০।

[১০২৬] আবূ দাউদ, হা/২৩৪২, দারেমী, হা/১৭৩৩, দারাকুতনী, হা/২১৪৬, ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হাযম (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল মুহাল্লাহ' (৬/২৩৬) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল ইরওয়াহ' (৯০৮হা) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০২৭]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন,

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০২৮]

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলার সিয়াম

১১. গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি সিয়াম পালনে সক্ষম না হয় অথবা তাদের সন্তানদের ক্ষতির আশংকা করে তাহলে তারা সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে, আর এতে তাদেরকে সেই সিয়ামের কাযা করতে হবে না, বরং সিয়ামের ফিদইয়া দেয়া তাদের জন্য আবশ্যক হবে।[১০২৯]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]، وَثَبِتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য সিয়াম পালনের ব্যাপারে অবকাশ দেয়া হয়েছিল, যদিও তারা সিয়াম পালন করতে সক্ষম হয়, যদি তারা চায় তাহলে সিয়াম পালন করবে, আর নাহলে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আর এতে তাদের ওপর সেই সিয়ামের

[১০২৭] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৯, সহীহ মসলিম, হা/১০৮১।

[১০২৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮০।

[১০২৯] অন্য মতে ফিদইয়া দিবে না, কাযা আদায় করতে হবে। ফাতহুল আল্লাম ৪/৩৯২।

কোন কাযা নেই। তারপর এই আয়াতের মাধ্যমে সেই বিধানকে মানসূখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে, সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

তবে এই বিধানটি বলবত থেকেই যায় অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য, যদি তারা সিয়াম পালনে সক্ষম না হয় এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য যদি তারা (তাদের সন্তানের ক্ষতির ব্যাপারে) আশংকা করে। এক্ষেত্রে তারা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৩০]

এই আয়াতে থেকে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যেই বিধানটি বর্ণনা করলেন, এতে সাহাবীগণের মধ্যে তার বিরোধিতাকারী নেই। বরং তাদের থেকেও এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ ، يُفْطِرَانِ ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا

রমজান মাসে গর্ভবতী যদি নিজের ব্যাপারে এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলা তার সন্তানের ক্ষতির ব্যাপারে আশংকা করে, তাহলে তিনি বলেন, তাহলে তারা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং এর স্থানে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আর এতে তাদের ওপর কোন কাযা নেই। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৩১]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত যে, তিনি গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদানকারিনী তার সন্তানের মাকে দেখে বললেন,

أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ ، عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ

যে সিয়াম পালনে সক্ষম নয়, তুমি তার মতো। এতে তোমার জন্য আবশ্যক হলো, তুমি এই সিয়ামের স্থানে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে, এতে তোমার ওপর কোন কাযা নেই। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৩২]

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেই মহিলা সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে, (এমন মহিলাকে কি সিয়াম পালন করতে হবে?) তখন তিনি বললেন,

تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

[১০৩০] ইবনুল জারূদ, হা/৩৮১, সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হা/৮০৭৭।

[১০৩১] তাফসীরে ত্বাবারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৭।

[১০৩২] তাফসীরে ত্বাবারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৮।

সে সিয়াম ভঙ্গ করবে। আর প্রতিদিন একজন মিসকিনকে এক মুদ গম দিবে। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৩৩] তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আরো বলেছেন,

الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী সিয়াম ভঙ্গ করবে, আর এতে তাকে কোন কাযা আদায় করতে হবে না। এই হাদীসের সনদ হাসান।[১০৩৪]

এক মহিলা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) জিজ্ঞেস করলো, তখন সেই মহিলা গর্ভবতী ছিলো, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন,

أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي

তুমি সিয়াম ভঙ্গ করবে, আর প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে, আর এতে তোমার কোন কাযা করতে হবে না। এই হাদীসের সনদ হাসান।[১০৩৫]

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বলেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকিনকে খাবার দিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৪)। তিনি বলেন,

هو الكبير الذي كان يصوم فَكَبِر وعَجَز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام؛ فعلى كلّ واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم، حتى يمضيَ رمضان

(ফিদইয়া দিবে) সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি যে সিয়াম পালন করতো, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সিয়াম পালনে অক্ষম হয়ে গেছে। আর গর্ভবতী মহিলা যার ওপর সিয়াম আবশ্যক নয়। এই দুই শ্রেণির সকলকেই রমজান শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে এক মুদ গম দিতে হবে। এই হাদীসের সনদ হাসান।[১০৩৬]

আনাস ইবনু মালিক আল কাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

غَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ أَوِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

[১০৩৩] মুসনাদে শাফেয়ী, হা/৬৫৩, সুনানুল কুবরা বায়হাকী, হা/৮০৭৯।

[১০৩৪] দারাকুত্বনী, হা/২৩৮৫।

[১০৩৫] দারাকুত্বনী, হা/২৩৮৮।

[১০৩৬] তাফসীরে ত্বাবারী জামেউল বায়ান, ৩/৪২৯।

أَوِ الصِّيَامَ» . وَاللَّهِ، لَقَدْ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ كِلْتَاهُمَا إِحْدَاهُمَا فَيَا لَهْفَ نَفْسِي فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের উপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী অতর্কিত হামলা করলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসি। এ সময় তিনি আহার করছিলেন। তিনি বললেন, বসো এবং আমার সাথে খাও। আমি বললাম, আমি সিয়াম অবস্থায় আছি। তিনি বললেন, বসো আমি তোমাকে ছাওম অথবা সিয়াম সম্পর্কে কিছু বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের থেকে অর্ধেক সালাত কমিয়ে দিয়েছেন এবং দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতীদের থেকে সিয়ামকে মাফ করে দিয়েছেন। (বর্ণনাকারী বলেন), আল্লাহর শপথ! তিনি একই সাথে এ শব্দ দু'টি (দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী) অথবা এর একটি শব্দ বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি এজন্য অনুতপ্ত হলাম যে, আমি কেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করলাম না। এটি হাসান হাদীস।[১০৩৭]

এক দেশের চাঁদ দেখা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য

১২. যখন কোন দেশের লোকজন চাঁদ দেখে, তখন অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্য তা মেনে নেয়া আবশ্যক হয়।

কেননা অনেক হাদীস চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করার বিষয়টি স্পষ্ট করে, যেমনটি আবূ হুরায়রা ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০৩৮]

[১০৩৭] আবূ দাউদ, হা/২৪০৮, তিরমিযী, হা/৭১৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৬৭।

[১০৩৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৯, সহীহ মসলিম, হা/১০৮১।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের কথা আলোচনা করে বললেন,

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে সিয়াম রাখা বন্ধ করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০৩৯]

আর এই সম্বোধনটি উম্মতের সকলের জন্য। সুতরাং কোন স্থানে এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি চাঁদ দেখে তাহলে সেটি সকলের দেখা বলেই গণ্য হবে।

কুরায়ব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ، وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হারিসের কন্যা উম্মুল ফাযল তাকে সিরিয়ায় মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট পাঠালেন। কুরায়ব বলেন, অতঃপর আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকতেই রমজান এসে গেল। আমি জুমআর রাতে রমজানের চাঁদ দেখতে পেলাম। অতঃপর মাসের শেষদিকে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) চাঁদের কথা উল্লেখ করে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমি তো জুমআর রাতেই চাঁদ দেখেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজেই কি তা দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, অন্যান্য লোকেরাও দেখেছে এবং তারা সিয়াম পালন করেছে। এমনকি মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও সিয়াম পালন করছেন। তিনি বলেন, আমরা তো শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি, আমরা পূর্ণ ত্রিশটি সিয়াম পালন করবো অথবা এর আগে যদি চাঁদ দেখতে পাই তাহলে তখন সিয়াম ভঙ্গ করব। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করাকে (রমজান মাস শুরু হওয়ার জন্য) যথেষ্ট মনে

[১০৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮০।

করেন না? তিনি বললেন, না, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবেই (চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা ও সিয়াম ভঙ্গ করার জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন।[১০৪০]

এই হাদীস এবং এটি দিয়ে দলীল পেশ করার ব্যাপারে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বোত্তমভাবে সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন,[১০৪১] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসটি ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার নিজের দেশের চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম রেখেছেন। তারপর রমজান মাসেই তার কাছে খবর পৌঁছলো যে, অন্য দেশের লোকজন তাদের দেশে সেই দিনের আগেই চাঁদ দেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি ত্রিশ দিন পূর্ণ করা পর্যন্ত অথবা চাঁদ দেখা পর্যন্ত তার নিজের দেশের লোকদের সাথেই সিয়াম পালন করা চালিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে মুশকিল দূর হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্যদের হাদীস আম অর্থেই থাকবে। যার অন্তর্ভুক্ত হলো, প্রকৃতপক্ষে কোন দূরুত্বকে সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই কারো কাছে যেকোন দেশ বা অঞ্চল থেকেই চাঁদ দেখার খবর পৌঁছালে (সেটি তার জন্য আবশ্যক হবে) আর এমনটিই ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তার ফাতওয়াতে (২৫/১০৭) বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬২: কোন এলাকা বা রাষ্ট্রে চাঁদ দেখা গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা কি আবশ্যক?

এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে বহু মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। এমনকি এ মাসআলাকে কেন্দ্র করে আট ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমনটি 'আল্লামাহ ছিদ্দীক্ব ইবনে হাসান রাওযাতুন-নাদীয়াহ (১/২২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার নাম হলো:

اطلاع ارباب الكمال على ما فى رسالة الجلال فى الهلال من الاختلال

ইত্বিলা'উ আরবাবিল কামাল 'আলা মা ফী রিসালাতিল জুলাল ফিল হিলাল মিনাল ইখতিলাল।

এসব অভিমতের মধ্য থেকে তিনটি অভিমত অধিক শক্তিশালী:

প্রথম অভিমত: অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জন্য সিয়াম রাখা ওয়াজিব। এটি ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, লাইছ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের অভিমত। এটি মুহাক্বীক্ব বিদ্বানগণের সমন্বিত অভিমতসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিমত। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ

[১০৪০] সহীহ মুসলিম, হা/১০৮৭, তিরমিযী, হা/৬৯৩।

[১০৪১] তামামুল মিন্নাহ, ৩৯৮ পৃ.

(রহিমাহুল্লাহ) "মাজমূ'উল ফাতাওয়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম শাওকানী, ছিদ্দীক্ব ইবনে হাসান, 'আল্লামাহ আলবানী এবং আল্লামাহ বিন বায রহ। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: 'তোমরা (শাবানের) চাঁদ দেখে সিয়াম রাখা শুরু কর এবং (রমজানের) চাঁদ দেখে সিয়াম ছেড়ে দাও' দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

'আল্লামা শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: এটা এককভাবে কোন এক অঞ্চলের লোকজনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় নয়। বরং এটা সকল মুসলিমের কল্যাণের স্বার্থে সম্বোধিত বিষয়। সুতরাং চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে এর দ্বারা অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জন্য দলীল গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়া বিষয়টি অধিক স্পষ্ট, দলীল গ্রহণ না করা আবশ্যক হওয়ার চেয়ে। কেননা যখন কোন অঞ্চলের মুসলিমগণ চাঁদ দেখবে তখন তাদের জন্য যা আবশ্যক হবে অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনের জন্যও তাই আবশ্যক হবে। ইমাম শাওকানীর বক্তব্য সমাপ্ত। যা নায়লুল আওতার থেকে সংকলিত।

দ্বিতীয় অভিমত: অন্যান্য যে সব রাষ্ট্রের সাথে চন্দ্র উদয়স্থলের মিল রয়েছে সে সব রাষ্ট্রের লোকদের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক। এটি ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর একটি অভিমত। ইবনু 'আব্দুল বার "তামহীদ" গ্রন্থে ও শাইখুল ইসলাম তাঁর "আল ইখতিয়ারাত" গ্রন্থে এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন এবং এটি মুক্বিল বিন হাদী আল ওয়াদী ও শাইখ ইবনু 'উছাইমীন ও অন্যান্য বিদ্বানগণের অগ্রগণ্য অভিমত।

তাঁরা দলীল প্রদান করেছেন:

১. মহান আল্লাহর বাণী:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। সূরা আল বাক্বারা আয়াত ১৮৫।

তারা এটাও বলেছেন যে, যাদের সাথে নতুন চাঁদ দেখার উদয়স্থলের মিল নেই, তাদেরকে তো বলা যাবে না যে, তাঁরা চাঁদ দেখতে পেয়েছে। প্রকৃতভাবেও নয় ও বিধানগতভাবেও নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সিয়াম ফরয করেছেন যারা নতুন চাঁদ দেখতে পেয়েছে।

২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা (শাবানের) নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম রাখো ও (রমজানের) নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করো। অত্র হাদীসে সিয়ামকে চন্দ্র দেখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা চন্দ্র উদয়স্থলের বিপরীতে রয়েছে ও চন্দ্র দেখতে পারেনি তাদেরকে বলা যাবে না যে, তারা চন্দ্র দেখেছে। প্রকৃতপক্ষেও বলা যাবে না ও বিধানগতও বলা যাবে না।

৩. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীস, যা সহীহ মুসলিমে (১০৮৭) বর্ণিত হয়েছে: ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কুরাইবকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কখন (শাবানের) নতুন চাঁদ দেখতে পেয়েছে? তখন সে শাম দেশে ছিল। সে বলল: আমরা জুমআর রাত্রিতে নতুন চাঁদ দেখেছি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: কিন্তু আমরা শনিবারের রাত্রিতে দেখতে পেয়েছি। সুতরাং যতক্ষণ না আমরা নতুন চাঁদ দেখতে পাব কিংবা রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করব ততদিন আমরা সিয়াম রাখতেই থাকব। তখন কুরাইব বলেন: মুআবীয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দেখাই কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: না। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় অভিমত: এক রাষ্ট্রের লোকজনের নতুন চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক হবে না। তবে মুসলিম জনগণের ইমামে আযম তথা প্রধান শাসক যদি বিষয়টি প্রমাণ করে তাহলে অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জনগণের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক হবে। কারণ তার নিকট সকল রাষ্ট্র একই রাষ্ট্রের মত। তার হুকুম সকলের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এটি ইবনুল মাজুশুন এর অভিমত। 'আল্লামা ইবনুল 'উছাইমিন বলেছেন: বর্তমান জনগণ এ অভিমতের উপর 'আমল করছে। এটি সম্মিলিত দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী একটি অভিমত।

আমি বলি: প্রাধান্য দেয়ার পূর্বে, শাইখুল ইসলাম রহি: বলেছেন, যেমনটি মাজমূ'উল ফাতাওয়াতে রয়েছে (২৫/১০৩)। ইবনু 'আব্দিল বার বলেছেন, এ বিষয়ে ইজমা' হয়েছে যে, যে সমস্ত এলাকায় চন্দ্র উদয়স্থল একই হওয়া সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আর আন্দালুস ও খুরাসান এর মত যে সব এলাকা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই, কেননা তাদের চন্দ্র উদয়স্থল এক নয়। এ মতের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের চন্দ্র দেখা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের চাঁদ দেখা পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা পূর্ব এলাকায় বসবাসকারীদের চন্দ্র উদয়স্থল পশ্চিম এলাকায় অবস্থানকারীদের পরে। সুতরাং পূর্ব এলাকায় অবস্থানকারীগণ যখন নতুন চন্দ্র দেখবে তখন তাদের উক্ত দেখা পশ্চিম এলাকায় অবস্থানকারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও তারা তাদের থেকে দূরে অবস্থান করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রথম দুই অভিমতই শক্তিশালী। আরো স্পষ্ট কথা হল এসবের মধ্যে প্রথম অভিমতটিই অধিক শক্তিশালী। তাদের প্রদত্ত 'আম হাদীসের দলীল অনুসারে। আর ইসলামী শারী'আতও 'আম তথা সর্বজনীন। আর অন্য কোন বিধান যদি থাকত তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন।

দ্বিতীয় অভিমতের বিপক্ষে নিম্নে বর্ণিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে:

১. চন্দ্র উদয়ের ভিন্নতা এমন একটি বিষয় যা কোন নির্দিষ্ট সীমানার সাথে নিয়ন্ত্রিত নয়। সুতরাং এমন কোন নিয়ম কী রয়েছে যা প্রত্যেকটি উদয় অঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলের মাঝে পার্থক্য করে। 'আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী "তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন: চন্দ্র

উদয়স্থলসমূহ আপেক্ষিক বিষয়। যার এমন কোন মৌলিক সীমা নেই যা মানুষ বর্ণনা করতে পারে।

২. শাইখুল ইসলাম মাজমূ'উল ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন: যখন আমরা কোন সীমা নির্ধারণ করব ক্বছরের দূরত্বের বা অঞ্চলসমূহের দূরত্বের মাঝে তখন কোন লোক উক্ত দূরত্ব ও অঞ্চলের শেষ প্রান্তে থাকলেও তার উপর সিয়াম থাকা, সিয়াম ছেড়ে দেয়া ও কুরবানী করা আবশ্যক। আর তার পার্শ্বেই কোন লোক থাকবে যার মাঝে শুধু মাত্র একটি তীরের দূরত্বের মত ব্যবধান রয়েছে সে লোক এসব কোন 'আমল করবে না এমনটি মুসলিমদের দীনি কাজ হতে পারে না।

৩. দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী ব্যক্তিগণের প্রদত্ত আয়াত ও হাদীসের দলীল দ্বারা উদ্দেশ্য হল: রমজান মাস প্রবেশ করা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। আর এটা নির্দিষ্ট কোন এক রাষ্ট্রের জনগণের চাঁদ দেখার মাধ্যমে জানা হয়েছে। একই রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক লোক চাঁদ দেখতে পারলে অন্যান্য সকলের জন্য যেমনটি সিয়াম রাখা আবশ্যক হয় তেমনি অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজনের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক হবে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীস দ্বারা তাদের প্রদত্ত দলীলের কয়েকটি উত্তর প্রদান করা হয়েছে:

প্রথমত: কোন রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের লোকজন চাঁদ দেখতে পেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজন 'আমল করতে পারবে না এমনটি আদেশ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে করেছেন এটা ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদেরকে স্পষ্ট করে বলেননি। বরং ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইচ্ছা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করতে বলেছেন অথবা চাঁদ দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ কিতাবুস সিয়ামে (১/১৭৪) বলেছেন: এমনটি করাও জায়েয অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রের বা অঞ্চলের লোকজন চাঁদ দেখতে পেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকজন 'আমল করতে পারবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম রাখতে বলেছেন এবং নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম ছাড়তে বলেছেন। যতক্ষণ (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ না দেখা যাবে কিংবা রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হবে ততক্ষণ সিয়াম ছাড়বে না। যেমনটি ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মনে করেছেন, যে সব রাষ্ট্রে বা অঞ্চলে চাঁদ দেখতে পাবে বা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে শুধু সে সব লোকই সিয়াম রাখবে। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু কিছু লোক চন্দ্র দেখতে পারলে সকলের জন্য দেখা সাব্যস্ত হয়। কেননা তাদেরকেই এই সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ 'আমল অন্য রাষ্ট্রের লোকদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে। ইবনু দাকীকুল ঈদ, ইমাম শাওকানী (নায়লুল আওতার গ্রন্থে) এবং সিদ্দীক ইবনে হাসান (রাওযাতুন-নাদীয়াহ গ্রন্থে) এই একই উত্তর প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয়: 'আল্লামাহ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন: ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসটি সে লোকের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক তার রাষ্ট্রে নতুন চাঁদ দেখতে পেয়ে সিয়াম রাখা শুরু করেছে এরপর রমজান শুরু হওয়ার এক দিন পর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, অন্য রাষ্ট্রের লোকজন তাদেরও এক দিন আগে নতুন চাঁদ দেখতে পেয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত লোক তার রাষ্ট্রের লোকজনের সাথে সিয়াম থেকেই যাবেন। রমজানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া কিংবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) ইতিপূর্বে এরকম একটি উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেমনটি মাজমূ'উল ফাতাওয়ায় (২৫/১০৯) বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়: এটা কুরাইব রহি. এর সাক্ষ্য প্রদান। আর তিনি এককভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করেন। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইজনের সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতে সিয়াম রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যদি তার একক সংবাদের ভিত্তিতে 'আমল করে তথা সিয়াম রাখে তাহলে তারা একক ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতেও সিয়াম ছেড়ে দিবে। শাইখুল ইসলাম এমনটিই শারহুল 'উমদাহ গ্রন্থে উত্তর প্রদান করেছেন এবং ইমাম নাববী শারহে মুসলিমেও এই উত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আমি বলি: এতে স্পষ্ট হয় যে, তারা যে হাদীসটির দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন সে হাদীসে এমন কোন কারণ উল্লেখ নেই, যে শাম ও মদীনা মুনাওয়ারাহ এর চন্দ্র উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন। বরং উভয় দেশের চন্দ্র উদয় স্থল একটিই। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।[১০৪২] দেখুন মাজমূ ৬/২৭৩-২৭৪, শারহু কিতাবিস সিয়াম মিনাল উমদাহ ১/১৭০-১৭৫, মুগনী ৪/৩২৮, আল মুফহাম ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১৯০৬, শারহু মুসলিম ৭/১৯৭, নাইলুল আওতার ১৬৩৬, মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/১০৩, রওদাতুন নাদীয়া ১/২২৪, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৩৯৮, শারহুল মুমতি ৬/৩২০-৩২৩, তাওযীহুল আহকাম ৩/১৪০।

সিয়ামের নিয়্যাত করার সময়

১৩. ফরয সিয়ামের ক্ষেত্রে সিয়াম পালনকারীর জন্য ফজরের আগেই নিয়্যাত করা ফরয।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

[১০৪২] ফাতহুল আল্লাম ৪/২৪৯।

যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সিয়ামের নিয়্যাত করেনি তার সিয়ামই হয়নি। এটি হাসান হাদীস।[১০৪৩]

পক্ষান্তরে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার আগে নিয়্যাত করলেও তা সহীহ হবে।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَلَ

একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করলাম। আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে 'হায়স' (ঘি বা পনির মিশ্রিত খেজুর) হাদীয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে তা দেখাও, অবশ্য আমি সিয়াম অবস্থায় সকাল করেছিলাম। অতঃপর তিনি তা খেলেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০৪৪]

الفصل الثاني مبطلات الصوم

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

১-২. ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া ও পান করার দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হয়, এতে কোন মতভেদ নেই। পক্ষান্তরে ভুলবশত হলে তাতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

[১০৪৩] হাসান: আবূ দাউদ, হা/২৪৫৪, তিরমিযী, হা/৭৩০, ইবনে মাজাহ, হা/১৭০০।

[১০৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪।

সিয়াম পালনকারী ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সিয়াম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।এটি সহীহ হাদীস।[১০৪৫]

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়, এতে কোন মতভেদ নেই।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি সিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক 'আরাক পেশ করা হলো যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হলো ঝুড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে সাদাকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদাকা করবো? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও। এটি সহীহ হাদীস।[১০৪৬]

[১০৪৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫

[১০৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১১১।

অন্য বর্ণনাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

তার পরিবর্তে একদিন সিয়াম পালন করো। এই বর্ণনাটিও সহীহ।[১০৪৭]

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

সিয়াম থাকাবস্থায় কারো অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে তাকে তার কাযা করতে হবে না। তবে কেউ স্বেচ্ছায় বমি করলে সে যেন কাযা করে। আর এটি সহীহ হাদীস।[১০৪৮]

সাওমে বিসাল (বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করা) হারাম।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সাওমে বিসাল হতে নিষেধ করলেন। তখন তারা বলল, আপনি যে সাওমে বিসাল করে থাকেন! তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। আর এটি সহীহ হাদীস।[১০৪৯]

৫. বীর্যপাত হলে সিয়াম ভঙ্গ হয়।

কেননা এটি সাধারণত উত্তেজনাবশত এবং সজোরে নির্গত হয়। সেই বীর্যপাত হতে পারে স্ত্রীর সাথে রসিকতা করার সময় অথবা সম্ভোগের সময় অথবা (উত্তেজনায় বীর্যপাত করে এমন কোন জিনিস নিয়ে) চিন্তা করা ও দেখার সময়।

[১০৪৭] আবূ দাউদ, হা/২৩৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৭১।

[১০৪৮] আবূ দাউদ, হা/২৩৮০, তিরমিযী, হা/৭২০, ইবনে মাজাহ, হা/১৬৭৬।

[১০৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১০৫।

(১) আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِه

সিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং (সিয়াম পালনকারী) অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন বলে, আমি সিয়াম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, (আল্লাহ তা'আলা বলেন) সে আমার জন্য আহার, পান ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করবো। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ। এটি সহীহ হাদীস।[১০৫০] অন্য বর্ণনাতে আছে,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ: إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু সিয়াম ব্যতীত, সেটি আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দিবো। সে আমার জন্য আহার, পান ও প্রবৃত্তি ও তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। অবশ্যই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি খুশি যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সিয়ামের বিনিময়ে আনন্দিত হবে। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৫১]

এই হাদীসদ্বয় দলীল হিসেবে পেশ করার কারণঃ

হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, এতে সকল ধরনের প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত شهوة ও لذة শব্দ দু'টিই একবচন যা মুযাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে (কোন শব্দ একবচন হয়ে মুযাফ হিসেবে ব্যবহৃত হলে সেটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ

[১০৫০] সহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

[১০৫১] ইবনু খুযাইমাহ, হা/১৮৯৭।

করে)। সকল ধরনের প্রবৃত্তি ও উত্তেজনা পরিত্যাগ করাই একজন সিয়াম পালনকারীর নিকট থেকে কাম্য। এখানে এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লজ্জাস্থানজনিত কামনা বাসনা বা প্রবৃত্তি। যেকোন উপায়েই বীর্যপাত করা এটির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন বীর্যপাত করবে, তখন সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(২) আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম থাকাবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ের সাথে গা লাগাতেন। তবে তিনি তার কামোদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০৫২] অন্য বর্ণনাতে আছে,

وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের কামোদ্দীপনাকে আয়ত্বে রাখতে পারে, যেমন আয়ত্বে রাখতে সক্ষম ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বর্ণনাটিও সহীহ।[১০৫৩]

সিয়াম পালনকারীর চমু খাওয়া এবং গায়ের সাথে গা লাগানো জায়েজ হওয়া দিয়ে এই দলীল পেশ করা সহীহ হবে না যে, অনুরূপ বীর্যপাত হলেও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা এই হাদীসে সিয়াম পালনকারীর জন্য চুমু খাওয়া এবং গায়ের সাথে গা লাগানোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে ছাড় দেয়া হয়েছে। সুতরাং লজ্জাস্থান সংশ্লিষ্ট এর বাহিরে যা থাকবে সেগুলো হারাম হবে।

إِرْب ও أَرَب এই দুটো শব্দের অর্থ একই। আর সেটি হলো অন্তরের চাহিদা ও প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে, لفلان عند فلان أَرَب، وإِرْب، وإِرْبة، ومأربة অর্থাৎ অমুকের কাছে অমুকের প্রয়োজন আছে। এছাড়া إِرْب এর আরেকটি অর্থ হলো অঙ্গ।[১০৫৪]

আল মাযিরী তার 'আল মুলাম বি ফাওয়ায়িদি মুসলিম' (২/৩৩-৩৪) কিতাবে বলেছেন, পূর্বে বর্ণিত হাদীসে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেই দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে সেভাবেই বুঝতে হবে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু চুমু দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। এটি ছাড়া অন্যদিকে যাওয়া থেকে তিনি নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া উম্মতের

[১০৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৯২৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১০৬।

[১০৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/১১০৬।

[১০৫৪] ইমাম খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মা'আলিমুস সুনান, ২/৭৭৮।

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। তাই চুমুদানকারীর অবস্থা বিবেচনা করা উচিত। যদি চুমু দেয়ার ফলে বীর্যপাত হয় তাহলে সেটিও হারাম। কেনান বীর্যপাত করা থেকে সিয়াম পালনকারীকে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যেটির ফলে বীর্যপাত হয় সেটি নিষেধ। আর যদি চুমু দেয়ার কারণে মযী বের হয়, তাহলে সিয়াম কাযা করার হুকুমে পড়বে। যারা মনে করেন যে, মযী বের হওয়ার কারণে সেই সিয়ামের কাযা করা ফরয, তাদের মতে এমন ব্যক্তির চুমু দেয়া থেকে বিরত থাকাও ফরয। আর যাদের মতে মযী বের হওয়ার কারণে সেই সিয়ামের কাযা করা মুস্তাহাব, তাদের মতে এমন ব্যক্তির চুমু দেয়া থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। আর চুমু দেয়ার ফলে যদি এগুলো কিছুই না হয় (অর্থাৎ বীর্যপাত বা মযী বের না হয়) এবং কামোদ্দীপনাও না আসে তাহলে সেটি নিষেধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে (চুমু দেয়ার ফলে বীর্যপাতের) পথকে বন্ধ করার দিক দিয়ে সেটি হারাম হতে পারে।

(৩) যেসব আসারগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা হয় যে, বীর্যপাত হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না, সেগুলো দিয়ে দলীল পেশ করা সঠিক নয়। সেগুলো হলো,

[ক] হাকীম ইবনু ইকাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: " فَرْجُهَا

আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি সিয়াম থাকাবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে কী করা হারাম? তিনি বললেন, শুধু তার লজ্জাস্থান (তোমার জন্য হারাম)। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১০৫৫]

[খ] মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম, সিয়াম থাকাবস্থায় কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে কী কী কাজ হালাল? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, সহবাস ছাড়া সব কিছুই হালাল। এই হাদীসেরও সনদ সহীহ।[১০৫৬]

এই দু'টি আসার প্রমাণ করে যে, সহবাস ছাড়া স্ত্রীর শরীর থেকে উপভোগ করা বৈধ। এই আসার দু'টিতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে কী কী কাজ বৈধ আর কী কী কাজ হারাম।

[১০৫৫] ইমাম ত্বহাবীর 'শারহু মা'আনীল আসার, ২/৯৫, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১।

[১০৫৬] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৮৪৩৯, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১।

[গ] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ

চুমু দেয়াতে কোন সমস্যা নেই, যদি স্ত্রীর সাথে এর অতিরিক্তি কিছু না করে। এর সনদ সহীহ।[১০৫৭]

[ঘ] ইকরিমাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ، وَوَضْعِ الْيَدِ مَا لَمْ تَعْدُ إِلَى غَيْرِهِ

একজন বেদুঈন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কাছে এসে (সিয়াম থাকাবস্থায় স্ত্রীর সাথে কী কী কাজ হালাল সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলো। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে চুমু দেয়া, গায়ে গা লাগানো ও শরীরে হাত দেয়ার অনুমতি দিলেন, যতক্ষণ না এর অতিরিক্ত কোন কাজ না হয়।এর সনদ সহীহ।[১০৫৮]

এই দু'টি আসার প্রমাণ করে যে, শুধু চুমু দেয়া ও গায়ের সাথে গা লাগানো হালাল। যখন চুমু দেয়া ও গায়ের সাথে গা লাগানোর সাথে বীর্যপাত হয়, তখন সেটি হালালের সীমা থেকে হারামের মধ্যে চলে যায়। সুতরাং সিয়াম থাকাবস্থায় সিয়াম পালনকারীর জন্য বীর্যপাত করা হারাম। যদি ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত করে, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

[ঙ] জাবির ইবনু যায়িদ (রাহিমাহুল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا، هَلْ يُفْطِرُ؟ قَالَ: «لَا، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রমজান মাসে কোন ব্যক্তির যদি তার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হয়, তাহলে কি তার সিয়াম ভঙ্গ হবে? তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, না, বরং সে তার সিয়াম পূর্ণ করবে। এর সনদ হাসান।

এই আসারে বলা হয়েছে যে, শুধু দৃষ্টি দেয়ার ফলে বীর্যপাত হয়েছে, সে ইচ্ছা করে বীর্যপাত করেনি। এক্ষেত্রে তার সিয়াম সহীহ হবে, আর এতে তাকে কোন কাযা করতে হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বীর্যপাত করবে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে, তার ওপর সেই সিয়ামের কাযা করা আবশ্যক হবে, তবে সহবাস করার কারণে যেমন কাফফারা দিতে হয়, এক্ষেত্রে তাকে কাফফারা দিতে হবে না।

[১০৫৭] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৮৪১৫।

[১০৫৮] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ৩/৬৩, সিলসিলা সহীহা, হা/২২১।

কারণ শুধু সহবাসের কারণে কাফফারা (কাযা ও কাফফারা উভয়ই) দেয়া প্রমাণিত। যে ব্যক্তি (সিয়াম থাকাবস্থায় ইচ্ছাকৃত) বীর্যপাত করে তার সাথে এটিকে কিয়াস করা বিশুদ্ধ নয়। আর মযী ও ওদী সিয়ামকে ভঙ্গ করে না। কেননা এগুলো উত্তেজনার সাথে ও দ্রুতবেগে নির্গত হয় না।

দেখুন: আমার বই 'ইরশাদুল উম্মাতি ইলা ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ' এর সিয়াম অধ্যায়। সেখানে এর বিপরীত মতগুলোর খণ্ডন পাবেন।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন- ৬৩: সিয়াম ভঙ্গকারী কাজসমূহ

১, ২। সিয়ামের ব্যাপার স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় আহার করলে এবং পান করলে: যদি ভুলে পান করে, অথবা আহার করে, তাহলে সিয়ামকে পরিপূর্ণ করবে। কাযা আদায় করতে হবে না।[১০৫৯] স্বেচ্ছায় পানাহার করলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।[১০৬০]

৩। স্বেচ্ছায় বমি করা: "কারো যদি মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বমি আসে,তাহলে তার উপর কাযা নেই। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহলে সে যেন কাযা আদায় করে।[১০৬১]

৪, ৫। হায়য (ঋতুস্রাব) এবং নিফাস (প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা): কোন মহিলা যদি দিনের শেষ মুহূর্তে এসেও ঋতুস্রাব অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ (নিফাস) দ্বারা অপবিত্র হয়, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তাকে ঐ সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।[১০৬২]

৬। স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটানো: কোন ব্যক্তি সিয়ামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটালে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে। আর কোন ব্যক্তি সিয়ামরত অবস্থায় রমযানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম ভঙ্গ হবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে, বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক।[১০৬৩]

[১০৫৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২৩, সহীহ মুসলিম হা/১১৫৫।

[১০৬০] আল মাজমু (৬/৩২৯), আল মুগনী (৩/১৩০), আল মুহাল্লা (৬/১৮৫)।

[১০৬১] সহীহ : আবু দাউদ হা/২৩৮০, তিরমিযী হা/৭২০, ইবনু মাজাহ হা/১৬৭৬, "আল ইরওয়া" হা/৯২৩, সহীহুল জামে হা/৬২৪৩।

[১০৬২] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ।

[১০৬৩] আল উম্ম (২/৮৬), আল মুগনী (৩/৪৮), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ।

সিয়ামের আদবসমূহ

১. দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব।

সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

লোকেরা যতদিন শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০৬৪]

২. যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব তা হলো:

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাত আদায়ের পূর্বেই কয়েকটা তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে কয়েকটা শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন আর শুকনো খেজুরও না পেলে তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০৬৫]

৩. দেরীতে সাহরী করা মুস্তাহাব। তা হলো, ফজর উদিত হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে খাবার খাওয়া ও পানাহার করা শেষ করবে।

যায়িদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহরী করতাম। এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ। এটি সহীহ হাদীস।[১০৬৬]

[১০৬৪] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮।

[১০৬৫] আবূ দাউদ, হা/২৩৫৬, তিরমিযী, হা/৬৯৬।

[১০৬৬] সহীহ বুখারী, হা/১৯২১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৯৭।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৪: সিয়ামের মুস্তাহাব- সুন্নাত ও আদবসমূহ:

১। সাহরী খাওয়া: তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।[১০৬৭]

আমাদের এবং আহলে কিতাবের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।[১০৬৮]

২। বিলম্বে সাহরী খাওয়া: "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহরী খেলাম, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী এবং আযানের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু ছিল? তিনি বলেন: "পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ"।[১০৬৯]

৩। সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করা: মানুষ যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন মঙ্গলের মধ্যে থাকবে।[১০৭০]

৪। কাঁচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা: "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের পূর্বে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন, খেজুরও না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।[১০৭১]

৫। ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা: ইফতারের শুরুতে بسم الله 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা ও ইফতার শেষে الْحَمْدُ لِلَّهِ। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।[১০৭২] ইফতারের মাঝে বলবে-

«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

আল্লাহ 'তৃষ্ণা দূরীভূত হয়েছে, শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইংশা আল্লাহ প্রতিদান লিপিবদ্ধ হয়েছে'।[১০৭৩]

[১০৬৭] সহীহ বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫।

[১০৬৮] সহীহ মুসলিম হা/১০৯৬, আবু দাউদ হা/২৩৪৩, তিরমিযী হা/৭০৯।

[১০৬৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২১, সহীহ মুসলিম হা/১০৯৭।

[১০৭০] সহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, মুসলিম হা/১০৯৮।

[১০৭১] হাসান: আবু দাউদ হা/২৩৫৬, তিরমিযী হা/৬৯২, আস- সহীহা (২০৬৫)।

[১০৭২] সহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪। মওসূআতুল ফিকহীল ইসলামী, ইবাদত পর্ব, সিয়াম অধ্যায়।

[১০৭৩] আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আবু দাউদ (২৩৫৭), নাসাঈ (৩৩২৯-১০১৩১), ইবনুস সানী (৪৭২), দেখুন আল ইরওয়া (৯২০)। যঈফ : ফাতহুল আল্লাম। আল ইরওয়া হা/৯১৯-৯২১

৬। অধিক দান করা, কুরআন পাঠ করা এবং কুরআনের আলোচনা করা:[১০৭৪]

৭। সিয়ামের সওয়াব কমিয়ে দেয় এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা: যে ব্যক্তি (সিয়াম রাখার পরও) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারল না, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার এ পানাহার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই।[১০৭৫]

৮। রমজানের শেষ দশকে অধিক ইবাদতে মশগুল থাকা।[১০৭৬]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৫: যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয় না

১। অপবিত্র (বীর্যপাত হওয়ার পর যে ব্যক্তি এখনও গোসল করেনি) অবস্থায় সকাল করলে: সিয়ামরত অবস্থায় ঘুমে কারো স্বপ্নদোষ হলে, তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না।[১০৭৭] তদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি রাতে বীর্যপাত হওয়ার পর পরদিন গোসল না করেই সিয়াম পালন করে, তবে তার সিয়াম শুদ্ধ হবে।[১০৭৮]

২। বীর্যপাত হওয়ার আশংকা মুক্ত হলে স্ত্রীকে চুম্বন করা ও জড়িয়ে ধরা:[১০৭৯] আর পুরুষ যদি বুঝতে পারে যে, এ অবস্থায় তার বীর্যপাত হবে, তাহলে এ কাজ করা জায়েয হবে না। আবার চুম্বন কিংবা জড়াজড়ির পর যার বীর্যপাত হবে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে কাযা আদায় করতে হবে।[১০৮০]

৩। গোসল করা এবং মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য পানি ঢালা:[১০৮১]

৪। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া, কিন্তু অতিরিক্ত না করা: তুমি যদি সিয়ামরত অবস্থায় না হও, তাহলে ভালভাবে পানি প্রবেশ করাও।[১০৮২]

[১০৭৪] সহীহ বুখারী হা/৬, সহীহ মুসলিম হা/২৩০৮।

[১০৭৫] সহীহ বুখারী হা/১৯০৩, আবু দাউদ হা/২৩৪৫, তিরমিযী হা/৭০২।

[১০৭৬] সহীহ বুখারী হা/২০২৪, সহীহ মুসলিম হা/১১৭৪।

[১০৭৭] রদ্দুল মুহতার (২/৯৮), আল ক্বাওয়ানিনুল ফিক্বহিয়্যাহ (৮১)।

[১০৭৮] সহীহ বুখারী হা/১৯২৬, সহীহ মুসলিম হা/১১০৯।

[১০৭৯] সহীহ বুখারী হা/১৯২৭, সহীহ মুসলিম হা/১১০৬।

[১০৮০] আল উম্ম, (২/৮৬), আল-মাজমু (৬/৩২২), আল-মাবসূত্ব (৩/৬৫)।

[১০৮১] সহীহ আলবানী: আবূদাউদ হা/২৩৪৮

[১০৮২] সহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৭, আবূ দাউদ হা/১৪২।

৫। হিজামা করা: 'নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় হিজামা গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সাওমরত অবস্থায়ও হিজামা গ্রহণ করেছেন।[১০৮৩]

৬। যদি পেটে না পৌঁছে তবে প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ নেওয়া।[১০৮৪]

৭। সুরমা, পায়ুপথে ঔষধ প্রবেশ, ড্রপ ব্যবহার, ঘ্রাণ নেওয়া, ইনহেলার ব্যবহার।[১০৮৫]

৮। মিসওয়াক করা:[১০৮৬] সিয়ামরত ব্যক্তির জন্য মিসওয়াক ব্যবহার বৈধ- এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত। যে কোন সময় মিসওয়াক করাতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৬: সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

প্রথম মত: যে হিজামা লাগায় ও যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। তাদের এই সিয়াম কাযা করা ওয়াজিব। এটা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আতা, আওযায়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনে মুনযির প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনে মুনযির, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমুল্লাহ। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আতা রহিমাহুল্লাহ একাই বলেন, কাফফারাও আদায় করতে হবে। এই মতের দলীল:

শাদ্দাদ ইবনু আউস ও ছাওবান রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুমা বর্ণিত হাদীস, "যে হিজামা লাগায় ও যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে"। দুজনের বর্ণনাই আমাদের শাইখের সহীহুল মুসনাদে (১৯৩) (৪৭২) এসেছে। আরো একজন সাহাবী থেকে (১৮) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, 'নাসবুর রায়' দেখুন ২/৪৭২।

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে ৪/৬৫, বলেন, এই হাদীসের সবগুলো সনদে ত্রুটি আছে।

দ্বিতীয় মত: হিজামা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। হাযেমী রহিমাহুল্লাহ 'নাসেখ ওয়াল মানসূখ' নামক কিতাবে নয়জন সাহাবী থেকে এই মত উল্লেখ করেন। এই মতের দলীল:

[১০৮৩] সহীহ বুখারী হা/১৮৩৬।

[১০৮৪] হাসান লি গইরিহি। ইবনু আবী শাইবাহ (৩/৪৭)। সমর্থক হাদীস বুখারী (৪/১৫৩) মুয়াল্লাক, বাইহাকী (৪/২৬১)।

[১০৮৫] মাজমূউল ফাতাওয়া (২৫/২৩৫), আল-মুহাল্লা (৬/২১৫), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ

[১০৮৬] সহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও সহীহ মুসলিম হা/২৫২, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ

১. ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগান এবং তিনি সিয়াম অবস্থায়ও হিজামা লাগান। হাদীসটি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (১৯৩৮) বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (১২০২) হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগান। কিন্তু সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগান এ কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন, এই হাদীস সম্পর্কে আমি আহমাদ রহিমাহুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদীসে সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগান একথা হবে না, বরং ইহরাম অবস্থায় হিজামা লাগান হবে।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে ৪/১৭৮, বলেন, নিঃসন্দেহে এই হাদীস বিশুদ্ধ। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে, "যে হিজামা লাগায় ও যার লাগানো হচ্ছে দুজনেরই সিয়াম ভেঙ্গে যাবে" এই হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। হাদীসটি কিছু সূত্রে এসেছে এই ঘটনা বিদায় হজ্জে হয়েছে। এই কথা বহু আগে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন। হাযেমী রহিমাহুল্লাহ নাসেখ ওয়াল মানসূখ (১০৬) নামক কিতাবে শাদ্দাদ ইবনু আউস ও ছাওবান রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসের মতভেদ উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। তারপর তিনি ইবনু আব্বাস, আনাস ও আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুম তাদের হাদীস উল্লেখ করেন।

২. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (১৯৪০) বলেন, আমাদের কাছে আদম ইবনু আবী ইয়াস হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে শুবা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি ছাবেত আল বুনানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আনাস রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু কে জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা কি সিয়াম পালনকারীর জন্য হিজামা লাগানো কে অপছন্দ করেন? তিনি বলেন, না। তবে যদি লাগানোর কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায় তাহলে মাকরূহ।

৩. আব্দুর রহমান ইনবু আবী লাইলা এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীর জন্য হিজামা লাগাতে ও সাওমে বিসাল পালন করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি এ দুটো কাজ সাহাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করে হারাম করেননি। হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৭৪) বর্ণনা করেন। এর সনদ বিশুদ্ধ।

৪. আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীকে হিজামা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসটি তাবারানী ও দারাকুতনী বর্ণনা করেন। দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।তবে মুতামার হাদীসটি মাওকুফ বর্ণনা করেন।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে ৪/১৭৮, বলেন, ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। সুতরাং হাদীস কে গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেননা কোনো জিনিসের অনুমতি আসে বিষয়টা আবশ্যক হওয়ার পর। এই হাদীস প্রমাণ করে হিজামা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় এই হাদীস রহিত হয়ে গেছে। দেখুন নাসবুর রায় ২/৪৮১, ও

ইরওয়াউল গালীল ৪/৭৪- ৭৫। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ।আর এই হাদীস প্রমাণ করে হিজামা লাগালে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় ওই হাদীস রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এই হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব যেমনটি পূর্বে ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।

৫. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু বলেন, প্রথমে সিয়াম রেখে হিজামা লাগানোকে অপছন্দ করা হতো। একদিন জাফর ইবনু আবী তালেব সিয়াম রেখে হিজামা লাগিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে গমন করলে তিনি বলেন, "এই দুজনের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেছে"। তারপর তিনি সিয়াম পালনকারী কে হিজামা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। আনাস রদ্বিইয়াল্লাহ আনহু সিয়াম অবস্থায় হিজামা লাগাতেন। হাদীসটি দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ ২/১৮১, বর্ণনা করার পরে বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। এই হাদীসে কোনো ত্রুটি আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে ইবনু আব্দিল হাদী 'তানকীহ' নামক কিতাবে বলেন, এই হাদীসের সনদে অনেকগুলো সমস্যা আছে, তারপর তিনি এগুলো বর্ণনা করেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ যে কথা বলেছেন আমরাও তাই বলছি। তবে সিয়াম পালনকারী যদি সতর্কতাবশত হিজামা লাগানো থেকে দূরে থাকে তাহলে এটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। যেন তার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে সিয়াম ভেঙ্গে না ফেলে।

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল হাদীসের আলোকে কথা হচ্ছে সিয়াম রেখে হিজামা লাগালে যদি শরীর দুর্বল হয়ে যায় তাহলে হিজামা লাগানো মাকরূহ। মাকরূহ আরো বৃদ্ধি পাবে যদি হিজামা লাগানোর কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং এর ফলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে। আর যার শরীর দুর্বল হয় না তার জন্য সিয়াম রেখে হিজামা লাগানো মাকরূহ নয়। তবে সর্বাবস্থায় সিয়াম পালনকারী হিজামা লাগানো থেকে দূরে থাকা উত্তম।

ইবনু রুশদ রহিমাহুল্লাহ বিদায়াতুল মুজতাহিদে ২/১৫৫, বলেন, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুমা মনে করেন, সিয়াম রেখে হিজামা লাগানো মাকরূহ, তবে সিয়াম ভঙ্গকারী না। (ইশরাফ ৩/১৩০, মাজমু ৬/৩৮৯, মুগনী ৩/১০৩, মুহাল্লা ৪/৩৩৫, সুবুলুস সালাম ২/৩৩০, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৫২, জামেউল ফিকহ ৩/১৬১, নাইলুল আওতার ৫/৪২৯, শারহুল মুমতি ৬/৩৭৮। মিসকুল খিতাম ২/৪৪৫।

الفصل الثالث قضاء الصوم

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সিয়ামের কাযা আদায় করা।

১. কেউ যদি শারঈ কোন ওজরের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করে যেমন মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, ঋতুবতী মহিলা, তাহলে তার জন্য সেই সিয়ামের কাযা আদায় করা ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

তবে তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৪)। মুআযাহ (রহিমাহাল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ

জনৈকা মহিলা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি ঋতুকালীন ছুটে যাওয়া সালাত কাযা আদায় করবে? আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যাহ (খারিজীদের একদল)? আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু আমাদেরকে সালাত কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো না। এটি সহীহ হাদীস।[১০৮৭]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

আমাদের এরূপ হতো । তখন আমাদেরকে কেবল সিয়ামের কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো, কিন্তু সালাত কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো না।[১০৮৮]

'তুমি কি হারূরিয়্যাহ?' এটি দিয়ে হারূরাহ এলাকার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি হলো কু'ফার নিকটবর্তী একটি এলাকা। এখানেই খারেজীরা সর্বপ্রথম একত্রিত হয়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উক্তির অর্থ হলো, খারেজীদের একটি দল কোন মহিলার ঋতু চলাকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া সালাতের কাযা আদায় করাকে ফরয মনে করতো। অথচ এটি হাদীস ও মুসলিমদের আলেমগণের ইজমার বিরোধী।

[১০৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৩২১, সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫।

[১০৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫।

২. মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করার অনুমতি আছে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

হামযাহ ইবনু আমর আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি সফরেও কি সিয়াম পালন করতে পারি? তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তুমি সিয়াম পালন করতে পারো, আবার ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন নাও করতে পারো। এটি সহীহ হাদীস।[১০৮৯]

৩. সিয়াম থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তি লড়াইয়ে যদি নিজের ক্ষতির আশংকা করে অথবা লড়াই করতে দুর্বলতা অনুভব করে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিয়াম ভঙ্গ করা আবশ্যক।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَافَرْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ". فَكَانَتْ رُخْصَةً. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ. فَقَالَ: "إِنَّكُمْ مصبحوا عَدُوِّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا" وَكَانَتْ عَزْمَةً. فأفطرنا. ثم قال: رَأَيْتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بعد ذلك، في السفر

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিয়াম পালনরত অবস্থায় মক্কার (মক্কা) দিকে রওনা করলাম। এরপর একস্থানে আমরা অবতরণ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তোমরা শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছো। এখন সওম ভঙ্গ করাই তোমাদের জন্য শক্তিশালী থাকার উপায় এবং এটা তোমাদের জন্য বিশেষ এক অবকাশ। তখন আমাদের কতক লোক সিয়াম পালন করলো, আবার কতক লোক সিয়াম ভঙ্গ করলো। এরপর আমরা অন্য এক স্থানে অবতরণ করলাম। তখন তিনি বললেন, ভোরেই তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে। সুতরাং সিয়াম ভঙ্গ করাই তোমাদের জন্য শক্তি বর্ধক। তাই তোমরা সিয়াম ভঙ্গ করো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয় ছিল। তাই আমরা সকলেই সিয়াম ভঙ্গ করলাম। এরপর আমরা দেখেছি, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরের অবস্থায় সিয়াম পালন করতাম। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯০]

[১০৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১২১।

[১০৯০] সহীহ মুসলিম, হা/১১২০, আবূ দাউদ, হা/২৪০৬।

৪. রমজানের ছুটে যাওয়া সিয়াম দ্রুত কাযা আদায় করা ফরয নয়। বরং দেরীতেও আদায় করা যাবে। কেননা এর কাযা করার সময় অনেক প্রশস্ত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

আমার উপর রমজানের যে কাযা হয়ে যেতো তা পরবর্তী শাবান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯১]

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাতহুল বারী' কিতাবে বলেছেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রমজানের ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা দেরীতে আদায় করা যাবে, হোক সেটি কোন ওজরের কারণে অথবা কোন ওজর ছাড়াই।

জেনে রেখো, দেরীতে কাযা আদায় করার চেয়ে দ্রুত আদায় করাই বেশি উত্তম। কেননা এটি সেই আম বা ব্যাপক অর্থবোধক দলীলগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং কালক্ষেপণ না করার বিষয়টি প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ﴾

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَهُمۡ لَهَا سَٰبِقُونَ﴾

তারা কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয় (সূরা আল মুমিনুন: ৬১)।

আর ধারাবাহিকভাবে বা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাযা আদায় করা ফরয নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾

তবে অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)। বরং বিচ্ছিন্নভাবে কাযা আদায় করা জায়েয।

[১০৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬।

আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তার 'মাসাইলীহ' (৯৫ পৃ) তে বলেছেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি, যখন তাকে রমজানের কাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, চাইলে বিচ্ছিন্নভাবে কাযা করবে, আর চাইলে ধারাবাহিকভাবে কাযা করবে। আর যদি কোন ব্যক্তি রমজানের কাযা আদায় করতে দেরী করবে, এমনকি কাযা করার আগেই অন্য রমজান চলে আসে, তবুও তার ওপর শুধু কাযা আদায় করাই আবশ্যক, হোক সে অলসতাবশে দেরী করুক অথবা অলসতা ছাড়াই দেরী করুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

তবে অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

সুতরাং তার ওপর কাযা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক নয়। এর অতিরিক্ত করা হলো শরীআতের ওপর অতিরিক্ত করা এবং এমন কিছুর আদেশ করা, যা শরীয়াতে আদেশ করা হয়নি। আর এই আয়াতকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘুরানো যাবে না। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, দেরীতেও কাযা আদায় করা যাবে, এর কোন সীমা নেই। আর কাযা করার সময়কে কোন সীমায় সীমাবদ্ধ করার বিষয়ে কোন দলীল নেই।

৫. যার ওপরে কাযা সিয়াম আছে, তার জন্যও নফল সিয়াম পালন করা জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾

তোমাদের যে কেউ রমজান মাস পেলে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিবে (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রমজানের কাযা আদায়ের সময় প্রশস্ত। সুতরাং কোন মুসলিমের ওপর যদি কিছু সিয়ামের কাযা থাকে, আর সে যদি কিছু নফল সিয়াম পালন করতে চায় তাহলে সেটি জায়েয। আর এমনটিই মত পোষণ করেছেন হানাফী, শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এটি একটি বর্ণনা। তবে তাকে কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং কাযা সিয়াম দ্রুত আদায় করার দিকটি খেয়াল রাখতে হবে। কেননা কাযা সিয়াম আগে আদায় করাই বেশি উত্তম।

৬. কোন ব্যক্তি সিয়ামের কাযা রেখে যদি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সিয়াম পালন করবে।

আয়িশা (রহিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

কোন ব্যক্তি সিয়ামের কাযা রেখে যদি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সিয়াম পালন করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯২]

৭. সিয়াম পালন করতে ও কাযা আদায় করতে অক্ষম এমন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তার সিয়ামের কাফফারাস্বরূপ প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾

আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (সূরা আল বাকারা, ২/১৮৪)।

তারপর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন,

لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

এ আয়াত রহিত হয়নি। এ হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য যারা সওম পালনে সমর্থ নয়। এরা প্রত্যেক দিনের সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট পুরে আহার করাবে। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯৩]

[১০৯২] সহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৭।

[১০৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৫০৫।

الباب الثاني صوم التطوع

দ্বিতীয় অধ্যায়: নফল সিয়াম।

الفصل الأول: ما يستحب صومه

প্রথম পরিচ্ছেদ: যেসকল সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব।

১. শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করা।

আমর ইবনু সাবিত ইবনুল হারিস আল খাযরাজী (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ আইয়্যুব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

যে ব্যক্তি রমজান মাসের সিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসের ছয়দিন সিয়াম পালন করলো, সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করলো। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯৪]

ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম হলেই সেটি যথেষ্ট হবে, হোক সেটি মাসের শুরুতে অথবা মাঝে অথবা শেষে। শুধু ঈদুল ফিতরের দিন বাদ দিয়ে এই ছয়টি সিয়াম রমজানের সাথেই হতে হবে এমনটি শর্ত নয়, যদিও এমনটি করাই উত্তম। কারণ সব পদ্ধতিতেই (অর্থাৎ পুরো শাওয়ালের মাসের মধ্যে যেকোনভাবে ছয়টি সিয়াম পালন করলেই) সুন্নাতের অনুসরণ সঠিক হবে। তবে শুধু ঈদুল ফিতরের দিন যেদিন সিয়াম পালন করা জায়েয নয় সেদিন বাদ দিয়ে এই ছয়টি সিয়াম রমজানের সাথেই আদায় করা উত্তম। কিন্তু (যদি মনে করা হয় যে,) এই পদ্ধতিতে সিয়াম পালন করা ছাড়া শাওয়ালের সিয়ামের প্রতিদান পাওয়া যাবে না, তাহলে সেটি সঠিক নয়। কেননা যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের শেষের দিকে ছয়টি সিয়াম পালন করলো, সেও নিঃসন্দেহে (হাদীসে বর্ণিত) রমজানের মাসের সিয়াম পালনের পরে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করলো। আর এটিও কাম্য।[১০৯৫]

২. যিলহাজ্জ মাসে নয় তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন করা।

হুনাইদাহ ইবনু খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) তার স্ত্রী থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

---

[১০৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪, আবূ দাউদ, হা/২৪৩৩, তিরমিযী, হা/৭৫৯।

[১০৯৫] ওয়াবলুল গমাম, ১/৫২০।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশুরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখতেন। এটি হাসান হাদীস।[১০৯৬]

৩. মুহাররম মাসের সিয়াম পালন করা।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

রমজানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯৭]

৪. শাবান মাসের সিয়াম পালন করা।

আবূ সালামাহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো একাধারে সিয়াম পালন করে যেতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি সিয়াম পালন করে যাচ্ছেন (হয়তো আর বিরত হবেন না)। আবার তিনি কখনো কখনো একাধারে সিয়াম পালন না করে অতিবাহিত করতেন যে, আমরা বলতাম, হয়তো তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। আমি তাকে শাবান মাসের চেয়ে অন্য

[১০৯৬] সহীহ আলবানী, আবূ দাউদ, হা/২৪৩৭। যঈফ: শুয়াইব আর নাউত। আসলে এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহাজ্জের) দশ দিন সওম পালন করেননি। সহীহ মুসলিম হা/১১৭৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমলই উত্তম নয়। সহীহ বুখারী হা/৯৬৯। সুতরাং কেউ যদি উত্তম আমল হিসাবে জিলহাজ্জের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালন করে, সাথে অন্য আমল (দুআ, যিকির, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকা) করে তবে তা জায়েয। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা। ২২৪-২২৫ পৃ.। তবে শুধু আরাফার দিন সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব, সুন্নাত, তাদের জন্য যারা হাজ্জ করছে না। সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

[১০৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩, আবূ দাউদ, হা/২৪২৯, তিরমিযী, হা/৭৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১৭৪২।।

কোন মাসে এত অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি কয়েকদিন ছাড়া প্রায় পুরো শাবান মাসেই সিয়াম পালন করতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯৮]

৫. সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১০৯৯]

৬. আইয়্যামে বীযের সিয়াম পালন করা

আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন করা এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত সারা বছর সিয়াম পালনের সমান। এটি সহীহ হাদীস।[১১০০]

আইয়্যামে বীয হলো, প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ।

৭. সবচেয়ে উত্তম নফল সিয়াম হলো, একদিন সিয়াম পালন করা আর অন্য দিন না করা (অর্থাৎ একদিন পরপর সিয়াম পালন করা)।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، شَطْرَ الدَّهَرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا

দাউদ (আলাইহিস সালাম) -এর সিয়ামের চেয়ে উত্তম সিয়াম আর হয় না- (তা হচ্ছে) অর্ধেক বছর, তুমি একদিন সিয়াম পালন করো আর একদিন ছেড়ে দাও। এটি সহীহ হাদীস।[১১০১]

[১০৯৮] সহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।

[১০৯৯] তিরমিযী, হা/৭৪৫

[১১০০] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২, আবূ দাউদ, হা/২৪২৫।

[১১০১] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

৮-৯. আরাফা ও আশুরার দিনের সিয়ামের ফযীলত।

আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

আর আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আর আশুরার সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে। এটি সহীহ হাদীস।[১১০২]

الفصل الثاني ما يكره صومه

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যে সিয়ামগুলো পালন করা মাকরূহ।

১. সারা বছর সিয়াম পালন করা।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، قَالَ: إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى، قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، مَرَّتَيْنِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল যে, আমি একটানা সিয়াম পালন করি এবং সারারাত সালাত আদায় করি। এরপর হয়তো তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, আমি কি এ কথা ঠিক শুনিনি যে, তুমি সিয়াম পালন করতে থাকো আর ছেড়ে দাও না এবং তুমি (সারারাত) সালাত আদায় করতে থাকো আর ঘুমাও না? (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) তুমি সিয়াম পালন করো এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায়

[১১০২] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

করো এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক আছে। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি শক্তি রাখি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম পালন কর। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তা কীভাবে? তিনি বললেন, দাউদ (আলাইহিস সালাম) একদিন সিয়াম পালন করতেন, আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী আত্বা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, (এ হাদীসে) কিভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সিয়াম কোন সিয়ামই নয়। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৩]

২. শুধু জুমআর দিনে সিয়াম পালন করা।

মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্বাদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ: يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ

আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমআর দিনে (নফল) সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। আবূ আসিম (রহিমাহুল্লাহ) ব্যতীত অন্যরা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পৃথকভাবে জুমআর দিনের সিয়াম পালন (করাকে নিষেধ করেছেন)। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৪]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমআর দিনে সিয়াম পালন না করে কিন্তু তার পূর্বে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমআর দিনে সিয়াম পালন করা যায়)। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৫]

[১১০৩] সহীহ বুখারী, হা/১৯৭৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

[১১০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৩।

[১১০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৯৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৪৪।

৩. শুধু শনিবারে সিয়াম পালন করা।

আস-সাম্মা' বিনতে বুসর আস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ

তোমরা শুধু শনিবারে সিয়াম রেখো না। তবে ঐ দিন তোমাদের ওপর ফরযকৃত সিয়াম রাখতে পারো। তোমাদের কেউ যদি সিয়াম ভঙ্গের জন্য আঙ্গুর গাছের ছাল বা অন্য গাছের ডাল ছাড়া কিছু না পায়, তাহলে তা চিবিয়ে হলেও সিয়াম ভঙ্গ করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৬]

الفصل الثالث ما يحرم صومه

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যে সিয়ামগুলো পালন করা হারাম।

১. দুই ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা।

কাযা'আহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

আমি আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনলাম যা আমার অত্যন্ত পছন্দ হলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি যা শুনিনি এমন কথা তার নামে চালিয়ে দিতে পারি? এবার তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, দু'দিন সিয়াম পালন করা সমীচীন নয়। ঈদুল আযহার দিন এবং রমজানের পর ঈদুল ফিতরের দিন। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৭]

[১১০৬] আবূ দাউদ, হা/২৪২১, তিরমিযী, হা/৭৪৪।

[১১০৭] সহীহ বুখারী, হা/১১৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/৮২৭।

২. আইয়্যামে তাশরীকে দিনগুলোতে সিয়াম পালন করা।

ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْب

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং আওস ইবনু হাদাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে আইয়্যামে তাশরীকে একটি ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন। অতঃপর তারা রসূলের বাণী ঘোষণা করে শুনিয়ে দিলেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর মিনায় অবস্থানের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার করার দিন। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৮] মিনার দিনগুলো হলো কুরবানি ও আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলো।

তবে তামাত্তু হাজ্জকারী যদি হাদী বা কুরবানির পশু না পায় তাহলে তার জন্য আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম পালনের অনুমতি আছে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন,

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

যাঁর নিকট কুরবানির পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এটি সহীহ হাদীস।[১১০৯]

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى

যে ব্যক্তি একই সঙ্গে হাজ্জ ও উমরা পালনের সুযোগ লাভ করলো সে 'আরাফাত দিবস পর্যন্ত সিয়াম পালন করবে। সে যদি কুরবানি না করতে পারে এবং সিয়ামও পালন না করে থাকে তবে মিনার দিনগুলোতে সিয়াম পালন করবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১১১০]

[১১০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১১৪২

[১১০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৯৯৭, ১৯৯৮।

[১১১০] সহীহ বুখারী, হা/১৯৯৯।

৩. রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে সিয়াম পালন করা।

সিলাহ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমরা একদা আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট ছিলাম। তখন একটি ভূনা বকরী সেখানে উপস্থিত করা হলে কিছু লোক এক দিকে সরে গেলো (খাওয়া থেকে বিরত থাকলো) আর বললো, আমি সিয়াম পালনকারী। তখন আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সিয়াম রেখেছে, সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করেছে। এটি সহীহ হাদীস।[১১১১]

যদি কেউ (নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যেমন সোমবার, বৃহস্পতিবারে) সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য সন্দেহের দিনে সিয়াম পালনের নিষিদ্ধতা আর থাকে না।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

তোমরা কেউ রমজানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে হতে সিয়াম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সিয়াম পালন করতে পারবে। এটি সহীহ হাদীস।[১১১২]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৭: শাবান মাসের ১৫ তারিখ সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদআত

যে ব্যক্তি শাবান মাসে অত্যাধিক সিয়াম পালনে অথবা প্রতিমাসের আইয়্যামুল বীযে (প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫) সিয়াম পালনে অভ্যস্ত নয়, সে যদি শাবান মাসের পনের তারিখ আলাদা ফযীলত ও সওয়াবের বিশ্বাস রেখে সিয়াম পালন করে, তবে তা বিদআত বলে বিবেচিত হবে। কারণ শাবানের পনের তারিখ (শবেবরাত) ও ঐ দিনের সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট হাদীস। যেমন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়:

[১১১১] আবূ দাউদ, হা/২৩৩৪, তিরমিযী, হা/৬৮৬।

[১১১২] সহীহ বুখারী, হা/১৯১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮২।

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

যখন শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি আসবে, তখন তোমরা রাত্রী জাগরণ করো, সালাত আদায় করো এবং দিনের বেলায় সিয়াম পালন করো।[১১১৩]

الباب الثالث الاعتكاف

তৃতীয় অধ্যায়: ইতিকাফ

১. ইতিকাফ শরীআতসম্মত (মুস্তাহাব, সুন্নাত) হওয়ার দলীল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ ﴾

আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না (সূরা আল বাকারা: ১৮৭)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১১১৪]

২. তিনটি মসজিদে সর্বদাই ইতিকাফ করা বিশুদ্ধ।

সেগুলো হলো মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা, মাসজিদুন নাববী।

[১১১৩] খুবই দুর্বল। ইবনে মাজাহ (১৩৮৮)। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ

[১১১৪] সহীহ বুখারী, হা/২০২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭১।

আবূ ওয়াইল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عُكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " أَوْ قَالَ: " إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ " فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا أَوْ أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا

হুযাইফাহ (রহিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রহিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, কিছু লোক আপনার ও আবূ মূসার বাড়ির মধ্যে ইতিকাফ করছে। আর আপনি তো জানেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ নেই। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রহিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সম্ভবত আপনিই ভুলে গেছেন, আর তারাই মুখস্থ রেখেছে অথবা আপনিই ভুল করছেন আর তারাই সঠিক করছে।

আমি বলছি, এর সনদ ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এর শর্ত মোতাবেক।[১১১৫]

সালাফগণের কেউ কেউ এই হাদীসের ওপর আমল করেছেন।

ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহিমাহুল্লাহ) তার মুসান্নাফে' (৮০১৯হা/) সহীহ সনদে আত্বা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

মক্কার মসজিদ (মাসজিদুল হারাম) আর মদীনার মসজিদ (মাসজিদে নাববী) তে ছাড়া কোন ইতিকাফ নেই।

ইবনু আবী শায়বাহ (রহিমাহুল্লাহ) তার 'মুসান্নাফে' (৩/৯১) এবং আব্দুর রাযযাক (রহিমাহুল্লাহ) তার 'মুসান্নাফে' (হা/৮০০৮) সহীহ সনদে ইবনুল মুসায়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ

মাসজিদে নাবী তে ছাড়া কোন ইতিকাফ নেই।

মসজিদে নাবী এর অর্থ হলো তিনটি মসজিদ (অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা, মাসজিদুন নাববী)।

[১১১৫] বাইহাকী, হা/৮৫৭৪, মুশকিলুল আসার, ৪/২০, সীয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৮১।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৮: ইতিকাফ করার জন্য মসজিদ হওয়া কি শর্ত?

ইতিকাফকারী পুরুষ হলে: ইবনু কুদামা মুগনী কিতাবে (৪/৫৬১) বলেছেন: যদি ইতিকাফকারী পুরুষ হয় তাহলে মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করা সঠিক হবে না। এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

এর দলীল হল: মহান আল্লাহর বাণী: তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হবে না। সুতরাং অত্র আয়াত দ্বারা ইতিকাফের জন্য মসজিদকে খাস করা হয়েছে। যদি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ করা সঠিক হতো তাহলে সে সব স্থানে স্ত্রী মিলন করা নিষিদ্ধ হওয়াকে খাস করা হতো না। কারণ ইতিকাফ অবস্থায় মুতলাকভাবে স্ত্রী মিলন করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আব্দুল বার, ইমাম কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে এবং শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহ। আর ইজমা' হওয়া সঠিক হবে না। কারণ অল্প কিছু মতভেদ বর্ণিত হয়েছে। সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। যেমনটি ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে।

এই মসজিদের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, কোন কোন বিদ্বানের মতে, ইতিকাফের জন্য মসজিদ হওয়ার বিষয়টি তিন মসজিদের সাথে খাস। এটি হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অভিমত। আর আত্বা রহি. মাক্কা ও মদীনার মসজিদের সাথে বিষয়টিকে খাস করেছেন। আর ইবনুল মুসাইয়্যাব মদীনার মসজিদের সাথে খাস করেছেন।

আর অধিকাংশ আলেম ব্যাপকভাবে সকল মসজিদে ইতিকাফ করার প্রতি অভিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তির জন্য জুমআ আবশ্যক সে ব্যক্তির ইতিকাফের জন্য ইমাম শাফেয়ী রহি. জামে মসজিদ হওয়া মুস্তাহাব মনে করেছেন। আর ইমাম মালিক ইতিকাফকারীর জন্য জামে মসজিদ হওয়ার শর্ত করেছেন। কারণ তার মতে জুমআ বিচ্ছিন্ন হওয়া কারণে ইতিকাফ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর হাকাম, হাম্মাদ, যুহরী রহি. এর মতে এবং ইমাম মালিক রহি. এর দুই মতের এক মত হল যে মসজিদে জুমআ কায়িম হয় সে মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে ইতিকাফ জায়েয হবে না।

আর ইমাম আবূ হানীফা, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ ছাওর রহি. এর মতে, যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়িম করা হয় এমন মসজিদে ইতিকাফ করা সঠিক হবে। যদিও উক্ত মসজিদে জুমআ কায়িম করা না হয়। **আর এই অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য**। কেননা যে মসজিদে জামাআত হয় না সেই মসজিদে যদি ইতিকাফ করে আর যদি জামাআত না হয় অথচ সে ঐ একাকী মসজিদেই অবস্থান করবে এটা ইতিকাফ এর জন্য জায়েয হবে না। অথবা হয়তো সে বেশি বেশি বের হবে। আর বেশি বেশি বের হওয়াটি ইতিকাফের বিরোধী। অথচ সে এর থেকে বিরত থাকতে সক্ষম।

আর তিন মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মারফূ' ও মাওক্বুফ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য মতে এটি হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যাতীত, বিদ্বানগণের একদল বিদ্বান ইতিকাফ এর ফযীলত

ও পূর্ণতা না হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। ইতিকাফ বিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে নয়।

আর যদি ইতিকাফকারী মহিলা হয়: তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও সাওরীর মতে, মহিলা তার বাড়ির মধ্যকার মসজিদে সালাত আদায় করবে। এটি ইমাম শাফেয়ী রহি. এর প্রাচীন অভিমত।

সঠিক অভিমত হল ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রহি. এর অভিমত। আর তা হল মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ ব্যাপকভাবে আয়াতে বলা হয়েছে: আর যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাকবে তখন স্ত্রী মিলন করবে না। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবিগণ তার সাথে মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে তাদেরকে অনুমতি দেন ও পরে তাদেরকে নিষেধ করেন। সুতরাং ইতিকাফ করার জন্য যদি মসজিদ শর্ত না হয় তাহলে অনুমতি দেওয়া ও না দেওয়ার যে আলোচনা উল্লেখ হয়েছে এটা হতো না এবং মহিলাদের জন্য তাদের বাড়ির মসজিদই ইতিকাফের জন্য যথেষ্ঠ হতো।

জ্ঞাতব্য: মহিলাদের ইতিকাফ করার জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নয়। বরং তাদের জন্য সকল মসজিদেই ইতিকাফ করা জায়েয। কারণ মহিলাদের জন্য জামাআতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রহি. এই অভিমতই পোষণ করেছেন। দেখুন: মুগনী (৪/৪৬৪-৪৬৫), ফাতহুল বারী (২০২৫) (২০৩৩), তাফসীর কুরতুবী (২/৩৩৩) ও মাজমূ' (৬/৪১০) মাকতাবাতুল ইরশাদ। ফাতহুল আল্লাম।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৬৯: যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করবে সে কখন থেকে ইতিকাফ শুরু করবে?

উত্তর: এই মাসআলায় দু'টি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: একুশের দিনের ফজরের সালাতের পর থেকে ইতিকাফ শুরু করবে। এটি আওযায়ী, লাইস ও সাওরী রহিমাহুমুল্লাহর অভিমত। তাঁরা এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন এরপর তিনি তাঁর ইতিকাফ করার স্থানে প্রবেশ করতেন।

দ্বিতীয় অভিমত: রমজানের বিশ তারিখে মাগরিব সালাতের পর থেকে ইতিকাফ করা শুরু করবে। এটি ইমাম আহমাদ, মালিক, আহমাদ ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ এবং একদল বিদ্বানের অভিমত। কারণ দশক সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়। আর সহীহাইনে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করার জন্য মধ্য রমজানে ইতিকাফ করেন। অতঃপর তাঁর নিকট স্পষ্ট হয় যে,

লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে হয়। এরপর তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করবে সে যেন নিজের ইতিকাফের স্থানে ইতিকাফ করে। আর এই মতটিই প্রাধান্যযোগ্য মত। এটি আমাদের শাইখ মুকবিল বিন ওয়াদী রহি. এর অগ্রগণ্য মত। আর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর থেকে বর্ণিত হাদীসকে তারা তাবীল করে বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রের প্রথমাংশে ইতিকাফ স্থানে প্রবেশ করেছিলেন। বস্তুত তিনি যে স্থানকে নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছিলেন সেই স্থানে ফজরের সালাতের পর নির্জনতা গ্রহণ করেন। দেখুন, ফাতহুল বারী (২০৩৩) ও মুগনী (৪/৪৮৯)। ফাতহুল আল্লাম।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭০: ইতিকাফের সময়ের সর্ব নিম্ন পরিমাণ

এই মাসআলায় দু'টি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: ইতিকাফের জন্য কোন সর্ব নিম্ন পরিমাণ নেই। এটি ইমাম শাফেয়ী, দাউদ, ইবনু 'উলাইয়্যাহ রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহি. এর একটি অভিমত। এমতকে ইবনুল মুনযির ও ইবনুল আরাবী উত্তম মনে করেছেন। সুতরাং এক ঘণ্টা সময়ের জন্য যদি কেউ ইতিকাফ করে তবুও সেটি সঠিক হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা রহি. এর অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত: ইতিকাফের সর্ব নিম্ন পরিমাণ সময় হল এক দিন ও এক রাত। এটি ইমাম মালিকের অভিমত ও ইমাম আবূ হানীফা রহি. এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ শরীআতে বর্ণিত পরিমাণের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হল এটি। অর্থাৎ, তারা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের অর্থকে উদ্দেশ্য করেছেন।

তবে প্রথম অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য। কারণ শব্দগতভাবে ইতিকাফ কম ও বেশি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। শরীআত এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নির্ধারণ করেনি। সুতরাং মূল ও শব্দগত অর্থের উপরেই এটি অবশিষ্ট্য রয়েে গেছে। দেখুন: মাজমূ' (৬/৪২০) আল ইরশাদ প্রকাশনী ও তাফসীর কুরতুবী (২/৩৩৩)। ফাতহুল আল্লাম।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭১: ইতিকাফ করার জন্য সিয়াম রাখা শর্ত কি?

এ বিষয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: ইতিকাফের ক্ষেত্রে সিয়াম থাকা আবশ্যক। এটি ইমাম মালক, লাইছ, আবূ হানীফা, সাওরী রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহি. এর একটি অভিমত। তাঁরা এ অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিয়াম ছাড়া ইতিকাফ করেননি। আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি মু'আল্লাল হাদীস। অনুরূপ তারা আবূ দাউদে (২৪৭৪) ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণিত

হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাহিলীয়্যাতের যুগে ইতিকাফ করার নিয়্যাত করেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন: তুমি ইতিকাফ করো ও সিয়াম রাখো। আর এই হাদীসটি যঈফ। এটিকে আব্দুল্লাহ বিন বুদাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এককভাবে বর্ণনা করেন। আমর বিন দীনার থেকে। আর আব্দুল্লাহ বিন বুদাইল যঈফ রাবী। সে সহীহাইনের বিপরীত বর্ণনা করে। কারণ সহীহাইনের বর্ণনায় সিয়াম থাকার কথা উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় অভিমত: ইতিকাফের জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক নয়। মানতের দ্বারা যদি নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়া ছাড়া। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে অত্র অধ্যায়ে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক রহি. এর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ রহি. এর প্রসিদ্ধ একটি অভিমত। এটি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব ও উমার বিন আব্দুল আযীয রহি. এর অভিমত। তারা সহীহাইনে বর্ণিত ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণনা দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি জাহিলীয়্যাতের যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। আর রাততো সিয়াম রাখার সময় নয়। হাদীসটির সমালোচনা করে বলা হয় যে, সহীহ মুসলিমে (ইয়ামান) শব্দ যোগে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সমালোচনা দ্বারা দলীল প্রদানের ত্রুটি করবে না। বরং বলা হবে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সিয়াম রাখার নির্দেশ প্রদান করেননি। যদি ইতিকাফের জন্য সিয়াম রাখা শর্ত হতো তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (উমারকে) সিয়াম রাখার নির্দেশ দিতেন। তারা এ অধ্যায়ে উল্লেখিত ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিনে ইতিকাফ করা সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন। যেমন সহীহাইনে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তারা বলেন: ইতিকাফের জন্য সিয়াম ওয়াজিব করা এমন একটি হুকুম। যা শরীআত ছাড়া প্রমাণিত হবে না। আর এ বিষয়ে কোন সহীহ দলীল ও ইজমা বর্ণিত হয়নি। তাই দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। দেখুন: মুগনী (৪/৪৫৯), ফাতহুল বারী (২০৩২) ও শারহু মুসলিম (৮/৬৭)। ফাতহুল আল্লাম।

৩. রমজানে ইতিকাফ করা বেশি তাগিদপূর্ণ, বিশেষভাবে রমজানের শেষ দশকে।

কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪. রমজানের শেষ দশকে ইবাদতে পরিশ্রম করা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে বেঁধে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। এটি সহীহ হাদীস।[১১১৬]

৫. লায়লাতুল কদরের সম্ভাব্য রাতগুলো (ইবাদতের জন্যে) জাগা মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকির আশায় কদরের রাতে ইবাদতের জন্যে রাত্রি জাগবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটি সহীহ হাদীস।[১১১৭]

৬. যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর পাবে, সে যে দুআ বলবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর পাই, তাহলে সে রাতে কি বলবো? তিনি বললেন, তুমি বলো,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতেই পছন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এটি সহীহ হাদীস।[১১১৮]

[১১১৬] সহীহ বুখারী, হা/২০২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৪।

[১১১৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

[১১১৮] তিরমিযী, হা/৩৫১৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৫০।

৭. ইতিকাফকারী প্রয়োজন ছাড়া (মসজিদ থেকে) বের হবে না।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ইতিকাফে থাকতেন তখন প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না। এটি সহীহ হাদীস।[১১১৯]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭২: যখন রামাযানের শেষ দশ তারিখে ইতিকাফ করবে তখন 'ঈদের দিনেও কি ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে হবে?

ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালিকের মতে, ঈদের রাত্রিতেও ইতিকাফ স্থলে অবস্থান করতে হবে এবং ফজরের সালাতের পর বের হতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আওযায়ী রহিমাহুমাল্লাহ এর মতে, যখন সূর্য অস্ত যাবে তারপর বের হবে। কারণ দশ তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকেই মাস শেষ হয়ে যায়। এই অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য অভিমত। মুস্তাহাব হওয়ার কোন দলীল নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। দেখুন: তাফসীর ক্বুরতুবী (২/৩৩৬)। ফাতহুল আল্লাম।

[১১১৯] সহীহ বুখারী, হা/২০২৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৭।

الكتاب الرابع كتاب الزكاة

চতুর্থ পর্ব: যাকাত

الباب الأول: باب أحكام الزكاة

প্রথম অধ্যায়ঃ যাকাতের বিধিবিধান

الباب الثاني: باب زكاة الحيوان

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পশুর যাকাত।

الفصل الأول: نصاب الإبل

প্রথম পরিচ্ছেদঃ উটের নিসাবের পরিমাণ

الفصل الثاني: نصاب البقر

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গরুর নিসাবের পরিমাণ

الفصل الثالث: نصاب الغنم

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ছাগলের নিসাবের পরিমাণ

الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ (পশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দুই ফরয পরিমাণের মাঝের পশুর সংখ্যা।

الباب الثالث: باب زكاة الذهب والفضة

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সোনা ও রূপার যাকাত।

الباب الرابع: باب زكاة النبات

চতুর্থ অধ্যায়ঃ উৎপাদিত ফসলের যাকাত।

الباب الخامس: باب مصارف الزكاة

পঞ্চম অধ্যায়ঃ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

الباب السادس: صدقة الفطر

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সাদাকাতুল ফিতর।

الباب السابع: باب الخمس

সপ্তম অধ্যায়ঃ খুমুস বা (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)।

الباب الأول: باب أحكام الزكاة

প্রথম অধ্যায়: যাকাতের বিধিবিধান

১. ইসলামে যাকাতের মর্যাদা।

যাকাত হলো দীনের ফরয বিষয়গুলোর অন্যতম এবং এটি দীনের একটি রুকন।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। সেগুলো হলো, ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সালাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমজানের সিয়াম পালন করা। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২০]

২. যাকাতের ফযীলত এবং যাকাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

এই ইবাদতের নাম 'যাকাত' হওয়াতেই এক দিক থেকে এর ফযীলত প্রমাণ হয়। সেটি হলো, যাকাত অর্থ হলো, পবিত্রতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আত তাওবা: ১০৩)।

সুতরাং যাকাত হলো, ধনী ও দরিদ্রদের নিজেদের জন্য এবং তাদের সম্পদের জন্য পবিত্রতা ও বৃদ্ধিস্বরূপ। আর এটি যাকাত দানকারীর জন্য সফলতা।

[১১২০] সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬।

আল্লাহ তাআলা সূরা আর রূমে বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴾

আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী (সূরা আর রূম: ৩৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদাকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র সম্পদ কবুল করেন আর আল্লাহ তার ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়ার শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদাকা পাহাড় সমান হয়ে যায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২১]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

সাদাকা করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২২]

উকবাহ ইবনুল হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ

[১১২১] সহীহ বুখারী, হা/১৪১০, সহীহ মুসলিম, হা/১০১৪।

[১১২২] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮, তিরমিযী, হা/২০২৯।

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন, ঘরে সাদাকার একখন্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বণ্টন করে দিয়ে এলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২৩]

৩. যাকাত ও সাদাকা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই দু'টি শব্দগতভাবে পৃথক, কিন্তু উভয়ের অর্থ একই।

পবিত্র কুরআতে ত্রিশবার যাকাত শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাতাশ স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১১২৪] আর তিনস্থানে সালাতের সাথে যাকাতকে উল্লেখ করা হয়নি। সেগুলো হলো, আল্লাহ তাআলা সূরা আল আরাফে বলেন,

﴿فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ﴾

সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে (সূরা আল আরাফ: ১৫৬)।

আল্লাহ তাআলা সূরা আর রূমে বলেন,

﴿ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴾

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই সমৃদ্ধশালী (সূরা আর রূম: ৩৯)।

আল্লাহ তাআলা সূরা ফুসসিলাতে বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ﴾

যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারাই আখিরাতের সাথে কুফরীকারী।

এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনের ত্রিশ স্থানে যাকাত শব্দ এসেছে। এগুলোর সবগুলোই ফরয যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে সাদাকা শব্দটি কুরআনে তেরবার এসেছে। পাঁচ স্থানে صدقة শব্দ, আর সাত স্থানে الصدقات শব্দ, আর এক স্থানে صدقاتكم শব্দ এসেছে।

পবিত্র কুরআনে ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডনের কাফফারার বিষয়ে মিসকীনদের খাদ্য খাওয়ানো অর্থে সাদাকা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

---

[১১২৩] সহীহ বুখারী, হা/১৪৩০।

[১১২৪] আল মুজামুল মুফাহরিস লি আলফাযির কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

﴿مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে (সূরা আল বাকারা: ১৯৬)।

আবার পবিত্র কুরআনে ফরয যাকাত অর্থেও সাদাকা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾

আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আত তাওবা: ১০৩)।

এই অর্থেই আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আত তাওবা: ৬০)।

আর অন্যান্য স্থানে ফরয সাদাকা ও নফল সাদাকা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[১১২৫]

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, কোন কোন স্থানে সাদাকা শব্দটি ফরয যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন স্থানে ফরয সাদাকা ও নফল সাদাকা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন স্থানে শুধু নফল সাদাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সারকথা হলো, যাকাত ও সাদাকা একই অর্থের শব্দ। এদের নাম ভিন্ন, কিন্তু অর্থ একই।

[১১২৫] আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাযির কুরআনিল কারীম, পৃ. ৪০৬।

৪. কখন যাকাতকে ফরয করা হয়েছে?

নবুওয়তের প্রথম দিকেই যাকাতকে ফরয করা হয়েছিল। তবে তাতে কোন পরিমাণ বা শর্ত দেয়া ছিল না, সেখানে ছিল না নিসাবের কোন পরিমাণ নির্ধারণ অথবা বাৎসরিক হিসাব অথবা কারো দিকে সম্পৃক্তকরণ। এই স্তরটি ছিল মাক্কী জীবনের। এই বিষয়ে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে, আল্লাহ তাআলা সূরা আন নামল এ বলেন,

﴿طسٓۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡقُرۡءَانِ وَكِتَابٖ مُّبِينٖ ١ هُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٣﴾

ত্ব-সীন; এগুলো আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য। যারা সালাত কায়িম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে (সূরা আন নামল: ১-৩)।

তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনের হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ নির্ধান করে দেয়া হয়।

৫. যাকাতের প্রতি উৎসাহিতকরণ এবং এটি না দেয়াতে কঠিন সতর্কীকরণ।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে। আসমান ও জমিনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত (সূরা আলে ইমরান: ১৮০)।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) কে ইয়ামানে (প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন, তখন তিনি বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছে যারা কিতাবধারী। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, প্রত্যেক দিন ও রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। আর মাযলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২৬]

আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবার দুই আয়াতে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ করো (সূরা আত তাওবা: ৩৪-৩৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا،

[১১২৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯।

حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপাল ও পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের আর জাহান্নামের দিকে। যে উটের মালিক তার উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না যখন কিয়ামতের দিন আসবে তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে। এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তারপর তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে। যেসব ছাগলের মালিক এর হক (যাকাত) আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। আর তার সে সব ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। সেদিন তার একটি ছাগলের শিং বাকা বা শিং ভাঙ্গা থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে দ্বিতীয়টা এর পিছে পিছে এসে যাবে। সারাদিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২৭]

৬. যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির বিধান।

যাকাত হলো ইসলামের রুকনগুলোর অন্যতম এবং এটি একটি ফরয বিধান, যার ব্যাপারে এই উম্মত একমত হয়েছেন। আর এটি একটি দীনের জরুরী বিষয়। কোন ব্যক্তি যদি যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে এবং কাফির হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। তবে যদি সে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী হয়, তাহলে তার থেকে এই বিধান না জানার ওজরকে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি যাকাতকে ফরয হিসেবে বিশ্বাস করে, কিন্তু যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে যাকাত না দেয়ার

[১১২৭] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭, মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৮৩।

কারণে সে পাপী হবে। তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না। বিচারক জোরপূর্বক তার থেকে যাকাত নিবেন এবং শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক সম্পদও নিবেন।

বাহয ইবনু হাকীম হতে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

চারণভূমিতে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতে লাবূন যাকাত দিতে হবে এবং একটি উটকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে দিবে, সে সেই প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, আমরা তা আদায় করবোই এবং (শাস্তিস্বরূপ) তার সম্পদের অর্ধেক নিবো। কেননা এটাই আমাদের রবের হক। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের জন্য এর থেকে সামান্য পরিমাণ নেয়াও বৈধ নয়। এই হাদীসটি হাসান।[১১২৮]

আর কোন সম্প্রদায় যাকাত ফরয হওয়াকে বিশ্বাস করার পরেও যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে যদি শক্তি ও ক্ষমতা থাকে, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে, যতক্ষণ না তারা যাকাত দেয়।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। এই হাদীসটি সহীহ।[১১২৯]

[১১২৮] আবূ দাউদ, হা/১৫৭৫, মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪।

[১১২৯] সহীহ বুখারী, হা/২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবূ বকর (রা) এর খিলাফতের সময় আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন উমার (রা) আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সে সব লোকদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আর যে কেউ তা বললো, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিলো। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর কসম। যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রা) এর হৃদয় লড়াইয়ের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছে। এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩০]

৭. দেশ ও জীবনের ওপর যাকাত বের করার প্রভাব।

ক. দুর্ভিক্ষ না হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। সেগুলোর একটি হলো,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

[১১৩০] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৯, ১৪০০, সহীহ মুসলিম, হা/২০।

যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩১]

খ. যাকাত হলো জান্নাত লাভের রাস্তা।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ﴾

তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব (জান্নাত) অর্জন করবে না (সূরা আলে ইমরান: ৯২)।

গ. যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা সাবাতে বলেন,

﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾

আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার বিনিময় দিবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা (সূরা সাবা: ৩৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

প্রতিদিন বান্দারা যখন সকাল করে, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩২]

ঘ. যাকাত প্রদানকারী আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল আরাফে বলেন,

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ﴾

[১১৩১] ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯, সিলসিলা সহীহহ, হা/১০৬।

[১১৩২] সহীহ বুখারী, হা/১৪৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১০১০।

আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে। কাজেই আমি তা লিখে দিবো তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর ওপর ঈমান আনে (সূরা আল আরাফ: ১৫৬)।

ঙ. ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পায়।

আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ: هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيَرَى فِيَّ شَيْءٌ، مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় বসে বলেছিলেন, কা'বা ঘরের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বা ঘরের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কী? আমার মাঝে কি কিছু (ত্রুটি) দেখা গেছে? তিনি (আবূ যার) বলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম যতক্ষণের জন্য আল্লাহ চাইলেন। এরপর আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! তারা কারা? হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে তারা নয় যারা এভাবে এভাবে এভাবে (সাদকা করে)। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৩]

৮. কার ওপরে যাকাত ফরয।

প্রত্যেক স্বাধীন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের ওপর যাকাত ফরয, যদি তার মালাকানাভুক্ত সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হয়। তবে শস্য ফসল ছাড়া। কেননা ফসল নিসাব পরিমাণ হলে, ফসল তোলার দিনেই তার যাকাত ফরয হয়। আল্লাহ তাআলা সূরা আল আনআতে বলেন,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾

আর তোমরা ফসল তোলার দিনে সেগুলো হক (যাকাত) দিয়ে দিবে (সূরা আল আনআম: ১৪১)।

[১১৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/৯৯০।

الباب الثاني: باب زكاة الحيوان

দ্বিতীয় অধ্যায়: পশুর যাকাত।

الفصل الأول: نصاب الإبل

প্রথম পরিচ্ছেদ: উটের নিসাবের পরিমাণ

উটের সংখ্যা ৫ হলে তাতে ১টি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। তারপর প্রতি ৫টি উটে ১টি ছাগল দিতে হবে। যদি উটের সংখ্যা ২৫ হয় তাহলে তাতে ১টি বিনতে মাখায (যে উটনীর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা ১টি ইবনু লাবুন (যে উট দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। আর ৩৬টিতে একটি বিনতে লাবুন (যে উটনী দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। আর ৪৬টিতে একটি হিক্কাহ (যে উটনী তৃতীয় বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। ৬১টিতে একটি জাযাআ (যে উটনী চতুর্থ বছর পূর্ণ করে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। আর ৭৬টিতে দুইটা বিনতে লাবুন দিতে হবে। আর উটের সংখ্যা ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে তাতে দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে। যদি এর বেশি হয়, তাহলে প্রতি ৪০টিতে একটি করে বিনতে লাবুন আর প্রতি ৫০টিতে একটি করে হিক্কাহ দিতে হবে।

এই বিষয়গুলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো,

উটের নিসাবের পরিমাণ	যে পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয
১-৪	যাকাত নেই
৫ - ৯	১টি ছাগল
১০ - ১৪	২টি ছাগল
১৫ - ১৯	৩টি ছাগল
২০ - ২৪	৪টি ছাগল
২৫ - ৩৫	১টি বিনতে মাখায
৩৬ - ৪৫	১টি বিনতে লাবুন
৪৬ - ৬০	১টি হিক্কাহ
৬১ - ৭৫	১টি জাযাআ
৭৬ - ৯০	২টি বিনতে লাবুন

৯১ - ১২০	২টি হিক্কাহ
১২১ - ১২৯	৩টি বিনতে লাবুন
১৩০ - ১৩৯	১টি হিক্কাহ ও ২টি বিনতে লাবুন
১৪০ - ১৪৯	২টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে লাবূন।
১৫০ - ১৫৯	৩টি হিক্কাহ
১৬০ - ১৬৯	৪টি বিনতে লাবূন
১৭০ - ১৭৯	৩টি বিনতে লাবূন ও ১টি হিক্কাহ
১৮০ - ১৮৯	২টি বিনতে লাবূন ও ২টি হিক্কাহ
১৯০ - ১৯৯	৩টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে লাবূন
২০০ - ২০৯	৪টি হিক্কাহ অথবা ৫টি বিনতে

আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল,

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন যে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটাই যাকাতের নিসাব, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা মুসলিমদের প্রতি নির্ধারণ করেছেন এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট হতে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে অধিক চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে।

প্রতিটি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিনতে মাখায। ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিনতে লাবূন। ছয়চল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত পালযোগ্য একটি হিক্কা, একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ, ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিনতে লাবূন, একানব্বইটি হতে একশ' বিশ পর্যন্ত পালযোগ্য দু'টি হিক্কা আর একশ' বিশের অধিক হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কা। যার চারটির বেশি উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌঁছে তখন একটি বকরী আবশ্যক। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৪]

الفصل الثاني: نصاب البقر

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গরুর নিসাবের পরিমাণ

ত্রিশটা গরুতে একটি তাবী (যেই গরু এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা তাবী'আ (যেই গাভী এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দেয়া ফরয। আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে মুসিন্নাহ (যেই গাভী দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) দিতে হবে। তারপর এভাবে চলতে থাকবে।

এই বিষয়গুলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো,

গরুর নিসাবের পরিমাণ	যে পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয
১-২৯	যাকাত নেই
৩০ - ৩৯	১টি তাবী
৪০ - ৫৯	১টি মুসিন্নাহ
৬০ - ৬৯	২টি তাবী
৭০ - ৭৯	১টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী
৮০ - ৮৯	২টি মুসিন্নাহ
৯০ - ৯৯	৩টি তাবী
১০০ - ১০৯	১টি মুসিন্নাহ ও ২টি তাবী

[১১৩৪] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪।

১১০ - ১১৯	২টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী
১২০ - ১২৯	৩টি মুসিন্নাহ অথবা তাবী

আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল,

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় এ নির্দেশ দেন যে, গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশটির জন্য একটি তাবী (যেই গরু এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) অথবা তাবী'আ (যেই গাভী এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে), আর চল্লিশটির জন্য একটি মুসিন্নাহ (যেই গাভী দ্বিতীয় বছর অতিক্রান্ত করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক যিম্মী থেকে এক দীনার বা এর সমমূল্যের কাপড় নিতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৫]

الفصل الثالث: نصاب الغنم

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ছাগলের নিসাবের পরিমাণ

৪০টি থেকে ১২১টি পর্যন্ত ছাগলে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয। আর ছাগলের পরিমাণ ১২১টি হলে তাতে দু'টি ছাগল দিতে হবে, এই পরিমাণই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা ২০১ হওয়া পর্যন্ত। আর ছাগলের পরিমাণ ২০১ হলে তাতে তিনটি ছাগল দিতে হবে। এই পরিমাণই দিতে হবে ছাগলের সংখ্যা ৩০১ হওয়া পর্যন্ত। আর ছাগলের পরিমাণ ৩০১ হলে তাতে চারটি ছাগল দিতে হবে। তারপর প্রতি একশ ছাগলে একটি করে ছাগল দিতে হবে।

এই বিষয়গুলো নিচের তালিকাতে স্পষ্ট করা হলো,

ছাগলের নিসাবের পরিমাণ	যে পরিমাণ যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয
১ - ৩৯	কোন যাকাত নেই

[১১৩৫] আবূ দাউদ, হা/১৫৭৬, তিরমিযী, হা/৬২৩।

৪০ - ১২০	১টি ছাগল
১২১ - ২০০	২টি ছাগল
২০১ - ৩০০	৩টি ছাগল
৩০১ - ৪০০	৪টি ছাগল
৪০১ - ৫০০	৫টি ছাগল

এভাবে প্রতি একশটিতে একটি করে ছাগল দিতে হবে।

আমি (লেখক) বলছি, পূর্বে যা বর্ণিত হলো, তার দলীল,

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন যে, সেই বর্ণনাতে আছে যে,

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে, গৃহপালিত বকরী চল্লিশটি হতে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশি হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি একশ'-তে একটি করে বকরী। কারো গৃহপালিত বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৬]

[১১৩৬] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪।

الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ (পশুকে) একত্রিত করা, বিচ্ছিন্ন করা এবং ওয়াকস (দুই ফরয পরিমাণের মাঝের পশুর সংখ্যা। যেমন পাঁচটি উটে একটি ছাগল এবং দশটি উটে দু'টি ছাগল দিতে হবে। এখন কারো কাছে যদি ছয়টি বা সাতটি উট থাকে তাহলে এই বাড়তি সংখ্যাকেই ওয়াকস বলে) সম্পর্কে।

১. যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন গবাদিপশুগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিত পশুগুলোকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান, যাকাতের (পরিমাণ কম বেশি হওয়ার) আশংকায় বিচ্ছিন্ন পশুগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৭]

একত্রিত পশুকে বিচ্ছিন্ন করার ধরন।

যেমন, দুই ব্যক্তির দুইশ একটি ছাগল আছে। এই ছাগলগুলোতে তিনটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। কিন্তু তারা এই ছাগলগুলোকে (দুই জনের মাঝে) বিচ্ছিন্ন করে দিলে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে (কেননা তখন প্রত্যেকের ছাগলের পরিমাণ হবে একশটি)।

বিচ্ছিন্ন পশুকে একত্রিত করার ধরনঃ

যেমন, তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের চল্লিশটি করে ছাগল আছে। যদি তিনজনের ছাগলকে একত্রিত না করে, তাহলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর যদি তিনজনই তাদের ছাগলগুলোকে একত্রিত করে, তাহলে সবগুলোর জন্যই একটি ছাগল দিতে হবে (কেননা তখন ছাগলের পরিমাণ হবে একশ বিশটি, যাতে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে)।

২. নিসাবের চেয়ে কম সংখ্যক পশু থাকলে তাতে কোন যাকাত নেই। আবার ওয়াকসেরও কোন যাকাত নেই।

প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আনাস (রা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নিসাবের কম পরিমাণে কোন যাকাত নেই। আর এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

[১১৩৭] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫০।

الأوقاص শব্দটি وقص শব্দের বহুবচন। এটি হলো, দুই ফরয পরিমাণের মাঝের পশুর সংখ্যা। আর এই বিষয়েও কোন মতভেদ নেই। কেনা মুয়ায (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, এই ওয়াকসে (যাকাতের পরিমাণে) কোন ফরয নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৩৮]

৩. দুই অংশীদারের মাঝে (তাদের অংশ অনুপাতে যাকাতের পরিমাণ) সমানভাবে ভাগ করা হবে।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন আবূ বকর (রা) তা তাকে লিখে জানালেন,

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

দুই শরীকের কাছ থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে সেটা তারা সমানভাবে নিজ নিজ অংশ বহন করবে।[১১৩৯]

দুই অংশীদারের ধরনঃ

যেমন, দুই অংশীদারের প্রত্যেকের ২০টি ছাগল আছে। এখন যাকাত আদায়কারী তাদের উভয়ের চল্লিশটি ছাগল থেকে একটি ছাগল যাকাত হিসেবে নিলো। তখন প্রত্যেকের ওপরে অর্ধেক ছাগলের মূল্য বর্তাবে। এটি হলো, তাদের উভয়ের অংশীদারীত্ব থাকার কারণে তাদের উভয়ের মালিকানাই এক ব্যক্তির মালিকানার মতো হবে। আর এটিই সটিক, যেমনটি দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

৪. যে ধরনের পশুগুলোকে যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ক. অতিবৃদ্ধ, বার্ধক্যের কারণে যার দাঁতগুলো পড়ে গেছে।

খ. কানা

গ. পাঠা

ঘ. ত্রুটিযুক্ত,

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তার নিকট লিখে পাঠান। তাতে রয়েছে,

وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ

[১১৩৮] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪০।

[১১৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫১।

অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও কানা বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী যদি চায় তাহলে নিতে পারে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৪০]

আর উমার আল মুহাল্লীর পত্রে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ

(যাকাতে) অতিবৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না। এই হাদীসটি হাসান।[১১৪১]

ঙ. আকুলা: যেই ছাগল খাবার উদ্দেশ্যে রাখা হয়।

চ. রুব্বা: যেই পশু তার দুধের জন্য বাড়িতে রাখা হয়।

ছ. গর্ভবতী: পাল দেয়ার পরে যেই পশু গর্ভবতী হয়।

ছ. পাঠা ছাগল।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟» فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ. لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সম্মুখে একবার যাকাতের বকরী পেশ করা হলো। তিনি এর মধ্যে বড় স্তনওয়ালা একটি দুধেল বকরী দেখে বললেন, এটি কোথা থেকে আসলো? লোকজন বললেন, এটি যাকাতের পশু। তখন উমার (রা) বললেন, এটির মালিক নিশ্চয়ই সন্তুষ্টচিত্তে দেয়নি। মানুষকে তোমরা অসুবিধায় ফেলবে না। সর্বোত্তম জিনিস কখনও যাকাতে গ্রহণ করবে না, আর মানুষের রিযিক ছিনিয়ে নেয়া থেকে বিরত থাকো। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১১৪২]

সুফইয়ান ইবনু আবদুল্লাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

[১১৪০] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৫।

[১১৪১] মুআত্তা মালিক, হা/২৩, শাইখ আব্দুল কাদির আল আরনাউত (রহি) তার 'তাখরীজু জামি' উসূল' কিতাবে এই বর্ণনাকে হাসান বলেছেন।

[১১৪২] মুআত্তা মালিক, হা/২৮।

بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «نَعَمْ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا تَأْخُذْهَا ، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে এক এলাকাতে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠালেন। তিনি বকরী গণনা করার সময় বাচ্চাগুলোকেও গণনায় শামিল করতেন। এতে এলাকাবাসীগণ তাকে বললেন, বাচ্চাগুলোকে আপনি গণনায় শামিল করেন কিন্তু যাকাতের মধ্যে এগুলোকে গ্রহণ করেন না কেন? যাকাত আদায় করে ফিরে আসার পরে এই ঘটনা উমার (রা) এর কাছে উল্লেখ করা হলো। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, বকরীর বাচ্চা এমনকি যে সমস্ত বাচ্চা রাখালরা কোলে করে বহন করে সেই ধরনের বাচ্চাগুলোকে গণনায় শামিল করা হবে। কিন্তু যাকাতের আদায়ের সময়ে এগুলো আমরা গ্রহণ করি না। এছাড়াও খাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত মোটাতাজা বকরী, বাচ্চারা যার দুধের উপর নির্ভরশীল তেমন বাচ্চাওয়ালা বকরী, পাঠা, গর্ভবতী বকরিও আমরা যাকাতে গ্রহণ করি না। এক বছর ও দুই বছর বয়সের পশু গ্রহণ করা হবে। আর এটিই হলো, উৎকৃষ্ট ও নিম্নমানের সম্পদের মাঝে মধ্যমপন্থা। এই হাদীসের সনদ হাসান।[১১৪৩]

الباب الثالث: باب زكاة الذهب والفضة

তৃতীয় অধ্যায়: সোনা ও রূপার যাকাত।

১. সোনা ও রূপার যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সেগুলো নিসাব পরিমাণ হওয়া এবং এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ – وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ – فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

তোমার নিকট যদি দুইশ দিরহাম থাকে আর তাতে যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে পাঁচ দিরহাম (যাকাত হিসেবে) দিতে হবে। আর বিশ দীনার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমার ওপর কোন যাকাত নেই। আর যখন তোমার নিকটে বিশ দীনার থাকবে, আর তাতে যদি এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তাতে অর্ধ দীনার দিতে হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১১৪৪]

[১১৪৩] মুআত্তা মালিক, হা/২৬।

[১১৪৪] আবু দাউদ, হা/১৫৭২।

২. রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দুইশত দিরহাম। এই পরিমাণ রূপাতে চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

এর পক্ষে একটু পূর্বেই এই অধ্যায়ের এক নম্বরে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি বর্ণনা করা হলো। এছাড়াও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আবূ বকর (রা) তাকে বাহরাইনের দিকে পাঠালেন, তখন তার জন্য তিনি এই পত্র লিখলেন, তাতে ছিল, وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ রূপাতে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৪৫]

এক দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম।

পাঁচ দিরহাম = ১৪.৬৭৫ গ্রাম।

দশ দিরহাম = ২৯.৭৫ গ্রাম।

বিশ দিরহাম = ৫৯.৫ গ্রাম

একশ দিরহাম = ২৯৭.৫ গ্রাম।

দুইশ দিরহাম = ৫৯৫ গ্রাম। এটিই হলো, রূপার নিসাবের পরিমাণ।

৩. সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ দীনার। এই পরিমাণ সোনাতে চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

এর পক্ষে একটু পূর্বেই এই অধ্যায়ের এক নম্বরে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাসান হাদীসটি বর্ণনা করা হলো।

এক দীনার = ৪.২৫ গ্রাম।

পাঁচ দীনার = ২১.২৫ গ্রাম।

দশ দীনার = ৪২.৫ গ্রাম।

বিশ দীনার = ৮৫ গ্রাম। এটিই হলো সোনার নিসাবের পরিমাণ।

(দেখুন, লেখকের রচিত 'আল ইযাহাতুর আসরিয়্যাহ লিল মাকায়িসি ওয়াল মাকাইল ওয়াল আওযানিশ শারইয়্যাহ')।

৪. সোনা রূপা ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান বস্তুতে (হীরা, মুক্তা) যাকাত নেই।

যেমন, মনি মুক্তা, হীরা ইত্যাদিতে যাকাত নেই। কেননা এগুলোর যাকাত দিতে হবে এমন কোন দলীল বর্ণিত হয়নি।

[১১৪৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪।

৫. যেসব নিসাব পরিমাণ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরয হয়, সেগুলো মধ্যে মহিলাদের সোনা ও রূপার অলংকারে যাকাত নেই। বরং সেগুলো থেকে মনের উদারতা অনুযায়ী সাধারণভাবে সাদাকা করা আবশ্যক।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

একদা ইয়ামেনের এক মহিলা তার কন্যাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার কন্যার হাতে দু'টি মোটা স্বর্ণের বালা ছিলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের দু'টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। এই হাদীসটি হাসান।[১১৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট গেলে তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে আমার হাতে রূপার বড় আংটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জার জন্য আমি এটা বানিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি বললেন, তোমাকে (জাহান্নামের) আগুনে নিয়ে যেতে এটাই যথেষ্ট। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৪৭]

[১১৪৬] আবূ দাউদ, হা/১৫৬৩, তিরমিযী, হা/৬৩৭।

[১১৪৭] আবূ দাউদ, হা/১৫৬৫, হাকিম, ১/৩৮৯-৩৯০।

এই বর্ণনা দু'টি প্রমাণ করে যে, মহিলাদের সোনা ও রূপার অলংকারেও যাকাত ফরয। কিন্তু বাহ্যত এখানে শরীআতসম্মত ফরয যাকাত উদ্দেশ্য নয়, যাতে নিসাব পরিমাণ হতে হবে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। এই বর্ণনা দু'টিতে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য না হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো,

(১) দু'টি বালা ও আংটি নিসাব পরিমাণে পৌঁছায় না।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর অতিক্রম হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেননি। আর তাকে এটিও বলা হয়নি যে, এগুলোর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কেননা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখার কিছু আগেই আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই আংটিটি পরেছিলেন। সুতরাং তাতে তো এক বছর অতিক্রান্ত হয়নি।

(৩) যেসব ব্যাপক হাদীসগুলো সোনা ও রূপাতে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বলে, সেগুলো আসলে সেই সোনা ও রূপাকে প্রমাণ করে যেগুলো মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কেননা ভাষাগতভাবে এবং প্রথাগতভাবে এধরনের শব্দ মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত হয়, সাধারণ সোনা ও রূপার জন্য নয়।

(৪) মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলো হলো কাজে লাগানো গরু ও উটের মতো, যেগুলোতে কোন যাকাত নেই, যদিও সেই একই শ্রেণির জিনিসে (অর্থাৎ কাজে খাটানো হয় না এমন গরুর ও উট) যাকাত ফরয হয়।

(৫) অধিকাংশ সাহাবীদের মতে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত নেই।

(৬) একদল সালাফের মতে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত হলো, সেটি ধার দেয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এর দাস নাফি (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ «لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ

ইবনু উমার (রা) তার মেয়ে ও দাসীদের জন্য সোনার অলংকার দিতেন। তারপর তিনি সেই অলংকারগুলোর যাকাত বের করতেন না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১১৪৮]

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحُلْيُ فَلا تزكيه

[১১৪৮] মুআত্তা মালিক, ১/২৫০।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকরের মেয়েদেরকে তার নিজের কাছে লালন পালন করতেন। তাদের অলংকার ছিল। কিন্তু আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেগুলোর যাকাত আদায় করতেন না। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।[১১৪৯]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৩: সোনা ও রূপার অলংকারে কি যাকাত ফরয?

এই মাসআলাতে কয়েকটি মত আছে।

প্রথম মত: এগুলোতে যাকাত ফরয। উমার (রা) হতে যঈফ ও বিচ্ছিন্ন সনদে, ইবনে মাসউদ (রা) হাসান সনদে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে যঈফ সনদে ও আয়েশা (রা) হতে হাসান সনদে এই মত প্রমাণিত।

আরো এই মত দিয়েছেন সাঈদ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, জাবির ইবনে যায়িদ, মাইমুন ইবনে মিহরান, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, যুহরী, আতা, মাকহুল, আলকামা, আল আসওয়াদ, নাখঈ, ত্বউস, উমার ইবনে আব্দুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, ইবনুল মুবাররক, হাসান ইবনে হুয়াই, এক বর্ণনায আহমাদ, দাউদ আজ জাহেরী। এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ইবনে মুনযির, তারপর ইবনে হাযম, তারপর সানআনী, তারপর ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ও মুকবিল বিন হাদী আল ওয়াদী (রহি)।

তারার আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যারা সোনা ও রূপা জমে করে রাখে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (সুরা আত তাওবা: ৩৪) এই আয়াত অলংকারকেও শামিল করে।

তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দিয়েও দলীল পেশ করেন যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেইসব সোনা ও রূপার মালিক এর যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে আগুনের পাত তৈরি করা হবে। এই হাদীসও অলংকারকে শামিল করে।

দ্বিতীয় মত: সোনা ও রূপার অলংকারে কোন যাকাত নেই।

ইবনে উমার, জাবির বিন আব্দিল্লাহ, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবী বকর (রা) হতে এই মতটি সহীহভাবে প্রমাণিত। আরো এই মত দিয়েছেন হাসান বসরী, শাবী, কাতাদাহ, ইবনুল

[১১৪৯] মুআত্তা মালিক, ১/২৫০, ইরওয়া, ৩/২৬০।

মুসাইয়্যিবের সম্পর্কেও এই মত বর্ণনা করা হয়, কাসিম, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ, লাইস, ইসহাক, আবু সাওর, আবু উবাইদ ও ইবনে খুযাইমাহ (রহি)।

তারা দারাকুতনীসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত জাবির (রা) এর মারফূ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, অলংকারে কোন যাকাত নেই।

এই হাদীসের সনদে আবু হামযা মাইমুন নামে একজন পরিত্যক্ত রাবী আছে। এর চেয়ে উত্তম সনদে হাদীসটি ইবনুল জাওযী (রহি) তার আত তাহকীক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সেই হাদীসের সনদ হলো ইবরাহীম বিন আইয়ুব বর্ণনা করেন আফিয়া বিন আইয়ুব থেকে, তিনি লাইস বিন সাদ থেকে, তিনি আবু জুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু এই হাদীসটিও যঈফ। কেউ কেউ এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন যে, আফিয়া বিন আইয়ুব অপরিচিত। কিন্তু সঠিক কথা হলো সে অপরিচিত নয়। আবু যারআ' তার সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এই হাদীসে ইবরাহীম বিন আইয়ূব নামে একজন যঈফ ও অপরিচিত রাবী আছে। আবু তাহের আল মাকদেসী ও আবুল আরাব আল আফরিকী তাকে যঈফ বলেছেন। আবু হাতেম বলেছেন যে তাকে আমি চিনি না। সঠিক হলো এটা জাবির (রা) এর মাওকুফ হাদীস। ইবনু জুরাইজ, আইয়ূব ও আব্দুল মালিক (রহি) যুবাইর থেকে, আর তিনি জাবির (রা) থেকে এই হাদীস মাওকুফভাবে বর্ণনা করেন। আর এর সনদ সহীহ। আর আবু যুবাইর এই হাদীসটি জাবির (রা) এর কাছে থেকে শুনেছেন বলে স্পষ্টভাবে এই হাদীসে বলেছেন। তারা বলেন যে আমরা মহিলা সাহাবীদের কাছে অলংকার পেয়েছি। কিন্তু তাদেরকে এর যাকাত বের করার আদেশ করা হয়নি। কারণ এগুলো ব্যবসার জন্যে নয় বরং নিজেদের ব্যবহারের জন্যে ছিল।

তৃতীয় মতঃ যে অলংকার ধার করা নয় তাতে যাকাত ফরয।

এই মত দিয়েছেন শাবী, হাসান বসরী, কাতাদাহ। জাবির (রা) সম্পর্কে এই মত বর্ণনা করা হয় আর উমার (রা) সম্পর্কে যঈফ সনদে এই মত বর্ণনা করা হয়। ইমাম আহমাদ (রহি) থেকে এটা একটা বর্ণনা । ইমাম আহমাদ (রহি) এর কথার অর্থ হলো, যদি অলংকার ধার করা না হয় তবে তাতে যাকাত ফরয। তুরুকল হুকমিয়্যাহ কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম (রহি) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

চতুর্থ মতঃ সোনা ও রূপার অলংকারে শুধু একবার যাকাত ফরয।

এই মতটি আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে প্রমাণিত যা ইবনে যানজাবী ও বাইহাকী (রহি) বর্ণনা করেছেন।

আবু আব্দুল্লাহ (লেখক) বলেন, শক্ত দলীল থাকার কারণে প্রথম মতটিই প্রাধান্যযোগ্য মত। কোন বিপরীত মতই এর যথাযথ বিরোধিতা করতে পারে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[১১৫০] ফাতহুল আল্লাম ৪/১২৬।

৬. ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত।

শাইখ আলবানী (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর যাকাত ফরয এই মতের পক্ষে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর থেকে কোন দলীল নেই।[১১৫১]

ইমাম শাওকানী (রহি) প্রথমদিকে মনে করতেন যে, ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয। তারপর তিনি জাহেরীদের মতের সাথে মিল রেখে সেখান থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম তার বিরোধিতা করেছেন।[১১৫২]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৪: ব্যবসার জন্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যে কি যাকাত ফরয?

অধিকাংশ আলেমের মতে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয যদি সেগুলো মালিকের কাছে পূর্ণ একবছর থাকে। ঐ পণ্যগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে সেখান থেকে চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে মুনযির ও অন্যান্যরা তার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো এতে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহি) বলেছেন, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের বিষয়ে মানুষদের মাঝে মতভেদ আছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন তাতে কোন যাকাত নেই। আর কেউ কেউ বলেছেন যে তাতে যাকাত দিতে হবে। আর এটাই আমাদের কাছে অধিক পছন্দনীয়।

এটাই স্পষ্ট যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। অনুরূপভাবে আবু উবাইদ (রহি) তার আল আমওয়াল কিতাবে বলেছেন যে যারা ফিকহ বিষয়ে কথা বলেন তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে ব্যবসায়িক পণ্যে কোন যাকাত নেই। এটাও স্পষ্ট প্রমাণ যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে।

যারা বলেন যে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই তাদের মধ্যে আছেন আতা, দাউদ আজ জাহেরী, ইবনে হাযম (রহি) তাদেরকে সমর্থন করেছেন। আর এই মতটিকেই শাওকানী, সিদ্দিক ইবনে হাসান, আলবানী ও মুকবিল বিন হাদী আল ওয়াদী (রহি) প্রাধান্য দিয়েছেন।

অধিকাংশ আলেম নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেন।

[১১৫০] আল আমওয়াল-৫৩৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ-৩/১৫৪-১৫৫, মুসান্নাফ আব্দির রাযযাক-৪/৮২-৮৬, সুনানুল বাইহাকী-৪/১৩৮-১৩৯, মাজমু আল ফাতাওয়া-২৫/১৬-১৭

[১১৫১] তামামুল মিন্নাহ, ৩৬৩ পৃ.।

[১১৫২] আল মুগনী, ৪/২৪৮-২৬২, মাজমূ ফাতাওয়া, ২৫/৪৫।

তারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে হাদীসটি যঈফ। এছাড়াও তারা দারাকুতনী (২/১০০-১০১) ও হাকিম (১/৩৮৮) কিতারবসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হাদীস দিয়ে দলীল দিয়ে থাকেন যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে

«في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته»

উটের যাকাত রয়েছে, গরুর যাকাত রয়েছে এবং (ব্যবসার জন্যে) কাপড়েরও যাকাত রয়েছে।

এছাড়া বুখারী ও মসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর খালিদ, তোমরা তার ওপর অবিচার করেছো । সে তো তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্রগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছে। সাহাবীগণ বললেন, তারা খালিদের কাছ থেকে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্রের যাকাত দাবি করেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল যে সেগুলো খালিদের ব্যবসায়িক পণ্য। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে সে সেগুলো ওয়াকফ করে দিয়েছে।

তারা উমার (রা) এর আসার দিয়েও দলীল পেশ করেন যেটা আবু উবাইদসহ আরো অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, উমার (রা) হাম্মাসকে বললেন, হে হাম্মাস! তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করো। হাম্মাস বলেন, আমি বললাম, আমার তো কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও চামড়া ছাড়া কোন সম্পদই নেই। উমার (রা) বললেন যে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করার পরে সেগুলোর যাকাত আদায় করো। ইবনে উমার (রা) থেকে সহীহ সনদে ইবনু আবী শায়বাহ (৩/১৮৩) ও বাইহাকী (৪/১৪৭) বর্ণনা করেছেন যে ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্যে যাকাত নেই।

যারা বলে যে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেই তারা সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) এর হাদীসের উত্তরে বলেন যে হাদীসটি যঈফ যেটা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আবু যারের হাদীসটির সনদ হলো ইমরান ইবনে আবী আনাস বর্ণনা করেন মালিক ইবনে আওস ইবনে আল হাদাছান থেকে, তিনি বর্ণনা করেন আবু যার থেকে। ইবনু জুরাইজ (রহি) ইমরান ইবনে আবী আনাস, মুসা ইবনে উবাইদাহ আর রবাযি, সাঈদ ইবনে সালামা ইবনে আবীল হিসসাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ ইমরান থেকে এই হাদীসটি শুনেনি যেমনটি বলেছেন বুখারী (রহি)। মুসা ইবনে উবাইদাহ খুবই যঈফ। হতে পারে ইবনে জুরাইজ এই ত্রুটিটা গোপন করেছেন। আর এটা তার মর্যাদা। তিনি এই রকম রাবীদের ত্রুটি গোপন করতেন। আর সাঈদ ইবনে সালামহ ইবনে আবীল হিসসাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাছাড়া হাকিম (রহি) এর সনদে মুসা ইবনে উবাইদাহ নেই। হাকিম (রহি) এর সনদ হলো তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবীল হিসসাম থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন ইমরান থেকে। ইমাম দারাকুতনী ইমাম হকিমের সনদ দিয়েই হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি সাঈদ ও ইমরানের মাঝে মুসা ইবনে উবাইদাহ এর উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাইহাকীও একই সনদে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে হাফিয ইবনু হাজার (রহি) তার ইতহাফুল মাহারা (১৪/১৮২) কিতাবে বলেছেন, এই হাদীসের মূলেই মুসা ইবনে উবাইদাহ আর রবাযি আছে।

আমি (লেখক) বলছি যে সে খুবই দুর্বল রাবী।

তারা বলেন, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীসে তাদের দাবি প্রমাণিত নয়। আর সেই হাদীসে তাদের দাবি হলো খালিদ (রা) তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করার জন্যে প্রস্তুত রেখেছিলেন। এটা সেই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট নয়।

এ হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা আছে যার একটি অন্যটি থেকে অধিক সঠিক যেমনটি ইবনে হাজার (রহি) তার আল ফাতহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালিদ সম্পর্কে বক্তব্যটি দ্বারা বুঝা যায় যে হয়তো যাকাত দেয়া হতে বিরত থাকাতে খালিদের যথাযথ শারঈ কোন ওজর ছিল। তারা এর দলীলে বলেন যে খালিদ (রা) তার যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তার জন্যে বরাদ্ধ করেছে। যদি কোন ওজরই না থাকে তবে কিভাবে তিনি ফরয বাদ দিয়ে মুস্তাহাব কাজ করলেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, খালিদ (রা) তার যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় বরাদ্ধ করে তার সম্পদের যাকাত দেয়ার নিয়্যাত করেছেন। কারণ যাকাতের একটি খাত হলো ফি সাবিলিল্লাহ যারা হলো মুজাহিদ।

প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক সঠিক। আর এটাই হাদীসটি যে অর্থ বহন করে তার অধিক নিকটে।

আর উমার ইবনে খাত্তাবের আসারের সনদে আবী আমর ইবনে হাম্মাস ও তার পিতা হাম্মাস নামে দুইজন রাবী আছে। এরা দুইজনই অপরিচিত রাবী। অতঃপর আমি আরেকটা সনদ পেয়েছি যেটা এই আসারকে শক্তিশালী করে। সেই সনদটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বাহ (৩/১৮৪) ও আবু উবাইদ (১১২০)। সেটি হলো ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন যুহরী থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আব্দিল কারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবের খিলাফতের সময় বায়তুল মালের দায়িত্বে ছিলাম। যখন তিনি ভাতা দিতেন তখন উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যবসায়ীর সকল সম্পদ হিসাব করে তাদের ব্যবসার সম্পদ থেকে যাকাত নিতেন। এই হাদীসের সনদে আনাআনা ইবনে ইসহাক নামে রাবী আছে। আবু উবাইদ এই অর্থেই অন্য সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলো একে অন্যকে শক্তিশালী করে হাসানের নিম্ন পর্যায়ে আসে।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের আসারটি, তাদের কেউ কেউ এর জবাবে বলেছেন, এটা শুধু সেই সাহাবীর ইজতিহাদ। আর তাদের একজনের বক্তব্য নয় বরং সাহাবীদের ইজমাই হলো দলীল।

কেউ কেউ বলেছেন যে সেই সম্পদে কোন যাকাত নেই। কারণ আসল হলো মুসলিমের সম্পদ পবিত্র ও (কোন হক থেকেও) নিরাপদ। অতএব এই মাসআলাতে কোন স্পষ্ট সহীহ দলীল ব্যতীত আমরা ব্যবসায়িক সম্পদে যাকাত ফরয বলতে পারবো না।

আমি (লেখক) বলছি, ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয এই ফাতওয়া উমার ও ইবনে উমার (রা) থেকে প্রমাণিত। আর এই দুইজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবসময় থাকতেন। আর সাহাবীদের কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না। এই দুইজন সম্মানিত সাহাবী যেই ফাতওয়া দিয়েছেন আমরাও সেই ফাতওয়াই দিচ্ছি। কারণ এখন ধনীদের অধিকাংশ সম্পদই হলো ব্যবসায়িক পণ্য। (যদি ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরয না হয় তবে অধিকাংশ ধনীদেরই তো যাকাত দেয়া লাগবে না)। আমার আল্লাহ তা'আলার কাছে চাই তিনি যেন আমাদের বক্ষকে সঠিক ও সত্যের জন্যে প্রশস্ত করে দেন। আল মুহাল্লা-৬৪১, আল মাজমু-৬/৪৭, আল আমওয়াল-৫৮০, আল মুগনী-৪/২৪৯

সতর্কতা: যারা ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরযের কথা বলেন তারা এই পণ্য মালিকের কাছে পূর্ণ এক বছর থাকার শর্ত করেন না। বরং তারা বলেন যে প্রতি বছর যেসব পণ্য আছে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। আরো সতর্কতা হলো যদি কোন ব্যবসায়ীর কাছে নিসাব পরিমাণ সোনা বা রূপা বিক্রি করার জন্যে থাকে, কিন্তু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি সেগুলো বিক্রি না হয় তবে একটি মতে সেগুলোতে যাকাত ফরয হবে। কারণ সেই সোনা বা রূপা তার মালিকানাধীন সম্পদ যাতে এক বছর অতিক্রন্ত হয়েছে। ফাতহুল আল্লাম।

الباب الرابع: باب زكاة النبات

চতুর্থ অধ্যায়: উৎপাদিত ফসলের যাকাত।

১. যেসকল শস্যদানাতে যাকাত ফরয।

আবূ মূসা আশআরী ও মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, তোমরা যাকাতে শুধু এই চার ধরনের জিনিস গ্রহণ করবে। সেগুলো হলো: যব, গম, কিসমিস ও খেজুর। এই হাদীসটি হাসান।[১১৫৩]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৫: কোন কোন শস্য ফসলে যাকাত ফরয?

এই মাসআলাতে অনেক মত আছে। তার মধ্যে-

প্রথম মত: খেজুর ও কিশমিশে যাকাত ফরয। আর ঐসব শস্যেও যাকাত ফরয যেগুলো খাওয়া হয় ও সংরক্ষণ করা যায়। সেজন্যে সবজি ও ফলে কোন যাকাত নেই। এটা শাফেয়ী, মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহি) এর মত।

দ্বিতীয় মত: শস্য ও ফলের মধ্যে যেগুলো পরিমাপ ও সংরক্ষণ করা যায় সেগুলোর প্রত্যেকটাতে যাকাত ফরয। এটা হাম্বলীদের মাযহাব। গম, যব, ভুট্টা ও চালসহ অন্যান্য শস্যে এবং খেজুর, কিশমিশ, বাদাম, ফুসতুকসহ অন্যান্য ফলে এই মতের ভিত্তিতে যাকাত ফরয।

তৃতীয় মত: শুধু চার প্রকার ফসলে যাকাত ফরয। সেগুলো হলো খেজুর, কিশমিশ, গম ও যব। এক বর্ণনায় এটা ইমাম আহমাদ (রহি) এর মত। আরো এই মত দিয়েছেন মুসা ইবনে ত্বলহা, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, শাবী, হাসান ইবনে সলিহ, ইবনুল মুবাররক, আবু উবাইদ ও সুফিয়ান সাওরী। সাহাবীদের মধ্যে ইবনে উমার, আবু মুসা ও মুয়ায (রা) হতে এই মত সহীহভাবে প্রমাণিত।

চতুর্থ মত: খেজুর, গম ও যব শুধু এই তিন শ্রেণিতে যাকাত ফরয। কিশমিশের কথা উল্লিখিত হয়নি। এই মত দিয়েছেন শুরাইহ ও ইবনে হাযম (রহি)।

পঞ্চম মত: জ্বালানী কাঠ বা লাকড়ী ও কোন চাষী ব্যতীত নিজে নিজে উৎপন্ন হওয়া ঘাস বা তৃণলতা ব্যতীত জমিন থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় সবগুলোতেই যাকাত ফরয। এই মত দিয়েছেন আবু হানীফা ও যুফার (রহি)। দাউদ জাহেরির মতটিও ইমাম আবু হানীফা (রহি) এর মতের মতোই। তবে তিনি বলেছেন যে যদি ফসলকে ওয়াসাক হিসেবে করা হয়

[১১৫৩] হাকিম, ১/৪০১, ইরওয়া, ৩/২৭৮।

তবে পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত নেই। আর যদি ওয়াসাক হিসেবে করা না হয় তবে কম বা বেশি সব ফসলেই যাকাত ফরয।

আবু আব্দুল্লাহ (রহি) বলেন, যারা বলেন যে জমিন থেকে যা বের হবে তার সবগুলোতেই যাকাত দিতে হবে তারা আল্লাহ তা'আলার এই ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

তোমাদের জন্য জমিন থেকে যা উৎপাদন করি তা থেকে ব্যয় কর। (সূরা আল বাকারা ২:২৬৭)

ইবনে উমারের এই হাদীস দিয়েও তারা দলীল পেশ করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলে দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যারা বলে যে, শস্য ও ফসলের মধ্যে যেগুলো খাওয়া হয় ও সংরক্ষণ করা যায় সেগুলোতে যাকাত ফরয তারা কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ওপর কিয়াস করে দলীল পেশ করেন।

যারা বলেন শুধু চার প্রকার ফসলে যাকাত ফরযঃ

এই মতটিতে চিন্তাভাবনা বা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। কারণ কিছু কিছু দেশে এই হাদীসে বর্ণিত চার প্রকার শস্য ও ফসল প্রধান খাদ্য হিসেবে খাওয়া হয় না। কিছু দেশের প্রধান খাদ্য হলো ভাত আবার কিছু দেশে অন্য খাদ্য। এই মতের আলোকে ধনীদের সম্পদ থেকে গরীবদের কী দেয়া হবে আর এই জায়গায় তো ধনীদের ওপর যাকাত ফরয নয়। এটা কেমন মত হলো?

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহি) এর মতটিই অধিক সঠিক অর্থাৎ প্রথম মত। আর এর কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম তার মাজমা আল ফাতাওয়াতে বলেছেন, ইবনু মুনযির (রহি) বলেছেন, নয়টা জিনিসে যাকাত ফরয যদি সেগুলোর প্রত্যেকটি পৃথকভাবে নিসাব পূরণ হয়। এই বিষয়ে আলেমদের মাঝে ইজমা আছে। সেগুলো হলো উট, গরু, ছাগল, সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর, কিশমিশ।[১১৫৪]

২. উৎপাদিত ফসলের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

[১১৫৪] মাজমু আল ফাতাওয়া-২৫/১০

পাঁচের কম সংখ্যক উটে কোন যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া এর কম পরিমাণ রূপার ওপর যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক এর কম পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের ওপর যাকাত (উশর) নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৫৫]

তিন থেকে দশ পর্যন্ত উটকে ذَوْدٍ বলে। এর একবচন নেই। আবার বলা হয়েছে, এর একবচন হলো, بعير।

এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম।

সুতরাং পাঁচ উকিয়া = ২০০ দিরহাম।

এক ওয়াসাক = ৬০ সা, আর এক সা = ৪ মুদ, আর এক মুদ = ৫৪৪ গ্রাম গম।

সুতরাং এক ওয়াসাক = ৬০* ৪* ৫৪৪ = ১৩০৫৬০ গ্রাম = ১৩০.৫৬ কিলো গ্রাম।

সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক = ১৩০.৫৬* ৫ = ৬৫২.৮ কিলো গ্রাম।

(দেখুন, লেখকের রচিত 'আল ইযাহাতুর আসরিয়্যাহ লিল মাকায়িসি ওয়াল মাকাইল ওয়াল আওযানিশ শারইয়্যাহ')।

৩. বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হলে দশ ভাগের একভাগ আর কোন যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ দিয়ে উৎপন্ন হলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

যে জমি নদী-নালা ও বর্ষার পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর (উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত) দিতে হবে। আর যে জমিতে উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয় তাতে অর্ধেক উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত) দিতে হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৫৬]

৪. মধুতে যাকাত ফরয।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু সম্পর্কে বলেছেন,

فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقٍ زِقٌّ

[১১৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯।

[১১৫৬] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৪১।

প্রতি দশ মশক মধুর ক্ষেত্রে এক মশক যাকাত ধার্য হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৫৭]

৫. যাকাত সর্বত্র গরীবদের মাঝে দিয়ে দেয়া যাবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) কে ইয়ামানে (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছো। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে এবং মজলুমের বদ দুআকে ভয় করবে। কেননা, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৫৮]

৬. সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান অত্যাচারী হলেও তার নিকটে যাকাত দেয়া যথেষ্ট হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ

আমার পর তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর

[১১৫৭] তিরমিযী, হা/৬২৯, শারহুস সুন্নাহ, ৬/৪৪।

[১১৫৮] সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯।

রাসূল! তাহলে আমাদেরকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাইবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৫৯]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৬: শাসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম নাকি নিজে নিজে যাকাত বের করা উত্তম।

এই মাসআলাতে আলেমগণ দু'টি মত দিয়েছেন।

প্রথম মত: উত্তম হলো যে নিজে নিজে যাকাত বের করবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ, হাসান বসরী, মাকহুল, ইবনু জুবাইর, মায়মুন ইবনে মিহরান, সুফিয়ান সাওরী, ত্বউস, আত্বা, শাবী, আবু জাফর, নাখঈ (রহি)। তাদের কেউ কেউ শর্তারোপ করেছেন যে, শাসক যদি জালিম বা অত্যাচারী হয় তবে নিজে নিজে যাকাত বের করাটাই উত্তম। এই মতের পক্ষে দলীল হলো যদি সে নিজে নিজে যাকাত বের করে তবে যাকাতের হকদারের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। আবার সে হয়তোবা নিজের আত্মীয়স্বজনকে যাকাত দিতে পারবে যারা হকদার। এতে তার যাকাত আদায় ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখাও হবে।

দ্বিতীয় মত: ন্যায়পরায়ণ শাসকের কাছে যাকাত দেয়া উত্তম। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। আরো এই মত দিয়েছেন শাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, আবু রাযীন, আওযায়ী ও কিছু হাম্বলীরা। আর এই মত যারা দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ এই হুকুমকে আম বা সাধারণ অর্থে বলেন। তারা বলেন যে যদিও শাসক অত্যাচারী হয় তবুও তার কাছেই যাকাত দেয়া উত্তম।

বাহ্যিক সম্পদ যেমন গবাদিপশু ও ফসল এগুলোর যাকাত নিজে নিজে বের করতে ইমাম মালিক, আবু হানীফা ও আবু উবাইদ (রহি) নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

তাদের সম্পদ হতে তুমি স্বদাকাহ গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর। (সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)

যারা যাকাত দিতে চায়নি আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। (তাদের মতে এতেই বুঝা যায় যে যাকাত নিজে নিজে আদায় না করে শাসকের কাছে দিতে হবে।)

ইবনু কুদামা (রহি) বলেছেন, আমাদের মতে, নিজে নিজে যাকাত বের করা জায়েয। আর যখন যাকাতের হকদারের কাছে এটা পৌঁছানো হবে তখন তার জন্যে সেটা খরচ করাও

[১১৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৭০৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৩।

জায়েয। আর এভাবে নিজে নিজে যাকাত বের করলে যথেষ্টও হবে। যেমনটা কেউ যদি এটা দিয়ে ঋণগ্রস্থের ঋণ পরিশোধ করে তবে তার যাকাত আদায় যথেষ্ট হবে যেমনটা অভ্যন্তরীণ সম্পদের (সোনা, রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য, টাকা) যাকাতের মতো যেটা কেউ নিজে নিজে আদায় করলে যথেষ্ট হবে। কারণ এটা (পশুর যাকাত) দুই প্রকারের যাকাতের মধ্যে এক প্রকার যাকাত অতএব এটা অন্য প্রকারের মতোই হবে। আর আয়াতটি দলীল যে শাসক যাকাত গ্রহণ করবে কিন্তু এই দুই বিষয়ে কোন বৈপরিত্য নেই। আর আবু বকর (রা) তাদের থেকে যাকাত দাবি করেছেন কারণ তারা যাকাতের হকদারকে সেটা দেয়নি। যদি তারা দিত তবে তিনি এটার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন না। আর এটা যথেষ্ট হবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে।

আবু আব্দুল্লাহ (লেখক) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তিনি বলেছেন, সঠিক হলো যদি শাসক ন্যায়পরায়ণ হয়, যে সঠিক জায়গায় যাকাতের অর্থ ব্যয় করে তবে উত্তম হলো তাকেই যাকাত দেয়া। আর যদি শাসক জালিম বা অত্যাচারী হয়, যাকাত দাবি না করে তবে উত্তম হলো পৃথক করে নিজে নিজে যাকাত বের করা। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

শায়খুল ইসলাম (রহি) তার 'মাজমু আল ফাতওয়া' কিতাবে বলেছেন, মুসলিমদের শাসক উশর, পশুর যাকাত, ব্যবসায়ীক পণ্যের যাকাত ও অন্যান্য যাকাত হতে যা নেয় এটার দ্বারা সম্পদের মালিকের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে যদি শাসক এমন ন্যায়পরায়ণ হয় যে শরীআত নির্দেশিত খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে। এই বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতৈক্য আছে।

আর শাসক যদি জালিম হয়, যে শরীআত নির্দেশিত খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে না, তবে সম্পদের মালিকের উচিত হবে শাসককে যাকাত না দিয়ে সরাসরি হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর যদি এই জালিম শাসকের নিকটে যাকাত দিতে বাধ্য করা হয় যেখানে তাকে যাকাত না দিলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এই অবস্থায় তাকে যাকাত দিলে যথেষ্ট হবে। এই ক্ষেত্রে তারাই যাকাতের হকদারের ওপর জুলুমকারী হবে। যেমন ইয়াতিমের অভিভাবক ও ওয়াকফের সম্পদের দেখাশোনাকারী যদি তাদের সম্পদ তারা ধরে রাখে আর শরীআত নির্দেশিত খাতের বাইরে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করে তবে তারা অত্যাচারী হবে, অন্যরা নয়।[১১৬০] ফাতহুল আল্লাম ৪/৫৮।

[১১৬০] মাজমু আল ফাতওয়া-২৫/৮১

الباب الخامس: باب مصارف الزكاة

পঞ্চম অধ্যায়: যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

প্রথমত: যাকাত ব্যয়ের খাত হলো আটটি।

আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আত তাওবা ৯:৬০)।

১. ফকীর, যার কোন সম্পদ নেই।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। (১) অত্যন্ত অভাবী; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তমূল্য আছে অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১১৬১]

উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনুল খিয়ার (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: " إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

দু' ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেন যে, তারা বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকা বিতরণ করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে সেখান হতে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামালেন। তিনি দেখলেন, তারা উভয়েই স্বাস্থ্যবান।

[১১৬১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/১২৭, আবূ দাউদ, হা/১৬৩৫।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে দিবো, কিন্তু এতে ধনী ও উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬২]

২. মিসকীন, যার কিছু আছে, কিন্তু সেগুলো তার জন্য যথেষ্ট নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ. يَعْنِي قَوْلَهُ: {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

একটি খেজুর অথবা দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস অথবা দু'গ্রাস খাদ্য যাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে বাধ্য করে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং মিসকীন তো সে, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা এটি জানতে চাইলে পড়ো, আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না (আল বাকারা: ২৭৩)। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৩]

অন্য বর্ণনাতে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায়, যাকে একটি খেজুর অথবা দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস অথবা দু'গ্রাস খাদ্য দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে বাধ্য করে। বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে ভিক্ষা করেও বেড়ায় না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৪]

৩. সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, তারা হলো যাকাত সংগ্রহকারী ও আদায়কারী। তবে বানূ হাশিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের জন্য যাকাত নেয়া জায়েয নয়।

আব্দুল মুত্তালিব ইবনু রবীআহ ইবনুল হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

[১১৬২] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৬২, আবূ দাউদ, হা/১৬৩৩।

[১১৬৩] মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৯৫, সহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৯।

[১১৬৪] মুসনাদে আহমাদ, ২/২৬০, সহীহ বুখারী, হা/১৪৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১০৩৯।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরের জন্য যাকাত বৈধ নয়। কেননা এগুলো হলো মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা।

অন্য বর্ণনাতে আছে, وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ এগুলো (যাকাত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বংশধরের জন্য হালাল নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৫]

বুসর ইবনু সাইদ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু সাঈদী আল মালিকী (রহি) বলেছেন,

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। অতঃপর আমি যখন এ কাজ সমাধা করলাম এবং আদায়কৃত সম্পদ তার কাছে দিলাম, তিনি আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি। তখন উমার (রা) বললেন, তোমাকে যা দেয়া হচ্ছে, তা নিয়ে নাও। আমিও একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এ কাজ করেছি। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দিয়ে দিলেন তখন আমিও তাকে তোমার মত একই কথা বলেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, যদি তোমার আবেদন ছাড়াই কেউ কোন কিছু দান করে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং অপরকেও দান করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৬]

৪. যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য

আমর ইবনু তাগলিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا

[১১৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/১০৭২।

[১১৬৬] মুসনাদে আহমাদ, ১/৫২, সহীহ বুখারী, হা/৭১৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪৫।

جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলে তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। বণ্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, অতঃপর আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সেই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যাকে আমি কিছু দেই। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আমর ইবনু তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আমর ইবনু তাগলিব (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি আমার নিকটে লাল উটের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ، وَتَدَعُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ لِأَتَأَلَّفَهُمْ

আলী (রা) ইয়ামানে থাকাবস্থাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবনু হাবিস আল হানযালী (২) উয়াইনা ইবনু বাদার আল ফাযারী। (৩) আলকামাহ ইবনু উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। (৪) যায়দ আল খইর তয়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন। রাবী বলেন, এতে কুরাইশরা অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমনটি করেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৮]

[১১৬৭] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬৯, সহীহ বুখারী, হা/৯২৩।

[১১৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬৪।

৫. দাসমুক্তিতে অর্থাৎ যেই দাস মুক্ত হওয়ার জন্য মালিকের সাথে চুক্তি করেছে।

বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا

একদিন এক গ্রাম্য লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে, কিন্তু তুমি ব্যাপক বিষয় জানতে চাচ্ছ। তুমি একটি প্রাণী মুক্ত করো এবং গোলাম আযাদ করো। সে বলল, এ কাজ দু'টি কি একই নয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। কেননা প্রাণী মুক্ত করার অর্থ হলো তুমি একাকী একটি প্রাণ মুক্ত করা, আর গোলাম মুক্ত করার অর্থ হলো তার মুক্তিপণের মাধ্যমে সাহায্য করা। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৬৯]

৬. ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, যাদের ওপর ঋণ চেপেছে, কিন্তু সেটি আদায়ের কোন কিছু তাদের কাছে নেই।

কাবীসাহ ইবনু মুখারিক আল হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، – أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ – أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ – فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

একবার আমি অনেক ঋণী হয়ে পড়লাম। যার কারণে আমি কিছু চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাদাকার মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো। তা এসে গেলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কাবীসাহ! মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি (কোন ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার

[১১৬৯] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৯৯, আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯।

জামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে তখন সে এ থেকে বিরত থাকবে। (২) যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল। হে কাবীসাহ! এ তিন প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্য সাহায্য চাওয়া হারাম। এ তিন প্রকার লোক ছাড়া যে সব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম খায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭০]

৭. আল্লাহর পথে, যোদ্ধাদের জন্য এবং হাজ্জীদের জন্য যাকাত ব্যয় করা যাবে।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা হালাল, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি, কোন মিসকীন ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে উপহারস্বরূপ দিলে (তখন সেটি সেই ধনী ব্যক্তির জন্য হালাল হবে)। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭১]

উম্মু মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ، وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ: الْحَجُّ حَجَّةٌ، وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةً.؟

[১১৭০] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬০, সহীহ মুসলিম, হা/১০৪৪, আবূ দাউদ, হা/১৬৪০।

[১১৭১] মুসনাদে আহমাদ, ৩/৫৬, আবূ দাউদ, হা/১৬৩৬, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৪১।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হাজ্জে গমন করেন, তখন আমাদের একটি মাত্র উট ছিলো, সেটাও আবূ মাকিল (রা) আল্লাহর পথে সাদাকা করে দেন। এদিকে আমরা অসুস্থ হলাম এবং আবূ মাকিলও মৃত্যুবরণ করলেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জে চলে গেলেন। তিনি হাজ্জ সম্পন্ন করার পর আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, হে উম্মু মাকিল! আমাদের সাথে যেতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছে? তিনি (রা) বললেন, আমরা তো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আবূ মাকিল (রা) মারা গেলেন। আমাদের যে উটটি ছিলো, যা দ্বারা আমি হাজ্জ করতে চেয়েছিলাম, সেটাকেও আবূ মাকিল আল্লাহর পথে দান করার অসীয়ত করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেটা নিয়েই বের হলে না কেন? কারণ হাজ্জ করাও আল্লাহর পথে জিহাদ! তুমি যখন আমাদের সাথে এ হাজ্জ করতে পারলে না সুতরাং রমজান মাসে উমরা আদায় করো। কেননা এ সময়ের উমরা হাজ্জের সমতুল্য। এরপর থেকে উম্মু মাকিল (রা) প্রায়ই বলতেন, হাজ্জ হাজ্জই এবং উমরা উমরাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কেবল আমার জন্যই বলেছেন নাকি সবার জন্য তা আমার জানা নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭২]

৮. মুসাফিরদের জন্য।

যেই মুসাফির তার নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু তার উদ্দেশ্যে পৌঁছতে যেই খরচ প্রয়োজন, সেটি তার কাছে নাই। (এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ৭ নং এ আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন)।

দ্বিতীয়তঃ বানূ হাশিম ও তাদের মুক্ত দাস দাসীদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, এটা যদি সাদাকার খেজুর বলে সংশয় না হতো, তবে আমি তা খেতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৩]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً

[১১৭২] আবূ দাউদ, হা/১৯৮৯, ইবনু খুযাইমাহ, ৪/৭২-৭৩।

[১১৭৩] সহীহ বুখারী, হা/২০৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭১।

فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ

খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (সাদাকার) খেজুর আনা হতো। অমুক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুক ব্যক্তি খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুরের স্তূপ হয়ে গেলো। হাসান ও হুসাইন (রা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ হতে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর (বনূ হাশিম) সাদাকা ভক্ষণ করে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৪]

তৃতীয়তঃ দানকারীর জন্য যা দান করলো সেটি ক্রয় করা অপছন্দনীয়।

উমার ইবনু খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِي، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

এক লোককে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। ঘোড়াটি যার নিকট ছিল, সে তার চরম অযত্ন করলো। তাই সেটা আমি তার নিকট হতে কিনে নিতে চাইলাম। আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাজী হয় তবু তুমি তা ক্রয় করো না। কেননা, সাদাকা করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৫]

চতুর্থতঃ কোন মহিলার জন্য তার যাকাত তার স্বামীকে দেয়া জায়েয।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এর স্ত্রী যায়নাব (রা) হতে তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي: عَبْدُ اللهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

[১১৭৪] সহীহ বুখারী, হা/১৪৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬৯।

[১১৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬২৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২০।

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি বলছেন, হে মহিলারা! তোমরা সাদাকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার দিয়ে হোক। যায়নাব (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাদাকা করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তোমাকে দান করলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে কিনা? তা না হলে অপর কাউকে দান করবো। তখন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় আনসার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রা) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, যদি তারা তাদের নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমকেই দান করে তাহলে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হলো আমাদের পরিচয় তাকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, জনৈক আনসার গোত্রের এবং অপরজন যায়নাব? তিনি বললেন, এটি কোন যায়নাব? তখন বিলাল (রা) বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা উভয়েই তাদের দানের জন্য দ্বিগুন সওয়াব পাবে। সেগুলো হলো, নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য এবং সাদাকা করার জন্য। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৬]

[১১৭৬] সহীহ বুখারী, হা/১৪৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১০০০।

الباب السادس: صدقة الفطر

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাদাকাতুল ফিতর।

১. যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুর ফিতর আদায় করা ফরয।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের প্রত্যেক স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ-নারীর, ছোট-বড় সকলের ওপর সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর অথবা এক সা যব দেয়াকে ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতের বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৭]

২. যাকাতুল ফিতরের হিকমাহ

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমজানের) সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য। যে ব্যক্তি (ঈদের) সালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারন দান হিসেবে গৃহীত হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১১৭৮]

৩. যাকাতুল ফিতর আদায় করার সময়।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

[১১৭৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪।

[১১৭৮] আবূ দাউদ, হা/১৬০৯, ইবনে মাজাহ, হা/১৮২৭।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের ঈদের সালাতের জন্য বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৭৯]

আর যে ব্যক্তি যাকাতুল ফিতর আদায় করবে তার জন্য ঈদুল ফিতরের একদিন বা দুইদিন আগেও বের করা জায়েয।

নাফি (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা) যাকাতুল ফিতর গ্রহণকারীদেরকে যাকাতুল ফিতর দিতেন। আর এটি তিনি তাদেরকে দিতেন ঈদের এক-দু' দিন পূর্বেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮০]

৪. যাকাতের খাতসমূহই হলো সাদাকাতুল ফিতরের খাত (অর্থাৎ যাকাত যেমন আটটি খাতে দেয়া যাবে তেমনই ফিতরাও আটটি খাতে দেয়া যাবে)।[১১৮১] কিন্তু আয়াতে বর্ণিত আট খাতেই দেয়া আবশ্যক নয়। আর (কিছু মানুষের) অন্তরকে আকৃষ্ট করার খাতে এবং সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য যাকাতুল ফিতর খরচ করা হবে না। কেননা মুসলিম ব্যক্তি এটি নিজেই খরচ করবে অথবা যাকে খেতে দিবে তার জন্য খরচ করবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾

সাদাকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আত তাওবা ৯:৬০)।

এটিই হলো ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ এবং ইবনু হাযম (রহি) এদের মত।

[১১৭৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫০৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪।

[১১৮০] সহীহ বুখারী, হা/১৫১১, আবূ দাউদ, হা/১৬১০।

[১১৮১] আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন: ৮টি খাতে যাকাতুল ফিতর ব্যয় করার বিধানটি সুন্নাহ সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমজানের) সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য। সুতরাং তা কেবল মিসকীনদের খাদ্য। তামামুল মিন্নাহ।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৭: যাকাতুল ফিতর কি নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয?

প্রথম মত: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে না। এটা ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ ও ইবনে মুনযির রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

দ্বিতীয় মত: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয আছে। এটা আবু হানিফা, সাওরী, হাসান বাসারী, উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইসহাক ও আবু সাওর রহিমাহুমা বলেন, প্রয়োজন ছাড়া যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দেয়া জায়েয নেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত আর তা হচ্ছে যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থ দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে আদেশ করেছেন।মাল সম্পদ দিয়ে দিতে আদেশ করেননি। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ ৩/৮০, শারহে মুসলিম (৬৮৪), মাজমু ৬/১১২, নাইলুল মাআরেব ২/৩৯৪। মিসকুল খিতাম ২/৩৯৫।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৮: যাকাতুল ফিতর বন্টন

প্রথম মত: অন্যান্য মালের যাকাতে যেই আট শ্রেণির ব্যক্তির মাঝে বন্টন করতে হয় যাকাতুল ফিতরও ওই আট শ্রেণির মাঝে বন্টন করতে হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তারা কুরআনের এই ব্যাপক আয়াত দ্বারা দলীল দেন,

"সাদাকা হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকার (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আত তাওবা, ৬০)

দ্বিতীয় মত: যাকাতুল ফিতর শুধু মিসকিনদের মাঝে বন্টন করতে হবে। এটা কিছু বিদ্বানদের মত। তাদের মাঝে আছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম, শাওকানী ও আলবানী রহিমাহুমুল্লাহ। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, সারকথা হচ্ছে শপথ, যিহার ও হত্যার কাফফারার মতো যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে এগুলোর কাফফারার ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্ত ব্যক্তিকেই দিতে হবে। আর তারা হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজন পুরা করার জন্য যারা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। এই মতটাই বিশুদ্ধ মত। ইবনু আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেন সিয়াম পালনকারীদের পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের

খাদ্য দান করার জন্য। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন ।এর সনদ হাসান।

(মুগনী ৩/৭৮, মাজমু ৬/১১২, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/৭৩, সাইলুল জাররাহ ১/৮৪৩, তামামুল মিন্নাহ (৩৮৭)। মিসকুল খিতাম ২/৩৯৬।

الباب السابع: باب الخمس

সপ্তম অধ্যায়: খুমুস বা (গণীমত বা গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা)।

১. যুদ্ধে যা গণীমত হিসেবে পাওয়া যায় তাতে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনফালে বলেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾

আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরা আল আনফাল ৮:৪১)।

২. গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকায বা গুপ্তধনে এক পঞ্চমাংশ দেয়া আবশ্যক। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮২]

৩. গণীমত ও গুপ্তধনের ব্যয়ের খাতসমূহ।

যেমনটি সূরা আল আনফালের ৪১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেই খাতগুলোতেই গণীমত ও গুপ্তধনের মাল ব্যয় করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনফালে বলেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾

আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরা আল আনফাল ৮:৪১)।

[১১৮২] সহীহ বুখারী, হা/১৪৯৯, আবূ দাউদ, হা/৬৪২।

الكتاب الخامس: كتاب الحج

পঞ্চম পর্ব: আল হাজ্জ

الباب الأول: أحكام الحج

প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধিবিধান

الفصل الأول: وجوب الحج

প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা।

الفصل الثالث: حجة النبي – صلى الله عليه وسلم

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনা।

الفصل الرابع: محظورات الإحرام

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

الفصل الخامس: ما عمله أثناء الطواف

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয়।

الفصل السادس: وجوب السعي بين الصفا والمروة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয।

الفصل السابع: مناسك الحج

সপ্তম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি

الفصل الثامن: البدع المستحدثة في الحج

অষ্টম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ।

الفصل التاسع: أفضل أنواع الهدي

নবম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার হাজ্জের কুরবানির মধ্যে যেটি সর্বোত্তম কুরবানি।

الباب الثاني: العمرة المفردة

দ্বিতীয় অধ্যায়: পৃথকভাবে উমরা করা

الباب الأول: أحكام الحج

প্রথম অধ্যায়: হাজ্জের বিধিবিধান

الفصل الأول: وجوب الحج

প্রথম পরিচ্ছেদ: হাজ্জ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

১. হাজ্জের সংজ্ঞা।

শাব্দিকভাবে হাজ্জ অর্থ হলো القصد। ইচ্ছা করা। অর্থাৎ বায়তুল্লার ইচ্ছা করা।

এই অর্থে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾

আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার জন্য ফরয (সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭)।

২. প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান, স্বাধীন এবং সক্ষম ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার উমরা করার সাথে হাজ্জ করা ফরয।[১১৮৩]

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾

আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হাজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭)।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একবার খুতবা দেয়ার সময় বললেন,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» . فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করেছেন। তখন আল আকরা ইবনে হাবিস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি

[১১৮৩] হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ: ১. মুসলিম হওয়া ২. বিবেকবান হওয়া ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪. স্বাধীন হওয়া, ৫. সামর্থ্যবান হওয়া। ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা।

বললেন, যদি আমি বলতাম, তাহলে তা ফরয হয়ে যেতো, বরং হাজ্জ একবার মাত্র (ফরয)। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা তার জন্য নফল। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৪] আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾

আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো (সূরা আল বাকারা: ১৯৬)।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

هَذِهِ عُمْرَةٌ، اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ؛ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এ সেই উমরা যা থেকে আমরা উপকৃত হয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানির পশু নেই সে যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে। কেননা উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হাজ্জের অন্তর্ভুক্ত হলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৫]

৩. কোন শিশু হাজ্জ করলে, তার হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার ওপর থেকে ফরয হাজ্জ মাফ হবে না (অর্থাৎ আবার তাকে ফরয হাজ্জ করতে হবে)।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن امرأة رفعت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – صبيًّا، فقالت أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য হাজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৬]

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ

আমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জ করানো হয়েছে, তখন আমার বয়স ছিলো সাত বছর। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৭]

[১১৮৪] আবু দাউদ, হা/১৭২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৮৬।

[১১৮৫] সহীহ মুসলিম, হা/১২৪১, আবূ দাউদ, হা/১৭৯০।

[১১৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৬, আবূ দাউদ, হা/১৭৩৬।

[১১৮৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫৮, তিরমিযী, হা/৯২৫।

শিশুদের হাজ্জ করাটা (প্রাপ্তবয়স্ক হলে) তার ফরয হাজ্জের জন্য যথেষ্ট না হওয়ার বিষয়টি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে, যাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثَة؛ عن النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الغُلامِ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حَتَّى يُفيقَ

তিন ধরনের লোকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক হয় (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৮]

৪. হাজ্জের ক্ষেত্রে সন্তান অথবা ভাই অথবা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পাঠানো জায়েয।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ! قَالَ: حُجِّي عَنْهُ

খাসআম গোত্রের এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর বান্দার ওপর ফরযকৃত হাজ্জ আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার ওপরও ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ করবো? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৮৯]

আবূ রাযীন আল উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন,

إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি হাজ্জ ও উমরা করতে সক্ষম নন এবং সওয়ারীতে সফর করতেও সক্ষম নন। তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হাজ্জ ও উমরা করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯০]

[১১৮৮] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৮, নাসাঈ, হা/৩৪৩২।

[১১৮৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৪।

[১১৯০] আবূ দাউদ, হা/১৮১০, তিরমিযী, হা/৯৩০, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০৬।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟

জুহাইনাহ গোত্রের এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার মা হাজ্জের মানত করেছিল। কিন্তু তিনি হাজ্জ না করেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবো? তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো। তাঁর ওপর কোন ঋণ থাকলে তবে কি তুমি তা আদায় করতে না? এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯১]

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي – أَوْ قَرِيبٌ لِي – قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'লাববাইকা আন শুবরুমা।' নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? লোকটি বললো, আমার ভাই কিংবা আমার নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হাজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে প্রথমে তোমার নিজের হাজ্জ করে নাও, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯২]

৫. হাজ্জ ও উমরার ফযীলত।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

এক উমরা থেকে আরেক উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। আর জান্নাতই হলো কবুল হাজ্জের প্রতিদান। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৩]

[১১৯১] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫২, নাসাঈ, হা/৫৩৯৪।

[১১৯২] আবূ দাউদ, হা/১৮১১, ইবনে মাজাহ, হা/২৯০৩।

[১১৯৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৯, তিরমিযী, হা/৯৩৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৮৮।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ

তোমরা হাজ্জ ও উমরা পরপর করতে থাকো। কেননা, হাপরের আগুন যেমনভাবে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে, তেমনভাবে হাজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহকে দূর করে দেয়। আর জান্নাতই হলো কবুল হাজ্জের প্রতিদান। এই হাদীসটি হাসান।[১১৯৪]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকলো, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৫]

الفصل الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নিয়্যাতের মাধ্যমে কোন এক প্রকার হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা।

প্রথমত: নিয়্যাতের মাধ্যমে যে ধরনের হাজ্জকে নির্দিষ্ট করা ফরয।

১. তামাত্তু: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী হাজ্জের মাসগুলোতে উমরা এর ইহরাম বেঁধে মক্কাতে প্রবেশ করবে এবং উমরা পুরা করে ইহরাম থেকে হালাল হবে। তারপর হাজ্জ করা পর্যন্ত হালাল অবস্থাতেই থাকবে। আর তার পক্ষে যেমন কুরবানি করা সম্ভব তেমন তাকে কুরবানি করতে হবে। ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

[১১৯৪] তিরমিযী, হা/৮১০, ইবনু খুযাইমাহ, হা/২৫১২, ইবনু হিব্বান, হা/৩৬৮৫।

[১১৯৫] সহীহ বুখারী, হা/১৫২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০, তিরমিযী, হা/৮১১, ইবনে মাজাহ, হা/২৮৮৯।

বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ ও উমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি যুল-হুলাইফা হতে কুরবানির পশু সাথে নিয়ে নেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৬]

২. কিরান: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী হাজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বাঁধবে। তারপর মক্কাতে প্রবেশ করে হাজ্জের কাজগুলো করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। এমন হাজ্জ পালনকারীকে একবার তাওয়াফ ও একবার সাঈ করতে হবে। কেননা ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

কোন ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধলে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই ও এক সাঈ যথেষ্ট। সে হাজ্জের যাবতীয় কাজ পালন না করা পর্যন্ত ইহরাম মুক্ত হতে পারে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৭]

আর কিরানের নিয়্যাতে হাজ্জ সম্পর্কে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

বিদায় হাজ্জের বছর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেবল উমরা এর ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হাজ্জ ও উমরা এর উভয়টির ইহরাম বাঁধলেন। আর কেউ শুধু হাজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। যারা কেবল হাজ্জ বা এক সঙ্গে হাজ্জ ও উমরা এর ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদের একজনও কুরবানির দিনের পূর্বে ইহরাম খোলেননি। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৮]

৩. ইফরাদ: সেটি হলো, হাজ্জ পালনকারী শুধু হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে। আর জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পর ছাড়া এমন হাজ্জ পালনকারী তার ইহরাম থেকে হালাল হবে না। কেননা এর পক্ষে কিরান হাজ্জের বিষয়ে আয়িশা (রা) এর সহীহ হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

[১১৯৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১২২৭।

[১১৯৭] তিরমিযী, হা/৯৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭৫।

[১১৯৮] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬২, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১।

৪. হাজ্জের প্রকারগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো তামাত্তু হাজ্জ।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কাতে পৌঁছালে তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এ ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের জন্য তার এ নির্দেশ কঠোর মনে হলো এবং আমাদের মনোকষ্ট হলো। এখবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল। আমাদের জানা নেই যে, তিনি কি অহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তার কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি বললেন, হে জনগণ! তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হও। আমার সাথে কুরবানির পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমরা ইহরাম মুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সঙ্গম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত যা করা হয়, তাই করলাম। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) আমরা (মিনা ও আরাফার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য) মক্কাহ ত্যাগ করলাম এবং হাজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১১৯৯]

দ্বিতীয়তঃ নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

সুপরিচিত মীকাতগুলো থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হাজ্জ ও উমরার

[১১৯৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৬।

নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা হতেই ইহরাম বাঁধবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২০০]

'যুল-হুলায়ফাহ' হলো মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান। এটি মক্কা থেকে ৪৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল যেটি মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত।

'জুহফা' হলো সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান। এটি মক্কা থেকে ১৮৭ কি. মি দূরে অবস্থিত, যেটি বর্তমানে বিরান ভূমি। এজন্য মানুষজন এর পূর্বে 'রাবেগা' নামক স্থানে ইহরাম বাঁধে, যেটি মক্কা থেকে ২০৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

'কারনুল মানাযিল' কে কারনুস সাআলিবও বলা হয়। এটি নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যেটি মক্কা থেকে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত। যার বর্তমান নাম "আস্‌সায়লুল কাবীর"।

'ইয়ালামলাম' হলো ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যেটি মক্কা থেকে ৫৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

'যাতু ইরক' হলো ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যেটি একটি মরুময় স্থান যা নাজদ ও তিহামা এলাকাকে পৃথক করে। এটি মক্কা থেকে ৯৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হাজ্জ ও উমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হাজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমনকি মক্কাবাসী মক্কা হতেই (হাজ্জের) ইহরাম বাঁধবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২০১]

[১২০০] সহীহ বুখারী, হা/১৫২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮১।

[১২০১] সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮১।

الفصل الثالث: حجة النبي – صلى الله عليه وسلم

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বর্ণনা।

ইমাম মুসলিম (রহি) জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহি) এর সনদে তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা মুহাম্মাদ বলেন,

دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ. فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى. ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ. ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ. يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ. وَهُوَ أَعْمَى. وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ. فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا. وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَبِ. فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ بِيَدِهِ. فَعَقَدَ تِسْعًا.

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: "اغْتَسِلِي. وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ". وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ. لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام. فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [٢ / البقرة / الآية ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي

يَقُولُ (وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله} [٢ / البقرة / الآية ١٥٨] "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ. وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى. حَتَّى إِذَا صعدتا مشى. حتى إذا أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ:

"لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى. وَقَالَ "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ" لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ" وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ. فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: "صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ " قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ" قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ

الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى. فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. وَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. فَخَطَبَ الناس وقال: "إن دماؤكم وأموالم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ

مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا. رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابُ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ "اللَّهُمَّ! اشْهَدِ اللَّهُمَّ! اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ،

حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرت بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى

الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ،

فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ معكم» فناولوه دلوا فشرب منه

আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু হুসায়ন। তখন তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার ওপর রাখলেন। তারপর তিনি আমার জামার ওপর দিকের বোতাম খুললেন তারপর নিচের বোতাম খুললেন। অতঃপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন যুবক ছিলাম। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পপুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাঁদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের ওপর রাখছিলেন তখনই তা (আকারে) ছোট হবার কারণে নিচে পড়ে যাচ্ছিল। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে এবং তার অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তার সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল হুলায়ফাহ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আসমা বিনতে উমায়স (রা) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল করো, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (দু'রাকআত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তার উষ্ট্রী যখন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল- আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য- কতক সওয়ারীতে, কতক পায়ে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পিছনেও একই দৃশ্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তার ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া পাঠ করলেন,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

আমি আপনার দরবারে হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির, আমি আপনার দরবারে হাজির, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত আপনারই এবং সমগ্র রাজত্ব আপনার, আপনার কোন শরীক নেই।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বেশি কিছু বলেননি। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা হাজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যাত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তার সঙ্গে বায়তুল্লাতে পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর সাতবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন, তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ﴾

তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো (সূরা আল বাকারা: ১২৫)।

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তার ও বায়তুল্লার মাঝখানে রেখে (দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাকাত সালাতে সূরা কুল হুওআল্ল-হু আহাদ ও কুল্ ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন পাঠ করেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমু খেলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম- (সূরা আল বাকারা: ১৫৮)

আরো বললেন- আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন, অতঃপর এতটা ওপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লা দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। তার জন্য রাজত্ব এবং তার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

তিনি এ দুআ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বলেছেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন যতক্ষণ না তার পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন যতক্ষণ যাবৎ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন, যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে সাথে করে কুরবানির পশু আনতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানির পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনু জুশুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন, না বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) ইয়ামান থেকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কুরবানির পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা) কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপছন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রা) বললেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রসূল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সঙ্গে কুরবানির পশু আছে, অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়ালো একশত। অতএব নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওনা হলো। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়লো, তখন তিনি তার কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে। সাবধান জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তমূল্য বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের রবীআহ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তমূল্য। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো। তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি

তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনবার এরূপ বললেন।

অতঃপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) এলেন, তার কাসওয়া উটের পেট পাথরের স্তুপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হবার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামাহ (রা) কে তার বাহনের পিছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন। ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লান্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করলো। তিনি ডান হাতের ইশারায় বললেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তুপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা ঢিল দিতেন যাতে সে ওপরদিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এ সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে পড়লেন যতক্ষণ না ফজরের ওয়াক্ত হলো। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমাতুত তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফাযল ইবনু আব্বাস (রা) কে সওয়ারীতে তার পিছনে বসালেন। তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন, পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাযল (রা) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত ফাযলের চেহারার ওপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফাযল (রা) অপরদিক দেখতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অন্যদিক হতে ফাযল (রা) এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি বাতুনে মুহাসসাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের

খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কুরবানির স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু জবাই করলেন। তারপর তিনি আলী (রা) কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্ট পশুগুলো জবাই করলেন। তিনি কুরবানির পশুতে আলী (রা)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তারা উভয়ে এ গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে বায়তুল্লার দিকে রওনা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যুহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বানু আবদুল মুত্তলিব এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোলো। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।[১২০২]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, এটি একটি মহান হাদীস যাতে অনেক উপকারী মাসআলা রয়েছে এবং এতে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। আল কাযী (রহি) বলেছেন, এই হাদীসে যে ফিকহ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলেমগণ অনেক আলোচনা করেছেন। আর আবূ বকর ইবনে মুনযির (রহি) এর ওপর বিশাল একটি কিতাব রচনা করেছেন।[১২০৩]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৭৯: হাজ্জের রুকনসমূহ

হাজ্জের রুকনসমূহ (الأركان):

১. ইহরাম বাঁধা (الإحرامُ): তা হচ্ছে হাজ্জে প্রবেশ করার নিয়্যাত করা।

২. আরাফায় অবস্থান করা (الوقوف بعرفة)। যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।

৩. ঈদের রাত্রে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা।

৪. বায়তুল্লার তাওয়াফে ইফাযাহ করা (طواف الإفاضة): কা'বা ঘরের তাওয়াফে ইফাযাহ (তাওয়াফে যিয়ারাহ) করা।

[১২০২] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

[১২০৩] শারহ সহীহ মুসলিম, ৮/১৯১।

৫. সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা (السعي بين الصفا والمروة)[১২০৪]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮০: হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ:

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২. ঈদের দিন (১০ তারিখে) জামরায়ে আকাবায় (বড় জামরায়) এবং তাশরীকের দিনগুলিতে (১১, ১২, ১৩ তারিখে) সময় মত তিনটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করা।

৩. পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। তবে মহিলারা শুধুমাত্র চুল ছোট করবে। অর্থাৎ চুলের অগ্রভাগ থেকে সামান্য (আংগুল পরিমাণ) কাটবে।

৪. আইয়ামে তাশরীকের রাত্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা। তবে তাড়াতাড়ি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মিনায় ১১ ও ১২ যিলহাজ্জের রাতগুলি যাপন করা। আর বিলম্ব করতে ইচ্ছুক হাজীর জন্য ১৩ যিলহাজ্জের রাত পর্যন্ত যাপন করা।

৫. তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) সমস্ত হাজীর উপর ওয়াজিব (হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত ছাড়া) হবে যারা মক্কা থেকে নিজ দেশে প্রস্থান করবে।[১২০৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮১: হাজ্জের সুন্নাতসমূহ

হাজ্জের সুন্নাতসমূহ:

প্রথমত: ইহরামের সুন্নাতসমূহ।

১. ইহরামের সময় গোসল করা। সহীহ: তিরমিযী হা/৮৩০।

২. ইহরামের পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৩৯, মুসলিম হা/১১৮৯।

৩. সাদা চাদর ও লুঙ্গি পরে ইহরাম বাঁধা। সহীহ বুখারী হা/১৫৪৫।

৪. যে ব্যক্তি আকীক উপত্যকা অতিক্রম করবে তার জন্য সেখানে সালাত আদায় করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৩৪।

৫. উচ্চস্বরে তালবীয়া পাঠ করা। সহীহ: তিরমিযী হা/৮২৯, আবূ দাউদ হা/১৮১৪।

[১২০৪] আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয

[১২০৫] আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয।

৬. তালবিয়া পাঠ করার আগে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার পাঠ করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৫১।

৭. কিবলামুখী হয়ে তালবীয়া পাঠ করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৫৩।

৮, ৯, ১০. যী-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করা, মক্কাতে প্রবেশের জন্য গোসল করা এবং দিনের বেলাতে প্রবেশ করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৭৩, মুসলিম হা/১২৫৯।

১১. সানিয়্যাতুল উলইয়ার দিক থেকে মক্কাতে প্রবেশ করা। সহীহ বুখারী হা/১৫৭৫, মুসলিম হা/১২৫৭।

১২. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে প্রবেশ করা।

১৩. বায়তুল্লা দেখে যদি ইচ্ছা করে দুই হাত উত্তোলন করা। হাসান: জামিউল কামিল ৫/১৫৪, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ২৫।

দ্বিতীয়ত: তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ।

১৪. ইযতেবাহ করা। সেটি হলো, ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদরের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দেয়া আর অপর প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর দিয়ে রাখা। হাসান: ইবনে মাজাহ হা/২৯৫৪।

১৫. হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা। সহীহ বুখারী হা/১৬০৩।

১৬. সেই পাথরকে চুমু দেয়া। সহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, মুসলিম হা/১২৭০।

১৭. তার ওপর সিজদা করা। হাসান: আল ইরওয়া ৪/৩১২।

১৮. রুকন এর কাছে এসে তাকবীর বলা। সহীহ বুখারী হা/১৬১৩।

১৯. প্রথম তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। সহীহ বুখারী হা/১৬৪৪।

২০. রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা। সহীহ বুখারী হা/১৬০৯।

২১. দুই রুকনের মাঝে ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار এই দুআ পাঠ করা। হাসান: আবূ দাউদ হা/১৮৯২, আল জামিউল কামিল ৯/৫৮৮।

২২. তাওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করা। সহীহ বুখারী হা/১৬২৭।

২৩. সালাতের পূর্বে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى এই আয়াত পাঠ করা এবং দুই রাকআত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করা। মুসলিম হা/১২১৮, তিরমিযী হা/৮৬৯।

২৪. রুকন ও কাবার দরজার মাঝে যা আছে তার ওপর নিজের বুক, মুখমণ্ডল ও দুই বাহু রাখা। হাসান: ইবনে মাজাহ হা/২৯৬২।

২৫. যমযমের পানি পান করা ও সেই পানি দিয়ে মাথা ধৌত করা। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, সহীহ: আবূ দাউদ হা/১৯০৫।

তৃতীয়ত: সাঈ এর সুন্নাতসমূহ।

২৬. পূর্বের মতো রুকনকে স্পর্শ করা। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

২৭. এই আয়াত পাঠ করা।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

তারপর বলবে, আল্লাহ তাআলা যেখান থেকে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু করলাম। এমনটি বলবে, যখন সাঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হবে তখন। মুসলিম হা/১২১৮।

২৮. সাফাতে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে, তারপর বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

" তারপর ইচ্ছা অনুযায়ী দুআ করবে। এমনটি তিনবার করবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

২৯. সবুজ দু'টি চিহ্নের মাঝে দ্রুত সাঈ করবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

৩০. সাফা পাহাড়ে যেমন কাবার দিকে মুখ করা, যিকির ও দুআ করেছে তেমনটি মারওয়াতেও করবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

চতুর্থত: মিনা থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ

৩১. ইয়াওমুত তারবীয়া বা আট তারিখে স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

৩২. আট তারিখে মিনাতে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশার সালাত আদায় করবে এমনকি ফজরের সালাত আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত অবস্থান করবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

৩৩. আরাফার দিকে নামিরাতে যুহর ও আসরের সালাত জমা করবে ও কসর আদায় করবে। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

৩৪. সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আরাফা থেকে প্রস্থান করবে না। সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।[১২০৬]

الفصل الرابع: محظورات الإحرام

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

১. মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, ওয়ারস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরবে না। আর সে পায়ে মোজাও পরবে না। তবে যদি জুতা না পায়, তাহলে এমনভাবে কেটে মোজা পরবে যাতে তা দুই টাখনুর নিচ পর্যন্ত হয়।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ

এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কী প্রকারের কাপড় পরবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখনুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) পরবে। তোমরা জাফরান বা ওয়ারস (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২০৭]

قُمُصَ শব্দটি قميص শব্দের বহুবচন।

سَرَاوِيلَاتِ শব্দটি سراويل শব্দের বহুবচন। সেটি হলো এমন পোশাক যা শরীরের নিচের অর্ধেক অংশকে ঢেকে রাখে।

[১২০৬] আল ওয়াজিয ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযিয।
[১২০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৫৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১১৭৭।

بَرَانِسَ শব্দটি بُرنُس শব্দের বহুবচন। সেটি হলো মাথার এমন পোশাক যা মাথার সাথে লেগে থাকে।

خِفَافَ শব্দটি خف শব্দের বহুবচন। সেটি হলো পরিধান করার মোজা। আর উটের পায়ের খুর অর্থে خف শব্দের বহুবচন হলো أخفاف।

كَعْبَيْنِ হলো, পায়ের নলার শেষ প্রান্তে পায়ের পাতের ওপরে বাহিরে বেরিয়ে আসা দু'টি হাড় (যেটিকে টাখনু বলা হয়)।

وَرْسٌ হলো হলুদ রংয়ের ও সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ, যা দিয়ে রং দেয়া হয়। এই অর্থেই হলো عُصْفُر শব্দটি।

২. মহিলারা নেকাব করবে না এবং হাতে হাত মোজা পরবে না।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব লাগাবে না এবং হাতে হাত মোজাও পরবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২০৮]

৩. মুহরিম ব্যক্তি ইহরামের পরে নতুনভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা ইবনু উমাইয়াহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، يَغِطُّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ، فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

[১২০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৮, তিরমিযী, হা/৮৩৩, আবূ দাউদ, হা/১৮২৫।

ইয়ালা ইবনু উমাইয়াহ (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে বলতেন, হায়! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি যদি তাকে দেখতে পেতাম। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জি'আরানা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিলেন কতিপয় সাহাবী, তাদের মধ্যে উমার (রা)ও ছিলেন। এমন সময় জুব্বা পরিহিত ও সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুববা পরে ইহরাম বেঁধেছে? তখন কিছু সময়ের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন, এমন সময় তার নিকটে অহী আসলো। উমার (রা) তার হাত দিয়ে ইয়ালা (রা)-কে ইশারা করে ডাকলেন। ইয়ালা (রা) এলেন এবং তার মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। তিনি দেখলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে এবং কিছু সময়ের জন্য বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তার থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের নিকট নিয়ে আসা হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছে, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর জুব্বাটি খুলে ফেলবে। তারপর তুমি তোমার উমরাতে ঐ সমস্ত কাজ করবে, যা তুমি হাজ্জের মধ্যে করে থাকো। এই হাদীসটি সহীহ।[১২০৯]

ইহরামের পূর্বে শরীরে যে সুগন্ধি ছিল সেই অবস্থাতে থাকা মুহরিমের জন্য জায়েয।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

ইহরাম বাঁধার সময় আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লা তাওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলার সময়ও। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১০]

৪. মুহরিম ব্যক্তি নখ কাটবে না।

ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, মুহরিমের জন্য নখ কাটা হারাম হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের ইজমা রয়েছে।[১২১১]

৫. চুল মুণ্ডন করবে না এবং ছোট করবে না।

[১২০৯] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮০।

[১২১০] সহীহ বুখারী, হা/১৫৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮৯।

[১২১১] আল ইজমা, ৫৭ পৃ.।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾

আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত কুরবানির পশু তার স্থানে না পৌঁছে (সূরা আল বাকারা: ১৯৬)।

তবে কোন মুহরিম ব্যক্তি চুল রাখার কারণে যদি কষ্ট পায়, তাহলে তার জন্য চুল কাটা জায়েয। কিন্তু এই কারণে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু জবাই দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে (সূরা আল বাকারা: ১৯৬)।

কা'ব ইবনু 'উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ

আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তিন দিন সিয়াম পালন করো অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' করে খাবার খাওয়াও।[১২১২]

৬. মুহরিম ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলবে না, অন্যায় কাজ করবে না এবং ঝগড়া করবে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾

(যে কেউ হাজ্জের মাসগুলোতে হাজ্জ করা স্থির করে) সে যেন হাজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ না করে (সূরা আল বাকারা: ১৯৭)।

[১২১২] সহীহ বুখারী, হা/১৮১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১২০১।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ حَجَّ فلم يَرْفثْ، ولم يَفْسُقْ رَجعَ من ذُنُوبِهِ كيومِ ولدتْه أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকলো, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হাজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৩]

হাফিয আল মুনযিরী (রহি) বলেছেন, الرفث শব্দটি দিয়ে সহবাস করাকেও বুঝায়, আবার অশ্লীলতাকেও বুঝায়, আবার কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের সহবাস সংক্রান্ত কথাবার্তাকেও বুঝায়। একদল আলেম থেকে এই তিনটিই প্রতিটি অর্থই বর্ণিত হয়েছে। আমি (হাফিয মুনযিরী) বলছি, (হাজ্জের সময়ে) এই সবগুলোই হারাম।

ইমাম মালিক (রহি) বলেছেন, الرفث হলো স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, আর আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ﴾

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা হালাল করা হয়েছে (সূরা আল বাকারা: ১৮৭)।

আর الفسوق হলো মূর্তির জন্য জবাই করা, আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾

অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গ করার কারণে (সূরা আল আনআম: ১৪৫)।

আর والجدال في الحج হাজ্জের সময়ে কলহ বিবাদ হলো, কুরাইশরা মুযদালিফাতে মাশআরুল হারামের নিকটে যেখানে ইমাম দাঁড়ায় সেখানে অবস্থান করতো। আর আরবীরাসহ অন্যান্য মানুষরা আরাফাতে অবস্থান করতো। এই নিয়ে তারা পরস্পর কলহ বিবাদ করতো। এরা বলতো যে, আমরাই বেশ সঠিক। আর তারা বলতো যে, আমরাই বেশি সঠিক। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে,

[১২১৩] সহীহ বুখারী, হা/১৫২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫০।

﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾

আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। কাজেই তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আর আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত (সূরা আল হাজ্জ: ৬৭)।

এটিই হলো হাজ্জের সময়ে কলহ বিবাদ যেমনটি তুমি দেখছো। আর আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

৭. মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ দিবে না এবং (বিবাহের) প্রস্তাবও দিবে না।

উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلَا يَخْطُبْ

মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৪]

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনাহ (রা) কে বিবাহ করেছেন।[১২১৫] এই হাদীসটিও সহীহ।

কিন্তু মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) এর হাদীসটি এর বিপরীত। তাতে রয়েছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম থেকে হালাল অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৬]

[১২১৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৯, আবূ দাউদ, হা/১৮৪১, তিরমিযী, হা/৮৪০, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৬৬।

[১২১৫] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪১০।

[১২১৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৪১১।

আমি (লেখক) বলছি, মায়মূনাহ (রা) এর হাদীসটিই প্রাধান্যযোগ্য। কেননা প্রথমত এই ঘটনাটি তারই। আর দ্বিতীয়ত উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এটিকে সমর্থন করে।

৮. মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ঢাকবে না।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ نَاقَتُه وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে তার সওয়ারী ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। ফলে তিনি মারা যান। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা ও পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দুই কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার মুখমণ্ডল এবং মাথা ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৭]

৯. মুহরিম ব্যক্তি শিকার হত্যা করবে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾

হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার করো না (সূরা আল মায়িদা: ৯৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে আরো বলেন,

﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾

তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (সূরা আল মায়িদা: ৯৬)।

কোন ব্যক্তি শিকারকে হত্যা করলে তার প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٖ﴾

[১২১৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮৫১, সহীহ মুসলিম, হা/১২০৬।

তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্য করলে যা সে হত্যা করলো তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক, কা'বাতে পাঠানো হাদীরূপে বা সেটার কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সূরা আল মায়িদা: ৯৫)।

১০. অন্য কেউ মুহরিম ব্যক্তির জন্য যা শিকার করবে সেটিও সে খাবে না।

সা'ব ইবনু জাসসামাহ আল লায়সী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা উপঢৌকন দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া বা ওয়াদ্দান (এগুলো মক্কা ও মদীনার মাঝে দু'টি স্থান) নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারায় মনোক্ষুণ্ন ভাব দেখে বললেন, ওটা আমি কখনো তোমাকে ফিরিয়ে দিতাম না যদি আমি ইহরাম অবস্থাতে না থাকতাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৮]

তবে যদি শিকারকারী (ইহরাম অবস্থায় না থেকে) হালাল অবস্থায় থাকে এবং সেই মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করে, তবে সে তা খেতে পারবে।

আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলে তারাও সকলে বের হলেন। তাদের হতে একটি দলকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাদের মধ্যে আবূ কাতাদাহ (রা)ও ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত। তাই তারা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তারা সবাই

[১২১৮] সহীহ বুখারী, হা/১৮২৫, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৩।

ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তারা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ কাতাদাহ (রা) গাধাগুলোর ওপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তারা সকলেই এর গোশত খেলেন। অতঃপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার করা জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদাহ (রা) ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদাহ (রা) এগুলোর ওপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার করা জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ কি এর ওপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইঙ্গিত করেছো? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা বাকী গোশত খেয়ে নাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১২১৯]

১১. ইযখির ছাড়া হারাম এলাকার কোন গাছ কাটবে না।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا. قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ: قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

এখন হতে আর হিজরত নেই, তবে কেবল জিহাদ এবং নিয়্যাত রয়েছে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম (সম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত এ শহর সম্মানিত হিসেবে থাকবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, শিকারী জন্তুকে তাড়ানো যাবে না, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে

[১২১৯] সহীহ বুখারী, হা/১৮২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৬।

না এবং এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে কর্তন করা যাবে না। আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির বাদ দিয়ে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২০]

১২. পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুদেরকে (সাপ, কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল) হত্যা করা জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হলো বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।[১২২১] এই হাদীসটি সহীহ।

১৩. মদীনার হারাম এলাকায় শিকার করা ও সেখানকার গাছের বিধান মক্কার হারাম এলাকার মতোই।

আব্বাদ ইবনু তামীম (রহি) তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দুআ করেছেন। আর আমি মদীনাহকে হারাম ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২২]

আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

আয়ির নামক জায়গা হতে সাওর নামক জায়গা পর্যন্ত হলো মদীনার হারাম এলাকা। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৩]

[১২২০] সহীহ বুখারী, হা/১৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৩।

[১২২১] সহীহ বুখারী, হা/৩৩১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৮।

[১২২২] সহীহ বুখারী, হা/২১২৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬০।

[১২২৩] সহীহ বুখারী, হা/১৮৭০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৭০।

জবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

নিশ্চয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব এখানকার কোন কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৪]

১৪. কোন ব্যক্তি যদি মদীনার হারাম এলাকার গাছ কাটে অথবা পাতা ঝরায়, তাহলে তার বিধান।

আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ

সাদ (রা) আল আকীক নামক স্থানে তার নিজ আবাসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি ক্রীতদাসকে একটি গাছ কাটতে অথবা এর পাতা ঝরাতে দেখলেন। তারপর তিনি তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি ফিরে এলে ঐ গোলামের মুনিব এসে তার সাথে আলাপ করলেন এবং তাদের গোলামের নিকট থেকে তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের কাছে অথবা তাদের গোলামের কাছে ফেরত দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, যে জিনিস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন তা ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৫]

[১২২৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬২।

[১২২৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৪।

الفصل الخامس: ما عمله أثناء الطواف

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওয়াফ করা অবস্থায় যে কাজগুলো করা হয়।

১. পবিত্র অবস্থাতে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম ওযূ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৬]

২. সাত চক্করের মাধ্যমে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা। প্রথম তিন চক্করে রমল (একটু দ্রুত হাঁটা) করা আর পরবর্তীগুলো (স্বাভাবিকভাবে) হাঁটা।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بالحج وَالْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে উপনীত হয়ে হাজ্জ বা উমরা উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রামল (একটু দ্রুত হাঁটা) করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত সালাত আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৭]

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রামল করতে এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৮]

[১২২৬] সহীহ বুখারী, হা/১৬৪১, সহীহ মুসলিম, হা/১২৩৫।

[১২২৭] সহীহ বুখারী, হা/১৬১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১২৬১।

[১২২৮] সহীহ বুখারী, হা/১৬০২, সহীহ মুসলিম, হা/১২৬৬।

৩. হাজ্জ পালনকারী হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিবে।

উমার (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ عُمَرُ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু দিতে না দেখলে কখনোই তোমাকে চুমু দিতাম না। এই হাদীসটি সহীহ।[১২২৯]

৪. অথবা হাজ্জ পালনকারী মিহজান (মাথা ভাজ করা লাঠি) দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং সেই মিহজানে চুমু দিবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ

বিদায় হাজ্জের সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় মাথা ভাজ করা লাঠির মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩০]

৫. হাজ্জ পালনকারী রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ব্যতীত আর কোনটিকে স্পর্শ করতে দেখিনি। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩১]

৬. কিরান হাজ্জকারীর জন্য একবার তাওয়াফ ও সাঈ করাই যথেষ্ট।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

[১২২৯] সহীহ বুখারী, হা/১৫৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৭০।

[১২৩০] সহীহ বুখারী, হা/১৬০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৭২।

[১২৩১] সহীহ বুখারী, হা/১৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১১৮৭।

যে ব্যক্তি হাজ্জ ও উমরার ইহরাম একত্রে বাঁধবে, সে লোকের জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করাই যথেষ্ট হবে এবং সে একই সাথে উভয়টি হতে ইহরাম মুক্ত হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩২]

৭. অন্য হাজ্জ পালনকারীরা যা করবে ঋতুবতী মহিলাও তাই করতে পারবে, তবে সে বায়তুল্লার তাওয়াফ করবে না।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: أَنَفِسْتِ؟ (يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ:) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي. قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে পৌঁছালে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এ বছর হাজ্জ না করাই আমার জন্য পছন্দনীয়। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছো। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজ্জীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে গরু কুরবানি করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৩]

৮. তাওয়াফের সময় বর্ণিত যিকিরগুলো করা মুস্তাহাব।

আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

'রব্বানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরতি হাসানাহ ওয়া ক্বিনা আযাবান নার'।

[১২৩২] তিরমিযী, হা/৯৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৯৭৫।

[১২৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১।

‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন, আখিরাতের কল্যাণ দিন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন’’ (সূরা আল বাকারা: ২০১)।

৯. তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। তারপর আবার হাজরে আসওয়াদের নিকটে ফিরে গিয়ে তাকে স্পর্শ করবে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। নাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছলেন, তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ﴾

“তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা আল বাকারা: ১২৫)।

فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: (وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তার ও বায়তুল্লার মাঝখানে রেখে (দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন)। (জাফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু’রাকআত সালাতে সূরা আল ইখলাস এবং সূরা আল কাফিরূন পাঠ করেন। তারপর তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে সেটিকে চুমু দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৪]

[১২৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

الفصل السادس: وجوب السعي بين الصفا والمروة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা ফরয।

১. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠা এবং সেগুলোতে দুআ করা।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করতেন, তখন তিনি তিনবার তাকবীর বলেন। এরপর বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সকল রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তিনি এইরূপ তিনবার বলতেন, তারপরে দুআ করতেন। আর মারওয়া পাহাড়েও তিনি এইরূপ করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শেষে সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে বায়তুল্লার দিকে চেয়ে দেখলেন এবং দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার যা দুআ করার ছিল তাই দুআ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৬]

[১২৩৫] নাসাঈ, হা/২৯৭২, মুআত্তা মালিক, হা/১২৭।

[১২৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০।

২. সাঈ হবে সাফা থেকে মারওয়ার দিকে, তারপর মারওয়া থেকে আবার সাফার দিকে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে হবে।

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, এটিই হলো সঠিক। আর যারা এর বিপরীত করবে, তারা স্পষ্টভাবে ভুল করবে। আর এর ওপরই আছেন এই উম্মতের সালাফগণ ও তাদের পরবর্তীরা।[১২৩৭] আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সাফা পাহাড় দিয়ে শুরু করেছেন, যেমনটি জাবির (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর দু'টি নিদর্শনসমূহের অন্যতম (সূরা আল বাকারা: ১৫৮)

আরো বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন, আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৮]

আর জাবির (রা) এর হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বশেষ তওয়াফে, অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, মারওয়ার নিকটে সপ্তম তাওয়াফে তিনি (লোকদেরকে সম্বোধন করে) বললেন,

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানির পশু আনতাম না এবং (হাজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানির পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৩৯]

তারপর ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, এতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কেননা যদি সাঈ সাফা থেকে মারওয়াতে ধারাবাহিকভাবে না হতো, তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাঈ সাতবার হতো না, বরং চৌদ্দ বার হতো। কিন্তু ধারাবাহিকভাবেই সাঈ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তার সাহাবীগণের।[১২৪০]

[১২৩৭] সায়লুল জাররার, ২/১৬০।

[১২৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০।

[১২৩৯] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

[১২৪০] সায়লুল জাররার, ২/১৬১।

৩. তামাত্তু হাজ্জ পালনকারী সাঈ করার পর হালাল হয়ে যাবে।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ. فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَفَعَلُوا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর সঙ্গে কুরবানির পশু নিয়েছিলেন, সে বছর জাবির (রা) তার সাথে হাজ্জ করেছিলেন। আর তারা কেবল হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেলো, বায়তুল্লার তাওয়াফ করো, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে মাঝে সাঈ করো, মাথার চুল ছোট করো এবং ইহরাম মুক্ত অবস্থায় থাকো। যখন তারবিয়ার দিন আসবে, তখন পুনরায় হাজ্জের ইহরাম বাঁধো এবং এটা তামাত্তু হাজ্জের ইহরামে পরিণত করো। তারা বললেন, কিভাবে আমরা তা তামাত্তুতে পরিণত করব অথচ ইতোপূর্বে আমরা হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, তাই করো। কারণ আমি যদি সাথে করে কুরবানির পশু না আনতাম তবে তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, আমিও তদ্রুপ করতাম। কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানি না করা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খোলার সুযোগ নেই। তারপর তারা তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪১]

[১২৪১] সহীহ বুখারী, হা/১৫৬৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২১৬।

الفصل السابع: مناسك الحج

সপ্তম পরিচ্ছেদ: হাজ্জের পদ্ধতি

১. নয় তারিখ আরাফার দিন সকালে আরাফার দিকে রওয়ানা হবে। সেখানে যুহর ও আসরের সালাত জমা তাকদীম (যুহরের সময় যুহর ও আসর একত্রে কসর আদায় করবে) আদায় করবে এবং খুতবা হবে।[১২৪২]

কেননা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) এর হাদীসে রয়েছে,

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ، إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، أَوِ الْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ، قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ...

ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ

অতঃপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহাজ্জ) আসলো, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলো। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরাহ নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন।

[১২৪২] অবশেষে যখন তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) আসবে, তখন সে সকালে হাজ্জের (ইহরাম বেধে) তালবিয়া পাঠ করবে। তারপর মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করবে।

অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়লো, তখন তিনি তার কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তখন তিনি বাতুনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। অতঃপর (মুয়াযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এ দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল) এলেন, তার কাসওয়া উটের পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হবার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪৩]

জেনে রেখো হাজ্জ হলো আরাফাতে অবস্থানের নাম।

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়ামুর আদ দাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا، فَنَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَجُلًا، فَنَادَى الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময়ে আসলাম যখন তিনি আরাফায় ছিলেন। এ সময় নাজদ এলাকার কতিপয় লোক বা একদল লোক এলো। তারা তাদের একজনকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হাজ্জ কেমন? এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হলে সেও উচ্চস্বরে বললো, হাজ্জ হলো (নয় তারিখ) আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়ার নাম। যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আরাফায় উপস্থিত হতে পেরেছে সে তার হাজ্জকে পূর্ণ করেছে। মিনায় তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কেউ সেখানে দুই দিনে কাজ সমাপ্ত করতে চাইলে করতে পারে, এতে কোন দোষ নেই। আর কেউ বিলম্ব করতে চাইলে করতে পারে, এতেও দোষ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর পেছনে সওয়ারীর ওপর বসালেন এবং সে উক্ত কথাগুলো ঘোষণা দিতে থাকলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪৪]

[১২৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

[১২৪৪] আবূ দাউদ, হা/১৯৪৯, তিরমিযী, হা/৮৮৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩০১৫।

আরাফাতে অবস্থানের সময় হলো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কুরবানির দিনে ফজর পর্যন্ত।

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, অনেক ইমাম বর্ণনা করেছেন যে, এই সময়ের বিষয়ে ইজমা রয়েছে।[১২৪৫] আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আরাফার পুরো দিনটিই সেখানে অবস্থানের সময়, এটিতে আগেই ইজমা হয়েছে। আর পূর্বের উরওয়া ইবনু মুযাররাস এর হাদীস দিয়ে যে দলীল পেশ করা হয়, যাতে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি আরাফার ময়দানে রাতে বা দিনে যে কোন সময় এর পূর্বে অবস্থান করলো,তার হাজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল' এখানে ইজমার দ্বারা প্রমাণিত যে, সাধারণভাবে দিন দ্বারা এখানে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে উদ্দেশ্য।[১২৪৬]

২. তারপর আরাফা থেকে প্রস্থান করবে এবং মুযদালিফাতে আসবে। সেখানে এসে মাগরিব ও ইশার সালাত জমা তাখীর (ইশার সময় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে কসর আদায় করবে) আদায় করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করেন। তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল সালাত আদায় করেননি। আর তিনি মাগরিবের তিন রাকআত আর ইশার দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪৭]

আর বিষয়ে পূর্বে বর্ণিত জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসটি রয়েছে।

৩. মুযদালিফাতেই রাত্রি যাপন করবে ও সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করবে এবং সূর্য উদয় হওয়ার আগেই সেখান থেকে রওয়ানা করবে।

জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে,

فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا

[১২৪৫] সায়লুল জাররার, ২/১৬৫।

[১২৪৬] আল মুগনী, ৩/৪৪১।

[১২৪৭] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১২৮৮।

অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমাতুত তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪৮]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হতো না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৪৯]

৪. তারপর মাশআরুল হারামে (মুযদালিফাতে ছোট একটি পাহাড় যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়েছিলেন) আসবে এবং সেখানে আল্লাহর যিকির করবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ﴾

সুতরাং যখন তোমরা আরাফা হতে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে (সূরা আল বাকারা: ১৯৮)।

আর জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে,

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, তার মহত্ব বর্ণনা করলেন, কালিমাতুত তাওহীদ পড়লেন এবং তার একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫০]

[১২৪৮] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবূ দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪।

[১২৪৯] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮৪।

[১২৫০] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবূ দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪।

৫. সূর্যদোয়ের পরে জামারায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করবে।

জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে,

حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حصى الخذفِ

তিনি বাতুনে মুহাসসার নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি ছোট পাথর নিক্ষেপ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫১]

মুহাসসারকে এমন নামকরণ করার কারণ হলো, এখানে আল্লাহ হাতীওয়ালাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং থামিয়ে দিয়েছিলেন। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٞ﴾

সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে (সূরা আল মূলক: ৪)।

জামরাতুল কুবরা হলো, জামরাতুল আকাবা, যার নিকটে বৃক্ষ রয়েছে।

حصى الخذفِ হলো ছোট পাথর, যেগুলো দুই আঙ্গুল দিয়েই নিক্ষেপ করা সম্ভব।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ انتهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرَى فجعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارِهِ ومِنى عَنْ يمينِهِ، ورمَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ ثمَّ قال: هكذا رمَى الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سُورةُ البَقَرَةِ

তিনি যখন জামরাতুল কুবরার নিকটে আসলেন, তখন বায়তুল্লাকে বামে রেখে, মিনাকে ডানে রেখে সাতটি পাথর মারেন। তারপর তিনি বললেন, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা আল বাকারা নাযিল হয়েছে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫২]

৬. কুরবানির অর্ধেক রাতের পরেই দুর্বলদের জন্য পাথর নিক্ষেপ করাতে ছাড় দেয়া হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

[১২৫১] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮, আবূ দাউদ, হা/১৯০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪।

[১২৫২] সহীহ বুখারী, হা/১৭৪৭, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯৬, তিরমিযী, হা/৯০১, আবূ দাউদ, হা/১৯৭৪।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মালপত্র নিয়ে অথবা (অপর বর্ণনা অনুযায়ী) দুর্বল লোকদের সাথে রাত থাকতেই মুযদালিফাহ থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠিয়ে দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৩]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً. يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ

মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সওদা (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেলাম। তারপর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৪]

৭. মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছোট করা।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ: لِلْحَلَّاقِ خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এলেন, অতঃপর জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন এবং কুরবানি করলেন। অতঃপর নাপিতকে ইশারাতে বললেন, মাথার ডান পাশ থেকে শুরু কর, অতঃপর বাম পাশ। অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজের চুল দান করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৫]

আর পুরুষদের জন্য মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

[১২৫৩] সহীহ বুখারী, হা/১৬৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯৩।

[১২৫৪] সহীহ বুখারী, হা/১৬৮১, সহীহ মুসলিম, হা/১২৯০।

[১২৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৭১, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৫।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ

হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল খাটোকারীদের (ক্ষমার জন্য দুআ করুন)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের মাফ করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চুল খাটোকারীদেরও। তিনি বললেন, চুল খাটোকারীদেরও (ক্ষমা করুন)। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৬]

আর মহিলাদের জন্য চুল খাটো করা উত্তম।

কেননা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

নারীদের মাথার চুল মুণ্ডন করার প্রয়োজন নেই। বরং তারা চুল কাটবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৭]

৮. যে ব্যক্তি জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করবে তার জন্য স্ত্রী সহবাস করা ছাড়া অন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، قِيلَ: وَالطِّيبُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ! أَفَطِيبٌ هُوَ

যখন তোমরা জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস করা ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবনে আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১২৫৬] সহীহ বুখারী, হা/১৭২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০২।

[১২৫৭] আবূ দাউদ, হা/১৯৮৪, ত্বাবারানী কাবীর, হা/১৩০১৮।

ওয়াসাল্লামকে নিজ মাথায় মিসক সুগন্ধি মাখতে দেখেছি (পাথর নিক্ষেপের পরে)। তা কি সুগন্ধি নয়? এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৮]

৯. কোন ব্যক্তি যদি পাথর নিক্ষেপ করার আগেই মাথা মুণ্ডন করে অথবা (পশু) জবাই করে অথবা তাওয়াফে ইফাযাহ করে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানি করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, তুমি কুরবানি করে নাও, কোন সমস্যা নেই। অতঃপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে পাথর মারার পূর্বেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি বললেন, পাথর মেরে নাও, কোন সমস্যা নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, করে নাও, কোন সমস্যা নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৫৯]

১০. আইয়্যামে তাশরীকের রাতগুলোতে মিনাতে রাত্রি যাপন করবে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজ্জীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কাতে কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬০]

দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, আইয়্যামে তাশরীকের রাতগুলোতে মিনাতে অবস্থান করা সুন্নাত। কিন্তু ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সেখানে রাত যাপন না করাও জায়েয।

[১২৫৮] ইবনে মাজাহ, হা/৩০৪১, নাসাঈ, হা/৩০৮৪।

[১২৫৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৬।

[১২৬০] সহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৫।

আর ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য দুই দিনের পাথর নিক্ষেপ করাটা একদিনেই করা জায়েয।

আসিম ইবনু আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، خَارِجِينَ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাতযাপনের অনুমতি দেন। তারা কেবল কুরবানির দিন পাথর মারবে এবং পরের দু'দিন ও প্রত্যাবর্তনের দিন (তের তারিখ) পাথর নিক্ষেপ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬১]

হাজ্জ পালনকারীর জন্য মিনার প্রতি রাতে কাবাতে গিয়ে তাওয়াফ করা শরীআতসম্মত।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا دَامَ بِمِنًى

মিনাতে থাকাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে বায়তুল্লা পরিদর্শনে আসতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬২]

১১. আইয়্যামের তাশরীকের প্রতিদিনেই তিনটি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। [নিকটের জামরা দিয়ে শুরু করবে, তারপর মাঝেরটা তারপর জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবে।]

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে পাথর মারতেন। এরপর বাঁ দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে

[১২৬১] আবূ দাউদ, হা/১৯৭৫, তিরমিযী, হা/৯৫৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৩৭।

[১২৬২] সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৫/১৪৬, মুশকিলুল আসার, ১/৪৯১, সিলসিলা সহীহাহ, হা/৮০৪।

কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। অতঃপর বাতনে ওয়াদী হতে জামরায়ে আকাবায় পাথর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। আর তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি অনুরূপ করতে দেখেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬৩]

জামরাহ হলো মিনাতে ছোঠ ছোট পাথরে একত্রিত হয়ে তৈরি হওয়া স্তুপ।

دنيا হলো, মিনার নিকটবর্তী জামরাহ আর সেটিই ছোট জামরাহ।

إثر অর্থ হলো, পরে।

فيسهل মানে, তারপর তিনি সমতল ভূমিতে নামেন।

عقبة হলো পাহাড়ের গিরিপথ। এখানে জামরাতুল কুবরা উদ্দেশ্য।

১২. কুরবানির দিনে খুতবা দেয়া মুস্তাহাব।

আবূ বকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

কুরবানির দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি জানেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি

[১২৬৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭৫২, মুসনাদে আহমাদ, ২/১৫২।

যিলহাজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন, এটি কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জান এবং মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। অতঃপর তিনি বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী। তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। এই হাদীচটি সহীহ।[১২৬৪]

১৩. আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন খুতবা দেয়া মুস্তাহাব।

বনী বাকরের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেছেন,

رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যের দিন (বারো তারিখ) খুতবা দিতে দেখেছি। এই সময় আমরা তাঁর সওয়ারীর নিকটেই ছিলাম। মিনাতে এটাই ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেশকৃত খুতবা। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬৫]

১৪. কুরবানির দিন হাজ্জ পালনকারী তাওয়াফে ইফাযাহ অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারাহ করবে।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যুহরের সালাত আদায় করেন।

[১২৬৪] সহীহ বুখারী, হা/১৭৪১।

[১২৬৫] আবূ দাউদ, হা/১৯৫২।

নাফি (রহি) বলেন, ইবনু উমার (রা)ও কুরবানির দিন তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করতেন, অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬৬]

ইমাম শাওকানী (রহি) বলেন, তাওয়াফে যিয়ারাহ সম্পর্কে আমরা আগেই ইজমা বর্ণনা করেছি যে, এটি হলো হাজ্জের একটি রুকন। এটি না করলে, হাজ্জ বাতিল হবে, এটি ছাড়া হাজ্জ সহীহ হবে না।[১২৬৭]

১৫. হাজ্জ পালনকারী বিদায়ী তাওয়াফ করবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

কেউই যেন বিদায়ী তাওয়াফ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬৮]

তবে ঋতুবতী মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ মাফ।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر الناس أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خفّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আদেশ করতেন যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লার তাওয়াফ করা। তবে তিনি ঋতুবতী মহিলাদের থেকে এই বিধানকে হালকা করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১২৬৯]

রমল (একটু দ্রুত হাঁটবে) করা ছাড়াই বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। কেননা বিদায়ী তাওয়াফে রমল করার বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

বিদায়ী তাওয়াফ হলো, মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য। কারণ মক্কাবাসীরা তো বায়তুল্লা ছেড়ে যাবে না।

[১২৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৮।

[১২৬৭] সায়লুল জাররার, ২/১৮৬।

[১২৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৭।

[১২৬৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৮।

বিদায়ী তাওয়াফ করার পরে কোন ব্যক্তি যদি আরো কয়েক দিন অবস্থান করে, তাহলে তাকে আবার বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আদেশ করতেন যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লার তাওয়াফ করা, আর এটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

হাজ্জ পালনকারীর জন্য যতটুকু সম্ভব হয় বরকত হাসিলের জন্য সে যমযমের পানি নিয়ে যাবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত।

أنها حملت ماء زمزم في القوارير .وقالت: "حمله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم

তিনি কাঁচের পাত্রে যমযমের পানি নিয়ে যেতেন। আর তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে এবং মশকে করে যমযমের পানি নিয়ে যেতেন। আর তিনি এই পানি রোগীর শরীরে ছিটিয়ে দিতেন এবং তাকে পান করাতেন। এই হাদীসটি হাসান।[১২৭০]

[১২৭০] তারীখুল কাবীর, ৩/১৮৯, সুনানুল কুবরা, ৫/২০২, সিলসিলা সহীহাহ, হা/৮৮৩।

الفصل الثامن: البدع المستحدثة في الحج

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ হাজ্জের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ।

প্রথমঃ হাজ্জের সফরে ও ইহরামে বিদআতসমূহ (১-১১)।

১. মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা।[১২৭১]

২. রেলগাড়িতে প্রবেশের সময়ে মহিলাদের সাথে পুরুষদের ভিড়াভিড়ি করা। এটি হয় হাজ্জের সফরের সময়ে।

৩. ছোট ছেলে মেয়েদেরকে হাজ্জ থেকে নিষেধ করা।[১২৭২]

৪. তাওয়াক্কুল করার দাবিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কোন ধরনের পাথেয় ছাড়াই সফর করা।[১২৭৩]

৫. মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে কোন মহিলার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। তাদের ধারনা হলো, এর মাধ্যমে সেই পুরুষ মহিলাটির মাহরাম হয়ে যায়। যার ফলে সেই মহিলার তার সাথে এমনভাবে চলাফেরা করে, যেভাবে সে তার মাহরামের সাথে চলাফেরা করে।[১২৭৪]

৬. হাজ্জ করতে মনস্থির করেছে এমন বিবাহিত মহিলার সাথে কোন ব্যক্তির এমন চুক্তি করা যে, সে মহিলাটির সাথে মাহরামের মতো থাকবে।[১২৭৫]

৭. কোন মাহরাম ছাড়াই একদল বিশ্বস্ত মহিলার সাথে কোন মহিলার সফরে বের হওয়া। আর তাদের মধ্যে তাদের একজনের মাহরাম পুরুষ থাকে। তখন তারা মনে করে যে, তাদের সকলের জন্যই সেই পুরুষটি মাহরাম।

৮. আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবিতে একাই সফরে বের হওয়া, যেমনটি কিছু সুফীরা দাবি করে থাকে।[১২৭৬]

[১২৭১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫০, মাজমু ফাতাওয়া, ২২/২২২।

[১২৭২] শারহু সহীহ মুসলিম লিন নববী, ৯/৯৯।

[১২৭৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮।

[১২৭৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৯।

[১২৭৫] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮।

[১২৭৬] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৪৮।

৯. হাজ্জের তালবিয়া বাদ দিয়ে তাকবীর বা আল্লাহু আকবার ও তাহলীল বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।[১২৭৭]

১০. কথা না বলে চুপ থেকে হাজ্জ করা।

১১. মীকাতের আগেই ইহরাম বাঁধা।

দ্বিতীয়: তাওয়াফের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহ (১-১৮)।

১. তাওয়াফকারীর এমনটি বলা যে, إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك অর্থাৎ আপনার ওপর ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে (আমি তাওয়াফ করছি)।

২. তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করার আগেই মুহরিম ব্যক্তির মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করা।[১২৭৮]

৩. সালাতে রফউল ইয়াদইন করার মতো হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে রফউল ইয়াদাইন করা।[১২৭৯]

৪. এমনটি বলা যে,

نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا

অর্থাৎ আমার এই সপ্তাহের তাওয়াফ দ্বারা আমি এই কাজ, ওই কাজের নিয়্যাত করছি।[১২৮০]

৫. ইমামকে চুমু খাওয়ার জন্য ভিড় করা এবং তাকে চুমু খাওয়ার জন্য সালাতে ইমামের আগেই সালাম ফিরানো।

৬. হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে এমনটি বলা যে,

إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك اللّٰهُمَّ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার ওপর ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে (আমি তাওয়াফ করছি)।

[১২৭৭] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫০।

[১২৭৮] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১।

[১২৭৯] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১।

[১২৮০] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১।

৭. তাওয়াফ করার সময়ে ডান হাতকে বাম হাতের ওপরে রাখা।

৮. তাওয়াফের শেষের চার চক্করে এমনটি বলা যে,

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আর আপনি আমার সম্পর্কে যা জানেন সেগুলো মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রবল শক্তিশালী ও অনেক সম্মানিত।[১২৮১]

৯. কা'বার দরজার সমানে এমনটি বলা যে,

اللّٰهُمَّ إن البيت بيتك، والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই ঘরটি আপনার ঘর। এই হারাম এলাকা আপনার এলাকা, এই নিরাপত্তা আপনার নিরাপত্তা। আর এই স্থানটি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাঁড়ানোর স্থানের দিকে ইশারা করে এমনটি বলা।[১২৮২]

১০. হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সময়ে এমনটি বলা যে,

إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك اللّٰهُمَّ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার ওপর ইমান এনে ও আপনার কিতাবকে সত্যায়ন করে (আমি তাওয়াফ করছি)।[১২৮৩]

১১. কা'বা ঘরের মীযাবের সামনে এমনটি বলা যে,

اللّٰهُمَّ أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যেদিন আপনার দেয়া ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আপনি আমাকে আপনার দেয়া ছায়াতে স্থান দান করুন।[১২৮৪]

১২. তাওয়াফের জন্য গোসল করা।

১৩. কা'বার মীযাব থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মাধ্যমে বরকত হাসিল করা।

[১২৮১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২।

[১২৮২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১- ৫২।

[১২৮৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫১।

[১২৮৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২।

১৪. বৃষ্টির সময়ে তাওয়াফ করার ইচ্ছা করা, এই দাবিতে, যে ব্যক্তি এমনটি করবে, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

১৫. শাম দিকের দুই রুকনকে এবং মাকামে ইবরাহীমকে চুমু খাওয়া এবং সেগুলোকে স্পর্শ করা।[১২৮৫]

১৬. রুকনে ইয়ামানীকে চুমু খাওয়া।[১২৮৬]

১৭. মাসজিদুল হারামে সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে বৈধ মনে করা এবং যেই মুছল্লী সামনে দিয়ে যেতে বাধা দেয় তার বিরোধিতা করা।[১২৮৭]

১৮. তাওয়াফের সময়ে কুরআন তিলাওয়াত করাকে আবশ্যক করে নেয়া।[১২৮৮]

তৃতীয়: কা'বাতে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-৫)।

১. কা'বার দেয়ালগুলোকে ও মাকামে ইবরাহীমকে স্পর্শ করা।[১২৮৯]

২. কা'বার দেয়ালের খুঁটির ওপরে তাদের নাম লিখে রাখা।

৩. বিদায়ী তাওয়াফ করার পরে পশ্চাৎমুখী হয়ে মাসজিদুর হারাম থেকে বের হওয়া।[১২৯০]

৪. মাকামে ইবরাহীমকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন করা এবং কা'বাকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন করে উৎসব করা।[১২৯১]

৫. উরওয়াতুল উসকা নামক স্থান দিয়ে বরকত হাসিল করা। এটি হলো বায়তুল্লার দরজার বিপরীতে তার প্রাচীর থেকে উঁচু একটি স্থান। সাধারণ মানুষ মনে করে, যে ব্যক্তি সেটি স্পর্শ করতে পারবে সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে।[১২৯২]

[১২৮৫] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২।

[১২৮৬] আল মাদখাল লি ইবনিল হাজ্জ, ৪/২২৪।

[১২৮৭] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯।

[১২৮৮] আল ইতিছাম লি শাতেবী, ২/২৩।

[১২৮৯] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২।

[১২৯০] আল ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যা, ইবনে তাইমিয়্যাহ, পৃ. ৭০।

[১২৯১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯।

[১২৯২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫২।

চতুর্থ: যমযমের পানি নিয়ে বিদআতসমূহ (১-৪)।

১. যমযমের পানি নিয়ে শরীরের কিছু অংশ ধৌত করা।

২. এই বিশ্বাস রাখা যে, কোন বান্দার ভিতরে কখনোই যমযমের পানি ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হবে না।

৩. কিছু ফিকহের কিতাব বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করেছেন আর প্রতিবার তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে বায়তুল্লার দিকে তাকিয়েছেন।

৪. হাজ্জ পালনকারীর যমযমের অবশিষ্ট পানিটুকু কুয়াতেই ঢেলে দিয়ে এই বলে দুআ করা যে,

اللّٰهُمَّ إني أسألك رزقًا واسعًا، وعلمًا نافعًا، وشفاء من كل داء

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে অনেক বেশি রিযিক, উপকারী জ্ঞান এবং সকল রোগ থেকে আরোগ্য চাই।[১২৯৩]

পঞ্চম : সাঈ করার সময়ে বিদআতসমূহ (১-৯)।

১. হাজ্জ অথবা উমরাতে বারবার সাঈ করা।

২. তাওয়াফে ইফাযাহ করার পরে তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর সাঈ না করা।

৩. এমনটি বলা যে, কোন ব্যক্তি যদি সর্বোত্তমভাবে ওযূ করে সাফা ও মারওয়াতে হাঁটে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি পদক্ষেপে সত্তরটি নেকী লিখবেন।

৪. সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরেও সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করতেই থাকা, এমনকি এই কারণে সালাতের জামাআত ছুটে যায়।

৫. মিনাতে এসে নির্দিষ্ট কোন দুআকে আবশ্যক করে নেয়া। যেমন এমনটি বলা যে,

اللّٰهُمَّ هذه منى فامنن بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এটি মিনা, সুতরাং আপনি আপনার বন্ধুদের ওপরে এবং আপনার আনুগত্যকারীদের ওপরে যে অনুগ্রহ করেছে, আমার ওপরও তেমন অনুগ্রহ করেন।

৬. সাঈ করার সময়ে এমনটি বলা যে,

[১২৯৩] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৩।

رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللّٰهُمَّ اجعله حجًّا مبرورًا - أو عمرة مبرورة - وذنبًا مغفورًا الله أكبر ثلاثًا

অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আর আপনি আমার সম্পর্কে যা জানেন সেগুলো মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি প্রবল শক্তিশালী ও অনেক সম্মানিত। হে আল্লাহ! আমার হাজ্জকে অথবা উমরাহকে কবুলযোগ্য হাজ্জে বা উমরাতে পরিণত করুন এবং আমার পাপসমূহকে ক্ষমা করুন। আল্লাহু আকবার (তিনবার)।

৭. সাঈ করার সময়ে সাফাতেই শেষ করার মাধ্যমে চৌদ্দ বারে সাঈ করা।

৮. সাফার ওপরে উঠে যাওয়া, এমনকি দেয়ালের সাথে লেগে যাওয়া।

৯. সাঈ করার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করা।[১২৯৪]

ষষ্ঠ: আরাফাতে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-২৪)।

১. আরাফাতের পাহাড় নিয়ে সাধারণ লোকজনের ফিতনায় পড়া, এমনকি তারা এটিকে আরাফাতে অবস্থানের আসল বা মূল বানায়।[১২৯৫]

২. আরাফার দিনের জন্য গোসল করা।

৩. কেউ কেউ আরাফার মাঠে অবস্থানের সময়ে বায়তুল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে এবং দুই হাত দুআকারীর মতো প্রসারিত করে তিনবার তালবিয়া পাঠ করে, তারপর বলে,

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحي ويميت، بيده الخير

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সকল রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তারই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, একমাত্র তারই হাতে সকল কল্যাণ।[১২৯৬]

৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, কোন আল্লাহর কোন বান্দা বা বান্দী যদি আরাফার রাতে এক হাজার বার এই দুআ পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে যা চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই প্রদান করবেন, যতক্ষণ না সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ও পাপ কাজের দুআ করে।

[১২৯৪] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৩।

[১২৯৫] আল আমরু বিল ইত্তিবা, সুয়ূতী, পৃ. ২৫৭।

[১২৯৬] আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ, শাওকানী, পৃ. ১০৯।

দুআটি হলো,سبحان الذي في السماء عرشه অর্থাৎ আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যার আরশ হলো আসমানে।[১২৯৭]

৫. আরাফার অর্ধেক দিন অতিবাহিত হয়ে আরাফাতে অবস্থান করার ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া।

৬. রাতেই মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া।

৭. চাঁদ দেখতে ভুল হওয়ার আশংকাতে আট তারিখে কিছু সময়ের জন্য হলেও জাবালে আরাফাতে অবস্থান করা।

৮. রাতেই মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া।

৯. আরাফার রাতে এই দুআ এক হাজার বার পাঠ করা। দুআটি হলো,

سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله

অর্থাৎ আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যার আরশ হলো আসমানে। আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, জমিন হলো যার পা রাখার জায়গা। আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমুদ্রে হলো যার রাস্তা।[১২৯৮]

১০. আট তারিখে মক্কা থেকে একবারেই আরাফার দিকে রওয়ানা দেয়া।

১১. আরাফা থেকে মুযদালিফাতে দ্রুত যাওয়া।

১২. আরাফার জাবালে রহমাতে উঠা।

১৩. জাবালে রহমাতের ওপরে অবস্থিত গম্বুজে ঢুকা, সেটিকে আদম আলাইহিস সালামের গম্বুজ নামে নামকরণ করা, সেখানে সালাত আদায় করা এবং বায়তুল্লাতে তাওয়াফ করার মতো, সেখানেও তাওয়াফ করা।

১৪. আরাফার মাঠে চুপ থাকা এবং কোন দুআ না করা।

১৫. এই বিশ্বাস রাখা যে, আরাফাত দিনের সন্ধ্যাতে আল্লাহ তা'আলা উটে অথবা বোরাকে করে নেমে আসেন এবং যারা আরোহী তাদের সাথে মুসাফা করেন আর যারা পায়ে হেঁটে চলছে তাদের সাথে কোলাকুলি করেন।

[১২৯৭] আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ, শাওকানী, পৃ. ১০৫।

[১২৯৮] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৪।

১৬. জুমআর খুতবার মতো আরাফাতে দুই খুতবা দেয়া এবং দুই খুতবার মাঝে বসে সেই দু'টিকে পুথক করা।

১৭. খত্বীবের খুতবা শেষ করার আগেই আরাফাতে যুহর ও আসরের আযান দেয়া।

১৮. খুতবার আগেই যুহর ও আসরের সালাত আদায় করা।

১৯. আরাফার মাঠে সালাত শেষ করে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমামের এমনটি বলা যে, أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সালাত পুরা করো, কেননা আমরা মুসাফির।

২০. আরাফাতে যুহর ও আসর সালাতের মাঝে নফল সালাত আদায় করা।

২১. সাধারণ লোকদের মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, জুমআর দিনে আরাফাতে অবস্থান করাটা বাহাত্তারটি হাজ্জের সমান।

২২. মিনাতে আগুন জ্বালানো বিদআত

২৩. আরাফা ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান করা।

২৪. এই বিশ্বাস রাখা যে, আসল হলো, জাবালে আরাফাতে অবস্থান করা।[১২৯৯]

সপ্তম: মুযদালিফাতে হওয়া বিদআতসমূহ (১-৯)।

১. আরাফা থেকে মুযদালিফাতে যাওয়ার সময়ে দ্রুত যাওয়া।

২. রাত না কাটিয়ে এমনিই মুযদালিফাতে অবস্থান করা।

৩. আরোহীর বাহন থেকে নেমে যাওয়াকে মুস্তাহাব মনে করা, যাতে করে হারাম এলাকাকে সম্মান দেখানোর জন্য হেঁটে মুযদালিফাতে প্রবেশ করতে পারে।

৪. মুযদালিফাতে পৌঁছে এই দুআ করাকে আবশ্যক করে নেয়া যে,

اللَّهُمَّ إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة - نسألك حوائج

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটি মুযদালিফাত, এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষির লোকজন একত্রিত হয়েছে। আমরা আপনার কাছে প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার প্রার্থনা করছি।

৫. মুযদালিফাতে পৌঁছেই মাগরিবের সালাত আদায় না করা এবং সালাত বাদ দিয়ে পাথর সংগ্রহ করাতে ব্যস্ত থাকা।

[১২৯৯] আল ইবদা' ফি মাযাররিল ইবতিদা', শাইখ আলী মাহফূয, পৃ. ৩০৪।

৬. মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝখানে মাগরিবের সুন্নাত আদায় করা অথবা মাগরিব ও ইশার সালাত জমা করে পরে মাগরিবের সুন্নাত, ইশার সুন্নাত ও বিতরের সালাত আদায় করা।

৭. মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে এই দুআ করাকে আবশ্যক করে নেয়া যে,

اللّٰهُمَّ بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد - صلى الله عليه وسلم - منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মাশআরুল হারাম, বায়তুল হারাম, হারাম মাসসমূহ, কা'বার রুকনসমূহ এবং মাকামে ইবরাহীমের হক নিয়ে বলছি, আমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহে সালাম পৌঁছিয়ে দিন এবং আমাদেরকে শান্তির ঘর (জান্নাতে) প্রবেশ করান, হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সত্তা![১৩০০]

৮. যে কুরবানি করা ওয়াজিব সেই কুরবানি না করে তার মূল্য সাদাকা করার দিকে আগ্রহ হওয়া। এতে তাদের দাবি হলো, গোশত অনেক বেশি হওয়ার কারণে সেগুলো মাটিতে চলে যায়, সেখান থেকে সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া অন্যরা উপকৃত হয় না।

৯. কুরবানির দিন আসার আগেই মক্কাতে তামাত্তু হাজ্জের কুরবানির পশু জবাই করা।

অষ্টমঃ হালাল হওয়ার সময়ে সংঘটিত বিদআতসমূহ (১-৬)।

১. শুধু মাথা মুণ্ডন করার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা।

২. মাথার বাম দিক থেকে মাথা মুণ্ডন শুরু করা।

৩. মাথা মুণ্ডন করার সময়ে এই দুআ বলা যে,

الحمد لله على ما هدانا، وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছেন এবং আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র তারই। হে আল্লাহ! আমার এই কপাল আপনার হাতে। সুতরাং এটি আপনি আমার থেকে কবুল করুন।

৪. 'আল ইহইয়া' কিতাবে গাযালী (রহি) বলেছেন, সুন্নাত হলো, মাথা মুণ্ডন করার সময়ে কিবলামুখী হওয়া।

[১৩০০] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৬।

৫. এই রাত জেগে থাকা।[১৩০১]

নবম: পাথর নিক্ষেপ করার সময়ে হওয়া বিদআতসমূহ (১-১২)।

১. পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গোসল করা।

২. বাজূরী বলেছেন, সুন্নাত হলো, যেই পাথরগুলো নিক্ষেপ করবে, সেগুলো কুরবানির দিনে মুযদালিফা থেকে গ্রহণ করবে আর বাকীগুলো ওয়াদী মহাসসার থেকে গ্রহণ করবে।

৩. জামারাহর নিকটে মসজিদে তাওয়াফ করা।

৪. নিক্ষেপ করার আগে সেই পাথরগুলো ধৌত করা।

৫. তাকবীর বলার স্থানে তাসবীহ পড়া বা অন্যান্য যিকির করা।

৬. তাকবীরের চেয়েও আরো অতিরিক্ত বলা যে,

رغمًا للشيطان وحزبه، اللّٰهُمَّ اجعل حجي مبرورًا، وسعي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، اللّٰهُمَّ إيمانًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك

অর্থাৎ শয়তান ও তার দলকে লাঞ্ছিত করার জন্য, হে আল্লাহ! আমার হাজ্জকে কবুলযোগ্য হাজ্জে পরিণত করুন, আমার গুনাসমূহকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমি এটি করছি আপনার কিতাবের ওপর ঈমান নিয়ে এবং আপনার নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে।

৭. পরবর্তীদের কেউ কেউ বলেছেন, সুন্নাত হলো, প্রতিবার পাথর নিক্ষেপ করার সময়ে বলবে, بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون

৮. পাথর নিক্ষেকারীর দাঁড়ানোর স্থানকে নির্দিষ্ট করে দেয়া। সেটি হলো, তার মাঝে ও পাথর নিক্ষেপের লক্ষের মাঝে পাঁচ বিঘত ও তার বেশি দূরুত্ব থাকতে হবে।

৯. জুতা বা অন্য কিছু পরে পাথর নিক্ষেপ করা।

১০. কুরবানির দিনে মিনাতে ঈদের সালাত আদায় করাকে মুস্তাহাব মনে করা।

১১. নফল উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হওয়া।

১২. বিদায়ী তাওয়াফ করার পর পশ্চাৎমুখী হয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া।[১৩০২]

[১৩০১] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৭।

[১৩০২] মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী, পৃ. ৫৯।

الفصل التاسع: أفضل أنواع الهدي

নবম পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন প্রকার কুরবানির মধ্যে যেটি সর্বোত্তম কুরবানি।

কুরবানিতে সর্বোত্তম পশু হলো উট, কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল হাজ্জে বলেন,

﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾

আর উটকে আমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম করেছি (সূরা আল হাজ্জঃ ৩৬)।

তারপর গরু, তারপর ছাগল।

১. উট ও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে বের হলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উট ও গরুতে সাতজন শরীক হতে আদেশ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৩]

২. কুরবানিদাতার জন্য সেই পশুর গোশত খাওয়া জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ

যুল কাদাহ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হাজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন, যার সাথে কুরবানির পশু নেই সে যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার

[১৩০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮, আবূ দাউদ, হা/২৮০৭, তিরমিযী, হা/৯০৪।

সাঈ করে হালাল হয়ে যায়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, কুরবানির দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি বললাম, এ কী? তারা বলল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে কুরবানি করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৪]

৩. কুরবানিদাতার জন্য সেই পশুতে আরোহণ করা জায়েয।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا. ثَلَاثًا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানির উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানির উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটি তো কুরবানির উট। তিনি বললেন, এর উপর সওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৫]

৪. (কুরবানির জন্য চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে) কুরবানির পশুর কোন পার্শ্বে কেটে দাগ দেয়া ও মালা পরানো মুস্তাহাব।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ، فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলায়ফাহ নামক স্থানে যুহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নিজের (কুরবানির) উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন এবং কুঁজের ডান দিক দিয়ে ফেঁড়ে দিলেন। ফলে রক্ত প্রবাহিত হলো। অতঃপর তিনি এর গলায় দু'টি পাদুকার মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। অতঃপর তা যখন তাকে নিয়ে আল বায়দা নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন তিনি হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৬]

فَأَشْعَرَهَا : হলো কোন বর্শা বা ছুরি বা কোন লোহার টুকরা দিয়ে উটের ডান কুঁজে আঘাত করা। ফলে সেখান থেকে রক্ত বের হয়।

[১৩০৪] সহীহ বুখারী, হা/১৭০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১।

[১৩০৫] সহীহ বুখারী, হা/১৬৯০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৩।

[১৩০৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৩, আবূ দাউদ, হা/১৭৫২, তিরমিযী, হা/৯০৬, ইবনে মাজাহ, হা/৩০৯৭।

وَسَلَتَ الدَّمَ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا হলো, উটের কুঁজের পার্শ্ব। وَسَلَتَ الدَّمَ :রক্ত অপসারিত করা।

فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ : যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন তাকে পিঠে করে নিয়ে আর বায়দা নামক স্থানে পৌঁছিল।

৫. কোন ব্যক্তি যদি কুরবানির পশু পাঠায়, তাহলে তার বিধান।

আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান (রহি) থেকে বর্ণিত। তাকে বর্ণনা করেছেন যিয়াদ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রহি)।

كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট পত্র লিখলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির পশু মক্কাতে পাঠায় তা জবাই না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজ্জীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরাহ (রহি) বলেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, ইবনু আব্বাস (রা) যেমন বলেছেন, ব্যাপারটি তেমন নয়। আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির পশুর মালা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে সেই পশুকে মালা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান। সেই পশু জবাই করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তুই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হারাম হয়নি। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৭]

الباب الثاني: العمرة المفردة

দ্বিতীয় অধ্যায়: পৃথকভাবে উমরা করা

উমরার বিধিবিধান:

১. উমরার জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

কেননা উমরার জন্য ইহরাম হলো হাজ্জের ইহরামের মতোই। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়: 'হাজ্জের বিধিবিধান', এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: 'নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা' এই পরিচ্ছেদ দেখুন।

[১৩০৭] সহীহ বুখারী, হা/১৭০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩২১।

২. যে ব্যক্তি মক্কাতে থাকবে সে (হারাম এলাকা ছেড়ে) হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরাম বাঁধবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

আমরা বিদায় হাজ্জের বছর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার সাথে কুরবানির পশু আছে সে যেন একত্রে উমরার সাথে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে, অতঃপর উমরা ও হাজ্জের অনুষ্ঠান শেষ না করে যেন ইহরাম মুক্ত না হয়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি হায়েয অবস্থাতে মক্কাতে পৌঁছলাম। তাই আমি বায়তুল্লা তাওয়াফ করতে এবং সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমার চুলের বেণী খুলে ফেলো এবং চিরুণী করো, হাজ্জের ইহরাম বাঁধো এবং উমরা পরিত্যাগ করো। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমাদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা পালন করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার (ইহরাম বাঁধার) স্থান। যে সব লোক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লার তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তাদের হাজ্জের তওয়াফ করলো আর যারা উমরা ও হাজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছিল, তারা একবার তাওয়াফ করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৮]

তানঈম হলো, মক্কা থেকে এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। এক ফারসাখ হলো, ৫.৫৫৪ কিলোমিটার।

[১৩০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১২১১।

৩. উমরা এর রুকনসমূহ (উমরার রুকন/ফরয ৪টি):

[১] ইহরাম বাঁধা (الإحرام)

[২] তাওয়াফ করা (الطواف)

[৩] সাঈ করা (السعى)

[৪] মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা (الحلق أو التقصير)। এর দলীলসমূহ আগেই বর্ণিত হয়েছে।

আর **উমরার ওয়াজিব একটি:** শরীআত নির্ধারিত মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা।

৪. বছরের সবসময়ই উমরা করা শরীআতসম্মত [সুন্নাত, মুস্তাহাব]।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন এবং হাজ্জের সাথের উমরা ব্যতীত সকল উমরাই যুলকাদ মাসে করেন। সেগুলো হলো, হুদায়বিয়ার সময়ে, পরবর্তী বছরে, জিরানাহ থেকে কৃত উমরা, যেখানে হুনায়নের গণীমতের সম্পদ বণ্টন করা হয়েছিল, আর একটি উমরা যা হাজ্জের সাথে করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩০৯]

রমজান মাসে উমরা করা একটি হাজ্জের (সওয়াবের) সমান।

কেননা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

রমজান মাসে উমরা করা একটি হাজ্জের সমান। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩১০]

[১৩০৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৩।

[১৩১০] সহীহ বুখারী, হা/১৭৮২, সহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬।

الكتاب السادس: كتاب النكاح

ষষ্ঠ পর্ব: বিবাহ

الباب الأول: النكاح

প্রথম অধ্যায়: বিবাহ

الفصل الأول: أحكام النكاح

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধিবিধান

الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হারাম বিবাহসমূহ।

الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মোহরের বিধিবিধান

الفصل الرابع: حكم الوليمة

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: অলীমার বিধান

الفصل الخامس: القسم بين الزوجات

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করা।

الفصل السادس: حقوق الزوجين

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: স্ত্রীদের হক বা অধিকারসমূহ।

أولًا: حقوق الزوجة على زوجها

প্রথমত: স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ।

ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته

দ্বিতীয়ত: স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ।

الباب الثاني: الطلاق

দ্বিতীয় অধ্যায়: তালাক।

الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه

প্রথম পরিচ্ছেদঃ তালাক শরীআতসম্মত হওয়া এবং তার বিধিবিধান।

الفصل الثاني: بما يقع الطلاق

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যার মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়।

الباب الثالث: الخُلع

তৃতীয় অধ্যায়ঃ খোলা তালাকের বর্ণনা

الباب الرابع: الإِيلاء

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ঈলা (স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা)।

الباب الخامس: الظِّهار

পঞ্চম অধ্যায়ঃ যিহার।

الباب السادس: اللعان

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ লিআন

الباب السابع: العدة

সপ্তম অধ্যায়ঃ ইদ্দত পালন সম্পর্কে

الفصل الأول: أنواع العدة

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন প্রকার ইদ্দত সম্পর্কে

الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে।

الباب الثامن: النفقة

অষ্টম অধ্যায়ঃ ভরণপোষণ সম্পর্কে

الباب التاسع: الحضانة

নবম অধ্যায়ঃ শিশুর লালন পালন সম্পর্কে

الباب الأول: النكاح

প্রথম অধ্যায়: বিবাহ

الفصل الأول: أحكام النكاح

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিবাহের বিধিবিধান

১. বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান।[১৩১১]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وجاء.

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১২]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَا أَتَزَوَّجُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

তিন জনের একটি দলের একজন বলেছিল, আমি কখনো বিয়ে করবো না। অপরজন বলেছিল, আমি রাতভর সালাত আদায় করবো, ঘুমাবো না। অপরজন বলেছিল, আমি সব সময় সিয়াম পালন করবো এবং কক্ষনো সিয়াম বাদ দিবো না। এরপর এই খবর যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, ঐসব লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন কথা বলছে। অথচ আমি সিয়াম পালন করি, আবার সিয়াম বাদও দিই, সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি।

[১৩১১] যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিবাহ করা শরীআতসম্মত, মুস্তাহাব, সুন্নাহ। আর যে ব্যক্তি পাপে পতিত হওয়ার ভয় করে তার জন্য বিবাহ করা ফরয। আদ-দুরার আল বাহিয়্যাহ।

[১৩১২] সহীহ বুখারী, হা/১৯০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

সুতরাং যারা আমার সুন্নাত (আদর্শ) থেকে বিমুখ হবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৩]

২. (সামর্থ্য থাকার পরেও) অবিবাহিত থাকা হারাম।

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনু মাযউনের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৪]

৩. যে গুণাবলি সম্পন্ন মেয়েকে প্রস্তাব দেয়া মুস্তাহাব।

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিবাহের দায়িত্ব নিতে আদেশ করতেন আর অবিবাহিত থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি আরো বলতেন, তোমরা এমন সব মহিলাদেরকে বিবাহ কর (১) যারা বেশি বেশি ভালোবাসা দানকারিণী, (২) অধিক সন্তান দানকারিণী হয়। কেননা তোমাদেরকে নিয়ে আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের আধিক্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করবো। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৫]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। সেগুলো হলো, (৩) তার সম্পদ, (৪) তার বংশমর্যাদা, (৫) তার সৌন্দর্য ও (৬) তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দিবে, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৬]

[১৩১৩] সহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০১।

[১৩১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫০৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০২।

[১৩১৫] মুসনাদে আহমাদ, হা/১২২০২, ১৩১৫৭, ইবনু হিব্বান, হা/১২২৮।

[১৩১৬] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯০, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬।

জাবির ইবনু (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

يا جابر! هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا. قال: ثَيِّبًا فَقَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

হে জাবির! কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেছো নাকি বিধবা মেয়েকে? আমি উত্তর দিলাম, বিধবা। তিনি বললেন, (৭) তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? যার সঙ্গে তুমি খেলা-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সঙ্গে খেলা-কৌতুক করতো। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৭]

৪. (তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলাকে বিবাহ দেয়ার সময়) তার সম্মতি নিতে হবে। আর এক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টিই বিবেচ্য বিষয়।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

অকুমারী বা বিধবা মহিলা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। কুমারীকে তার থেকে তার ব্যাপারে সম্মতি নিতে হবে, আর তার নীরবতাই হলো তার সম্মতি। এটি সহীহ হাদীস।[১৩১৮]

৫. অভিভাবকের কর্তব্য হলো, তিনি তার মেয়ের মতামত নিবেন। আর যদি তিনি তার মেয়েকে (বিবাহে) বাধ্য করেন, তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন।

খানসা বিনতে খিযাম (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

তার পিতা (জোর করে) তাকে বিবাহ দেয়, তখন সে বিধবা ছিলো। সে তার পিতার এই বিবাহ অপছন্দ করে। তারপর মেয়েটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতার দেয়া এই বিবাহ বাতিল করে দেন। এটি সহীহ হাদীস।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

[১৩১৭] সহীহ বুখারী, হা/৫০৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫, মুসনাদে আহমাদ, হা/।

[১৩১৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২১, আবু দাউদ, হা/২০৯৮, তিরমিযী, হা/১১০৮, নাসাঈ, হা/৮৪, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৭০।

ইয়াতীমা মেয়েদের নিজেদের বিবাহের বিষয়ে তাদের থেকে অনুমতি নেয়া হবে, সে যদি চুপ থাকে তবে সেটিই তার অনুমতি। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা চলবে না। এটি হাসান হাদীস।[১৩১৯]

৬. অভিভাবক কোন ব্যক্তির মাঝে দীনদারিত্ব ও সততা দেখতে পেলে তার কাছে নিজের মেয়ের (বিবাহের) প্রস্তাব দেয়া জায়েয। এটি তার এবং তার মেয়ের জন্য অপমানজনক বা অবজ্ঞাজনক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.

যখন উমার (রা)-এর কন্যা হাফসাহ (রা) খুনায়স ইবনু হুযাইফাহ সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসাহকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যেন এখন আমি তাকে বিয়ে না করি। উমার (রা) বলেন, তারপর আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহলে আপনার সঙ্গে 'উমারের কন্যা হাফসাহকে বিয়ে দেই। আবূ বকর (রা) নীরব থাকলেন এবং প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি 'উসমান (রা)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হলাম, তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফসাহকে আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বকর (রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, সম্ভবত আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

[১৩১৯] নাসাঈ, হা/৩২৭০, ইরওয়া, হা/১৮২৮, ১৮৩৪।

কারণ আপনি যখন হাফসাহকে আমার জন্য পেশ করেন তখন আমি কোন উত্তর দেইনি। উমার (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবূ বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে কোন কিছুই আমাকে বিরত রাখেনি এটি ছাড়া যে, আমি জানি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাহর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করতেন তাহলে আমি হাফসাহকে অবশ্যই গ্রহণ করতাম। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২০]

৭. ছোট মহিলার ক্ষেত্রে তার অভিভাবককে বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

উরওয়াহ (রহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রা)-এর কাছে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -এর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তো আপনার ভাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার আল্লাহর দীনের এবং কিতাবের ভাই। কিন্তু সে (আয়িশা) তো আমার জন্য হালাল। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২১]

৮. একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে আরেকজনের প্রস্তাব দেয়া হারাম।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাই যেন প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে না নেবে বা প্রস্তাবকারী তাকে অনুমতি না দিবে। এটি সহীহ হাদীস।

৯. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে অথবা বায়িন তালাকের কারণে অথবা রাজঈ তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে প্রস্তাব দেয়া হারাম।

[১৩২০] সহীহ বুখারী, হা/৫১২২।

[১৩২১] সহীহ বুখারী, হা/৫০৮১।

ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ.

তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার দেননি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। এরপর আমি তাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা জানালাম। তখন মুআবিয়াহ (রা), আবূ জাহম (রা) ও উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুআবিয়াহ তো একজন গরীব মানুষ, তার কোন ধনসম্পদ নেই। আর আবূ জাহম, সে তো স্ত্রীদের খুব বেশি প্রহারকারী। তবে উসামাহ- তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারো। তখন তিনি তার হাতের ইশারায় বললেন, উসামাহ তো এরূপ, উসামাহ, উসামাহ। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, তখন আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। ফলে আমি ঈর্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলাম। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২২]

১০. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে অথবা বায়িন তালাক হওয়ার কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে আকার ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥﴾

[১৩২২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০, আবু দাউদ, হা/২২৮৪, তিরমিযী, হা/১১৮০।

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে: কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল (সূরা আল বাকারা: ২৩৫)।

عَرَّضْتُم: ইশারা ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া যাতে সেই মহিলাকে বিবাহের প্রতি তোমাদের আগ্রহ বুঝা যায়। سِرًّا : গোপনে তাদেরকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না।

قَوْلًا مَّعْرُوفًا : শরীআত মোতাবেক কথাবার্তা। تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ : বিবাহ বন্ধনের সংকল্প সত্যে পরিণত করো না। يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ : ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। সেটি হলো সেই সময় যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে মহিলাদের জন্য ফরয করেছেন।

'আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই' এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এভাবে বলবে যে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। আমি কোন নেককার মহিলাকে পেতে ইচ্ছে পোষণ করি। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২৩]

১১. প্রস্তাবকৃত মেয়েকে দেখা জায়েয।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে, তখন যদি সম্ভব হয় সেই মেয়ের এমন কিছু দেখতে যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করবে, তাহলে সে যেন তা করে। এটি হাসান হাদীস।[১৩২৪]

[১৩২৩] সহীহ বুখারী, হা/৫১২৪।

[১৩২৪] আবূ দাউদ, হা/২০৮২, ইরওয়া, হা/১৭৯১।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, যে ব্যক্তি এক মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও! তুমি তাকে এক নজর দেখে নাও। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২৫]

১২. বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য অভিভাবক থাকা শর্ত।

আবূ বুরদাহ ইবনু আবী মূসা (রা) তার পিতা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়ে হতে পারে না। এই হাদীসের সাক্ষ্য হাদীস থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ।[১৩২৬]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে তার সহবাসকে ব্যবহার করার জন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২৭]

[১৩২৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪।

[১৩২৬] আবূ দাউদ, হা/২০৮৫, তিরমিযী, হা/১১০১, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৮১।

[১৩২৭] আবূ দাউদ, হা/২০৮৩, তিরমিযী, হা/১১০২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৭৯।

মহিলার যখন কোন অভিভাবক থাকবে না অথবা অভিভাবকদের মাঝে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন শাসক হবে তার অভিভাবক। এর সমর্থনে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস এবং তার পরের হাদীসটি একটু আগেই বর্ণিত হলো।

১৩. বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুইজন সাক্ষী থাকা শর্ত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হতে পারে না। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক হলো শাসক। বিভিন্ন সনদ ও শাহিদ (সাক্ষ্য) হাদীসের কারণে এই হাদীসটি সহীহ।[১৩২৮]

১৪. অভিভাবক বিবাহ দিতে অস্বীকার করলে অথবা মুশরিক হলে অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন, ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ আর স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না (সূরা আল বাকারা: ২৩২)।

উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ.

তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। তিনি হাবাশাতে মারা গিয়েছিলেন। তারপর নাজ্জাশী উম্মু হাবীবাহ (রা)-কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দেন এবং এতে মোহর ধার্য করেন চার হাজার দিরহাম। তারপর তিনি উম্মু হাবীবা (রা)-কে শুরাহবীল ইবনু হাসানার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পাঠিয়ে দেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩২৯]

[১৩২৮] সুনানুল কুবরা, হা/১৩৭১৮, দারাকুত্তনী, হা/৩৫৩৩।

[১৩২৯] আবূ দাউদ, হা/২১০৭, সুনানুল কুবরা, হা/১৩৯১১

১৫. স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য বিবাহের চুক্তিতে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয, যদিও তা একজন হয়।

উকবাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ.

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলা তোমার স্ত্রী হলে তুমি কি খুশি হবে? সে বললো, হ্যাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে বললেন, অমুক ব্যক্তি তোমার স্বামী হলে কি তুমি খুশি হবে? সে বললো, হ্যাঁ। সুতরাং তারা একে অপরকে বিয়ে করলো। তারপর লোকটি তার সাথে সঙ্গম করলো, কিন্তু তার জন্য কোনো মোহর নির্ধারণ করেনি এবং তাকে নগদ কিছু প্রদান করেনি। লোকটি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলো। আর হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সকলকে খায়বারের এক এক অংশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে অমুক মহিলার বিয়ে দিয়েছিলেন অথচ আমি তার জন্য কোনো মোহর নির্ধারণ করিনি এবং তাকে নগদ কিছুই দেইনি। সুতরাং আমি আপনাদের সাক্ষী করছি যে, আমার খায়বারের অংশটুকু আমি তাকে মোহর বাবদ প্রদান করলাম। অতঃপর মহিলাটি (স্ত্রী) তা গ্রহণ করে এবং তা এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৩০]

১৬. বিবাহের জন্য খুতবা দেয়া মুস্তাহাব।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ قَالَ: وذكر تشهد الصلاة وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাতের তাশাহুদ এবং (বিয়ে ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহুদ (খুতবাতুল হাজাহ) শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি সালাতের

[১৩৩০] আবূ দাউদ, হা/২১১৭, ইরওয়াহ, হা/১৯২৪।

তাশাহুদের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, প্রয়োজনের তাশাহুদ হলো, "সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমরা একমাত্র তারই প্রশংসা করি, তার নিকটই সাহায্য চাই এবং তার নিকটই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের কু-প্রবৃত্তি ও আমাদের মন্দ কাজসমূহ হতে আশ্রয় চাই। যে লোককে তিনি হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (সূরা আলে-ইমরান: ১০২)।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক (সূরা আন নিসা: ১)।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে (সূরা আল আহযাব: ৭০-৭১)।[১৩৩১]

[১৩৩১] তিরমিযী, হা/১১০৫, আবু দাউদ, হা/২১১৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৯২।

১৭. বর কনের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বিয়ের পর শুভেচ্ছা জানালে বলতেন,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

'আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৩২]

الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হারাম বিবাহসমূহ।

১. মুত'আ বিবাহ হারাম যা (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ করা) মানসূখ হয়ে গেছে।

মুত'আ হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করা, যেমন দুই দিন অথবা তিনদিন অথবা এক মাস ইত্যাদি।

এতে কোন মতভেদ নেই যে, মুত'আ বিবাহ এই শরীয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾

তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছো, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর প্রদান করবে (সূরা আন নিসা ৪:২৪)।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে,

كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকতো না, তখন আমরা বলতাম, আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার (মুত'আ বিবাহের) অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি পাঠ করলেন,

[১৩৩২] তিরমিযী, হা/১০৯১, আবু দাউদ, হা/২১৩০।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না (সূরা আল মায়িদা ৫:৮৭)। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৩৩]

ইমাম শাফেয়ী (রহি) বলেন, ইবনু মাসউদ (রা) মুত'আ বিবাহে ছাড় দেয়ার কথা বর্ণনা করলেন, কিন্তু সময়ের কথা তিনি বর্ণনা করেননি (অর্থাৎ কোন সময়ে মুতআ বিবাহ ছাড় দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা করেননি) যাতে বুঝা যাচ্ছে না যে, সেটি কি খায়বারের আগের ঘটনা নাকি পরের ঘটনা। আলী ইবনু আবী তালিব (রা) এর অনুরূপ হাদীসে, যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতআ বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন, আল্লাহই অধিক অবগত, সেই হাদীসটি ইবনু মাসউদের হাদীসটিকে মানসূখকারী। সুতরাং বর্তমানে মুত'আ বিবাহ জায়েয নয়।[১৩৩৪]

মুত'আ বিবাহে ছাড় দেয়ার পরে তা মানসূখ হওয়ার বিষয়ে ছয়টি স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। **প্রথমঃ খায়বারে, দ্বিতীয়ঃ উমরাতুল কাযায়ে (কাযা উমরা), তৃতীয়ঃ মক্কা বিজয়ের বছরে, চতুর্থঃ আওতাস যুদ্ধের বছরে, পঞ্চমঃ তাবুক যুদ্ধে, ষষ্ঠঃ বিদায় হাজ্জে।** এই ছয়টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে, তবে এর কিছু বর্ণনা প্রমাণিত কিনা তাতে মতভেদ আছে।

প্রথমঃ খায়বারে। আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবনু আব্বাস (রা)-কে বলেছেন,

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে মুত'আহ বিয়ে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৩৫]

আমি (লেখক) বলছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের বছরে মুত'আ বিবাহ হারাম করেছিলেন। তারপর তিনি আবার ছাড় দেন। তারপর মক্কা বিজয়ের বছরে দ্বিতীয়বার এটিকে হারাম করেন। (খায়বারের পরে) ছাড় দেয়ার বিষয়টি আলী (রা) এর নিকট পৌঁছেনি। তাই তিনি খায়বারের বছরে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছিলেন তার ওপরই নির্ভর করেছিলেন।

[১৩৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৬১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৪।

[১৩৩৪] মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, ৫/৩৪২।

[১৩৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৫১১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৭।

দ্বিতীয়: উমরাতুল কাযাতে (কাযা উমরাতে),

হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ، تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَشَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ، وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ ثَلَاثًا، فَمَا أَحْسِبُ رَجُلًا يَتَمَكَّنُ مِنَ امْرَأَةٍ ثَلَاثًا إِلَّا وَلَّاهَا الدُّبُرَ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে তার উমরায় যখন আসলেন, তখন মক্কার মহিলারা সাজসজ্জা গ্রহণ করলো। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তার নিকটে এই বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (মুতআ বিবাহের মাধ্যমে) তাদেরকে উপভোগ করো। আর তোমাদের ও তাদের মাঝে সময় নির্ধারণ করো তিনদিন। (রাবী বলেন) আমার ধারণা, যে ব্যক্তিই কোন মহিলারা সাথে তিনদিন (সহবাস) করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তিই তার থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে (অর্থাৎ তিনদিন পরে সেই মহিলাকে ছেড়ে গিয়েছে)। মুরছাল হওয়ার কারণে হাদীসটি যঈফ।[১৩৩৬]

তৃতীয়: মক্কা বিজয়ের বছরে, রবী' ইবনু সাবুরাহ (রহি) থেকে বর্ণিত।

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ. قَالَ :فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ. (ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي. وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ. مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ. فَبُرْدِي خَلَقٌ. وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ. غَضٌّ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَت: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ. وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا. فقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا. فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

তার পিতা মক্কা বিজয়ের অভিযানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা তথায় ১৫ দিন (রাত ও দিন মিলে ৩০ দিন) অবস্থান করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম। আমি তার তুলনায় আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের উভয়ের সাথে

[১৩৩৬] সুনান সাঈদ ইবনে মানছুর, হা/৮৪৪, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৪০৪০. ১৪০৪৩।

একটি করে চাদর ছিল। আমার চাদরটি ছিল পুরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে অথবা উচ্চভূমিতে পৌঁছে একটি যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চালাক এবং লম্বাঘাড় বিশিষ্ট উষ্ট্রীর মত। আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মুত'আহ বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ চাদর মেলে ধরল। সে তাদের উভয়ের দিকে তাকাতে লাগলো। আমার সঙ্গীও তার দিকে তাকাল। যখন স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, তার এ চাদর পুরাতন এবং আমার চাদর একেবারে নতুন। স্ত্রীলোকটি তিনবার কি দু'বার বলল, তার চাদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি তাকে মুত'আহ বিবাহ করলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত ফিরে আসিনি।[১৩৩৭]

চতুর্থ: আওতাস যুদ্ধের বছরে।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওত্বাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের জন্য মুত'আহ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৩৮]

পঞ্চম: তাবুক যুদ্ধে

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "هَدَمَ –أَوْ قَالَ: حَرَّمَ– الْمُتْعَةَ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বের হয়ে 'ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' নামক স্থানে আসলেন, তখন তিনি সেখানে কিছু প্রদীপ দেখতে পেলেন আর তিনি কিছু মহিলার কান্না শুনতে পেলেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কী? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীরা মুতআ বিবাহ করেছিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুতআ বিবাহ, (সেই বিবাহের) তালাক, ইদ্দত এবং মীরাস

[১৩৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৬।

[১৩৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৫, ইবনু হিব্বান, হা/৪১৫১।

এই সবগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন যে, হারাম করা হয়েছে। এটি যঈফ হাদীস।[১৩৩৯]

ষষ্ঠঃ বিদায় হাজ্জে। যুহরী (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

আমরা উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহি) এর নিকটে ছিলাম। আমরা মহিলাদেরকে মুতআ বিবাহ করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি, যাকে বলা হয় রবী ইবনু সাবুরাহ সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমারা পিতা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জে মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এই হাদীসটি শায।[১৩৪০]

আমি (লেখক) বলছি, সারকথা হলো, কাযা উমরাতে, তাবুক যুদ্ধে এবং বিদায় হাজ্জে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে বিতর্ক আছে। সেই বর্ণনাগুলো হয় মুরছাল যঈফ অথবা যঈফ অথবা শায। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের বছরে এবং আওতাস যুদ্ধে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণনাগুলো একটি অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা মক্কা বিজয় ও আওতাস যুদ্ধ একই বছরে সংঘটিত হয়েছিল।

ইমাম নববী (রহি) বলেন, সঠিক কথা হলো, মুতআ বিবাহ হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া দুইবার সংঘটিত হয়েছিল। খায়বার যুদ্ধের আগে তা হালাল ছিল। তারপর সেই বছরে তা হারাম করা হয়। তারপর মক্কা বিজয়ের বছরে, যেটিই হলো আওতাস যুদ্ধের বছর, তাতে আবার হালাল করা হয়। তারপর তা স্থায়ীভাবে হারাম করা হয়।[১৩৪১]

২. হিল্লা বিবাহ (একজনের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য অন্যজনের সাথে বিবাহ দেয়া) হারাম।

ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

যে লোক হিল্লা করে এবং যে লোকের জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪২]

[১৩৩৯] ইবনু হিব্বান, হা/১০৮৯, সিলসিলা সহীহা, হা/২৪০২।

[১৩৪০] আবূ দাউদ, হা/২০৭২, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৬০

[১৩৪১] শারহুন লি সহীহ মুসলিম, ৯/১৮১।

[১৩৪২] তিরমিযী, হা/১১২০, সুনানুল কুবরা, হা/১৪১৮৩।

الْمُحَلِّلَ হলো প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহকারী।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল আমীর (রহি) বলেছেন, (তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) হালাল করার বেশ কয়েকটি ধরণ বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো,

ক. বিবাহের চুক্তির সময় হালালকারী বলবে, যখন আমি সেই মহিলাকে (সহবাসের মাধ্যমে) হালাল করে দিবো, তখন আর বিবাহ থাকবে না। এটি হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুতআ বিবাহের মতো।

খ. বিবাহের চুক্তির সময় বলবে, যখন আমি তাকে হালাল করে দিবো, তখন আমি তাকে তালাক দিয়ে দিবো।

গ. বিবাহের চুক্তির সময় একথা গোপন থাকে যে, তারা উভয়েই হালাল করার উদ্দেশ্যেই বিবাহ করছে, স্থায়ীভাবে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নয়।

হিল্লা বিবাহে লা'নত হওয়ার বিষয়টি বাহ্যত প্রমাণ করে যে, এই সকল ধরনের পদ্ধতিতে বিবাহের চুক্তি বাতিল. যদিও কিছু পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ আছে, যাতে কোন প্রমাণিত দলীল নেই। সুতরাং সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।[১৩৪৩]

৩. শিগার বিবাহ হারাম।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। 'শিগার বিবাহ' হলো, কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং দুই মেয়েকেই কোন মোহর দেয়া হবে না। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪৪]

৪. মনিবের অনুমতি ব্যতীত দাসের বিবাহ করা হারাম

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ.

[১৩৪৩] সুবলুস সালাম, ৬/৫৪।

[১৩৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৫১১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪১৫।

কোনো ক্রীতদাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তাহলে সে ব্যভিচারী। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪৫]

৫. কোন মহিলা এবং তার ফুফুকে অথবা তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনের মেয়েকে একত্রে বিয়ে না করে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪৬]

৬. মুহরিম ব্যক্তির (ইহরাম অবস্থাতে) বিবাহ করা হারাম।

উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবে না এবং কাউকে বিয়ে দিতেও পারবে না। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪৭]

৭. কোন পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী ও মুশরিক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপভাবে এর বিপরীতটা (অর্থাৎ কোন মহিলার জন্যও কোন ব্যভিচারী ও মুশরিক পুরুষের সাথে বিবাহে বসা হারাম)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না, আর মুমিনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে (সূরা আন নূর: ৩)।

[১৩৪৫] আবূ দাউদ, হা/২০৭৮, তিরমিযী, হা/১১১১।

[১৩৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৮।

[১৩৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০৯, আবূ দাউদ, হা/১৮৪১, তিরমিযী, হা/৮৪০।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যভিচারী শুধুই তার অনুরূপ কাউকে বিয়ে করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৪৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا.

মারছাদ ইবনু আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা) মক্কা থেকে বন্দীদেরকে বহন করতেন। সে সময় মক্কাতে 'আনাক' নামক এক ব্যভিচারিণী ছিলো। সে ছিলো মারছাদের বান্ধবী। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি 'আনাক' কে বিয়ে করতে পারি? মারছাদ (রা) বলেন, তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না (সূরা আন নূর: ৩)। তারপর তিনি আমাকে ডেকে আয়াতটি শুনালেন এবং বললেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না। এই হাদীসটি হাসান।[১৩৪৯]

৮. চারের বেশি স্ত্রী রাখা হারাম।

হারিস ইবনু কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। বিষয়টি আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের যে কোনো চারজনকে বেছে নাও। এই হাদীসটি হাসান।[১৩৫০]

[১৩৪৮] আবূ দাউদ, হা/২০৫২।

[১৩৪৯] আবূ দাউদ, হা/২০৫১, তিরমিযী, হা/৩১৭৭।

[১৩৫০] আবূ দাউদ, হা/২২৪১, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৫২।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ :فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

যখন গাইলান ইবনু সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন জাহিলী যুগে বিয়ে করা তার দশজন স্ত্রী ছিল। তার সাথে সাথে তারাও মুসলিম হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৫১]

৯. দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾

আর দুই বোনকে (বিবাহের মাধ্যমে) একত্র করা (তোমদের জন্য হারাম করা হয়েছে) (সূরা আন নিসা: ২৩)।

দাহহাক ইবনু ফাররূয (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟، قَالَ: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম কবুল করেছি, কিন্তু একই সাথে দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। তিনি বলেন, তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের উভয়ের কোনো একজনকে তালাক দাও। হাদীসটি হাসান।[১৩৫২]

১০. তিন তালাক দেয়া মহিলাকে (আগের স্বামীর জন্য হারাম যতক্ষণ না ঐ মহিলার অন্যত্র বিবাহ হয় ও স্বাভাবিক বিচ্ছেদ হয়) বিবাহ করা হারাম।

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ তার অন্য স্বামীর সাথে সহীহভাবে বিবাহ না হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴾

[১৩৫১] তিরমিযী, হা/১১২৮, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৫৩।

[১৩৫২] আবূ দাউদ, হা/২২৪৩, তিরমিযী, হা/১১৩০।

অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে বিবাহ না করে। অতঃপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে (সূরা আল বাকারা: ২৩০)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

একদা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর অন্য এক ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বিয়ে করে। কিন্তু সে তার সাথে সঙ্গম না করেই তাকে তালাক প্রদান করেছে। পরে প্রথম স্বামী আবার সেই মহিলাকে বিবাহ করতে চায়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা হবে না, যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের স্বাদ গ্রহণ করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করেছিল। হাদীসটি সহীহ।[১৩৫৩]

১১. আর যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বলে কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ

[১৩৫৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৩৩, আবূ দাউদ, হা/২৩০৯।

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছো তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে, তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাকো, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সব বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ মহিলারা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয় (সূরা আন নিসা: ২২-২৪)।

[এ আয়াতগুলোতে ১৫ প্রকার নারীকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। বংশ সম্পর্কের কারণে সাত প্রকার: ১. মা, ২. মেয়ে, ৩. বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. ভাইয়ের মেয়ে, ৭. বোনের মেয়ে, দুধ সম্পর্কের কারণে দুই প্রকার: ৮. দুধ মা , ৯. দুধ বোন, বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে চার প্রকার: ১০. শাশুড়ী, ১১. স্ত্রীর মেয়ে, ১২. পুত্রবধু, ১৩. পিতার স্ত্রীগণ, সহবাস ও মিলন করার কারণে দুই প্রকার: ১৪. স্ত্রীর বোন (দুই বোনকে একত্র করা), ১৫. অন্যের স্ত্রী (কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা স্ত্রী)।]

ক. বংশ সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম, তারা হলো সাত প্রকার।

১. মাতাগণ: তারা হলো সেসব মহিলা যাদের মাঝে ও তোমার মাঝে মায়ের অথবা বাবার দিক দিয়ে বংশ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন পুরুষ ও মহিলার দিক দিয়ে মা, বাবার মা, দাদার মা এভাবে যতই ওপরে উঠুক।

২. কণ্যাগণ: যেসব নারী বংশ সম্পর্কের মাধ্যমে তার দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমন, তার নিজের মেয়ে, তারা মেয়ের মেয়ে এবং তাদের সন্তান সন্ততি, এভাবেই যতই নিচে নামুক।

৩. বোনেরা: সকল দিক দিয়ে বোনেরা হারাম হওয়া এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. ফুফুগণ: তারা হলো বাবার বোন, যদিও সকল দিক দিয়ে যতই ওপরে উঠা হয়। আর চাচার ফুফুর ব্যাপারটি হলো, যদি সেই চাচা বৈমাত্রেয় হয়, তাহলে তার ফুফু তো বাবারও ফুফু। আর যদি বৈপিত্রেয় চাচা হয়, তাহলে সেই চাচার ফুফু মাহরাম নয়। সেই

ফুফু এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে মায়ের ফুফু এর (নিজের ফুফুর) অন্তর্ভুক্ত হবে যেমনভাবে বাবার ফুফু এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. খালাগণ: তারা হলো মায়ের বোন, বাবার মায়ের বোন, এভাবে যতই ওপরে উঠা হোক। আর ফুফুর খালার ব্যাপারটি হলো, যদি সেই ফুফু বৈমাত্রেয় হয়, তাহলে তার খালা মাহরাম নয়। আর যদি ফুফু বৈপিত্রেয় হয়, তাহলে তার খালাকে বিবাহ করা হারাম। কেননা সে খালার অন্তর্ভুক্ত। আর খালার ফুফুর ব্যাপারটি হলো, যদি সেই খালা বৈপিত্রেয় হয়, তাহলে তার ফুফু মাহরাম নয়। আর যদি বৈমাত্রেয় হয়, তাহলে তার ফুফুকে বিবাহ করা হারাম। কেননা সেটি মায়ের ফুফুর অন্তর্ভুক্ত।

৬ ও ৭. ভাইয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়ে: সকল দিক দিয়ে ভাই ও বোন এবং তাদের মেয়েরা হারাম হওয়া এর অন্তর্ভুক্ত, যদিও সেই স্তর আরো নিচে নামুক।

খ. দুধ সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তারা হলো সাত প্রকার।

১. দুধ মা

২. দুধ মায়ের মা

৩. দুধ মায়ের স্বামীর মা

৪. দুধ মায়ের বোন

৫. দুধ মায়ের স্বামীর বোন

৬. দুধ মায়ের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে

৭. দুধ বোন।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাহর মেয়ে সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশগত সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৫৪]

[১৩৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২৬৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৭।

উমরা বিনতে আব্দুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ. فَقَالَ: نَعَمِ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে ছিলেন। এমন সময় শুনলেন এক ব্যক্তি হাফসাহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, আমি জানি, সে ব্যক্তি হাফসার দুধের সম্পর্কে চাচা। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যদি অমুক ব্যক্তি বেঁচে থাকতো, সে দুধ সম্পর্কে আমার চাচা হতো তাহলে কি আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। বংশগত সম্পর্ক যা হারাম করে, দুধ পানের সম্পর্কও তা হারাম করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৫৫]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, দুধপানের কারণে হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণে এই হাদীসগুলো একমত। আর এই উম্মতের মাঝে ইজমা আছে যে, দুধপানকারী শিশু ও দুধদানকারিণী মহিলার মাঝে হারাম সাব্যস্ত হবে। আর দুধপানের কারণে সেই শিশু তার সন্তানে পরিণত হবে। সেই মহিলার সাথে শিশুর স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হবে। আর সেই মহিলাকে দেখা, তার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা এবং সফর করা জায়েয হবে। তবে সকল দিক দিয়ে মায়ের বিধান কার্যকর হবে না। যেমন, তারা দুই জন (দুধপানকারী শিশু ও সেই মহিলা) পরস্পর ওয়ারিশ হবে না, একজনের ওপর আরেকজনের খরচ করা ফরয হবে না, সেই মহিলার তার মালিকানায় আসলেই মুক্ত হয়ে যাবে না (কিন্তু সন্তান আপন মায়ের মালিক হলে সেই মা মুক্ত হয়ে যাবে), সেই মহিলার জন্য তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না, মহিলার পক্ষ থেকে তাকে দিয়াত দিতে হবে না এবং সে হত্যা করলে কিসাস মাফ হবে না। এই সকল বিধি বিধানের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই মাহরাম নয় এমন ব্যক্তিদের মতো।

এই উম্মতের মাঝে আরো ইজমা আছে যে, দুধদানকারিণী মহিলা ও দুধপানকারীর সন্তানদের মাঝে এবং দুধপানকারী ও দুধদানকারিণী মহিলার সন্তানদের মাঝেও এই হারাম হওয়ার বিষয়টি কার্যকর থাকবে। আর দুধপানের কারণেই সে তার (মহিলার) আপন সন্তানের মতো হয়ে যাবে, কেননা এই বিষয়ে এই হাদীসগুলো রয়েছে। আর যে পুরুষের দিকে এই দুধ সম্পৃক্ত করা হয়, কেননা সে মহিলার স্বামী অথবা মহিলার মালিক হয়ে তার সাথে সহবাস করেছে, তার বিষয়ে আমাদের মাযহাব ও আলেমগণের মাযহাবই যথেষ্ট।

[১৩৫৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৯৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৪।

আর তা হলো, তার মাঝে এবং দুধপানকারীর মাঝে দুধপান করার কারণে হারাম সাব্যস্ত হবে এবং শিশুটি তার সন্তানে পরিণত হবে। আর সেই ব্যক্তির ছেলেরা শিশুর ভাইয়ে, ব্যক্তির ভাইয়েরা শিশুর চাচাতো এবং ব্যক্তির বোনেরা শিশুর ফুফুতে পরিণত হবে। আর সেই দুধপানকারীর ছেলেরা সেই ব্যক্তির সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর এই বিষয়ে জাহেরীরা এবং ইবনু উলাইয়্যাহ ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করেনি। কিন্তু তারা (জাহেরীরা) বলেছেন, ব্যক্তির মাঝে ও দুধপানকারী শিশুর মাঝে দুধপান করার কারণে হারাম সাব্যস্ত হবে না। আর আল মাযিরী (রহি) এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার ও আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে। আর তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾

(তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) দুধমা, দুধবোন (সূরা আন নিসা: ২৩)।

কিন্তু এখানে কন্যা ও ফুফুর কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে বংশগত সম্পর্কের কারণে। আর অধিকাংশ আলেম আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও হাফসা (রা) এর চাচা সম্পর্কিত স্পষ্ট সহীহ হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাতে অনুমতি দিয়ে বললেন, বংশগত সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধপানের কারণেও তা হারাম সাব্যস্ত হয়। আর জাহেরীরা এই আয়াত থেকে যে দলীল পেশ করেছেন তার উত্তরে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এই আয়াতে কন্যাগণ ও ফুফুগণ বৈধ হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা নেই। কেননা কোন কিছুকে উল্লেখ করাটা সেটি ব্যতীত অন্য কিছুর বিধানকে নাকোচ করে না, যদি অন্য কোন দলীল তার বিরোধিতা না করে। কিভাবে তা বৈধ হবে অথচ এই সহীহ হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে? আর আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।[১৩৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকাহ (রহি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছে উবাইদ ইবনু আবী মারইয়াম। আর আমি উকবাহ (রা) থেকেও হাদীসটি শুনেছি। তবে উবাইদ (রা) এর হাদীসই বেশি সংরক্ষিত। উকবা (রা) বলেন,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ.

[১৩৫৬] শারহুন লি সহীহ মুসলিম, ৩/৬২১।

আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিয়ে করেছি। এরপর এক কালো মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার তার সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী। তখন তিনি বললেন, কী করে বিয়ে হতে পারে, যখন তোমাদের দু'জনকেই ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে বলে দাবি করছে। কাজেই, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৫৭]

গ. দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্বামীর কারণে হারাম হওয়া সম্পর্কে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ.

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবূল কু'আইসের ভাই 'আফলাহ' তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি যা করেছি, সে সম্পর্কে তাকে জানালাম। তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৫৮]

আমর ইবনু শারীদ (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ: لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার দুইজন স্ত্রী ছিল। তাদের একজন এক ছেলে শিশুকে দুধপান করিয়েছিল আর অপরজন এক মেয়ে শিশুকে দুধপান করিয়েছিল। তখন ইবনু আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এই বালক কি সেই মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে? তিনি (রা) বললেন, না, কেননা শুক্র তো একই। (অর্থাৎ তাদেরকে যারা দুধপান করিয়েছে সেই দুই মহিলা তো একই পুরুষের দ্বারাই দুগ্ধবতী হয়েছে)। এই আসারটি সহীহ।[১৩৫৯]

[১৩৫৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৪, আবূ দাউদ, হা/৩৬০৩, তিরমিযী, হা/১১৫১।

[১৩৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৫।

[১৩৫৯] মুআত্তা মালিক, হা/৫, তিরমিযী, হা/১১৪৯।

আমর ইবনু দীনার (রহি) থেকে বর্ণিত,

سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ

তিনি আবূশ শা'ছাহ (রা) থেকে শুনেছেন যে, দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্বামীর কারণে হারাম হয় বলে আবূশ শা'ছাহ (রা) মনে করতেন। এই আসারটি সহীহ।[১৩৬০]

ঘ. পাঁচবার দুধপানের ফলেই (বিবাহ) হারাম হয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল যে, দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়"। অতঃপর 'পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়' এটি দিয়ে তা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে তিলাওয়াত করা হতো।[১৩৬১]

ইবনু হাযম (রহি) বলেন, পাঁচবার দুধপান করা ছাড়া হারাম সাব্যস্ত হবে না, যার একবার দুধপান থেকে আরেকটি আলাদা হতে হবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ চুমুকে দুধপান হতে হবে অথবা দুধপান ও চুমুক দিয়ে পাঁচবার হতে হবে যার প্রত্যেকটি একটি অন্যটি থেকে আলাদা হতে হবে। এটি হবে যদি ক্ষুধা নিবারণে কোন কাজে আসে। নইলে সেই দুধপানে কোন প্রভাব নেই এবং কোন কিছু হারামও হবে না।[১৩৬২]

তারপর ইবনু হাযম (রহি) এই পক্ষে আলেমগণের মত উল্লেখ করেন এবং এর বিরোধীদের ও তারা যে দলীল পেশ করেন সেগুলোর উত্তর দেন।

ঙ. বড়দেরকে দুধ পান করানো

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتِ سَهْلَةَ بِنْتَ سهيل فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا. وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ".

[১৩৬০] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৪৮৬৪।

[১৩৬১] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২, আবূ দাউদ, হা/২০৬২।

[১৩৬২] আল মুহাল্লা, ১০/৯

সাহলাহ বিনতে সুহাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সালিম আবূ হুযায়ফার মুক্তদাস আমাদের সাথে একই ঘরে থাকে; অথচ সে সাবালক পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও, তাতে তুমি তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৬৩]

এটি আবূ হুযাইফার মুক্তদাস সালিমের জন্য খাছ ছিল, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

উরওয়া (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلَا يَرَانَا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী এ ধরনের দুধ সম্পর্কের কারণে তাদের নিকট কোন ব্যক্তির আগমনকে তারা অস্বীকার করতেন। অর্থাৎ বয়স্কদের দুধপান করানোর সম্পর্কের কারণে। তারা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -কে বলতেন, আল্লাহর কসম! আমরা মনে করি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহলা বিনত সুহায়াল (রা) কে যে আদেশ করেন, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে শুধু সালিমের দুধ পানের ব্যাপারেই অনুমতি ছিল। আল্লাহর কসম! এ দুধ সম্পর্ক নিয়ে কেউ যেন আমাদের নিকট আগমন না করে এবং আমাদেরকে না দেখে। অনেক সনদের দিক দিয়ে হাদীসটি সহীহ।[১৩৬৪]

চ. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম, তারা হলো চার প্রকার।

১. শাশুড়ি: শাশুড়ি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা শর্ত নয়। বরং শুধু মেয়ের সাথে বিবাহ হলেই শাশুড়ি হারাম হয়ে যাবে।

২. যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে, এমন স্ত্রীর কন্যা: আর যদি কন্যার মায়ের সাথে শুধু বিবাহ হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি, তাহলে তার কন্যা (বিবাহ করা) সেই পুরুষের জন্য জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾

তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাকো, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই (সূরা আন নিসা: ২৩)।

[১৩৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৫৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৪৩।

[১৩৬৪] নাসাঈ, হা/৩৩২৪, সুনানুল কুবরা, হা/৫৪৫৩।

৩. ছেলের স্ত্রী: শুধু বিবাহ হলেই পুত্রবধু হারাম হয়ে যাবে।

৪. বাবার স্ত্রী: বাবার সাথে শুধু বিবাহ হলেই বাবার সেই স্ত্রীকে বিবাহ করা পুত্রের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

১২. কোন দাসীকে মুক্ত করা হলে সেই তার নিজের বিষয়ের মালিক হয়। আর তখন তার বিবাহের বিষয়ে তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় (অর্থাৎ সে চাইলে আগের বিবাহ বহাল রাখবে, আর না চাইলে সেই বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

বারীরা (রা) এর স্বামী ছিল ক্রীতদাস। সে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। (অর্থাৎ সে চাইলে আগের বিবাহ বহাল রাখবে, আর না চাইলে সেই বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)। সে নিজের স্বার্থটাকেই সমর্থন করলো (ক্রীতদাস স্বামীকে পছন্দ করলো না)। যদি সে স্বাধীন হতো তাহলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা (রা) কে ইখতিয়ার দিতেন না। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৬৫]

১৩. আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন ইদ্দত পালন করা ফরয হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের ব্যাপারে মুশরিকরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল হারবী মুশরিক, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং তারাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। অন্যদল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না এবং তারাও তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো না। হারবীদের কোন মহিলা যদি হিজরত করে (মুসলিমদের) কাছে চলে আসত, তাহলে সে ঋতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হতো না। পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে বিবাহ বৈধ হতো। তবে যদি বিয়ের পূর্বেই তার স্বামী

[১৩৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৪।

হিজরত করতো, তাহলে মহিলাকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দিতে হতো। আর যদি তাদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করতো, তাহলে তারা আযাদ হয়ে যেতো এবং মুহাজিরদের সমান অধিকার লাভ করতো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৬৬]

১৪. কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার স্ত্রীর ইদ্দত এখনো শেষ হয়নি, তাদের (আবার পুনরায়) বিবাহের বিধান।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যাইনাবকে প্রথম বিবাহের ভিত্তিতেই আবুল 'আসের কাছে ফেরত দেন এবং নতুনভাবে কোনো কিছুই করেননি। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আমর তার হাদীসে বলেন, ছয় বছর পর (ফিরিয়ে দেন) এবং হুসাইন ইবনু 'আলী বলেন, দুই বছর পর। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৬৭]

الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মোহরের বিধিবিধান

صَدَاقُ শব্দটি ছ্বদ বর্ণে যবর এবং যের দিয়ে পড়া যায়। صَدَاقُ শব্দটি صِدْق শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সত্যিই যে আগ্রহী তা বুঝানোর জন্যই صَدَاقُ শব্দটি صِدْق শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর সাতটি পরিভাষা রয়েছে। আর এর আটটি নাম রয়েছে। নিচের বাণীতে সেই নামগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে,

صداقٌ ومهرٌ وفريضةٌ ... حباءٌ وأجرٌ ثم عقرُ علائق

[১৩৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫২৮৬।

[১৩৬৭] আবূ দাউদ, হা/২২৪০, তিরমিযী, হা/১১৪৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০০৯।

১. মোহর প্রদান করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾

আর তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে নারীদেরকে তাদের মোহর প্রদান করো (সূরা আন নিসা:৪)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে আরো বলেন,

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ﴾

তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছো তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই (সূরা আন নিসা: ২৪)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুমতাহিনাতে বলেন,

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾

তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দাও (সূরা আল মুমতাহিনা: ১০)।

জেনে রেখো যে, মোহর হলো মেয়ের হক, এতে অভিভাবকের কোন অংশ নেই। মেয়ের মোহরের প্রতি যারা আগ্রহী তাদের কেউ কেউ 'মোহর অভিভাবকের হক' এটি প্রমাণ করতে দলীল হিসেবে সূরা আল কাসাসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার একটি বাণী পেশ করেন, যেখানে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছিলেন,

﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ﴾

আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছে (সূরা আল কাসাস ২৮:২৭)।

তাদেরকে স্পষ্ট একটি উত্তরের মাধ্যমে জবাব দেয়া হবে। আর তা হলো, এটি আমাদের আগের শরীআত। আর আমাদের শরীয়াতে যা এসেছে তা প্রমাণ করে যে, মোহর মেয়ের হক। সুতরাং তাদের এই দলীল বাতিল হয়ে যায় এবং তাদের আকাঙ্খাও শেষ হয়ে যায়।

২. দ্রুত মোহর দেয়া মুস্তাহাব।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟».

যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা) কে বললেন, তাকে কিছু প্রদান করো। তিনি বললেন, আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার হুতামীয়া বর্মটি কোথায়? (সেটিই প্রদান করো)। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৬৮]

৩. কম মোহর ধার্য করা মুস্তাহাব।

সাহল ইবনু সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

زَوَّجَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

একটি লোহার আংটির বিনিময়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে এক পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৬৯]

৪. যে মহিলার মোহর ধার্য করা হয়নি, সেই মহিলার মোহর হবে (তার আত্মীয় বা সেই শহরের) মহিলাদের মোহরের সমান, যদি (স্বামী) সেই মহিলার সাথে সহবাস করে।

আলকামা (রহি) ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

ইবনু মাসউদ (রা) কে প্রশ্ন করা হলো যে, এক লোক এক মহিলাকে বিয়ের পর তার মোহর ঠিক না করে এবং তার সাথে সহবাস না করেই মৃত্যুবরণ করলো, এখন সেই মহিলার বিধান কী? ইবনু মাসউদ (রা) বললেন, মহিলাটি (তার আত্মীয় অথবা শহরের) অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও পাবে না, বেশিও পাবে না। তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য

[১৩৬৮] আবূ দাউদ, হা/২১২৫, নাসাঈ, হা/৩৩৭৫।

[১৩৬৯] মুসতাদরাক হাকিম, হা/২৭৩৩, সুবুলুস সালাম, ২/২২৩। ইমাম হাকিম (রহি) বলেছেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী (রহি) তার মতোই বলেছেন।

তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে (তার স্বামীর) মীরাসও পাবে। তখন মা'কিল ইবনু সিনান আল-আশজাঈ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যে ধরনের ফায়সালা করেছেন, আমাদের বংশের মেয়ে বারওয়া বিনতে ওয়াশিকের বিষয়েও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই ফায়সালা করেছেন। তখন ইবনু মাসউদ (রা) এটা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৭০]

৫. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মোহরের বর্ণনা।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমাদের মোহর হতো দশ উকিয়া। এই বলে তিনি তার দুই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সেটি হলো, চারশ দিরহাম। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৭১]

৬. যে পরিমাণ মোহর দিতে সক্ষম নয়, এমন মোহর নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তিরস্কার।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ ". قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ. وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ" قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ. بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فيهم.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈকা আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি দেখেছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ত্রুটি থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখেছি। তিনি বললেন, কী পরিমাণের বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছো? লোকটি বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাকো। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা দিয়ে তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে

[১৩৭০] আবূ দাউদ, হা/২১১৬, তিরমিযী, হা/১১৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৯১।

[১৩৭১] মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৮০৭, সুনানুল কুবরা, হা/১৪৩৫৩

শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার গণীমত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু আবসের বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৭২]

এক উকিয়া সোনা = ৪০ দিরহাম। আর এক দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম।

সুতরাং এক উকিয়া সোনা = ৪০ × ২.৯৭৫ = ১১৯ গ্রাম।

৭. যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে অসচ্ছল ব্যক্তিকে বিবাহ দেয়া।

সাহল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? সে বলল, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। এটি হলো একটি লম্বা সহীহ হাদীসের এক অংশ।[১৩৭৩]

৮. কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করাকে মোহর হিসেবে ধার্য করা জায়েয।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صدَاق مَا بَينهمَا.

আবূ ত্বলহাহ (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিয়ে করেন, তাদের মোহর ছিল ইসলাম গ্রহণ। উম্মু সুলায়ম (রা) আবূ ত্বলহাহ (রা)-এর পূর্বে ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; যদি তুমি ইসলাম কবুল কর তবে তোমার সাথে বিয়ে হতে পারে। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ ইসলাম

[১৩৭২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৪

[১৩৭৩] সহীহ বুখারী, হা/৫১৪৯

গ্রহণ করেন। এ ইসলাম গ্রহণ তাঁদের বিয়ের মোহর বলে গণ্য হয়। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৭৪]

৯. কাউকে মুক্ত করাকে মোহর হিসেবে ধার্য করা জায়েয।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফীয়্যা (রা)-কে মুক্ত করলেন এবং এই মুক্ত করাকেই তার বিয়ের মোহর হিসেবে ধার্য করলেন।[১৩৭৫]

১০. বিবাহকারীকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করেন। ১. সেই ক্রীতদাস, যে স্বাধীন হওয়ার জন্য কিছু সম্পদ দেয়ার বিনিময়ে তার মালিকের সাথে চুক্তি করেছে। ২. সেই বিবাহকারী ব্যক্তি যে স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ। এই হাদীসটি হাসান।[১৩৭৬]

[১৩৭৪] নাসাঈ, হা/৩৩৪০।

[১৩৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৫০৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৫।

[১৩৭৬] তিরমিযী, হা/১৬৫৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৫১৮, নাসাঈ, হা/৩২১৮।

الفصل الرابع: حكم الوليمة

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ অলীমার বিধান

وليمة শব্দটি وَلْم শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার উচ্চারণ ওয়াও বর্ণে যবর আর লাম বর্ণে সাকিন দিয়ে। আর সেটি হলো একত্রিত হওয়া। অলীমাকে এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এতে স্বামী স্ত্রী একত্রিত হয়। এর ক্রিয়াবাচক শব্দ হলো أَوْلَمَ, যেটা আনন্দের জন্য আয়োজন করা প্রতিটি খাবারের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আর বিবাহের অলীমা হলো, স্ত্রীর অধিকারী হয়ে তার নিকট প্রবেশের সময় যে খাবারের আয়োজন করা হয়।

১. এক বা একাধিক ছাগল দিয়ে বিবাহের অলীমা করা মুস্তাহাব।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) এর কাপড়ে হলুদ রং দেখে বললেন, এটি কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দান করুন, তুমি অলীমা করো, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৭৭]

২. বিবাহের অলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ফরয।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত করা হলে, সে যেন অবশ্যই তা গ্রহণ করে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৭৮] আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كان مفطرا فليطعم.

[১৩৭৭] সহীহ বুখারী, হা/৫১৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৭।

[১৩৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৫১৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২৯।

যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে সিয়াম পালনকারী হয়, তাহলে সে (সেখানে গিয়ে খাবে না, কিন্তু) দুআ করবে। আর যদি সিয়াম পালনকারী না হয় তাহলে সে যেন আহার করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৭৯]

الفصل الخامس: القسم بين الزوجات

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ স্ত্রীদের মাঝে বন্টন করা।

১. কোন এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়া হারাম।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

যে লোকের দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি কোন এক স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে কিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮০]

২. (বিবাহ করার পরে) স্বামী নতুন বিধবা মহিলার কাছে তিনদিন আর কুমারী মহিলার কাছে সাতদিন অবস্থান করবে।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী বিয়ে করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা নির্ধারণ করে। আর কেউ যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সঙ্গে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালা নির্ধারণ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮১]

[১৩৭৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৩১।

[১৩৮০] আবূ দাউদ, হা/২১৩৩, তিরমিযী, হা/১৪১, ইবনে মাজাহ, হা/১৯৬৯।

[১৩৮১] সহীহ বুখারী, হা/৫২১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬১।

৩. কোন মহিলার তার পালা অন্য স্ত্রীকে দেয়া জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا، وَيَوْمِ سَوْدَةَ.

সওদা বিনতে যাম'আহ (রা) তাঁর পালার রাত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -কে দান করেছিলেন। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -এর জন্য দুই দিন বরাদ্দ করেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -এর দিন এবং সওদা (রা)-এর দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮২]

৪. কোন ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর পালা নয় এমন দিনেও তার কাছে প্রবেশ করা জায়েয।

উরওয়াহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন,

يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.

হে ভাগ্নে! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে, যেদিন তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন না এবং সহবাস না করে সবার সাথে আলাপ করতেন। অতঃপর যার নিকট রাত যাপনের পালা হতো, তিনি সেখানে রাত যাপন করতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮৩]

৫. মুসাফির ব্যক্তি স্ত্রীদের মাঝে লটারী করবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম আসতো তিনি তাকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮৪]

[১৩৮২] সহীহ বুখারী, হা/৫২১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৩।

[১৩৮৩] আবূ দাউদ, হা/২১৩৫, সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৪৭৯।

[১৩৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৫৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৭০।

৬. স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে (মলদ্বারে) সহবাস করা হারাম।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ.

যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলো, সে কুফরী করলো। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৮৫]

ইমারাহ ইবনু খুযাইমা ইবনে সাবিত (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। অতঃপর বললেন, তোমরা মহিলাদের পশ্চাৎ দ্বারে সঙ্গম করো না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮৬]

৭. আযল করা জায়েয, তবে তা পরিত্যাগ করাই উত্তম।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে 'আযল করতাম, আর তখন কুরআন অবতীর্ণ হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৮৭]

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, উক্কাশা (রা) এর বোন জুদামাহ বিনতে ওয়াহব (রা) বলেন, অতঃপর লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো গোপন হত্যা।[১৩৮৮]

[১৩৮৫] সুনানুল কুবরা, হা/৮৯৬৭, আবূ দাউদ, হা/৩৯০৪, তিরমিযী, হা/১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬৩৯।

[১৩৮৬] সুনানুল কুবরা, হা/৮৯৩৩, ইবনে মাজাহ, হা/১৯২৪।

[১৩৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪০।

[১৩৮৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪২।

الفصل السادس: حقوق الزوجين

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ।

أولًا: حقوق الزوجة على زوجها

প্রথমতঃ স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ।

১. উত্তমভাবে জীবনযাপন করার অধিকার।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেছেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾

তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো (সূরা আন নিসা: ১৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ، إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

নারীরা পাঁজরের বাকা হাড়ের মতো। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকাবস্থায় তাকে উপভোগ করতে পারবে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৮৯]

২. স্ত্রীকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য সহযোগিতা করা।

তাই স্বামী স্ত্রীকে তাওহীদ ও ইবাদত শিক্ষা দিবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাহরীমে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾

হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর (সূরা আত তাহরীম: ৬)।

[১৩৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৫১৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৮।

মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধুসুলভ ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৯০]

৩. তার জন্য গায়রত বা আত্মমর্যাদা থাকা।

ফলে স্ত্রীকে এমনভাবে রাখবে না যেকারণে তার লজ্জা হারিয়ে যায় এবং তার সম্মানে আঘাত হানে। গায়রতের অর্থ এটি নয় যে, তার ওপর খারাপ ধারনা রাখা। ফলে তার ভুল ত্রুটি খোঁজার জন্য রাতে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করা।

জাবির ইবনু আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.

আল্লাহ এক প্রকার আত্মমর্যাদা পছন্দ করেন এবং আরেক প্রকার আত্মমর্যাদা তিনি ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ যেটা পছন্দ করেন তা হলো, সন্দেহজনক বিষয় বর্জনের আত্মসম্মানবোধ। সন্দেহজনক বিষয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ প্রদর্শনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৩৯১]

[১৩৯০] সহীহ বুখারী, হা/৬২৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬৭৪।

[১৩৯১] আবূ দাউদ, হা/২৬৫৯।

৪. উভয় পক্ষ যে মোহরে একমত হয়েছে সেটি স্ত্রীকে প্রদান করা।

এই ব্যাপারে তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মোহরের বিধিবিধান এই পরিচ্ছেদের হাদীসগুলো দেখুন।

৫. স্ত্রী ও তার সন্তানদের জন্য খরচ করা। আর যদি সচ্ছলতা থাকে তাহলে তাদের জন্য খরচ করাতে কার্পণ্য করবে না। আর যদি অভাবের জীবনযাপন হয়, তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য হলো ধৈর্যধারণ করা।

হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহি) তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৯২]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

হিন্দ বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই। তখন তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৩৯৩]

[১৩৯২] আবূ দাউদ, হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৫০।

[১৩৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪।

৬. স্ত্রীকে পাপ কাজের আদেশ করবে না। আর যদি পাপ কাজের আদেশ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার কোন আনুগত্য নেই।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ.

কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগলো। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগাই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা করো না, কারণ সেই মহিলাদের ওপর লা'নত করা হয়েছে, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায়। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৯৪]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৯৫]

ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ।

১. স্ত্রীর কর্তব্য হলো, পাপ কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ ﴾

[১৩৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৫২০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২১২৩।

[১৩৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৯।

তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না (সূরা আন নিসা: ৩৪)।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে স্ত্রী এমন কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না যারা তার মাহরাম নয় অথবা যাদেরকে স্বামী অপছন্দ করে।

উকবাহ ইবনু আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো। এক আনসার সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।[১৩৯৬]

حمو এর বহুবচন হলো أحماء, তারা হলো স্বামীর দিক দিয়ে তার নিকটাত্মীয়রা আর স্ত্রীর দিক দিয়ে তার বোনেরা। আর أصهار শব্দটি উভয় পক্ষের আত্মীয়কেই বুঝায়। তবে এখানে এটি দিয়ে স্বামীর ভাই উদ্দেশ্য। কেননা স্বামীর ভাই স্ত্রীর মাহরাম নয়। আর যদি এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হয় স্বামীর পিতা, যে স্ত্রীর মাহরাম, তাহলে যারা মাহরাম নয় তাদের ব্যাপারটি কেমন হতে পারে?

জাবির (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন)

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করো।[১৩৯৭]

অর্থাৎ যার সম্পর্কে স্ত্রী জানে যে, স্বামী তাকে অপছন্দ করে না তাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা মহিলাকে স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া তার জন্য হালাল নয়, মাহরামদেরকেও না এবং অন্য কাউকেই নয়।

[১৩৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৫২৩২, সহীহ মুসলিম, হা/২১৭২।

[১৩৯৭] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

এখানে الضرب المبرح অর্থ হলো শক্ত ও কঠিনভাবে প্রহার করা। সুতরাং এই বাক্যের অর্থ হলো, তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করো না যা তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়। بَرْح অর্থ হলো কষ্টদায়ক।

২. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে স্ত্রী বের হবে না।

আর যদি সে এমনটি করে তাহলে সে পাপে পতিত হবে এবং তার জন্য শাস্তি আবশ্যক হবে। মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرُمُهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا.

যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য হালাল নয় যে, সে তার স্বামীর বাড়িতে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিবে যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে। আর সেই মহিলা এমনভাবে বের হবে না যেটিকে তার স্বামী অপছন্দ করে, আর এ বিষয়ে সে কারো আনুগত্য করবে না, আর কর্কশভাষী হবে না, স্বামীর বিছানা থেকে দূরে থাকবে না এবং তাকে পরিত্যাগ করবে না। আর যদি স্বামী তার থেকে অধিক জালিম হয়, তবুও সে তার কাছে এসে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে তো সেটি খুবই ভালো আর আল্লাহ সেই মহিলার ওজর গ্রহণ করবেন এবং তার দলীলকে আরো শক্তিশালী করবেন। আর এতে স্বামীর কোন গুনাহ হবে না। আর যদি স্বামী তার সন্তুষ্টকে অস্বীকার করে, তাহলে তার (মহিলার) ওজর আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে। এই হাদীসটি হাসান লি গয়রিহী।[১৩৯৮]

৩. স্বামীর সম্পদের হিফাযত করবে। আর স্বামীর সম্মতি ছাড়া সেই সম্পদ খরচ করবে না এবং তাকে না জানিয়ে সেই সম্পদ থেকে দান করবে না।

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

[১৩৯৮] সুনানুল কুবরা, হা/১৪৭১৫, মাজমু ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩২/২৮১।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো অসীয়ত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো স্ত্রী তার ঘরের কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেন, এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। এটি সহীহ হাদীস।[১৩৯৯]

৪. স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল সিয়াম পালন করবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নফল সিয়াম পালন করবে না। এটি সহীহ হাদীস।[১৪০০]

৫. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উত্তম কাজের জন্য স্ত্রী শুকরিয়া আদায় করবে এবং স্বামীর অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে না।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারী। (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন, 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং তার ইহসানের অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাকো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষনো তোমার নিকট হতে ভালো কিছু পাইনি। এটি সহীহ হাদীস।[১৪০১]

৬. বাড়িতে স্বামীর খেদমত করবে এবং উত্তম জীবন যাপনের জন্য তাকে সহযোগিতা করবে। এটি স্বামী যে কাজে রয়েছে তাতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে যদি স্বামী ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকে।

[১৩৯৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬৫, তিরমিযী, হা/৬৭০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩।

[১৪০০] সহীহ বুখারী, হা/৫১৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১০২৬।

[১৪০১] সহীহ বুখারী, হা/২৯, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، وَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

ফাতিমা (রা) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। কিন্তু তাকে না পেয়ে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) -এর নিকট তার কথা বলে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা (রা)-এর আগমন ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে জানালেন। (আলী (রা) বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাকো এবং তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি তাঁর দুই পায়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছিলে আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবো না? তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার ''আল্লাহ আকবার'' তেত্রিশবার ''সুবহানাল্লাহ'' তেত্রিশবার ''আল হামদুলিল্লাহ'' পড়ে নিবে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম অপেক্ষা অনেক উত্তম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪০২]

যারা বলে যে, 'বাড়িতে স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর ওপর আবশ্যক নয়' তাদের এই মতের পক্ষে আমরা কোন সহীহ দলীল পাইনি।[১৪০৩]

[১৪০২] সহীহ বুখারী, হা/৩৭০৫, সহীহ মুসলিম, হা/২৭২৭।

[১৪০৩] আদাবুয যিফাফ আলবানী, ১১৮-১২০পৃ.।

الباب الثاني: الطلاق

দ্বিতীয় অধ্যায়: তালাক।

الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه

প্রথম পরিচ্ছেদ: তালাক শরীআতসম্মত হওয়া এবং তার বিধিবিধান।

আভিধানিক অর্থে তালাক হলো, বাঁধনকে খুলে দেয়া। এই শব্দটি إطلاق শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে যার অর্থ হলো ছেড়ে দেয়া, পরিত্যাগ করা। فلانٌ طَلْقُ اليدين بالخير (অমুকের দুই হাত কল্যাণের জন্য মুক্ত) অর্থাৎ অনেক খরচকারী।

ইসলামী শরীআতে তালাক হলো, বিবাহের বাঁধন খুলে দেয়া। ইমামুল হারামাইন বলেন, এটি একটি জাহিলী শব্দ যেটিকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে।

১. তালাক শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾

তালাক দুই বার। তারপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে (সূরা আল বাকারা: ২২৯)। ইবনু শিহাব (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ.

আমাকে সালিম (রহি) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর ঋতুমতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমার (রা) তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্র অবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দিতে চায় তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে

সে যেন তাকে তালাক দেয়। এটি সেই ইদ্দত যেটি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এটি সহীহ হাদীস।[১৪০৪]

২. (তালাক দিতে) বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির তালাক কার্যকর হবে না।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক ও দাসমুক্তি কার্যকর হবে না। বিভিন্ন সনদে এই হাদীসটি হাসান।[১৪০৫]

৩. রসিকতা করে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَ.

তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে করলেও তা ধর্তব্য হবে এবং ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা ধর্তব্য হবে। তা হলো, বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা। এই হাদীসটি হাসান।[১৪০৬]

৪. যে মহিলা (হায়েয থেকে) পবিত্র আছে, সেই পবিত্রতায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি এমন সময় তাকে তালাক দেয়া জায়েয। আর এই পবিত্রতার আগে হায়েয অবস্থায় এবং গর্ভবতী থাকাবস্থায়, যা স্পষ্ট হয়ে গেছে এমন অবস্থায় তাকে তালাক দিবে না।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

[১৪০৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৯০৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১।

[১৪০৫] আবূ দাউদ, হা/২১৯৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪৬।

[১৪০৬] আবূ দাউদ, হা/২১৯৪, তিরমিযী, হা/১১৮৪, ইবনে মাজাহ, হা/২০৩৯।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছে করে, তাকে রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছে করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। আর এটাই তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার বিধান দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪০৭] সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে আছে, ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

তিনি নিজের স্ত্রীকে তার ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমার (রা) বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আদেশ করো যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। পরে যেন তাকে পবিত্রাবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় (অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) তালাক দেয়।[১৪০৮]

৫. এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসাবে কার্যকর হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فأمضاه عليهم.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবূ বকর (রা) এর যুগে ও উমার (রা) এর খিলাফাতের প্রথম দু' বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো। পরে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।[১৪০৯]

[১৪০৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২৫১, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১।

[১৪০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭১।

[১৪০৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭২।

الفصل الثاني: بما يقع الطلاق

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ যার মাধ্যমে তালাক কার্যকর হয়।

১. ইঙ্গিতমূলক কোন শব্দ দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান।

নিয়্যাতের সাথে ইঙ্গিতের মাধ্যমেই তালাক সংঘটিত হয়। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ.

জাওনের কন্যাকে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠানো হলো আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো এক মহামহিমের কাছে আশ্রয় চেয়েছো। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১০] আর তাবুক যুদ্ধ থেকে কা'ব (রা) এর পিছিয়ে থাকা সম্পর্কীত হাদীসে আছে, যখন তাকে বলা হলো যে,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিবো, না অন্য কিছু করবো? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১১]

এই হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, নিয়্যাতের সাথে এমন শব্দ বললে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে আর যদি নিয়্যাত না থাকে তাহলে তালাক কার্যকর হবে না।

২. ইখতিয়ার করার মাধ্যমে তালাক দেয়ার বিধান।

ইখতিয়ার করার মাধ্যমেও তালাক কার্যকর হয়, যদি সে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই পছন্দ করে।

[১৪১০] সহীহ বুখারী, হা/৫২৫৪।

[১৪১১] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٢٩﴾

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন (সূরা আল আহযাব: ২৮-২৯)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুনিয়ার সুখ শান্তি বা পরকালীন সুখ শান্তি বেছে নেয়ার) ইখতিয়ার দিলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই গ্রহণ করলাম। আর এতে আমাদের প্রতি কিছুই (অর্থাৎ তালাক) সাব্যস্ত হয়নি। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১২]

৩. অন্যকে তালাকের দায়িত্ব দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান

আর যদি স্বামী অন্যকে তালাকের দায়িত্ব দেয়, তাহলেও তালাক কার্যকর হবে। (যেমন আমার স্ত্রীর তালাকের বিষয়টি তোমার ওপর ন্যাস্ত করলাম। তখন সে বলল, তোমার স্ত্রী তালাক। তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে)। কেননা তালাক ও অন্যান্য বিষয়ের মাঝে পার্থক্য না করে সাধারণভাবে উকিল নিযুক্ত করা (অন্যকে দায়িত্ব দেয়া) জায়েয করা হয়েছে। সুতরাং (উকিল নির্ধারণ বিষয়ক) সকল কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে দলীল দিয়ে যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটিই শুধু এর বাহিরে থাকবে। যেমন, হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উকিল নিযুক্ত করা যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরায়রা ও যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রা) এর হাদীসে। তাতে আছে,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.

[১৪১২] সহীহ বুখারী, হা/৫২৬২, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৭।

হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এই মহিলার নিকটে যাবে এবং তাকে রজম করবে। উনাইস তার নিকট গেলেন (এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।) সে তা স্বীকার করলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার প্রতি শারীআতের হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রজম করলেন। এই হাদীসটি সহীহ[১৪১৩]

আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে যাকাতের সম্পদ হিফাযত করার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। যেমনটি আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন,

وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৪]

৪. (নিজের ওপর স্ত্রীকে) হারাম করা হয় এমন শব্দ দিয়ে তালাক দেয়ার বিধান।

(নিজের ওপর) স্ত্রীকে হারাম করা হয় এমন শব্দের মাধ্যমে তালাক কার্যকর হবে না। কেননা তা স্পষ্ট তালাকও নয়, আবার তা তালাকের ইঙ্গিতও বহন করে না। বরং সেটি হলো এক প্রকার শপথ।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত।

أنه كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা দেয় (সে ক্ষেত্রে কিছুই কার্যকর হয় না অর্থাৎ তালাক হয় না।) বরং সেটি হলো শপথ যার জন্য কাফফারা দিতে হবে। তারপর ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, ''নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আল-আহযাব: ২১)। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৫]

[১৪১৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮।

[১৪১৪] সহীহ বুখারী, হা/২৩১১।

[১৪১৫] সহীহ বুখারী, হা/৫২৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৭৩।

৫. রাজঈ ত্বলাকে স্বামী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর এক বাণী সম্পর্কে বলেছেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾

আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন ঋতুকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনরায় গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশি হকদার (সূরা আল বাকারা: ২২৮)।

وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ হলো, (ইসলামের প্রথম যুগে) কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার অধিকারী হতো, এমনকি যদিও তাকে তিন তালাক দিতো। অতঃপর এ বিধান রহিত করে আল্লাহ বলেছেন,

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾

তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে (সূরা আল বাকারা: ২২৯)। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৬]

الباب الثالث: الخُلع

তৃতীয় অধ্যায়: খোলা তালাকের বর্ণনা

خُلْع শব্দটি 'খ' বর্ণে পেশ আর লাম বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। সেটি হলো সম্পদের বিনিময়ে (স্বামী থেকে) স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া। খোলা শব্দটি কাপড় খোলা থেকে নেয়া হয়েছে। কেননা রূপক অর্থে স্ত্রী হলো স্বামীর পোশাকস্বরূপ। আর মূল শব্দ প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থের মাঝে পার্থক্যকে একত্রিত করেছে। খোলার মূল উৎস হলো, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী যাতে তিনি বলেন,

[১৪১৬] আবূ দাউদ, হা/২১৯৫, নাসাঈ, হা/৩৫৫৪।

﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾

তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই (সূরা আল বাকারা: ২২৯)।

১. খোলা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

সাবিত ইবনু কায়স (রা) এর স্ত্রী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চরিত্রগত বা দীনী বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের উপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং মহিলাকে তালাক দিয়ে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৭]

২. খোলা হবে স্বামী স্ত্রীর উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির মাধ্যমে অথবা তাদেরকে বিচারকের বাধ্য করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ﴾

তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন অপরাধ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তি করাই অধিক উত্তম (সূরা আন নিসা: ১২৮)।

আর বিচারকের বাধ্য করা ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে দলীল হলো, সাবিত (রা) ও তার স্ত্রী এই বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পেশ করলেন, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত (রা) কে তার বাগান গ্রহণ করে তালাক দেয়াতে বাধ্য করলেন যেমনটি একটু আগেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

[১৪১৭] সহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/২০৫৬।

৩. খোলা হলো ফাসখ বা বিবাহ বিচ্ছেদ, এটি তালাক নয়।

রুবাই বিনতে মুআওবিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

আমি আমার স্বামীর থেকে খোলা করে নিয়েছিলাম। অতঃপর আমি উসমান (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে? তিনি বলেন, তোমাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে, যেহেতু তুমি তোমার স্বামীর নিকট অবস্থান করেছো, অতএব তুমি এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করো। এরপর তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করছি। তিনি মারইয়াম মাগালিয়ার ব্যাপারে এরূপ সমাধান দিয়েছিলেন। আর তিনি ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শামমাসের স্ত্রী। সেই মহিলা তার থেকে খোলা করেছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৮]

৪. খোলাকৃত মহিলার ইদ্দতকাল হলো এক হায়েয।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

সাবিত ইবনু কায়িস (রা)-এর স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা করে নিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইদ্দতকাল এক হায়েয নির্ধারণ করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪১৯]

[১৪১৮] তিরমিযী, হা/১১৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/২০৫৮, নাসাঈ, হা/৩৪৯৮।

[১৪১৯] আবূ দাউদ, হা/২২২৯, তিরমিযী, হা/১১৮৫।

الباب الرابع: الإيلاء

চতুর্থ অধ্যায়: ঈলা (স্ত্রীর থেকে পৃথক থাকার শপথ করা)।

আভিধানিক অর্থে ঈলা হলো শপথ করা।

শরীআতগতভাবে, ঈলা হলো শপথ করার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

১. ঈলার সময়কাল।

যদি চার মাসের কম সময় নির্ধারণ করে, তাহলে যে সময় নির্ধারণ করেছেন সেটি অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবে। উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তার কতিপয় স্ত্রীর নিকট তিনি গমন করবেন না। কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন স্ত্রীর কাছে যাবেন না। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪২০]

২. ঈলার বিধান।

যদি চার মাসের বেশি সময় নির্ধারণ করে, তাহলে চার মাস অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অথবা তালাক দেয়ার তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ﴾

যারা নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে (সূরা আল বাকারা: ২২৬)। ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.

[১৪২০] সহীহ বুখারী, হা/৫২০২, সহীহ মুসলিম, হা/১০৮৫

চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করানো হবে। আর (শুধু ঈলার কারণে) তালাক না দেয়া পর্যন্ত তালাক হবে না।[১৪২১]

الباب الخامس: الظِّهار

পঞ্চম অধ্যায়: যিহার।

ظهار শব্দটির 'য' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়েছে। এটি ظَهْر (বা পিঠ) শব্দ থেকে উৎপন্ন। একে এজন্যই যিহার বলা হয়, কারণ যিহারকারী ব্যক্তি (তার স্ত্রীকে) বলে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।

১. যিহারের কাফফারা। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুজাদালাতে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, (তার প্রায়শ্চিত্ত হলো) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে (এক ওয়াসাক বা ৬০ সা) খাওয়াবে। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান আনো। আর এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আল মুজাদালাহ: ৩-৪)।

২. যিহারকারী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনেতার পক্ষ থেকে সাহায্য করা।

সালামাহ ইবনু সাখর (রা) হতে বর্ণিত। ইবনুল আলা আল বায়াযী বলেন,

كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ

[১৪২১] সহীহ বুখারী, হা/৫২৯১।

تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ، وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟»، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «حَرِّرْ رَقَبَةً»، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا، وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا»، فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ، وَسُوءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ، وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ.

আমি নারীদের প্রতি এতো অধিক আসক্তপ্রবণ ব্যক্তি যে অন্য কেউ এরূপ আসক্ত নয়। যখন রমজান মাস আসলো, তখন আমার ভয় হলো যে, হয় তো আমি ভোর বেলায়ও স্ত্রীসঙ্গমে লিপ্ত থাকবো। তাই রমজান মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে 'যিহার' করি। এক রাতে সে আমার খেদমত করছিলো। এমন সময় তার শরীরের এমন কিছু আমার সামনে খুলে গেলো যে, আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আমি সহবাসে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। ভোর হলে আমি আমার বংশের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার ঘটনা জানিয়ে বললাম, তোমরা আমার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলো। তারা বললো, না আল্লাহর শপথ! আমরা যাবো না। কাজেই আমি একাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানালাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ কান্ড কি তুমি করেছো হে সালামাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে দুইবার বললাম। আর আপনি আল্লাহর বিধান আমার উপর কার্যকর করুন, আমি ধৈর্যশীল হবো। তিনি বললেন, তুমি একটি দাস মুক্ত করো। আমি বলি, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি নিজের ছাড়া আর অন্য কারো মালিক নই। এ কথা বলে আমি আমার গর্দানের উপর হাত রাখি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একাধারে দুই মাস সিয়াম পালন করো। সে বললো, সিয়ামের কারণেই তো আমার দ্বারা এই কাজ হয়ে গেছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এক ওয়াসাক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। সে বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছে! গত রাত আমি এবং আমার পরিবার না খেয়ে কাটিয়েছি। কারণ আমাদের কাছে খাবার নেই। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বনু যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট গিয়ে বলো, সে যেন তোমাকে তাদের সাদাকা দেয়। তা থেকে 'এক ওয়াসাক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে। আর যা বাকী থাকবে তা তুমি ও তোমার পরিবার খাবে। অতঃপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে

এসে বলি, আমি তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকীর্ণতা ও মন্দ ব্যবহার, আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেয়েছি উদারতা ও উত্তম পরামর্শ। তিনি আমাকে তোমাদের সাদাকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৪২২]

৩. কাফফারা আদায় করার আগে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে। কিন্তু যিহারের কাফফারা আদায় করার আগেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তারপর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি বর্ণনা করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কোন জিনিস এ কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করলো? সে বলল, আমি চাদের আলোতে তার পায়ের অলংকার দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আমি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার সাথে সহবাস করে ফেলি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন আর কাফফারা আদায়ের আগে স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৪২৩]

الباب السادس: اللعان

ষষ্ঠ অধ্যায়: লিআন

শরীআতগতভাবে লিআন হলো, শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেয়া, যেখানে স্বামীর সাক্ষে আল্লাহর লা'নতের কথা আর মহিলার সাক্ষ্যের সময় আল্লাহর ক্রোধের কথা উল্লেখ থাকবে। স্বামীর সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে অপবাদের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত আর মহিলার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে ব্যভিচারের দণ্ডের স্থলাভিষিক্ত।

[১৪২২] আবূ দাউদ, হা/২২১৩, তিরমিযী, হা/১২০০।

[১৪২৩] আবূ দাউদ, হা/২২২৩, তিরমিযী, হা/১১৯৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৫, নাসাঈ, হা/৩৪৫৭।

১. লিআন শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে

আল্লাহর বাণী সূরা নূরের ৬-১০ আয়াতে লি'আনের শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٞ ١٠﴾

আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। আর স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) এবং আল্লাহ তো তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নূর: ৬-১০)।

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এমন আলোচনা রয়েছে। যেমন, ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ

الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَجٌ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শারীক ইবনু সাহমার সঙ্গে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাক্ষী (হাজির করো) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, সাক্ষী হাজির করো, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবে। তারপর জিবরীল (আ) এলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হলো, 'যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে..' এখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন, 'যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে' পর্যন্ত। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল (রা) এসে সাক্ষ্য দিলেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর শাস্তিকে আবশ্যককারী। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হলো এবং ইতস্তত করতে লাগলো। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, নিশ্চয়ই সে প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠলো, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করবো না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখো, যদি সে কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে সেই সন্তান শারীক ইবনু সাহমার। পরে সে ঐরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হতো, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে যা ঘটার তা তো ঘটতোই। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪২৪]

২. লিআন করার সময় রাষ্ট্রনেতা এক ব্যক্তিকে আদেশ করবেন যে, তিনি যেন পঞ্চমবারে লিআনকারীর মুখে হাত দেন।

[১৪২৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৭৪৭, আবূ দাউদ, হা/২২৫৪, তিরমিযী, হা/২১৭৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৭।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، يَقُولُ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লিআনকারীদেরকে লিআন করার আদেশ দিলেন তখন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, লিআনকারীর পঞ্চমবারের বাক্যটি বলার সময় তিনি যেন তার মুখের ওপর হাত রেখে বলেন, নিশ্চয়ই এটি শাস্তি আবশ্যককারী। এই হাদীসটি হাসান।[১৪২৫]

৩. পরস্পর লিআনকারী পুরুষ মহিলাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে বলার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করা হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিলাল ইবনু উমাইয়্যা তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অভিযোগ করে। তারপর সে এসে সাক্ষ্য প্রদান করে। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন,

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

আল্লাহ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবা করবে?[১৪২৬]

৪. পরস্পর লিআনকারী পুরুষ মহিলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি বলেছিল,

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى

[১৪২৫] আবু দাউদ, হা/২২৫৫।

[১৪২৬] সহীহ বুখারী, হা/৪৭৪৭, আবূ দাউদ, হা/২২৫৪, তিরমিযী, হা/২১৭৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৬৭।

بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

হে আল্লাহর রসূল! আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে। যদি সে নীরব থাকে, তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কি করে নীরব থাকবে। ইবনু উমার (রা) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার নিজের ওপরই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূর-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে নসীহত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজ। সে বলল, না। সে মহান সত্তার কসম যিনি আপনাকে নবী হিসেবে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তার (আমার স্ত্রীর) উপর কোন মিথ্যা আরোপ করিনি। এরপর তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন, তাকে আখিরাতের ভয় দেখালেন, তারপর তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, না, সে মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লিআন করালেন। তখন সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসবে। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকটিকে ডেকে পাঠালেন। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪২৭]

৫. লিআন করার পরে সেই সন্তানকে শুধু তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

[১৪২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৩।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোক ও তার স্ত্রীকে লিআন করালেন এবং সন্তানের পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। আর সন্তানকে সেই মহিলার দিকে সম্পৃক্ত করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪২৮]

৬. লিআনকৃত মহিলার মোহরের বিধান।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা) কে পরস্পর লিআনকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (রা) বললেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিআনকারী পুরুষ ও মহিলাকে বলেছিলেন, তোমাদের দু'জনের হিসাব আল্লাহর ওপরে। তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আর তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন করণীয় নেই। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার অর্থের (প্রদত্ত মোহর) কী হবে। তিনি বললেন, তুমি তোমার অর্থ পাবে না। যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমার দেয়া সম্পদ ঐ বস্তুর বদলা বলে গণ্য হবে যা দ্বারা তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করেছো। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে তার থেকে মাল ফেরত পাওয়া তো বহু দূরের ব্যাপার। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪২৯]

৭. আকার ইঙ্গিতে অপবাদের কথা বলা অপবাদ বলে গণ্য নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.

এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অস্বীকার করছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

---

[১৪২৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৩১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৪।

[১৪২৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৩, আবূ দাউদ, হা/২২৫৮।

সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মোশানো রঙের অনেকগুলো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ রং কিভাবে এলো বলে তুমি মনে কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বংশ সূত্রের প্রভাবে এমন হয়েছে। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশ সূত্রের প্রভাবে (পূর্বপুরুষের কেউ কালো ছিল বলে) এমন হয়েছে। আর তিনি এ সন্তানটিকে অস্বীকার করার অনুমতি লোকটিকে দিলেন না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩০]

الباب السابع: العدة

সপ্তম অধ্যায়: ইদ্দত পালন সম্পর্কে

الفصل الأول: أنواع العدة

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন প্রকার ইদ্দত সম্পর্কে

১. গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন,

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা আত তালাক: ৪)।

২. মাসিক হয় এমন মহিলার ইদ্দত হলো তিন মাস।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾

তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন ক্বুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (সূরা আল বাকারা: ২২৮)।

ক্বুরু হলো হায়েয। (এর দলীল হলো) আদী ইবনু সাবিত (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা নারী সম্পর্কে বলেছেন,

[১৪৩০] সহীহ বুখারী, হা/৫৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০০।

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي.

ক্বুরু অর্থাৎ হায়েযের দিনগুলোতে সে সালাত ত্যাগ করবে, তারপর গোসল করে সালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে। আর সে সিয়ামও পালন করবে এবং সালাতও আদায় করবে। এই হাদীসের শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান।[১৪৩১]

৩. ছোট মেয়ে এবং যারা মাসিক হওয়া থেকে নিরাশ হয়েছে তাদের ইদ্দত তিন মাস।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন,

﴿وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ﴾

তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও (ইদ্দত তেমনই তিন মাস) (সূরা আত তালাক: ৪)।

৪. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দতের পরিমাণ চার মাস দশ দিন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ﴾

আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা (স্ত্রীগণ) নিজেরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে (সূরা আল বাকারা: ২৩৪)।

এই ইদ্দত হলো যারা গর্ভবতী নয় তাদের জন্য। আর যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْكِحِي.

আসলাম গোত্রের সুবাই'আ নামের এক স্ত্রীলোককে তার স্বামী গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা যায়। এরপর আবূস সানাবিল ইবনু বা'কাক (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। সে আবূ সানাবিল বলল, আল্লাহর শপথ! দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অনুসারে ইদ্দত পালন না করা পর্যন্ত তোমার জন্য অন্যত্র

[১৪৩১] আবূ দাউদ, হা/২৯৭, তিরমিযী, হা/১২৬, ইবনে মাজাহ, হা/৬২৫।

বিয়ে করা জায়েয হবে না। এর প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সে সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন, এখন তুমি বিয়ে করতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩২]

আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন,

﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾

আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা আত তালাক: ৪)।

৫. যার সাথে সহবাস করা হয়নি তার কোন ইদ্দত নেই।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আহযাবে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে (সূরা আল আহযাব: ৪৯)।

৬. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার কর্তব্য হলো, সৌন্দর্য অবলম্বন না করা।

উম্মু আতিয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হতো। তবে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা খুশবু ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন না পরি তবে হালকা রঙের ছাড়া। আমাদের কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন (দুর্গন্ধ দূর করার জন্য) আযফার

[১৪৩২] সহীহ বুখারী, হা/৫৩১৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮৫।

নামক স্থানের সুগন্ধি ব্যবহার করার আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হতো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৩]

ثَوْبَ عَصْبٍ হলো ইয়ামানী চাদর। প্রথমে সুতা পেচানো হয়, তারপর তা রঞ্জিত করা হয়, তারপর তা দিয়ে কাপড় বোনা হয়।

نُبْذَة مِنْ كُسْتِ أَظْفَار এই বাক্যের মধ্যে نُبْذَة এর অর্থ হলো সামান্য পরিমাণ। আর كُسْت কে قُسْط বলাও হয়। এটি আর আযফার অতিপরিচিত দু'টি ধুপ। এগুলো দিয়ে (প্রচলিত) সুগন্ধি উদ্দেশ্য নয়।

৭. স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার তার স্বামীর বাড়িতে থাকাই আবশ্যক।

ফুরাইআ বিনতে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ، وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: افْعَلِي، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا، قَالَ: اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَ.

তার স্বামী তার কাজের জন্য কিছু গোলামদেরকে রাখতেন। তারা তাকে হত্যা করলে তিনি এই সংবাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করে বললেন, আমার স্বামীর কোন ঘরও নেই এবং তিনি খোরপোষের কোন ব্যবস্থাও করে যাননি। আমি আমার পরিবারের লোকের নিকট গিয়ে আমার ইয়াতিম সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি? তিনি তাকে বললেন, তুমি এরূপ করতে পারো। এরপর তিনি বললেন, তুমি কী বলেছিলে? তখন সে যা বলেছিল, তা আবার বললো। তিনি বললেন, ঐ স্থানেই ইদ্দত পালন করো, যেখানে তোমার কাছে তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৪]

[১৪৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৪১, সহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮।

[১৪৩৪] আবূ দাউদ, হা/২৩০০, তিরমিযী, হা/১২০৪, নাসাঈ, হা/৩৫২৯, ইবনে মাজাহ, হা/২০৩১।

الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর জরায়ু মুক্ত করা সম্পর্কে।

১. দাসী, যুদ্ধবন্দিনী এবং ক্রয়কৃত দাসীর এক হায়েয অপেক্ষা করার মাধ্যমে জরায়ু মুক্ত করতে হবে, যদি সেই মহিলার হায়েয হয়ে থাকে। আর গর্ভবতীর জন্য তার সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস যুদ্ধের বন্দী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা যাবে না। আর গর্ভবতী নয় এমন নারীর এক মাসিক ঋতু অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সহবাস করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৫]

২. যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে (নিজের ভাগে পাওয়ার পর) কোন গর্ভবতী মহিলার সাথে যে ব্যক্তি সহবাস করে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির ওপর লা'নত করার ইচ্ছা করেছেন।

আবূদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – هَمَّ أن يَلْعَنَ الرَّجُلَ، الَّذِي أَرَادَ وَطْءَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ مِّنَ السَّبِيِّ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির ওপর লা'নত করার ইচ্ছা করেছেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে কোন গর্ভবতী মহিলার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে। তিনি সেই ব্যক্তির ওপর এমন লা'নত দিতে চেয়েছেন যা তার কবরেও প্রবেশ করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৬]

৩. অন্যের দ্বারা গর্ভবতী অবস্থায় আছে এমন মহিলার সাথে সহবাস করবে না (অর্থাৎ এমন মহিলাকে বিবাহ করার পরেও যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব না করবে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা যাবে না)।

[১৪৩৫] আবূ দাউদ, হা/২১৫৭।

[১৪৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৪১।

রুআইফি ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর যে লোক ঈমান রাখে, সে লোক যেন নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৩৭]

৪. কুমারী এবং ছোট মেয়েদের জরায়ু মুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।

কেননা এই বিষয়ে কোন দলীল নেই, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কোন বর্ণনাও নেই এবং সহীহ কোন কিয়াসও নেই।

الباب الثامن: النفقة

অষ্টম অধ্যায়: ভরণপোষণ সম্পর্কে

১. স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণপোষণ করা ফরয।

এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলে আমি জানি না।

হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কী হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। যখন তুমি পোশাক পরিধান করবে, অন্য বর্ণনাতে, যখন তুমি উপার্জন করবে, তখন তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৮]

[১৪৩৭] আবূ দাউদ, হা/২১৫৮, তিরমিযী, হা/১১৩১।

[১৪৩৮] আবূ দাউদ, হা/২১৪২, ইবনে মাজাহ, হা/১৮৫০।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

হিন্দ বিনতে উতবা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছু নিই। তখন তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৩৯]

২. স্বামীর ওপর রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণপোষণ করা ফরয।

ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমি আলে খালিদের কন্যা। আর আমার স্বামী অমুক, আমার নিকট তালাকের খবর পাঠিয়েছে। আমি তার অভিভাবকের নিকট খোরপোষ এবং বাসস্থান চাইলে তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছে। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! সে তার নিকট তিন তালাকের খবর পাঠিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খোরপোষ এবং বাসস্থান স্ত্রীর জন্য ঐ সময় দেয়া হবে যখন তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর থাকে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪০]

পবিত্র কুরআনের সূরা আত ত্বলাকে রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান দেয়ার কথা সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾

হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর, তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও এবং তোমরা ইদ্দতের হিসেব রেখো। আর তোমাদের রব

[১৪৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪।

[১৪৪০] নাসাঈ, হা/৩৪০৩।

আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় (সূরা আত তালাক: ১)।

এখানে বাড়ি থেকে বের করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, বাসস্থান দেয়ার সাথে সাথে ভরণপোষণ করাও ফরয। সূরা আত তালাকের আরেকটি আয়াত এটিকে সমর্থন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দিবে। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করবে না (সূরা আত তালাক: ৬)।

ভরণপোষণ ফরয হওয়ার পক্ষে দলীল হলো সূরা আল বাকারা তে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার একটি বাণী যেখানে তিনি বলেন,

﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের বিধি মোতাবেক ভরণপোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য (সূরা আল বাকারা: ২৪১)।

৩. বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন ভরণপোষণ নেই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে ভরণপোষণ পাবে।

ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সম্পর্কে বলেছেন,

لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ.

তার জন্য কোন বাসস্থান ও ভরণপোষণ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪১]

৪. স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ইদ্দতপালনকারিণী মহিলার জন্য কোন ভরণপোষণ নেই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে ভরণপোষণ পাবে।

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ،

[১৪৪১] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০।

فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ.

আবূ আমর ইবনু হাফস ইবনু মুগীরাহ (রা) আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) এর সঙ্গে ইয়ামানে গমন করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়সকে অবশিষ্ট এক তলাকের কথা বলে পাঠালেন (দু' তালাক আগেই দিয়েছিলেন)। তিনি হারিস ইবনু হিশাম ও আবূ রাবী'আকে নিজের পক্ষ থেকে তার (স্ত্রীকে) খোরপোষ হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন তারা দু'জন তাকে (ফাতিমাকে) বললেন, আল্লাহর কসম তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে তুমি গর্ভবতী হলে ভিন্ন কথা। এরপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং তাদের দু'জনের উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪২]

৫. সন্তানের ভরণপোষণ করা পিতার ওপর ফরয। আর এর বিপরীতটাও (অর্থাৎ পিতার ভরণপোষণ করা সন্তানের ওপর ফরয)। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ.

কোনো ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য সর্বোত্তম খাদ্য। আর নিশ্চয় সন্তানও তার উপার্জন বিশেষ। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪৩]

৬. মনিবের ওপর তার দাসের ভরণপোষণ করা ফরয। মা'রূর ইবনু সুয়াইদ (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ. فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ! لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وبين الرجل من إخوتي كَلَامٌ. وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً. فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ. فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَقِيتُ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (يا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. هُمْ إِخْوَانُكُمْ. جَعَلَهُمُ اللَّهُ تحت أيديهم. فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. وَلَا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم.

[১৪৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০।

[১৪৪৩] আবূ দাউদ, হা/৩৫২৮, তিরমিযী, হা/১৩৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/২২৯০।

আমরা রাবযাহ নামক স্থানে আবূ যার (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তাঁর শরীরে একখানা চাদর ও তাঁর গোলামের গায়েও তেমনই একখানা চাদর ছিল। এটি দেখে আমরা বললাম, যদি আপনি ঐ চাদরটি নিতেন ও নিজে পরতেন, তাহলে আপনার এক জোড়া হয়ে যেতো (আর গোলামকে অন্য কাপড় দিয়ে দিতেন)। তখন আবূ যার (রা) বললেন, একদিন আমার ও আরেক লোকের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। তার মা ছিল জনৈকা অনারব মহিলা। আমি তার মা তুলে গালি দিলাম। তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তারপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, হে আবূ যার! নিশ্চয়ই তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি মানুষদেরকে গালি দেয় তার প্রতি উত্তরে তারাও তার পিতা মাতাকে উল্লেখ করে গালি দেয়া স্বাভাবিক। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ যার! তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ড এখনও বিদ্যমান। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যেমন পোশাক পরবে তাদেরকে তা পরাবে। তোমরা তাদের ওপর এমন কোন কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে কোন কষ্টকর কাজ দাও, তাহলে এ কাজে তাদের সাহায্যও করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪৪]

৭. ভরণপোষণ করার সাথে সাথে পোশাক পরিচ্ছদ ও বাসস্থান দেয়াও ফরয।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত পূর্বের কুরআনের আয়াত ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এটি প্রমাণ করে।

৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণ করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ.

রক্ত সম্পর্ক হলো রাহমানের অংশবিশেষ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪৫]

[১৪৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৬০৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৬১।

[১৪৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৪।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪৬]

الباب التاسع: الحضانة

নবম অধ্যায়: শিশুর লালন পালন সম্পর্কে

১. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে তার মা বেশি হকদার, যতক্ষণ সেই মা (অন্যত্র) বিবাহ না করে।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা বলেছেন,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত, সে আমার স্তনের দুধ পান করে এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৪৭]

ইবনে মুনযির (রহি) বর্ণনা করেছেন যে, মা অন্যত্র বিবাহ করলে (সন্তানের লালনপালনে) তার অধিকার শেষ হয়ে যায়, এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে।[১৪৪৮]

[১৪৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭।

[১৪৪৭] আবূ দাউদ, হা/২২৭৬।

[১৪৪৮] আল ইজমা, পৃ.৯৯।

২. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে মায়ের পরে বেশি **হকদার হলো সেই সন্তানের খালা।**

বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কাহ থেকে) রওয়ানা হলেন। তখন হামযার কন্যা হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চললো। আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। তারপর আলী, যায়িদ ও জাফর তাকে নেয়ার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। আলী (রা) বললেন, আমি তার অধিক হকদার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়িদ (রা) বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালার পক্ষে ফায়সালা দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। আর আলীকে বললেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফরকে বললেন, তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর যায়িদকে বললেন, তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৪৯]

৩. সন্তানের লালনপালনের ক্ষেত্রে মা এবং খালার পরে বেশি **হকদার হলো সেই সন্তানের বাবা।**

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মা যতক্ষণ না অন্যত্র বিবাহ করে ততক্ষণ তার সন্তানের লালনপালনের সে বেশি হকদার। অনুরূপভাবে বারা ইবনু আযিব (রা) এর হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের লালন পালনের ক্ষেত্রে খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

আর এই দুই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা ও খালার পরে সন্তান লালন পালনে বাবা বেশি হকদার।

৪. যদি সন্তানের মা, খালা এবং বাবা না থাকে তাহলে তার নিকটাত্মীয় তার লালনপালনের বেশি **হকদার।**

কেননা সন্তানের লালন পালন করবে এমন লোকের আবশ্যকভাবে প্রয়োজন। আর নিকটাত্মীয়রা তার প্রতি বেশি স্নেহপরায়ণ। সুতরাং বিচারক শিশুর জন্য যার মধ্যে কল্যাণ

[১৪৪৯] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৯, তিরমিযী, হা/১৯০৪।

মনে করবেন তাকে সেই সন্তান লালন পালনের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। এখানে তার সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন কল্যাণ ধর্তব্য, ঠিক তেমনই তার শরীরের ক্ষেত্রেও কল্যাণ ধর্তব্য (অর্থাৎ সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষন করাতে যার মধ্যে কল্যাণ দেখা যাবে তাকে যেমন দায়িত্ব দেয়া হবে, ঠিক তেমনই শিশুর শারীরিক দিক থেকে যার মধ্যে কল্যাণ দেখা যাবে তাকেই দায়িত্ব দিতে হবে)। আর ইয়াতীমদের সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহতে অনেক দলীল রয়েছে যেগুলো এই বিষয়কে প্রমাণ করে।

৫. সন্তান যখন তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে স্বনির্ভর হবে (যেমন নিজে নিজেই প্রস্রাব পায়খানা, গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে পারে), এই সময়ে তাকে তার বাবা ও মায়ের যে কাউকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার-স্বাধীনতা দেয়া হবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّه

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তার বাবা ও মা উভয়ের যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫০]

অন্য বর্ণনাতে আছে, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল,

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায় অথচ সে আবু ইনাবা কুয়া থেকে আমাকে পানি পান করায় এবং আমার উপকার করে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উভয়েই (স্বামী ও স্ত্রী) লটারী করো। কিন্তু স্বামী বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে কেড়ে নিবে? তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বালককে বললেন, এই তোমার বাবা, ঐ তোমার মা, তুমি যার কাছে ইচ্ছা যেতে পারো। অতঃপর সে তার মায়ের হাত ধরে চলে গেল। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫১]

[১৪৫০] তিরমিযী, হা/১৩৫৭।

[১৪৫১] আবূ দাউদ, হা/২২৭৭, নাসাঈ, হা/৩৪৯৬।

الباب السابع كتاب البيوع

সপ্তম পর্বঃ ক্রয় বিক্রয়

الباب الأول أنواع البيوع المحرمة

প্রথম অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয়

الباب الثاني الربا

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ

الباب الثالث الخيارات

তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা

الباب الرابع السَّلَم

চতুর্থ অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়

الباب الخامس القرض

পঞ্চম অধ্যায়: করয বা ঋণ।

الباب السادس الشفعة

ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফআহ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার

الباب السابع الإجارة

সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া

الباب الثامن الإحياء والإقطاع

অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং (ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষ থেকে কারো জন্য) জমি বরাদ্ধ করা।

الباب التاسع الشركة

নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা।

الباب العاشر الرهن

দশম অধ্যায়: বন্ধক সম্পর্কে।

الباب الحادي عشر الوديعة والعارية

একাদশ অধ্যায়: কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া

الباب الثاني عشر الغصب

দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা

الباب الثالث عشر العتق

ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা।

الباب الرابع عشر الوقف

চতুর্দশ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে

الباب الخامس عشر الهدايا

পঞ্চদশ অধ্যায়: হাদীয়া বা উপহার দেয়া

الباب السادس عشر الهبة

ষোড়শ অধ্যায়: হিবা বা দান করা।

الباب السابع عشر الوكالة

সপ্তদশ অধ্যায়: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)

অষ্টাদশ অধ্যায়: কোন বস্তুর জামিন হওয়া

الباب التاسع عشر الحوالة

উনবিংশ অধ্যায়: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা।

الباب العشرون المفلس

বিংশ অধ্যায়: নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে

الباب الحادى والعشرون اللُّقَطَة

একবিংশ পর্ব: পড়ে থাকা বস্তু

الباب الثاني والعشرون الصلح

দ্বাবিংশ অধ্যায়: আপোষ মীমাংসা

الباب الأول أنواع البيوع المحرمة

প্রথম অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার হারাম ক্রয় বিক্রয়

১. ক্রয়বিক্রয় শরীআতসম্মত (জায়েয) হওয়া সম্পর্কে

আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (সূরা আল বাকারা: ২৭৫)।

আল্লাহ তাআলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ (সূরা আন নিসা: ২৯)।

হাকীম ইবনু হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের থেকে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫২]

আর ক্রয় বিক্রয় জায়েয হওয়ার বিষয়ে সকল মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর হিকমাতও সেটিরই দাবি রাখে। কেননা অধিকাংশক্ষেত্রে অন্য মানুষের নিকটে যা আছে তাতে মানুষের প্রয়োজন থাকে। আর সেই ব্যক্তি তো তার জন্য সেটি খরচ করবে না। সুতরাং ক্রয় বিক্রয় শরীআতসম্মত হওয়াতে কোন সমস্যা ছাড়াই প্রয়োজন পূরণ করা যায়।[১৪৫৩]

[১৪৫২] সহীহ বুখারী, হা/২১১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২।

[১৪৫৩] ফাতহুল বারী, ৪/২৮৭।

২. ক্রয় বিক্রয়সহ অন্যান্য উপায়ে উপার্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আর আল্লাহর নাবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫৪]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে, যার ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, তাহলে তা মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫৫]

৩. সকাল সকাল রিযিক সন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

ছাখর ইবনু ওয়াদা'আহ আল গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ «وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ

হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন। আর তিনি কোনো ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখর (রা) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার পণ্যদ্রব্য দিনের ভোরেই পাঠাতেন, ফলে তিনি

[১৪৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২০৭২

[১৪৫৫] সহীহ বুখারী, হা/১৪৭১

সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং এভাবে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫৬]

৪. রিযিক ও জীবিকা সন্ধানে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

উত্তম আচরণ, দৃঢ়তা-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে নাবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৫৭]

জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ عَبْدٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ

তোমরা রিযিক সন্ধানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রিযিক অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন করো। হালাল উপায় গ্রহণ করো এবং হারাম উপায় বর্জন করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫৮]

৫. বেচা কেনাতে উদারতা প্রদর্শন করা এবং ধার নেয়া ও তা আদায়ে উত্তম পথ অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى

আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৫৯]

[১৪৫৬] আবূ দাউদ, হা/২৬০৬, তিরমিযী, হা/১২১২, ইবনে মাজাহ, হা/২২৩৬।

[১৪৫৭] আবূ দাউদ, হা/৪৭৭৬, তিরমিযী, হা/২০১০

[১৪৫৮] ইবনু হিব্বান, হা/২৩৩২, সুনানুল কুবরা, হা/১০৪০৪।

[১৪৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২০৭৬, ইবনে মাজাহ, হা/২২০৩।

৬. সত্যবাদীতার সাথে ব্যবসা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং (ব্যবসাতে) মিথ্যা বলা এবং (বেশি বেশি) কসম করা থেকে সতর্কীকরণ।

হাকীম ইবনু হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا اليمينُ الفاجرةُ مُنْفِقَةٌ لِلسِلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلكَسْبِ

ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে নিশ্চিহ্ন করা হবে। মিথ্যা কসম পণ্য বিক্রি করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৬০]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

কসম করার ফলে পণ্য বিক্রি করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৬১]

৭. মাপে ও ওজনে কম দেয়া থেকে সতর্কীকরণ।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: ١] فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন লোকেরা মাপে কম দিতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয় (সূরা আল মুতাফফিফীন: ১)। এরপর থেকে তারা সঠিকভাবে মাপ করে। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৬২]

[১৪৬০] সহীহ বুখারী, হা/২০৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২।

[১৪৬১] সহীহ বুখারী, হা/২০৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৬।

[১৪৬২] ইবনে মাজাহ, হা/২২২৩, ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৯৮।

৮. প্রতারণা করা থেকে সতর্কীকরণ এবং ক্রয় বিক্রয়ে হিতাকাক্ষী হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৬৩]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেন, হে স্তুপের মালিক! কী ব্যাপার? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি বললেন, সেগুলো তুমি স্তুপের ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৬৪]

৯. মদ, মৃত জন্তু, শুকুর, মূর্তির বিক্রয় করা জায়েয নয় (হারাম)।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন,

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি

[১৪৬৩] সহীহ মুসলিম, হা/১০১

[১৪৬৪] সহীহ মুসলিম, হা/১০২, ইবনে মাজাহ, হা/২২২৪।

কী বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের লা'নত করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দিয়েছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতো এবং তার মূল্য ভোগ করতো।[১৪৬৫]

يُطْلَى অর্থ হলো প্রলেপ দেয়া।

وَيَسْتَصْبِحُ এর অর্থ হলো, মানুষজন তা (চর্বি) তাদের প্রদীপে কাজে লাগায় এবং তারা তা দিয়ে (অন্ধকার রাতে) আলোকিত করার জন্য জ্বালিয়ে থাকে।

قَاتَلَ এর অর্থ হলো লা'নত করা।

شُحُومَهَا অর্থাৎ মৃতের চর্বি অথবা গরু ও ছাগলের চর্বি, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ﴾

আর গরু ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম (সূরা আল আনআম: ১৪৬)।

جَمَلُوهُ অর্থাৎ তারা মৃতের চামড়া গলাতো এবং তা থেকে তেল বের করতো।

১০. কুকুর বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবূ মাসউদ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।[১৪৬৬]

مَهْرِ الْبَغِيِّ হলো, ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী যা গ্রহণ করে। এটিকে মোহর বলা হয়েছে, তার কারণ হলো এটি মোহরের মতোই অথচ মুসলিমদের ঐক্যমতে তা (ব্যভিচারের বিনিময়) হারাম।

حُلْوَانِ الْكَاهِنِ হলো গণকী করার কারণে যা দেয়া হয়।

[১৪৬৫] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮১।

[১৪৬৬] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৭।

১১. বিড়াল বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবূ যুবায়র (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

আমি জাবির (রা) এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ধমকি দিয়েছেন।[১৪৬৭]

১২. রক্ত বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবূ জুহায়ফাহ (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিঙ্গা লাগায় এমন গোলাম কিনলেন। তারপর তিনি তার শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেঙ্গে ফেলা হলো। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা হতে বারণ করেছেন। আর তিনি শরীরে উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, সুদগ্রহীতা ও সুদ দাতার ওপর এবং (প্রাণীর) ছবি অঙ্কনকারীর উপর লা'নত করেছেন।[১৪৬৮]

১৩. পশুকে পাল দেয়ার বাবদ বিনিময় নেয়া জায়েয নয়।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।[১৪৬৯]

১৪. অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা জায়েয নয়।

ইয়াস ইবনু আবদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

[১৪৬৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৯।

[১৪৬৮] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৮।

[১৪৬৯] সহীহ বুখারী, হা/২২৮৪।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৭০]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ঘাস উৎপাদন হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা দেয়া যাবে না।[১৪৭১] সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনাতে আছে,

لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ

এমনিতে জন্ম নেয় এমন ঘাস বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না।[১৪৭২]

১৫. যাতে ধোঁকা রয়েছে এমন ব্যবসা করা জায়েয নয়। যেমন পানিতে থাকতেই মাছ বিক্রি করা, গাভির বাটে যা আছে তা বিক্রি করা, দুধে থাকতেই ঘি বিক্রি করা (কেননা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে জানা নেই। কমও হতে পারে আবার বেশিও **হতে পারে), (পশুর) পিঠে থাকতেই সেই পশম বিক্রি করা।**

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।[১৪৭৩]

পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়ের তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. আমি যেই পাথরগুলো নিক্ষেপ করবো সেগুলো যেই কাপড়ের ওপর পড়বে সেই কাপড়গুলো তোমার কাছে বিক্রি করলাম অথবা পাথর নিক্ষেপ করার ফলে সেই পাথর এই জমির এখান থেকে যতদূর যাবে ততখানি জমি আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।

২. এভাবে বলা যে, এই পাথরগুলো নিক্ষেপ করে সেগুলো যার ওপরে পড়বে সেগুলো তোমার কাছে বিক্রি করলাম। তবে এতে তোমার ইখতিয়ার থাকবে।

[১৪৭০] আবূ দাউদ, হা/৩৪৭৮, তিরমিযী, হা/১২৭১, নাসাঈ, হা/৪৬৬২।

[১৪৭১] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬।

[১৪৭২] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬।

[১৪৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩।

৩. পাথর নিক্ষেপকেই বিক্রির স্থলাভিষিক্ত করা। যেমন এভাবে বলা যে, যখন আমি এই কাপড়ের ওপরে পাথর নিক্ষেপ করবো, তখন সেটি তোমার কাছে এত দামে বিক্রি হয়ে গেল।

ধোঁকাপূর্ণ ক্রয় বিক্রয়: ধোঁকাপূর্ণ ক্রয় বিক্রয় থেকে নিষেধাজ্ঞা হলো ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ের মূলনীতিসমূহের একটি বিরাট মূলনীতি। আর এতে অনেক মাসআলা অন্তর্ভুক্ত, যা কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, পালানো দাসকে বিক্রি করা, অবিদ্যমান ও অজ্ঞাত জিনিসকে বিক্রি করা, হস্তান্তর করতে সক্ষম নয় এমন জিনিস বিক্রি করা, বিক্রেতার মালিকানায় এখনো আসেনি এমন জিনিস বিক্রি করা, অনেক পানির মধ্যে থাকা মাছকে বিক্রি করা, গাভীর বাটে থাকতেই তার দুধ বিক্রি করা এবং গাভীর পেটে বাচ্চা থাকতেই সেই বাচ্চা বিক্রি করা। এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। এই সবগুলো ক্রয় বিক্রয়ই বাতিল। কেননা এতে কোন প্রয়োজন ছাড়াই ধোঁকা রয়েছে। غرر হলো বিপদ বা ঝুকি আর غرور হলো ধোঁকা দেয়া।

জেনে রেখো, মুলামাসা, মুনাবাযা, হাবালুল হাবালাহ, পাথর নিক্ষেপে করে বেচা কেনা এবং পশুর পাল দেয়া বাবদ বিনিময় নেয়া এবং এধরনের বেচা কেনার মধ্যে যেগুলোর ব্যাপারে খাছভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেগুলো সবই এই ধোঁকাপূর্ণ বেচা কেনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদেরকে আবার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে নিষেধ করার কারণ হলো সেগুলো ছিল জাহেলী যুগের প্রসিদ্ধ বেচা কেনা।

১৬. হাবলুল হাবালাহ (কোন গর্ভবতী উটের বাচ্চাকে বিক্রি করা) শর্তে বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৭৪]

হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি হলো, গর্ভবতী থাকাবস্থাতেই কোন উটনীর পেটের বাচ্চাকে বিক্রি করা

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

[১৪৭৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪১।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবলুল হাবালাহ ধরনের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এটি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত এক ধরনের বিক্রি ব্যবস্থা। কেউ এ শর্তে উটনী ক্রয় করতো যে, এই উটনীটি প্রসব করবে। পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য পরিশোধ করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৭৫]

১৭. মুনাবাযা (পণ্যদ্রব্য যেমন কাপড়কে ক্রেতা বিক্রেতা একে অপরের উপর নিক্ষেপ দ্বারা বিক্রয় পাকা করা) ও মুলামাসা (বিক্রয়ের কাপড় না দেখেই হাত দিয়ে ছুয়ে বিক্রয় পাকা করা) ধরনের বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ؛ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ.» وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুই প্রকার কেনা-বেচা করতে ও দুই প্রকার বস্ত্র পরিধান করতে বারণ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তিনি মুলামাসাহ ও মুনাবাযাহ বারণ করেছেন। মুলামাসাহ হলো (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) রাতে হোক কিংবা দিনে হোক একজন অপরজনের কাপড় হাতে স্পর্শ করবে। এরূপ করা ছাড়া উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখা হয় না। আর মুনাবাযাহ হলো, পরস্পরের প্রতি কাপড় ছুড়ে মারবে এবং এরূপ করলেই উত্তমরূপে দেখে শুনে সম্মতি ছাড়াই উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যেতো।[১৪৭৬]

১৮. গণীমত বন্টন করার আগেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, (যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে) যারা গর্ভবতী, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে

[১৪৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২১৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৪।

[১৪৭৬] সহীহ বুখারী, হা/২১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১২।

সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। আর বন্য জন্তুর মধ্যে যেসব দাঁত দিয়ে শিকার করে, সেগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৭৭]

১৯. উপযুক্ত হওয়ার আগেই ফল বিক্রি করা জায়েয নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।[১৪৭৮]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ»، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ؟ فَقَالَ: «حِينَ تَحْمَرُّ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, রং ধারণ করার অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। তারপরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, যদি আল্লাহ তা'আলা ফল বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৭৯]

২০. রূহ রয়েছে এমন প্রাণীর ছবি বিক্রি করা জায়েয নয়।

সাঈদ ইবনু আবুল হাসান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ

আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার হাতের কাজের মাধ্যমে আমার

[১৪৭৭] নাসাঈ, হা/৪৬৪৫।

[১৪৭৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৪।

[১৪৭৯] সহীহ বুখারী, হা/২১৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৫।

জীবিকা নির্বাহ হয়। আর আমি এসব (প্রাণীর) ছবি তৈরী করি। ইবনু আব্বাস (রা) তাকে বললেন, (এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাবো। তাকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। কিন্তু সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবনু আব্বাস (রা) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ ছাড়তে না পারো, তবে এ গাছপালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, তার ছবি তৈরী করতে পারো। আবূ আবদুল্লাহ (রহি) বলেন, সাঈদ ইবনু আবী উরওয়াহ (রা) নযর ইবনু আনাস (রা) হতে হাদীসটি এককভাবে শুনেছেন।[১৪৮০]

২১. মুহাকালা (ওজন করা শুকনো গমের বিনিময়ে জমির কোন শস্য বিক্রয় করা), মুযাবানাহ (গাছে লাগানো ফলকে শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা), মুআওয়ানা (কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ফল বিক্রি করা) এবং মুখাযারা (ব্যবহাররোপযোগী হয়নি এমন কাঁচা ফল বিক্রয় করা) ধরনের বিক্রি করা নিষেধ।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা, মুখাদারা, মুলামাসা, মুনাবাযা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[১৪৮১]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালাহ, মুযাবানাহ, মুআওয়ানা, মুখাবারাহ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রি হওয়া দ্রব্য হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কিয়দংশ বাদ রেখে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কয়েক বছরের জন্য (অগ্রিম ফল) বিক্রি করাই হলো মুআওয়ানা। তবে আরায়ার অধিকারীদের জন্য তিনি এটি (ফলের অগ্রিম বেচা কেনাকে) ছাড় দিয়েছেন।[১৪৮২]

[১৪৮০] সহীহ বুখারী, হা/২২২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২১১০।

[১৪৮১] সহীহ বুখারী, হা/২২০৭।

[১৪৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৮১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬।

২২. যে ব্যক্তি মদ বানাবে তার কাছে ফলের রস বিক্রি করা নিষেধ।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَايِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

মদ, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়, এদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৮৩]

২৩. সম্পূর্ণভাবে দখলে নেয়ার আগেই সেই পণ্য বিক্রি করা নিষেধ।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

তুমি যখন কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করো, তখন তা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে নেয়ার আগে তা বিক্রি করো না।[১৪৮৪]

২৪. দুইবার ওজন না দিয়ে খাদ্য বিক্রি করা নিষেধ (অর্থাৎ ক্রেতা যখন কিনবে তখন সে মেপে নিবে। তারপর সে যখন আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি করবে তখনও সে মেপে দিবে)।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যশস্য দু'বার ওজন না দেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৮৫]

২৫. ক্রয় বিক্রয়ে সুনইয়া (কোন বস্তুর সকল কিছুর মধ্যে কিছু অংশ পৃথককরণ) করা নিষেধ। তবে তা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে কোন সমস্যা নেই (যেমন বাগানের গাছ বিক্রি করে কোন একটি গাছকে নির্দিষ্ট করে বিক্রির আওতায় না আনা জায়েয। তবে যদি বাগানের সেই গাছকে নির্দিষ্ট না করে, অনির্দিষ্টভাবে একটি গাছকে পৃথক করে তাহলে তা জায়েয

[১৪৮৩] আবূ দাউদ, হা/৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৮০।

[১৪৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৫২৯।

[১৪৮৫] ইবনে মাজাহ, হা/২২২৮, দারাকুত্বনী, হা/২৪।

নয়)। ইমাম মুসলিম (রহি) সহ আরো অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি, বলেন,

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিক্রি হওয়া দ্রব্য হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কিয়দংশ বাদ রেখে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহি) আরো বর্ণনা করেছেন যে,

إِلَّا أَنْ تُعلَمَ

তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জায়েয।[১৪৮৬]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি, বলেন,

أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ. فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ

তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে সফর করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি সেই উটকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি বলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) প্রহার করে সেটির জন্য দুআ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন জোরে চলেনি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার নিকট বিক্রি করো। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করো। তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার পরিজনের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ার হবার শর্ত করে দিলাম। অতঃপর পরিজনের নিকট পৌছার পরে উট নিয়ে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। অতঃপর আমি ফিরে আসছিলাম। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, আমার তোমার উট নেয়ার ইচ্ছা ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এবং সাথে সাথে তোমার মালও নিয়ে যাও। এই সবগুলোই তোমার।[১৪৮৭] ماكستك এর মুমাকাসা হলো দাম কমানোর জন্য দর কষাকষি করা।

[১৪৮৬] নাসাঈ, হা/৩৮৮০, তিরমিযী, হা/১২৯০।

[১৪৮৭] সহীহ বুখারী, হা/২৭১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫।

২৬. আর গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রি করা জায়েয নয়।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রি করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও সে ব্যক্তি তার ভাই হয় অথবা তার পিতা হয়।[১৪৮৮]

২৭. ক্রয় বিক্রয়ের সময় মাহরামদের মাঝে পার্থক্য তৈরি করা জায়েয নয় (যেমন মাকে এক জায়গায় এবং তার ছেলে আরেক জায়গাতে বিক্রি করা)।

আবূ আইয়ূব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ

যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানদের পরস্পর হতে পৃথক করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তি ও তার প্রিয়জনকে পরস্পর হতে পৃথক করে দিবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৮৯]

তবে অধিক সঠিক মত হলো, (আলাদা জায়গাতে বিক্রি করার মাধ্যমে) মা ও সন্তানের মাঝে পার্থক্য করা জায়েয।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রা) এর যুগে উম্মাহাতুল আওলাদকে (যে দাসী তার মালিকের সন্তান জন্ম দিয়েছে) বিক্রি করেছি। পরবর্তীতে উমার (রা)-এর যুগে তিনি আমাদের বারণ করায় আমরা বিরত হই।[১৪৯০]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আরো থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

[১৪৮৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৬১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫২৩।

[১৪৮৯] তিরমিযী, হা/১২৮৩।

[১৪৯০] আবূ দাউদ, হা/৩৯৫৪।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত থাকাবস্থায় আমরা আমাদের যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম। আমরা এটাতে কোন সমস্যা মনে করতাম না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৯১]

২৮. ক্রয় বিক্রয়ে দালালী করা জায়েয নয়। ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ النَّجْشِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক দালালী হতে নিষেধ করেছেন।[১৪৯২]

দালালী হলো, পণ্যের প্রতি আগ্রহী না হয়ে, বরং অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য যাতে অন্যরা (বেশি দামে) সেই পণ্য কিনে, এই উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া।

২৯. এক মুসলিমের ক্রয় বিক্রয়ের ওপর আরেকজনের ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবি না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়। (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর হক নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য)।[১৪৯৩]

৩০. পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করা নিষেধ।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

[১৪৯১] ইবনে মাজাহ, হা/২৫১৭

[১৪৯২] সহীহ বুখারী, হা/২১৪২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৬।

[১৪৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২১৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৫।

তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।[১৪৯৪]

যখন (বিক্রেতা) প্রতারণা বুঝতে পারবে, তখন (সেই ক্রয় বিক্রয় বহাল রাখা না রাখা নিয়ে) তার ইখতিয়ার থাকবে।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (ব্যবসায়ীদের) কোন ব্যক্তি যদি এগিয়ে গিয়ে তার পণ্যদ্রব্য কিনে, তবে বাজারে পৌছার পর বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করার ইখতিয়ার পাবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৪৯৫]

৩১. খাদ্য গুদামজাত করে রাখতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

মা'মার ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يَحْتَكِرُ إلا خاطِئٌ

পাপাচারী লোক ব্যতীত কেউ গুদামজাত করে না।[১৪৯৬]

ইমাম নববী (রহি) বলেন, আমাদের সাথীগণ অর্থাৎ শাফেয়ীগণ বলেছেন, যেই গুদামজাত করা হারাম তা হলো, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা। আর সেটি হলো, (বাজারে) খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেশি থাকার সময়ে (খাদ্যদ্রব্যের সংকট থাকার সময়ে) খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলো, কিন্তু সে তখন তা বিক্রি করবে না, বরং মূল্য আরো বাড়ানোর জন্য তা গুদামজাত করে রাখবে (এটি হলো হারাম)। পক্ষান্তরে যদি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকার সময়ে (অর্থাৎ বাজারে অনেক খাদ্যদ্রব্য থাকার সময়ে) তা কিনে গুদামজাত করে অথবা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

[১৪৯৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫২১।

[১৪৯৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৯, আবূ দাউদ, হা/৩৪৩৭, তিরমিযী, হা/১২২১, ইবনে মাজাহ, হা/২১৭৮।

[১৪৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫।

বেশি থাকার সময়েই নিজের খাওয়ার প্রয়োজনে তা কিনে অথবা সেই সময়েই বিক্রি করার জন্য কিনে তাহলে সেটি গুদামজাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেটি হারামও নয়। আর খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছুতে কোন অবস্থাতেই গুদামজাত করা হারাম নয়। এটিই হলো আমাদের মাযহাবের বিস্তারিত বর্ণনা।[১৪৯৭]

৩২. বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দু' রকম শর্ত নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দুই রকম শর্ত নির্ধারণ করা, যিম্মাদারী ছাড়া কোনো বস্তু থেকে মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়। এই হাদীছাটি হাসান।[১৪৯৮]

৩৩. একই বিক্রয়ে দুইটি বিক্রয় সম্পন্ন করা সহীহ নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا

যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দুইটি বিক্রয় সম্পন্ন করে তাকে দুই মূল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তা সুদ বলে গণ্য হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৪৯৯]

৩৪. বিক্রেতার কাছে নেই এমন কোন জিনিস বিক্রি করা সহীহ নয়।

হাকিম ইবনু হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

[১৪৯৭] শারহ সহীহ মুসলিম, ইমাম নববী, ১১/৪৩।

[১৪৯৮] আবূ দাউদ, হা/৩৫০৪, তিরমিযী, হা/১২৩৪, নাসাঈ, হা/৪৬১১।

[১৪৯৯] আবূ দাউদ, হা/৩৪৬১, তিরমিযী, হা/১২৩১, নাসাঈ, হা/৪৬৩২।

হে আল্লাহর রসূল! কোনো ব্যক্তি আমার নিকট এসে এমন জিনিস কিনতে চায় যা আমার কাছে নেই। আমি কি বাজার থেকে তার জন্য ঐ জিনিস কিনে আনবো? তিনি বলেন, তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি করো না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫০০]

৩৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলের মূল্য ছেড়ে দেয়া ফরয।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

তুমি যদি তোমার কোন এক ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি করো, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার থেকে কিছু আদায় করা তোমার জন্যে হালাল নয়। তোমার ভাইয়ের অর্থ অন্যায়ভাবে তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে?[১৫০১]

جائحة হলো সেই আপদ যেটি ফসল ও সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।

৩৬. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া নিষেধ।

আনাস ইবনু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহই মূল্য নির্ধারণকারী, তিনিই তা কমান ও বৃদ্ধি করেন এবং একমাত্র তিনিই রিযিকদাতা। আমি এই আশা করি যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবো যেন আমার উপর কারো জীবন বা সম্পদের উপর জুলুম করার কোনোরূপ অভিযোগ না থাকে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫০২]

[১৫০০] আবূ দাউদ, হা/৩৫০৩, তিরমিযী, হা/১২৩২, নাসাঈ, হা/৪৬১৩।

[১৫০১] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৪।

[১৫০২] আবূ দাউদ, হা/৩৪৫১, তিরমিযী, হা/১৩১৪।

الباب الثاني الربا

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুদ

১. সুদের লেনদেন করা হারাম এবং তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

সুদ হারাম হওয়ার মূল বা আসল কুরআনের অনেক আয়াতে রয়েছে। তার মধ্যে,

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾

আল্লাহ তা'আলা বেচা কেনাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন (সূরা আল বাকারা: ২৭৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারার দু'টি আয়াতে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। অতঃপর যদি তোমরা তা না করো তবে আল্লাহ ও তার রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না (সূরা আল বাকারা: ২৭৮-২৭৯)।

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে হাদীস: জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, এর লেখকের ও তার দুই সাক্ষী, এদের সকলের ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, এরা সবাই সমান।[১৫০৩]

তারা সকলেই সমান এর অর্থ হলো, তারা পাপ ও গুনাহে সকলেই সমান।

[১৫০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮।

২. হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদে) এবং সমান সমান ছাড়া সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবনের বদলে লবন বিক্রি করা হারাম।

মালিক ইবনু আওস (রা) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

তিনি একশ দ্বীনারের বিনিময়ে সারফ (সোনা ও রূপার পারস্পারিক ক্রয় বিক্রয়) এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সারফ করতে রাজী হলেন এবং আমার হতে সোনা নিয়ে তার হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্চী গাবা নামক স্থান হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে উমার (রা) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় (সুদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় সুদ হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় সুদ হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় সুদ হবে।[১৫০৪]

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ এতে দুই ধরনের উচ্চারণ আছে। একটি হলো মাদ্দ দিয়ে আর অন্যটি মাদ্দ ছাড়াই। মাদ্দ দিয়ে পড়াই হলো অধিক শুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ। هَاءَ এর আসল হলো هاك। এর কাফ পরিবর্তন করে তা মাদ্দে পরিণত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, এটি গ্রহণ করো। আর তখন তার সাথীও (ক্রেতাও) এমনটি বলবে। মাদ্দসহ (শেষের বর্ণ) যবর দিয়ে পড়া হয়। আবার যের দিয়েও পড়া হয়।

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى

[১৫০৪] সহীহ বুখারী, হা/২১৭৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৬।

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি। তবে পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ হলে তাতে সমস্যা নেই। আর যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কারবার করলো।[১৫০৫]

উল্লিখিত এই কয়েক শ্রেণি (স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর, লবন) ছাড়া অন্য কিছু এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে এমন কোন দলীল নেই যা দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হতে পারে।

৩. জিনস বা শ্রেণির পার্থক্য হলে (যেমন সোনার বদলে রূপা, গমের বদলে যব ইত্যাদি) কম বেশি করা জায়েয, যদি সেটি হাতে হাতে বা নগদে হয়।

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান পরিমাণ ও হাতে হাতে (নগদ) বিনিময় হতে হবে। অবশ্য এ দ্রব্যগুলো যদি একটি অপরটির ব্যতিক্রম হয় (যেমন স্বর্ণের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে যব ইত্যাদি), তাহলে তোমরা যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো, যদি তা হাতে হাতে (নগদে) হয়।[১৫০৬]

৪. সমান হওয়া সম্পর্কে জানা না থাকলে একই শ্রেণিকে তার শ্রেণির বিনিময়ে (যেমন সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা ইত্যাদি) বিক্রি করা জায়েয নয়।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরের স্তুপ নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১৫০৭]

[১৫০৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৭।

[১৫০৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৭।

[১৫০৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩০।

এর অর্থ হলো স্তুপ। এই হাদীসটির অর্থ হলো, অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরের স্তুপ নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

৫. খাদ্যদ্রব্যের একই শ্রেণিকে তার সমশ্রেণির বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ»، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের ক্রয় বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ হলো মেপে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর এবং মেপে কিসমিসের বিনিময়ে আঙ্গুর বিক্রি করা।[১৫০৮]

৬. তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়ার অধিকারীর (আরায়া হলো, বাড়ীওয়ালা শুকনো খেজুর দিয়ে গাছের তাজা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে নিবে এবং ঐ টাটকা খেজুর খাবে) জন্য এটির ছাড় দিয়েছেন।

যয়িদ ইবনু সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাইয়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমানকৃত খেজুর বিক্রি করা যাবে।[১৫০৯]

عَرَايَا হলো عَرِيَّة এর বহুবচন। এটি فعيلة এর ওজনে, কিন্তু অর্থ হলো مفعولة এর মতো। من عراه يعروه হলো যখন কিছু করার ইচ্ছা করে।

আবার এটি فعيلة এর ওজনে হয়ে এর অর্থ فاعلة এর মতোও হতে পারে। من عري يعرى হলো যখন কেউ কার কাপড় খুলে ফেলে। (আরায়া বলার কারণ) যেন সেটি হারাম হওয়ার হুকুম থেকে বের হয়ে গেছে। فعريت অর্থাৎ বেরিয়ে গেছে।

আরায়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন মুযাবানা থেকে নিষেধ করা হলো, সেটি হলো, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করা, তখন মুযাবানা থেকে

[১৫০৮] সহীহ বুখারী, হা/২১৮৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪২।

[১৫০৯] সহীহ বুখারী, হা/২১৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৯।

আরায়াকে ছাড় দেয়া হলো। আরায়া হলো, তাজা খেজুরের প্রয়োজন আছে এমন কোন ব্যক্তির যদি খেজুর গাছ না থাকে এবং নগদ টাকাও না থাকে যাতে করে সে তার পরিবার পরিজনের জন্য তাজা খেজুর কিনতে পারে, আর তাদের জন্য এমন কোন খেজুর গাছও নাই যেখান থেকে তাদেরকে খাওয়াতে পারে, তাহলে এমন ব্যক্তি কোন খেজুর গাছের মালিকের কাছে এসে বলবে, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আপনি আমার কাছে একটি অথবা দু'টি খেজুর গাছের ফল অনুমান করে বিক্রি করুন। তারপর সে ব্যক্তি এই গাছগুলোর তাজা খেজুর নেয়ার জন্য শুকনো খেজুর প্রদান করবে। পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে আরায়া করাতে ছাড় দেয়া হয়েছে।

এক ওয়াসাক= ৬০ সা

এক সা= ৪ মুদ

এক মুদ= ৫৪৪ গ্রাম গম।

সুতরাং এক সা= ৪*৫৪৪= ২১৭৬ গ্রাম।

তাহলে এক ওয়াসাক= ৬০* ২১৭৬= ১৩০৫৬৫০ গ্রাম= ১৩০. ৫৬ কেজি।

সুতরাং, পাঁচ ওয়াসাক= ৫*১৩০.৫৬= ৬৫২.৮ কেজি।

৭. কোন পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা জায়েয নয়।

সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ

গোশতের বিনিময়ে ছাগল বিক্রি করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।[১৫১০]

৮. একই শ্রেণির দুই বা তার বেশি পশুর বিনিময়ে কোন পশুকে বিক্রি করা জায়েয।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি অভিযানের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সৈন্য প্রস্তুতে উটের অভাব দেখা দিলো। তিনি তাকে যাকাতের উট প্রাপ্তি

[১৫১০] মুসতাদরাক হাকেম, হা/২২৫১, ইরওয়াহ, হা/১৩৫১।

সাপেক্ষে যুবক উট ধার নিতে বললেন। তদনুযায়ী তিনি যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দুই দুইটি উটের বিনিময়ে এক একটি উট গ্রহণ করলেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৫১১]

৯. ঈনা (বাকিতে কোন দ্রব্য বেশি মূল্যে বিক্রি করে ক্রেতার নিকট থেকে পুনরায় সেই দ্রব্য কম মূল্যে ক্রয় করা) ধরনের ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয নয়।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না। বেশ কয়েকটি সূত্রের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ।[১৫১২]

الباب الثالث الخيارات

তৃতীয় অধ্যায়: ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা

১. যে ব্যক্তি (কোন দ্রব্যের) দোষ ত্রুটি রেখে তা বিক্রি করলে তার জন্য ফরয হলো সেই দোষ ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। আর নইলে ক্রেতার ক্রয় ঠিক রাখার অথবা না রাখার স্বাধীনতা থাকবে।

উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। এই হাদীসটি হাসান।[১৫১৩]

[১৫১১] আবূ দাউদ, হা/৩৩৫৭।

[১৫১২] আবূ দাউদ, হা/৩৪৬২।

[১৫১৩] ইবনে মাজাহ, হা/২২৪২।

আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এই মর্মে লিখেছিলেন যে,

هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، ولا خبنة ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ

'আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছেন এটা তার দলীল। সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা দাসী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাধি নাই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দুই মুসলিমের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়'। এই হাদীসটি হাসান।[১৫১৪]

دَاء হলো রোগ ব্যাধি।

خبنة হলো এক ধরনের খারাপ জিনিস। এখানে এটি দিয়ে হারাম উদ্দেশ্য।

غَائِلَةَ হলো সেই গুণ যা সম্পদকে নষ্ট করে অর্থাৎ ধ্বংস করে। যেমন (দাসের তার মনিবের থেকে) পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ

এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন বলে নিবে যে, কোন প্রকার ধোঁকা নেই।[১৫১৫]

لَا خِلَابَةَ হলো, কোন ধোঁকা নেই। অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দেয়া তোমার জন্য বৈধ নয় অথবা তোমার প্রতারণা আমার (ক্রয় বিক্রয়কে) আবশ্যক করবে না (অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের পরে ধোঁকা বুঝতে পারলে আবার ফেরত নেয়া হবে)।

২. (দাস-দাসী বা পশু বা অন্য কিছুর হতে) লভ্যাংশের অধিকার জিম্মাদারী পাবে। (কেননা, ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তারই)।

[১৫১৪] ইবনে মাজাহ, হা/২২৫১, তিরমিযী, হা/১২১৬।

[১৫১৫] সহীহ বুখারী, হা/২১১৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৩।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

(ক্ষতির দায় বহনের) জিম্মাদার হওয়ার শর্তেই উপকারিতা ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয়। এই হাদীসটি হাসান।[১৫১৬]

خَرَاجُ হলো আয় ও উপকারিতা। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের (ক্ষতির দায় বহনের) জিম্মাদার হলে সেই পণ্য থেকে অর্জিত উপকারিতা ভোগের মালিকানা অর্জন করে।

৩. প্রতারণার কারণে ক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, (উট, গরু, ছাগলের) দুধ আটকিয়ে রেখে সেই পশু বিক্রি করা। এক্ষেত্রে ক্রেতা সেই পশু ফিরিয়ে দিবে এবং এর সাথে এক ছা' খেজুর ফিরিয়ে দিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এরূপ বকরী ক্রয় করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভালো মনে করবে, তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপছন্দ করে তবে ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।[১৫১৭]

وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ শব্দটি تصرية থেকে এসেছে। এটি জমা বা বহুবচনের ছীগাহ। বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো, পশু বিক্রি করার ইচ্ছা করলে, তার বাটে তার দুধ জমা করে রেখো না। জমা করে রাখলে তার বাট বড় দেখাবে। তখন ক্রেতা মনে করবে যে, মনে হয় সর্বদাই এমন বেশি পরিমাণই দুধ দেয় (ফলে ক্রেতা প্রতারিত হবে)।

৪. হারাম পদ্ধতিতে যখন বেচা কেনা সম্পন্ন হবে, তখন ক্রেতা বিক্রেতার উভয়েরই ইখতিয়ার থাকবে।

[১৫১৬] আবূ দাউদ, হা/৩৫০৮, তিরমিযী, হা/১২৮৫, নাসাঈ, হা/৪৪৯০, ইবনে মাজাহ, হা/২২৪২।

[১৫১৭] সহীহ বুখারী, হা/২১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৫।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

তোমরা এগিয়ে গিয়ে (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং তার থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে নেয় তবে বিক্রেতা বাজারে পৌছার পর বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার ব্যাপারে ইখতিয়ার পাবে।[১৫১৮]

جَلَبَ হলো, যিনি কোন কিছু বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে, সেটি যেকোন জিনিস হতে পারে।

سَيِّدُهُ হলো বিক্রি করতে নিয়ে আসা জিনিসের মালিক। অর্থাৎ যখন পণ্যের মালিক বাজারে আসবে এবং বাজারদর জানতে পারবে, তখন সেই বিক্রি ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার ইখতিয়ার থাকবে।

৫. ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার (খেয়ারুল মাজলিস) থাকবে।

হাকীম ইবনু হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

ক্রেতা বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের কেনা বেচায় বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (ত্রুটি) গোপন করে, তবে তাদের কেনা বেচার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।[১৫১৯]

بَيَّنَا তারা উভয়ে যদি বর্ণনা করা: পণ্যের দোষত্রুটি এবং মূল্যসহ যা কিছু বর্ণনা করা দরকার সেগুলো প্রত্যেকেই তার অপর সাথীর কাছে বর্ণনা করবে।

بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا مُحِقَتْ কেনা বেচার বরকত চলে যাবে। সেই বরকত হলো অতিরিক্ত হওয়া এবং বৃদ্ধি পাওয়া।

[১৫১৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৫১৯।

[১৫১৯] সহীহ বুখারী, হা/২১১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সাব্যস্ত হবে।[১৫২০]

৬. আর যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হবে, তখন বিক্রেতা যা বলবে সেটিই গ্রহণ করা হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ

ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতভেদ হলে যদি এ ব্যাপারে কারো কাছে কোনো প্রমাণ না থাকে তাহলে পণ্যের মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিংবা উভয়েই চুক্তি বাতিল করবে। এই হাদীসের সকল সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ।[১৫২১]

الباب الرابع السَّلَم

চতুর্থ অধ্যায়: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়

১. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী তাদের ফলে দুই ও তিন বছরের মেয়াদে অগ্রিম কেনা বেচা করতো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১৫২০] সহীহ বুখারী, হা/২১১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩১।

[১৫২১] আবূ দাউদ, হা/৩৫১১, ইবনে মাজাহ, হা/২১৮৬, নাসাঈ, হা/৪৬৪৮।

ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি অগ্রিম কেনা বেচা করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে।[১৫২২]

২. অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় সহীহ হওয়ার শর্ত।

প্রথম শর্ত: অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ, তার শ্রেণি, প্রকার এবং তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে। এর দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রা) এর হাদীস।

দ্বিতীয় শর্ত: পণ্য আয়ত্বে নেয়ার সম্পর্কে জানা থাকা, যদিও সেই পণ্য কেনা বেচার চুক্তির বৈঠকে না থাকে।

আবদুর রহমান বিন আবযা ও আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন,

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أم لم يكن. قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (জিহাদে) আমরা গণীমত লাভ করতাম, আমাদের কাছে সিরিয়া হতে কৃষকগণ আসলে আমরা তাদের সঙ্গে গম, যব ও যায়তুনে এবং তেলে নির্দিষ্ট মেয়াদে অগ্রিম কেনা বেচা করতাম। তখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাদের নিকট সে সময় ফসল মাওজুদ থাকতো, কি থাকতো না? তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি।[১৫২৩] অন্য বর্ণনাতে আছে,

كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وما نراه عندهم

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)-এর যুগে গম, যব, খেজুর এবং কিসমিসে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করতাম। এমন লোকদের নিকট থেকে অগ্রিম ক্রয় করা হতো যাদের কাছে এগুলো বর্তমান থাকতো না।[১৫২৪]

أَنْبَاطٌ হলো যারা আরবী থাকার পরে অনারবী ও রোমানদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। ফলে তাদের বংশগত সম্পর্ক মিশ্র হয়ে গেছে এবং তাদের ভাষা নষ্ট হয়ে গেছে। পানি বের করা

[১৫২২] সহীহ বুখারী, হা/২২৪০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৪।

[১৫২৩] সহীহ বুখারী, হা/২২৫৪, ২২৫৫, নাসাঈ, হা/৪৬১৪।

[১৫২৪] আবূ দাউদ, হা/৩৪৬৪, ইবনে মাজাহ, হা/২২৮২।

সম্পর্কে তাদের অনেক জানা থাকার কারণে তাদেরকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১৫২৫]

তৃতীয় শর্ত: চুক্তির বৈঠকেই পণ্যের মূল্য গ্রহণ করতে হবে। এটি অবশ্যই হতে হবে। এটি ছাড়া অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় পরিপূর্ণ হবে না। নইলে সেটি অনুপস্থিত জিনিসের বদলে অনুপস্থিত জিনিস বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

চতুর্থ শর্ত: এটি নির্দিষ্ট মেয়াদে হতে হবে। এর দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রা) এর হাদীস।

الباب الخامس القرض

পঞ্চম অধ্যায়: করয বা ঋণ।

১. ঋণগ্রহীতা যা ঋণ নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া তার ওপর ফরয।

কেননা মূল ঋণের চেয়ে বেশি পরিমাণ পরিশোধের যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে সেটিই তো সুদ। বরং শুধু ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে শুধু হাদীয়া দেয়াই হলো সুদ।

আবূ বুরদাহ (রহি) বলেন,

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا

আমি মদীনায় আসলাম। তারপর আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) এর সাথে আমার দেখা হলো। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেবো এবং একটি ঘরে থাকতে দেবো। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার খুব ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, যব অথবা গবাদীপশুর

[১৫২৫] ফাতহুল বারী, ৪/৪৩১।

শুকনো খাদ্যের মতো সামান্য কিছুও হাদীয়া পেশ করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করো না, কেননা তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।[১৫২৬]

قَتٍّ শব্দটির ক্বফ বর্ণে যবর আর 'তা' বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো পশুর শুকনো খাদ্য।

২. কোন শর্ত না করেই ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতার ওপর ইহসান করা জায়েয।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর (রহি) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল চাশতের ওয়াক্ত। তিনি বললেন, দুই রাকআত সালাত আদায় করো। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশি দিলেন।[১৫২৭]

৩. অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি তোমরা সাদাকা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (সূরা আল বাকারা: ২৮০)। হুযাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ، قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী বলতে? সে বলল, আমি লোকজনের সাথে বেচা-কেনা করতাম। ধনীদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদের থেকে তাদের কাছে আমার পাওনা হালকা করে দিতাম। কাজেই তাকেও মাফ করে দেয়া হলো।

[১৫২৬] সহীহ বুখারী, হা/৩৮১৪।

[১৫২৭] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯৪, সহীহ মুসলিম, হা/৭১৫।

আবূ মাসউদ (রা) বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ হাদীস শুনেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫২৮]

৪ ধনী ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি করা জুলুম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫২৯]

৫. যে ব্যক্তি পরিশোধ করার উদ্দেশ্য অথবা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদ নেয় (তার বিধান)। আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩০]

৬. (ঋণ) উত্তমভাবে পরিশোধ করা। আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে পাওনার জন্য আসলে তিনি সাহাবীগণকে বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তাঁরা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তা পেলেন না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বয়সের উট পেলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১৫২৮] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯১।

[১৫২৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৪।

[১৫৩০] সহীহ বুখারী, হা/২৩৮৭।

বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে ঋণ পরিশোধ করার সময় উত্তমভাবে পরিশোধ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩১]

৭. ঋণ দেয়ার ফযীলত।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

যে লোক কোন মুমিন ব্যক্তির দুনিয়া থেকে কোন মুসীবত দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার থেকে মুসীবত সরিয়ে দিবেন। যে লোক কোন দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩২]

الباب السادس الشفعة

ষষ্ঠ অধ্যায়: শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার

১. শুফআর (কোন কিছুর যৌথ মালিকানায় তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরীক ব্যক্তিই সেটি ক্রয় করার বেশি হকদার। এটিই হলো শুফআ) কারণ হলো কোন কিছুতে অংশীদারিত্ব থাকা, যদিও সেটি অস্থাবর সম্পত্তি হয়।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ

[১৫৩১] সহীহ বুখারী, হা/২৩০৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০১।

[১৫৩২] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।

যে সম্পত্তির ভাগ করা হয়নি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে শুফআ এর অধিকার প্রদান করেছেন। আর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।[১৫৩৩]

কোন কিছুর শুফআ করা মানে হলো, অন্য কিছুর সাথে সেটিকে যুক্ত করা। শুফআকে এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো, যেহেতু এখানে একজনের অংশকে আরেকজনের অংশের সাথে যুক্ত করা হয়। সেটি হলো, কোন ঘর বা জমিনের কোন এক অংশীদার যদি অন্য অংশীদার ছাড়া ভিন্ন কোন মানুষের কাছে তার অংশ বিক্রি করে, তাহলে সে যেই পরিমাণ অংশ বিক্রি করলো, ততটুকু অন্য অংশীদাররা নিতে পারবে।

وَقَعَتِ الْحُدُودُ হলো যখন অংশ ভাগ হয়ে যাবে এবং সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

صُرِّفَتِ الطُّرُقُ অংশগুলোর মাঝে রাস্তা পৃথক করা হবে এবং তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

২. (উভয়ের শরীকানাধীন সম্পদ) বন্টন হলে শুফআ বাতিল হয়ে যায়।

এর দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত জাবির (রা) এর হাদীস।

৩. (উভয়ের শরীকানাধীন সম্পদের) অংশীদারের জন্য অপর অংশীদারের অনুমতি না নিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ নয়।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব শরিকী বিষয়ে শুফআর পক্ষে হুকুম দিয়েছেন, তা হলো যা এখনো ভাগ করা হয়নি- জমি হোক বা বাগান। আপন শরীককে না জানিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ নয়। সে (অন্য শরীক) ইচ্ছে করলে রাখবে আর ইচ্ছে করলে ছেড়ে দিবে। যদি সে বিক্রি করে এবং শরীককে অবগত না করে তাহলে সে শরীকই তা পাওয়ার অধিকতর হকদার।[১৫৩৪]

[১৫৩৩] সহীহ বুখারী, হা/২২১৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৮।

[১৫৩৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৮।

الرَّبَعة والرَّبْع এই শব্দগুলোর ‘র’ বর্ণে যবর আর ‘বা’ বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। الرَّبْع হলো ঘর, বাসস্থান এবং সাধারন জমি। এর মূল অর্থ হলো, সেই বাসস্থান, যেখানে তারা অবস্থান করে।

الرَّبْع এর স্ত্রীবাচক শব্দ হলো الرَّبَّعة । আবার বলা হয়ে থাকে যে, الرَّبَّعة একবচন। আর এর বহুবচন যেটি হলো ইসমে জিনস, তা হলো رَبْع।

الحَائِطِ মানে হলো বাগান।

৪. আর দেরী করার দ্বারা শুফআ বাতিল হয় না।

কেননা শুফআ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো সাধারণ। সেখানে তাড়াতাড়ি করতে হবে এমন কোন শর্ত নেই, যা আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত। যারা জানে তাদের কাছে বিষয়টি গোপন নয়।

الباب السابع الإِجارة

সপ্তম অধ্যায়: ইজারা বা ভাড়া দেয়া

১. ইজারা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

অতঃপর যদি তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে (সূরা আত তালাক: ৬)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ﴾

নারীদ্বয়ের একজন বলল, হে আমার পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ সে ব্যক্তি আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে, কারণ সে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (সূরা আল কাসাস ২৮:২৬)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧ ﴾

অতঃপর উভয়ে (মূসা ও খিযির আলাইহিমাস সালাম) চলতে লাগলো। চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর সেখানে তারা এক প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সে সেটাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বললেন, আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন (সূরা আল কাহাফ: ৭৭)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا، الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

(হিজরতের সময়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর (রা) বনূদ দীল ও বনু আব্দ ইবনু আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত সচেতন ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক শ্রমিক নিয়োগ করেন। এ লোকটি আস ইবনু ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর সে কুরাইশী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর (রা)) তার উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন। সে তিন রাত পর সকালে তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলো। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সঙ্গে আমির ইবনু ফুহাইয়া ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে ব্যক্তিটিও ছিল। সে তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩৫]

২. শারঈ কোন বাধা নেই এমন প্রতিটি কাজে ইজারা জায়েয।

কেননা এই বিষয়ের বর্ণিত দলীলগুলো সাধারণ। সেই দলীলগুলো হলো,

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ، فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

[১৫৩৫] সহীহ বুখারী, হা/২২৬৩।

আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নাবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।[১৫৩৬]

সুওয়াইদ ইবনু কায়িস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِنْ، وَأَرْجِحْ

আমি এবং মাখরাফাহ আল-আবদী 'হাজার' নামক স্থান থেকে ব্যবসায়ের জন্য কাপড় কিনে আনি। অতঃপর আমরা তা মক্কায় নিয়ে আসি। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পাজামার দর করলেন। তারপর আমরা সেটি তাঁর কাছে বিক্রি করলাম। এ সময় এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (জিনিসপত্র) ওজন করে দিচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ওজন করো এবং একটু বেশি দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩৭]

بَز হলো কাপড়। আর هَجَرَ হলো বাহরাইনের অতিপরিচিত একটি শহর।

৩. যদি কর্মচারীর মজুরী নির্দিষ্ট করা না হয়, তাহলে এমন কাজ যারা করে তাদের মতের মাধ্যমে মজুর বা কর্মচারী তার কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের হকদার হবে।

এর পক্ষে দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত সুওয়াইদ ইবনু কায়িস (রা) এর সহীহ হাদীসটি।

৪. মুয়াযযিনের মজুরী নেয়া নিষেধ।

উসমান ইবনু আবূল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন, যাও, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো। তবে দুর্বল মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩৮]

[১৫৩৬] সহীহ বুখারী, হা/২২৬২।

[১৫৩৭] আবূ দাউদ, হা/৩৩৩৬, তিরমিযী, হা/১৩০৫, নাসাঈ, হা/৪৫৯২, ইবনে মাজাহ, হা/২২২০।

[১৫৩৮] আবূ দাউদ, হা/৫৩১, তিরমিযী, হা/২০৯, নাসাঈ, হা/৬৭২, ইবনে মাজাহ, হা/৭১৪। আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ। তিরমিযী হা/২০৯। সুতরাং মুয়াযযিনকে মাসজিদের খাদেম

৫. (গম, যব) পেষার বিনিময়ে সেখান থেকে গ্রহণ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর পাল দেয়ার বাবদ বিনিময় নিতে এবং (গম, যব ইত্যাদি) পেষার বিনিময়ে সেখান থেকে একটি অংশ নিতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৩৯]

قَفِيزِ الطَّحَّانِ হলো (গম, যব ইত্যাদি) পিষে সেখান থেকে একটি অংশ নেয়া।

৬. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য মজুর নিয়োগ করা যাবে (যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক দেয়ার জন্য বিনিময় দেয়া)।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের একটি দল একটি কূয়ার পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। কূপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দংশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল, আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীগণের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু ছাগল দানের বিনিময়ে তিনি সূরা আল ফাতিহা পড়লেন। ফলে লোকটির রোগ সেরে গেল। এরপর তিনি ছাগলগুলো নিয়ে তাঁর সাথীদের নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন, আপনি আল্লাহর কিতাবের জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি আল্লাহর কিতাবের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

হিসাবে পারিশ্রমিক দিবেন, আযানের বিনিময় হিসাবে নয়। ফাদ্বলু রব্বিল বারিয়্যা ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা, আলী ইবনে মুখতার আর রমলী।

[১৫৩৯] মুশকিলুল আসার, ১/৩০৭, দারাকুত্বনী, হা/১৯৫, বাইহাকী, ৫/৩৩৯।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাকো, তন্মধ্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে আল্লাহর কিতাবের। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৪০]

৭. কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মজুরী নেয়া জায়েয নয়।

উবাই বিন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» ، فَرَدَدْتُهَا

আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে,) তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক গ্রহণ করেছো। অতএব আমি তা ফেরত দিলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৪১]

৮. নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোন কিছুকে ভাড়া দেয়া জায়েয।

রাফি ইবনু খাদিজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا

মদীনাবাসীদের মধ্যে ফসলের জমি আমাদের বেশি ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমি ইজারা দিত এবং বলত, জমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার। কখনো এক অংশে ফসল হতো আর অন্য অংশে হতো না। ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ইজারা দিতে আমাদেরকে নিষেধ করেননি।[১৫৪২]

[১৫৪০] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৭।

[১৫৪১] ইবনে মাজাহ, হা/২১৫৮, বাইহাকী, ৬/১২৫-১২৬। অধিকাংশ আলেম কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা হালাল বলেছেন। সহীহ বুখারী হা/৫৭৩৭।

[১৫৪২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৪৭।

৯. নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া জায়েয।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জমি বর্গায় নিতাম এবং প্রাপ্য হিসেবে শস্য মাড়াই করার পর শিষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা এবং এ ধরনের সামান্য কিছু ভাগ পেতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার জমি আছে সে সেটা আবাদ করুক অথবা তার অপর ভাইকে দিয়ে আবাদ করাক অন্যথায় সে নিজেই ধরে রাখুক।[১৫৪৩]

الْقِصْرِيّ হলো শষ্য মাড়াই করার পরে শিষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই অংশ। আবার এই শব্দকে ক্বফ বর্ণে পেশ দিয়ে القُصارة এভাবেও পড়া হয়। আর এটিই الْقِصْرِيّ থেকে বেশি প্রসিদ্ধ। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে জমির মালিকেরা ইজারায় জমি চাষ করতে দিত ঐ শস্যের বিনিময়ে, যা নালার আশে পাশে জন্মাত। এরপর তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে কোন কোন জমির ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হয়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এভাবে জমি ইজারাতে দিতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দাও। বিভিন্ন সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি হাসান।[১৫৪৪]

১০. ভাড়া দেয়া জিনিস যে ব্যক্তি নষ্ট করবে অথবা ধ্বংস করবে, সেই তার জামিনদার হবে।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ চিকিৎসা

[১৫৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬।

[১৫৪৪] আবূ দাউদ, হা/৩৩৯১, নাসাঈ, হা/৩৮৯৪।

সম্পর্কে না জেনে যে ব্যক্তি চিকিৎসা করবে, তাতে সে ব্যক্তিই জামিনদার হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৪৫]

১১. যে ব্যক্তি মজুরের মজুরী দেয় না তার পাপ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ اللهُ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৪৬]

الباب الثامن الإحياء والإقطاع

অষ্টম অধ্যায়: অনাবাদী জমির আবাদ করা এবং (ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষ থেকে কারো জন্য) জমি বরাদ্ধ করা।

১. যে ব্যক্তি মৃত জমির আবাদ করবে, সেই জমি তারই মালিকানায় থাকবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে সে ব্যক্তিই (মালিক হওয়ার) বেশি হকদার।[১৫৪৭] অর্থাৎ অন্যের চেয়ে সেই ব্যক্তিই সেই জমির বেশি হকদার। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

[১৫৪৫] আবূ দাউদ, হা/৪৫৮৬, নাসাঈ, হা/৪৮৩০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৬৬।

[১৫৪৬] সহীহ বুখারী, হা/২২২৭।

[১৫৪৭] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩৫।

যে ব্যক্তি কোন মৃত জমির আবাদ করে, সেটি তার বলেই গণ্য হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৪৮]

২. ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য (কোন মৃত জমির কিছু অংশ) এমন ব্যক্তির জন্য বরাদ্ধ করা জায়েয, যার জন্য বরাদ্ধ করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র (রা)-কে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম।[১৫৪৯]

أَقْطَعَهُ : ভাষাবিদগণ বলেছেন, أَقْطَعَهُ বলা হয় যখন কাউকে জমিনের কোন একটি অংশ দেয়া হয়। একে قطيعة বলা হয়, কারণ এটি হলো জমিন হতে একটি অংশ নেয়া।

আবইয়ায ইবনে হাম্মাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ. قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ.» وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: أَخْفَافُ الْإِبِلِ

তিনি নিজ অংশের প্রতিনিধি হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদেরকে লবণ খনি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে সেটা দান করেন। তিনি চলে যাওয়ার সময় মজলিসের এক লোক বললেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, তাকে কি কোন অংশ প্রদান করলেন? আপনি ঝর্ণার অফুরন্ত পানি (প্রচুর লবণ) তাকে প্রদান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তার নিকট হতে ফিরিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আবইয়াদ) আরাক' গাছের বেড়া দেয়ার জন্য আবইয়াদ (রা) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বললেন। তিনি বলেন, তিনি বললেন, যাতে সেখানে ক্ষুরের পদচারণা না হয়। ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, ক্ষুর বলতে উটের পায়ের ক্ষুর বুঝানো হয়েছে।[১৫৫০]

[১৫৪৮] তিরমিযী, হা/১৩৭৯, নাসাঈ, হা/৩১২৯।

[১৫৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৫২২৪, সহীহ মুসলিম, হা/২১৮২।

[১৫৫০] আবূ দাউদ, হা/৩০৬৪, তিরমিযী, হা/১৩৮০, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৭৫।

العِدّ। শব্দটি 'আইন' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো যেই পানির কোন শেষ নেই। যেমন ঝর্ণার পানি এবং কুপের পানি।

الباب التاسع الشركة

নবম অধ্যায়: অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা।

১. অংশীদারিত্ব বা যৌথ ব্যবসা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾

আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করে থাকে, তবে শুধু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা করে না, আর তারা সংখ্যায় অল্প (সূরা সাদ: ২৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ﴾

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর 'কালালাহ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। তাদের সংখ্যা এর বেশি হলে তিন ভাগের এক ভাগে তারা সবাই সমানভাবে অংশীদার হবে (সূরা আন নিসা: ১২)।

২. মানুষজন পানি, আগুন ও ঘাসে সমানভাবে অংশীদার।

আবূ খিদাশ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক মুহাজির সাহাবীর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ، يَقُولُ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, মুসলিমরা তিনটি জিনিসে সমানভাবে অংশীদার। সেগুলো হলো, পানি, ঘাস ও আগুন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৫১]

الْكَلَإِ হলো কোন মৃত জমিতে উৎপন্ন হওয়া ঘাস বা তৃণলতা যেগুলোতে মানুষজন তাদের পশু চরায়। এগুলোতে কারো জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং অন্যদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যদি কারো মালিকানাধীন জমিতে এই ঘাস বা তৃণলতা উৎপন্ন হয়, তাহলে সেগুলো সেই জমির মালিকেরই। তার অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য সেগুলোতে শরীক হওয়া যাবে না।

৩. পানির হকদারদের মধ্যে পানি বন্টনের বর্ণনা।

উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বলেন,

»أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ٦٥﴾

জনৈক আনসারী ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করলো, যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সেচ দিতো। আনসারী ব্যক্তিটি বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রা) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারপর তারা দুই জনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রা)-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিনে (প্রথমে) সেচ দিয়ে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ব্যক্তিটি অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সেচ দাও, এরপর পানি আটকিয়ে রাখো, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, ''তোমার

[১৫৫১] আবূ দাউদ, হা/৩৪৭৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭৬৪।

প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদের বিচার ভার আপনার ওপর না দেয়, তারপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তারা তা পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়' (সূরা আন নিসা: ৬৫)।[১৫৫২]

৪. ঘাস উৎপন্ন বন্ধ করার জন্য অতিরিক্ত পানিতে বাধা দেয়া জায়েয নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ

অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি ধরে রাখবে না।[১৫৫৩]

৫. ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য মুসলিমদের পশুগুলো চরানোর উদ্দেশ্যে কিছু জায়গা সংরক্ষণ করা বৈধ।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ» وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

সা'ব ইবনে জাসসামাহ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারণভূমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই। তিনি (রাবী) বলেন, আমাদের নিকট এই বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকী'র চারণভূমি (নিজের জন্য) সংরক্ষিত করেছিলেন, আর উমার (রা) সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন।[১৫৫৪]

شَرَفَ শব্দটি 'শীন' ও 'র' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। শারাফ এবং রাবাযাহ হলো মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দুইটি জায়গা।

[১৫৫২] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৩৫৭।

[১৫৫৩] সহীহ বুখারী, হা/২৩৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৬।

[১৫৫৪] সহীহ বুখারী, হা/২৩৭০।

৬. নগদ অর্থে এবং ব্যবসাতে অংশীদারিত্ব জায়েয।

আবুল মিনহাল (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ.

আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা' ইবনে আযিব (রা) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়দ ইবনে আরকাম (রা) এরূপ করেছিলাম। পরে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছো, তা বহাল রাখো, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছো, তা ফিরিয়ে নাও।[১৫৫৫]

৭. আর মুদ্বারাবা (সেটি হলো, দুই জনের মাঝে এই চুক্তিতে যৌথ ব্যবসা যে, একজন অর্থ দিবে আর আরেকজন কাজ করবে, আর তাদের নির্ধারণ করা চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ ভাগ হবে) ধরনের ব্যবসা জায়েয, যতক্ষণ হালাল নয় এমন কিছু তাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়।

ইবনে হাযম (রহি) বলেন, আমাদের জানা মতে, ফিকহের অধ্যায়গুলোর মাঝে এমন কোন অধ্যায় নেই, যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহতে কোন আসল বা মূল নেই আলহামদুলিল্লাহ। তবে কিরায বা মুদ্বারাবা ছাড়া। কেননা আমরা একেবারেই এর কোন আসল পাইনি। বরং এর পক্ষে শুধু সহীহ ইজমা রয়েছে। আর যেই বিষয়টি এটিকে নিশ্চিত করে তাহলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনটি করা হতো আর তিনি তা জানতেন এবং তিনি সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি এমনটি না হতো, তাহলে এটি জায়েয হতো না।[১৫৫৬]

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি) তার অনুসরণ করে বলেন, এতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, (হারাম হওয়ার) নির্দিষ্ট দলীল ছাড়া মুয়ামালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো তা হালাল। কিন্তু ইবাদতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (হালাল হওয়ার) নির্দিষ্ট দলীল ছাড়া ইবাদতের ক্ষেত্রে আসল হলো তা নিষিদ্ধ হওয়া, যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহি) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর কিরায বা মুদ্বারাবা হলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেমনটি বাহ্যতই বুঝা যায়। এছাড়াও কুরআনে পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা জায়েয হওয়ার বিষয়ে দলীল

[১৫৫৫] সহীহ বুখারী, হা/২৪৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৯।

[১৫৫৬] মারাতিবুল ইজমা, ৯১ পৃষ্ঠা।

এসেছে যেটি কিরাযকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটি কারো কাছেই গোপন নয়। এই সবগুলোই মুদ্বারাবা জায়েয হওয়া এবং এর পক্ষে ইজমার সমর্থনে দলীল হিসেবে যথেষ্ট।[১৫৫৭]

৮. রাস্তার প্রশস্ততা সম্পর্কে যখন শরীকদের মাঝে মতানৈক্য হবে, তখন সেই রাস্তা হবে সাত হাত।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করলো, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত হাত জমি রাস্তার জন্য নির্ধারণ করার ফায়ছালা দেন।[১৫৫৮]

৯. কোন প্রতিবেশীর জন্য তার অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালে খুঁটি পুঁততে বাধা দেয়া নিষেধ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

কোন প্রতিবেশী যেন তার অপর প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের কী হলো যে, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস হতে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সর্বদাই তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকবো।[১৫৫৯]

১০. শরীকদের মাঝে ক্ষতি করাও যাবে না, আবার নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও যাবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا شَكَكْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

[১৫৫৭] আলবানী, ইরওয়া, ৫/২৯৪।

[১৫৫৮] সহীহ বুখারী, হা/২৪৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৩।

[১৫৫৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬০৯।

শরীকদের মাঝে ক্ষতি করাও যাবে না, আবার নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করাও যাবে না। আর কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি পুঁততে পারবে। আর যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ কর, তখন তাকে সাত হাত নির্ধারণ করো। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৫৬০]

الباب العاشر الرهن

দশম অধ্যায়: বন্ধক সম্পর্কে।

১. বন্ধক শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾

আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা জিনিস নিজের দখলে রাখবে (সূরা আল বাকারা: ২৮৩)। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ইয়াহূদী হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৬১]

২. বন্ধক রাখা জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়া যাবে। যদি পশু হয় তাহলে তাতে আরোহণ করা যাবে আর গবাদিপশু হলে তার দুধ দোহন করাও যাবে। (এটি তখনই যাবে, যদি বন্ধক রাখা জিনিসের পিছনে খরচ করা লাগে)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

[১৫৬০] মু'জামুল কাবীর, হা/১১৮০৬, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৩।

[১৫৬১] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৩, সহীহ মুসলিম , হা/১৬০৩।

বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে। অনুরূপভাবে দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে। আর আরোহণকারী এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে।[১৫৬২]

الباب الحادي عشر الوديعة والعارية

একাদশ অধ্যায়: কোন বস্তু আমানত রাখা এবং ধার দেয়া

১. আমানতের সংজ্ঞা।

الوديعة শব্দটি থেকে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ হলো কোন কিছু ফেলে রাখা। কোন কিছু হিফাযত করার জন্য কোন মানুষের পক্ষ থেকে অন্যের নিকটে তা ফেলে রাখাকে وديعة (ওয়াদীয়াহ) বলা হয়। কেননা সেই জিনিসটি যার কাছে আমানত রাখা হয় তার কাছে সেটি ফেলে রাখা হয়।

২. আমানতের বিধান।

কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের নিকটে কোন কিছু আমানত হিসেবে রাখতে চায়, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো তা গ্রহণ করা, যদি সে নিজের ব্যাপারে জানে যে, সে সেটির হিফাযত করতে পারবে। কেননা এই আমানত গ্রহণ করা হলো নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন এই আমানত ফিরিয়ে দিতে বলা হবে, তখন যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে তার ওপর ফরয হলো তা ফিরিয়ে দেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন (সূরা আন নিসা: ৫৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾

[১৫৬২] সহীহ বুখারী, হা/২৫১২।

অতঃপর তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে (সূরা আল বাকারা: ২৮৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

তোমার কাছে কেউ আমানত রাখলে তা তাকে ফেরত দাও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৬৩]

৩. কোন ধরনের অপরাধ ও খিয়ানত ছাড়াই যদি সেই বস্তু নষ্ট হয় তাহলে আমানত গ্রহণকারী তার জামিনদার হবে না।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: «لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»

হুনাইনের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লৌহবর্মসমূহ ধার হিসেবে গ্রহণ করলে সাফওয়ান (রা) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি জোরপূর্বক নিলেন? তিনি বললেন, না, বরং ধার হিসেবে, এর কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৬৪]

أدرع শব্দটি درع শব্দের জমা কিল্লাহ (এটি হলো জমা তাকসীরের একটি প্রকার। এটি সাধারণত তিন থেকে দশ সংখ্যা বুঝায়।) এর অর্থ হলো বর্ম। এটি জমা বা বহুবচন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সংখ্যক বর্ম বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই হাদীসে শব্দটি জমা কিল্লার আকারে ব্যবহৃত হলেও, আসলে এটি অনেক সংখ্যক বর্ম বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. আরিয়া বা ধার দেয়ার সংজ্ঞা।

ফকীহগণ আরিয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, আরিয়া হলো, কোন বিনিময় ছাড়াই কোন মালিকের তার মালিকানাধীন কোন কিছুর উপকারীতা ভোগ করার জন্য অন্যকে অনুমতি দেয়া।

[১৫৬৩] আবূ দাউদ, হা/৩৫৩৫, তিরমিযী, হা/১২৬৪।

[১৫৬৪] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬২।

৫. আরিয়ার বিধান। এটি হলো মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾

তোমরা নেককাজ ও তাওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো (সূরা আল মায়িদা ৫: ২)।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه

আল্লাহ ততক্ষণ কোন বান্দার সাহায্যে থাকবেন যতক্ষণ সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকবে। এই হাদীসটি সহীহ যেটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।[১৫৬৫]

আর আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করে বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ۝٦ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ۝٧ ﴾

যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহ সামগ্রী প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে (সূরা আল মাউন: ৫-৭)।

৬. ধার নেয়া জিনিস ফেরত দেয়া ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন (সূরা আন নিসা: ৫৮)।

৭. ধার নেয়া জিনিসের জামিনদার হওয়া।

ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

»إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي، فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟، قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ».

যখন আমার দূতেরা তোমার নিকট আসবে, তাদেরকে তিরিশটি লৌহবর্ম প্রদান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি ক্ষতিপূরণ শর্তে ধার দেয়া

[১৫৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯, তিরমিযী, হা/১৯৩০।

নাকি ফেরত দেয়ার শর্তে ধার? তিনি বললেন, বরং ফেরত দেয়ার শর্তে। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৬৬]

৮. প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী যেমন বালতি, হাড়ি পাতিল দিতে বাধা দেয়া জায়েয নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বালতি, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ছোট-খাটো বস্তু ধারে আদান-প্রদান করাকে 'মাউন' গণ্য করতাম। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৬৭]

৯. যেগুলোতে বাধা দেয়া জায়েয নয় সেগুলোর কিছু উদাহরণ হলো, আরিয়া বা ধার দেয়া, পশুতে পাল দেয়া, যে ব্যক্তির প্রয়োজন তাকে পশুর দুধ দোহন করতে দেয়া এবং আল্লাহর পথে এই পশুর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ করতে দেয়া, এগুলোতে বাধা দেয়া জায়েয নয়।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ يَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟، قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلِيبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

উট, গরু ও ছাগলের যে মালিক সেগুলোর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলো নিয়ে এসে তাকে এক সমতল ময়দানে ফেলে শিং মারতে থাকবে এবং পা দিয়ে মারতে থাকবে আর এগুলোর কোন একটিরও শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সেগুলোর হক কী? তিনি বললেন, এর বীর্য দেয়া, পানির কাছে বসে দুধ দোহন করা, তার পানির বালতি ধার দেয়া, আর প্রয়োজনের জন্য উট চাইলে তাও ধার দেয়া এবং আল্লাহর পথে এর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ করতে দেয়া।[১৫৬৮]

[১৫৬৬] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬৬, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২২।

[১৫৬৭] আবূ দাউদ, হা/১৬৫৭।

[১৫৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/৯৮৮।

الباب الثاني عشر الغصب

দ্বাদশ অধ্যায়: জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা

১. غصب এর সংজ্ঞা: এটি হলো বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করে অন্যের সম্পদ নেয়া।

২. জোরপূর্বক কোন কিছু দখল করা হারাম হওয়া সম্পর্কে দলীলসমূহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না (সূরা আন নিসা: ২৯)।

আবূ বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম। যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন।[১৫৬৯]

৩. জবরদখলকারী তার মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ থেকে যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া তার জন্য ফরয।

আবূ হুমাইদ আস সাঈদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» قَالَ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ

কোন লোক তার ভাইয়ের সন্তুষ্টি ছাড়া তার লাঠি (সামান্য বস্তু) গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। রাবী বলেন, এক মুসলিমের জন্য আরেক মুসলিমের সম্পদ নেয়া আল্লাহ তা'আলা তীব্রভাবে

[১৫৬৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৯।

হারাম করেছেন বলেই এমনটি বলা হয়েছে। বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৭০]

৪. যে ব্যক্তি জোরপূর্বক অন্যের জমিতে শস্য বপন করে অথবা বৃক্ষ রোপন করে তার বিধান।

রাফি ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ

যে ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জমিতে চাষাবাদ করে সে উৎপাদিত ফসলের কোন অংশ পাবে না। তবে সে তার খরচ ফেরত পাবে। সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৭১]

৫. জোরপূর্বক জমি দখল করা হারাম।

সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৭২]

৬. জোরপূর্বক দখল করা জিনিস দিয়ে উপকৃত হওয়া হারাম।

ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا

তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোনো জিনিস না নেয়, খেলাচ্ছলেই হোক কিংবা বাস্তবিকই হোক। অন্য বর্ণনাতে, لَاعِبًا جَادًّا এর পরিবর্তে لَعِبًا وَلَا جِدًّا এভাবে আছে। আর

[১৫৭০] মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪২৫, বাইহাকী, ৬/১০০, মুশকিলুল আসার ত্বহাবী, ৪/৪১-৪২।

[১৫৭১] আবূ দাউদ, হা/৩৪০৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৪৬৬, তিরমিযী, হা/১৩৬৬।

[১৫৭২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১০।

কেউ তার কোনো ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে তা যেন ফিরিয়ে দেয়। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৭৩]

৭. যে ব্যক্তি সেই জবরদখল করা কোন জিনিস নষ্ট করবে, তাকে অনুরূপ জিনিস দিতে হবে অথবা তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا، وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ«

একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন। উম্মুল মুমিনীনদের অপর একজন খাদিমের মাধ্যমে এক পাত্রে খাবার পাঠালেন। তিনি তার হাতের আঘাতে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও। যে পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, সে পর্যন্ত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রটি ও প্রেরিত খাদেমকে আটকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে দিয়ে একটি ভালো পাত্র ফেরত দিলেন।[১৫৭৪]

فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا অর্থাৎ তিনি তার হাত দিয়ে আঘাত করলেন: অর্থাৎ তিনি হলেন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। শুধুমাত্র তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তার নামটি অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। কিন্তু এটি গোপন ও সন্দেহপূর্ণ নয় যে, সেই স্ত্রী তিনিই ছিলেন। কেননা তার ঘরে থাকতেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাদীয়া পাঠানো হয়েছিল।

৮. যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যাবে সে শহীদ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোনো লোক এসে আমার ধন-সম্পদ নিতে চায়, তখন আমার করণীয় কী? তিনি বললেন, তুমি তাকে তোমার ধন-সম্পদ দিবে না।

[১৫৭৩] আবূ দাউদ, হা/৫০০৩, তিরমিযী, হা/২২৪৯।

[১৫৭৪] সহীহ বুখারী, হা/২৪৮১, মুসনাদে আহমাদ, হা/৩/১০৫।

লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমিও তার সাথে লড়াই করো। অতঃপর লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহলে এই বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বললেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। অতঃপর লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তখন তিনি বললেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।[১৫৭৫]

الباب الثالث عشر العتق

ত্রয়োদশ অধ্যায়: দাস দাসী মুক্ত করা।

১. দাস দাসী মুক্ত করার সংজ্ঞা।

শারঈ অর্থে দাস দাসী মুক্ত করা হলো, নির্দিষ্ট দিক দিয়ে দাসের থেকে মনিবের হক ছেড়ে দেয়া, যার মাধ্যমে সেই দাস স্বাধীন মানুষে পরিণত হয়।

২. দাস দাসী মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

কেউ কোন মুসলিম ক্রীতদাসকে মুক্ত করলে আল্লাহ সেই ক্রীতদাসের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার এক একটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন।[১৫৭৬]

৩. সর্বোত্তম দাস হলো যে তার মনিবের কাছে অধিক প্রিয়।

আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ«

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞেস

[১৫৭৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৪০।

[১৫৭৬] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৯।

করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যে ক্রীতদাসের মূল্য অধিক এবং যে ক্রীতদাস তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এমনটি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারের জন্য কাজ করে দিবে। আমি (আবারও) বললাম, আমি যদি এটিও করতে না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা হতে মুক্ত রাখবে। তাহলে এটি তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ হতে সাদাকা।[১৫৭৭]

وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ বেকারের জন্য কাজ করে দিবে: أَخْرَقَ হলো সেই ব্যক্তি, যার কোন কাজ নেই। বলা হয়ে থাকে যে, رجل أخرق وامرأة خرقاء এটি তাকেই বলা হয়, যার কোন কাজ নেই।

৪. খেদমত করা বা অনুরূপ কোন শর্তে দাস দাসী মুক্ত করা জায়েয ।

সাফীনাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ.

আমি উম্মু সালামাহ (রা)-এর কৃতদাস ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করবো এ শর্তে যে, যতোদিন তুমি জীবিত থাকবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করবে। আমি বললাম, আপনি যদি এ শর্ত আরোপ নাও করতেন, তবুও আমি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করতাম না। অতঃপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আমার ওপর সেই শর্ত আরোপ করলেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৭৮]

৫. যে ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়ের মালিক হবে (এখানে আত্মীয় বলতে এমন আত্মীয় উদ্দেশ্য, যারা তার মাহরাম, সকল আত্মীয় উদ্দেশ্য নয়), তাহলে (মালিক হওয়ার ফলেই) তারা তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

[১৫৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২৫১৮, সহীহ মুসলিম, হা/৮৪।

[১৫৭৮] আবূ দাউদ, হা/৩৯৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২৬।

যে ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়ের মালিক হবে, তাহলে (মালিক হওয়ার ফলেই) তারা তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৫৭৯]

৬. যে ব্যক্তি তার দাস বা দাসীকে চড় মারবে, তাহলে তার কাফফারা হলো সেই দাস বা দাসীকে মুক্ত করে দেয়া।

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

কোন ব্যক্তি যদি তার কৃতদাসকে চড় মারে অথবা তাকে প্রহার করে, তাহলে এর কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।[১৫৮০]

৭. যে ব্যক্তি তার দাস বা দাসীর কোন অঙ্গ কেটে ফেলবে তার বিধান।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা বলেন,

»جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ، فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَنْ نُصْرَتِي، قَالَ: عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ قَالَ: كُلِّ مُسْلِمٍ

একদা একটি লোক চিৎকার করতে করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটি অমুকের দাসী। তিনি বললেন, দুর্ভোগ তোমার! কি হয়েছে বলো। সে বললো, আমার অনিষ্ট হয়েছে। সে তার মনিবের কোন এক দাসীর প্রতি তাকানোর কারণে মনিব সেই লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে লোকটির লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাও, এখন থেকে তুমি স্বাধীন। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! কে আমাকে সাহায্য করবে? তিনি বললেন, (তোমায় সাহায্য করা) প্রত্যেক মুসলিম বা মুমিনের দায়িত্ব।[১৫৮১]

[১৫৭৯] আবূ দাউদ, হা/৩৯৪৯, তিরমিযী, হা/১৩৬৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৫২৪।

[১৫৮০] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫৭।

[১৫৮১] আবূ দাউদ, হা/৪৫১৯, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৮০।

৮. শরীকানাধীন দাসে কেউ যদি তার নিজের শরীকানা মুক্ত করে তাহলে তার বিধান।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ«

(শরীকানা) গোলাম হতে কেউ নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) মুক্ত হয়ে যাবে আর সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে মুক্ত করবে ততটুকুই মুক্ত হবে।[১৫৮২]

৯. যে ব্যক্তি দাস বা দাসী মুক্ত করবে, ওয়ালা শুধু তারই হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

বারীরাহ (রা) একবার তার মনিবের সাথে চুক্তি করে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি চুক্তিকৃত অর্থ হতে কিছুই আদায় করেননি। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে এবং ওয়ালা আমার জন্য হলে আমি তোমার চুক্তি করা প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে দিবো। বারীরাহ (রা) কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে মুক্ত করে সওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন। কিন্তু ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে মুক্ত করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের সামনে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কী হলো, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন সব শর্তারোপ করবে, যা আল্লাহর

[১৫৮২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৯১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০১।

কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে। কেননা, আল্লাহর দেয়া শর্তই বেশি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।[১৫৮৩]

১০. মুদাব্বার (সেটি হলো এই শর্তে দাস মুক্ত করা যে, মনিব মারা গেলেই সে মুক্ত হয়ে যাবে) দাস বানানো জায়েয । ফলে সে তার মালিকের মৃত্যুর মাধ্যমেই মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিকের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে বিক্রি করা জায়েয ।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ، قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ

আমাদের কোন একজন তার এক ক্রীতদাসকে মুদাববার (মনিবের মৃত্যুর পর যে ক্রীতদাস মুক্ত বলে ঘোষিত হয়) রূপে মুক্ত ঘোষণা করলো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ক্রীতদাসকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবির (রা) বলেন, ক্রীতদাসটি সে বছরই মারা গিয়েছিল।[১৫৮৪] তাদবীর হলো, মনিবের পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর পরে দাস মুক্ত হওয়ার ঘোষণা। দাসকে এভাবে বলা যে, আমার (মৃত্যুর) পরে তুমি মুক্ত।

১১. কোন মাল বা সম্পদ পরিশোধের শর্তে দাসের (মালিকের সাথে) চুক্তি করা জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ ﴾

আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পারো। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান করো (সূরা আন নূর: ৩৩)।

১২. মুকাতিব দাস তার চুক্তি করা সম্পদ পরিশোধের মাধ্যমে সে মুক্ত হয়ে যাবে। (আর পুরো সম্পদ দিতে না পারলে) যে পরিমাণ দিবে সে পরিমাণ সে মুক্ত হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ»

[১৫৮৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৬১, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৪।

[১৫৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৫৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/৯৯৭।

নিহত মুকাতাব গোলামের দিয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মুকাতাব গোলাম নিহত হলে তার দিয়াত যে পরিমাণ অংশ স্বাধীন হয়েছিল সে পরিমাণের জন্য স্বাধীন মানুষের রক্তমূল্য দিতে হবে। (আর যে পরিমাণ অংশ দাস ছিল সে পরিমাণের জন্য দাসের অনুরূপ দিয়াত দিতে হবে)।[১৫৮৫]

الباب الرابع عشر الوقف

চতুর্দশ অধ্যায়: ওয়াকফ সম্পর্কে

১. ওয়াকফের সংজ্ঞা।

এটি হলো এক ধরনের দান। জাহিলী যুগের লোকেরা এটি জানতো না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি এমন মাসলাহাতের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করলেন, যা অন্য সাদাকাগুলোতে পাওয়া যায় না। কেননা কোন মানুষ হতে পারে আল্লাহর রাস্তায় অনেক সম্পদ ব্যয় করে, তারপর সেই সম্পদ কিন্তু শেষ হয়ে যায়। তারপর সেই দরিদ্ররা আবার অন্য সাদাকার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আবার অন্যান্য দরিদ্ররাও আসতে পারে, কিন্তু তারা এসে সাদাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, (কেননা সম্পদ তো শেষ হয়ে গেছে)। তাই সাধারণ জনগণের জন্য এর চেয়ে উত্তম ও উপকারী কোন পন্থা নেই যে, কোন কিছুকে দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে, যেই জিনিস থেকে শুধু প্রাপ্ত উপকার তাদের জন্য ব্যয় করা হবে, কিন্তু সেই জিনিসের মূলসত্ত্ব ওয়াকফকারীর মালিকানাতেই থেকে যাবে।[১৫৮৬]

২. ওয়াকফ শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে দলীলসমূহ।

ওয়াকফ করার বিষয়ে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এই বিষয়ে প্রমাণ হলো আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না। সেগুলো হলো, সাদাকা জারিয়া, উপকারী ইলম অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।[১৫৮৭]

[১৫৮৫] আবূ দাউদ, হা/৪৫৮১, নাসাঈ, হা/৪৮০৯।

[১৫৮৬] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/১১৬।

[১৫৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১, আবূ দাউদ, হা/২৮৮০।

৩. আর ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফে অন্যান্য মুসলিমদের মতোই নিজেকে মনে করবেন।

উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ " . فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং রূমার কূপ ছাড়া এখানে অন্য কোথাও মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিল না? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিম সর্বস্তরের জন্য ওয়াকফ করে দিবে সে জান্নাতে তার তুলনায় অনেক উত্তম প্রতিদান পাবে। তারপর উসমান (রা) তার সম্পত্তি দিয়ে তা ক্রয় করেন (এবং সেটি ওয়াকফ করে দেন)। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৮৮]

৪. ওয়াকফকারী যার জন্য ইচ্ছা তার ওয়াকফকৃত সম্পদকে নির্দিষ্ট করতে পারে।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

উমার ইবনে খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াকফ রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদাকা করতে পারো। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) এ শর্তে তা ওয়াকফ করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তিনি এই জমির উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সাদাকা করে দেন। যে এই ওয়াফকৃত জমির দায়িত্বশীল হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই।[১৫৮৯]

[১৫৮৮] নাসাঈ, হা/৩৬০৮, তিরমিযী, হা/৩৭০৩।

[১৫৮৯] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩২।

৫. কোন ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি করার জন্য কোন কিছু ওয়াকফ করে, তাহলে তার সেই ওয়াকফ বাতিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর, তাদেরকেও (স্ত্রীদেরকে) তেমন ঘরে বাস করতে দিবে। আর সংকটে ফেলার জন্য তাদেরকে উত্যক্ত করবে না (সূরা আত তালাক: ৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ﴾

আর লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না (সূরা আল বাকারা: ২৮২)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾

এটি (ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন) হবে যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পরে এবং ঋণ পরিশোধের পরে (সূরা আন নিসা: ১২)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِ جَارِهِ

অন্যের ক্ষতি করাও যাবে না এবং নিজেকেও ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি পুঁততে পারবে। এই হাদীসটি সহীহ লি গয়রিহী।[১৫৯০]

৬. ওয়াকফকৃত সম্পদকে যদি এমন কোন স্থানে রাখে যা থেকে কেউ উপকৃত হয় না, তাহলে সেই সম্পদের বিধান।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لولا أن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ (أَوَ قَالَ بِكُفْرٍ) لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ

তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জাহিলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা কুফরী থেকে সবেমাত্র বের হয়ে না আসতো, তবে আমি অবশ্যই কা'বার পুঞ্জীভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়

[১৫৯০] মুসনাদে আহমাদ, ১/৩১৩, আল মু'জামুর কাবীর, হা/১১৮০৬।

খরচ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম।[১৫৯১]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কা'বার সম্পদ খরচ করা জায়েয, যদি বাধা দূর হয়ে যায়, আর সেই বাধাটি হলো, কুফরী থেকে মানুষের সবেমাত্র ফিরে আসা। আর এই বাধাটি দূর হয়ে গেছে। কা'বাতে থাকা সম্পদের বিধান যদি এমন হয়, তাহলে এই সম্বোধনের তাৎপর্য অনুযায়ী অন্য মসজিদে থাকা সম্পদ বিক্রি করা জায়েয হওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত।

৭. কবরকে চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য ওয়াকফ করা হারাম।

আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠাবো না, যে কাজের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো, কোন প্রতিমা বা মূর্তি দেখলেই তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু কবর দেখলেই তা ভেঙ্গে একেবারে সমতল করে দিবে।[১৫৯২]

জেনে রেখো, কবরের জন্য (কোন কিছু) ওয়াকফ করা হলো বিশাল ফাসাদের কাজ এবং বিরাট অন্যায়। তবে উদাহরণস্বরূপ যদি নষ্ট হয়ে যাওয়া কবর নির্মাণের জন্য কোন কিছু ওয়াকফ করে, যেখানে কবরকে উঁচু ও সৌন্দর্যমন্ডিত করা হবে না, তাহলে সেই ওয়াকফ করা সহীহ হতে পারে। তবে মৃতের চেয়ে জীবিতদের জন্য ওয়াকফ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আর এই বিষয়ে আমাদের তাহকীক করা ইমাম শাওকানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম হলো 'শারহুস সুদূর ফী তাহরিমী রফঈল কুবূর'।

[১৫৯১] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৩।

[১৫৯২] সহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯।

الباب الخامس عشر الهدايا

পঞ্চদশ অধ্যায়: হাদীয়া বা উপহার দেয়া

১. হাদীয়া গ্রহণ করা এবং হাদীয়াদাতাকে প্রতিদান দেয়া শরীআতসম্মত (মুস্তাহাব, সুন্নাত)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।[১৫৯৩]

২. মুসলিম ও কাফিরের মাঝে হাদীয়ার বিনিময় করা জায়েয।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

দুমাতুল জান্দালের বাদশাহ উকাইদির নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীয়া দিয়েছিলেন।[১৫৯৪] আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। তখন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো কিনা? তিনি বললেন, হাঁ। ইবনে উয়াইনাহ (রহি) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি (সূরা আল মুমতাহিনাহ: ৮)।[১৫৯৫]

[১৫৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫।

[১৫৯৪] সহীহ বুখারী, হা/২৬১৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৪৬৯।

[১৫৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৯৭৮।

৩. হাদীয়া ফিরিয়ে নেয়া হারাম। তবে পিতা সন্তানকে যা হাদীয়া দেয় তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ লোকের মত, যে বমি করে তা আবার খায়।[১৫৯৬]

ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

কোনো ব্যক্তির জন্যই (কাউকে কিছু) দেয়ার পর তা ফেরত নেয়া হালাল নয়। তবে পিতা পুত্রকে কিছু দান করার পর তা ফেরত নিতে পারবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৫৯৭]

৪. (হাদীয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা ফরয।

নুমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ

তার পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব পুত্রকেই কি তুমি এরূপ দান করেছো। তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।[১৫৯৮]

৫. কোন শারঈ বাধা ছাড়া অন্যের হাদীয়া ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَهَادُوا تَحَابُّوا

[১৫৯৬] সহীহ বুখারী, হা/২৬২১, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২২।

[১৫৯৭] আবূ দাউদ, হা/৩৫৩৯, তিরমিযী, হা/২১৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৭৭।

[১৫৯৮] সহীহ বুখারী, হা/২৫৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩।

তোমরা পরস্পর হাদীয়ার বিনিময় করো, তাহলে তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৫৯৯]

আর যদি হাদীয়া গ্রহণ করাতে শারঈ কোন বাধা তাকে, তাহলে সেই হাদীয়া গ্রহণ করা হালার নয়। যেমন, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাতে হাদীয়াদাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে হাদীয়া দেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না (সূরা আল বাকারা: ১৮৮)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬০০]

আবূ হুমাইদ আস সায়িদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ (مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده! لا ينال أحد منكم شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لها خوار. أو شاة تيعر). ثم رفع يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَيَّ إِبْطَيْهِ. ثُمَّ قَالَ (اللهم! هل بلغت؟) مرتين

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন, যাকে ইবনে লুতবিয়্যাহ নামে অভিহিত করা হতো। রাবী আমর ও ইবনে আবূ উমার বলেন, যাকাত আদায়ের জন্য তাকে নিযুক্ত করলেন। যখন সে ফিরে এলো, তখন সে বললো, এটি আপনাদের জন্য এবং ওটি আমাকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। রাবী

[১৫৯৯] আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪, বাইহাকী, ৬/১৬৯।

[১৬০০] তিরমিযী, হা/১৩৩৭, আবূ দাউদ, ৩৫৮০, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৩।

বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, সে কর্মচারীর কী হলো, যাকে আমি প্রেরণ করলাম, আর সে এসে বলে যে, ওটা আপনাদের জন্য আর এটি আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে? সে তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন যে, তাকে হাদীয়া দেয়া হয় কি-না? সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যে কেউ এই সম্পদের সামান্য পরিমাণ এভাবে নিবে, কিয়ামতের দিন সে তার ঘাড়ে সেটি বহন করে নিয়ে আসবে। (উট আত্মসাৎ করলে) তার ঘাড়ের ওপর সেই উট চিৎকার করবে অথবা গাভী হলে সেটি হাম্বা হাম্বা করবে অথবা ছাগল হলে সেটি চিৎকার করতে থাকবে। তারপর তিনি দু'হাত ওপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন, এমনকি তার বগলের শুভ্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিয়েছি! এ কথা তিনি দুই বার বললেন।[১৬০১]

تيعر এর অর্থ হলো চিৎকার করা আর يعار হলো ছাগলের আওয়াজ।

الباب السادس عشر الهبة

ষোড়শ অধ্যায়ঃ হিবা বা দান করা।

১. হিবা কখন হাদীয়ার হুকুমে পড়বে।

কোন বিনিময় ছাড়া হলে হিবা হাদীয়ার হুকুমে পড়বে। কেননা ভাষাগত এবং শরীআতগতভাবে হাদীয়া হিবারই অন্তর্ভুক্ত। এদের মাঝে পার্থক্য করা হলো একটি নতুন পরিভাষা।

২. হিবা কখন ক্রয় বিক্রয়ের হুকুমে পড়বে।

হিবা বিনিময় দিয়ে হলে সেটি ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য হবে। কেননা পরস্পর ক্রয় বিক্রয়ে ধর্তব্য হলো, পরস্পরের সন্তুষ্টি এবং একে অপরকে সহযোগিতা করা। আর বিনিময়ের মাধ্যমে হিবাতে এই দু'টিই চলে আসে।

৩. উমরা (এটি হলো কাউকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন বস্তুর মালিক বানানোর পদ্ধতি। এর ধরন হলো, কেউ কাউকে বললো যে, তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই ঘর আমি তোমাকে দিলাম) ও রুকবা (কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে কোন কিছু দেয়া যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা যাবে সে ব্যক্তিই সেই সম্পদের মালিক হবে) যার জন্য করা হয় সেটি ঐ ব্যক্তির এবং তার পরে তার বংশধরের মালিকানাকে

[১৬০১] সহীহ বুখারী, হা/১৫০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩২।

আবশ্যক করে (অর্থাৎ উমরা ও রুকবা যাদের জন্য করা হবে তারাই সেই সম্পদের মালিক বলে গণ্য হবে)।

عُمْرَى শব্দটি 'আইন বর্ণে পেশ এবং 'মীম' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি عمر শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ হলো হায়াত। এই নামে নামকরণ করার হলো, জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তি কাউকে কোন ঘর দান করতো আর তাকে বলতো যে, أعمرتك إياها অর্থাৎ তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি তোমাকে এই ঘর ব্যবহার করার অনুমতি দিলাম।

رُّقبَى শব্দটি হলো মুরাকাবা বা পর্যবেক্ষণ করা থেকে। সেটি হলো, কোন মানুষ কাউকে কোন ঘর বা জমি দান করবে। যদি তাদের কেউ মারা যায়, তাহলে যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে সেই সম্পদ তার হয়ে যাবে। যার ফলে উভয়েই একে অন্যের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এজন্যই এটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করা বস্তু সম্পর্কে এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে এটি দান করা হয়েছে, সেই সেটার মালিক হবে।[১৬০২]

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ

তোমরা তোমাদের সম্পত্তি ধরে রেখো, তা নষ্ট করো না। নিশ্চয় যে ব্যক্তি কোন বস্তু উমরা করে, তবে জীবিত অবস্থায় ও মৃত অবস্থায় তা তারই হয়ে যাবে, যাকে দান করা হলো এবং তার পরে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য হয়ে যাবে।[১৬০৩]

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

উমরা এবং রুকবা বলতে কিছু নেই। তবে যাকে উমরা অথবা রুকবা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, সেটি তারই হয়ে যায়, জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬০৪]

[১৬০২] সহীহ বুখারী, হা/২৬২৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৫।

[১৬০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৫।

[১৬০৪] নাসাঈ, হা/৩৭৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৮২।

الباب السابع عشر الوكالة

সপ্তাদশ অধ্যায়: উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

১. উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করার সংজ্ঞা।

وكالة শব্দটি 'ওয়াও' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। আবার যের দিয়েও পড়া হয়। সমর্পন করা ও তত্ত্বাবধান করা। যদি বলা হয় যে, وَكَلْتُ فُلَانًا এর অর্থ হলো, আমি তাকে তত্ত্বাবধায়ক বানালাম। وَكَلْتُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ এর অর্থ হলো আমি তার কাছে বিষয়টিকে সমর্পন করলাম।

শারঈ অর্থে وكالة হলো, সাধারণভাবে অথবা কোন শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের স্থানে বসানো।

২. প্রতিনিধি নিয়োগ করা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে

এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং এই উম্মতের ইজমার মাধ্যমে শরীআতসম্মত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾

আর এভাবেই আমরা তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল, তোমরা কত সময় অবস্থান করেছো? কেউ কেউ বলল, আমরা এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। আবার কেউ কেউ বললো, তোমরা কত সময় অবস্থান করেছো তা তোমাদের রবই ভালো জানেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম তারপর তা থেকে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয় (সূরা আল কাহাফ: ১৯)।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রা) এবং যায়িদ ইবুন খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। সেই হাদীসে রয়েছে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন),

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

হে উনাইস! তুমি সকাল সকাল সেই মহিলার নিকট যাবে। যদি সে স্বীকার করে, তাহলে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করবে। রাবী বলেন, তারপর তিনি সকাল সকাল সেখানে গেলেন। তারপর সেই মহিলা (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করলো। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো।[১৬০৫]

আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের যাকাতের সম্পদ হিফাযতের জন্য উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। যেমনটি আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাতের সম্পদ হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন।[১৬০৬]

আর উকিল নিয়োগ করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিমদের মাঝে ইজমা রয়েছে, বরং এটি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়েও ইজমা রয়েছে। কেননা এটি এক প্রকার নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করা। কেননা প্রতিটি মানুষ নিজে নিজেই তার কাজ করতে সক্ষম নয়। ফলে উকিল নিয়োগ করার তার প্রয়োজন পড়ে, যাতে সে তার প্রতিনিধি হয়ে সেই কাজটি করে দেয়।

৩. (কোন জিনিস বিক্রির ব্যাপারে) উকিল নিয়োগকারী যে নির্দেশ দিয়েছে, উকিল যদি তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করার বিধান।

উরওয়াহ আল বারিকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ«

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী কিনে আনার জন্য তাকে একটি দিনার দিলেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দুইটি বকরী কিনলেন। অতঃপর এক দিনার মূল্যে একটি

[১৬০৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮।

[১৬০৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩১১।

বকরী বিক্রি করে দিলেন। তারপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি বকরী ও একটি দিনার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হবার জন্য দুআ করে দিলেন। তারপর তার অবস্থা এমন হলো যে, ব্যবসার জন্য যদি তিনি মাটিও কিনতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।[১৬০৭]

৪. উকিল যদি নিয়োগকারীর বিপরীত করে অধিক উপকারী কাজটি করে তাহলে তার বিধান।

মা'আন ইবনে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ«.

আমি, আমার পিতা ও আমার দাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়আত করলাম। তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। আমি তাঁর কাছে (একটি বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু স্বর্ণমুদ্রা সাদাকা করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রেখে আসেন। আমি সে ব্যক্তির নিকট হতে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করলাম। তিনি বললেন, হে ইয়াযীদ! তুমি যে নিয়্যাত করেছো, তা তুমি পাবে আর হে মা'আন! তুমি যা গ্রহণ করেছো তা তোমারই।[১৬০৮]

সম্ভবত এটি ছিল নফল সাদাকা, ফরয সাদাকা (যাকাত) নয়। কেননা এই বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ফরয সাদাকা সন্তানকে দিলে তা আদায় যথেষ্ট হবে না।

[১৬০৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৪২।

[১৬০৮] সহীহ বুখারী, হা/১৪২২।

الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)

অষ্টাদশ অধ্যায়: কোন বস্তুর জামিন হওয়া বা দায়িত্ব গ্রহণ করা

১. কোন ব্যক্তি কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন কিছুর জামিনদার হলে তার ওপর কী আবশ্যক হবে?

যে ব্যক্তি কোন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন সম্পদ দেয়ার জামিনদার হবে, তার ওপর ফরয হলো, সেই সম্পদ দাবি করা হলেই তা পরিশোধ করা।

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো অসীয়ত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো স্ত্রী তার ঘরের কিছু খরচ করতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেন, এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। অতঃপর তিনি বললেন, ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে, দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬০৯]

زَّعِيمُ হলো, যে ব্যক্তি জামিনদার হবে। আর غَارِم হলো দায়বদ্ধ।

২. যার পক্ষ থেকে জামিন নেয়া হয়েছে যদি তা তার নির্দেশে হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছে (সেই সম্পদ নেয়ার জন্য) প্রত্যাবর্তন করা হবে (অর্থাৎ জামিনদার ঋণ পরিশোধ করার পরে, সেই ব্যক্তির নিকট থেকে তার সম্পদ দেয়ার জন্য দাবি করবে)।

৩. আর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে উপস্থিত করার জামিনদার হয়, তাহলে তাকে উপস্থিত করা তার ওপর ফরয। নইলে সেই ব্যক্তির ওপর যে ঋণ আছে তা সেই জামিনদার পরিশোধ করবে। কেননা এর পক্ষে পূর্বে বর্ণিত আবূ উমামাহ (রা) এর হাদীসটি বিদ্যমান।

[১৬০৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৬৫, তিরমিযী, হা/২১২০, ইবনে মাজাহ, হা/২৪০৫।

الباب التاسع عشر الحوالة

ঊনবিংশ অধ্যায়: হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা।

১. হাওয়ালা করা বা অপর ব্যক্তির ওপর ঋণ ন্যস্ত করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা হলো জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।[১৬১০]

مَطْل হলো যা পরিশোধ করা প্রয়োজন তা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকা।

وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ অর্থাৎ কোন ঋণী ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধের জন্য (ঋণদাতাকে) কোন ধনী ব্যক্তির কাছে যেতে বলে, তাহলে সে যেন তা মেনে নেয়।

২. হাওয়ালা করার মাধ্যমে হাওয়ালাকারী কি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে?

যার কাছে হাওয়ালা করা হলো সে যদি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে অথবা দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে যাকে হাওয়ালা করা হলো সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ ঋণদাতা) হাওয়ালাকারীর (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার) কাছে তার ঋণ দাবি করবে। কেননা সেই ঋণ হাওয়ালাকারীর জিম্মায় তখনো অবশিষ্ট থাকবে। যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি ঋণদাতার কাছে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তা ঋণগ্রহীতার থেকে মাফ হবে না। আর যদি ঋণ পরিশোধ করা না হয়, তাহলে হাওয়ালা করার আগে যেমন ঋণ ছিল সেভাবেই সেই ঋণ অবশিষ্ট থাকবে।

[১৬১০] সহীহ বুখারী, হা/২২৮৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৪।

الباب العشرون المفلس

বিংশ অধ্যায়: নিঃস্ব বা দেউলিয়া হওয়া সম্পর্কে

১. ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার যা নেয়া জায়েয।

ঋণদাতাদের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির কাছে যা কিছু পাবে সবই নেয়া জায়েয। তবে যেটি থেকে সে অমুখাপেক্ষী নয়, সেগুলো নিবে না। আর তা হলো, বাসস্থান, লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য ও যা তাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে এমন পোশাক এবং তার ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণকারী অল্প জীবিকা। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে ব্যক্তি অনেক ঋণী হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে সাদাকা করো। লোকজন তাকে সাদাকা করলো, কিন্তু প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হলো না। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাওনাদারদের বললেন, তোমরা (তার কাছে) তার কাছে যা পাও তা গ্রহণ করো, এর অতিরিক্ত আর কিছু পাবে না।[১৬১১]

২. কেউ যদি তার সম্পদ সেই ঋণগ্রহীতা নিঃস্ব ব্যক্তির নিকটে পায়, তাহলে সেই সম্পদের বিধান।

কেউ যদি তার সম্পদ সেই ঋণগ্রহীতা নিঃস্ব ব্যক্তির নিকটে পায়, তাহলে সেই ব্যক্তিই অন্যের চেয়ে সেই সম্পদের বেশি হকদার। আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، (أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ)، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

যখন কেউ তার সম্পদ এমন লোকের কাছে পায়, যে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তবে অন্যের চেয়ে সেই ব্যক্তিই সেই সম্পদের বেশি হকদার।[১৬১২]

[১৬১১] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৬।

[১৬১২] সহীহ বুখারী, হা/২৪০২, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৯।

৩. কখন ঋণগ্রহীতা অন্যান্য ঋণগ্রহীতার জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হবে।

নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদ যদি তার সকল ঋণ পরিশোধের চেয়ে কম হয়, তাহলে ঋণ অনুযায়ী সকল ঋণদাতা সেই সম্পদ নিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»

যদি ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে অবশিষ্ট মালের জন্য সে অন্য পাওনাদারদের মত অংশপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ক্রেতা মারা যায়, আর তার কাছে বিক্রেতার মাল অবশিষ্ট থাকে, চাই তার কোন মূল্য আদায় করা হোক বা না হোক; এমতাবস্থায় সেও অন্যান্য পাওনাদারদের মত একজন হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬১৩]

৪. যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্ব হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে বন্দী করা জায়েয কি?

যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্ব হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে বন্দী করা জায়েয নয়। কেননা এটি আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾

আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও (সূরা আল বাকারা: ২৮০)।

৫. সামর্থ্যবান ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। আর এর অপরাধ তার সম্মানহানি ও শাস্তিপ্রাপ্তিকে বৈধ করে দেয়।

আমর ইবনে শারীদ (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করার কারণে তার মান-সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা যায় এবং তাকে শাস্তি দেয়া যায়। এই হাদীসটি হাসান।[১৬১৪]

الْوَاجِدِ হলো ধনী ব্যক্তি।

[১৬১৩] আবূ দাউদ, হা/৩৫২২।

[১৬১৪] আবূ দাউদ, হা/৩৬২৮, ইবনে মাজাহ. হা/২৪২৭।

يُحِلُّ عِرْضَهُ হলো, তার সাথে কঠোরতা করা হবে এবং খারাপভাবে ফায়সালা করা হবে। আর তাকে বলা হবে, তুমি জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী।

وَعُقُوبَتَهُ হলো, হক পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা হবে।

৬.কখন নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে খরচ করায় বাধা দেয়া জায়েয?

আর বিচারকের জন্য নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে খরচ করায় বাধা দেয়া জায়েয। আর বিচারক সেই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য সেই সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন।

উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجِرَنَّ عَلَيْكِ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ قَالَ عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) কোন একটি জিনিস কিনলেন। তখন আলী (রা) বললেন, অবশ্যই আমি উসমান (রা) এর নিকটে যাবো এবং এটি থেকে তোমাকে বাধা দিবো। তখন ইবনে জাফর (রা) এই বিষয়টি যুবাইর (রা) কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, তোমার এই ক্রয়কৃত জিনিসে আমিও অংশীদার হলাম। তারপর আলী (রা) উসমান (রা) এর নিকটে এসে বললেন, এটি থেকে তাকে বাধা দিন। তখন যুবাইর (রা) বললেন, আমি এর অংশীদার হয়েছি। উসমান (রা) বললেন, আমি কি এমন ব্যক্তিকে বাধা দিবো, যার সাথে অংশীদার হিসেবে আছেন যুবাইর (রা)? এই হাদীসটি সহীহ।[১৬১৫]

৭. কখন অপচয়কারীকে তার সম্পদে খরচ করাতে বাধা দেয়া জায়েয?

বিচারকের জন্য অপচয়কারী এবং যে ব্যক্তি ভালোভাবে খরচ করতে জানে না (অর্থাৎ নির্বোধ) তাদেরকে তাদের সম্পদে খরচ করাতে বাধা দেয়া জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ﴾

আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছে অর্পণ করো না (সূরা আন নিসা: ৫)।

যামাখশারী (রহি) বলেন, السُّفَهَاءَ হলো যেখানে সম্পদ খরচ করা উচিত নয় সেখানেও যারা সম্পদ খরচ করে। সম্পদের উন্নতি সাধন, সেটিকে বাড়ানো এবং সেটি ভালোভাবে

[১৬১৫] মুসনাদে শাফেয়ী, হা/৫৫৬, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৬/৬১।

খরচ করাতে তাদের কোন হাত নেই। এখানে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্পদকে তাদের দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, এই সম্পদ একই শ্রেণি, যা দিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[১৬১৬]

৮. কখন ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেয়া যাবে?

ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভালোমন্দ বিচার করতে শিখার বিষয়টি বুঝা না যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾

আর ইয়াতিমদেরকে পরীক্ষা করবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও (সূরা আন নিসা: ৬)।

৯. আর ইয়াতীমের অভিভাবকদের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ থেকে সংগতভাবে খাওয়া জায়েয।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا: أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত সে যেন সংযত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে (সূরা আন নিসা: ৬), এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক দরিদ্র হয় তাহলে তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে ন্যায্য পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।[১৬১৭]

[১৬১৬] আল কাশশাফ, ১/২৪৬।

[১৬১৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭৫, সহীহ মুসলিম, হা/৩০১৯।

الباب الحادى والعشرون اللُّقَطَة

একবিংশ পর্ব: পড়ে থাকা বস্তু

১. পড়ে থাকা কোন বস্তু পেলে কী করবে?

যে ব্যক্তি পড়ে থাকা কোন বস্তু পাবে, সে যেন তার থলে ও বাঁধন চিনে রাখে। তারপর যখন সেটির মালিক আসবে, তখন সেটি তার কাছে অর্পণ করবে। আর মালিক না আসলে এক বছর যাবৎ ঘোষণা করবে।

ইয়াযীদ মাওলা মুনবায়িস (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) -কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

সোনা হোক অথবা রূপা হোক, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থলেটি এবং তার বাঁধন চিনে রাখো। এরপর এক বছর যাবৎ ঘোষণা দিতে থাকো। যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে খরচ করতে পারবে। কিন্তু সেটা তোমার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। এই এক বছরের মধ্যে যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দিবে। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তার সাথে আছে পানির মশক (পেটের মধ্যে কয়েকদিনের পানি ধারণের থলে) জুতোর মত পায়ের পাতা (মরুভূমিতে চলার উপযোগী)। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে যতক্ষণ না মালিক তাকে পেয়ে যায়। তারপর সে হারানো ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তা তোমার জন্য অথবা তোমার অন্য কোন ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য।[১৬১৮]

عِفَاصَ হলো পাত্র, যেটি সাধারণত চামড়া অথবা কাপড়ের টুকরা অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে। এখান থেকেই কাচের বোতলের মুখে যে চামড়া থাকে তাকে এই নামে নামকরণ করা হয়। وِكَاءَ হলো সুতা, যা দিয়ে পাত্রের মুখ শক্তভাবে বাঁধা হয়।

[১৬১৮] সহীহ বুখারী, হা/২৪২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২২।

২. এক বছর যাবৎ ঘোষণার পরে যে ব্যক্তি সেই জিনিস পাবে সেটি নিজের জন্য খরচ করা জায়েয এবং মালিক আসলে সেটি দেয়ার জামিন হবে।

সুআইদ ইবনে গাফলাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً، مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا

আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশ দীনার ছিল এবং আমি (এটা নিয়ে) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও। ফলে আমি এক বছর ঘোষণা করলাম। কিন্তু এটি সনাক্ত করার মতো কোন লোক পেলাম না। তখন আবার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থলে ও এর প্রাপ্ত বস্তুর সংখ্যা এবং এর বাঁধন স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক আসে (তাকে দিয়ে দিবে।) নতুবা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর আমি তা ভোগ করলাম। রাবী বলেন, আমি এরপর মক্কায় তার (সালামাহ) সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিন বছর নাকি এক বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই।[১৬১৯]

ইবনে হাজার (রহি) বলেন, অধিক স্পষ্ট কথা হলো, এই হাদীসের এক রাবী সালামাহ (রহি) এতে ভুল করেছেন। অর্থাৎ পড়ে পাওয়া বস্তুতে তিন বছর ঘোষণা দেয়ার বিষয়ে। তারপর তার স্মরণ হয় এবং তিনি এক বছর ঘোষণা দেয়ার ওপরই অটল ছিলেন। আর রাবীর বর্ণনার মধ্যে যতটুকুতে কোন সন্দেহ নেই শুধু ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে।[১৬২০]

৩. মক্কাতে পড়ে থাকা কোন জিনিসে অন্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি ঘোষণা করতে হবে।

[১৬১৯] সহীহ বুখারী, হা/২৪২৬।

[১৬২০] ফাতহুল বারী, ৫/৭৯-৮০।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা (প্রশংসা) করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে মক্কার ওপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না।[১৬২১]

سَاقِطَة এর অর্থ হলো যা মালিকের অজান্তেই পড়ে গেছে।

مُنْشِدٍ এর অর্থ হলো ঘোষণাকারী।

৪. কোন ব্যক্তি কোন সামান্য জিনিস (যেমন লাঠি, চাবুক বা অনুরূপ কিছু) পড়ে পেলে তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার যদি আশঙ্কা না হতো যে এটি সাদাকার খেজুর, তাহলে আমি এটা খেতাম।[১৬২২]

৫. উট ছাড়া অন্যান্য হারিয়ে যাওয়া পশুকে গ্রহণ করা যাবে।

কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) এর সহীহ হাদীস রয়েছে।

[১৬২১] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫।

[১৬২২] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩১, সহীহ মুসলিম, হা/১০৭১।

الباب الثاني والعشرون الصلح

দ্বাবিংশ অধ্যায়: আপোষ মীমাংসা

১. আপোষ মীমাংসা করা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ﴾

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সাদাকা, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য তাতে (সূরা আন নিসা: ১১৪)।

২. কখন আপোষ মীমাংসা করা জায়েয নয়।

যদি হারামকে হালাল করার অথবা হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা হয়, মুসলিমদের মাঝে তখন আপোষ মীমাংসা করা জায়েয নয়।

আমর ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

মুসলিমদের একে অপরের সাথে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত সন্ধি চুক্তি জায়েয নেই। মুসলিমগণ তাদের একে অপরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত বৈধ নয়। বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এই হাদীসটি সহীহ।[১৬২৩]

৩. জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার দলীল।[১৬২৪]

[১৬২৩] তিরমিযী, হা/১৩৫২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৫৩।

[১৬২৪] কারো হক সম্পর্কে জানা আছে পরে সে সেটি মাফ করে মীমাংসা করে। যেমন কারো তিন হাত জমি নিয়ে বিবাদ হচ্ছে। পরে সে বললো, আমি এক হাত ছেড়ে দিলাম আর দুই হাত জমি আমাকে দেয়া হোক। আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো, এখানে জমির পরিমাণ জ্ঞাত। পক্ষান্তরে জমির পরিমাণ যদি জানা না থাকে যে, সেটি অর্ধেক জমি নাকি তারও বেশি। পরে সে ব্যক্তি বললো, আমাকে এক তৃতীয়াংশ জমি দেয়া হোক, আর বাকী জমি আমি ছেড়ে দিলাম। আর এতেই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হলো। এখানে জমির পরিমাণ অজ্ঞাত।

উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাকো। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ অপেক্ষা দলীল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি আমার শোনার কারণে যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা, (এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে) আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই তাকে বরাদ্ধ দিচ্ছি।[১৬২৫]

أَلْحَنَ শব্দ দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, কেউ কেউ দলীল প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনাতে বেশি জানে এবং এই বিষয়ে তারা বেশি বুদ্ধিমান।

এই হাদীস দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, (প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে) অজ্ঞাত ব্যক্তির থেকেও আপোষ মীমাংস হওয়া জায়েয।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي، وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا

তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর ওপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। (জাবির বলেন) আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকাল সকাল তোমার কাছে আসবো। তিনি সকাল সকাল আমাদের কাছে আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দুআ করলেন। তারপর আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু অতিরিক্ত খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।[১৬২৬]

[১৬২৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৯৬৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৩।

[১৬২৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩৯৫।

حَائِطِي :আমার খেজুরের বাগান।

يحلِّلُوا : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রা) এর বাগান নিতে তাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তার (জাবিরের পিতার) ঋণ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য বললেন।

سَنَغْدُو :এটি غدو শব্দ থেকে এসেছে। সেটি হলো সকাল সকাল যাওয়া।

فَطَافَ : তিনি চারিদিকে ঘুরলেন।

فَجَدَدْتُهَا : এটি جَدَد শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, বাগানের ফল তোলা।

এই হাদীস দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, অজ্ঞান কোন কিছুর দ্বারা জ্ঞাত কোন কিছুর আপোষ মীমাংসা করার জায়েয।

৪. হত্যার দণ্ডবিধিতে আপোষ মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার দলীল।

আমর ইবনে শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ،» فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তাকে নিহতের ওয়ারিশদের কাছে সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে রক্তমূল্য নিতে পারে। রক্তমূল্যের পরিমাণ তিন বছরের ত্রিশটি উষ্ট্রী, চার বছরের ত্রিশটি উট এবং চল্লিশটি গাভিন উষ্ট্রী হতে হবে। দুই পক্ষের মধ্যে কোন রকম সমাধান হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রক্তমূল্যকে কঠোর করার জন্য এমনটি বলা হয়েছে। এই হাদীসটি হাসান।[১৬২৭]

حِقَّةً : সেটি হলো এমন উট যেটি চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে।

جَذَعَةً : সেটি হলো এমন উট যেটি পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে।

خَلِفَةً : সেটি হলো গর্ভবতী উষ্ট্রী।

[১৬২৭] তিরমিযী, হা/১৩৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৬।

৫. অস্বীকার ও চুপ থাকার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করা জায়েয হওয়ার দলীল।

কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا، كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: يَا كَعْبُ. قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ

তিনি মসজিদের ভিতরে ইবনে আবী হাদরাদ (রা)-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দুই জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর কা'ব ইবনে মালিক (রা) কে ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব! তখন কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাববায়ক হে আল্লাহর রসূল! তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পাওনা ঋণ হতে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠো আর বাকীটা পরিশোধ করে দাও।[১৬২৮]

سِجْفَ حُجْرَتِهِ হলো ঘরের পর্দা।

এই হাদীসে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, দুই ব্যক্তির মাঝে মতপার্থক্য হওয়া। যদি তাদের মাঝে এই মতপার্থক্য পণ্যের পরিমাণ নিয়ে হয়, তাহলে সেটি হলো অস্বীকারের মাধ্যমে আপোষ মীমাংস। আর শরীআত প্রণেতা এটিকে জায়েয করেছেন। আর যদি তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয় (পণ্যের মূল্য) আগে আগে অথবা বিলম্বিত করে পরিশোধের ব্যাপারে, তাহলে সেটিও হবে অস্বীকারের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা। কেননা পরিশোধের সময়ে অস্বীকার করাতে, যার ঋণ রয়েছে তার কিছু আগে আগে পরিশোধ করার মাধ্যমে মীমাংস করা হবে। আর ঋণের অবশিষ্টাংশ পরিশোধের সময় সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির দাবির মোকাবেলাতে থেকে যাবে।

[১৬২৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৮।

الكتاب الثامن كتاب الأيمان

অষ্টম পর্ব: কসম সম্পর্কে

১. কসমের সংজ্ঞা।

الأيمان শব্দটি 'হামযা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। এটি يمين শব্দের বহুবচন। ভাষাগতভাবে يمين শব্দের মূল অর্থ হলো হাত। কিন্তু কসমের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো, (জাহিলী যুগের লোকজন) যখন পরস্পর কসম করতো, তখন তারা প্রত্যেকেই একে অন্যের হাত ধরতো।

আর শরীআতগতভাবে يمين হলো, আল্লাহ তা'আলার কোন নাম বা গুণ উল্লেখ করে কোন কিছুকে জোরদার করা।

২. কিসের মাধ্যমে শপথ করলে সেটি কার্যকর হবে।

শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম অথবা তার কোন গুণ দিয়ে কসম করলে সেটি কার্যকর হবে।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কসম ছিল وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ বাক্য দ্বারা। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহ তা'আলার) কসম।[১৬২৯]

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি বাহিনী পাঠালেন যার আমীর নিযুক্ত করলেন উসামাহ ইবনে যায়িদ (রা) কে। কতক লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে সমালোচনা করলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা যদি তাঁর

[১৬২৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২৮।

নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করো, তবে শুনে রেখো, ইতোপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল।[১৬৩০]

৩. আল্লাহ তা'আলা এবং তার গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করা হারাম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছুর নামে।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত যে,

أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ

তিনি উমার ইবনে খাত্তাব (রা) কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে শপথ করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে তাদেরকে বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিজেদের পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে, তা না হলে সে যেন চুপ থাকে।[১৬৩১]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

যে ব্যক্তি শপথ করে এবং বলে, 'লাত ও উয্যার শপথ', তখন সে যেন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবূদ নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৩২]

৪. যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) কসম করবে, সে তেমনই হবে যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

সাবিত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سوى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ

[১৬৩০] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২৭, সহীহ মুসলিম, হা/২৪২৬।

[১৬৩১] সহীহ বুখারী, হা/৬১০৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৬।

[১৬৩২] সহীহ বুখারী, হা/৬১০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৭।

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হবার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করে সে যেমন বলল, তেমনই হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৩৩]

৫. যে ব্যক্তি কসম করে ইস্তেসনাহ (ব্যতিক্রম) করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (অর্থাৎ কোন কারণে কসম ভঙ্গ করলেও তাতে কোন কাফফারা নেই)।

আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ

কেউ কসম করে ইনশা-আল্লাহ বললে তার কসম ভঙ্গের কারণে কোন অপরাধ হবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৩৪]

৬. কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম করে, তারপর তার চেয়ে অন্য কিছুকে অধিক কল্যাণকর মনে করে, (তাহলে সে যেন উত্তমটি গ্রহণ করে এবং) তার কসমের কাফফারা আদায় করে।

আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে পাও তবে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে সেই কসমের কাফফারা আদায় করে তার থেকে উত্তমটি গ্রহণ করো।[১৬৩৫]

৭. কাউকে যদি কোন কমস করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে আর সেই কসম ভঙ্গের কারণে সে পাপী হবে না।

[১৬৩৩] সহীহ বুখারী, হা/১৩৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/১১০।

[১৬৩৪] তিরমিযী, হা/১৫৩২, ইবনে মাজাহ, হা/২১০৪, নাসাঈ, হা/৩৮৫৫।

[১৬৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং জোরপূর্বক কৃত কাজের দায়ভার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৩৬]

৮. কসমকারী যদি তার কসমের মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে জানে, তাহলে সেটিই হলো ইয়ামীনুল গুমুস (মিথ্যা কসম)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

এক বেদুঈন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহ কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা কসম কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি (কসমের সাহায্যে) মুসলিমের ধন-সম্পদ হরণ করে নেয় অথচ সে এ কসমের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারী।[১৬৩৭]

৯. অর্থহীন কসমের জন্য কোন পাকড়াও নেই।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ﴾

তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তিনি সেসব কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তর সংকল্প করে অর্জন করেছে। আর আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহিষ্ণু (সূরা আল বাকারা: ২২৫)।

[১৬৩৬] ইবনে মাজাহ, হা/২০৪৫।

[১৬৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২০।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত ।

أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: { لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ } فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ

তিনি বলেন, لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لَا وَاللهِ না আল্লাহর শপথ, بَلَى وَاللهِ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে ।[১৬৩৮]

১০. এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক হলো, কসম পূরণ করাতে সাহায্য করা।

বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে যে কাজগুলো করতে আদেশ করেছেন তা হলো, রোগীর শুশ্রূষা, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির উত্তর দেয়া, শপথকারীর শপথ পূরণে সাহায্য করা, মাজলুম ব্যক্তির সাহায্য করা, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সালামের জবাব দেয়া। আর তিনি আমাদেরকে যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন তা হলো, স্বর্ণের আংটি বা তিনি বলেছেন, স্বর্ণের বলয়, রৌপ্য পাত্রে পানি পান করতে, রেশম এর তৈরী লাল রঙের হাওদা, রেশম মিশ্রিত কিসসী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাপড়, মিহি রেশম, মোটা রেশম কাপড় পড়তে ।[১৬৩৯]

إِجَابَةِ الدَّاعِي বা দাওয়াত কবুল করা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো অলীমা বা অনুরূপ কোন খাবারের দাওয়াত কবুল করা।

الْمَيَاثِرِ সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন, এটি مِيثَرَة শব্দের বহুবচন। এটি হলো একধরনের বিছানার কাপড়, যেটি মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য বাহনের জিনের ওপরে স্থাপন করতো। এটি হলো অনারবদের যানবাহন। এই বিছানার কাপড়টি রেশম দিয়েও তৈরি হয় আবার পশমসহ অন্য কিছু দিয়েও তৈরি হয়।

[১৬৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৬১৩।

[১৬৩৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৬৩, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৬।

ٱلْقَسِّيِّ হলো কিসসী নামক স্থানে তৈরি করা রেশমের ভাজবিশিষ্ট কাপড়। কিসসী হলো মিশরের একটি জায়গার নাম। এটি হলো মিশরের টেনিস শহরের নিকটে সমুদ্রের তীরবর্তী একটি এলাকা।

ٱلْإِسْتَبْرَقِ হলো মোটা রেশম কাপড়।

ٱلدِّيبَاجِ হলো রেশমের তৈরি কাপড়।

১১. কসমের কাফফারার বর্ণনা।

যে ব্যক্তি তার কসম ভঙ্গ করবে, তার কাফফারা হবে নিচের যেকোন একটি:

১. দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও

২. অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা

৩. অথবা একজন দাস-দাসী মুক্তি করা।

যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটিই করতে পারবে না, তার জন্য কাফফারা হলো তিনদিন সিয়াম পালন করা। পূর্বে বর্ণিত তিনটির কোন একটি আদায় করতে সক্ষম হলে, সিয়াম পালন করে কাফফারা আদায় করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ﴾

তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি। কিন্তু যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো (সূরা আল মায়িদা ৫:৮৯)।

১২. নিজের ওপর কোন কিছু হারাম করার কসমের বিধান।

কেউ যদি বলে যে, এই খাবার আমার জন্য হারাম অথবা অমুকের বাড়িতে প্রবেশ করার আমার জন্য হারাম ইত্যাদি, তাহলে সেটি তার জন্য হারাম হবে না, কিন্তু সেই কাজটি করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢﴾

হে নাবী! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আত তাহরীম: ১-২)।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তাই আমি এবং হাফসা স্থির করলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন, সে তাকে বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, না, বরং আমি যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর নিকট মধু পান করেছি। (তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করবো না। তুমি এ ব্যাপারে অন্য কাউকে জানাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৪০]

[১৬৪০] সহীহ বুখারী, হা/৪৯১২।

الكتاب التاسع كتاب النذور

নবম পর্ব: নযর বা মানত সম্পর্কে।

১. নযর বা মানতের সংজ্ঞা।

النذور শব্দটি نذر শব্দের বহুবচন। এর আসল শব্দ হলো إنذار , যার অর্থ হলো ভয় দেখানো।

রাগিব আল ইসপাহানী (রহি) মানতের সংজ্ঞায় বলেন, কোন বিষয় ঘটার কারণে যা ওয়াজিব নয় এমন কিছুকে ওয়াজিব করে নেয়াকে মানত বলে।[১৬৪১]

২. মানত শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ﴾

আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তা জানেন (সূরা আল বাকারা ২:২৭০)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾

তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে আর প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে (সূরা আল হাজ্জ: ২৯)। যারা মানত পূরণ করে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا﴾

তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক (সূরা আল ইনসান: ৭)।

আর মানত শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসটি সামনেই আসছে।

৩. কখন মানত সহীহ হবে?

শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানত করলেই তা সহীহ হবে। সুতরাং অবশ্যই সেটি (আল্লাহর) নৈকট্যের জন্য হতে হবে। আর আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত নেই।

[১৬৪১] ফাতহুল বারী, ইবনু হাজার, ১১/৫১৬।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।[১৬৪২]

৪. মানত করা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তা কিছুই প্রতিহত করতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে শুধু কৃপণ ব্যক্তি থেকে (কিছু মালধন) বের করা হয়।[১৬৪৩] সাঈদ ইবনে হারিস (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন,

أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ

তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে নিতেও পারে না এবং পিছাতেও পারে না। বরং মানতের মাধ্যমে শুধু কৃপণের নিকট হতে (কিছু ধন মাল) বের করে নেয়া হয়।[১৬৪৪]

৫. আল্লাহর অবাধ্যতার বিভিন্ন প্রকার মানত:

ক. (কোন কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে) সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখার বিপরীতে যে মানত,

খ. আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ করে ওয়ারিশদের মাঝে কম বেশি করার জন্য যে মানত।

গ. কবরের জন্য মানত করা

[১৬৪২] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬।

[১৬৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯।

[১৬৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৯।

ঘ. মসজিদ চাকচিক্য করার জন্য মানত করা।

(এগুলো আল্লাহর তাআলার অবাধ্যতার মানত হওয়ার) কারণ হলো, এগুলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মানত নয়, এগুলোর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেও মানত নয় এবং এগুলো শারঈ দলীলের বিপরীত।

৬. আল্লাহ তাআলা শরীআতসম্মত করেননি এমন কাজ করার কেউ মানত করলে সেটি পূরণ করা আবশ্যক নয়।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

এক সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল আবূ ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং সিয়াম পালন করবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে বলো, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার সিয়াম পূর্ণ করে।[১৬৪৫]

৭. যেই কাজটি করতে সক্ষম নয়, এমন কাজের কেউ মানত করলে সেটি পূরণ করা আবশ্যক নয়। আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ هَذَا، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন, তার কী হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হাজ্জ করার মানত করেছেন। তখন তিনি বললেন, লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার কোন দরকার নেই। অতঃপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।[১৬৪৬]

৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করে অথবা এমন কাজ করার মানত করে যেই কাজ করতে সক্ষম নয়, তাহলে তার জন্য কসমের কাফফারা দেয়া আবশ্যক।

[১৬৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৭০৪।

[১৬৪৬] সহীহ বুখারী, হা/১৮৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪২।

উকবাহ ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ، كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

কসমের কাফফারাই মানতের কাফফারাহ।[১৬৪৭] আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করা জায়েয নেই। (কেউ করলে) এর কাফফারাহ হবে শপথ ভঙ্গের কাফফারাহর সমান। এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে সহীহ।[১৬৪৮]

৯. কোন ব্যক্তি যদি মুশরিক থাকাবস্থায় (আল্লাহর) আনুগত্যের জন্য মানত করে, তারপর যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেই মানত পূরণ করা তার জন্য আবশ্যক।

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

উমার (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পূরণ করো।[১৬৪৯]

১০. যে ব্যক্তি তার পুরো সম্পদ দেয়ার মানত করে তার বিধান কী?

কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকা তিন সাহাবীর বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসের শেষের দিকে তিনি বলেন,

إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

[১৬৪৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৪৫।

[১৬৪৮] আবূ দাউদ, হা/৩২৯০, তিরমিযী, হা/১৫২৪, নাসাঈ, হা/৩৮৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/২১২৫।

[১৬৪৯] সহীহ বুখারী, হা/২০৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫৬।

আমার তাওবা এটাই যে আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হবো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মালের কিছুটা তোমার নিজের জন্য রাখো, এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর।[১৬৫০]

১১. বাবার মৃত্যুর পরে সন্তান যদি সেই বাবার মানত পূরণ করে, তাহলে সেটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْضِهِ عَنْهَا

সা'দ ইবনে উবাদাহ আল আনসারী (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কোন এক মানতের ব্যাপারে, যা আদায় করার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করো।[১৬৫১]

[১৬৫০] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯০, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।

[১৬৫১] সহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৮।

الكتاب العاشر كتاب الأطعمة

দশম পর্বঃ খাদ্যদ্রব্য

الباب الأول: المحرمات من الأطعمة

প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য

الباب الثاني: الصيد

দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার।

الباب الثالث: الذبح

তৃতীয় অধ্যায়: জবাই করা

الباب الرابع: الأشربة

চতুর্থ অধ্যায়: পানীয় সম্পর্কে।

الباب الخامس: الضيافة

পঞ্চম অধ্যায়: আতিথেয়তা বা মেহমানদারী

الباب السادس: آداب الأكل

ষষ্ঠ অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব।

الباب السابع: الأضحية

সপ্তম অধ্যায়: কুরবানির বিধিবিধান

الباب الثامن العقيقة

অষ্টম অধ্যায়: আকীকার বিধিবিধান।

الباب الأول: المحرمات من الأطعمة

প্রথম অধ্যায়: হারাম খাদ্যদ্রব্য

১. সকল কিছুর মূল হলো তা হালাল। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন শুধু সেগুলোই হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾

হে মানুষ! জমিনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার করো (সূরা আল বাকারা ২:১৬৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ﴾

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো। আর খাও এবং পান করো কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। বলুন, আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? (সূরা আল আরাফ ৭:৩১-৩২)।

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে অথবা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যেসব খাবার হারাম বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো ছাড়া অন্য খাবার হারাম নয়। আর আল্লাহ তা'আলা যেসব খাবার হারাম করেননি সেগুলোকে হারাম করা হলো মূলত আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যারোপ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ٥٩ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾

বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো, বলুন, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করছ? আর যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কী ধারণা? (সূরা ইউনুস ১০:৫৯-৬০)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ١١٦ مَتَٰعٞ قَلِيلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾

আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আন নাহল **১৬:১১৬-১১৭**)।

আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন),

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا "، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল। আর যা তিনি হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছে তা তার অনুগ্রহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা ভুলে যান না। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন যে, আপনার রব ভুলে যান না (সূরা মারইয়াম **১৯:৬৪**)। এই হাদীসটি হাসান।[১৬৫২]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে জনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হাজ্জ করো। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! তা কি প্রতি বছর? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি হ্যাঁ বললে তা ফরয হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন,

[১৬৫২] মুসতাদরাকে হাকিম, হা/৩৪১৯, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯৭২৪।

তোমরা আমাকে ততটুকু কথার ওপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই, তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ করো।[১৬৫৩]

২. আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত যেসকল খাবারগুলো হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমে বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ﴾

আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে খাবে না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার (সূরা আল আনআম ৬:১১৯)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু, গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু, প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু, উপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্তু, অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলী দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন

[১৬৫৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৩৭।

হিসেবে পছন্দ করলাম। অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নাতে বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মায়িদা ৫:৩)।

﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু: অর্থাৎ যেই পশু জবাই করার সময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে।

﴿وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ﴾ প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু: অর্থাৎ যেই পশুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মারা হয়েছে।

﴿وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ﴾ ওপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্তু: অর্থাৎ যেই পশু উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা যায়।

﴿وَٱلنَّطِيحَةُ﴾ অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু: অর্থাৎ যেই পশু অন্য পশুর শিং এর আঘাতে মারা গেছে।

﴿وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু: অর্থাৎ হিংস্র পশুতে খাওয়ার পরে সেই পশুর অবশিষ্টাংশ।

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া: অর্থাৎ এই পশুগুলোর মধ্যে যেগুলোকে তোমরা জীবিত অবস্থায় পেয়ে জবাই করেছো সেগুলো ছাড়া (অর্থাৎ এগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য জায়েয)।

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলী দেয়া হয় তা: অর্থাৎ যেগুলো তাগূতের জন্য জবাই করা হয়।

﴿وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ﴾ জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা: একে قداح নামেও নামকরণ করা হয়। সেটি হলো তীর যেগুলো জাহিলী যুগে আরবদের নিকটে ছিল। সেগুলোর একটিতে লিখা ছিল 'আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন' আরেকটিতে ছিল 'আমার রব আমাকে নিষেদ করেছেন' আর অন্যটিতে এগুলোর কিছুই ছিল না। যখন তারা সফর করতে অথবা বিবাহ করতে অথবা এরকম কোন কাজ করার ইচ্ছা করতো, তখন তারা এই তীরগুলো যেই ঘরে রাখা থাকতো সেই ঘরে আসতো। তারপর সেই তীর দিয়ে তারা ভাগ্য নির্ধারণ করতো। যদি আদেশ সংক্রান্ত তীরটি বের হতো, তাহলে তারা সেই কাজের দিকে অগ্রসর হতো। আর যদি নিষেধ সংক্রান্ত তীরটি বের হতো, তাহলে সেই কাজ থেকে বিরত থাকতো। আর যদি অন্যটি বের হতো, তাহলে তারা আবার আরেকটি তীর বের করতো যতক্ষণ না আদেশ অথবা নিষেধ সংক্রান্ত তীরটি বের না হতো।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমে বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ﴾

আর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেও না এবং নিশ্চয় তা গর্হিত (সূরা আল আনআম ৬:১২১)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনআমে আরো বলেন,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ﴾

বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, প্রবাহিত রক্ত ও শুকরের গোশত ছাড়া। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে (সূরা আল আনআম ৬:১৪৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾

তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম (সূরা আল মায়িদা ৫:৯৬)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আরাফে বলেন,

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾

আর তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপবিত্র বস্তু হারাম করেন (সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭)।

৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে বর্ণিত যেসকল খাবারগুলো হারাম।

ক. কর্তন বিশিষ্ট সকল হিংস্র পশু।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

কর্তন বিশিষ্ট সকল প্রকার হিংস্র জন্তুই খাওয়া হারাম।[১৬৫৪]

খ. বড় নখবিশিষ্ট পাখি।

[১৬৫৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৩।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তন বিশিষ্ট সব ধরনের হিংস্র জন্তু এবং বড় নখবিশিষ্ট সব ধরনের পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।[১৬৫৫]

গ. গৃহপালিত গাধা।

বারাআ ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ

খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা গৃহপালিত গাধার গোশত ফেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খাওয়ার অনুমতি দেননি।[১৬৫৬]

ঘ. (ভালো খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে) পরিবর্তন করার আগে জাল্লালাহ পশুর (যে পশু নোংরা বস্তু ভক্ষণ করে) গোশত খাওয়া।

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালাহ পশুর (যে পশু নোংরা বস্তু ভক্ষণ করে) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৫৭]

জাল্লালাহ হলো, যেই প্রাণী নোংরা বস্তু ভক্ষণ করে। এটি আসলে উটের জন্য ব্যবহৃত হতো। পরে অন্য প্রাণীর জন্যও ব্যবহৃত হয়।

ঙ. কুকুর।

এই বিষয়ে এমন কোন মতভেদ নেই যেটি ধর্তব্য হতে পারে। আর কুকুর হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, যারা মৃতদেহ ভক্ষণ করে। আর কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

[১৬৫৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৪।

[১৬৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৪২২৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৮।

[১৬৫৭] আবূ দাউদ, হা/৩৭৮৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৮৯, তিরমিযী, হা/১৮২৪।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।[১৬৫৮]

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ হলো, ব্যভিচারিণী মহিলা ব্যভিচারের বিনিময়ে যেটি গ্রহণ করে। একে মোহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এটি (বাহ্যিকভাবে) মোহরের মতই মনে হয়। অথচ এটি মুসলিমগণের ইজমার ভিত্তিতে হারাম।

وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ হলো, গণকী করার কারণে যা দেয়া হয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন। এর দলীল হলো, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বার রুকনের নিকট বসে থাকতে দেখি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তিনবার বললেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লা'নত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করতো। অথচ আল্লাহ যখন কোনো জাতির জন্য কোনো বস্তু খাওয়া হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৫৯]

চ. বিড়াল।

কেননা এরা হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, যারা মৃতদেহ ভক্ষণ করে। আর বিড়ালের মূল গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে জাবির (রা) এর হাদীসে।

আবূ যুবায়র (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

[১৬৫৮] সহীহ বুখারী, হা/২২৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৭।

[১৬৫৯] আবূ দাউদ, হা/৩৪৮৮।

আমি জাবির (রা) এর নিকট কুকুর ও বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৬০]

আর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন, যেমনটি একটু পূর্বেই ইবনে আব্বাস (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হলো।

৪. পূর্বে যে খাবারগুলোর কথা বর্ণিত হলো সেগুলো ছাড়া অন্য খাবারের বিধান।

যেগুলোতে হারাম এবং হালাল হওয়ার কোন স্পষ্ট দলীল নেই, এছাড়াও যেগুলো হত্যা করারও আদেশ করা হয়নি এবং হত্যা করতে নিষেধ করাও হয়নি, সেগুলোর বিষয়ে আরবের শহরের বসবাসকারীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে, বেদুঈনদের দিকে নয়। আর এক্ষেত্রে আরবদের রীতিকে বিবেচনা করা হবে। কেননা শরীআত দিয়ে সর্বপ্রথম তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের মাঝেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়েছে এবং কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রাণীকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন সেই প্রাণী হালাল নয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হলো, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক ও হিংস্র কুকুর।[১৬৬১]

ফাকিহা ইবনে মুগীরা (রা) এর মুক্তদাসী সায়িবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: " هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ

আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট প্রবেশ করে তার ঘরে একটি রক্ষিত বর্শা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কী করেন? তিনি বলেন, আমরা

[১৬৬০] সহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৯।

[১৬৬১] সহীহ বুখারী, হা/৩৩১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১১৯৮।

এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিলো না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, শুধু গিরগিটি ব্যতীত। সে আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৬২]

অনুরূপভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন সেই প্রাণীও হালাল নয়।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ، النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার প্রকার প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো, পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি এবং চড়ুই সদৃশ পাখি।

صُرَدِ হলো চড়ুই এর চেয়ে বড় পাখি। আযহারী (রহি) বলেন, এরা চড়ুই পাখিকে শিকার করে। আবার বলা হয়েছে যে, صُرَدِ হলো সাদাকালো দাগবিশিষ্ট এবং বড় মাথাওয়ালা পাখি, যারা গাছে থাকে। এই পাখির অর্ধেক শরীর সাদা আর অর্ধেক কালো এবং এদের ঠোঁট লম্বা।

৫. যা হারাম করা হয়েছে নিরূপায় অবস্থায় তা খাওয়া বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

কিন্তু যে নিরূপায় হবে অথচ সে অবাধ্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তাহলে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল বাকারা ২:১৭৩)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নাতে বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মায়িদা: ৩)।

[১৬৬২] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৫৩৪, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৩১।

الباب الثاني: الصيد

দ্বিতীয় অধ্যায়: শিকার করা।

১. যা শিকার করা জায়েয।

সেটি হলো, কেটে ফেলে বা জখম করে এমন অস্ত্র (যেমন লোহা) এবং শিকারী পশুর (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর) মাধ্যমে যা শিকার করা হয়, তা হালাল যদি তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।

আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারবো? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি বৈধ হবে? উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো, যদি অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করো। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছো সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছো, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছো, সেটি যদি যবহ করতে পারো তবে তা খেতে পারো।[১৬৬৩]

[১৬৬৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৩০।

২. তীর দিয়ে শিকার করার শর্ত হলো ছিদ্র হয়ে যাওয়া।

আদী ইবনে হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত পশুর গোশত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পার্শ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি বিসমিল্লাহ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার ওপর আমি বিসমিল্লাহ পড়িনি এবং আমি জানি না, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের ওপর বিসমিল্লাহ পড়েছো, অন্যটির উপর পড়নি।[১৬৬৪]

৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে যদি অন্য কুকুর (শিকারে) অংশ নেয়, তাহলে তাদের শিকার হালাল নয়। কেননা এই বিষয়ে একটু আগেই আদী ইবনে হাতিম (রা) এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সামনেও এমন বর্ণনা আসছে।

৪. আর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার থেকে খায় তাহলে সেটিও হালাল নয়। কেননা সে সেটি নিজের জন্য ধরেছে।

আদী ইবনে হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠিয়ে থাকো তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও, যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না)। কেননা, তখন আমার আশঙ্কা হয় যে,

[১৬৬৪] সহীহ বুখারী, হা/২০৫৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯।

সে শিকার নিজেরই উদ্দেশ্যেই ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে খাবে না।[১৬৬৫]

৫. যদি কয়েকদিন পরে শিকারকে পাওয়া যায়, তাহলে তার বিধান।

নিক্ষেপ করা তীর শিকারে পতিত হওয়ার পরে যদি পানি ছাড়া অন্য কোথাও তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, যদিও তা কয়েকদিন পরে হোক, তাহলে সেটি হালাল, যতক্ষণ না সেটি পচে যায় অথবা জানা যায় যে, তার তীর ছাড়া অন্য তীর সেই শিকারকে হত্যা করেছে।

আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে পাঠাও, এরপর কুকুর শিকার করে এবং মেরে ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের ওপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তাহলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে থাকো; এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমন অবস্থায় পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না।[১৬৬৬]

[১৬৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৮৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯।

[১৬৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৯২৯।

الباب الثالث: الذبح

তৃতীয় অধ্যায়: জবাই করা

১. জবাই করার সংজ্ঞা।

সেটি হলো, যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং ঘাড়ের দুই পাশের দু'টি রগ ও খাদ্যনালী কেটে ফেলা।

২. যে জিনিস দিয়ে জবাই করা সঠিক হবে।

রাফি ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْجِلْ، أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আগামী দিন আমরা শত্রুর সম্মুখীন হবো অথচ আমাদের সঙ্গে কোন ছুরি নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সতর্ক দৃষ্টি রাখো কিংবা তিনি বলেছেন, তাড়াতাড়ি করো। যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটি খাও। যতক্ষণ সেটি দাঁত কিংবা নখ দিয়ে না হয়। এ ব্যাপারে তোমাদের জানাচ্ছি, দাঁত হলো হাড়, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। তিনি (রাবী) বলেন, আমরা গণীমত হিসেবে অনেকগুলো উট এবং ছাগল লাভ করলাম। সেগুলোর মধ্যে একটি উট পালিয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি উটটির দিকে তীর ছুঁড়লে আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সকল চতুষ্পদ জীবের মধ্যে বন্য পশুর স্বভাব আছে। কাজেই, এগুলোর কোনটি যদি এমন করে, তাহলে তার সঙ্গে এরকমই ব্যবহার করবে।[১৬৬৭]

مُدًى শব্দটি مُدْيَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো ছুরি।

أَرْنِي অর্থাৎ কর্তন করতেই থাকো, বিরক্ত হয়ো না। যেমন, رنوتُ النظرَ إلى الشيء বলা হবে, যখন আমি সেই দিকেই অবিরাম তাকিয়েই আছি।

[১৬৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৮।

অথবা أَرْنِي এটি দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, তার দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখো এবং সতর্ক থাকো। যাতে করে সে সর্বদাই জবাই করার স্থানেই থাকে। আর أَرْنِي শব্দটি হলো ارم এর ওজনে।

فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ : এর অর্থ হলো, একটি উট ছুটে পালিয়ে গেল।

أَوَابِدَ এটি آبِدَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, ছুটে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া এবং অবাধ্য হওয়া। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, أبدت تأبدُ وتأبدت এর অর্থ হলো, মানবিক থেকে বের হয়ে বন্য হয়ে যাওয়া।

৩. জবাইকৃত প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হারাম।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি দু'টি কথা মনে রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন জবাই করবে তখন দয়ার সঙ্গে জবাই করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার জবাইকৃত জন্তুকে যেন আরাম দেয়।[১৬৬৮]

القِتلة : শব্দটি 'ক্বফ' বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়, যার অর্থ হলো, জবাই করার অবস্থা ও পদ্ধতি।

لْيُحِدَّ : এটিকে أَحَدَّ السِّكِّيْنَ وحَدَّدَها واسْتَحَدَّها এভাবেও বলা হয়ে থাকে, যার অর্থ হলো ছুরিকে ধারালো করা।

فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ জবাইকৃত জন্তুকে যেন আরাম দেয়: অর্থাৎ ছুরি ধারালো করে এবং তাড়াতাড়ি ছুরি চালিয়ে এবং অন্য উপায়ে জবাইকৃত জন্তুকে যেন আরাম দেয়। আর মুস্তাহাব হলো, জবাইয়ের জন্য রাখা পশুর সামনে ছুরি ধার দিবে না, একটি পশুর উপস্থিতিতে আরেকটি পশু জবাই করবে না এবং জবাই করার স্থানে তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে আনবে না।

[১৬৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫।

৪. আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করা হারাম।

আবূ তুফাইল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ عَلِيٌّ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا. قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে কিছু বলে গেছেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি এমন কোন ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষভাবে কিছু বলে যাননি, তবে একমাত্র আমার তলোয়ারের এ খাপটিতে যা আছে তা ব্যতীত। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি সহীফা (লিখিত কাগজ) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল 'আল্লাহ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করে। আল্লাহ লা'নত করেন সে লোককে, যে জমিনের সীমানা চুরি করে। আল্লাহ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে তার পিতাকে লা'নত করে। আল্লাহ লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে, যে কোন বিদয়াতীকে আশ্রয় দেয়।[১৬৬৯]

قِرَاب سَيْفِي : হলো চামড়ার তৈরি এক ধরনের থলি, যাতে তরবারির খাপসহ তরবারি এবং এর সাথে আরো কিছু হালকা অস্ত্র থাকতে পারে।

৫. কোন ভাবেই জবাই করতে যদি অক্ষম হয়, তাহলে তাকে আঘাত করা ও তীর ছোড়া জায়েয। তখন এটিই জবাই করার মতো হবে। আর পূর্বেই এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে রাফি ইবনে খাদিজ (রা) থেকে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬. মাকে জবাই করা হলো তার বাচ্চাকেও জবাই করা।

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জবাইকৃত পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে তাও খেতে পারো। মুসাদ্দাদ (রহি)-

[১৬৬৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৮।

এর বর্ণনাতে রয়েছে, আমরা বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আমরা উষ্ট্রী, গাভী ও বকরী জবাই করার পর কখনো এর পেটে ভ্রূণ পেয়ে থাকি। আমরা এ ভ্রূণ ফেলে দিবো নাকি খাবো? তিনি বললেন, ইচ্ছা হলে খেতে পারো। কেননা মাকে জবাই করাই একে জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৭০]

৭. কোন জীবিত পশু থেকে যা পৃথক করা হবে (যেমন কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হলে), তাহলে সেই পৃথক করা অংশটিও মৃত হিসেবে গণ্য হবে।

আবূ ওয়াকিদ আল লাইছী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ

জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসেবেই গণ্য হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৬৭১]

৮. মৃত প্রাণীর মধ্যে মাছ ও টিড্ডি বা পঙ্গপাল এবং রক্তের মধ্যে কলিজা ও প্লীহাকে হালাল করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি এবং দু'প্রকারের রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৭২]

[১৬৭০] আবূ দাউদ, হা/২৮২৭, তিরমিযী, হা/১৪৭৬, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৯৯।

[১৬৭১] আবূ দাউদ, হা/২৮৫৮, তিরমিযী, হা/১৪৮০।

[১৬৭২] ইবনে মাজাহ, হা/৩৩১৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮২: জবাই করার আদব

জবাই করার আদবঃ

১। প্রাণীর প্রতি করুণা করা। এ করুণাটি অস্ত্র ধারালো করা এবং দ্রুত কর্তনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় যার ফলে পশু কষ্ট অনুভব করে না। পশুকে জবাই করার উদ্দেশ্যে শোয়ানোর পূর্বে ছুরিকে ধারালো করা ভাল।[১৬৭৩]

২। জবাই করার পূর্বে প্রাণীকে শোয়ানো (তবে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করতে হয়): এটি পশুর জন্য অধিক উপযোগী। আর এ বিষয়ে সকল মুসলিম একমত।[১৬৭৪]

৩। পশুর গলার পৃষ্ঠদেশে পা রাখা।[১৬৭৫]

৪। জবেহকৃত প্রাণীকে কিবলামুখী করা মুস্তাহাব।[১৬৭৬]

৫ ও ৬। জবাই করার সময় بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলা- আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান:[১৬৭৭] **অথবা**

بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ --، وَآلِ --

বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন--(নাম বলবে), ওয়া আলি--(নাম বলবে)। আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর...পক্ষ থেকে, ...পরিবারের পক্ষ থেকে।[১৬৭৮] সমাপ্ত।

[১৬৭৩] সহীহ মুসলিম ১৯৫৫।

[১৬৭৪] সহীহ মুসলিম ১৯৬৭, সুবুলুস সালাম ৪/১৬২

[১৬৭৫] সহীহ বুখারী ৫৫৫৮।

[১৬৭৬] সহীহ: আবূ দাউদ ২৭৭৮, মুয়াত্তা মালেক ৮৫৪।

[১৬৭৭] সহীহ মুসলিম ১৯৬৬, আবূ দাউদ ২৮১০, তিরমিযী ১৫২১।

[১৬৭৮] সহীহ মুসলিম ১৯৬৭।

الباب الرابع: الأشربة

চতুর্থ অধ্যায়: পানীয় সম্পর্কে।

১. নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি বস্তুই মদ, আর নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি বস্তুই হারাম।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

যা কিছু নেশা তৈরি করে সেটিই মদ। আর যা নেশা উদ্রেক করে সেটিই হারাম।[১৬৭৯]

২. যে বস্তুর বেশি পরিমাণ নেশার সৃষ্টি করে তার কম পরিমাণও হারাম।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

নেশা উদ্রেককারী যে কোনো বস্তুই হারাম। যে বস্তুর এক ফারক পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্রেক হয় তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৮০]

فَرَقُ শব্দটির 'র' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়। এটি এক ধরনের পরিমাপ, যার পরিমাণ হলো প্রায় ১২.৬১৭ লিটার।

৩. সকল ধরনের পাত্রেই নাবীয বানানো জায়েয।

বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

[১৬৭৯] সহীহ মুসলিম, হা/২০০৩।

[১৬৮০] আবূ দাউদ, হা/৩৬৮৭, তিরমিযী, হা/১৮৬৬।

আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম চামড়ার তৈরি সব রকম পাত্রে (বানানো নাবীয) পান করতে। কিন্তু এখন তোমরা সর্বপ্রকার পাত্রেই পান করতে পারো। তবে নেশা জাতীয় কোন প্রকার জিনিসে বানানো নাবীয পান করো না।[১৬৮১]

৪. দুই শ্রেণিকে একত্রে (যেমন খেজুরের সাথে কিশমিশ) মিশিয়ে নাবীয বানানো জায়েয নয়।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসমিসের সাথে শুকনো খেজুর একসাথে মিশিয়ে নাবীয বানাতে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশিয়ে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।[১৬৮২]

৫. মদকে সিরকাতে পরিণত করা হারাম।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ: لَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ দিয়ে সিরকা তৈরি করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, না (মদ দিয়ে সিরকা তৈরি করা যাবে না)।[১৬৮৩]

৬. সুগন্ধ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত (ফলের) রস ও নাবীয পান করা জায়েয।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিসমিস পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। তিনি সেদিন, তার পরের দিন এবং তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত তা পান করতেন। অতঃপর তার নির্দেশে কোন লোককে পান করানো হতো কিংবা ফেলে দেয়া হতো।[১৬৮৪]

[১৬৮১] সহীহ মুসলিম, হা/৯৭৭।

[১৬৮২] সহীহ বুখারী, হা/৫৬০১, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৬।

[১৬৮৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৮৩।

[১৬৮৪] সহীহ মুসলিম, হা/২০০৪।

৭. পানাহারের আদব

(১) পানি রাখার পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়বে না।

আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন পানি পান করবে সে যেন পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৮৫]

(২) ডান হাতে পান করবে।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৮৬]

(৩) বসে পান করবে।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।[১৬৮৭]

এই হাদীসের সাথে ইবনে আব্বাস (রা) এর একটি হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই, যেখানে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

[১৬৮৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৩০, সহীহ মুসলিম, হা/২৬৭।

[১৬৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/২০২০।

[১৬৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/২০২৫।

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযম হতে পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়ে তা পান করলেন।[১৬৮৮]

এই দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় হলো, দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ হওয়া দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহে তানযিহী। আর আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

(৪) আর ডান দিকের লোক আগে পান করবে, তারপর তার ডান দিকের লোক।

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ الْأَيْمَنَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পানি মেশানো দুধ পেশ করা হলো। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল এক বেদুঈন ও বাম পার্শ্বে ছিলেন আবূ বকর। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন। তারপর বেদুঈন লোকটিকে তা দিয়ে বললেন, ডানের লোকের অধিকার আগে। এরপর তার ডানের লোকের।[১৬৮৯]

(৫) যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন।

আবূ কাতাদাহ (রা) এর দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

যিনি পানি পান করাবেন তিনি সবার শেষে পান করবেন।[১৬৯০]

(৬) পানির পাত্রের মুখ থেকে পানাহার করা মাকরূহ।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ،» يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ খুলে, তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[১৬৯১]

[১৬৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১৭, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৭।

[১৬৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৫৬১৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৯।

[১৬৯০] সহীহ মুসলিম, হা/৬৮১।

[১৬৯১] সহীহ বুখারী, হা/৫৬২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২০২৩।

৮. যদি তরল কোন কিছুর মধ্যে অপবিত্র কোন বস্তু পড়ে তাহলে তা পান করা বৈধ নয়। আর যদি কঠিন কোন বস্তুর মধ্যে অপবিত্র কিছু পড়ে, তাহলে সেই অপবিত্র ও তার আশে পাশের অংশ ফেলে দিতে হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) মাইমূনাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ঘি' এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, ঘি এর যেখানে ইঁদুর পড়েছে ও তার আশপাশ হতে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট অংশ খাও।[১৬৯২]

৯. সোনা ও রূপার পাত্রে খাওয়া এবং পানাহার করা হারাম।

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনেও আহার করো না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য। আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।[১৬৯৩]

[১৬৯২] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪।

[১৬৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৪২৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৭।

الباب الخامس: الضيافة

পঞ্চম অধ্যায়: আতিথেয়তা বা মেহমানদারী

১. কোন ব্যক্তির নিকটে কোন মেহমান আসলে মেহমানদারী করার যদি তার সামর্থ্য থাকে, তাহলে মেহমানদারী করা তার জন্য ফরয। আর মেহমানদারীর পরিমাণ হলো তিনদিন পর্যন্ত। আর যদি এর বেশি হয়, তাহলে সেটি সাদাকা। কোন মেহমানের জন্য তার (মেজবানের) নিকটে অবস্থান করে তাকে সমস্যায় ফেলা বৈধ নয়।

আবূ শুরাইহ আল আদাবী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালোভাবে নিজ মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ভালোভাবে মানে কী? তখন তিনি বললেন, তাকে একদিন ও এক রাত্রি আপ্যায়ন করবে। আর (সাধারণভাবে) মেহমানদারীর সময়কাল তিন দিন। এর চাইতে বেশি দিন মেহমানদারী করা তার জন্য সাদাকাস্বরূপ।[১৬৯৪]

২. কোন সক্ষম ব্যক্তি যদি তার ওপর আবশ্যক এমন মেহমানদারী না করে, তাহলে মেহমান সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার মেহমানদারীর পরিমাণ সম্পদ নিবে।

উকবাহ ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের কোন জায়গায় পাঠালে আমরা এমন কওমের কাছে উপস্থিত হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন কওমের নিকট উপস্থিত হও, আর তারা তোমাদের মেহমানদারী করে, তবে

[১৬৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৬১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/৪৮।

তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা না করে, তা হলে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের থেকে মেহমানের হক আদায় করে নেবে।[১৬৯৫]

৩. অন্যের খাবার তার অনুমতি ছাড়া খাওয়া হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না (সূরা আল বাকারা: ১৮৮)।

৪. অনুমতি ছাড়া অন্যের পশুর দুধ দোহন করা, ফল ও শস্য নেয়া জায়েয নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার ভান্ডারে কোন ব্যক্তি এসে ভান্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভান্ডারের শস্য নিয়ে যায়? তাদের পশুগুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।[১৬৯৬]

৫. বহন করে নিয়ে যাওয়া ছাড়াই প্রয়োজনের সময়ে অন্যের মাল ভক্ষণ করা জায়েয হওয়ার কিছু উদাহরণ।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ

তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌঁছে তার রাখালকে উচ্চস্বরে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধপান করো, কিন্তু কোন ক্ষতিসাধন করবে না। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার

[১৬৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২৭।

[১৬৯৬] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭২৬।

ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতিসাধন না করে সেই বাগান থেকে পেড়ে খাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৯৭]

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً

(অপরের) বাগানে প্রবেশের পর কোন লোক তা হতে খেতে পারে কিন্তু পুটলি বেঁধে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৯৮]

خُبْنَةً হলো লুঙ্গির ভাজ এবং কাপড়ের এক প্রান্ত। অর্থাৎ এর অর্থ হলো, সে তার কাপড়ে করে ফল নিবে না। যেমন أخبن الرجل এই শব্দটি বলা হয়ে থাকে, যখন কোন ব্যক্তি তার কাপড়ে বা তার পায়জামাতে কোন কিছু গোপন রাখে (আন নিহায়াহ, ২/৯)।

الباب السادس: آداب الأكل

ষষ্ঠ অধ্যায়: খাবার খাওয়ার আদব।

১. খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: **بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ**.

তোমাদের কেউ খাবার খেতে বসলে যেন বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, 'বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী' অর্থাৎ খাবারের শুরু এবং শেষ আল্লাহর নামে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৬৯৯]

২. ডান হাতে খাওয়া। ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

[১৬৯৭] ইবনে মাজাহ, হা/২৩০০, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৭-৮।

[১৬৯৮] তিরমিযী, হা/১২৮৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৩০১।

[১৬৯৯] আবূ দাউদ, হা/৩৭৬৭, তিরমিযী, হা/১৮৫৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৬৪।

যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে।[১৭০০]

৩. খাবারের মাঝখান থেকে নয়, বরং খাবারের পার্শ্ব থেকে খাওয়া।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থলে বরকত নাযিল হয়। তাই তোমরা তার চারপাশ থেকে খাও, তার মধ্যস্থল থেকে খেও না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭০১]

৪. সামনের দিক থেকে খাওয়া।

উমার ইবনে আবূ সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

আমি ছোট ছেলে অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত এদিক সেদিক যেতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।[১৭০২]

৫. আঙ্গুল এবং পাত্র চাটা। আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন খাদ্য খেতেন তখন তাঁর আঙ্গুল তিনটি চেটে খেতেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো লোকমা যদি মাটিতে পড়ে যায় তবে সে যেন তা হতে ময়লা দূর করে খাবারটুকু খেয়ে নেয়, তা যেন

[১৭০০] সহীহ মুসলিম, হা/২০২০।

[১৭০১] ইবনে মাজাহ, হা/৩২৭৭, তিরমিযী, হা/১৮০৫।

[১৭০২] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হা/২০২২।

শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'কারণ তোমরা জান না, তোমাদের খাবারের কোন অংশে কল্যাণ রয়েছে'।[১৭০৩]

نَسْلِتَ এর অর্থ হলো, পাত্র মুছে পাত্রের অবশিষ্ট খাবার খেয়ে নেয়া।

৬. খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দস্তর খানা তুলে নেয়া হলে (খাবার খাওয়া শেষ হলে) তিনি বলতেন, পবিত্র বারাকাতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব, এখান থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না।[১৭০৪] মুয়ায ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে লোক আহার করার পর বলল, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এটা আহার করিয়েছেন এবং এটা আমাকে রিযিক দিয়েছেন, আমার তা লাভ করার প্রচেষ্টা বা শক্তি ব্যতীত" তার আগের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৭০৫]

৭. খাবারের সময় সোজা হয়ে বসা এবং হেলান দিয়ে খাবার না খাওয়া।

আবূ জুহাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, হেলান দেয়া অবস্থায় আমি খাবার খাই না।[১৭০৬]

[১৭০৩] সহীহ মুসলিম, হা/২০৩৪।

[১৭০৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৫৮।

[১৭০৫] তিরমিযী, হা/৩৪৫৮, আবূ দাউদ, হা/৪০২৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩২৮৫।

[১৭০৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৩৯৯।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৩: পানাহারের আদব

পানাহারের আদব:

১। পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা।[১৭০৭]

২। সুন্নাত হলো: সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবে।[১৭০৮]

৩। খাবারের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা: রসূল (ﷺ) বলেছেন:

তোমাদের কেউ যখন খাদ্য খাবে সে যেন শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ বলে। যদি শুরুতে বলতে ভুলে যায় তাহলে সে بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ এ দু'আ বলে।[১৭০৯]

৪। ডান হাত দ্বারা খাওয়া: যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করে এবং পান করলে ডান হাত দ্বারা পান করে। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে।[১৭১০]

৫। বসে পান করা সুন্নাত, তবে দাঁড়িয়ে পান করাও বৈধ।[১৭১১]

৬। তিন বারে পান করা এবং এগুলোর মাঝে পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া।[১৭১২]

৭। পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ না করা।[১৭১৩]

৮। মশক, বড় বোতল বা এ জাতীয় পাত্রের মুখ থেকে পান না করা।[১৭১৪]

৯। লোকজনের পানি পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা।[১৭১৫]

১০। মানুষদেরকে পানীয় পানকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে।[১৭১৬]

[১৭০৭] সূরা আল বাকারা ২:১৭২, সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭।

[১৭০৮] সহীহ মুসলিম হা/২০১৭

[১৭০৯] সহীহ: আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, আহমাদ ২৫৭৩৩।

[১৭১০] সহীহ মুসলিম হা/২০২০, তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬।

[১৭১১] সহীহ বুখারী হা/৫৬১৭, সহীহ মুসলিম ২০২৭।

[১৭১২] সহীহ বুখারী হা/৫৬৬১, সহীহ মুসলিম ৩৭৮২

[১৭১৩] সহীহ : বুখারী হা/১৫৩, সহীহ মুসলিম ২৬৭, আবু দাউদ হা/৩৭২৮, তিরমিযী হা/১৮৮৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৪২৯।

[১৭১৪] আর রওয়াহ আন-নাবীয়াহ ২/২১০।

[১৭১৫] সহীহ বুখারী হা/২৩৫২, সহীহ মুসলিম হা/২০২৯।

[১৭১৬] সহীহ মুসলিম হা/৬৮১।

১১। সম্মিলিতিভাবে খেলে অন্যের সামনে থেকে না খাওয়া।[১৭১৭]

১২। খাবারে মধ্য অংশ থেকে না খেয়ে পার্শ্ব থেকে খাওয়া।[১৭১৮]

১৩। হেলান দিয়ে না খাওয়া।[১৭১৯]

১৪। অপছন্দ হলে খাবারের ত্রুটি বর্ণনা না করা।[১৭২০]

১৫। একাকী না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাওয়া।[১৭২১]

১৬। পাত্রের বাইরে পতিত খাবারের ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া।[১৭২২]

১৭। হাত এবং খাবার পাত্র ধৌত করার পুর্বেই তা চেটে খাওয়া।[১৭২৩]

১৮। খাদ্যের প্রভাব দূর করার জন্য হাত ধৌত করা:[১৭২৪]

১৯। খাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দুআ করা:

পানাহার শেষে **الْحَمْدُ لِلَّهِ**। আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।[১৭২৫]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ।

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন, আমাকে আহার দিলেন কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই।[১৭২৬]

২০। খাবার পরিবেশনকারীর জন্য দুআ করা:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি করুণা কর।[১৭২৭]

[১৭১৭] সহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬, সহীহ মুসলিম হা/২০২২।

[১৭১৮] হাসান-সহীহ : তিরমিযী ১৮০৫, আবু দাউদ ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭।

[১৭১৯] সহীহ বুখারী হা/৫৩৯৮।

[১৭২০] সহীহ বুখারী হা/৫৪০৯, সহীহ মুসলিম হা/২০৬৪।

[১৭২১] সহীহ বুখারী হা/৫৩৯২, সহীহ মুসলিম হা/২০৫৮।

[১৭২২] সহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

[১৭২৩] সহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

[১৭২৪] সহীহ: তিরমিযী হা/১৮৬০, আবূ দাউদ হা/৩৮৫২, ইবনে মাজাহ হা/৩২৯৭

[১৭২৫] সহীহ: সহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬।

[১৭২৬] হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৩২৮৫, ইরওয়া হা/১৯৮৯

[১৭২৭] সহীহ: সহীহ মুসলিম হা/২০৪২, তিরমিযী হা/৩৫৭৬। [সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ হতে গৃহিত]

الباب السابع: الأضحية

সপ্তম অধ্যায়: কুরবানির বিধিবিধান

১. কুরবানির সংজ্ঞা।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানির দিনে (১০ যিলহাজ্জ) এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে (জিলহাজ্জের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) গবাদিপশু জবাই করাকেই কুরবানি বলে।

২. কুরবানি করা শরীআতসম্মত হওয়া সম্পর্কে।

আতা ইবনে ইয়াসার (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

আবূ আইয়ুব আল আনসারী (রা)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে কুরবানির বিধান কেমন ছিল। তিনি বললেন, কোন লোক তার ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানি আদায় করতো এবং তা নিজেরাও খেত, অন্যান্য লোকদেরকেও খাওয়াত। অবশেষে মানুষেরা গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭২৮]

৩. কুরবানির বিধান।

কুরবানি করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের লোকদের ওপর প্রতি বছর কুরবানি ও 'আতীরাহ করা কর্তব্য। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, 'আতীরাহ

[১৭২৮] তিরমিযী, হা/১৫০৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৪৭।

কি? আতীরাহ হলো, যাকে লোকেরা 'রাজাবিয়াহ' বলতে থাকে। এই হাদীসটি হাসান।[১৭২৯]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৩০]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৪: কুরবানির বিধান

একদল আলেমের মতে, কুরবানি করা ওয়াজিব। এই মত দিয়েছেন রবীআহ, লাইস, আবূ হানীফা, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ। তারা হাজ্জী ছাড়া অন্যদের জন্য কুরবানি করাকে ওয়াজিব বলেছেন, যদি এমন ব্যক্তি সচ্ছল হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক রহিমাহুমাল্লাহ আরো বলেছেন যে, যদি এমন ব্যক্তি মুকীম হয় (অর্থাৎ তারা মুকীম ও সচ্ছল ব্যক্তির ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব বলেছেন)।

কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো, আবূ হুরায়রা ও জুনদুব রাদিয়াআল্লাহ আনহুমার হাদীস, যেই দু'টি হাদীসই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বললেন, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা রয়েছে, এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে (সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১)।

আর অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এই মত দিয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আতা, আলকামাহ, আসওয়াদ, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবূ ইউসূফ, আবূ সাওর, মুযানী, দাউদ যাহেরী, ইবনে মুনযির রহিমাহুমুল্লাহ।

কুরবানি করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে তাদের দলীল হলো, সহীহ মুসলিমে (হা/১৯৭৭) বর্ণিত উম্মু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, যাতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশ দিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের

[১৭২৯] হাসান : আবূ দাউদ, হা/২৭৮৮, তিরমিযী, হা/১৫১৮, ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৫। যঈফ : মেশকাত হা/১৪৭৮।

[১৭৩০] ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৫৬। মারফূ হিসেবে যঈফ। ফাতহুল আল্লাম।

কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, সে যেন তার নখ ও চুল রেখে দেয়।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী যে, আর তোমাদের কেউ যদি ইচ্ছা করে' এটি প্রমাণ করে যে, কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। কেননা কুরবানি করাকে ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ কুরবানি করা যদি ওয়াজিবই হতো, তাহলে ঐচ্ছিক করা হতো না)।

এছাড়াও অধিকাংশ আলেম কুরবানি করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন যে, সহীহ সনদে আবূ বকর, উমার ইবনে খাত্তাব এবং আবূ মাসউদ আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা সক্ষমতা থাকার পরেও মাঝে মাঝে কুরবানি করা ছেড়ে দিতেন, যাতে করে মানুষজন এটিকে ওয়াজিব মনে না করে। ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

এই মতটিই বেশি সঠিক, আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। কেননা আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসটির বিষয়ে প্রাধান্যযোগ্য কথা হলো, সেটি মাওকূফ হাদীস। আর জুনদূব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে পশু জবাই করেছে, তাকে তার স্থানে আরেকটি পশু জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, আগেরটি কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না।

আর বারা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল নেই। কেননা, 'এটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?' এই কথাটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া এবং মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া উভয়টিই হতে পারে।[১৭৩১]

অগ্রগণ্য মত:

সঠিক মতে, কুরবানি করা মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে অধ্যায় বেঁধেছেন যে, অধ্যায়: কুরবানি করা সুন্নাত।

আর ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা বলেন, কুরবানি করা সুন্নাহ ও সুপ্রসিদ্ধ।

ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা একজন সাহাবী আর শারঈ দলীলের ক্ষেত্রে সাহাবীদের বুঝের ওপর নির্ভর করা হলো আহলুল হাদীসদের পদ্ধতি।

দীনের বিষয়গুলোর জন্য সালাফে সালেহীন কোন মতের ওপর ছিলেন সেটি জানার জন্য আমরা তাদের কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি। যেমন ইমাম বুখারী, তিরমিযী রহিমাহুমাল্লাহ। তারা হাদীস বর্ণনা করে বহু স্থানে বলেছেন যে, এটি কিছু কিছু আলেমের মত। এটি বলেছেন অমুক অমুক অমুক, এটি আলেমদের মত, এটি বলেছেন অমুক অমুক,

[১৭৩১] ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ১০/২২৩।

এই বলে তারা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীনদের মধ্যে আলেমদের কথা বর্ণনা করেছেন।

আমি প্রকৃত অর্থেই অনেককে ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহর কিতাব 'আল আওসাত' পড়ার জন্য নসীহত করি। সেটি হলো, আহলুল হাদীস ও সালাফদের মানহাজের ওপর অত্যন্ত মূল্যবান একটি ফিকহী কিতাব। সেটি ইলমী মাসআলাগুলো উপস্থাপনা করা ও সালাফদের মত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত মূল্যবান কিতাব। অনুরূপভাবে ইবনে আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহর 'আত তামহীদ' কিতাব, ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহর 'আল মুগনী' কিতাব হলো এই বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী কিতাব।

এখানে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ কুরবানি করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়ে অধ্যায় রচনা করেছেন। তারপর তিনি ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে একটি আসার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কুরবানি করা সুন্নাত ও সুপ্রসিদ্ধ। সুন্নাত অর্থাৎ এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ এটি পালন করলে প্রতিদান পাওয়া যাবে। ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোন সাহাবীর থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, কুরবানি করা ওয়াজিব।

অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। বরং আবূ বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মাঝে কুরবানি করতেন না, যাতে করে মানুষজন কুরবানি করাকে ওয়াজিব মনে না করে। অনুরূপভাবে আবূ মাসউদ আল বাদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিও ইচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মাঝে কুরবানি করতেন না, যাতে মানুষজন কুরবানি করাকে ওয়াজিব মনে না করে। মানুষজন যাতে কুরবানিকে ওয়াজিব মনে না করে সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীগণ অত্যন্ত আগ্রহ থাকার পরেও কোন কোন সময়ে এই সুন্নাতের ওপর আমল করতেন না।

যারা কুরবানি করাকে ওয়াজিব বলেছেন তারা আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসটিকে ধরে থাকে, যেই বর্ণনাকে কেউ কেউ মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তাতে রয়েছে, সামর্থ্য থাকার পরেও কোন ব্যক্তি যদি কুরবানি না করে, তাহলে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না আসে (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮২৭৩, ইবনে মাজাহ, হা/৩১২৩)। ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজাহ রহিমাহুমাল্লাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি মাওকূফভাবে ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইলমুল হাদীসের অনেক মুহাক্কিক আলেম এটিকে মাওকূফ হাদীস বলেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন, তিরমিযী, দারাকুতনী, বাইহাকী, তাহাবী, ইবনে আব্দিল হাদী রহিমাহুমুল্লাহসহ আরো অনেকে। তারা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এই হাদীসটি মারফূ হিসেবে সঠিক নয়, বরং এটি মাওকূফ হাদীস।

যে ব্যক্তি এই হাদীসের সনদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তার নিকট এই ইমামগণ যেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেটিই সঠিক বলে স্পষ্ট হবে। বরং ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ইমাম

আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। তারপর ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি কুরবানি ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে না। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। এমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ।

গ্রন্থাকারের কথা 'প্রতিটি পরিবারের জন্য কুরবানি করা শরীআতসম্মত' এর অর্থ হলো, প্রতিটি পরিবারের জন্য কুরবানি করা মুস্তাহাব। কেননা আবূ আইয়ুব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানি করতেন। ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহসহ আরো অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।[১৭৩২]

৪. কুরবানির সময় হলো ঈদুল আযহার সালাতের পর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত।

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির দিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ

যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে জবাই করেছে, সে যেন পুনরায় জবাই করে।[১৭৩৩]

জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

পুরো আরাফাতই অবস্থান স্থল। তাই তোমরা বাতনে উরানাহ থেকে উঠে যাও। আর পুরো মুযদালিফাই অবস্থান স্থল। তাই তোমরা বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও। আর মিনার প্রতিটি গিরিপথই কুরবানির স্থান। আর আইয়্যামে তাশরীকের প্রতিটি দিনই কুরবানি করার দিন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৩৪]

[১৭৩২] ফাদ্বলু রব্বিল বারীয়া ফি শারহিদ দুরারিল বাহিয়্যা-আবূল হাসান আলী ইবনে মুখতার আর রমলী পৃ. ৫২২।

[১৭৩৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬২।

[১৭৩৪] ইবনু হিব্বান, হা/৪০৯৭, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯২৪১।

৫. একটি ছাগল একজনের জন্য এবং একটি উট ও গরু সাতজনের জন্য যথেষ্ট হবে।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

হুদাইবিয়ার বছর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানি করেছি। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৩৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৫: কুরবানিতে যে পরিমাণ যথেষ্ট হবে।

অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানি সর্বনিম্ন একটি ছাগল অথবা উটের সাত ভাগের একভাগ অথবা গরুর সাত ভাগের একভাগ যথেষ্ট হবে।

এই বিষয়ে তারা পূর্বে বর্ণিত জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। এছাড়াও তারা ইবনে মাজাহ (হা/৩১৪৭) ও তিরমিযী (হা/১৫০৫) তে বর্ণিত আবূ আইয়ুব আল আনসারীর একটি সহীহ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আবূ আইয়ুব আনসারী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানি করতো। তা থেকে তারাও আহার করতো এবং (অন্যদেরও) আহার করাতো। পরবর্তীকালে লোকেরা কুরবানিকে অহমিকা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

আবার ইবনে মাজাহ (হা/৩১৪৮) তে আবূ সারীহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এতো দিন যে সুন্নাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার বিপরীত করতে বাধ্য করলো। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি বকরী কুরবানি করা হতো। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলে।'

এমন কথা আলী, ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আয়িশা ও আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আরো এই মত দিয়েছেন আতা, তাউস, হাসান বসরী, সামে, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, আবূ সাওর এবং আসহাবুর রায়গণ।

[১৭৩৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৮, আবূ দাউদ, হা/২৮০৯, তিরমিযী, হা/১৫০২, ইবনে মাজাহ. হা/৩১৩২।

আর সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব এবং ইসহাক রহিমাহুমাল্লাহর মতে, উটে দশ ভাগের একভাগও যথেষ্ট হবে। তারা মুসনাদে আহমাদে (১/২৭৫) ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এমতাবস্থাতে কুরবানির সময় উপস্থিত হলো, তখন আমরা একটি উটে দশজন এবং একটি গরুতে সাতজন শরীক হয়েছিলাম। এই বর্ণনার সনদ হলো, ফাযল ইবনে মূসা বর্ণনা করেছে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ, থেকে, তিনি ইলবা ইবনে আহমার থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে আর তিনি ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ এককভাবে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদের মাধ্যমে ইলবা ইবনে আহমার থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জাবের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসটিই বেশি সহীহ।

এই মতের পক্ষে তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাফে ইবনে খাদীজ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান বলে গণ্য করেছেন (সহীহ বুখারী, হা/৩০৭৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৮)।

আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মতে, সকল ধরনের কুরবানিতেই পশুর রক্তে একের বেশি জনে শরীক হওয়া যাবে না। এই মত দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, হাম্মাদ, হাকাম এবং ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকেও এটি সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে বলা হয়েছে যে, তিনি তার এই মত থেকে ফিরে এসেছেন।

ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহর মতে, সকল ধরনের কুরবানিতে শরীক হওয়া জায়েয, এমনকি ছাগলেও একদল মানুষ শরীক হতে পারবে। কেননা এটি কল্যাণকর কাজ। কিন্তু এই মতের পক্ষে তার নিকট কোন দলীল নেই।

সতর্কতা: অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরবানিতে কোন ব্যক্তির জন্য তার পরিবারকেও শরীক করানো জায়েয। কেননা এর পক্ষে পূর্বেই আবূ আইয়ুব আল-আনসারী ও আবী সারিহা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী এটিকে অপছন্দ করেছেন। কেননা একটি ছাগল একজনের চেয়ে বেশি লোকের কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না।

অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক। আর মালিকানায় অংশীদার হওয়াটা সওয়াবে অংশীদার হওয়ার মতো নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে, সওয়াবে অংশীদার হওয়া জায়েয। কেননা এর পক্ষে প্রথম অধ্যায়ে আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এই

মতকেই ইমাম ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহও প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।[১৭৩৬]

৬. ছাগলের ছানী (সামনের দাঁত পড়ে নতুনভাবে ছাগলের যে দাঁত গজায়। এটি সাধারণত এক বছর পর হয়ে থাকে) ছাড়া কুরবানিতে যথেষ্ট হবে না।

বারা ইবনে আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

আবূ বুরদাহ (রা) নামীয় আমার এক মামা ঈদের সালাত আদায়ের আগেই কুরবানি করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার বকরী কেবল গোশতের বকরী হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে একটি ঘরে পোষা বকরীর বাচ্চা রয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটাকে কুরবানি করে নাও। তবে সেটি তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের আগে জবাই করেছে, সে নিজের জন্যই জবাই করেছে, আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাত আদায়ের পর জবাই করেছে, সে তার কুরবানি পূর্ণ করেছে। আর সে মুসলিমদের নিয়ম নীতি অনুসারেই করেছে।[১৭৩৭]

৭. যেসব পশু কুরবানির জন্য যথেষ্ট হবে না সেগুলো হলো, কানা, রোগা, খোঁড়া, খুবই শীর্ণ বা দুর্বল পশু।

বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন),

لَا يُضَحَّى بِالعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلَا بِالعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا بِالمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي

খোঁড়া জন্তু যার খোঁড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, রুগ্ন পশু যার রোগ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং দুর্বল ও ক্ষীণকায় পশু যার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে এধরনের পশু দ্বারা কুরবানি করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৩৮]

[১৭৩৬] ফাতহুল ‘আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল ‘বাদানী ১০/২৫১।

[১৭৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৫৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১।

[১৭৩৮] আবূ দাউদ, হা/২৮০২, তিরমিযী, হা/১৪৯৭, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৪৪, নাসাঈ, হা/৪৩৬৯।

ظَلَعُهَا : হলো খোঁড়া। ظالع :হলো যে পশু হাঁটার সময়ে খুড়িয়ে হাঁটে।

عَجْفَاءِ : হলো ক্ষীণ ও দুর্বল।

لَا تُنْقِي এর অর্থ হলো, প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত নেই।

৮. কুরবানির পশুর গোশত থেকে দান করা, নিজেরা খাওয়া এবং জমা করে রাখা সহীহ।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا مَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجَمِّلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَقَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

তিন দিনের বেশি কুরবানির গোশত খেতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর (রহি) বলেন, আমি বিষয়টি আমরাহ (রা) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইবনে ওয়াকিদ সত্যই বলেছেন। আমি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতে ঈদুল আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার শহরে আগমন করে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে বাকী গোশতগুলো সাদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! মানুষেরা তো কুরবানির পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র প্রস্তুত করছে এবং তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাতে কি হয়েছে? তারা বলল, আপনিই তো তিনদিনের বেশি কুরবানির গোশত খাওয়া হতে বারণ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো বেদুঈনদের আগমনের কারণে এ কথা বলেছিলাম। অতঃপর এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখো এবং সাদাকা করো।[১৭৩৯]

دَفَّ এর মূল অর্থ হলো, জমিনের ওপর দিয়ে পাখি উড়ার সময় তার দুই ডানা ঝাপটানো। যখন উট শিথিলভাবে চলে সেই চলাকে পরবর্তীতে دفت الإبل বলা হয়ে থাকে।

[১৭৩৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭১।

وَيُجَمِّلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ: তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে।

مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ : ভাষাবিদগণ বলেন, الدَّافَّةِ হলো সেই একদল মানুষ যারা ভ্রমণে সবাই মিলে আস্তে আস্তে চলে। دافة الأعراب হলো যারা কোন শহরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে। আর এই হাদীসে উদ্দেশ্য হলো, সাহায্য পাওয়ার জন্য আগন্তুক, দুর্বল বেদুঈনরা।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৬: কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া এবং দান করা

আলেমগণের মতে, কুরবানিদাতার জন্য তার কুরবানির গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও (সূরা আল-হাজ্জ: ২৮)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে (সূরা আল হাজ্জ: ৩৬)।

কিছু আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছেন, কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া কুরবানিদাতার জন্য ওয়াজিব। কেননা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এমনটিই বুঝায়। এটি হলো ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহর মত। তবে বেশি সঠিক হলো, কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। আর আল্লাহ তাআলাই বেশি অবগত।

আবার আলেমগণের মতে, কুরবানির পশুর গোশত থেকে সাদাকা করা মুস্তাহাব।

তবে কোন কিছু দান না করে সব গোশত খাওয়া কি কুরবানিদাতার জন্য জায়েয হবে?

শাফেয়ীদের মতে জায়েয, আর হাম্বলীদের মতে কিছু হলেও দান করা ওয়াজিব। আর ইবনে হাযম বলেন আয়াতের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, কিছু দান করতে হবে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহর এই মতকে অধিকাংশ শাফেয়ীদের মত বলে উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা: অধিকাংশ হাম্বলী ও কিছু শাফেয়ীদের মতে, কুরবানির পশুর গোশত তিনভাগ করা মুস্তাহাব। একভাগ খাওয়ার জন্য, একভাগ সাদাকা করার জন্য, আর আরেকভাগ হাদীয়া দেয়ার জন্য। এই মতটি ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু হাম্বলীদের এবং ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহর মত হলো, কুরবানির পশুর গোশতকে দুইভাগ করা মুস্তাহাব। একভাগ খাওয়ার জন্য আর আরেকভাগ সাদাকা করার জন্য। কেননা এর পক্ষে পূর্বে দু'টি আয়াত বর্ণিত হলো। ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকেই পছন্দ করেছেন। আর হানাফীদের নিকট পছন্দনীয় মত হলো, যে পরিমাণ খাবে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সাদাকা করতে হবে।

আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ে এমন কোন সীমানা নেই। বরং প্রত্যেক পদ্ধতিই সুন্দর। আর পরিবার পরিজনের ওপর খরচ করাটা সাদাকা করার চেয়েও প্রতিদানের দিক থেকে বেশি উত্তম (দেখুন, আল-মুগনী, ১৩/৩৭১, শারহুল মুমতে, ৭/৫২২-৫২৩)।[১৭৪০]

৯. ঈদগাহে কুরবানির পশু জবাই করা উত্তম।

ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহে জবাই করতেন এবং নহর করতেন।[১৭৪১]

১০. যে ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা করে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক প্রবেশের পরে কুরবানি করা পর্যন্ত সে তার চুল ও নখ কাটবে না।

উম্মু সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ

যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের (নতুন চাঁদ দেখতে পাও) আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল না ছাটে ও নখ না কাটে।[১৭৪২]

১১. কুরবানির পশুর গোশত থেকে কসাইকে (তার বিনিময় হিসেবে) কিছু দেয়া যাবে না।

আলী ইবনে আবী তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَمَرَنِي رَسُول اللهِ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরবানির জানোয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, ওগুলোর গোশত ও চামড়া মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করতে এবং সেখান থেকে কসাইকে কিছু না দিতে আদেশ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৪৩]

[১৭৪০] ফাতহুল ‘আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল ‘বাদানী ১০/২৪৮।

[১৭৪১] সহীহ বুখারী, হা/৫৫৫২।

[১৭৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৭।

[১৭৪৩] সহীহ বুখারী, হা/১৭১৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৩১৭।

১২. (জবাই করার সময়) ছাগলকে তার ডান কাতের ওপর ভর করে শোয়ানো, তারপর তা কবুল হওয়ার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ ثُمَّ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ " ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ " فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানি করার জন্য একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনতে নির্দেশ দেন যার পা কালো ছিল, পেটের নিচের অংশ কালো ছিল এবং চোখের চারদিকে কালো ছিল। সেটি আনা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, ছুরিটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা জবাই করলেন এবং বললেন, بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা কবুল করো।" এভাবে এটা কুরবানি করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৪৪]

الباب الثامن العقيقة

অষ্টম অধ্যায়: আকীকার বিধিবিধান।

১. আকীকার সংজ্ঞা।

عَقِيقة শব্দটির 'আইন বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়। সন্তানের পক্ষ থেকে (যে পশু) জবাই করা হয় তাকেই আকীকা বলে।

২. আকীকার বিধান। আকীকা করা মুস্তাহাব, সুন্নাত।

সালমান ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

[১৭৪৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৯৬৭, আবূ দাউদ, হা/২৭৯২।

সন্তানের সঙ্গে আকীকা সম্পর্কিত। তাই তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (অর্থাৎ 'আকীকার জন্তু জবাই) করো এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও।[১৭৪৫]

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৭: আকীকার বিধান

জমহুল আলেমের মতে, আকীকা করা মুস্তাহাব। তারা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। আকীকা করা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে তারা আমর ইবনে শুআইব রহিমাহুল্লাহর হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। মুসনাদে আহমাদে (২/১৮২) এবং আবূ দাউদে (হা/২৮৪২) আমর ইবনে শুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর সে যদি তার জন্য আকীকা করতে চায়, তাহলে সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করে। এই হাদীসটি হাসান।

আর হানাফীদের মতে, আকীকা করা মাকরূহ। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, উকূক বা কষ্ট দেয়াকে পছন্দ করি না। কিন্তু এই হাদীস সম্পর্কে তাদের প্রতিউত্তরে বলা হবে যে, স্বয়ং এই হাদীসেই তাদের উত্তর রয়েছে। কেননা পরের অংশেই বলা হচ্ছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আকীকা নামে নামকরণ করাকে অপছন্দ করলেন। তারপর সাহাবীগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা তো আপনাকে আমাদের কারো সন্তান জন্ম নিলে করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তির যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর সে যদি তার জন্য আকীকা করতে চায়, তাহলে সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করে।

আর হাসান বসরী ও দাউদ যাহেরী রহিমাহুমাল্লাহদের মতে, আকীকা করা ওয়াজিব। কেননা এর পক্ষে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস রয়েছে। আর এটিই হলো কিছু হাম্বলীদের মত। এছাড়াও তারা এর পক্ষে সহীহ বুখারীতে (হা/৫৪৭২) বর্ণিত সালমান ইবনে আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। তাতে রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের সঙ্গে আকীকা সম্পর্কিত। সুতরাং তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (অর্থাৎ আকীকার পশু জবাই করো) এবং তার অশুচি (নখ, চুল) দূর করে দাও।

[১৭৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৫৪৭১।

পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক (আল-মুগনী, ১৩/৩৯৩, আল-মাজমূ, ৮/৪৪৭)।[১৭৪৬]

৩. ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে যা জবাই করতে হয়।

ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করতে হয়। ইউসুফ ইবনে মাহাক (রহি) হতে বর্ণিত, তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে আবদুর রাহমানের মেয়ে হাফসার নিকট গেলেন। তারা তাকে আকীকার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে জানান যে, তাকে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জানিয়েছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

ছেলে সন্তানের পক্ষে একই বয়সের দু'টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরী আকীকা দেয়ার জন্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৪৭] مكافئتان হলো একই পর্যায়ের বা তার কাছাকাছি।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৮: আকীকাতে কয়টা পশু জবাই করতে হবে?

অধিকাংশ আলেমের মতে, ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইবনে আব্বাস, আয়েশাহ, আহমাদ, শাফেয়ী, ইসহাক এবং আবূ সাওর রহিমাহুমুল্লাহসহ আরো অনেকে।

এই মতের পক্ষে তারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত শাহেদ সহ উম্মু কারয আল-কাবিয়্যাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

আর ইমাম মালেক ও আবূ জাফর সাদেক রহিমাহুমাল্লাহর মতে, সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের পক্ষ থেকেই একটি ছাগল জবাই করতে হবে।

এর পক্ষে তারা প্রথম অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। কিন্তু সেই হাদীসটি মুরসাল। আর তাতে কয়টা পশু জবাই করতে হবে সেই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এই মতটিই ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যেমনটি দুই মুসান্নাফ কিতাবের লেখক, মুআত্তা কিতাবের লেখক বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এই মত দিয়েছেন কাসেম, উরওয়াহ এবং যুহরী রহিমাহুমুল্লাহ।

[১৭৪৬] ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ১০/২৬১।

[১৭৪৭] তিরমিযী, হা/১৫১৩।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ রহিমাহুমাল্লাহর মত হলো, মেয়ে সন্তানের জন্য আকীকার করতে হবে না। সম্ভবত তারা এই মতটি গ্রহণ করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন, প্রতিটি গুলাম বা সন্তানের সাথে আকীকা সম্পর্কিত। এখানে শব্দটি ছেলে সন্তানের জন্য ব্যবহৃত হয়, মেয়ে সন্তানের জন্য নয়।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক।

আর ইবনে উমার রাদ্বিআল্লাহু আনহুমার আসারটি প্রমাণ করে যে, একটি পশু জবাই করলেও তা যথেষ্ট হবে। পূর্বে বর্ণিত সালমান ইবনে আমের রাদ্বিআল্লাহু আনহুর হাদীসটিও এটিকে সমর্থন করে। এছাড়াও আবূ দাউদে (হা/২৮৪২) হাসান সানাদে বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী জবাই করতো এবং শিশুর মাথায় ঐ পশুর রক্ত মেখে দিতো। অতঃপর আল্লাহ যখন দীনে ইসলাম আনলেন, আমরা বকরী জবাই করতাম, শিশুর মাথা মুণ্ডন করতাম এবং তাতে জাফরান মাখতাম।

তবে উত্তম হলো, যে ব্যক্তির সামর্থ্য রয়েছে সে দু'টি ছাগল জবাই করবে। আর যে ব্যক্তির সামর্থ্য নেই, সে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তাআলার তাকওয়া অবলম্বন করো (আত তাগাবুন: ১৬)। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করি, তখন তোমরা তা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করো, (দেখুন, আল মুগনী, ১৩/৩৯৫, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬৫ পৃ. শারহুল মুমতে, ৭/৫৩৭)।[১৭৪৮]

৪. আকীকাতে জবাই করা, সন্তানের নাম রাখা এবং মাথা মুণ্ডন করার সময়।

সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে ঝুলন্ত থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়, নাম রাখতে হয় এবং তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৪৯]

[১৭৪৮] ফাতহুল 'আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল 'বাদানী ১০/২৬৪।

[১৭৪৯] আবূ দাউদ, হা/২৮৩৮, তিরমিযী, হা/১৫২২, নাসাঈ, হা/৪২২, ইবনে মাজাহ, হা/৩১৬৫।

প্রাসঙ্গিক সংযোজন-৮৯: যে দিন আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব।

অধিকাংশ আলেমের মতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকীকার পশু জবাই করা মুস্তাহাব। কেননা এর পক্ষে এই অধ্যায়ে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমাল্লাহর একটি মতে, শিশুর জন্মের দিনকে সেই সাত দিনের মধ্যে গণ্য করা হবে না। তবে যদি সেই দিনের রাতে ফজরের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সেই দিনকে গণ্য করা হবে।

তবে সঠিক মত হলো শিশুর জন্মের দিনকেও গণ্য করতে হবে। এটিই হাম্বলীসহ অন্যান্যদের মত।

যদি সপ্তম দিনে আকীকা করা না হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, দ্বিতীয় সপ্তম দিনে (অর্থাৎ চৌদ্দ দিনের দিন) আকীকা করা মুস্তাহাব। এই মত দিয়েছেন আতা, আহমাদ, ইবনে ওয়াহাব, ইসহাক, শাফেয়ী, মালেক রহিমাহুমুল্লাহ। যদি সেই দিনেও আকীকা করা না হয়, তাহলে তৃতীয় সপ্তম দিনে (অর্থাৎ একুশ দিনের দিন) করবে।

এই বিষয়ে তারা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত একটি আসার দিয়ে দলীল পেশ করেছেন। তাতে রয়েছে তিনি বলেছেন, আকীকা যেন সাত দিনের দিন হয়। যদি সাত দিনের দিনে করা না হয়, তাহলে যেন চৌদ্দ দিনের দিন করা হয়। যদি সেই দিনেও করা না হয়, তাহলে যেন একুশ দিনের দিনে করা হয়।

তবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ একুশ দিনের দিন আকীকা করার কথা বলেননি।

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার আসারটি ইমাম হাকিম (৪/২৩৮-২৩৯) বর্ণনা করেছেন, যেটিকে ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার আল ইরওয়া (৪/৩৯৫-৩৯৬) কিতাবে যঈফ বলেছেন এবং এটি মুনকাতেঈ ও মদরাজ বলেছেন।

এই বিষয়ে মারফূভাবেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ (৯/৩০৩) কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদ হলো, ইসমাঈল ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে, আর তিনি তার পিতা থেকে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আকীকার পশু সপ্তম দিনে অথবা চৌদ্দ দিনে অথবা একুশ দিনে জবাই করতে হবে। কিন্তু ইসমাঈল ইবনে মুসলিম খুবই যঈফ।

আর হাম্বলীদের নিকটে তিন সপ্তাহের পরে আর কোন দিনকে গণ্য করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আর লাইস ও ইবনে সীরীন রহিমাহুমাল্লাহর মতে, প্রথম সপ্তাহ ছাড়া আর কোন সপ্তাহকেই গণ্য করা যাবে না। আর এটিই বেশি সঠিক। আল্লাহ তাআলাই বেশি অবগত।

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, সঠিক কথা হলো, কোন দিনকে নির্দিষ্ট করার বিষয়টি মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ যদি চতুর্থ দিনে অথবা অষ্টম দিনে অথবা দশম দিনে অথবা তার পরেও আকীকার পশু জবাই করে, তাহলে তাও যথেষ্ট হবে। আর জবাই করার দিনকেই বিবেচনা করা হবে, সেই গোশত রান্না করা এবং খাওয়ার দিনকে নয় (দেখুন, আল মুগনী, ১৩/৩৯৬, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬২ পৃ)।[১৭৫০]

৫. সন্তানের চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদাকা করা।

আবূ রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ

যখন ফাতিমা (রা) হাসান (রা) কে প্রসব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার ছেলের জন্য রক্ত প্রবাহিত করে (পশু জবাই করে) আকীকা করবো না? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং তুমি তার মাথার চুল মুণ্ডন করো এবং সেই চুল পরিমাণ রূপা আহলুস সুফফা অথবা মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করো। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৫১] أَوْفَاضِ হলো আহলুস সুফফার সাহাবীগণ।

[১৭৫০] ফাতহুল ‘আল্লাম ফি দিরাসাতি আহাদিসী বুলূগিল মারাম- মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হিযাম আল ফাদ্বলী আল ‘বাদানী ১০/২৬৫।

[১৭৫১] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭১৮৩, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, হা/১৯৩২৬।

الكتاب الحادي عشر كتاب الطب

একাদশ পর্ব: চিকিৎসা

১. হালাল জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা শরীআতসম্মত।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

প্রতিটি রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যখন রোগের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়।[১৭৫২]

২. ধৈর্যধারণের সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করাই অধিক উত্তম।

আতা ইবনে আবী রবাহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন,

أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا

আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী মহিলাকে দেখাবো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কালো মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেছিল, আমি মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উলঙ্গ হয়ে পড়ি। অতএব আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও, ধৈর্যধারণ করো। তাহলে তোমার জন্য এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহর দরবারে দুআ করি যেন তিনি তোমাকে আরোগ্যতা দান করেন। তখন সে বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আমি যে সে অবস্থায় পোশাক খুলে ফেলি! কাজেই আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমি পোশাক খুলে না ফেলি। তখন তিনি তার জন্য দুআ করলেন।[১৭৫৩]

[১৭৫২] সহীহ মুসলিম, হা/২২০৪।

[১৭৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৫২, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৬।

৩. হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৫৪]

আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ এবং ঔষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো, তবে হারাম ঔষধ নয়। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি হাসান।[১৭৫৫]

৪. (চিকিৎসার জন্য) আগুন দিয়ে দাগ দেয়া মাকরূহে তানযিহী।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তি আছে। মধু পানে, শিঙ্গা লাগানোতে এবং আগুন দিয়ে দাগ লাগানোতে। আমি আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি।[১৭৫৬]

৫. হিজামা করা শরীআতসম্মত।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ

[১৭৫৪] আবূ দাউদ, হা/৩৮৭০, তিরমিযী, হা/২০৪৫, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৫৯।

[১৭৫৫] আবূ দাউদ, হা/৩৮৭৪।

[১৭৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৬৮০।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফুলা অংশে হিজামা করাতেন। তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে হিজামা করাতেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৫৭]

৬. বদনযরসহ আরো অন্যান্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক করা শরীআতসম্মত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হলে তিনি মুআববিযাত সূরাগুলো (সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস) পড়ে ফুঁক দিতেন। পরবর্তীতে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমি তাকে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তার-ই হাত দিয়ে তার দেহটি মুছে দিতে লাগলাম। কেননা, আমার হাতের তুলনায় তার হাত ছিল অনেক বারাকাতপূর্ণ।[১৭৫৮]

আওফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

আমরা জাহিলী যুগে (বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে) ঝাড়ফুঁক করতাম। এজন্যে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করো, ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই- যদি তাতে কোন শিরক (জাতীয় কথা) না থাকে।[১৭৫৯]

আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে বলেন,

رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত জন্তুর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা এবং কুদৃষ্টি লাগা থেকে বেঁচে থাকতে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।[১৭৬০]

[১৭৫৭] আবূ দাউদ, হা/৩৭৬০, তিরমিযী, হা/২০৫১, ইবনে মাজাহ, হা/৩৪৮৩।

[১৭৫৮] সহীহ মুসলিম, হা/২১৯২।

[১৭৫৯] সহীহ মুসলিম, হা/২২০০।

[১৭৬০] সহীহ মুসলিম, হা/২১৯৬।

الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس

দ্বাদশ পর্বঃ পোশাক পরিচ্ছদ

১. জনসম্মুখে এবং নির্জনে উভয় অবস্থাতেই লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ফরয।

বাহয ইবনে হাকীম (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ

হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করবো? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো। তারপর তিনি (রা) বলেন, আমি বললাম, যখন মানুষরা পরস্পরের মাঝে থাকে তখন? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। তিনি (রা) বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চেয়ে অধিক হকদার। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৬১]

২. পুরুষ ব্যক্তির জন্য স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড়ের (এমন রেশমী কাপড় যাতে অন্য কোন ধরনের কাপড় নেই) পোশাক পরিধান করা হারাম, কিন্তু মহিলাদের জন্য সেগুলো হালাল।

উমার ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

তোমরা রেশমী কাপড় পরিধান করো না। যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।[১৭৬২]

আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

[১৭৬১] আবূ দাউদ, হা/৪০১৭, তিরমিযী, হা/২৭৬৯, ইবনে মাজাহ, হা/১৯২০।

[১৭৬২] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯।

আমার উম্মাতের মধ্যে মহিলাদের জন্য স্বর্ণালংকার এবং রেশমী পোশাক ব্যবহার করা হালাল করা হয়েছে আর পুরুষদের জন্য এগুলো হারাম করা হয়েছে। হাদীসটি সহীহ।[১৭৬৩]

৩. পুরুষের জন্য শুধু চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয।

আবূ উসমান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম। এ সময় উমার আমাদের কাছে লিখে পাঠান যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وصفَّ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبابَةَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এটুকু ছাড়া এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুআঙ্গুল দিয়ে এর পরিমাণ আমাদের বলে দিয়েছেন। যুহাইর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন।[১৭৬৪] সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে রয়েছে যে,

نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে বারণ করেছেন। কিন্তু যদি দু' আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় তাহলে সেটি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৭৬৫]

৪. পুরুষের জন্য চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রেশমী কাপড় পরিধান করা জায়েয। আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ও আবদুর রহমান (রা)-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১৭৬৬]

৫. রেশমী কাপড়কে (তার ওপর বাসার জন্য) বিছানো জায়েয নয়। হুযাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

[১৭৬৩] তিরমিযী, হা/১৭২০, নাসাঈ, হা/৫১৪৮।

[১৭৬৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৮২৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯।

[১৭৬৫] সহীহ মুসলিম, হা/২০৬৯।

[১৭৬৬] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/২০৭৬।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে বসতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।[১৭৬৭]

৬. হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা হারাম। আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরিধান করতে, কাসসী বস্ত্র পরিধান করতে, রুকূ ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে এবং হলুদ রংয়ের পোশাক পরতে বারণ করেছেন।[১৭৬৮]

৭. খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরিধান করা হারাম।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৬৯]

৮. মহিলাদের জন্য খাছ এমন পোশাক পুরুষের জন্য পরিধান করা এবং পুরুষদের জন্য খাছ এমন পোশাক মহিলাদের জন্য পরিধান করা হারাম।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সব পুরুষদেরকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীদেরকেও লা'নত করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধরে।[১৭৭০]

[১৭৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৩৭।

[১৭৬৮] সহীহ মুসলিম, হা/২০৭৮।

[১৭৬৯] আবূ দাউদ, হা/৪০২৯, ইবনে মাজাহ, হা/৩৬০৬।

[১৭৭০] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫।

الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا

ত্রয়োদশ পর্ব: অসীয়ত

১. অসীয়তের পরিচয়।

অসীয়ত শব্দটির অর্থ হলো পৌঁছানো বা নির্দিষ্ট করা। وصيت الشيء أوصيه অর্থাৎ আমি কোন কিছু অসীয়ত করেছি বা করবো এটি বলা হবে, যখন আমি সেটি (অসীয়তকারীর জন্য) নির্দিষ্ট করবো।

অসীয়তকারী তার জীবিতাবস্থায় কিছু অসীয়ত করে যায়, যা তার মৃত্যুর পরে যার জন্য অসীয়ত করা হয় তার কাছে পৌছায়।

শারঈ অর্থে অসীয়ত হলো, কোন মানুষের অন্যকে কোন কিছু বা ঋণ পরিশোধের অর্থ বা কোন উপকার দান করা। এটি এই শর্তে হবে যে, অসীয়তকারীর মৃত্যুর পরে যার জন্য অসীয়ত করা হলো সে অসীয়তকৃত জিনিসটি পাবে।

২. অসীয়তের হুকুম।

যার কোন কিছুর অসীয়ত করার আছে, তার জন্য অসীয়ত করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠﴾

তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অসীয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো। এটা মুত্তাকীদের ওপর কর্তব্য (সূরা আল বাকারা: ১৮০)।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়ত লিখিত থাকবে না।[১৭৭১]

[১৭৭১] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৭।

৩. কখন অসীয়ত করা হারাম।

কারো ক্ষতি করার জন্য অসীয়ত করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ﴾

এটা (মৃতের সম্পদ বন্টন) যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, এতে যেন কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (সূরা আন নিসা: ১২)।

৪. ওয়ারিশদের জন্য কোন অসীয়ত নেই।

আমর ইবনু খারিজাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি এর ঘাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে এর লালা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সকল হকদারের হক আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য অসীয়ত করা বৈধ নয়। এই হাদীসের সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এটি সহীহ।[১৭৭২]

শুরাহবীল ইবনু মুসলিম (রহি) আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামাহ (রা) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত করা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৭৩]

৫. আল্লাহর নৈকট্যের জন্য অসীয়তের পরিমাণ (সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ)।

[১৭৭২] তিরমিযী, হা/২১২১, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১২।

[১৭৭৩] আবূ দাউদ, হা/২৮৭০, তিরমিযী, হা/২১২০, ইবনে মাজাহ, হা/২৭১৩।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর জন্য তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের মাল থেকে আল্লাহ তা'আলা এক-তৃতীয়াংশ অসীয়ত করার অধিকার প্রদান করেছেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৭৪]

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

লোকেরা যদি (এক তৃতীয়াংশ অসীয়ত করা থেকে) এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ আর তৃতীয়াংশই বেশি।[১৭৭৫]

৬. ঋণ পরিশোধকে অসীয়তের আগে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সা'দ ইবনুল আতওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ«

তার ভাই মৃত্যুবরণ করেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। (সা'দ ইবনুল আতওয়াল বলেন,) আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভাই ঋণের কারণে আটক আছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার পক্ষ থেকে সব ঋণ পরিশোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৭৬]

[১৭৭৪] ইবনে মাজাহ, হা/২৭০৯।

[১৭৭৫] সহীহ বুখারী, হা/২৭৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬২৯।

[১৭৭৬] ইবনে মাজাহ, হা/২৪৩৩।

এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ﴾

এটা (মৃতের সম্পদ বন্টন) যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, এতে যেন কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (সূরা আন নিসা: ১২)।

৭. কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার ঋণ পরিশোধ করার মতো যদি সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে শাসক তা পরিশোধ করবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লার নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হতো তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাকে বলা হতো যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। অন্যথায় বলতেন, তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করো। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মুমিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।[১৭৭৭]

[১৭৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২২৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৯।

الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض

চতুর্দশ পর্ব: ফারাইয (উত্তরাধিকার)

১. ফারাইযের সংজ্ঞা।

ফারাইয শব্দটি فريضة শব্দের বহুবচন। فريضة শব্দটি فرض শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো পরিমাণ।

(মোহর নির্ধারণ করার পরে, কিন্তু স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই যদি তাকে তালাক দেয় সেই সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

তোমরা (মোহরের) যেই পরিমাণ নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক তারা পাবে (সূরা আল বাকারা: ২৩৭)। এখানে فَرَضْتُمْ মানে হলো তোমরা যা নির্ধারণ করেছো।

আর শরীআতে فرض হলো, ওয়ারিশদের জন্য নির্ধারিত অংশ।

২. ওয়ারিশ হওয়ার কারণ তিনটি।

ক. বংশগত কারণ। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আহযাবে বলেন,

﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾

যারা আত্মীয় তারা পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী (সূরা আল আহযাব: ৬)।

খ. ওয়ালা বা দাসমুক্ত করার কারণে তার অভিভাবকত্ব কারণ। কেননা ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীসে রয়েছে,

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

বংশগত সম্পর্কের মতোই হলো ওয়ালাগত সম্পর্ক, যেটিকে বিক্রি করাও যাবে না, আবার দান করাও যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৭৮]

গ. বিবাহগত কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

[১৭৭৮] ইবনু হিব্বান, হা/৪৯৫০, হাকিম, ৪/২৯২-২৯৩, বাইহাকী, ১০/২৯২।

﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য রয়েছে (সূরা আন নিসা: ১২)।

৩. ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও তিনটি।

ক. হত্যা করা।

খ. দীনের ভিন্নতা।

গ. দাসত্ব।

৪. আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত কিতাবে মীরাসের বিধানগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মীরাস সংক্রান্ত আয়াত হলো তিনটি, যেগুলোতে ইলমুল ফরাইযের উসূলসমূহ এবং মীরাসের বিধি বিধানের আরকানসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সেই আয়াতগুলো হলো,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢﴾

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ, আর মাত্র এক কন্য থাকলে তার জন্য অর্ধেক। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; আর তার সন্তান না থাকলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর

তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। এ সব হবে সে যা অসীয়ত করে যাবে, তা পালন করার পরে এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; অসীয়ত পালন এবং ঋন পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা অসীয়ত করবে তা পালন করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর 'কালালাহ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা অসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (সূরা আন নিসা: ১১-১২)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦﴾

লোকেরা আপনার কাছে সমাধান চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ সমাধান দিচ্ছেন যে, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ। আর যদি ভাইবোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত, (সূরা আন নিসা: ১৭৬)।

এছাড়াও মীরাস সম্পর্কে কিছু আয়াত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো বিস্তারিত নয়। সেই আয়াতগুলো বিস্তারিত বর্ণনা না করেই শুধু ওয়ারিশদের হকের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ﴾

আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের জন্য বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর বিষয়ে সম্যক অবগত (সূরা আল আনফাল: ৭৫)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا﴾

আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে যারা আত্মীয় তারা পরস্পর অধিকতর নিকটবর্তী। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কল্যাণকর কিছু করার কথা আলাদা। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (সূরা আল আহযাব: ৬)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا﴾

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ (সূরা আন নিসা: ৭)।

এই পবিত্র আয়াতগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বের আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি ওয়ারিশদের অংশ আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করেছেন। আর এগুলো হলো ইলমুল মীরাসের মূল ভিত্তি যেমনটি তুমি আগেই জেনেছো।

হে সম্মানিত পাঠক! মীরাস সম্পর্কীত আয়াতগুলো থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করো।

প্রথমত: ছেলে ও মেয়েদের বিধানসমূহ।

১. মৃত ব্যক্তি যদি শুধু এক ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে পুরো সম্পদ 'ছেলের জন্য দুই ভাগ এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ' এভাবে বন্টন করা হবে।

২. যদি ওয়ারিশগণের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই থাকে, তাহলে (মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি) পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুন পাবে।

৩. (মৃত ব্যক্তির) সন্তানদের সাথে যদি আসহাবুল ফুরুয (যাদের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া আছে) থাকে, যেমন স্বামী বা স্ত্রী অথবা বাবা মা তাহলে প্রথমে আমরা আসহাবুল

ফুরুযদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিবো। তারপর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো সন্তানদের মধ্যে কন্যার চেয়ে পুত্রদেরকে দ্বিগুন অংশ দিয়ে বন্টন করা হবে।

৪. আর মৃত ব্যক্তি যদি শুধু এক পুত্র রেখে যায়, তাহলে সেই পুত্রই পুরো সম্পদ নিবে। দুই আয়াতের সমন্বয়ে এটি পাওয়া যায়। সেগুলো হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾

এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (সূরা আন নিসা: ১১), আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾

আর মাত্র এক কন্য থাকলে তার জন্য অর্ধেক (সূরা আন নিসা: ১১)। এই আয়াত আবশ্যক করে যে, পুত্র যদি একাই হয়, তাহলে পুরা সম্পদই তার হবে।

৫. (মৃত ব্যক্তির) যদি সন্তানরা না থাকে, তাহলে নাতীরা সেই সন্তানের স্থান দখল করবে। কেননা আয়াতে বর্ণিত ﴿أَوْلَٰدِكُمْ﴾ 'তোমাদের সন্তান' এই শব্দে নিজের সন্তানরা যেমন অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনই নাতীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর এতে ইজমা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বাবা মায়ের বিধান

১. (মৃত ব্যক্তির) বাবা মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে।

২. আর যদি কোন সন্তান না থাকে, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ আর বাকী তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে বাবা।

৩. আর মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক ভাই থাকে, (কিন্তু কোন সন্তান না থাকে), তাহলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর বাকী ছয়ভাগের পাঁচভাগই পাবে বাবা। কিন্তু ভাইয়েরা অথবা বোনেরা কোন অংশ পাবে না। কেননা বাবা থাকার কারণে তাদের ওয়ারিশ হওয়াতে বাবা প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত: অসীয়তের আগে ঋণকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

চতুর্থত: স্বামীর বিধান

১. যদি কোন সন্তান না রেখেই স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী তার সম্পদের অর্ধেক পাবে।

২. আর যদি কোন সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী পাবে চার ভাগের এক ভাগ।

পঞ্চমত: এক স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীর বিধান

১. যদি কোন সন্তান না রেখেই স্বামী মারা যায়, তাহলে একজন বা একাধিক স্ত্রীরা সেই স্বামীর সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে।

২. আর যদি কোন সন্তান রেখে স্বামী মারা যায়, তাহলে এক বা একাধিক স্ত্রীরা পাবে আট ভাগের এক ভাগ।

ষষ্ঠতঃ বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের বিধান

১. যদি কোন ব্যক্তি শুধু একজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা শুধু একজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা যায়, তাহলে সেই একভাই বা এক বোন মৃতের সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।

২. আর যদি একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন রেখে যায় যেমন বৈপিত্রেয় দুই ভাই অথবা দুই বোন, তাহলে তারা পাবে মৃতের সম্পদের তিন ভাগের একভাগ, যেই একভাগ তাদের সকলের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে।

সপ্তমতঃ আপন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের বিধান।

১. কোন ব্যক্তি যদি শুধু একজন আপন অথবা বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা যায় এবং সেই মৃত ব্যক্তির বাবা মা এবং সন্তানও না থাকে, তাহলে সেই আপন অথবা বৈমাত্রেয় বোনটি মৃতের অর্ধেক সম্পদ পাবে।

২. আর কোন ব্যক্তি যদি দুই বা তার চেয়ে বেশি আপন বা বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা যায় এবং মৃতের যদি বাবা মা এবং সন্তান না থাকে, তাহলে সেই আপন বা বৈমাত্রেয় বোনেরা পাবে মৃতের সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ।

৩. কোন ব্যক্তি যদি একাধিক ভাই ও বোন রেখে মারা যায় (যারা সকলেই তার আপন ভাই বোন অথবা সকলেই তার বৈমাত্রেয় ভাই বোন), তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ 'বোনের চেয়ে ভাই দ্বিগুন' এই নিয়মে তাদের মাঝে বন্টন করা হবে।

৪. কোন মহিলা যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার কোন সন্তানও নেই আবার বাবা মাও নেই, কিন্তু একজন আপন ভাই আছে, তাহলে সেই আপন ভাই সেই মহিলার সকল সম্পদ পাবে। আর যদি ভাইয়ের সংখ্যা একের অধিক হয়, তাহলে সেই সম্পদ তাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে।

বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের বিধানও এমনই, যদি আপন ভাই বোন না থাকে।

৫. আসহাবুল ফুরুযদেরকে (যাদের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া আছে) আগে তাদের অংশ দেয়া ফরয। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো হবে আসাবাদের (যাদের জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তারা মৃতের সম্পত্তির ভাগ পায়) জন্য।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের তাদের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (আসাবা হিসেবে) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য।[১৭৭৯]

এখানে ফারাইয অর্থ হলো নির্ধারিত অংশ। আর أَهْلِهَا অর্থ হলো, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যারা এই নির্ধারিত অংশ পাওয়ার হকদার। এই সুনির্ধারিত অংশের হকদারকে দেয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটি নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য।

৬. কন্যাদের সাথে বোনেরা আসাবা হবে।

অর্থাৎ বোনেরা কোন নির্ধারিত অংশ ছাড়াই অবশিষ্ট সম্পদ নিতে পারবে, যেমনভাবে আসহাবুল ফুরুযদেরকে তাদের অংশ দেয়ার পরে অবশিষ্ট সম্পদ (নিকটতম) পুরুষ ব্যক্তি নিতে পারবে।

আবূ কায়স (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ল ইবনু শুরাহবীল (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

একবার আবূ মূসা (রা)-কে কন্যা, পুত্রের কন্যা এবং বোনের (মীরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর বোনের জন্য অর্ধেক। (তিনি (রা) বললেন) তোমরা ইবনু মাসউদ (রা)-এর কাছে যাও, তিনিও হয়তো আমার মতই বলবেন। অতঃপর ইবনু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবূ মূসা (রা) যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাকে জানানো হলো। তিনি বললেন, (ও রকম সিদ্ধান্ত দিলে) আমি তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। আমি এ ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই দিচ্ছি, যে ফায়সালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর ছেলের কন্যা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এভাবে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। এরপর আমরা আবূ মূসা (রা)-এর কাছে আসলাম এবং ইবনু মাসউদ (রা) যা

[১৭৭৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৪৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৫।

বললেন, তা তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, এ অভিজ্ঞ মনীষী যতদিন তোমাদের মাঝে থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না।[১৭৮০]

৭. যারা (মৃতের সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগের হকদার।

১. কন্যার সাথে ছেলের কন্যা (পৌত্রি) পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

কেননা এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে পূর্বেই সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. আপন বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এটি কন্যার সাথে ছেলের কন্যার বিধানের সাথে কিয়াস করে।

৩. মা না থাকলে দাদী ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদী ও নানীর জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করেছেন, যদি মৃতের মা জীবিত না থাকে। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৮১]

৪. যে ব্যক্তি দাদার অংশকে বাদ দিতে পারে না তার সাথে দাদা পাবে ছয়ভাগের একভাগ (অর্থাৎ দাদার অংশকে বাদ দেয় বাবা অর্থাৎ বাবা থাকলে দাদা পাবে না। কিন্তু বাবা না থেকে যদি সন্তান থাকে, তাহলে সন্তান দাদার অংশকে বাদ দিতে পারবে না। এক্ষত্রে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে)। ইজমার ভিত্তিতে এই বিধানটি বাবার বিধানের ওপর কিয়াস করে। ইবনে মুনযির (রহি) বলেন, আলেমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, দাদার বিধান বাবার বিধানের মতোই।[১৭৮২]

৫. (মৃতের) সন্তান অথবা ভাই থাকলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ﴾

[১৭৮০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৩৬।

[১৭৮১] আবূ দাউদ, হা/২৮৯৫।

[১৭৮২] আল ইজমা, ৮৪ পৃ.।

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে, (সূরা আন নিসা: ১২)।

৬. শুধু একজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকলে সে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। কেননা পূর্বে বর্ণিত আয়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৭. (মৃতের) সন্তান থাকলে বাবা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾

তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ রয়েছে (সূরা আন নিসা: ১১)।

৮. (মৃতের) ছেলে অথবা ছেলের ছেলে (নাতী) অথবা বাবা থাকলে ভাই বোনদের জন্য কোন মীরাস নেই।

এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

৯. (মৃতের) দাদার উপস্থিতিতে ভাই বোনদের মীরাসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, দাদার উপস্থিতিতে আপন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই বোনেরা মীরাস পাবে। তাদের মীরাস পাওয়াতে দাদা প্রতিবন্ধক হবে না, কিন্তু বাবা থাকলে বাবা প্রতিবন্ধক হবে। এই বিষয়ে দলীল হলো, মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক দিয়ে দাদা এবং ভাইয়েরা একই স্তরের। কেননা দাদা মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাবার মাধ্যমে, ঠিক অনুরূপভাবে ভাইয়েরাও মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাবার মাধ্যমেই। দাদা হলো বাবার মূল আর ভাইয়েরা হলো বাবার শাখা। এই দিক দিয়ে এই দুই পক্ষ একই স্তরের। সুতরাং এক পক্ষকে মীরাস না দিয়ে আরেক পক্ষকে মীরাস দেয়ার কোন মানে হয় না।

১০. (মৃতের) কন্যাদের সাথে ভাইয়েরাও মীরাস পাবে। তবে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পাবে না।

কন্যাদের সাথে ভাইদের মীরাস,

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ: آيَةُ الميرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

সাদ ইবনুর রবী‘ (রা) এর স্ত্রী সা’দের দুই কন্যাসহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এরা দুই জন সা’দ ইবনুর রবী‘ (রা) এর কন্যা, যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদ এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না থাকলে তাদেরকে বিবাহ দেয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এই বিষয়ে ফায়সালা করবেন। শেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা’দ ইবনুর রবী’র ভাইকে ডেকে এনে বললেন, সা’দের কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও, অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি নাও। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৮৩]

পক্ষান্তরে কন্যাদের সাথে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা কোন মীরাস পাবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর ‘কালালাহ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। (সূরা আন নিসা: ১২)। এখানে ভাই বলতে বৈপিত্রেয় ভাই উদ্দেশ্য, যেমন কিছু কিরাআতে রয়েছে।

কালালাহ হলো, যার কোন মূল (বাবা, দাদা) এবং শাখা (সন্তান, নাতী) ওয়ারিশ নেই, কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন রয়েছে। সাহাবীগণ এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন।

১১. আপন ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই কোন মীরাস পাবে না।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ [النساء: ١٢] {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ:

তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো, “যা কিছু তোমরা অসীয়ত কর বা যে ঋণ রয়েছে তা আদায় করার পর ...." (সূরা আন-নিসা: ১২)। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিয়েছেন যে, অসীয়ত পূরণ করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে,

[১৭৮৩] আবূ দাউদ, হা/২৮৯২, তিরমিযী, হা/২০৯২, ইবনে মাজাহ, হা/২৭২০।

(মৃতের আপন ও বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে) আপন ভাইয়েরাই তার মীরাস পাবে, বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নয়। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৮৪]

أَعْيَانَ এর অর্থ হলো, আপন ভাই। আর بَنِي العَلَّاتِ এর অর্থ হলো, বৈমাত্রেয় ভাই। আবার বলা হয়েছে যে, বৈপিত্রেয় ভাই।

১২. তৃতীয় স্তরের ওয়ারিশ হলো, আত্মীয় স্বজনরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾

আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের জন্য বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর বিষয়ে সম্যক অবগত (সূরা আল আনফাল: ৭৫)।

আবূ উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ«

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ উবাইদা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তার রসূল তার অভিভাবক। যে ব্যক্তির অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই, মামা তার উত্তরাধিকারী।[১৭৮৫]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন মুক্তদাস খেজুর গাছের মাথা হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তালাশ করে দেখো তার কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না? লোকজন বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ এলাকার কাউকে দিয়ে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৮৬]

[১৭৮৪] তিরমিযী, হা/২০৯৪, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৯।

[১৭৮৫] তিরমিযী, হা/২১০৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৭।

[১৭৮৬] আবূ দাউদ, হা/২৯০২, তিরমিযী, হা/২১০৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৩।

عذق শব্দটির 'আইন বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ হলো খেজুরের কাদি যেখানে খেজুর ধরে থাকে। এর বহুবিচন হলো أعذاق। যখন অনেক খেজুরের কাদি হয়ে থাকে তখন বলা হয় أعذقت النخلة।

১৩. ফারাইয বন্টনে সমস্যা হলো সেখানে আওল অনুযায়ী ভাগ হবে।

পারিভাষিক অর্থে আওল হলো, আসহাবুল ফুরুযের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং ওয়ারিশদের প্রাপ্ত মীরাসের পরিমাণ কমে যাওয়া। এটি তখনই হয় যখন আসহাবুল ফরুযের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এমন হয় যে, পরিত্যক্ত সম্পদ সব বন্টন করার পরেও কিছু আসহাবুল ফুরুয অবশিষ্ট থেকেই যায়। এই কারণে (অবিশিষ্ট আসহাবুল ফুরুযদেরকে দেয়ার জন্য) প্রত্যেক ওয়ারিশদের থেকে তাদের প্রাপ্ত কিছু অংশ কমানো হয়, কিন্তু কাউকেই মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয় না।

উমার (রা) এর সময়ে সর্বপ্রথম আওলের ঘটনা ঘটে। তারপর তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) আওলের পরামর্শ দেন। তখন উমার (রা) বললেন, তোমরা এই ফারাইযে আওল অনুযায়ী বন্টন করো। তার এই কাজকে সাহাবীগণ সমর্থন করেছেন। ফলে আওলের বিধানের ওপর ইজমা হয়ে গেছে।

এখানে মূল মাসআলা সাতটি, তিনটিতে আওল হবে আর চারটিতে আওল হবে না। যেই তিনটিতে আওল হবে সেগুলো হলো, ৬, ১২, ২৪। আর যেই চারটিতে আওল হবে না সেগুলো হলো ২, ৩, ৪, ৮।

১৪. লিআনকৃত মহিলার এবং ব্যভিচারিণীর সন্তান (পিতার) ওয়ারিশ হবে না। তবে সে তার মায়ের এবং মায়ের আত্মীয়দের ওয়ারিশ হবে এবং এর বিপরীতটাও হবে (অর্থাৎ তার মা এবং মায়ের আত্মীয়রাও তার ওয়ারিশ হবে)।

লিআন করার ঘটনা সম্পর্কীত সাহল ইবনু সা'দ (রা) এর হাদীসে রয়েছে যে,

فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا

তার (লিআনকৃত মহিলাকে) বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হতো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ওয়ারিশের ব্যাপারেও হুকুম জারি হলো যে, (লিআনকৃত) মহিলা সেই সন্তানের ওয়ারিশ হবে এবং সন্তানও তার ওয়ারিশ হবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন।[১৭৮৭]

[১৭৮৭] সহীহ বুখারী, হা/৫৩০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৪৯২।

১৫. শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্না করলে ওয়ারিশ হবে (অর্থাৎ ওয়ারিশ হতে গেলে তাকে জীবিত ভূমিষ্ঠ হতে হবে)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কান্না করে মারা গেলে তাকে ওয়ারিশ গণ্য করতে হবে। এই হাদীসের অনেক সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৮৮]

১৬. মুক্ত করা দাসের মীরাস যে মুক্ত করবে তার হবে। আর আসাবাদের কারণে তার অংশ বাদ হয়ে যাবে (অর্থাৎ আসাবা থাকলে যে মুক্ত করলো সে মীরাস পাবে না)। আর আসহাবুল ফুরুযদেরকে দেয়ার পরে সে (যে মুক্ত করলো) অবশিষ্ট অংশ পাবে (অর্থাৎ যদি আসাবা না থাকে তাহলে সে অবশিষ্ট অংশ পাবে)।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রহি) তার বৈপিত্রেয় বোন এবং হামযা (রা) এর কন্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ

আমার এক মুক্তদাস একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ও তার সেই কন্যার মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি আমাকে দিলেন অর্ধেক এবং তাকে দিলেন অর্ধেক। এই হাদীসটি হাসান।[১৭৮৯]

হুযাইল (রহি) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন,

إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ

ইসলামের অনুসারীগণ সায়বা বানায় না। কিন্তু জাহিলী যুগের লোকেরা সায়বা বানাতো।[১৭৯০]

সায়বা হলো, ওয়ালা (দাসের অভিভাবকত্ব) না থাকার শর্তে কোন দাসকে মুক্ত করা।

[১৭৮৮] আবূ দাউদ, হা/২৯২০।

[১৭৮৯] ইবনে মাজাহ, হা/২৭৩৪, হাকিম, ৪/৬৬

[১৭৯০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৩।

১৭. ওয়ালা (দাসের অভিভাবকত্ব) বিক্রি করা এবং দান করা হারাম।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।[১৭৯১]

১৮. দুই ধর্মের লোকের মাঝে কোন মীরাস নেই (যেমন, বাবা মুসলিম আর ছেলে কাফির হলে ছেলে মীরাসের কোন অংশ পাবে না)।

উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না, কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।[১৭৯২]

১৯. আর হত্যাকারী নিহতের মীরাসের কোন অংশ পাবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ

হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হবে না। সমর্থক হাদীস থাকার কারণে এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৩]

২০. মীরাসের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা থেকে সতর্কতা।

ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগের আরবরা শুধু পুরুষ এবং বড়দেরকে সম্পদ দিতো, কিন্তু তারা মহিলা এবং ছোটদেরকে দিতো না। ইসলাম আসার পরে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককেই তাদের হক দিলেন। আর এই হককে বললেন, ﴿وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অসীয়ত (সূরা আন নিসা: ১২), ﴿فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বিধান (সূরা আন নিসা: ১১)।

[১৭৯১] সহীহ বুখারী, হা/২৫৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৫০৬।

[১৭৯২] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৬১৪।

[১৭৯৩] তিরমিযী, হা/২১০৯, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৫।

তারপর যারা মীরাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীত করবে, তাদেরকে ভয়ংকর সতর্কবাণী ও হুমকি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾

এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (সূরা আন নিসা: ১৩-১৪)।

২১. হাজব (প্রতিবন্ধক) ও হিরমান (বঞ্চিতকরণ)।

ক. হাজব এবং হিরমানের পরিচয়।

শাব্দিক অর্থে হাজব মানে হলো বাধা দেয়া। এটি উদ্দেশ্য হলো, কোন এক ব্যক্তির কারণে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে তার মীরাস পাওয়া থেকে পুরোপুরি অথবা আংশিক বাধা দেয়া।

আর হিরমান হলো মীরাসের প্রতিবন্ধক। যেমন, হত্যা করাসহ ইত্যাদি প্রতিবন্ধক থাকার কারণে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা।

খ. হাজবের প্রকারভেদ।

হাজব দুই প্রকার। সেগুলো হলো, হাজবে নুকসান, হাজবে হিরমান।

হাজবে নুকসান হলো কোন এক ব্যক্তির কারণে ওয়ারিশদের কারো মীরাসের অংশ কমে যাওয়া। এমনটি পাঁচজন ওয়ারিশের ক্ষেত্রে হয়। সেগুলো হলো,

১. সন্তান থাকার কারণে স্বামী (স্ত্রীর সম্পদে) অর্ধেক থেকে কমে চার ভাগের এক ভাগ পায়।

২. সন্তান থাকার কারণে স্ত্রী (স্বামীর সম্পদে) চার ভাগের এক ভাগ থেকে কমে আট ভাগের এক ভাগ পায়।

৩. মৃতের সন্তান থাকলে মৃতের সম্পদে তার মা তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কমে ছয় ভাগের এক ভাগ পায়।

৪. ছেলের মেয়ে

৫. বৈমাত্রেয় বোন।

আর হাজবে হিরমান হলো, কোন ব্যক্তির কারণে কোন ব্যক্তিকে মীরাস থেকে পুরোপুরি বাধা দেয়া। যেমন মৃতের সন্তান থাকলে ভাইকে মীরাস থেকে পুরোপুরি বাধা দেয় (অর্থাৎ সন্তান থাকলে ভাই কোন সম্পদ পাবে না)। এই প্রকারটি ছয় প্রকার উত্তরাধিকারীর মীরাসের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের তাদের দ্বারা হাজবে নুকসান হয়। সেই ছয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী হলো,

১, ২. বাবা ও মা

৩, ৪. ছেলে ও মেয়ে।

৫, ৬. স্বামী ও স্ত্রী।

এই ছয় শ্রেণির ওয়ারিশদের বাদে অন্যদের ক্ষেত্রে হাজবে হিরমান হবে।

হাজবে হিরমান দু'টি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো,

১. যারা যেই ব্যক্তির মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হবে, সেই ব্যক্তি থাকলে তারা কোন মীরাস পাবে না। যেমন ছেলের ছেলে (নাতী)। মৃতের ছেলে থাকলে নাতী কোন মীরাস পাবে না। কিন্তু মায়ের সন্তানের বিধানটি এর ব্যতিক্রম। কেননা তারা মায়ের মাধ্যমে মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হলেও তারা মায়ের সাথে মীরাসের অংশ পাবে।

২. দূরের আত্মীয়ের চেয়ে নিকটের আত্মীয়কে আগে প্রাধান্য দেয়া হবে। এর ফলে মৃতের সন্তান মৃতের ভাইয়ের সন্তানকে মীরাসে বাধা দিবে।

আর যদি ওয়ারিশরা একই স্তরের হয়, তাহলে রক্তের সম্পর্কে দিক দিয়ে যে বেশি শক্তিশালী তাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। যেমন আপন ভাই বৈমাত্রেয় ভাইকে মীরাসে বাধা দিবে।

الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود

পঞ্চদশ পর্ব: দণ্ডবিধি

الباب الأول حد الزنى

প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারীর দণ্ড।

الباب الثاني حد السرقة

দ্বিতীয় অধ্যায়: চুরির দণ্ড।

الباب الثالث حد القذف

তৃতীয় অধ্যায়: (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার দণ্ড।

الباب الرابع حد الشُّرْب

চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর দণ্ড।

الباب الخامس حد المحارب

পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর বা বিদ্রোহকারীর দণ্ড।

الباب السادس من يستحق القتل حدًّا

ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য।

كتاب الحدود

দণ্ডবিধি

১. দণ্ডবিধির পরিচয়।

হুদুদ শব্দটি হাদ্দ শব্দের বহুবচন। হাদ্দের মূল অর্থ হলো দুইটি জিনিসের মাঝে বাধা বা প্রাচীর। আর ভাষাগতভাবে এর অর্থ হলো প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু শারঈ অর্থে হাদ্দ হলো, শরীআতগতভাবে কোন পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, যাতে করে এমন পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়া যায়।

২. শাসকের নিকট অর্পণ করার পরে দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করা মাকরূহ।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

মাখযুম গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকেরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। কারণ যে চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জন উসামাহ (রা) ছাড়া নাবীর সঙ্গে এই বিষয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। তখন উসামাহ (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন। তখন তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ছিল যে, কোন সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তার ওপর শরীআতের শাস্তি কায়েম করতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত কেটে দিবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৪]

[১৭৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৮।

৩. মুমিনের অপরাধ গোপন করা মুস্তাহাব।

কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

আমার সকল উম্মাতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় প্রকাশকারী হলো, কোন লোক রাতের বেলা অপরাধ করলো যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগলো, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেলল। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

যে লোক কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। এটি একটি সহীহ হাদীসের অংশ।[১৭৯৬]

৪. দণ্ড কাফফারাস্বরূপ।

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক বৈঠকে ছিলাম। একসময় তিনি বললেন,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ

তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করো যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হলো এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার

[১৭৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৯০।

[১৭৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।

জন্য কাফফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর ওপর বায়আত গ্রহণ করলাম। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৭]

৫. কে দণ্ড কায়িম করবে?

রাষ্ট্রনেতা অথবা তার প্রতিনিধিই শুধু দণ্ড কায়িম করবে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতে দণ্ড কায়িম করেছিলেন, তার পরবর্তীতে তার খলীফাগণও দণ্ড কায়িম করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ড কায়িমের জন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

‘হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৮]

মনিবের জন্য তার দাসের ওপর দণ্ড কায়িম করা জায়েয। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। আবার যদি যিনা করে তাহলেও যেন বেত্রাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৭৯৯]

[১৭৯৭] সহীহ বুখারী, হা/১৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯।

[১৭৯৮] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭।

[১৭৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৩।

الباب الأول حد الزنى

প্রথম অধ্যায়: ব্যভিচারীর দণ্ড।

১. অবিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ড।

ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত ও স্বাধীন হয় তাহলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং বেত্রাঘাতের পর তাকে এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর ঈমানদার হও। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (সূরা আন নূর: ২)। আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عَامٍ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

যে অবিবাহিত থাকাবস্থায় ব্যভিচার করেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে দণ্ড প্রয়োগসহ এক বছরের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[১৮০০]

২. বিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ড।

আর যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে অবিবাহিতদের মতোই বেত্রাঘাত করা হবে, তারপর মৃত্যু পর্যন্ত তাকে রজম করা হবে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে)।

উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

[১৮০০] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৩৩।

তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, তোমরা আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করো এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশ বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।[১৮০১]

আমার (লেখকের) নিকটে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, রাষ্ট্রনেতার জন্য বেত্রাঘাত করা এবং রজম করা এই দু'টি একসাথে করা জায়েয। তবে শুধু রজম করার ওপর সীমাবদ্ধ থাকাই মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু রজম করার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন। আর এই বিষয়ে হিকমাত হলো, রজম হলো এমন শাস্তি যা অন্তরের ওপরে আসে। শুধু রজম করার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য হাসিল হয়। যার কারণে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে। আমার মতে, এই দিক থেকেই শুধু রজম করার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। আর আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়িয ইবনু মালিক (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে তা সত্য কিনা? তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার কাছে কী সংবাদ পৌঁছেছে? তখন তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি অমুক বংশের কোন এক দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছো। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। এরপরে তিনি এ ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য দিলেন অর্থাৎ- স্বীকারোক্তি দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন। তখন তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।[১৮০২]

৩. (ব্যভিচারীর নিকট থেকে) একবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। আর চারবার স্বীকারোক্তি নেয়া হয় নিশ্চিত হওয়া উদ্দেশ্যে।

কেননা কারো স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা এই শরীআতে প্রমাণিত। কেননা আবূ হুরায়রা এবং যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন),

---

[১৮০১] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯০।

[১৮০২] সহীহ বুখারী, হা/৬৮২৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৩।

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

‘হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮০৩]

আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যভিচারিণী মহিলার থেকে মাত্র একবারই স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গামেদী মহিলার থেকে মাত্র একবার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।[১৮০৪]

আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহূদী পুরুষ ও মহিলার নিকট থেকে মাত্র একবার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।[১৮০৫]

পক্ষান্তরে যেই হাদীসগুলোতে একবার স্বীকারোক্তি নেয়ার পরেও দণ্ড প্রয়োগে তাদের সন্তুষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার বিষয়টি বলা হয়েছে, সেটি আসলে বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যাদের অবস্থা সংশয়পূর্ণ যে, তাদের বিবেক ঠিক আছে নাকি নাই, আবার নেশাগ্রস্ত কিনা।

আর মায়িয (রা) এর চারবার স্বীকারোক্তি দেয়া পর্যন্ত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ করে থাকাটা প্রমাণ করে না যে, চারবার স্বীকারোক্তি নেয়া শর্ত। বরং এটি সর্বোচ্চ প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রনেতা যদি কিছু কিছু অবস্থাতে বারবার স্বীকারোক্তি নিতে চান, তাতে তিনি তা করতে পারেন।

৪. আর চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে।

এই বিষয়টি অনেক আয়াত প্রমাণ করে। যেমন,

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো (সূরা আন নিসা: ৪)। এখানে আল্লাহ তা‘আলা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে না পারলে বেত্রাঘাত আবশ্যক হওয়ার কথা উল্লেখ করলেন। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে না।

[১৮০৩] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭।

[১৮০৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫।

[১৮০৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৯।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ﴾

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে (সূরা আন নিসা:১৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ﴾

তারা কেন এ ব্যাপারে (আয়িশা রা. এর ব্যাপারে যে অপবাদ আরোপ করেছিল, সেই ব্যাপারে) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী (সূরা আন নূর: ১৩)।

৫. আর অবশ্যই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং (ব্যভিচারীর) লজ্জাস্থান (ব্যভিচারিণীর) লজ্জাস্থানে প্রবেশ করার বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষী হতে হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَنِكْتَهَا لَا يُكَنِّي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

যখন মায়িয ইবনু মালিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো, তখন তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তুমি শুধু তাকে চুমু দিয়েছ অথবা ইশারা করেছো অথবা (খারাপ দৃষ্টিতে) তাকিয়েছো? সে বলল, না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তাহলে কি তার সঙ্গে তুমি সঙ্গম করেছো? কথাটি তিনি তাকে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেননি (বরং স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছেন)। সে বলল, হ্যাঁ। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।[১৮০৬]

৬. স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করার মাধ্যমে ব্যভিচারীর দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قِصَّةَ مَاعِزِ ابْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ: لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ

[১৮০৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৮২৪।

يُحَدِّثُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: «أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»، وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ» لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا، قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ

আমি মায়িয ইবনু মালিকের ঘটনা আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ (রহি) নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আবূ তালিব আমাকে বলেছেন, এরা আসলাম গোত্রের কতক লোক যাদেরকে আমি দোষারোপ করি না এবং যাদের নিকট থেকে তুমি আমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ''তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন'' বর্ণনা করেছো আমি এ হাদীস হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অতএব আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে বললাম, আসলাম গোত্রের কয়েকজন লোক বর্ণনা করছে যে, পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে মায়িযের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করাতে তিনি বললেন, ''তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?'' অথচ আমি (রাবী বলছেন) তো এ হাদীস সম্পর্কে জানি না। জাবির (রা) বললেন, হে ভাতিজা! এ হাদীস সম্পর্কিত ঘটনা আমি অধিক জ্ঞাত। কেননা আমিও লোকটিকে পাথর মারার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্যতম। আমরা যখন তাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাথর মারা শুরু করলাম তখন পাথর নিক্ষেপের মারাত্মক চোট পেয়ে সে আমাদের নিকট চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার আপনজনেরাই আমাকে হত্যার জন্য দায়ী। তারা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারা আমাকে বলেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হত্যা করবেন না। তথাপি আমরা তাকে হত্যা না করে ছাড়িনি। অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমার নিকট নিয়ে এলে না কেন? যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুশোচনা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তিনি দণ্ড পরিত্যাগ করার জন্য একথা বলেননি। বর্ণনাকারী বলেন, এবার আমি এ হাদীসের মর্ম বুঝতে পারলাম। এই হাদীসটি হাসান।[১৮০৭]

[১৮০৭] আবূ দাউদ, হা/৪৪২০।

৭. মহিলা যদি কুমারী হয় অথবা তার লজ্জাস্থান গোশত দ্বারা আবৃত থাকে (যেখানে কোন ফাঁক নেই। ফলে সহবাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়), আর পুরুষের যদি পুরুষাঙ্গ কাটা থাকে অথবা সহবাসের সক্ষমতা না থাকে তাহলে তাদের থেকে ব্যভিচারের দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

কেননা (ব্যভিচারের) প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যার ফলে সাক্ষ্য অথবা স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এর মাধ্যমে সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি নিশ্চিতভাবে মিথ্যা বলে জানা যায়।

৮. যাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, তার জন্য তার বুক পর্যন্ত গর্ত খুঁড়া শরীআতসম্মত।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

মায়িয ইবনু মালিক আসলামী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি অর্থাৎ ব্যভিচার করেছি। আমি চাই যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের লোকের কাছে পাঠালেন। লোকটি সেখানে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মনে করেন যে, তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে এবং সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে? তারা প্রতি উত্তরে বললেন, আমরা তো তার মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পর্কে কোন কিছু জানি না। আমরা তো জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির। এরপর মায়িয (রা) তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলো। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করলেন। তখনও তারা তাকে জানালো যে, আমরা তার সম্পর্কে খারাপ কোন কিছু জানি না এবং তার মস্তিষ্কেরও কোন বিকৃতি ঘটেনি। এরপর যখন চতুর্থবার সে আগমন করলো, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হলো এবং তিনি তাকে রজম করার আদেশ করলেন। তারপর তাকে রজম করা হলো।[১৮০৮]

[১৮০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫।

৯. গর্ভবতীকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত এবং সন্তানকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত রজম করা যাবে না, যদি দুধ পান করানোর মতো আর কেউ না থাকে।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: آنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا

এরপর তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাওবা করো। তখন মহিলা বলল, আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়িয ইবনু মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এমন কাজ করেছো? সে প্রতি উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, গামিদী মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছেন। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে রজম করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধপান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন।[১৮০৯]

গামিদ হলো জুহাইনাহ বংশের একটি উপগোত্র।

إنها حُبْلى من الزنى : এটি দিয়ে সেই মহিলা বুঝাতে চেয়েছিল যে, আমি ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছি। কিন্তু সে তার নিজের দিকটা অস্পষ্ট করে বলেছে।

فكفلها رجل من الأنصار : অর্থাৎ আনসারী ব্যক্তিটি সেই মহিলার খাদ্রসামগ্রী সরবারাহের এবং তার কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব নিলেন।

[১৮০৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫।

إِلَيَّ رَضَاعُهُ : আনসারী ব্যক্তিটি এই কথা বলেছিল সেই বাচ্চার দুধ ছাড়ার পরে। আর এখানে দুধ পান করানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই শিশুকে লালন পালন করা। এখানে দুধপান করা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. যদি সুস্থতার আশা না থাকে, তাহলে অসুস্থ অবস্থাতেও বেত্রাঘাত করা জায়েয, যদিও তা ডাল দিয়ে হয়, যেই ডালে অনেক শাখা থাকে।

সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুর্বল লোক বাস করতো। লোকেরা তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করতো না। কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিপ্ত হলে মানুষজন আশ্চর্য হয়ে যায়। সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) তার বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, তাকে একশত বেত্রাঘাত করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর নাবী! সে এ শাস্তি সহ্য করতে (স্বাস্থ্যগতভাবে) দুর্বল (অক্ষম)। তাকে যদি আমরা একশত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা একশত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল নিয়ে তা দ্বারা তাকে একবার প্রহার করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১০]

مخدج হলো সৃষ্টি এবং শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল।

العثكال হলো, খেজুরের থোকা, যাতে বহু শাখা থাকে। আর এই প্রত্যেকটি শাখাকে شمراخًا বলা হয়।

আর যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে অপেক্ষা করতে হবে।

আবূ আবদুর রহমান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ

[১৮১০] ইবনে মাজাহ, হা/২৫৭৪।

একদা আলী (রা) এক ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (ব্যভিচারী) দাসদাসীদের ওপর শরীআতের হুকুম হদ্দ কার্যকর করো, তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দাসী ব্যভিচার করেছিল। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন দাসীটিকে বেত্রাঘাত করি। সে তখন সদ্য প্রসূতি (নিফাসগ্রস্ত) অবস্থায় ছিল। আমি তখন ভয় করলাম যে, এমতাবস্থায় যদি আমি তাকে বেত্রাঘাত করি তবে হয়তো তাকে মেরেই ফেলবো। এ ঘটনা আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ভালোই করেছো।[১৮১১]

أقيموا على أرقائكم الحد : أرقاء হলো শব্দের رقيق বহুবচন, যার অর্থ হলো গোলাম, সেটি দাসও হতে পারে আবার দাসীও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার দাস দাসীদের ওপরে হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) কায়িম করা ছেড়ে দিও না। কেননা এর উপকারিতা তোমাদের এবং তাদের উভয়ের ওপরই আসবে।

১১. যে ব্যক্তি সমকামিতা করবে এবং যার সাথে সমকামিতা করা হবে উভয়কেই হত্যা করা হবে, যদিও তারা বিবাহিত বা অবিবাহিত হয়।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

তোমরা কাউকে যদি লূত জাতির লোকদের মত কুর্কমে (সমকামিতা করতে) লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১২]

لواط হলো, পুরুষের পায়ুপথ দিয়ে সঙ্গম করা। অনুরূপভাবে নারীদের অপর নারীদের সাথে এভাবে সঙ্গম করা।

১২. আর যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে ব্যভিচার করবে, তাকে (কোন দণ্ড ছাড়াই) শাস্তি দেয়া হবে। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ

[১৮১১] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৫।

[১৮১২] আবূ দাউদ, হা/৪৪৬২, তিরমিযী, হা/১৪৫৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৫৬১।

পশুর সঙ্গে ব্যভিচারকারীর জন্য নির্ধারিত কোন হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) নেই। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১৩]

যেখানে (যেই পাপে) হাদ্দ থাকবে না, সেখানে সংশোধনমূলক শাস্তি আবশ্যক হবে। কেননা সে এমন পাপ করেছে যাতে কোন হাদ্দও নেই আবার কোন কাফফারাও নেই।

১৩. দাসকে স্বাধীন মানুষের বেত্রাঘাতের অর্ধেক বেত্রাঘাত করা হবে (অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত)। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾

অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর (তারা ব্যভিচার করলে) তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক (সূরা আন নিসা: ২৫)। আর এই বিষয় সম্পর্কীত আলী (রা) এর হাদীসটি এই অধ্যায়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

১৪. যাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করা হবে, তার কোন দণ্ড নেই।

আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামী (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ – رضي الله عنه –: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا ، فَفَعَلَ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর নিকটে এক মহিলাকে নিয়ে আসা হলো, যেই মহিলা খুবই পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর সে এক রাখালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তার নিকটে পানি পান করতে চাইলো। কিন্তু সেই রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করা ছাড়া পানি পান করাতে অস্বীকার করলো। তখন সেই মহিলা তাই করলো (অর্থাৎ রাখালের সাথে ব্যভিচার করলো)। এই মহিলাকে রজম করার বিষয়ে উমার (রা) লোকজনের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন, তাকে তো বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, তাকে ছেড়ে দেয়া হোক। তখন উমার (রা) সেটিই করলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১৪]

[১৮১৩] আবূ দাউদ, হা/৪৪৬৫।

[১৮১৪] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হা/১৭১৩২, ইরওয়া, হা/২৩১৩।

১৫. যদি তিন জন সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু চতুর্থজন সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে সেই তিনজনের ওপরই মিথ্যা অপবাদের দণ্ড প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক (সূরা আন নূর: ৪)। কাসামাহ ইবনু যুহাইর (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَدَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ: إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ؟ قَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ حُدُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ

আবূ বাকরাহ এবং মুগীরাহ (রা) এর বিষয়টি যখন আসলো, তারপর তিনি পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, তিনি বলেন, এই ব্যাপারে সাক্ষী ডাকা হলো। তখন আবূ বাকরাহ, শিবল ইবনু মা'বাদ এবং আবূ আব্দিল্লাহ নাফি (রা) সাক্ষ্য দিলেন। যখন এই তিনজন সাক্ষ্য দিলেন, তখন উমার (রা) বললেন, এই বিষয়টি উমার (রা) এর কাছে খুবই কঠিন মনে হয়েছে। তারপর যখন যিয়াদ (রা) আসলেন, তখন উমার (রা) বললেন, ইনশা আল্লাহ তুমি সত্য সাক্ষ্যই দিবে। তখন যিয়াদ (রা) বললেন, আমি যিনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবো না। কিন্তু আমি (তাদের থেকে) খুবই খারাপ জিনিস দেখেছি। উমার (রা) বললেন, আল্লাহু আকবার! তোমরা তাদেরকে (সাক্ষ্যদাতা তিনজনকে) দণ্ড প্রয়োগ করো। তখন তাদেরকে দণ্ড প্রদান করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, বেত্রাঘাত করার পরে আবূ বাকরাহ (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে ব্যভিচারী। তখন উমার (রা) আবার তাকে বেত্রাঘাত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আলী (রা) নিষেধ করে বললেন, যদি আপনারা বেত্রাঘাত করতে চান, তাহলে তাকে রজম করেন। তখন উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিলেন, কোন বেত্রাঘাত করলেন না।[১৮১৫]

[১৮১৫] সুনানুল কুবরা, বাইহাকী, হা/১৭১২৪।

الباب الثاني حد السرقة

দ্বিতীয় অধ্যায়: চুরির দণ্ড।

১. চোরের ওপর দণ্ড কার্যকর করার শর্তসমূহ

ক. চোরকে মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় চুরি করতে হবে।

মুকাল্লাফের সীমা হলো- ইসলাম, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং বিবেকবান হওয়া।

ইসলাম শর্ত হওয়ার দলীল হলো,

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। মুয়ায (রা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

তুমি আহলে কিতাবদের নিকটে যাচ্ছো। সেখানকার অধিবাসীদেরকে সর্বপ্রথম এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।[১৮১৬]

বিবেকবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দলীল হলো,

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

তিন ধরনের মানুষের থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে,

(১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়,

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যতক্ষণ না বালেগ হয়

(৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১৭]

[১৮১৬] সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৯।

[১৮১৭] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৮, ইবনে মাজাহ, হা/২০৪১।

স্বেচ্ছায় চুরি করা শর্ত হওয়ার দলীল হলো,

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِن الله يتَجَاوَز عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সে কাজটিও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে কাজটি তাদের দ্বারা জোরপূর্বক করানো হয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮১৮]

খ. কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হতে হবে।

حرز বা সংরক্ষিত স্থান হলো, যেখানে সচরাচর জিনিসপত্র হিফাযতে থাকে অথবা যেখানে মালিক ছাড়া অন্যের হাত ঢুকানো নিষেধ।

সংরক্ষিত স্থান হতে চুরির হওয়া একটি শর্ত। এর দলীল হলো,

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, কোনো ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপড়ে বেঁধে নিয়ে না গেলে তার কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেঁধে তা থেকে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে এর দ্বিগুন জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর কেউ যদি এমন স্থান থেকে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। কেউ উপরোক্ত মূল্যের কম পরিমাণ চুরি করলে তাকে দ্বিগুন জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৮১৯]

خُبنة হলো, মানুষজন তার কাপড়ে করে যা বহন করে নিয়ে যায়।

[১৮১৮] হাকিম, ২/১৯৮, ইবনু হিব্বান, হা/১৪৯৮।

[১৮১৯] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯০, তিরমিযী, হা/১২৮৯, নাসাঈ, হা/৪৯৫৮।

جرين হলো যেখানে খেজুর রেখে শুকানো হয়। যেমন গমের শুকানোর স্থান হলো بيدَر ।

مجن হলো যেটি দিয়ে আত্মরক্ষা করা হয় এবং অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানো হয়।

ترس বা ঢাল এর মূল্য ছিল এক চতুর্থাংশ দীনারের সমান।

এখানে عقوبة বা শাস্তি দিয়ে তাযীর বা সংশোধনমূলক শাস্তি উদ্দেশ্য।

গ. চুরি করা জিনিসটি এক চতুর্থাংশ দীনারের সমপরিমাণ হতে হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا

কেউ এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ বা এর বেশি চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে।[১৮২০]

এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ হলো ১.০৬২৫ গ্রাম।

২. দু'টির যেকোন একটির মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত হবে।

ক. (চোরের) একবার স্বীকারোক্তি

এই বিষয়ে ব্যভিচারের দণ্ড বিষয়ে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

খ. অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾

তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখো, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় (সূরা আল বাকারা: ২৮২)।

[১৮২০] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৪।

৩. চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা আল মায়িদা ৫:৩৮)।

৪. শাসকের কাছে খবর পৌঁছার আগে যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে তার মাফ করার মাধ্যমে চোরের দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

তোমরা আপোষে তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হাদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) সংশ্লিষ্ট অপরাধ মাফ করে দাও। অন্যথায় তা আমার নিকট পৌঁছালে তার শাস্তি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮২১]

৫. চারটি জিনিসের কারণে হাত কাটা যাবে না।

ক. ফল খাওয়ার কারণে যদি সাথে করে নিয়ে না যায়।

'কোন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি হতে হবে' এই অনুচ্ছেদের অধীনে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

খ. খিয়ানতকারী

গ. ছিনতাইকারী

ঘ. লুণ্ঠনকারীর

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

খিয়ানতকারীর এবং লুণ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮২২]

[১৮২১] আবূ দাউদ, হা/৪৩৭৬, নাসাঈ, হা/৪৮৮৬।

[১৮২২] আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৩, তিরমিযী, হা/১৪৪৮, ইবনে মাজাহ, হা/২৫৯১।

৬. ধার নেয়া জিনিস অস্বীকারকারী চোরের অন্তর্ভুক্ত, তার ওপর দণ্ড কার্যকর করা হবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

এক মাখযুমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস ঋণ নিয়ে পরে তা অস্বীকার করে। এতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। এরপর সে মহিলার পরিবারবর্গ উসামাহ (রা) এর কাছে এসে এ ব্যাপারে কথোপকথন করলো। তারপর তিনি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন।[১৮২৩]

৭. এই মাসআলার কিছু শাখা মাসআলা

(১) দণ্ড মাফ করার জন্যে চুরি স্বীকারকারী ব্যক্তিকে বারবার জিজ্ঞেস করার হাদীসটি যঈফ।

আবূ উমাইয়াহ আল মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

»أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا«

একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি চোর ধরে আনা হলো। সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে কিন্তু তার নিকট কোনো মাল পাওয়া যায়নি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার তার নিকট একথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সে বারবার একই উত্তর দিলো। অতঃপর তিনি আদেশ করলে তার হাত কেটে তাকে আনা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। সে বললো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবা কবুল করো। এই হাদীসটি যঈফ।[১৮২৪]

[১৮২৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৮।

[১৮২৪] আল ইরওয়াহ, হা/২৪২৬।

(২) (চোরের হাত) কাটার স্থানে গরম তেল দিয়ে দাগিয়ে দেয়া (যাতে কাটা স্থানে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়) সম্পর্কীত হাদীসটি যঈফ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالَ: «مَا خَالُكَ سَرَقْتَ» ، قَالَ: بَلَى قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» فَذَهَبُوا بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ حَسَمُوهُ ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ، فَقَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» ، فَقَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: «تاب الله عليك».

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এক চোরকে আনা হলো, যে একটি চাদর চুরি করেছিল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই ব্যক্তি চুরি করেছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে নিয়ে গিয়ে তার হাত কেটে দাও। তারপর কাটার স্থানে গরম তেল দিয়ে দাগিয়ে দিয়ে তাকে আমার নিকটে নিয়ে আসো। তার হাত কেটে তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নিয়ে আসা হলো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার তাওবা কবুল করেন। এই হাদীসটি যঈফ।[১৮২৫]

জেনে রেখো যে, **যঈফ হাদীস দিয়ে বিধিবিধান সাব্যস্ত হয় না।**

(৩) (মানুষদেরকে) শিক্ষা দেয়ার জন্য চোরের ঘাড়ের সাথে তার হাত ঝুলানো সম্পর্কীত হাদীসটি যঈফ।

আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাইরিয (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ

আমরা ফাদালাহ ইবনু উবাইদ (রা)-কে বললাম, চোরের কাটা হাত গর্দানের সঙ্গে বেঁধে দেয়া কি সুন্নাত? তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক চোরকে নিয়ে আসা হলে তার হাত কাটা হয় এবং তাঁর নির্দেশমত তা গর্দানের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়। এই হাদীসটি যঈফ।[১৮২৬]

[১৮২৫] আল ইরওয়াহ, হা/২৪৩১।

[১৮২৬] আল ইরওয়াহ, হা/২৪৩২।

الباب الثالث حد القذف

তৃতীয় অধ্যায়: (কারো ওপর ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়ার দণ্ড।

১. মিথ্যা অপবাদের দণ্ড হলো আশি বেত্রাঘাত

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো (সূরা আন নূর: ৪)।

২. (অপবাদদাতার) একবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হবে।

কেননা কোন ব্যক্তির স্বীকারোক্তি তার জন্য সেটিকে আবশ্যক করে।

অনুরূপভাবে সাক্ষ্যও, যেমনটি মহান কিতাব আল কুরআনে সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৩. মিথ্যা অপবাদদাতা তাওবা না করা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ﴾

আর তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (সূরা আন নূর: ৪)।

৪. দু'টির একটির মাধ্যমে অপবাদদাতার দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

ক. অপবাদ দেয়ার পরে সে যদি চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে, তাহলে তার থেকে দণ্ড মাফ হয়ে যাবে। কেননা সে তখন আর অপবাদদাতা থাকে না। বরং চারজনের সাক্ষ্য দেয়ার কারণে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়ে যায়। তখন ব্যভিচারীর ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

খ. যার ওপর অপবাদ দেয়া হলো, সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলেও যে ব্যক্তি অপবাদ দিলো তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। বরং ব্যভিচারের কথা স্বীকারকারীর ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

الباب الرابع حد الشُّرْب

চতুর্থ অধ্যায়: মদপানকারীর দণ্ড।

১. মদপান করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মতের ওপরই আলেমগণ রয়েছেন।[১৮২৭]

২. (মদপানের) দণ্ড আবশ্যক হওয়ার শর্তাবলী।

তা হলো, মদপানকারীকে মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় মদ পান করতে হবে। আর এর দলীল পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৩. মদপানের দণ্ড হতে পারে চল্লিশটি বেত্রাঘাত অথবা এর চেয়ে কম অথবা এর চেয়ে বেশি, আবার সেটি জুতা দিয়েও হতে পারে।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানের জন্য গাছের ডাল এবং জুতা দ্বারা মেরেছেন। আর আবূ বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন।[১৮২৮]

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ» ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ، اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদিন একজন মদপানকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বারের মত তাকে বেত্রাঘাত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আবূ বকর (রা)-ও (তার খিলাফত আমলে) তাই করেন। পরে যখন উমার (রা) খালীফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সাথে পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে আশি বেত্রাঘাত হওয়া প্রয়োজন। তাই উমার (রা) এরই নির্দেশ দিলেন।[১৮২৯]

[১৮২৭] কিতাবুল কাবাইর, যাহাবী, ৭৪ পৃ.

[১৮২৮] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৭৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৬।

[১৮২৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৬।

৪. (মদ পানকারীর) একবার স্বীকারোক্তি অথবা দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে দণ্ড কার্যকর হবে।

এর দলীলও পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৫. দুইজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে মদপানকারীর দণ্ড কার্যকর হবে, যদিও সেই সাক্ষ্য (মদ) বমি করার বিষয়ে হয়।

হুসায়ন ইবনুল মুনযির আবূ সাসান (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ)، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

আমি উসমান ইবনু আফফান (রা) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ওয়ালীদ বা ইবনু আকাবা ইবনু আবী মুআইতকে তার কাছে আনা হলো। সে ফজরের দু'রাকআত সালাত আদায় করে বলেছিল, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আরো অধিক রাকআত পড়বো? তখন দু'ব্যক্তি ওয়ালীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল হুমরান। সে বলল, সে মদ পান করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে (অর্থাৎ মদ পান করে সে বমি করছিল)। তখন উসমান (রা) বললেন, সে মদ খাওয়ার পরই বমি করেছে। অতএব তিনি বললেন, হে আলী (রা) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্রাঘাত করুন। তখন আলী (রা) হাসান (রা) কে বললেন, হে হাসান! তুমি উঠো এবং তাকে বেত্রাঘাত করো। হাসান (রা) বললেন, যে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সে তার তিক্ততা ভোগ করুক। এতে যেন আলী (রা) তার প্রতি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু জাফর! তুমি উঠো এবং তাকে বেত্রাঘাত করো। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন আর আলী (রা) তা গণনা করলেন। যখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত কররেন, তখন আলী (রা) বলেন, এবার তুমি থামো। এরপর তিনি বললেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং আবূ বকর (রা)-ও তার খিলাফতকালে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। আর উমার (রা) আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। আর এই দু'টি সংখ্যার প্রতিটিই সুন্নাত। তবে এটি (শেষোক্তটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[১৮৩০]

[১৮৩০] সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৭।

وَلِّ حارَّها من تولى قَارَّها : প্রচণ্ড গরম অপছন্দনীয় আর শীতল ঠান্ডা আরামদায়ক ও ভালো। এটি একটি আরবদের দেয়া দৃষ্টান্ত। এখানে সর্বনামটি দিয়ে খিলাফত ও নেতৃত্বকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো, উসমান (রা) নিজেই এই বেত্রাঘাতের কাজটি করুক অথবা বিশেষভাবে তার খুব নিকটের লোককে এই দায়িত্ব দিক।

وجد عليه অর্থাৎ তার (হাসান এর) ওপর রাগান্বিত হলেন।

৬. চতুর্থবার মদ পানে হত্যার বিধানটি মানসূখ হয়ে গেছে।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» ، قَالَ: فَأُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ

যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবারো পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে তবে তাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নু'আইমান চতুর্থবার মদ পান করলেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আর এটি হত্যাকারীর বিধানকে মানসূখকারী। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৩১]

৭. যেই পাপগুলো দণ্ডকে আবশ্যক করে না, সেগুলোতে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে।

আবূ বুরদা আল আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে,

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

আল্লাহর নির্দিষ্ট হদসমূহের কোন হদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশ বেত্রাঘাতের বেশি বেত্রাঘাত করা যাবে না।[১৮৩২]

বাহয ইবনু হাকীম (রহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ

[১৮৩১] সুনানুল কুবরা, হা/ ৩০৭৩, মুসনাদে বাযযার, হা/১৫৬২, হাকিম, ৪/৩৭৩।

[১৮৩২] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৪৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৮।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অনুমানের ভিত্তিতে আটক করেছিলেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৩৩]

৮. মদপানকারীর জন্য বদ দুআ করা জায়েয নয়।

উমার ইবনু খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক লোক ছিল, যার নাম আবদুল্লাহ আর উপনাম ছিল হিমার। এ লোকটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। তখন লোকদের মধ্য থেকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর লা'নত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হলো! তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে লা'নত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।[১৮৩৪]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ

একবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি নেশাগ্রস্ত লোককে আনা হলো। তিনি তাকে মারার জন্য দাঁড়ালেন। তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে আর কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারল। লোকটি চলে গেলে, এক লোক বলল, এর কী হলো,

[১৮৩৩] আবূ দাউদ, হা/৩৬৩০, তিরমিযী, হা/১৪১৭।

[১৮৩৪] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮০।

আল্লাহ তাকে অপমানিত করুক। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।[১৮৩৫]

الباب الخامس حد المحارب

পঞ্চম অধ্যায়: (আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের) বিরুদ্ধে লড়াইকারীর বা বিদ্রোহকারীর দণ্ড।

১. হারাবা বা লড়াই বা বিদ্রোহের সংজ্ঞা।

এটি হলো কোন মুসলিম দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, রক্তপাত করা, সম্পদ লুণ্ঠন, সম্মান নষ্টকরণ এবং ফসল ও গবাদিপশুর বিনাশ সাধনের জন্য একদল লোকের বেরিয়ে পড়া। এর মাধ্যমে তারা ধর্ম, নৈতিকতা, আইন কানুনকে চ্যালেঞ্জ করে।

২. এমন লড়াই বা বিদ্রোহের বিধান।

এটি হলো কুরআনে বর্ণিত দণ্ডগুলোর একটি। সেটি হলো, তাকে হত্যা করতে হবে অথবা শূলে চড়াতে হবে অথবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলতে হবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে বিদ্রোহ করে এবং এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখিরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে (সূরা আল মায়িদা ৫: ৩৩)।

[১৮৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৭৮১।

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে বিদ্রোহ করে: অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর সীমালঙ্ঘন করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে বিদ্রোহ করে।

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا আর এই জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়: অর্থাৎ হত্যা করা, সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং ভয় ভীতি ছড়ানোসহ যেগুলো জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে তারা জমিনে সেই কাজগুলো করে।

يُنْفَوْا বিতাড়িত করা হবে: তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে বা অপসারিত করা হবে।

خِزْيٌ হলো অপমান, লাঞ্ছনা।

৩. যারা রাহাজানি করবে, রাষ্ট্রনেতা তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে যেটিতে কল্যাণ মনে করবেন সেটিই করবেন।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরাইনাহ গোত্রের লোকদের ওপর আয়াতে বর্ণিত তিনটির একটি বিধান কার্যকর করেছিলেন। সেটি ছিল, তিনি তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিয়েছিলেন।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

উরাইনাহ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলো। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা ইচ্ছে করলে সাদাকার ঐ সব উটের কাছে যেতে পারো এবং তার দুধ ও মূত্র পান করতে পারো। তারা তা-ই করলো এবং এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাখালদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করলো। পরিশেষে তারা ইসলাম ত্যাগ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাল সম্পদ নিয়ে পলায়ন করলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন, তারা তাদেরকে গ্রেফতার করলো। এরপর তাদের হাত-পা কেটে

দিল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলল এবং তাদেরকে উত্তপ্ত ভূমিতে নিক্ষেপ করলো। এভাবে তারা মারা গেল।[১৮৩৬]

উরাইনাহ হলো কুযা'আ বংশের একটি গোত্র। আবার কাহতানের বাজীলাহ বংশের একটি গোত্রের নামও উরাইনাহ। এখানে এই দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য।

فَاجْتَوَوْهَا অর্থাৎ তারা মদীনার পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর মনে করলো। অর্থাৎ তাদের সাথে এই পরিবেশ খাপ খায়নি। আর তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেই কারণে তারা মদীনাকে অপছন্দ করলো। আবার বলা হয়েছে যে, এই শব্দটি جوى শব্দ থেকে গৃহীত, যেটি হলো পেটের একটি রোগ।

وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলো নিয়ে নিল। আর তারা সেগুলোকে সামনে নিয়ে এবং তারা পিছনে থেকে সেই উটগুলোকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ অর্থাৎ তিনি তাদের চোখ উপড়িয়ে ফেললেন এবং সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিলেন।

وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ : এখানে উত্তপ্ত ভূমি বলতে মদীনাতে সুপরিচিত কালো পাথরে ভূমি উদ্দেশ্য। তাদেরকে সেই ভূমিতে নিক্ষেপ করার কারণ হলো, এই ভূমির নিকটেই তারা তাদের সেই কাজ করেছিল।

৪. আয়ত্তে আসার আগেই যদি এমন লড়াইকারী তাওবা করে, তাহলে তাদের থেকে এই দণ্ড মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তাওবা করবে। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মায়িদা ৫: ৩৪)।

[১৮৩৬] সহীহ বুখারী, হা/২৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭১।

الباب السادس من يستحق القتل حدًّا

ষষ্ঠ অধ্যায়: যারা দণ্ড হিসেবে হত্যার যোগ্য।

১. হারবী কাফির

এই বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে অনেক স্থানে মুশরিকদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছেন। যেমন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾

যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনের ওপরেও নয় এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া দেয় (সূরা আত তাওবা: ২৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾

আর তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন (সূরা আত তাওবা: ৩৬)।

এছাড়া মুশরিকদের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লড়াইয়ের বিষয়টি মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করতেন। এছাড়াও তিনি যাদের মুশরিকদের সাথে লড়াই করার জন্য পাঠাতেন তাদেরকেও এই তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করার আদেশ করতেন।

বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ)،

فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের ওপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষভাবে তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি ভালোভাবে চলার উপদেশ দিতেন। আর বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করবে না, শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব উপকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকরী হবে। আর যদি তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের ওপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গণীমত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযিয়া প্রদানের দাবি জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবি না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।[১৮৩৭]

ولا تغلوا : এটি الغلول শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, গনীমতে খিয়ানত করা। অর্থাৎ তোমরা গনীমতে খিয়ানত করবে না।

ولا تمثلوا : তোমরা মৃতদের নাক কান কেটে বিকৃতি করবে না।

[১৮৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১।

وليدًا এর অর্থ হলো শিশু। শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না। কারণ তারা লড়াই করতে পারে না।

২. ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদ ব্যক্তি।

ইকরিমাহ (রহি) হতে বর্ণিত।

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আযাব দ্বারা কাউকে আযাব দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক তার দীন বদলে ফেলে (ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়), তাকে তোমরা হত্যা করো।[১৮৩৮]

৩. জাদুকর

কেননা জাদু এক প্রকার কুফরী। তাই মুরতাদরা যেই শাস্তির হকদার হবে, জাদুকরও সেই শাস্তির হকদার হবে। আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূতের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾

আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা, কাজেই তুমি কুফরী করো না'। তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহর অনুমতি

[১৮৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৭।

ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোন উপকারে আসতো না। আর তারা নিশ্চিত জানে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো (সূরা আল বাকারা: ১০২)।

জাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহি) এর 'কিতাবুল কাবাইর' বইটি পড়ুন।[১৮৩৯]

৪. গণক

কেননা গণকী করা এক প্রকার কুফরী। কারণ গণকী করাতে এমন কাজ অবশ্যই করতে হয় যা কুফরীকে আবশ্যক করে। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, গণককে সত্যায়ন করা হলো কুফরী, তাহলে গণক কাফির হওয়া তো আরো বেশি যুক্তিযুক্ত, যদি সে গণকী করাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে।

সাফিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

কোন ব্যক্তি যদি কোন গণকের নিকট যায় এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তাহলে তার চল্লিশ রাত্রির সালাত কবুল হবে না।[১৮৪০]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করলো অথবা কোন গণকের কথাকে সত্যায়ন করলো, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৪১]

[১৮৩৯] কিতাবুল কাবাইর, ৪৫- ৪৭ পৃ.।

[১৮৪০] সহীহ মুসলিম, হা/২২৩০।

[১৮৪১] আবূ দাউদ, হা/৩৯০৪, তিরমিযী, হা/১৩৫, ইবনে মাজাহ, হা/৬৩৯।

৫. আল্লাহ তা'আলা অথবা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অথবা রসূলের সুন্নাহ অথবা ইসলামকে গালিদাতা।

এই কাজগুলো স্পষ্ট কুফরীকে আবশ্যক করে। আর যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا

এক ইয়াহুদী মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্তমূল্য গ্রহণ করেননি। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৪২]

৬. যিনদীক ব্যক্তি

যিনদীন হলো সেই ব্যক্তি যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু ভিতরে কুফরী গোপন রাখে এবং সে বিশ্বাস করে যে, শরীআতের বিধিবিধান বাতিল। এই ব্যক্তি আল্লাহ ও তার দীন থেকে কাফির, ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যখন সে তার ভিতরের বিষয়গুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবে, তখন সে আরো নিকৃষ্টতম মুরতাদ হবে।

৭. তাওবা করতে বলার পরে (যদি তারা ফিরে না আসে তাহলে) যারা হত্যার যোগ্য তাদের ওপর হত্যার দণ্ড কার্যকর করা যাবে।

আবূ মূসা আল আশআরী (রা) কে দায়িত্ব দেয়ার ঘটনাতে রয়েছে যে,

ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) কে তার সাহায্যার্থে পাঠালেন। তিনি (মুয়ায) যখন তার (আবূ মূসার) নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, অবতরণ করুন এবং সাথে সাথে তিনি একটি আসন পেতে দিলেন। তখন তার নিকট হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, লোকটি প্রথমে ইয়াহুদী ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে আবার তার বাতিল ধর্মে ফিরে যায় এবং ইয়াহুদী হয়ে যায়। তারপর তিনি (আবূ মূসা)

[১৮৪২] আবূ দাউদ, হা/৪৩৬২।

বললেন, আপনি বসেন। তখন মুয়ায (রা) বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বসবো না। এরূপ তিনবার বললেন। এরপর তিনি (আবূ মূসা) তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।[১৮৪৩]

৮. বিবাহিত ব্যভিচারী। এর দলীল পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৯. সমকামী। এর দলীলও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

১০. আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইকারী। এর দলীলও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

الكتاب السادس عشر كتاب القصاص

ষোড়শ পর্বঃ কিসাস (প্রতিশোধ)

১. কিসাস ফরয হওয়ার দলীল।

কিসাস ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾

নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয করা হয়েছে (সূরা আল বাকারা: ১৭৮)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে আরো বলেন,

﴿ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾

হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন (সূরা আল বাকারা: ১৭৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

[১৮৪৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৯২৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩।

কারও কোন আত্মীয় নিহত হলে তার জন্য দু'টি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে, হয় রক্তমূল্য গ্রহণ করবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে।[১৮৪৪]

২. মুসলিমদের বিরাট মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠﴾

আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে দগ্ধ করবো। আর এগুলো আল্লাহর জন্য খুবই সহজ (সূরা আন নিসা: ২৯-৩০)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴾

আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন (সূরা আন নিসা: ৯৩)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ ﴾

এ কারণেই বানী ইসরাঈলের ওপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা জমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো (সূরা আল মায়িদা ৫: ৩২)।

[১৮৪৪] সহীহ বুখারী, হা/১১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল সতী-সাধ্বী মুমিনা নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

(কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম রক্তের (হত্যার) বিচার করা হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৪৬]

৩. কার ওপর কিসাস (প্রতিশোধ) ফরয?

মুকাল্লাফ (শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হত্যা করে থাকে তাহলে তার থেকে কিসাস নেয়া ফরয। এর দলীল পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৪. বিভিন্ন প্রকারের হত্যা।

ক. ইচ্ছাকৃত হত্যা করা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটি দিয়ে হত্যা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এমন জিনিস দিয়ে কোন মানুষকে হত্যা করার ইচ্ছা করা।

খ. ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার (শিবহে আমদ): এমনভাবে কাউকে প্রহার করা যেই ধরনের প্রহার করাতে সাধারণত মানুষ মারা যায় না (তারপরও যদি এমন প্রহার করাতে সেই ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে এটি শিবহে আমদ এর অন্তর্ভুক্ত)।

গ. ভুলবশত হত্যা করা: সেটি হলো (মৃত ব্যক্তিকে) মারার ইচ্ছা করেনি। বরং অন্য কিছুকে উদ্দেশ্য করেছিল, কিন্তু (ভুলবশত) তাকে লেগে গেছে।

[১৮৪৫] সহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৯।

[১৮৪৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৩৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৮।

৫. ওয়ারিশদের কিসাস মাফ করে দিয়ে দিয়াত বা রক্তমূল্য দাবি করার হক রয়েছে।

কেননা এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের **১** নং অনুচ্ছেদে আবূ হুরায়রা (রা) এর সহীহ হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৬. হত্যার পরিণামসমূহ।

শেষের দুই প্রকার হত্যার (শিবহে আমদ আর ভুলবশত হত্যার) ক্ষেত্রে, হত্যাকারীকে কাফফারা দিতে হবে, আর হত্যাকারীর জ্ঞাতীবর্গকে দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢﴾

কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা ভিন্ন কথা এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না, সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নিসা: ৯২)।

পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ইখতিয়ার থাকবে। হয় হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে অথবা রক্তমূল্য নিয়ে তাকে মাফ করে দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾

হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের পর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রিতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার

সাথে তার রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (সূরা আল বাকারা: ১৭৮)।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ

আর কারো নিকটাত্মীয় কাউকে হত্যা করা হলে সে দু'প্রকার দন্ডের যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার পাবে। হয় রক্তমূল্য নেয়া হবে অথবা কিসাস নেয়া হবে।[১৮৪৭]

হত্যা করার ফলে দিয়াত (রক্তমূল্য) ফরয হয় না। বরং এটি হলো কিসাসের বদল। এজন্য নিহতের অভিভাবক এবং হত্যাকারীরা দিয়াত ছাড়া অন্য কিছু দিয়েও মীমাংসা করতে পারবে, এমনকি দিয়াতের চেয়ে বেশি অর্থ বিনিময় করে হলেও। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَن قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قَتَلوه، وإن شاءوا أخَذوا الدّيَةَ، وهِيَ ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعَةً، وأربَعونَ خَلِفَةً، وما صولِحوا عَلَيه فهو لَهُم، وذَلِكَ تَشديدُ العَقلِ"

কোন ব্যক্তি (কাউকে) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। আর দিয়াত হলো তিরিশটি হিক্কা (চার বছরের উট), তিরিশটি জাযাআ (পাঁচ বছরের উট) এবং চল্লিশটি খালাফা (গর্ভধারী উষ্ট্রী)। (এটি ছাড়া) উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করলেও, তাদের সেই অধিকার রয়েছে। আর এটা হলো কঠোর দিয়াত।[১৮৪৮]

আর রক্তমূল্য গ্রহণ করা ছাড়াই মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ﴾

আর মাফ করে দেয়াই তাকওয়ার অধিক নিকটতর (সূরা আল বাকারা: ২৩৭)।

এছাড়াও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

[১৮৪৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৮০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫।

[১৮৪৮] তিরমিযী, হা/১৪০৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৬।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্ষমা করার দ্বারা তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন।[১৮৪৯]

৭. আলেমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, পুরুষ হত্যার বদলে মহিলাকে, স্বাধীন মানুষ হত্যার বদলে দাসকে এবং মুসলিমের হত্যার বদলে কাফিরকে হত্যা করা যাবে।

আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম (রহি) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ – وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদেরকে একটি চিঠি লিখেন, যাতে ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখেছিলেন। আর তিনি তা আমর ইবন হাযমের মাধ্যমে পাঠান। তারপর সেটি ইয়ামানবাসীদেরকে পড়ে শোনানো হয়। তাতে লেখা ছিল, এটা নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে শুরাহবিল ইবন আবদে কুলাল, নু'আইম ইবন আবদে কুলাল এবং হারিস ইবন আবদে কুলালের নিকটে, যারা যী রুআইন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল যে, এটা নিশ্চিত যে, কেউ যদি কোন মুমিন মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা প্রমাণিত হয় তবে তাতে তার কিসাস নেয়া হবে; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি অন্য কোনভাবে (ক্ষমা করতে বা ক্ষতিপূরণ নিতে) রাজি হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে না। তবে প্রাণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে একশত উট দিতে হবে। নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা হয় তবে তাতে পুরো দিয়াতই দিতে হবে। জিহ্বা কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াতই দিতে হবে; উভয় ঠোঁট কেটে ফেলা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; পুরুষাঙ্গ কাটা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; উভয় অন্ডকোষ নষ্ট করা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে; এবং মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিতে হবে। উভয় চক্ষু নষ্ট করা হলে পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। তারপর এক পায়ের জন্য অর্ধেক দিয়াত এবং মাথার

[১৮৪৯] সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮।

আঘাত প্রাপ্ত হলে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; পেটে কিছু বিদ্ধ করা হলে (যদি তা পেটের ভিতরে গিয়ে পৌঁছে।) তবে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে; আঘাতের জন্য হাড় ভেঙ্গে গেলে বা স্থানান্তরিত হয়ে গেলে ১৫টি উট, হাত পায়ের আঙ্গুলগুলোর যে কোন ১টির জন্য ১০টি উট, একটি দাঁতের জন্য ৫টি উট, যে আঘাতের ফলে মাথা ও মুখ ছাড়া হাড় ঠেলে উঠে বা অন্য কোন কারণে দৃশ্যমান হয়ে উঠে তাতে ৫টি উট দিতে হবে। আর নিহত স্ত্রীলোকের কারণে হত্যাকারী অপরাধী পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে, তবে (নিহতের রক্তমূল্য হিসেবে) সে এক হাজার দিনার নিহতের ওয়ারিশদেরকে প্রদান করবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৫০]

جائفة হলো সেই আঘাত যা পেটের মধ্যে লাগে এবং এর ফলে পেট থেকে কিছু বেরিয়ে আসে।

منقلة হলো এমন আঘাত যার ফলে ছোট হাড়সমূহ বেরিয়ে যায়।

موضحة হলো এমন আঘাত যার ফলে হাড়ের সাদা অংশ বেরিয়ে যায়।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: أَقَتَلَكِ فُلَانٌ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ

এক ইয়াহূদী একটি বালিকাকে তার রুপার অলঙ্কারের লোভে হত্যা করলো। সে তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করলো। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞেস করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করলো যে, না। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো যে, হ্যাঁ। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দিয়ে হত্যা করলেন।[১৮৫১]

[১৮৫০] নাসাঈ, হা/৪৮৫৩, হাকিম, ১/৩৯৫-৩৯৭, বাইহাকী, ৪/৮৯-৯০।

[১৮৫১] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭২।

৮. দাসের হত্যার বদলে স্বাধীন মানুষকে এবং কাফির হত্যার বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ﴾

হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রিতদাস, নারীর বদলে নারী (সূরা আল বাকারা: ১৭৮)।

অনুরূপভাবে কাফির হত্যার বদলে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

আবূ জুহায়ফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلا فَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَلا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের নিকট এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? একবার তিনি (বর্ণনাকারী) বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহর কিতাব বুঝবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাগজের টুকরায় কী রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তমূল্য ও মুক্তিপণের বিধান। আর (এ নীতি) কোন কাফিরের বদলে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।[১৮৫২]

পক্ষান্তরে মহিলা হত্যার জন্য কোন পুরুষকে হত্যা করা যাবে কিনা এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হলো, মহিলা হত্যার জন্য পুরুষকে হত্যা করা যাবে।

ইবনে মুনযির (রহি) বর্ণনা করেছেন যে, আলী, হাসান বসরী এবং আত্বা (রহি) এদের মত ছাড়া অন্যান্যদের মাঝে ইজমা রয়েছে যে, মহিলা হত্যার কারণে পুরুষকে হত্যা করা যাবে।[১৮৫৩]

[১৮৫২] সহীহ বুখারী, হা/৬৯০৩।

[১৮৫৩] আল ইজমা, ৬৫৩ পৃ.।

৯. সন্তান হত্যার কারণে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا، فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا تَأْتِيكَ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِرُ أُمِّي؟ قَالَ: فَغَضِبَ أَبُوهُ، فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ، فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا، فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ. فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ، هَلُمَّ دِيَتَهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ: فَتَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ

বানু মুনলিয গোত্রের এক লোকের একটি দাসী ছিল। সেই দাসীর গর্ভে তার একটি সন্তান হয়েছিল, যেই সন্তান সেই দাসীর খেদমত করতো। যখন সেই সন্তানটি যুবক হলো, তখন সেই দাসীকে ডেকে বলা হলো যে, তুমি এই এই কাজ করো। তখন সন্তানটি বললো, আমার মায়ের সাথে পরামর্শ করা পর্যন্ত এমনটি করবেন না। তখন তার বাবা রাগান্বিত হয়ে তার তরবারি ছুড়ে মারে। এতে সেই তরবারি যুবকের পায়ে অথবা অন্য কোন অঙ্গে লেগে সেটি কেটে যায়। তারপর যুবকটি রক্তশূন্য হয়ে মারা যায়। তারপর তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক এই বিষয়টি নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কাছে আসেন। তখন উমার (রা) বললেন, হে নিজের শত্রু! তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করেছো? যদি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে না শুনতাম যে, সন্তান হত্যা করার কারণে বাবাকে হত্যা করা যাবে না, তাহলে অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম। এখন তুমি দিয়াত দাও। তখন সেই ব্যক্তি একশত বিশ বা একশত ত্রিশটি উট নিয়ে আসলো। তখন উমার (রা) সেগুলো থেকে একশটি উট পছন্দ করে নিলেন সেগুলো সেই যুবকের ওয়ারিশদেরকে দিলেন এবং পিতাকে ছেড়ে দিলেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৫৪]

১০. অঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ অনুরূপ কিছুতে কিসাস (প্রতিশোধ) সাব্যস্ত হবে। আর কিসাস নেয়ার সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষতের কিসাস নিতে হবে। (অর্থাৎ ক্ষতের সমপরিমাণ যদি কিসাস নেয়া না যায় তাহলে দিয়াত নিতে হবে, কিসাস নেয়া যাবে না। যেমন কারো মাথাতে খুব ক্ষত হলো, কিন্তু সে তাতে মারা যায়নি। এখন এর কিসাস হিসেবে যদি আহতকারীর মাথা ক্ষত করা হয়, তাহলে এতে সে মারা যেতেও পারে অথবা অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে কিসাস নেয়া যাবে না, বরং দিয়াত নিতে হবে)।

[১৮৫৪] দারাকুত্বনী, হা/১৭৯, সুনানুল কুবরা বাইহাকী, ৮/৩৮।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মায়িদাতে বলেন,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾

আর আমরা তাদের ওপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফফারা হবে (সূরা আল মায়িদা ৫: ৪৫)।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

আনাস (রা) এর বোন হারিসার মাতা রুবাঈ এক ব্যক্তিকে আহত করলো। এ ব্যাপারে তারা (তার আত্মীয়রা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ আনলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কিসাস দিতে হবে, এতে কিসাস দিতে হবে। তখন উম্মু রুবাঈ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অমুকের নিকট হতে কি কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহর কসম! তাঁর নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে উম্মু রুবাঈ! কিসাস তো আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ। তিনি বললেন, না, আল্লাহর শপথ, তার নিকট হতে কিসাস নেয়া হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার এ কথা বলছিলেন। পরিশেষে আহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ দিয়াত নিতে সম্মত হলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমনও লোক আছে, যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে কোন কথা বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা সত্যে পরিণত করে দেন।[১৮৫৫]

১১. (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিশদের মধ্যে একজন কিসাস মাফ করলেই তা মাফ হয়ে যাবে।

কেননা ওয়ারিশদের অধিকার রয়েছে যে, তারা কিসাস ও দিয়াতের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ করবে, যেমনটি আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যদি তারা কিসাস মাফ

[১৮৫৫] সহীহ বুখারী, হা/৪৫০০, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৫।

করে দেয়, তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। আর যদি তাদের কোন একজন মাফ করে দেয়, তবুও কিসাস মাফ হয়ে যাবে। কেননা কিসাসকে তো ভাগ করা যায় না। কিন্তু ওয়ারিশগণ দিয়াতে তাদের অংশ পরিপূর্ণভাবে পাবে।

আমর ইবনে শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করেছেন যে, কোন নারীর ওপর দিয়াত আবশ্যক হলে সেটি তার আত্মীয়গণ পরিশোধ করবে। কিন্তু তারা তার ওয়ারিশ হবে না। তবে তার ওয়ারিশদের প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তারা পেতে পারে। কোন নারী নিহত হলে তা দিয়াত পাবে তার ওয়ারিশগণ। তারাই হত্যাকারীকে (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করার অধিকারী। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৫৬]

১২. যদি ওয়ারিশদের কেউ ছোট থাকে, তাহলে কিসাস নেয়ার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এই অধ্যায়ের **১১** নম্বর অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজেই সেই ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তাতে দিয়াত নেই। (যেমন এক ব্যক্তি কারো হাতে কামড়ে ধরলো। তখন সে ব্যক্তি তার হাত কোনভাবে বাঁচিয়ে ফেললো। কিন্তু এর ফলে যে ব্যক্তি কামড়ে ধরেছিল তার দাঁত পড়ে গেল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দাঁতের কোন দিয়াত নেই। কেননা সে ব্যক্তিই অপরাধ করেছে)।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ

এক লোক অন্য এক লোকের হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ লোকের মুখ থেকে টেনে বের করলো। ফলে তার দু'টো দাঁত উপড়ে গেল। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের বিষয়টি পেশ করলো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে উট যেমন কামড়ায়? তোমার জন্য কোন রক্তমূল্য নেই।[১৮৫৭]

[১৮৫৬] আবূ দাউদ, হা/৪৫৬৪, নাসাঈ, হা/৪৮০১, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৭।

[১৮৫৭] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৩।

১৪. যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে থাকে আর অন্য ব্যক্তি হত্যা করে, তাহলে তার বিধান কী?

আমি (লেখক) বলছি, যদি একদল পুরুষ অথবা নারী পুরুষ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা করাতে শরীক হয়, তাহলে তাদের সকলকেই হত্যা করতে হবে।

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত।

أَنَّ غُلَامًا قُتل غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

এক বালককে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হলে ইবনু উমার (রা) বললেন, যদি ছান'আর লোকজন এই হত্যায় শরীক হতো, তাহলে আমি তাদেরকেও হত্যা করতাম।[১৮৫৮] এই বর্ণনাটির ইবনু উমার (রা) পর্যন্ত সনদ সহীহ।

১৫. ভুলবশত হত্যার শাস্তি হলো দিয়াত (রক্তমূল্য) এবং কাফফারা দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢﴾

কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে এমনটি করতে সক্ষম নয় সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নিসা: ৯২)।

[১৮৫৮] সহীহ বুখারী, ৬৮৯৬, মুআত্তা মালিক, হা/১৩।

১৬. ভুলবশত হত্যার দিয়াত (রক্তমূল্য) দেয়া হত্যাকারীর জ্ঞাতিবর্গের ওপর ফরয, যারা তার আসাবা।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী লিহয়ানের এক মহিলার ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর সেই মহিলার মৃত্যু হলো, যার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ফায়সালা করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার সম্পত্তি তার ছেলে সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করবে তার আসাবা বা নিকটাত্মীয়রা।[১৮৫৯]

الكتاب السابع عشر كتاب الدِّيات

সপ্তাদশ পর্ব: দিয়াত (রক্তমূল্য)

১. দিয়াতের সংজ্ঞা।

দিয়াত হলো সেই সম্পদ যা কোন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তার অভিভাবকদেরকে দেয়া আবশ্যক হয়। যেই অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস রয়েছে এবং যেগুলোতে কিসাস নেই, সেগুলোতেও দিয়াতের বিধান রয়েছে।

দিয়াতকে عَقْل বলা হয়। এর কারণ হলো, কোন হত্যাকারী যখন কাউকে হত্যা করতো, তখন উটের দিয়াত সে জমা করতো, তারপর নিহত ব্যক্তিদের অভিভাবককে দেয়ার সেই উটগুলোর রশিগুলোকে শক্ত করে বাঁধতো।

[১৮৫৯] সহীহ বুখারী, হা/৬৯০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮১।

দিয়াতের মূল হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণী যাতে তিনি বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾

কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে সেটা ভিন্ন কথা এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একটি দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় করা কর্তব্য, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তমূল্য আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে না, সে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা আন নিসা: ৯২)।

২. মুসলিম ব্যক্তির দিয়াতের পরিমাণ

মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত হলো একশ উট অথবা দুইশ গরু অথবা দুই হাজার ছাগল অথবা এক হাজার দীনার অথবা বারো হাজার দিরহাম অথবা দুইশ জোড়া পোশাক।

আমর ইবন শুআইব (রহি) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؛ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ. قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا

যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়, তার দিয়াত হলো একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের (বিনতে মাখায) হতে হবে, আর ত্রিশটি দুই বছর বয়সের (বিনতে লাবুন) হতে

হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের (হিক্কাহ) হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের পুরুষ বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগরবাসীর ক্ষেত্রে এর মূল্য নির্ধারণ করতেন চারশত দীনার অথবা সমমূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মালিকদের ক্ষেত্রে এর মূল্য ধার্য করতেন সেখানকার দর অনুযায়ী, অর্থাৎ যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌঁছতো অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরুর মালিকদের ক্ষেত্রে, দিয়াত ধার্য করতেন দুইশ গরু। আর ছাগলের মালিকদের ক্ষেত্রে দুই হাজার ছাগল। আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে ফারাইয অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। যা আসহাবুল ফুরুয (যাদের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া আছে) কে দেয়ার পর উদ্ধৃত্ত থাকবে, তা পাবে আসাবাগণ (যাদের জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট অংশের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তারা মৃতের সম্পত্তির ভাগ পায়)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ক্ষেত্রে আদেশ করেছেন যে, তাদের দিয়াত বহন করবে তাদের আসাবাগণ, তা যারাই হোক তারা তাতে কোন মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, যদি আসহাবুল ফুরুযকে দেয়ার পর কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, তবে তা পাবে। আর এরাই তার হত্যাকারী হতে কিসাস আদায় করবে। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৬০]

এক দীনার হলো ৪.২৫ গ্রাম।

৩. কখন দিয়াত আরো কঠিন হবে?

ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যার (শিবহে আমদ) দিয়াত আরো কঠিন হবে। ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, কঠিনতম দিয়াতে শুধু উটই গ্রহণ করতে হবে, সেখানে সোনা রূপা গ্রহণ করা যাবে না।

৪. কিভাবে দিয়াত আরো কঠিন করা হবে?

তা হলো একশ উটের মধ্যে যেন চল্লিশটা উটনীর পেটে বাচ্চা থাকে।

উকবা বিন আওস (রহি) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দেয়ার সময় তিনবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলেন অতঃপর বললেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَى هَهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

[১৮৬০] আবূ দাউদ, হা/৪৫৪১, নাসাঈ, হা/৪৮০১, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৩০।

وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

''আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তিনি তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফির বাহিনীদেরকে পরাজিত করেছেন।'' বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ পর্যন্ত মুসাদ্দাদ থেকে মুখস্থ করেছি। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই। ''জেনে রেখো! জাহিলী যুগে কিসাসের ব্যাপারে যেসব বংশীয় মর্যাদার দাবি করা হতো তা আমার দুই পদতলে প্রোথিত। কিন্তু হাজ্জীদের পানি পান করানো ও কা'বা ঘরের খেদমতের নিয়ম আগের মতো বহাল থাকবে। অতঃপর তিনি বললেন, জেনে রাখো! ইচ্ছাকৃত হত্যার মতই ভুলবশত হত্যা যা চাবুক বা লাঠির আঘাতে হয়ে থাকে, এ জন্য দিয়াত হিসেবে একশো উট দিবে, যার মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রী হবে গর্ভবর্তী। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৬১]

৫. যিম্মীর দিয়াত হলো মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ

যিম্মীর দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৬২]

৬. মহিলার দিয়াতের পরিমাণ এবং তার অঙ্গ প্রতঙ্গের দিয়াতের পরিমাণ।

মহিলার দিয়াত হলো পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। দিয়াতের (একশ উট) এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি (অর্থাৎ তেত্রিশটা উটের চেয়ে বেশি হলে) হলে মহিলাদের অঙ্গসহ অনুরূপ কিছুর দিয়াতও অনুরূপ (অর্থাৎ সেখানেও পুরুষের অর্ধেক। কিন্তু যদি সেটি দিয়াতের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম তাহলে সেক্ষেত্রে মহিলার দিয়াতও পুরুষের দিয়াতের সমান হবে)।

শুরইহ (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

উমার (রা) এর নিকট থেকে আমার কাছে উরওয়াহ আল বারিকী এই খবর নিয়ে আসলো যে, দাঁত এবং অন্য স্থানে জখম যাতে হাড় বেরিয়ে যায় এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের দিয়াত

[১৮৬১] আবূ দাউদ, হা/৪৫৪৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৬২৭।

[১৮৬২] আবূ দাউদ, হা/৪৫৮৩, তিরমিযী, হা/১৪১৩, ইবনে মাজাহ, হা/২৬৪৪।

সমান। আর এর চেয়ে জখম বেশি হলে নারীর দিয়াত হবে পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। এই হাদীসের সনদ সহীহ।[১৮৬৩]

আমি (লেখক) বলছি, এই বিষয়ে সাহাবীগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই। যার ফলে এটি ইজমা হয়ে গেছে। আর এটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে বলা হয়নি। সুতরাং এটি হুকুমগতভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফূ বর্ণনার মতো।

৭. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ক্ষতস্থানের দিয়াত।

দুই চোখ, দুই ঠোঁট, দুই হাত, দুই পা, দুই অণ্ডকোষে পুরো দিয়াত (অর্থাৎ একশ উট) দেয়া ফরয। আর এগুলোর একটিতে অর্ধেক দিয়াত দিতে হবে। (যেমন একটি চোখের জন্য পঞ্চাশটি উট, একটি হাতের জন্য পঞ্চাশটি উট দিতে হবে)। অনুরূপভাবে নাক, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ এবং পৃষ্ঠদেশের জন্য পুরো দিয়াত দিতে হবে। আর আঘাত যদি মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে এবং পেটের ভিতরে পৌঁছে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ তেত্রিশটি উট) দিয়াত দিতে হবে। আর হাড় না ভেঙ্গে শুধু স্থানচ্যুত হলে তাতে দশটি উট। আর আঘাত হাড় পর্যন্ত পৌঁছে হাড় ভেঙ্গে গেলে দশটি উট দিতে হবে। প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট, আর আঘাতের ফলে হাড় না ভেঙ্গে চামড়া কেটে হাড় দৃশ্যমান হলে তাতেও পাঁচটি উট দিতে হবে।

৮. মাথা ও মুখমণ্ডলে জখমের দিয়াত।

شجاج হলো মাথা ও মুখমণ্ডলের জখম। এটি দশ রকমের হতে পারে।

১. খারিছাহ হলো চামড়াতে জখম হওয়া, কিন্তু তাতে রক্তপাত হয় না।

২. দামিয়াহ হলো যাতে রক্তপাত হয়।

৩. বাযিয়াহ হলো চামড়া ভেদ গোশতও ছিন্ন হওয়া।

৪. মুতালাহিমাহ হলো যাতে গোশতের মধ্যে গর্ত হয়ে যায়।

৫. সামহাক হলো যেই জখমে হাড়ের ওপর পাতলা আবরণ বহাল থাকে।

এই পাঁচ ধরনের জখমে কোন কিসাসও নেই, আবার নির্দিষ্ট দিয়াতও নেই। বরং এতে বিচার করা আবশ্যক হবে।

৬. মূযিহাহ হলো যেই জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে। এতে পাঁচটি উট দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

[১৮৬৩] ইবনু আবী শায়বাহ, ১১/২৮, বাইহাকী, ৮/৯৫-৯৬।

৭. হাশিমাহ হলো যেই জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে হাড় ভেঙ্গে ফেলে। এতে দশটি উট দিয়াত হিসেবে দিতে হবে।

৮. মুনাক্কিলাহ হলো, যেই জখমে হাড় ভেঙ্গে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যায়। এতে পনেরটি উট দিতে হবে।

৯. আমুমাহ বা আম্মাহ হলো যেই জখমে মগজের মাঝে শুধু একটি পাতলা আবরণ থাকে। এতে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

১০. দামিগাহ হলো যেই জখম মগজে পৌঁছে যায়। এতেও এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

৯. গর্ভের ভ্রূণের দিয়াত।

যদি ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত কোন আঘাতের কারণে গর্ভবতীর গর্ভ থেকে যদি মৃত সন্তান বের হয় হোক সেই সন্তান নারী অথবা পুরুষ কিন্তু গর্ভবতী মারা না যায়, তাহলে একটি দাস বা দাসী দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী মারা যায় তাহলে পুরো দিয়াত দিতে হবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ

হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এতে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলো। এর দ্বারা সে ঐ মহিলা ও তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। তখন নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, সন্তানের দিয়াত হলো একটি দাস কিংবা-দাসী প্রদান করা। নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারী মহিলার ওয়ারিশগণের ওপর আরোপিত হবে। আর (নিহত) মহিলার ওয়ারিশ হবে তার সন্তান এবং তার সাথে অন্য ওয়ারিশগণ।[১৮৬৪]

আর যদি (আঘাতের কারণে) গর্ভের সন্তান জীবিত অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে মারা যায়, তাহলে পুরো দিয়াত দিতে হবে। এক্ষেত্রে সেই সন্তান পুরুষ হলে একশটি উট দিতে হবে আর মহিলা হলে পঞ্চাশটি উট দিতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত যে, আঘাতের কারণেই সেই সন্তান মারা গেছে। সুতরাং এর বিধান ভ্রূণের বিধানের মতো হবে না।

[১৮৬৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৮১।

১০. কাসামাহ বা খুনের ব্যাপারে কসম করার পরিচয়।

কাসামাহ হলো, কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে। সেই নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ এক ব্যক্তির বা এক দল লোকের ব্যাপারে হত্যার অভিযোগ করছে। আর তাদের নিকটে কিছু লক্ষনও আছে। সেগুলো হলো, শত্রু পক্ষের লোকদের মাঝে এই নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে যাদের সাথে আর অন্য কেউ ছিল না অথবা এক দল লোক একটি বাড়িতে বা কোন ফাঁকা স্থানে একত্রিত হয়ে তারা এই নিহত ব্যক্তিকে রেখে চলে গেছে অথবা এই নিহত ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তিকে এমন অবস্থাতে পাওয়া গেছে যে, তার শরীর রক্তাক্ত অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ লোক সাক্ষ্য দিলো যে, অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে অথবা একদল দাস বা মহিলা বিচ্ছিন্নভাবে এমনটি বললো, যাদের সাক্ষ্যের ওপরে সামষ্টিকভাবে নির্ভর করা যায় এছাড়াও আরো অনেক লক্ষণ থাকতে পারে। এমন ক্ষেত্রে দাবিকারীদের মধ্যে (নিহতের অভিভাবকগণ) পঞ্চাশটি কসম করবে এবং তারা তাদের সেই দাবির অধিকারী হবে।

১১. যাদের সম্পর্কে হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে তাদের পঞ্চাশজন কসম করবে অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) প্রদান করবে। আর যদি বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বায়তুল মাল থেকে সেই নিহত ব্যক্তির দিয়াত প্রদান করা হবে।

বাশীর ইবনু ইয়াসার (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

আনসারী এক লোক যাকে বলা হয় সাহল ইবনু আবী হাছমাহ তিনি বলেছেন যে, তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গেল ও সেখানে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করিনি, আর হত্যাকারীকে জানিও না। এরপর তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে সেখানে নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন বড়দেরকে বলতে দাও, বড়দেরকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন, তাহলে ওরা কসম করবে। তারা বলল, ইয়াহূদীদের কসমে আমাদের

বিশ্বাস নেই। এ নিহতের রক্ত বৃথা হয়ে যাক তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ উট দিয়ে তার রক্তমূল্য আদায় করলেন।[১৮৬৫]

১২. জাহিলী যুগের কাসামাহ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী যুগে যেমন কাসামাহ প্রচলিত ছিল ঠিক তেমনই বলবৎ রেখেছেন।[১৮৬৬]

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ، كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي، لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قَالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ :يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالُوا: هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ. فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ،

[১৮৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৬৮৯৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৬৯।

[১৮৬৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৬৭০।

فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيرَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ، فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ

জাহিলী যুগে আমাদের হাশেম গোত্রে সর্বপ্রথম কাসামাহ অনুষ্ঠিত হয়। কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষকে মজুর হিসাবে নিয়োগ করলো। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করলো। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যপূর্ণ বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য করো, যেন আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করলো তখন একটি ছাড়া সকল উট বেঁধে রাখা হলো। মজুর নিয়োগকারী মজুরকে জিজ্ঞেস করলো, সকল উট বাঁধা হলো কিন্তু এ উটটি বাঁধা হলো না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, এ কথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলো যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হলো। আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এবার হাজ্জে যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনে যে কোন সময় পৌঁছে দিতে পারেন? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে বলল, হাঁ তা পারবো। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হাজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন 'হে কুরাইশের লোকজন' বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবূ তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটির মৃত্যু হলো। মজুর নিয়োগকারী যখন মক্কায় ফিরে এল তখন আবূ তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কী হয়েছে? এখনও ফিরছে না কেন? সে বলল, আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেছি। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবূ তালিব বললেন, তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসীয়ত করেছিল, হাজ্জ পালনে মক্কায় উপস্থিত হলো এবং 'হে কুরাইশগণ' বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হলো, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হলো; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞেস করলো, আবূ তালিব কোথায়? লোকজন আবূ

তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে অসীয়ত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবূ তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছো) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়তো হত্যার বিনিময়ে একশ' উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশ জন লোক শপথ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এও করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি নিজ গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করে ঘটনা বর্ণনা করলো। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা শপথ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের এক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশ জন শপথকারী হতে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার শপথ নিবেন না যে স্থানে শপথ নেয়া হয়। আবূ তালিব তার আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের এক পুরুষ আবূ তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবূ তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের শপথ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি শপথকারীর ওপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং যেখানে শপথ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো হতে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আটচল্লিশজন এসে যথাস্থানে শপথ করলো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, শপথ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচল্লিশ জনের একজনও বেঁচে ছিল না।[১৮৬৭]

[১৮৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৪৫।

الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء

অষ্টাদশ পর্ব: বিচার ফায়সালা

الباب الأول: القضاء

প্রথম অধ্যায়: বিচার ফায়সালা

الباب الثاني الخصومة

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি।

الباب الأول: القضاء

প্রথম অধ্যায়: বিচার ফায়সালা

১. বিচার ফায়সালা করা শরীআতসম্মত।

বিচার ফায়সালা করা কুরাআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে শরীআতসম্মত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আপনি সেই অনুযায়ী ফায়সালা করুন (সূরা আল মায়িদা ৫: ৪৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾

হে দাউদ! আমরা আপনাকে জমিনে খলীফা বানিয়েছি। অতএব আপনি লোকদের মাঝে সুবিচার করুন (সূরা সোয়াদ: ২৬)।

আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

কোন বিচারক বিচার করার সময়ে তার ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর ইজিতহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[১৮৬৮]

বিচার ফায়সালা করা শরীআতসম্মত হওয়ার বিষয়ে মুসলিমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে।

২. বিচার ফায়সালা করার বিধান

এটি ফরযে কিফায়া। আর প্রয়োজন অনুপাতে দেশে বিচার করবে এমন মানুষকে নির্দিষ্ট করে দেয়া রাষ্ট্রনেতার জন্য ফরয। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের মাঝে বিচার ফায়সালা করেছেন, বিচার করার জন্য তিনি আলী (রা) কে ইয়ামানে

[১৮৬৮] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬।

পাঠিয়েছেন। এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদীনরা বিচার ফায়সালা করেছেন এবং বিভিন্ন শহরে তারা অনেককে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছেন।

৩. যাদের দ্বারা বিচার ফায়সালা করা সঠিক।

যে ব্যক্তি মুজতাহিদ, মানুষের ধন সম্পদ থেকে সতর্ক, বিচার ফায়সালাতে ন্যায়বান এবং সমতার সাথে বিচার করে, শুধু তার জন্য বিচার ফায়সালা করা সঠিক।

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী এবং অপর দু'প্রকার বিচারক জাহান্নামী। জান্নাতী বিচারক হলো, যে সত্যকে বুঝে তদনুযায়ী ফায়সালা দেয়। আর যে বিচারক সত্যকে জানার পর স্বীয় বিচারে জুলুম করে সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক সত্যকে না জেনে অজ্ঞতার ওপরই ফায়সালা দেয় সেও জাহান্নামী। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৬৯]

এই হাদীসে এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, মুজতাহিদ ব্যক্তি ছাড়া হক চিনতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি মুকাল্লাদি, সে তার ইমাম যা বলেছে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে। সে জানে না যে, সেটি হক নাকি বাতিল। এমন ব্যক্তি মানুষদের মাঝে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে, ফলে জাহান্নামী বিচারকদের অন্তর্ভুক্ত।

আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

কোন বিচারক বিচার করার সময়ে তার ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তার জন্য আছে দু'টি পুরস্কার। আর ইজিতহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।[১৮৭০]

اجتهد : সে এই বিষয়ে সত্যকে জানার জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

أصاب : এই বিচারে সে হকটা পেয়ে যায়।

أخطأ : এই বিচারে সে হকটা পায় না।

[১৮৬৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৭৩, তিরমিযী, হা/১৩২২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৫।

[১৮৭০] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬।

এই হাদীসে এই বিষয়ের দলীল বিদ্যমান যে, যেই বিচারক মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করে সে আসলে ইজতেহাদ করার যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ﴾

যখন তোমরা মানুষদের মাঝে বিচার করো, তখন ন্যায়সঙ্গত বিচার করো (সূরা আন নিসা: ৫৮)।

৪. বিচার ফায়সালা করার প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং তা দাবি করা হারাম।

আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে।[১৮৭১]

৫. যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালা করার প্রতি আগ্রহী হয় অথবা তা দাবি করে, রাষ্ট্রীয় নেতার জন্য এমন ব্যক্তিকে সেই কাজে নিয়োগ করা হালাল নয়।

আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

আমি ও আমার চাচাতো দুই ভাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন সেই দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেগুলোর দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথা বলল। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।[১৮৭২]

[১৮৭১] সহীহ বুখারী, হা/৬৬২২, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২।

[১৮৭২] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩।

৬. যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালা করার উপযুক্ত, সে কঠিন বিপদের মধ্যে আছে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

যে ব্যক্তিকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে জবাই করা হলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭৩]

৭. মহিলারা বিচার ফায়সালা করার দায়িত্ব নিতে পারবে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ﴾

পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (সূরা আন নিসা: ৩৪)।

এছাড়াও এই বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

সেই জাতি কখনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭৪]

এছাড়াও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতে অনেক বিচারক নির্বাচন করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই কোন নারীকে নির্বাচন করেননি। অনুরূপভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলও এমনটিই ছিল।

আর ইবনু হাযম (রহি) যেটি বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রা) শিফা নামক এক মহিলাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেটি এই স্থানে দলীল হিসেবে প্রযোজ্য নয়। কেননা সেই সংবাদ প্রমাণিত নয়। বরং সেটি মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়নি, দুর্বল ছীগাতে বর্ণিত হয়েছে। আর এমন ছীগাহ দিয়ে বর্ণিত বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করা যাবে না।

তারপরও এটি সহীহ এবং প্রমাণিত হয়, তবুও এখান থেকে এটি বুঝা যায় না যে, উমার (রা) সেই মহিলাকে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বরং এখান থেকে এটি বুঝা যায় যে, বাজার থেকে মহিলাদের খারাপ কাজ দূর করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ

[১৮৭৩] আবূ দাউদ, হা/৩৫৭১, তিরমিযী, হা/১৩২৫, ইবনে মাজাহ, হা/২৩০৮।

[১৮৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৭০৯৯।

থেকে নিষেধ করার জন্য উমার (রা) সেই মহিলাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কেননা সেই বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, সম্ভবত উমার (রা) সেই মহিলাকে বাজারের কোন বিষয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আর যদি মহিলাদের দ্বারা বিচার ফায়সালা করা সঠিক হতো, তাহলে (তারা সর্বকালেই বিচারক থাকতো) কোন সময়েই তারা বিচারক থেকে মুক্ত থাকতো না।[১৮৭৫]

৮. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা বিচারকের জন্য জায়েয নয়

আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থাতে দু'জনের মধ্যে বিচার না করে।[১৮৭৬]

৯. বিচারকের বিচার হককে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবে না।

কারো জন্য যদি তার ভাইয়ের হক দেয়ার ফায়সালা করা হয়, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা বিচারকের বিচার হারামকে হালাল করতে পারে না এবং হালালকে হারামও করতে পারে না।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটে বের হয়ে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলিমের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭৭]

[১৮৭৫] আল কাযা ফিল ইসলাম, মুহাম্মাদ আবূ ফারিস, ৩৬-৩৭ পৃ.।

[১৮৭৬] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৭।

[১৮৭৭] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১৩।

১০. বিচারকের জন্য ঘুষ গ্রহণ করা এবং বিচার ফায়সালার জন্য দেয়া হাদীয়া গ্রহণ করা হারাম।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়কেই লা'নত করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭৮]

১১. বিচারকের কর্তব্য হলো, তিনি বিচার করার আগে উভয়ের নিকট থেকে শুনবেন।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে বিচারক হিসাবে প্রেরণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি একজন নব যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন জ্ঞান নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে বিষয়টির আসল সত্য প্রকাশিত হবে। আলী (রা) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনো সন্দেহে পতিত হইনি। বিভিন্ন সনদের সমন্বয়ে এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৭৯]

১২. বিচারকের কর্তব্য হলো, যতটা সম্ভব (মানুষের জন্য) তার থেকে প্রতিবন্ধকতাকে হালকা করা।

[১৮৭৮] আবূ দাউদ, হা/৩৫৮০, তিরমিযী, হা/১৩৩৭, ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৩।

[১৮৭৯] আবূ দাউদ, হা/৩৫৮২, তিরমিযী, হা/১৩৩১।

আবূ মারিয়াম আল আযদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তিকে মুসলিমদের কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করলে যদি সে তাদের প্রয়োজন পূরণ ও অভাবের সময় দূরে আড়ালে থাকে তখন আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব-অনটন দূর করা থেকে দূরে থাকবেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৮০]

خَلَّة শব্দটির 'খ' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়, যার অর্থ হলো প্রয়োজন, দারিদ্রতা।

১৩. বিচারকের জন্য সাহায্যকারী গ্রহণ করা জায়েয।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ قيس ابْن سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الأَمِيْرِ

কায়স ইবনু সা'দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এরূপ থাকতেন যেরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।[১৮৮১]

১৪. বিচারকের জন্য শাফাআত করা, কিছু হক কমিয়ে দেয়া (যেমন বিচারক এক পক্ষের নিকট থেকে আরেক পক্ষে কিছু হক মাফ করার জন্য বলতে পারে) এবং মীমাংসার জন্য পরামর্শ দেয়াও জায়েয।

কা'ব ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত।

أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের ভিতরে ইবনু আবূ হাদরাদ (রা)-এর নিকট তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতেই তাদের

[১৮৮০] আবূ দাউদ, হা/২৯৪৮, তিরমিযী, হা/১৩৩৩।

[১৮৮১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫৫।

কথার আওয়াজ শুনলেন এবং তিনি পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাববাইক হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পাওনা ঋণ হতে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইঙ্গিত করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু আবূ হাদরাদকে বললেন, উঠো আর বাকীটা দিয়ে দাও।[১৮৮২]

الباب الثاني الخصومة

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝগড়া বিবাদ, দলীল প্রমাণ এবং স্বীকারোক্তি।

১. যে ব্যক্তি (কোন কিছুর) দাবি করবে তাকে প্রমাণ দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ. قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَيَمِينُهُ، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করে অথচ সে মিথ্যাবাদী, সে এমন অবস্থাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। রাবী বলেন, আশ আস ইবনু কায়স সেখানে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবূ আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ) তোমাদেরকে কী বর্ণনা করলেন? তারা বললেন, এটি, এটি।

[১৮৮২] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৮।

তিনি বললেন, আবূ আবদুর রহমান সত্যই বর্ণনা করেছেন, ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। ব্যাপার হলো ইয়ামানে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমারও একখণ্ড ভূমি ছিল। এর মীমাংসা করার জন্য আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দাবির স্বপক্ষে তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা হলে বিবাদীর কসম নেয়া হবে। আমি বললাম, এ ব্যক্তি তো কসম করবেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে অথচ সে মিথ্যাবাদী আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় তার সাক্ষাৎ ঘটবে যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়, "যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসম তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি (সূরা আলে ইমরান: ৭৭)।[১৮৮৩]

من حلف على يمين صبر : এখানে কে বা ধৈর্য শব্দের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

يمين الصبر হলো যেই কসমের ওপর কসমকারী নিজেকে ধরে রাখে। আর এটিকে ইয়ামীনুল গুমুস বা মিথ্যা কসমও বলা হয়ে থাকে।

২. যে তা অস্বীকার করবে তাকে কসম করতে হবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدُعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

যদি লোকের দাবি অনুসারে তাদেরকে দেয়া হতো তবে কোন কোন লোক অপর ব্যক্তির জান মাল দাবি করে বসতো। তাই বিবাদীর জন্য শপথ নেয়ার বিধান রয়েছে।[১৮৮৪]

৩. বিচারক (বাদী ও বিবাদীর) স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিচার করবে।

আবূ হুরায়রা এবং যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

[১৮৮৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৪৯, ৪৫৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৩৮।

[১৮৮৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৫২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭১১।

হে উনাইস! তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে। যদি সে (ব্যভিচারের কথা) স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে।[১৮৮৫]

৪. অথবা বিচারক দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য অথবা এক পুরুষ ও দুই মহিলার সাক্ষ্য এর মাধ্যমে বিচার করবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারাতে বলেন,

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾

আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখো, অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় (সূরা আল বাকারা: ২৮২)।

৫. অথবা বিচারক একজন পুরুষের সাক্ষ্য ও দাবিকারী ব্যক্তির শপথ এর মাধ্যমে বিচার করবে। ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদী থেকে কসম গ্রহণ এবং একজন সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করেছেন।[১৮৮৬]

৬. অস্বীকারকারীর শপথের মাধ্যমে বিচার করা বিচারকের জন্য জায়েয।

ওয়াইল ইবনু হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

[১৮৮৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬৯৫, ২৬৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৭, ১৬৯৮।

[১৮৮৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭১২।

হাযরামাওতের জনৈক ব্যক্তি এবং কিনদীর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। হাযরামাওতবাসী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি আমার একটি পৈতৃক ভূমি জোর করে দখল করে। কিনদী বলে উঠলো, না, এতো আমারই সম্পত্তি এবং আমারই দখলে আছে। এতে আমি চাষাবাদ করি, এতে কারোর কোন অধিকার নেই। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযরামাওতবাসীকে বললেন, তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? সে উত্তর দিল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এ বিষয়ে বিবাদী কসম করবে। হাযরামাওতবাসী বলল, হে আল্লাহর রসূল! এতো অসৎ লোক, কসম করার বিষয়ে সে কোন পরোয়া করবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া তার কাছ থেকে তোমার নেয়ার আর কোন পথ নেই। এরপর কিনদী শপথ করতে উদ্যোগ নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে (কিনদী) অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য শপথ করে তবে সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিবেন।[১৮৮৭]

৭. যে ব্যক্তি ন্যায়বান নয় তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আত ত্বলাকে বলেন,

﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

আর তোমাদের মাঝে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো (সূরা আত তালাক:২)।

বিচারকের সাক্ষী সম্পর্কে জানা থাকার মাধ্যমে অথবা দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোকের প্রসংশা করার মাধ্যমে সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে।

ন্যায়পরায়ণতা হলো, সেই ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকবে, সগীরা গুনাহের ওপর অটল থাকবে না, মানবিকতা বহির্ভূত কোন কাজ করবে না। অর্থাৎ নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত ,যেগুলো ছেড়ে দিলে বুঝা যায় যে, তার লজ্জা কম, এমন কাজ পরিত্যাগ করবে না। সেই কাজগুলো হলো, সুন্দরভাবে চলা ফেরা, মেলামেশা এবং কাজ কর্ম করা।

৮. খিয়ানতকারীর, (অপর পক্ষের সাথে) শত্রুতা পোষণকারী ও দোষারোপকারীর, মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর, সেই পরিবারের অধীনস্ত খাদেমের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আমর ইবনু শুআইব (রহি) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ

[১৮৮৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৯।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীনীর সাক্ষ্য এবং নিজের ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন পরিবারের অধীনস্থ খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও বর্জন করেছেন, তবে অন্যের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৮৮৮]

غِمْرٍ শব্দটির 'গইন' বর্ণে যের, 'মীম' বর্ণে সাকিন দিয়ে পড়া হয়, এর অর্থ হলো বিদ্বেষ বা শত্রুতা। অর্থাৎ কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অপর শত্রুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

قانع হলো এমন কর্মচারী বা অধীনস্থ ব্যক্তি, যার ওপর বাড়িওয়ালারা খরচ করে।

৯. মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই তো ফাসেক (সূরা আন নূর: ৪)।

১০. শহরবাসীর জন্য গ্রাম বা মরুবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

শহরে বসবাসকারী লোকের জন্য গ্রামে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৮৯]

ইবনু রিসলান (রহি) বলেছেন, গ্রামবাসীদের বা মরুভূমিতে বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না তাদেরকে এই হাদীসে বুঝানো হয়েছে। কেননা অধিকাংশক্ষেত্রে তাদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না।[১৮৯০]

[১৮৮৮] আবূ দাউদ, হা/৩৬০০।

[১৮৮৯] আবূ দাউদ, হা/৩৬০২, ইবনে মাজাহ, হা/২৩৬৬।

[১৮৯০] আল মুগনী, ১২/৩২।

১১. যে ব্যক্তি তার কোন কাজের বা কথার স্বীকারোক্তির জন্য সাক্ষ্য দিবে তার সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয, যদি তাতে মিথ্যা অপবাদ না থাকে।

উকবাহ ইবনু হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ

আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিয়ে করেছি। এরপর এক কালো মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী করে বিয়ে হতে পারে যখন তোমাদের দু'জনকেই ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে বলে দাবি করছে। কাজেই তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯১]

১২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবীরাহ গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।[১৮৯২]

১৩. শপথের পর প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না।

কেননা (বাদী প্রমাণ দেখাতে না পারার কারণে) যখন বিবাদীকে কসম করতে বলা হবে, তখন সেটিই হলো সঠিক বিচারের প্রমাণ। সুতরাং এর পরে এর বিপরীতটিকে (বাদীর প্রমাণ) গ্রহণ করা হবে না।

[১৮৯১] সহীহ বুখারী, হা/৫১০৪।

[১৮৯২] সহীহ বুখারী, হা/২৬৫৩, সহীহ মুসলিম, হা/৮৮।

الكتاب التاسع عشر: كتاب الجهاد

ঊনবিংশ পর্ব: জিহাদ

الباب الأول: أحكام الجهاد

প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান।

الباب الثاني: أحكام الغنائم

দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান

الباب الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة

তৃতীয় অধ্যায়: বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধিবিধান

الباب الرابع: حكم قتال البُغاة

চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান

الباب الخامس: أحكام الإمامة

পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে।

الباب الأول: أحكام الجهاد

প্রথম অধ্যায়: জিহাদের বিধিবিধান।

১. জিহাদের পরিচয়।

জিহাদ শব্দটি جهد শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো, প্রচেষ্টা করা, কষ্ট করা। جاهد يجاهد جهادًا أو مجاهدة এমনটি বলা হয়ে থাকে, যখন কেউ শত্রুর মোকাবেলাতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায় এবং শত্রুর দেয়া কষ্টকে সহ্য করে।

জিহাদকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হয় না যতক্ষণ না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করা, হকের পতাকাকে সমুন্নত করা এবং বাতিলকে দূর করা উদ্দেশ্য হয়। সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। এগুলো বাদ দিয়ে যদি জিহাদ দিয়ে দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটিকে প্রকৃত অর্থে জিহাদ বলা হবে না। তাই কোন ব্যক্তি যদি কোন পদ মর্যাদা লাভের জন্য অথবা গণীমত পাওয়ার জন্য অথবা তার বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য অথবা খ্যাতি লাভ করার জন্য লড়াই করে, তাহলে সে কোন প্রতিদান পাবে না এবং তার জন্য সওয়াবের কোন অংশও থাকবে না।

আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করলো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে লড়াই করলো, সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯৩]

[১৮৯৩] সহীহ বুখারী, হা/২৮১০, সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৪।

২. জিহাদের ফযীলত।

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে রবরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূলরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। আবূ সাঈদ (রা) তাতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কথাটি বললেন, তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের ব্যবধান সমান। তখন তিনি (রা) বললেন, ঐ আমলটি কী, হে আল্লাহর রসূল? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯৪]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مبرورٌ»

'কোন আমলটি সর্বোত্তম?' নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর ঈমান আনা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' তারপর তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন, কবুলযোগ্য হাজ্জ সম্পাদন করা। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯৫]

[১৮৯৪] সহীহ মুসলিম, হা/২৮১০।

[১৮৯৫] সহীহ বুখারী, হা/২৬, সহীহ মুসলিম, হা/৮৩।

৩. জিহাদ পরিত্যাগ করা থেকে সতর্কতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তাহলে তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো খুবই নগণ্য। যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান (সূরা আত তাওবা: ৩৮-৩৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদয়ও হলো না, সে মুনাফিকের হালতে মৃত্যুবরণ করলো। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯৬]

৪. জিহাদের প্রতি উৎসাহিতকরণ।

জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। আর তিনি তার বান্দাদের ওপর অভিযানে বেরিয়ে পড়াকে আবশ্যক করেছেন এবং ভারাক্রান্ত হয়ে বসে পড়াকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

[১৮৯৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৯১০, আবূ দাউদ, হা/২৫০২।

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়ো, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করো আল্লাহর পথে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে (সূরা আত তাওবা ৯:৪১)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাওবাতে আরো বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে জমিনে ঝুঁকে পড়? তাহলে তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো খুবই নগণ্য (সূরা আত তাওবা: ৩৮)।

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, সেগুলোর সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[১৮৯৭]

৫. কখন জিহাদ করা ফরযে কিফায়া হয় আর কখন ফরযে আইন হয়ে যায়?

জিহাদ ফরযে কিফায়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ﴾

আর মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয় (সূরা আত তাওবা: ১২২)।

পক্ষান্তরে যখন রাষ্ট্রনেতা মুসলিমদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করবে অথবা মুসলিমদের দেশকে শত্রুরা আক্রমণ করবে, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আত তাওবাতে বলেন,

﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾

[১৮৯৭] সহীহ বুখারী, হা/২৭৯২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৮০।

যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান (সূরা আত তাওবা: ৩৯)।

৬. জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণ শাসক বা নেতা হওয়া শর্ত নয়, বরং সৎ এবং পাপাচার সকল ধরনের শাসকের অধীনে জিহাদ করা সহীহ।

কেননা জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়ে, তার ফযীলত এবং তাতে উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নাহতে যেসব দলীলসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কোন শর্ত ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শাসক বা নেতা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং জিহাদ হলো দীনের একটি ফরয বিধান, যেটি আল্লাহ তা'আলা তার মুসলিম বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলা সময় বা স্থান বা ব্যক্তি বা ন্যায়পরায়ন অথবা পাপাচারী হওয়া এগুলোর কোন শর্তই উল্লেখ করেননি। সুতরাং জিহাদকে শাসকের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করাতে জ্ঞানের কোন প্রমাণ বহন করে না।

৭. নফল জিহাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিতা মাতার অনুমতি থাকতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি চাইলো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে (তাদের খেদমত করার মাধ্যমে) তাদের মাঝেই জিহাদ করো।[১৮৯৮]

৮. ইখলাসের সাথে জিহাদ করলে আদম সন্তানের হক ছাড়া অন্য সকল গুনাহ মোচন হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৮৯৯]

[১৮৯৮] সহীহ বুখারী, হা/৩০০৪, সহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৯।

[১৮৯৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৬।

এখানে (অন্যের) রক্ত বা সম্পদ বা সম্মান সম্পর্কীত কোন পাপের মাঝেই পার্থক্য করা হয়নি (অর্থাৎ তার সকল গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে)। কেননা এগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

৯. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া জিহাদে মুশরিকদের সাহায্য নেয়া যাবে না।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ، أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ، أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْطَلِقْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি ওয়াবারাহ প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন এমন এক ব্যক্তি এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করলো, যে পূর্ব থেকে তার শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যেতে এবং আপনার সঙ্গে (গণীমত) পেতে এসেছি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছো? সে বলল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন লোকটি চলে গেল। যখন আমরা একটি গাছের নিকটে আসলাম, তখন সে ব্যক্তি এসে তার পূর্বের কথাই পুনরায় বললো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার পূর্বের কথা পুনরায় বললেন, আরও বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না। এবারও সে চলে গেল। তারপর সে আবার বায়দাহ নামক এলাকাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথমবারের মত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছো? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এখন (আমাদের সাথে) চলো।[১৯০০]

[১৯০০] সহীহ মুসলিম, হা/১৮১৭।

بحر الوبرة হলো মদীনাহ থেকে চার মাইল দুরবর্তী একটি স্থান।

১০. সৈন্যবাহিনীর ওপর ফরয হলো তাদের আমীরের আনুগত্য করা। তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় আমীরের আনুগত্য করা যাবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে আমার নাফরমানী করলো, সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো। আর যে আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমার আমীরের নাফরমানী করলো সে আমারই নাফরমানী করলো।[১৯০১]

১১. আর আমীরের কর্তব্য হলো, তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের সাথে নম্র আচরণ করা এবং হারাম থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে বলেন,

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾

আর আপনি কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আবূ সুফইয়ানের (মদীনায়) অগ্রাভিযানের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন। আবূ বকর (রা) এ ব্যাপারে কথা বললেন, কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার উত্তর দিলেন না। এরপর উমার (রা) কথা বললেন। তিনি তার কথারও কোন উত্তর দিলেন না। পরিশেষে সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) দণ্ডায়মান হলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জবাব আশা করছেন? সে আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার জীবন, যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়ে

[১৯০১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৩৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫।

সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন, সওয়ারী নিয়ে 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত পৌছার জন্য তবে নিশ্চয়ই আমরা তাই করবো।[১৯০২]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন)

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি নম্র হও।[১৯০৩]

১২. আর ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য শরীআতসম্মত হলো, কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে যেখানে যেতে চাচ্ছে সেটা গোপন করে তাওরিয়া করা (তাওরিয়া হলো, বক্তা এক উদ্দেশ্যে কথা বলবে, আর শ্রোতা অন্যটা বুঝবে)।

কা'ব ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, সেখানেই তিনি তাওরিয়াহ করতেন।[১৯০৪]

১৩. আর ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার জন্য শরীআতসম্মত হলো, কোন অভিযানের ইচ্ছা করলে পরিদর্শককে পাঠানো, সেখানকার খবরগুলো তদন্ত করা

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

খন্দকের যুদ্ধের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিহাদের অনুপ্রেরণা দিলেন। যুবাইর (রা) এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। তখনও যুবাইরই সাড়া দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ডাকলেন। তখনও যুবাইরই সাড়া দিলেন। তখন

[১৯০২] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৯।

[১৯০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৮।

[১৯০৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক নবীরই একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী থাকে, আর আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলো যুবাইর।[১৯০৫]

১৪. সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করা এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন ও পতাকা গ্রহণ করা শরীআতসম্মত।

বারা ইবনু আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিয়োগ করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পাখীরা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ পাওয়া ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না।[১৯০৬]

জাবির (রা) মারফূভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ

মক্কায় প্রবেশের দিন তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিলো সাদা রঙের। এই হাদীসটি হাসান।[১৯০৭]

১৫. জিহাদের আদব।

বুরাইদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ

[১৯০৫] সহীহ বুখারী, হা/৪১১৩, সহীহ মুসলিম, হা/২৪১৫।

[১৯০৬] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩৯।

[১৯০৭] আবূ দাউদ, হা/২৫৯২, তিরমিযী, হা/১৬৭৯, নাসাঈ, হা/২৮৬৬, ইবনে মাজাহ, হা/২৮১৭।

إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের ওপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষভাবে তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি ভালোভাবে চলার উপদেশ দিতেন। আর বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করবে না, শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব উপকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকরী হবে। আর যদি তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের ওপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গণীমত ও ফাই থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযিয়া প্রদানের দাবি জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবি না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯০৮]

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

[১৯০৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১, তিরমিযী, হা/১৬১৭, ১৪০৮, আবূ দাউদ, হা/২৬১২, ২৬১৩।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯০৯]

১৬. জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা ও শিশুদের হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।[১৯১০]

১৭. অঙ্গচ্ছেদ করা, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হারাম।

অঙ্গচ্ছেদ করা হারাম। কেননা এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের জিহাদের আদব নামক ১৫ নং অনুচ্ছেদে বুরাইদাহ (রা) এর হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে।' অতঃপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারবে না। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পাও, তবে তাদেরকে হত্যা করো।[১৯১১]

[১৯০৯] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৪।

[১৯১০] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৪।

[১৯১১] সহীহ বুখারী, হা/৩০১৬।

১৮. নিজের দলে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো হারাম।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আনফালে বলেন,

﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾

আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা নিজের দলে যোগ দেয়া ছাড়া কেউ তাদেরকে পিঠ দেখালে সে তো আল্লাহর গজব নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান (সূরা আল আনফাল: ১৬)।

১৯. শত্রুদেরকে রাতে আক্রমণ করা জায়েয।

সা'ব ইবনু জাসসামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- فَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তবে কী হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না।[১৯১২]

২০. যুদ্ধের সময় কৌশল করা জায়েয

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

যুদ্ধ হচ্ছে (শত্রুকে) ধোকা দেয়ার নাম।[১৯১৩]

[১৯১২] সহীহ বুখারী, হা/৩০১২, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৪৫।

[১৯১৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩০, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৯।

ইমাম নববী (রহি) বলেছেন যে, আলেমগণ একমত যে, যুদ্ধে কাফিরদেরকে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই ধোঁকা দেয়া জায়েয। তবে শুধু চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।[১৯১৪]

২১. যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা জায়েয।

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

'কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা) বললেন, 'আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি দিলাম।[১৯১৫]

الباب الثاني أحكام الغنائم

দ্বিতীয় অধ্যায়: গণীমতের বিধিবিধান

১. সৈন্যবাহিনীর মাঝে কিভাবে গণীমত বন্টন করা হবে এবং গণীমতের অন্যান্য খাতসমূহ।

আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, গণীমতের সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে। তার একভাগ সূরা আল আনফালে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে আর বাকী চার ভাগ যারা গণীমত লাভ করবে তাদের জন্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ﴾

আর জেনে রেখো, যুদ্ধে যা তোমরা গণীমত হিসেবে লাভ করেছো, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের, যদি

[১৯১৪] শারহ সহীহ মুসলিম লিন নববী, ১২/৪৫।

[১৯১৫] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩২, সহীহ মুসলিম, হা/১৮০১।

তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, (সূরা আল আনফাল: ৪১)।

২. অশ্বারোহী সৈন্য তিন ভাগ নিবে আর পদাতিক বাহিনী নিবে এক ভাগ।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، فَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَخَذَ سَهْمًا

খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ হিসেবে (গণীমতের) মাল বণ্টন করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি (রহি) হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে সে পাবে তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, সে পাবে এক অংশ।[১৯১৬]

৩. দুর্বল, শক্তিশালী, যারা লড়াই করেছে আর যারা করেনি (কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থেকে তাদের পাহারা দিয়েছে অথবা তাদের সেবা করেছে অথবা তাদেরকে খাবার দিয়েছে) সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে।

মুস'আব ইবনু সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

সা'দ (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা অধিক। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা তো দুর্বলদের মাধ্যমেই সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছো।[১৯১৭] ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قسم غنائم بدر بالسوي، بعد وقوع الخصام بين من قاتل، ومن لم يقاتل

যারা যুদ্ধ করেছে আর যারা যুদ্ধ করেনি তাদের মাঝে বিতর্ক হওয়ার পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের গণীমত সকলের মাঝে সমানভাবে বন্টন করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯১৮]

[১৯১৬] সহীহ বুখারী, হা/৪২২৮, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬২।

[১৯১৭] সহীহ বুখারী, হা/২৮৯৬

[১৯১৮] আবূ দাউদ, হা/২৭৩৭, মুসতাদরাক হাকিম, ২/১৩১।

৪. কল্যাণ থাকলে কিছু সৈন্যকে গণীমত থেকে বেশি দেয়া।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সৈনিককে প্রেরণ করতেন, তাদেরকে কোন কোন সময় সাধারণ সৈনিকদের অংশের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত বিশেষভাবে প্রদান করতেন। আর সকল অর্জিত গণীমতের মালের ওপরই এক পঞ্চমাংশ বের করা ওয়াজিব।[১৯১৯]

৫. রাষ্ট্রনেতা তার ভাগও পাবে এবং বিশেষ আরেকটি ভাগও পাবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ

ছাফিয়্যাহ (রা) ছাফীর বা বিশেষ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই হাদীসটি হাসান।[১৯২০]

৬. মহিলারা এবং শিশুরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও তাদের জন্য গণীমত থেকে নির্দিষ্ট কোন অংশ নেই। তবে রাষ্ট্রনেতা চাইলে তাদেরকে গণীমত থেকে (নির্দিষ্ট অংশ ছাড়াই) কিছু দিতে পারেন।

ইয়াযীদ ইবনু হুরমুয (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى، مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، اكْتُبْ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا من غنائم القوم

নাজদাহ ইবনু আমির আল হারূরী ইবনু আব্বাস (রা) এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলেন, জিহাদে উপস্থিত গোলাম ও মহিলাদের গণীমতের অংশ দেয়া হবে কি? আর (শত্রুপক্ষের) শিশুদের হত্যা সম্পর্কে এবং ইয়াতীম সম্পর্কে যে, কখন তার ইয়াতীম অবস্থার সমাপ্তি ঘটে? এবং 'যাবিল কুরবা বা নিকটাত্মীয় কারা? তখন তিনি ইয়াযীদকে বললেন, তুমি তাকে লিখো, তার নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি তাকে পত্র লিখাতাম না। লিখো, তুমি আমাকে লিখেছো এ প্রশ্ন করে যে, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এমন

[১৯১৯] সহীহ বুখারী, হা/৩১৩৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৫০।

[১৯২০] আবূ দাউদ, হা/২৯৯৪।

নারী এবং গোলামকে কি গণীমতের কিছু দেয়া হবে? এর উত্তর হলো, তাদেরকে নির্ধারিত কিছুই দেয়া হবে না। তবে সবার কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে দেয়া হবে। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯২১]

৭. কিছু লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া রাষ্ট্রনেতার জন্য জায়েয।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ

হুনাইনের দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন লোককে বণ্টনে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেন। তিনি আকরা‘ ইবনু হাবিছকে একশ’ উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। উচ্চবংশীয় আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বণ্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এতে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই এ কথা জানিয়ে দিবো। তখন আমি তার নিকট আসলাম এবং তাকে একথা জানালাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন, তাকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯২২]

৮. কাফিরদের থেকে ফেরত আসা সম্পদে তার মালিকই সেটি পাওয়ার বেশি হকদার।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[১৯২১] সহীহ মুসলিম, হা/১৮১২।

[১৯২২] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১০৬২।

তার একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রুপক্ষ তা আটক করে। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের ওপর বিজয় লাভ করেন। তখন সে ঘোড়াটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই তাকে ফেরত দেয়া হয়। আর তার একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হয়। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের ওপর বিজয় অর্জন করেন। তখন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার পর তা তাকে ফেরত দিয়ে দেন।[১৯২৩]

৯. খাবার ও গবাদি পশুর খাদ্য ছাড়া গণীমতের অন্য সম্পদ বণ্টন করার আগেই তা থেকে উপকৃত হওয়া হারাম।

রুয়াইফি ইবনু সাবিত আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলিমদের 'ফাই' এর পশুর পিঠে সাওয়ার না হয় যে, সে সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করে গণীমত ফেরত দিবে (এরূপ করা উচিত নয়)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন মুসলিমদের গণীমতের পোশাক না পরে, এমন কি সে তা পুরাতন করে গণীমত ফেরত দিবে (এটা ঠিক নয়)। এই হাদীসটি হাসান।[১৯২৪]

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

আমরা যুদ্ধের সময় মধু ও আঙ্গুর লাভ করতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম, সেগুলো জমা দিতাম না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯২৫]

১০. (গণীমতের সম্পদ থেকে) আত্মসাৎ করা হারাম হওয়ার বর্ণনা এবং এই বিষয় থেকে সতর্কীকরণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।

[১৯২৩] সহীহ বুখারী, হা/৩০৬৭।

[১৯২৪] আবূ দাউদ, হা/২৭০৮, দারেমী, ২/২৩০, ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৫০।

[১৯২৫] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫৪।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাইবারের অভিযানে বের হলাম। আল্লাহ আমাদেরকে জয়যুক্ত করলেন। গণীমত হিসেবে আমরা স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি। বরং যা পেলাম তা ছিল আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। অতঃপর আমরা ওখান থেকে এক সমভূমির দিকে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার একটি গোলাম ছিল। জুযাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি গোলামটি তাকে উপহার দিয়েছিল। তাকে রিফাআহ ইবনু যায়িদ নামে ডাকা হতো। সে যুবাইব গোত্রের লোক ছিল। যখন আমরা সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম, গোলামটি উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওদা খুলছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো। আর তাতেই সে তৎক্ষণাৎ মারা গেলো। এ দেখে আমরা বলে উঠলাম, খুশির বিষয় তার, মুবারক হোক! সে শাহাদাত লাভ করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনো নয়। সে মহান সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! বণ্টন করা ছাড়াই খাইবার যুদ্ধের গণীমত থেকে সে যে চাদর নিয়েছে তা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। তার এ কথা শুনে সমস্ত লোক ভীত হয়ে পড়লো। এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি এটি খাইবারের দিন নিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।[১৯২৬]

رحل হলো উটের পিঠের ওপর কোন ব্যক্তির বসার স্থান।

شملة হলো ছোট চাদর যা শরীরের নিচের অংশে পরিধান করা হয়।

[১৯২৬] সহীহ বুখারী, হা/৬৭০৭, সহীহ মুসলিম, হা/১১৫।

بشراك হলো সুপরিচিত ফিতা যা জুতাতে থাকে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وكلَّ يَهوديٍّ كان بالمدينة

বানু নাযীর এবং বানু কুরাইযাহ গোত্র দু'টির ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানু নাযীরকে দেশান্তর করেন এবং বনু কুরাইযাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বানু কুরাইযাও যুদ্ধ করলো। ফলে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক লোক যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। তখন তারা মুসলিম হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল ইয়াহুদীকে দেশান্তর করেন। বানু কাইনুকা গোত্রের ইয়াহুদী যারা হলো আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) এর গোত্র, বানু হারিসাহর ইয়াহুদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইয়াহুদীকেই দেশ থেকে বহিষ্কার করেন।[১৯২৭]

১১. যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করা অথবা বিনিময় নিয়ে মুক্ত করা অথবা অনুগ্রহ করা (অর্থাৎ কোন বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া) এই তিনটির মধ্যে যেটিই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অধিক নিরাপদ রাষ্ট্রনেতার জন্য সেটি করাই জায়েয।

কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদে বলেন,

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَاۚ﴾

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত করো, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধো; তারপর হয় অনুকম্পা অথবা মুক্তিপণ। যতক্ষণ তারা যুদ্ধের অস্ত্র নামিয়ে না ফেলে (সূরা মুহাম্মাদ: ৪)।

[১৯২৭] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৬।

إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : যখন তাদেরকে হত্যা করে এবং আঘাত করে তোমরা ভারাক্রান্ত করে ফেলবে।

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ : তাদেরকে বন্দি করে শক্ত করে বাধো, যেন তারা তোমাদের থেকে পালিয়ে যেতে না পারে।

مَنًّا হলো অনুগ্রহ করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোন ধরনের মুক্তিপণ নেয়া ছাড়াই এমনিতেই মুক্ত করে দেয়া।

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا : যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হবে, যোদ্ধারা তাদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলবে এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে। এর মূল অর্থ হলো, মানুষজন যা বহন করে (অর্থাৎ বোঝা)। এখানে অস্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সেটিকেও বহন করতে হয়।

الباب الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنة

তৃতীয় অধ্যায়: বন্দী, গুপ্তচর এবং সন্ধি করার বিধিবিধান

১. আরবদেরকে অথবা অনারবদেরকে দাসে পরিণত করা জায়েয।

ইবনু আউন (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

আমি নাফি‘ (রহি)-কে পত্র লিখলাম, তিনি জওয়াবে আমাকে লিখেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী মুস্তালিক গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি তাদের যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেন এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি

জুওয়ায়রিয়া (রা)-কে লাভ করেন। নাফি (রহি) বলেন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) আমাকে এই হাদীস বলেছেন। আর তিনি নিজে সেই দলের মধ্যে ছিলেন।[১৯২৮]

২. (কাফিরদের) গুপ্তচরকে হত্যা করা জায়েয।

সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সফরে মুশরিকদের জনৈক গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে খুঁজে বের করো এবং তাকে হত্যা করো। তিনি (বর্ণনাকারী সালামাহ) বলেন, আমি তাকে হত্যা করলাম। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন।[১৯২৯]

৩. কোন হারবী কাফির যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে।

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, আর সালাত কায়িম করে ও যাকাত প্রদান করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর অর্পিত হবে।[১৯৩০]

[১৯২৮] সহীহ বুখারী, হা/২৫৪১, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩০।

[১৯২৯] সহীহ বুখারী, হা/৩০৫১।

[১৯৩০] সহীহ বুখারী, হা/২৫, সহীহ মুসলিম, হা/২২।

عصموا : সংরক্ষণ করবে বা হিফাযত করবে। এখানে ছোট ছেলেরাও অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ তারাও নিরাপত্তা পাবে)। কেননা সন্তানরা পিতামাতার অনুগামী।

بحق الإسلام : যখন তারা এমন কাজ করবে যাতে ইসলামে শারীরিক বা আর্থিক শাস্তিকে আবশ্যক করে, তখন কিসাসস্বরূপ তাদের থেকে সেটি নিতে হবে।

حسابهم على الله : তাদের ভিতরের গোপন বিষয়সমূহের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর অর্পিত হবে।

৪. কোন কাফিরের দাস ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ – فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهُمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا». وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

হুদায়বিয়ার দিন সন্ধি করার পূর্বে মুশরিকদের কিছু গোলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পালিয়ে আসলে তাদের মনিবরা তাকে চিঠি লিখে বললো যে, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! এরা তোমার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার নিকট আসেনি। তারা তাদের গোলামী থেকে পালিয়ে এসেছে। কতিপয় লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! মনিবরা সত্যই বলেছে, এদেরকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে কুরাইশরা! আমি দেখছি যে, তোমরা অন্যায় থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের বিরুদ্ধে এমন লোক না পাঠান যারা তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে বললেন, এরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন। এই হাদীসটি হাসান।[১৯৩১]

[১৯৩১] আবূ দাউদ, হা/২৭০০, তিরমিযী, হা/৩৭১৬।

৫. গণীমত হিসেবে পাওয়া জমিনের বিষয় রাষ্ট্রনেতার ওপর ন্যস্ত হবে। তিনি যাতে অধিক কল্যাণ মনে করবেন তাই করবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ

তোমরা যে কোন জনপদে এসে অবস্থান করবে, সেখান থেকে তোমরা তোমাদের (প্রাপ্ত ফাই-এর) এক অংশ পাবে। আর যে কোন জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্যতা করবে, (অর্থাৎ- যুদ্ধ করবে) তবে তার (সম্পদের) এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্য। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯৩২]

৬. মুসলিমদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। কেউ যদি মুসলিম প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তবে তার ওপর আল্লাহ, তার ফিরিশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফারয বা নফল কোন কিছুই কবুল হবে না। এই হাদীসটি সহীহ।[১৯৩৩]

৭. দূত নিরাপত্তাপ্রাপ্তদেরই মতো।

নু'আইম ইবনু মাসউদ আল আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাইলামার চিঠি পড়া হলে তার উভয় দূতকে লক্ষ্য করে বললেন,

مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟» قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ. قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

এ লোক সম্পর্কে তোমরা কি বলো? তারা বললো, আমরা তা-ই বলি যা সে বলে (অর্থাৎ তার নবুওয়াতের দাবি মানি)। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর

[১৯৩২] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৫৬।

[১৯৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১।

শপথ! দূত হত্যা করা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের উভয়ের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এই হাদীসটি হাসান।[১৯৩৪]

৮. কাফিরদের, তাদের বাদশাহদের এবং তাদের গোত্রদের সাথে সন্ধি করা জায়েয, যদি রাষ্ট্রনেতা এবং মুসলিমগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ তা করতে চান আর তাদের যদি কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কোন ভয় না থাকে, যদিও তা কোন শর্ত সাপেক্ষে হয় এবং দশ বছরের চেয়ে বেশি **সময়ের জন্যও হয়। চুক্তির এই সময়টিই হলো নির্ভরযোগ্য।** আর এটিই বলেছেন ইবনু হাযম (রহি) 'আত ত্বাকাত' (২/৯৭)। ইবনু হাজার (রহি) এটিকেই তার 'আল ফাতহ' (৫/৩৪৩) কিতাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর ইমাম হাকিম (রহি) আলী (রা) থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯. জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের সাথে স্থায়ী চুক্তি করাও জায়েয।

মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু আমির ইবনু লুওয়াই এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র আমর ইবনু আওফ (রা) বর্ণনা করেছেন, যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ، وَقَالَ: أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) কে বাহরাইনে জিযিয়া বা কর আদায় করতে পাঠিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য আলা ইবনু আল হাযরামী (রা) কে শাসনকর্তা নিয়োজিত করেছিলেন। এরপর আবু উবাইদাহ (রা) বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে আসলে, আনসার সাহাবীগণ তার আগমন সংবাদ শুনল, তারপর তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করে মুখ ফিরিয়ে বসলে তারা তার কাছে উপস্থিত হলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার

[১৯৩৪] আবূ দাউদ, হা/২৭৬১, মুসনাদে আহমাদ, ৩/৪৮৭

মনে হচ্ছে আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে, এ সংবাদ তোমরা শুনেছ? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাদেরকে খুশি করবে তার আশা রাখো। আল্লাহর শপথ! তোমাদের ওপর দারিদ্রতার ভয় আমি করি না। বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, সেইভাবে তোমাদের ওপর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ঢেলে দেয়া হবে, যেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের ওপরও প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ঢেলে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা তেমনিভাবে প্রতিযোগিতা করবে যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছে। পরিশেষে তোমাদেরকেও ধ্বংস করা হবে যেমনিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[১৯৩৫]

১০. আরব উপদ্বীপে মুশরিক ও যিম্মীদেরকে বসবাস করতে দেয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا

নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেবো। তারপর মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে দেবো না।[১৯৩৬]

১১. কাদের থেকে জিযিয়া নেয়া হবে?

নাফি‘ (রহি) আসলাম (রহি) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أمراء الأجناد: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى

উমার (রা) সেনাদলের প্রধানদের নিকটে লিখলেন যে, তোমরা মহিলা এবং শিশুদের ওপর জিযিয়া ধার্য করবে না। আর যাদের (লজ্জাস্থানে) ব্লেড ব্যবহার করা লাগে না (অর্থাৎ যারা এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তাদের ওপরও জিযিয়া ধার্য করবে না।[১৯৩৭]

[১৯৩৫] সহীহ বুখারী, হা/৩১৫৮, সহীহ মুসলিম, হা/২৯৬১।

[১৯৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৭।

[১৯৩৭] বাইহাকী, ৯/১৯৫, ইরওয়া, হা/১২৫৫।

১২. জিযিয়ার পরিমাণ কত হবে?

মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ – يَعْنِي مُحْتَلِمًا – دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামেনে প্রেরণের সময় নির্দেশ দেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে জিযিয়া নিবে কিংবা সমমূল্যের ইয়ামেনে উৎপাদিত মুআফিরী কাপড় গ্রহণ করবে।[১৯৩৮]

এই পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করাও জায়েয।

কেননা আসলাম (রহি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বর্ণের মালিকদের ওপর চার দীনার এবং রৌপ্যের মালিকদের জন্য চল্লিশ দিরহাম জিযিয়া হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এর সাথে তিনি (জিযিয়া হিসেবে) তিনি দিন মুসলিমদেরকে খাদ্য প্রদান করা এবং মেহমানদারী করাকে তাদের ওপর নির্ধারণ করেছেন।[১৯৩৯]

আর রাষ্ট্রনেতা লোকদের সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতার দিকে খেয়াল রাখবে।

কেননা ইবনু আবী নাজীহ (রহি) মুজাহিদ (রহি) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন,

مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

শামবাসীদের ওপর চার দীনার এবং ইয়ামানবাসীদের ওপর এক দীনার করে জিযিয়া গ্রহণ করার কারণ কী? তিনি বললেন, তা সচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে।[১৯৪০]

[১৯৩৮] আবূ দাউদ, হা/৩০৩৮, তিরমিযী, হা/৬২৩।

[১৯৩৯] বাইহাকী, ৯/১৯৫, ইরওয়া, হা/১২৬১।

[১৯৪০] সহীহ বুখারী, ৬/২৫৭, ইরওয়া, হা/১২৬০।

الباب الرابع: حكم قتال البُغاة

চতুর্থ অধ্যায়: বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ের বিধান

১. বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা ফরয, যতক্ষণ না তারা হকের দিকে ফিরে আসে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল হুজুরাতে বলেন,

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾

আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (সূরা আল হুজুরাত: ৯)।

২. বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা বন্দী হবে, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না, কেউ পিছন ফিরে পলায়ন করলে, তাদেরকে ধাওয়া করা যাবে না, তাদের কেউ আহত হলে, আরো আঘাত করে তাকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের সম্পদ গণীমতে পরিণত করা যাবে না।

কেননা মুসলিমগণের রক্ত এবং সম্পদের ক্ষেত্রে আসল হলো সেগুলো (অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা) হারাম। সুতরাং শারঈ দলীল ছাড়া সেগুলোর কোন কিছুই হালাল হবে না।

الباب الخامس: أحكام الإمامة

পঞ্চম অধ্যায়: নেতৃত্বের বিধিবিধান সম্পর্কে।

১. আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ছাড়া রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসাতে বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো, আরও আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার নেতৃত্বের অধিকারীদের (সূরা আন নিসা: ৫৯)।

এছাড়াও এই বিষয়ে জিহাদ পর্বের প্রথম অধ্যায়ের ১০ নং পরিচ্ছেদে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার (নেতার কথা) মান্য করা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।[১৯৪১]

২. তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জায়েয নয়, যতক্ষণ তারা সালাত কায়িম করে এবং স্পষ্ট কুফরী প্রকাশ না করে।

আওফ ইবনু মালিক আল আশজাঈ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عند ذلك ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا

[১৯৪১] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৪, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৯।

فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».

তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, তোমরাও তাদের জন্য দুআ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়িম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।[১৯৪২]

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ছিলাম অকল্যাণের মধ্যে। তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসলেন। আমরা তাতে অবস্থান করছি। এ কল্যাণের পরে কি আবার কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ অকল্যাণের পরে কি আবার কোন কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, সেই কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন সব নেতার উদ্ভব হবে, যারা আমার হিদায়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না এবং আমার সুন্নাতও তারা অবলম্বন করবে না। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তির উদ্ভব হবে, যাদের আত্মা হবে মানব দেহে শয়তানের আত্মা। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, তখন আমরা কী করবো হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হই? বললেন, তুমি নেতার কথা শুনবে এবং মানবে যদিও তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় বা তোমার ধন-সম্পদ কেড়েও নেয়া হয়, তবুও তুমি শুনবে এবং মানবে।[১৯৪৩]

[১৯৪২] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।

[১৯৪৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭।

৩. শাসকের জুলুমের ওপর ধৈর্যধারণ করা ফরয।

ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

কেউ যদি তার আমীরের মাঝে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়্যাতের মৃত্যু।[১৯৪৪]

আবূ হাযিম (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবৎ আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মাতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঐ সকল বিষয়ে যেগুলোর দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল।[১৯৪৫]

৪. শাসকদেরকে সদুপদেশ দেয়া ফরয।

তামীম আদ দারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

[১৯৪৪] সহীহ বুখারী, হা/৭১৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯।

[১৯৪৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২।

দীন হলো কল্যাণ কামনা করার নাম। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার কিতাবের, তার রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য।[১৯৪৬]

৫. প্রজাদের প্রতি শাসকদের যা করা ফরয। আর শাসকদের কর্তব্য হলো,

ক. মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করা,

খ. তাদেরকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করা,

গ. সীমান্তের হিফাযত করা,

ঘ. জীবন, দীন ও সম্পদে তাদেরকে (প্রজাদেরকে) শরীআত অনুযায়ী পরিচালনা করা,

ঙ. আল্লাহর সম্পদ তার নির্দিষ্ট খাতে বণ্টন করা, যা যথেষ্ট হয়, তা ব্যতীত কাউকে প্রাধান্য না দেয়া,

চ. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ সংশোধনের জন্য জোড় প্রচেষ্টা চালানো।

হাসান বসরী (রহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহি) মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা) এর মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। যদি আমি জানতাম যে, আমার আরো হায়াত রয়েছে, তাহলে আমি তোমাকে এই হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, বরং তাদের সাথে প্রতারণা করে তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[১৯৪৭]

[১৯৪৬] সহীহ মুসলিম, হা/৫৫।

[১৯৪৭] সহীহ বুখারী, হা/৭১৫০, সহীহ মুসলিম, হা/১৪২।

আবূ মালীহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ، لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহি) মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা) এর অসুস্থ অবস্থাতে তাকে দেখতে যান। তখন মা'কিল (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটি হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করবো, যদি আমি মৃত্যুর মুখোমুখি না হতাম তবে তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন আমীর যার ওপর মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করে না বা তাদের মঙ্গল কামনা করে না, আল্লাহ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।[১৯৪৮]

আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ এবং তাওফীকের কারণে এই কিতাবটি শেষ হলো। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার পরিজন এবং তার সাহাবীগণের ওপর। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই কিতাবের দ্বারা উপকৃত করেন এবং হিসাবের দিনে এটিকে আমার মীযানের নেকীর পাল্লাতে স্থাপন করেন।

[১৯৪৮] সহীহ মুসলিম, হা/১৪২।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৫. আকীদাতুত তাওহীদ

-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৬. আল ইরশাদ- সহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া

-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১০.শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১৩.নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা]

২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৩.মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৪. মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৫. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩০. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৩১. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৪. ইমাম নব্বীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

-ইমাম ইবনে দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৫. কিতাবুল আরশ

-ইমাম আয-যাহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৬. সালাসাতুল উসূল এর ব্যাখ্যা (তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়)

- ড. মানসূর বিন মুহাম্মাদ আল সাকউব [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৭. আল-ফাতওয়া আল-হামাবীয়া আল-কুবরা

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫০ টাকা]

৩৮. ইসলামে যুদ্ধ ও তার মূলনীতি

- ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৯. মুখতাসার ফিক্বহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনে হাসান হাল্লাক্ব [নির্ধারিত মূল্য : ১২০০ টাকা]

৪০. তাফসীর আস সা'দী ১০ম খণ্ড (৫৮-১১৪)

-শায়খ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা'দী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

৪১. বেরেলভী মতবাদ

-শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪২. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনা হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর

[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব

আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]